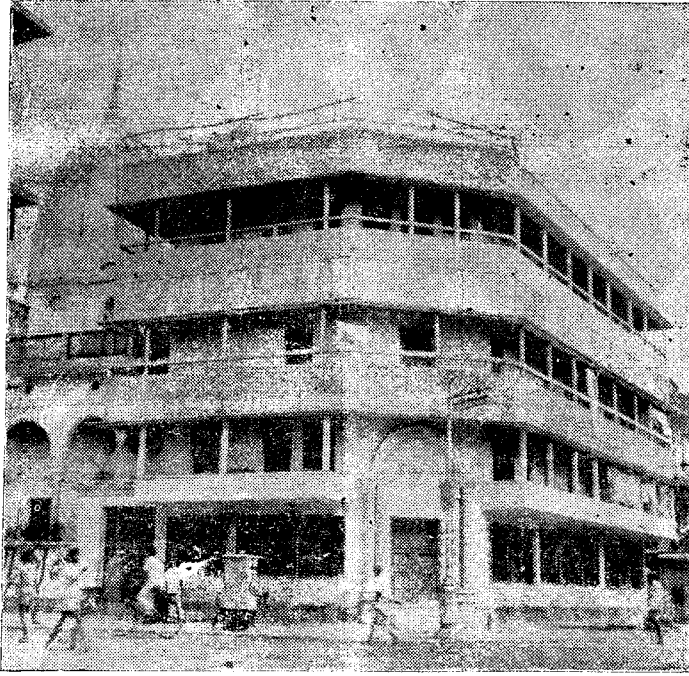


শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ন্ত:



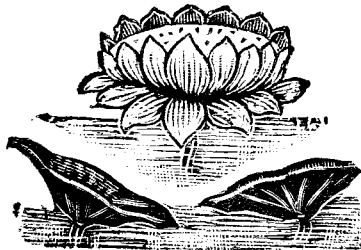
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমাৰ্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭৫



সম্পাদক :—

ত্রিদিগুস্বামী শ্রীগন্তবিনোদ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিত শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রসন্ন মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিত শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

- ১। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বিশিষ্ট, কাব্য-ব্যাংকরণ-পুরাণতীর্থ, বিত্তানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
- ২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাংকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিত্তাহরণ পাটগিরি, বিত্তাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীসুগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমদলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিত্তারত্ন, বি, এন্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

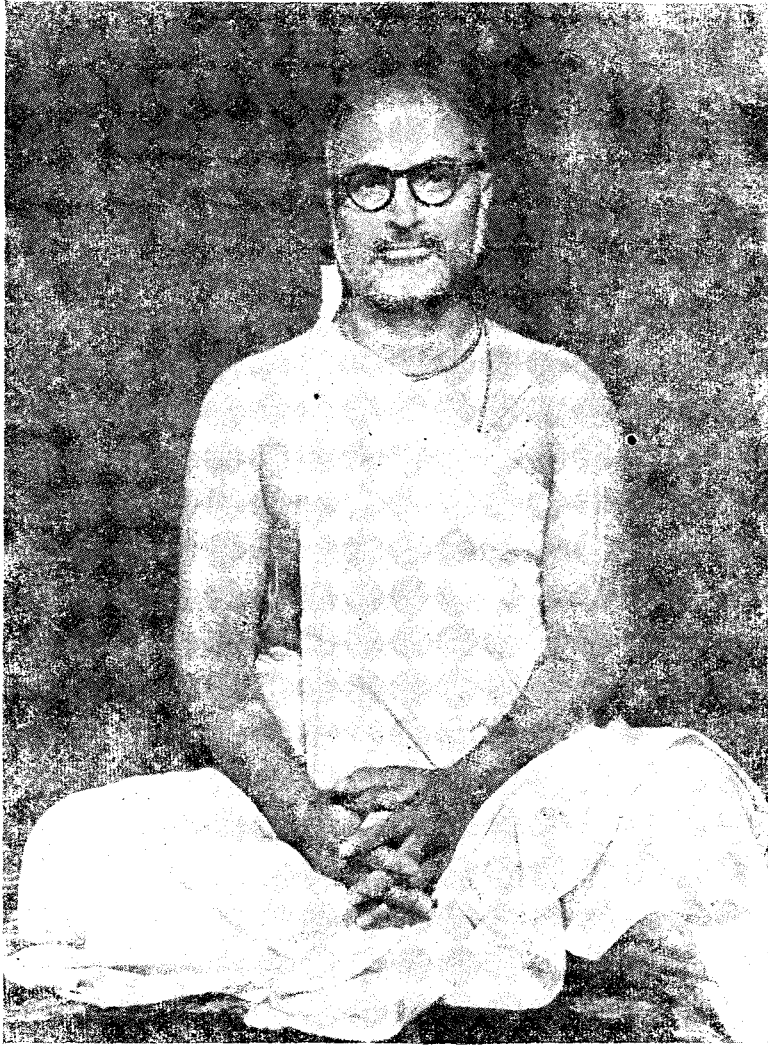
- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
- ৫। শ্রীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৭। শ্রীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৮। শ্রীগোড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
- ৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
- ১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
- ১১। শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
- ১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চক্কাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
- ১৪। শ্রীগদাই গৌরান্ধ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬



শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও গীলাভূমি শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত
শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোত্তানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ ও
ভারতবাসী তংশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য
ত্রিদিগ্‌স্বামী ও শ্রীমন্তুক্তিদয়িত
মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ।

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণানুভাসাদনং
সর্বাত্মসুপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭৫।

২৫ গোবিন্দ ৪৮২ শ্রীগৌরান্দ ; ১৫ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ; ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

১ম সংখ্যা

শুদ্ধা ভক্তির্যোগ ও অভক্তির্যোগসমূহের স্বরূপ-বিচার

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

কর্ম্যযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতিই অভক্তির্যোগ। উহারা কখনও অপ্রতিহতা অহৈতুকী মুক্তদেব নহে। ‘চবিশঘণ্টার ভিতরে চবিশ ঘণ্টা-কাল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের আর অত্ন কোন কর্তব্য হইতে পারে না’—জীবের যখন এইরূপ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি ব্যাসদেবের শ্রী জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্রীমদ্ভক্তের পূর্ণপুরুষকে দর্শন করিতে পারেন। পূর্ণ-পুরুষ কৃষ্ণে যাহার পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি স্বতন্ত্রভাবে অত্ন দেবদেবীর পূজা করেন না। তিনি “যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বকুড়ুজোপশাখাঃ”—এই ভাগবতীয় বাক্যটি জানেন। অপূর্ণ বস্তুর পূজা দ্বারা অত্ন অপূর্ণ বস্তুর দ্বৈষ উপস্থিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণে পরম পরিপূর্ণতা বিরাজমান। শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রহ্লাদাদি অথবা মূল-প্রকাশবিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত—গাঁইতভাবে পশ্চাদ্দেশে। অত্নর-মোহনার্থ ভগবান্ শাক্যসিংহের ‘প্রকৃতিতে নির্বাণ’ বলিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার, বা ‘ঈশ্বরকৃষ্ণের’ সাংখ্য-কারিকা-লিখিত ‘প্রকৃতিস্বরূপ’ প্রভৃতি যে-সমস্ত কথা, তাহা কুদার্শনিকের মতবাদ। মায়া বা প্রকৃতি পূর্ণ-পুরুষের কোনরূপ হানি করিতে পারে না, কিন্তু ‘মায়া’

বলিতে পূর্ণপুরুষকে লক্ষ্য করে না। পূর্ণপুরুষ কখনও জীবকে সম্মোহন করেন না। মায়া স্বীয় বিক্ষেপাশ্রিকা ও আবরণরূপা বৃত্তিদ্বয়দ্বারা জীবকে আচ্ছাদন করেন। মায়া সর্বদা পূর্ণপুরুষের প্রসাদ-প্রদানার্থ প্রস্তুত, কিন্তু যাহারা নিকপটভাবে পূর্ণ-পুরুষের প্রসাদ-গ্রহণে অনিচ্ছুক, মায়া তাহাদিগকেই অভিভূত করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য-কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিশ্বাস হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদ্ভূত হয়। জীব তখন ‘আমি নিত্য-কৃষ্ণদাস’ এই কথা ভুলিয়া গিয়া হুল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়া দাস্য করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

হৃদয়ের সুপ্ত সিদ্ধান্তকে উগ্ৰ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সাধন করিয়া প্রকট বা পরিষ্কৃত করিতে হয়। জাহরতি ব্যক্তি পাঁচপ্রকার-রতিবিশিষ্ট হইয়া স্বারসিকী রতির দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম, অর্থ ও কামাদি-লাভের জন্ত যে ঈশ্বরারামনার অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। ধর্ম্যামী ব্যক্তি সৃষ্টির উপাসনা, অর্থ্যামী ব্যক্তি গণেশের উপাসনা, কাম্যামী ব্যক্তি

শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। দেবগণকে খাজাঞ্চি করিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবা তাদৃশী নহে; কৃষ্ণসেবা—অপ্রাকৃত শ্রীকামদেবের সেবা—শুদ্ধ-চেতনের অশ্রিতার দ্বারা শ্রীশ্রীমহানন্দরের পাদপদ্মের নিত্য অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা—অপ্রাকৃত হৃদয়ের ও অপ্রাকৃত মনের কার্য। জড়-মনের যাবতীয় কার্যাসমূহ বহির্জগতের আশ্রয়ে সংঘটিত হয় (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)।—

“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মগম।

সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥”

আরোপের বা অতৃপ্তিস্থিত কাল্পনিক মনোময় দেহের দ্বারা নথর চেষ্টার অল্পরূপ তথা-কথিত কৃষ্ণসেবার কথা গোষামিপাদগণ কখনও বলেন নাই। আমরা যে আব-হাওয়ায় আছি, তাহাতে লোককে বন্ধন ধায় না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে মনোবৃত্তির ক্রিয়ার আধারকে পরিবর্তন করিয়া সিদ্ধদেহের ভূমিকায় নিয়োগাভিপ্রায়ে (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)।—

“মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।

রাত্রিদিন চিন্তে’ রাখা কৃষ্ণের চরণ ॥”

প্রভৃতি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহ-জগতের স্থূল ও লিঙ্গদেহের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণবস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখন বাহ-দেহে তাহার স্পন্দনক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

“অন্তঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদগ্রাহ্যমিচ্ছৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্মরত্যদঃ ॥”

—এই কথা শ্রীগৌরমুন্দের যে অরূপ-গোষামী শুভুকে বলিয়াছেন, সেই অরূপের পশ্চাতে অরূপময় না করায় আমাদের হৃভাগের পরাকাষ্ঠা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। সহকৃষ্ণানবিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্ত লুরু হই,

তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সর্বদা বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণে উৎকর্ষিত হয়। তখন (ভাঃ ১০।৩৫।৯)।—

“বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যঃ।

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃৎতনবো বরষুঃ স ॥”

অর্থাৎ ‘পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, বিটপীসকল ও ভারাবনত কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লতরু বনস্পতিরাজি, আত্মগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।’ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)।—

“স্বাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।

সর্বত্র স্মরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্তি ॥”

মহাভাগবত এইরূপ মনে করেন,—‘সকলেই বিষ্ণুর উপাসনায় মত্ত, কেবল আমিই বিষ্ণুবিমুখ, আমি প্রাণ-প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না’—যেমন শ্রীগৌরমুন্দের বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ)।—

“ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরপি মে হরৌ

ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।

বংশীবিলাস্তাননলোকনং বিনা

বিভিন্নি যৎপ্রাপ্যতদকান্ বৃথা ॥”

হায়, কৃষ্ণে আমার লেশমাত্রও প্রেমগন্ধ নাই! তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয়া প্রকাশ করিবার জন্ত। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণসন্ধানদর্শন বিনা আমার প্রাণ-পতঙ্গধারণ বৃথাই হইতেছে মাত্র। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ)।—

“প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সহক।

সেই মানে’,—কৃষ্ণে মোর নাই ভক্তিগন্ধ ॥”

শ্রীবল্লভাচাৰ্য যখন শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণকে আড়াইল-গ্রামে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শ্রীবল্লভ-ভট্টের বিচার-প্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু স্থায়ী ভাব সম্বরণ করিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)।—

“ভট্টের সঙ্ঘাচে প্রভু সম্বরণ কৈলা।

দেশ-পাত্র দেখি’ মহাপ্রভু ধৈর্য হৈলা ॥”

আবার একদিন রায়-রামানন্দের সহিত মিলনে মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস হইলে বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বিচার-প্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিয়াছিলেন।

“বিজাতীয় লোক দেখি, কৈলা সখরণ।”

(চৈঃ ৮ঃ মধ্য ৮ম পঃ)

“আপন-ভজন-কথা না কহিবে যথা-তথা” ইহাই
আচার্য্যগণের আদেশ ও উপদেশ।

অত্যন্ত গুহাদপি গুহ রাইকল্পের রসগানের পদাবলী
যদি আমাদের মত লম্পট-ব্যক্তি হাটে-বাজারে, ঘাটে-
বাটে-মাঠে যার-তার কাছে গান বা বর্ণন করে, তবে কি
উহা দ্বারা জগজ্জাল উপস্থিত হয় না? বাহু-জগতের
প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে যাজন করিতেছি
বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি
লেশমাত্রও ভগবানের জ্ঞান অধরাগ হইয়াছে?—
একবার নিষ্কপটে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা
যায়।

ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না যে, ভজনের ক্রিয়া
ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকারহীন-
যায়ী ক্রমপথানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে,—

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাদুসঙ্গোৎপত্ত ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ সত্যং ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যাসধতি।

সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাভূর্ত্যাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥”

সদগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজন-ক্রিয়া
বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে
শ্রীকৃষ্ণদেবার নৈরন্তর্য্য ও রুচি হইতে পারে না। যেদিন
আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্তদেবের সহিত
অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই
আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে। সেইদিন
আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আশ্রয়িত্তিতে শ্রাবাধা-

গোবিন্দের নিমৃত্ত-সেবা করিতে থাকিব। তৎকালে
ব্রজাঙ্গসকল পর্যন্ত আমাদের নিকট নিত্যন্ত অকিঞ্চিৎ-
কর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহাস্ত-গুরু-
দেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেবের নিজ-জন
বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রাবাধাগোবিন্দের লীলা-
কথা আমাদের শুদ্ধ নিম্নল হৃদয়ে ক্ষুদ্রিত প্রাপ্ত হয়।
তখন শ্রাবুভাতুনন্দিনীর চম্পকাভাষা উদ্ভাসিত,
শ্রীমতীর উদ্বর্ণ-চিত্রজরা দি চোখা-দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীগৌর-
সুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

প্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর-মধ্যে গণিত
হইলে জীবের আর প্রেমদান লীলা ব্যতীত অল্প কোনও
কাধ্য থাকে না। তখন শ্রীগৌরসুন্দরের—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।

সকল প্রচার হইবে মোর নাম ॥”

—এই বাণী শ্রবণ করিয়া, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরি-
দাসের প্রীতি শ্রীগৌরচক্রে যে আচ্ছা—সেই আচ্ছার
বাহক-স্বত্রে ‘পিয়নের’ কাধ্য করিতে থাকিব তখন সকল
জীবের দ্বারে-দ্বারে গিয়া বলিব,—

“ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।

কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥”

তখন শ্রীচৈতন্তচন্দ্রমুখের (২০ সংখ্যা) অঙ্গুরণে
এই বলিয়া ভিক্ষা করিব,—

“দন্তে নিধায় ত্বংকং পদয়োনিপত্য

কৃত্বা চ কাঁকুশত-মতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিশেষ দূর্য্যং

চৈতন্তচন্দ্রচরণ কুরুতঃস্বরাগম্ ॥”

নিষ্কপট ক্রন্দনদ্বারা মঙ্গল-চিহ্নে ভক্তি প্রকাশিত হয়

ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ-ধন

‘ভক্তি’—এই কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-ক্রন্দন ॥

‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দিলে সে কৃষ্ণনাম মিলে।

ধনে কুলে কিছু নহে ‘কৃষ্ণ’ না ভজিলে ॥

ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।

ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥

ধন যশ ভোগ যার আছেয়ে সকল।

ভক্তি যার নাই তার সব অমঙ্গল ॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্য

[ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

পঞ্চম রহস্যম্

গৌরচন্দ্রপদদ্বন্দ্বং বন্দে সানন্দমদ্রুতং ।
আনন্দকন্দং ব্রহ্মেন্দ্রেদেববৃন্দৈরভিষ্টুতম্ ॥১॥
অথাহুর্বাদিনঃ কেচিদ্ভক্তিশাস্ত্রবিনন্দকঃ ।
কৃষ্ণলীলামজানন্তো মায়ায়া পরিমোহিতাঃ ॥২॥
অহে ! চৈতন্যদেবোহয়ং ভগবান্ স্বয়মেব চেৎ ।
তদা কথং পুরাণাদৌ প্রমাণানি ন সন্তি হি ॥৩॥
ইতি সংশয়লীলানাং প্রবোধায় প্রযত্নতঃ ।
প্রকথ্যন্তে প্রমাণানি পুরাণাগমবেদতঃ ॥৪॥
তত্র সত্যপি প্রমাণে যদ্বাদিনো ন জানন্তি
তৎকারণমাহ ॥৫॥
ভগবদ্গীতায়াম্
বহুনি মে ব্যতীতানি জ্ঞানানি তবচার্জুন ।

তান্বেদং বেদ সর্ব্বাণি ন স্বং বেথ পরন্তপ ॥৬॥
অজোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মনায়য়া ॥৭॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৮॥
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে-যুগে ॥৯॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
তাত্ত্ব্যং দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥১০॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অপূর্ণ আনন্দকন্দ ও ব্রহ্মেন্দ্র
প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা সেবিত, আমি সেই গৌরচন্দ্রের
পদমূল সানন্দে বন্দনা করি ॥১॥

কৃষ্ণলীলা না জানিয়া মায়াবিমোহিত কোন কোন
ভক্তিশাস্ত্র-নিদ্দক এইরূপ বলেন ॥২॥

অহে ! চৈতন্যদেব যদি স্বয়ংভগবান্ হইতেন, তবে
পুরাণাদিতে তাঁহার প্রমাণ নাই কেন ? ৩॥

এইরূপ সংশয়শীল লোকদিগের প্রবোধের জন্ত আমি
যত্নপূর্ব্বক বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে প্রমাণসকল সংগ্রহ
করিলাম ॥৪॥

সেই বিষয়ের প্রমাণসঙ্গেও তত্ত্বদ্বাদিরা যে তাহা
অবগত নহেন, তাহার কারণ বলা হইতেছে ॥৫॥

শ্রীভগবদ্গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন—হে পরন্তপ
অর্জুন ! আমি ও তুমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি ;
আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার সমস্ত স্বরূপ আছে, তুমি অবিদ্যাবৃত্ত
জীব তেঁমার কিছুই স্বরূপ নাই ॥৬॥

আমি ঈশ্বর, জন্মরহিত এবং অবিনাশী তথাপি স্বীয়
চিহ্নভক্তি আশ্রয় করিয়া স্ব-স্বরূপে স্বেচ্ছাবশতঃ জন্মগ্রহণ
করি ॥৭॥

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাভুর্ভাব হয়
সেই সময়ে আমি স্ব ইচ্ছায় অবতীর্ণ হই ॥৮॥

সাধুদিগের পরিভ্রাণার্থ ও দুষ্ট ব্যক্তিদিগের বিনাশার্থ
এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥৯॥

যিনি আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম
করিতে সক্ষম হন, তাঁহাকে আর পুনরাবৃত্তি করিতে
হয় না ॥১০॥

আমি নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী আমার পরম-
ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া মূঢ় লোকেরা আমার
লীলা-বিগ্রহকে মানব-তনু মনে করিয়া আদর করে
না ॥১১॥

জৈমিনিভারতে চ

পৃথিব্যাং বহবঃ সন্তি মূৰ্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
তস্মান্ন জায়তে সৰ্ব্বৈ হুজ্জৈরমিদমভূতম্ ॥১২॥

তথাচ শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে গৰ্গবাক্যম্
আসন্ বর্ণাশ্রয়ো হস্তা গৃহতোহনুযুগং তনুঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৩॥

একাদশস্কন্ধে

কৃষ্ণবর্ণং দ্বিযাকৃষ্ণং সাদ্রোপাদ্রাস্ত্রপার্বদং ।
যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্বজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥১৪॥

কৃষ্ণপুরাণে চ

কলিনা দহমানানামুদ্ধারায় তনুভূতাং ।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যতি দ্বিজাঙ্গে ॥১৫॥

বাশিষ্ঠে পুরাণে চ স্নবজ্ঞমেব

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাজ্জৈহসৌ মহীতলে ।
ভাগীরথীতটে ভূমি ভবিষ্যতি সনাতনঃ ॥১৬॥

আরও জৈমিনি-ভারতে—পৃথিবীতে অনেক পণ্ডিত-
অভিমানী মূৰ্খ লোক আছে, তাহারা এই অদ্বুত হুজ্জৈর
আমার স্বরূপ-প্রকাশ বুঝিতে পারে না ॥১২॥

আরও শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে গৰ্গ বলিয়াছেন,—
‘শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ এই তিন ছুতি ।

সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥

ইদানীং দ্বাপরে তিহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ ॥’ চৈঃ চঃ ॥১৩॥

যাঁহার মুখে ‘কৃষ্ণ’ এই দুইটী বর্ণ, যাঁহার দেহকান্তি
গৌরবর্ণ, যিনি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্শ্বদ পরিবেষ্টিত,
সেই মহাপুরুষের ভজনা কলিকালে সাধুগণ সংকীৰ্ত্তন-
যজ্ঞদ্বারা করিয়া থাকেন ॥১৪॥

কৃষ্ণপুরাণে—কলিকর্তৃক দগ্ধবাক্তিদিগের উদ্ধারের জন্ত
কলির প্রথম-সন্ধ্যায় ভগবান্ শরীর ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-
গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥১৫॥

বাশিষ্ঠে ও পুরাণে স্পষ্ট কথিত আছে—কলির প্রথম-
সন্ধ্যায় সনাতন পুরুষ গৌরান্দের ভূতলে ভাগীরথীর
তটস্থ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥১৬॥

ব্রহ্মপুরাণে চ

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি ।
দারব্রহ্মসমীপস্থং সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥১৭॥

গরুড়পুরাণে বিষ্ণুঃ সহস্রনামস্তোত্রে

অগ্রজশ্চৈব গৌরশ্চ সৰ্ব্বশুচিরভিষ্টুতঃ ।
সন্ন্যাসী চৈব সন্ন্যাসজ্ঞপ্তি শ্চৈতন্যরূপকঃ ॥
যতিরূপী চ যোগী চ যোগিধ্যোয়ো হরিস্মৃতিঃ ।
ধূত্রবর্ণঃ পীতবর্ণো নানাবর্ণোহুবর্ণকঃ ।
সুবর্ণবর্ণবাংশৈশ্চ সুবর্ণাভস্তথৈব চ ।
ভক্তপ্রিয়স্তথা ভক্তা ভক্তিমন্ত্ত্রিবর্দ্ধনঃ ॥
ভক্তরূপস্তথা ভক্তো ধৰ্ম্মাণঞ্চ প্রবর্তকঃ ॥১৮॥

সৌরপুরাণে

স্বর্ণগৌরঃ সূদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিশ্রোতরীসম্ভবঃ ।
দয়ালুঃ কীৰ্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥১৯॥

ব্রহ্মপুরাণে—কলির প্রথম-সন্ধ্যায় দারব্রহ্ম সমীপে
লক্ষ্মীকান্ত গৌরবিগ্রহ সন্ন্যাসীর-রূপ ধারণ করিবেন ॥১৭॥

গরুড়পুরাণে বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে,—অগ্রজ অর্থাৎ
ব্রাহ্মণকুলে জাত, গৌর—গৌরবর্ণ, সৰ্ব্বশুচি—বিশুদ্ধ,
অভিষ্টুত—পূজিত, সন্ন্যাসজ্ঞপ্তি-চৈতন্য—যিনি সন্ন্যাস-
ধর্ম্মজ্ঞ চৈতন্যরূপী । যতিরূপী, যোগী, যোগিগণের ধোয়
ও হরিস্মৃতি-স্বরূপ । ধূত্রবর্ণ, পীতবর্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণ
হইয়াও অবর্ণ । অথচ সুবর্ণ-বর্ণবান্, ভক্তিমন্ত্ত্রি-বর্দ্ধন—
ভক্তিমানদিগের ভক্তিবুদ্ধিকারী, ভক্তরূপ হইয়াও ভক্ত-
দিগের ধর্ম্মপ্রবর্তক ॥১৮॥

সৌরপুরাণে—স্বর্ণের স্থায় গৌরবর্ণ, সূদীর্ঘাঙ্গ, দয়ালু,
কীৰ্ত্তনগ্রাহী হইয়া কলিকালে গঙ্গাতীরে জন্মগ্রহণ
করিব ॥১৯॥

দেবীপুরাণে নারদসংবাদে—সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ পুরু-
ষোত্তম এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥২০॥

ব্রহ্মাওপুরাণে—হে ব্রহ্মন্, কলিযুগে কোন সময়ে আমি
সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া পাপহত ব্যক্তিদিগকে হরিভক্তি
প্রদান করিব ॥২১॥

দেবীপুরাণে নারদসম্বাদে

করিত্তি কলৌ দেবো ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।

ব্রাহ্মণশ্চ কুলে জন্ম সাম্প্রাতং পুরুষোত্তমঃ ॥২০॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে চ

অহমেব কচিদ্ভক্ষন সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥২১॥

মহাভারতে বিষ্ণোঃ সহস্রনামাখ্যোক্তো

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্কে বরাঙ্গশ্চন্দনান্দ্রদী ।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥২২॥

গৌরান্দবমাং বিষ্ণুপরাণমপি

হরাম্যঘং হি স্মর্তুণাং হবির্ভাগং ক্রতুধ্বং ।

বর্ণশ্চ মে হরিচেষ্টস্তস্মাক্কিরিরং স্মৃতঃ ॥২৩॥

শ্রুতিশ্চ

যদা পশ্যঃ পশুতে রুদ্রবর্ণং ॥২৪॥

বৃহদ্বামনপুরাণে শতানন্দ উবাচ

ক্রহি তাত কৃপাসিক্কো ভক্তানুগ্রহকারক ।

পরিব্রাণায় সাধুনাং হেতুং কলুষচেতসাম্ ॥

মহাভারতে বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্র যথা—সুবর্ণবর্ণের
তায় গৌরবর্ণ, গলিত স্বর্ণের তায় কোমল অঙ্গ, সর্বলক্ষণ-
যুক্ত দীর্ঘ অবয়ব, চন্দনাস্কিত-অঙ্গদধারী, সন্ন্যাসাশ্রমী,
শমভাবাপন্ন, শান্ত এবং নিষ্ঠা ও শান্তিপরায়ণ ॥২২॥

বিষ্ণুপুরাণে গৌরান্দব কথিত হইয়াছে—স্বরণকারী-
দিগের পাপহরণ করি, যজ্ঞাদিতে হাবির্ভাগ গ্রহণ করি,
আমার ইষ্টবর্ণ হরিদ্রাভ। অতএব আমাকে লোকে
'হরি' বলিয়া থাকে ॥২৩॥

বেদে বলেন—পশু অর্থাৎ প্রাণী জীব যখন রুদ্রবর্ণ
পুরুষকে দর্শন করেন ॥২৪॥

বৃহদ্বামনপুরাণে—শতানন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,
হে কৃপাসিক্কো! হে ভক্তানুগ্রহকারক! হে পিতঃ!
আপনি বলুন, সাধু ও কলুষচিত্তব্যক্তিদিগের পরিব্রাণের
উপায় কি? কলিযুগের জীবের স্বল্প আয়ুঃ প্রযুক্ত তপশ্চা,
যজ্ঞ, ধ্যান, অব্যয় জ্ঞান, দান ও যোগ হইবার অসম্ভব।
কিরাপে কলির জীব উদ্ধার হইবে ॥২৫॥

ন তপশ্চ ন চেজ্যা চ ন ধ্যানং জ্ঞানমব্যয়ং ।

ন দানং সত্ত্বসংযুক্তং কলৌ ন দীর্ঘজীবনম্ ॥

কেনোপায়েন নিস্তারো ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥২৫॥

গৌতম উবাচ

সাধু পৃষ্ঠং ত্বয়া পুত্র গুহাদগুহতমং মম ।

সমাহিতমনো ভূত্বা শৃণু তৎপরমানসঃ ॥

এতাং স্মৃন্ততমাং বাচং ব্রহ্মা চাপি পিতামহঃ ।

বৈকুণ্ঠনগরং গম্বা সেতুর্দেবগণৈঃ সহ ॥

পৃষ্ঠবান্ লোকনাথং তং করুণাময়মব্যয়ম্ ॥২৬॥

শতানন্দ উবাচ

কথং বৈ ব্রহ্মণা তাত পৃষ্ঠঃ শ্রীমধুসূদনঃ ।

কারণং তত্র বা কিং বৈ কথ্যতাং মুনিপুঙ্গব ॥২৭॥

গৌতম উবাচ

শৃণু পুত্র প্রসন্ন বৈ কলৌ কল্মষসংকুলে ।

সর্বের পাপতরা লোকাশ্চণ্ডা মিথ্যাভিবাদিনঃ ॥

স্বাধ্যায়দানরহিতা দেবতাতিথিবঞ্চকাঃ ।

পরস্মলোলুপাঃ কেচিৎ পরদারপরায়ণাঃ ॥

গৌতম উত্তর করিতেছেন—হে পুত্র! তুমি সাধু,
তোমার প্রশ্ন ও গুহ্য হইতে গুহ্যতম, যতপূর্বক স্থির চিত্তে
উত্তর শ্রবণ কর। এই স্মৃন্ততম কথা পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্র
প্রভৃতি দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠে গিয়া করুণাময় অব্যয়-
পুরুষ লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥২৬॥

শতানন্দ বলিলেন—হে মুনিপুঙ্গব! হে পিতঃ!
ব্রহ্মা শ্রীমধুসূদনকে কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার
কারণ আমাকে বলুন ॥২৭॥

গৌতম কহিলেন—হে পুত্র! যাহা বলি প্রসন্ন
হইয়া শ্রবণ কর; পাপপূর্ণ কলিকালে লোকে অধিকতর
পাপাদক্ত ও অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বেদাধ্যয়নে বিরত ও
দান শূন্য, দেবতা ও অতিথি প্রত্যারক, পরধনে লোভী
এবং কেহ কেহ পরস্রীগামী। এইরূপ দেখিয়া ভারাক্রান্ত
পৃথিবী পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মালয়ে
গিয়া ব্রহ্মাকে গদগদ বচনে জ্ঞব করিয়া বলিলেন—
কলিকালে লোকসকল পাপযুক্ত, পাপকাণ্ডে রত এবং

ইতি বীক্ষ্য সমুদ্রিণা ধরণীভারসংকুলা ।
 গহ্বা বৈ ব্রহ্মদনং রোদমানা পুনঃ পুনঃ ॥
 সগদগদবচো ভূহা স্তূহা ব্রহ্মাণমশ্বরং ।
 সর্বের কলিমলৈর্যুক্তা লোকাঃ পাপিষ্ঠভৎপরাঃ ॥
 মহাপাতকসংযুক্তা দেবদ্বিজবিনিন্দকাঃ ।
 গঙ্গাবিষ্ণুবৈষ্ণবাপাং প্রেমানন্দপরাঙ্গুখাঃ ॥
 তেষাং পাপপ্রহারেণ কম্পতে মামকী তনুঃ ।
 তন্মাল্লোকপরিভ্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে ॥
 তদেব কুপয়ান্মনং তেন শান্তির্ভবেন্মম ।
 ইত্যুক্তাধৌমুখী ভূহা স্থিতা ভূরসুরাকুলাঃ ॥
 ততঃ সঞ্চিন্ত্য দেবেশং ব্রহ্মা চাপি পিতামহঃ ।
 বৈকুণ্ঠনগরং গহ্বা সমস্তৌত পুরুষোত্তমম্ ॥২৮॥
 জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় বৈকুণ্ঠনায়ক ।
 জয় দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্মীপতে প্রভো ॥
 জয় নীলাম্বুজ শ্যাম জয় জীমূতসৌভগ ।
 কন্দর্পকোটীসৌন্দর্য্য জয় শ্রীবৎসলাজ্ঞন ॥

জয় পীতাম্বরধর জয় কৌস্তভভূষণ ।
 জয় পদ্মপলাশাক্ষ বিনতাসুতবাহন ॥
 জয় চক্রগদাপদশঙ্খবাহো চতুর্ভুজ ।
 সংসারমত্তমাতঙ্গনাশবিক্রমকেশরী ॥
 জয় পদ্মধরিত্রীভ্যাং নিষেবিতপদাম্বুজ ॥২৯॥

শ্রীগৌতম উবাচ

ইতি সংস্তুয়মানোহপি তানাহ ভগবান্ হরিঃ ।
 কিমর্থমাগতাঃ সর্বের কথয়স্বং সমাহিতাঃ ॥
 ইত্যুক্তঃ পদ্মবোনিশ্চ প্রোবাচ শ্রীগদাগ্রজং ।
 কলৌ পাপরতা লোকাঃ স্বাধ্যায়বিধিবর্জিতাঃ ॥
 শূদ্ৰতুল্যা দ্বিজাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণদ্বৈষকারকাঃ ।
 অসংপথরতাঃ সর্বের অগম্যাগামিনস্তথা ॥
 তাত্ত্বা চাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ দেবদ্বিজবিনিন্দকাঃ ।
 ইতি তদ্ভাবমগ্নানাং ধরণী রুদতী পুনঃ ॥
 কেন শোকপরিভ্রাণং পৃথিব্যা দেব জায়তে ।
 তৎ কুরুষ জগন্নাথ দীনহুর্গতিনাশন ॥৩০॥

মহাপাতকী, দেবদ্বিজ নিন্দুক এবং গঙ্গা, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদিগের প্রেমানন্দ কথায় পরাজুখ। তাহাদিগের পদাঘাতে আমার শরীর কম্পিত হইতেছে। অতএব পৃথিবীতে জীবের পরিভ্রাণ কিরূপে হইবে, কৃপাপূর্বক যাহাতে আমার শান্তি হয় তাহাই করুন। অসুরদিগের কর্তৃক আকুলিতা পৃথিবী এই কথা বলিয়া অধৌমুখে রহিলেন। তন্নিমিত্ত চিন্তাঘটিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেবদেব পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ, জয় বৈকুণ্ঠ নায়ক, জয়দেব কৃপা-
 সিন্ধো, জয় লক্ষ্মীপতে প্রভু, জয় নীলাম্বুজ শ্যাম, জয়
 মেঘাভ, জয় কন্দর্পকোটীসৌন্দর্য্য, শ্রীবৎসধারী, জয়
 পীতাম্বরধর, জয় কৌস্তভভূষণ, জয় পদ্মপলাশাক্ষ, জয়
 গকড়-বাহন, জয় চতুর্ভুজ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধারী, জয়
 সংসার-মত্ত-মাতঙ্গ-বিনাশ-বিক্রম-কেশরী, জয় লক্ষ্মী-ধরিত্রী-
 সেবিত-পাদপদ্ম ॥২৯॥

গৌতম কহিলেন—এইরূপ স্তুয়মান হইয়া ভগবান্
 হরি ব্রহ্মাকে দ্বিজাঙ্গা করিলেন, তোমরা সকলে কি
 নিমিত্ত আসিয়াছ স্থিরচিতে আমাকে বল। এই কথা
 শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন।
 কলিকালে লোকে পাপকার্য্যরত ও বেদবিধিমাগ্ন ত্যাগ
 করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্ৰতুল্য হইয়াছে এবং শূদ্্রেরা
 ব্রাহ্মণদিগের দ্বৈষ করিতেছে, সকলে অসংপথেরত ও
 পরস্পরী গমন করিতেছে, আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ ও ব্রাহ্মণের
 নিন্দা করিতেছে। এইরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া পৃথিবী রোদন
 করিতেছেন। হে দীনহুর্গতিনাশন জগন্নাথ! যাহাতে
 পৃথিবী শোক হইতে মুক্ত হন তাহার উপায় আপনি
 করুন ॥৩০॥

গৌতম বলিলেন—ব্রহ্মা দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে
 এইরূপ প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ তাহাদিগকে গুহ হইতে
 গুহ্যতম বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥৩১॥

শ্রীগৌতম উবাচ

ইতি সংঘাচিতো দেবো ব্রহ্মণা প্রভুরচ্যুতঃ ।

স দেবানাহ ভগবান্ গুহ্যাদ্গুহ্যতমং বচঃ ॥৩১॥

দিবিজা ভুবি জায়ঞ্চ জায়ঞ্চ ভক্তরূপিণঃ ।

কলৌ সংকীৰ্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীশ্রুতঃ ॥৩২॥

স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপ জনালয়ে ।

তত্র দ্বিজকুলেপ্রাপ্তে জনিষ্যামি নিজালয়ে ॥৩৩॥

ভক্তিব্যোগপ্রদানায় লোকস্থানুগ্রহায় চ ।

সন্ন্যাসিরূপমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধ্বক্ ॥৩৪॥

আনন্দাশ্রকলাপূর্ণঃ পুলকাবলিবিহ্বলঃ ।

ভক্তিব্যোগং প্রদাশ্র্যামি হরিকীৰ্ত্তনতৎপরঃ ॥৩৫॥

তেনৈব সর্বলোকানাং নিস্তরো বৈ ভবিষ্যতি ।

মল্ল্যাসিরূপাং কিঞ্চিং কলৌ নাস্ত্যেব বৈদিকম্ ॥৩৬॥

মদন্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠাম্যহং ধ্রুবং ।

তৎ স্বয়ং ভুবি ভক্তা হৈ জায়ঞ্চ কৃষ্ণতৎপরো ॥৩৭॥

হে দেবগণ ! তোমরা ভক্তরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে গমন কর, কলিকালে সংকীৰ্ত্তন আরম্ভে আমি শচীদেবীর পুত্র হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব ॥৩২॥

গঙ্গাতীর অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপধামে ব্রাহ্মণকুলে নিজালয়ে জন গ্রহণ করিব ॥৩৩॥

ভক্তিব্যোগ শিক্ষা দিবার জন্ত এবং লোকের অনুগ্রহের নিমিত্ত কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম আশ্রয় করিব ॥৩৪॥

আনন্দাশ্রপূর্ণলোচনে রোমাঞ্চিত শরীরে হরিসঙ্কীৰ্ত্তনে তৎপর হইয়া ভক্তিব্যোগ শিক্ষা দিব ॥৩৫॥

তাহা হইলে আমার নাম-মাত্র স্মরণ করিলে সমস্ত লোকের নিস্তার হইবে, কলিকালে আর বৈদিক কার্যের প্রয়োজন হইবে না ॥৩৬॥

আমার ভক্তেরা যেখানে আমার নাম কীৰ্ত্তন করেন আমি সেইখানে উপস্থিত থাকি, অতএব তোমরা সকলে নিজে নিজে ভক্তরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-তৎপর হইয়া গমন কর ॥৩৭॥

যেন লোকস্ত নিস্তারো তৎ কুরুঞ্চং মমাজ্ঞয়া ।

ধরিত্রী ভবিতা নাভির্মমৈব দ্বিজদেহিনঃ ॥৩৮॥

ভূদেবদেহমাদায় মন্তক্তিরসলালসা ।

সত্বস্তত্র মমোপাশ্রয়ং কর্তব্যং কমলালয়া ।

নান্না গদাধর ইতি বিখ্যাতো ধরণীতলে ॥৩৯॥

বলরামো মমৈবাংশঃ সোহপি তত্র ভবিষ্যতি ।

নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো শ্রাসিচূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ ॥৪০॥

নৈচীং তনুং সমাস্থায় লোকশিক্ষার্থমায়ত্নঃ ।

বিখ্যাতো হরিদাসেতি মমভক্তিং করিষ্যতি ॥৪১॥

রুদ্রোহবতীৰ্য্য ভগবান্ শ্রীমদদ্বৈতসংজ্ঞকঃ ।

অনুগ্রহীষ্যতি লোকান্ যত্নতঃ করুণানিধিঃ ॥৪২॥

নারদ শ্রীনিবাসেতি রামানন্দেতি তুষ্ণকুঃ ।

ইন্দ্রোহবতীৰ্য্য মতিমান্ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥৪৩॥

যাহাতে লোকের নিস্তার হয় আমার আজ্ঞায় তাহা সম্পন্ন কর। আমার ব্রাহ্মণ-দেহে পৃথিবী নাভিরূপে অবস্থিতি করিবে ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ-দেহ ধারণপূর্বক আমার ভক্তি রসের লালসা-দ্বিত হইয়া ব্রজলক্ষী তথায় আমার সেবা করিবার জন্ত সেই সময় গদাধর নামে পৃথিবীতে খ্যাত হইবেন ॥৩৯॥

আমার অংশ বলরাম তিনিও তথায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সন্ন্যাসী-চূড়ামণি নিত্যানন্দ এই নামে খ্যাত হইবেন ॥৪০॥

লোকদিগের শিক্ষা দিবার জন্ত ব্রহ্মা নীচ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ হরিনাস নামে খ্যাত হইয়া আমায় ভক্তি করিবেন ॥৪১॥

করুণাময় রুদ্রদেব শ্রীমদদ্বৈতাচাৰ্য্য নামে অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগের উদ্ধারের জন্ত যত্নবান্ হইবেন ॥৪২॥

নারদ শ্রীবাস নামে, স্বর্গীয়ক তুষ্ণকু রামানন্দ নামে, দেবরাজ বৃদ্ধিমান্ ইন্দ্র আমার একান্ত ভক্তের মধ্যে বিখ্যাত, রাজা প্রতাপরুদ্রনামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন।

প্রতাপরুদ্রো বিখ্যাতো মন্ত্রক্লানাং সমাহিতা।

গৌতম উবাচ

সর্বের সমাগমিগ্য়ামো স্বস্থানকাত্ত গচ্ছত ॥৪৫॥

ততো দেবগণাঃ সর্বের ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।

প্রণম্য দেবদেবেশং গম্ভীরঃ স্বপুং ততঃ ॥৪৬॥

এই সকলের সহিত আমি অবতীর্ণ হইব। অতঃ পরে

গৌতম কহিলেন—তাহার পর পিতামহ ব্রহ্মা দেব-
গণের সহিত দেবদেব ভগবানকে প্রণাম করিয়া নিজ
নিজ পুরে গমন করিলেন ॥৪৬॥ (ক্রমশঃ)

স্ব স্ব স্থানে গমন কর ॥৪৭-৪৮॥

বর্ষারম্ভে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদেব

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রশস্তি

নবম-ভক্তি-স্বরূপিনী, কলিকলুষ-হারিণী জ্ঞান-
বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-দায়িনী, সর্বার্থ-সাধিনী শ্রীচৈতন্য-বাণী
আজ নবম বর্ষে প্রকাশিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য-বাণী-
বিগ্রহ শ্রীভক্তি-সিকান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সর্বার্থ-সাধক
শ্রীচরণকমল এই শুভবাসরে সর্বাগ্রে বন্দনা করি।
স্বাহার অশেষ করুণায় এই দৌনেরও শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর
উদয় ও বিলাস-বৈচিত্র্য দর্শন-সৌভাগ্য হইয়াছে, সর্বাগ্রে
সবৈভব তাহার শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাতর কোটি
কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি,
তিনি মাদুশ স্ব-পর-বন্ধক, বিষয়াক্ত, সেবা-বিমুখকে স্বীয়
করুণা-শক্তি-প্রকাশে বল পূর্বক নিজাভীষ্ট-সেবায় নিয়ো-
জিত করতঃ তাহার অসমোদ্ধা দয়ার কীর্তি জগতে
বিধোষিত রাখুন।

নিজ প্রাক্তন ভূদৈববশতঃ আমি শ্রীচৈতন্য-বাণীকে
এবং তাহার বিলাস-বিগ্রহগণকে নিজ সীমা-বিশিষ্ট
প্রাক্তন ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিতে যাইয়া অপরাধ-পক্ষে
নিমজ্জিত হইতেছি। স্বীয় কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার
রঙে রঞ্জিত চশমায় শ্রীচৈতন্যবাণী-বৈভব দর্শন করতঃ
তাঁহাদিগকেও তন্তদ্রঙে রঞ্জিত দেখিতেছি। আমার এই
ঘোর 'কামলা' ব্যাধির কবল হইতে সর্বোত্তম শ্রীচৈতন্য-
সরস্বতী রূপ পরমোদাৰ্থ-লীলা-রসময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম
ব্যতীত আমাকে আজ আর কে রোগমুক্ত করিবেন?
আমার হ্রায় ছলভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত দান্তবচুড়ামণিকে
শ্রীচৈতন্যবাণী ব্যতীত আর কে রকমারি প্রমোদর-প্রসঙ্গ,
প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দ্বারা স্তুতিকংসার যত্ন করিতেছেন ও
করিবেন? অতিহীন তুচ্ছ কাম-কীটের দংশনে নিরন্তর

ক্লিষ্ট এবং অপরকে দংশন-জালায় জর্জরিত করতঃ ক্লিষ্ট
স্বখানুভবের বার্থ চেষ্টা-বিশিষ্ট মূঢ় আমাকে একা শ্রীচৈতন্য-
বাণী ভিন্ন আর কে উদ্ধারের অত্ম সুবিচক্ষণতা, উদারতা,
সহিষ্ণুতা ও পবন ধৈর্যের সহিত প্রযত্ন করিবেন? সর্ব-
জীবের সুহিতকারিতার সমুদ্রত সমুজ্জল দৃষ্টান্ত একমাত্র
শ্রীচৈতন্য-বাণীতেই যে-রূপ দেদীপমান, বিশ্বের কোথাও
আর তজ্জপ দৃষ্ট হইবে না।

শ্রীচৈতন্যবাণী বিশ্বে বিবদমান এবং পরস্পরের আচার-
বিচার-বিরোধ-পূর্ণ সর্ব প্রাণীর মধ্যে নিত্য ভূমিকায় স্থায়ী
বাস্তব একা ও পরস্পরের স্বধর্ম নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন-
কারিণী। শ্রীচৈতন্যবাণী, শরণাগত সাধকদিগকে তাঁহার
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি অত্ম তাঁহাদের নৈসর্গিক রাগ-
দেব বিদূষণ, প্রাপঞ্চিক মোহ নাশন, ত্রিতাপের মূলো-
চ্ছেদন, জন্ম-মৃত্যু নিবারণ, চিত্তের কাপটা নাশন, হৃদয়ে
মঙ্গল বিধুর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ, বিত্তা-বধু-জীবনের
সঙ্গ প্রদান, আনন্দ-সমুদ্র বর্ধন, নিয়ত পূর্ণামৃতান্বাদন ও
প্রেমানুভূতসমুদ্রে নিমগ্ন করাইয়া থাকেন। জীবন চরম
সার্থকতা-মাণ্ডিত হয়।

হে শ্রীচৈতন্যবাণী! হে বাস্তব মঙ্গলরূপা শ্রীচৈতন্য-
সরস্বতি আপনি প্রসন্ন হউন। আমাদের হ্রায় অজ্ঞ ও
অশেষ দোষের আকর সেবকগণের অপরাধ-রাশি রূপা
পূর্বক মার্জনা করতঃ নিজ নিত্য সেবায় অধিকার প্রদান
করুন। বিশ্ববাসী আপনার অহৈতুকী রূপায় আপনার
অসমোদ্ধা দয়ার কথা উপলব্ধি পূর্বক আপনার শ্রবণ,
কীর্তন, স্মরণে প্রফুল্লিত ও কৃতার্থ হউন। আপনি
জয়যুক্তা হউন।

বর্ষারম্ভে

[ত্রিদিগ্ভিমামী শ্রীমদ ভক্তিশ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীগুরোরাঙ্গ-গাঙ্কবিংকাগিরিধারী জিউর অপার করুণায় 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা অল্প অষ্টমবর্ষ অতিক্রম করিয়া নবমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। আমরা বর্ষারম্ভে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকাগণকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময়ী বাণী আমাদের 'কর্ণরঞ্জণ' দিয়া হৃদিমাক্ষে প্রবেশিয়া' নিত্য নবনবায়মান রস-মাধুর্য্য আশ্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান করুন—জীবাত্মার নিত্যসিদ্ধ গুরু-স্বরূপের উদ্বোধন সম্পাদন করতঃ আমাদেরকে নিত্যকৃষ্ণদাত্তে প্রতিষ্ঠিত করুন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখকীর্তিত নামগানে আমাদের রতিমতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশ্রাব্ধি উটুক—তাঁহার অনপিতচর অবদান উন্নতোজ্জ্বল ব্রজ-প্রেম-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবার সুতীত্র আকাজক্ষা—আকুলতা—ব্যাকুলতা প্রবল হইতে প্রবলতর ভাবে আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠুক—জগতের সকল নখর আশা ভরসা ধামিয়া গিয়া 'শ্রীশ্রীরাধিকা-মাধবাশা' অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের প্রেম-সেবা লাভের আকাজক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক—“চঞ্চল জীবন-শ্রোতঃ প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়। গেল যে জীবন না আসিবে আর, এবে কৃষ্ণ করি কি উপায়?” বলিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠুক। জগতের নখর লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-দির প্রাপ্তিতে যে হৃদয় হর্ষ ও অপ্রাপ্তিতে অমর্ষাদি ভাব-দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে হৃদয়ে সাধু কৃষ্ণপ্রেমার অবস্থান কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? শিশু-সুলভ তুচ্ছ ক্রীড়া-চাপল্য আর কতদিন মুগ্ধ হইয়া থাকিব? নববর্ষে নববসন্ত প্রারম্ভে নবজলধরশ্যামাহুরাগে হৃদয়কুঞ্জ এখনও কি রঞ্জিত হইয়া উঠিবে না? এখনও কি তাহাতে রাগ-ভক্তিশ্রবন প্রাক্ষুটিত হইবে না? নবমধুলোভে গুণ গুণ স্বরে নবঅনুরাগে মনো মধুপ কি তথায় এখনও গুঞ্জন-করিবে না? নবরাগাহুগ ভক্তকোকিলকুলের নববসন্ত-রাগরক্ত হৃৎকর্ণরসায়ন কৃষ্ণকুঞ্জন কি এখনও কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণমন ব্যাকুল করিয়া তুলিবে

না? 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন' বলিয়া এখনও কি প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে না?

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরি স্বয়ংই প্রেমরূপ কল্লতরু স্বয়ংই তাহার মালাকার। আবার স্বয়ংই সেই প্রেমবৃক্ষে ফলিত প্রপক্ক প্রেমফলের দাতা ও ভোক্তা। অতাদুত ওঁদাধ্য লীল—মহাবদান্ত অবতার গৌরসুন্দর—“হেন অবতার হবে কি হ'য়েছে হেন প্রেম পরচার।”

মাধুর্য্য-প্রধান ওঁদাধ্য-লীলাময় শক্তিমত্তর অপ্রাকৃত বিষয়বিগ্রহশিরোমণি — সর্গাংশী—সর্গাবতারাৱতারী স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আজ তাঁহার ওঁদাধ্য-প্রধান মাধুর্য্য-লীলায় অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি নিজস্বরূপশক্তি বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধিকার ভাবকাস্তি সুবলিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশচীগর্ভসিদ্ধি মাক্ষে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রসুত গোবিন্দরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্বক তথায় এক অপূর্ব অতাদুত-চমৎকার প্রেমের খেলা খেলিতে-ছেন। প্রেমে বিশ্ব ভরিয়া তাঁহার 'বিশ্বসুন্দর' নামের সার্থকতা সম্পাদনার্থ তিনি আজ নিজেই মালাকার ধর্ম গ্রহণ পূর্বক বৃন্দাবনাভিন্ন নবদ্বীপ ধামে প্রেমফলোত্তান-রচনা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীপুরুষোত্তম, বৃন্দাবনাদি স্থানে সেই উত্তান বিস্তৃত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মালাকার স্বয়ংই সেই ভক্তিকল্লতরুকে অপ্রপক্ক হইতে প্রপক্ক আনয়ন পূর্বক নিজ ইচ্ছারূপ জল সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে এই প্রপক্ক —ভৌমব্রজে রোপণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর এবং তচ্ছিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ ঐ প্রোমঙ্কুরের পুষ্পি সাধক। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে নিজেই ঐ বৃক্ষের সকল শাখার মূলোদ্রব স্বরূপ মূল বৃক্ষ (মূল হইতে শাখা নির্গমস্থান পর্যন্ত বৃক্ষের গুঁড়িকেই 'বৃক্ষ' বলে)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নয়জন সন্ন্যাসী পার্শ্বদ যথা—শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীসিংহ

তীর্থ এবং শ্রীমুখানন্দ পুরী—শ্রীমদ্বাহাঙ্গুর রোপিত সেই প্রেমকল্প বৃক্ষের নয়টি মূল সদৃশ, এই নয়টি মূল বৃক্ষটিকে নিশ্চল বা স্থতির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে মহাদীর শ্রীপরমানন্দ পুরীই মধ্যমূল স্বরূপ। ইনি ত্রিভুত দেশোদ্ভূত বিপ্র, শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য এবং শ্রীমদ্বাহাঙ্গুর পরম প্রিয় পাত্র। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—“দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দ পুরী। সন্ন্যাসী পার্শ্বদে এই দুই অধিকারী”

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১১শ পঃ)

এই বৃক্ষের মূল স্বন্ধের দুইদিকে আবার দুইটি প্রধান স্বন্ধ—একটির নাম—শ্রীনিত্যানন্দ ও আর একটির নাম—শ্রীঅদ্বৈত। এই দুই স্বন্ধের শাখা প্রশাখারূপে বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিস্তৃত হইয়া উক্ত প্রেমামরতরু আজ সর্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সর্বত্রই তাহাতে প্রেমফল ফলিতেছে ও পাকিতেছে। শ্রীচৈতন্য মালাকার সেই প্রেমফল স্বয়ং আশ্বাদন করিতেছেন আর বিনামূল্যে পাত্রপাত্র যাচক অযাচক নিবিশেষে তাহা সর্বত্র অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া চতুর্দিকে ছড়াই-তেছেন, যেকুড়াইয়া বা লুটিয়াইতেপারিতেছে, সেই ধন্য হইতেছে। যে তখনই লুটিতে পারিতেছে না, তাহাকে এবং তৎপরবর্ত্তিসম্প্রদায়কেও কৃতকৃতার্থ করাইবার জ্ঞান তিনি তাহার ঐ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা পত্র পল্লবাদি পরিবার বর্গকেও অবিচারে সর্বত্র প্রেমফল বিতরণের আদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীমদ্বাহাঙ্গুর প্রকৃতি এই প্রেমকল্প তরুর সর্বদ্বন্দ্বই চেতনময়, সর্বদ্বন্দ্বই প্রেমফল ফলে ও পাকে এবং আশ্বাদন ও বিতরণের শক্তি সঞ্চারিত থাকে। চেতনময় ফলাশ্বাদনে অচেতন জীবেরও চৈতন্য সম্পাদিত হয়। এই প্রেম বিতরণকাণ্ড একাকী অসম্ভব বলিয়া মহাপ্রভু সকলকেই এই 'নামপ্রেম' আশ্বাদন ও বিতরণের অধিকার দান করিয়াছেন। রসিক ভক্তাগ্রণী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রূপকভাবে শ্রীমদ্বাহাঙ্গুর এই প্রেমপ্রদানরূপ মহাবদাত্ত লীলার কথা বর্ণন করিয়া দীন ছঃখী আপামর সর্ব-সাধারণ জীবকেই শ্রীমদ্বাহাঙ্গুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া

জীবন ধন—সার্থক করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার।

মূলশাখা, উপশাখা যতেক প্রকার ॥

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেন্দ্রিয় কর্ম।

হাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম ॥

এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।

বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।

একলা বা কতফল পাড়িয়া বিলাব ॥

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।

কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।

যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।

না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥

আশ্বইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।

তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥

অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।

খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥

জগৎ বাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।

সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীর্তি ॥

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি' কর পরউপকার ॥

“এতাবজন্ম সাফল্যং দেখিনামিহ দেখিষু।

প্রাণৈরর্থৈধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥”

(ভাঃ ১০২২২৪)

[“প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণকরাই দেখহারী জীবের জন্মসাফল্য।”]

“প্রাণিানুপকারায় যদেবেহ পরত্৮।

কর্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভাজং ॥”

(বিষ্ণুপুরাণ)

[“কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান লোক আচরণ করেন।”]

এই আশ্রয় কৈল যদি চৈতন্য মাল্যকার ।

পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥

যে ঘাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল ।

ফলাশ্রমে মত্ত লোক হইল সকল ॥”

(চৈঃ চঃ আ ১০ম পঃ)

এস্থলে বিবেচ্য ও বিচার্য বিষয় এই যে, শ্রীমদ্ব্যাক্ত্য প্রেমামর তরুর পরিবার-ভুক্ত সকলকেই প্রেমফল আশ্রয়-দানের ও বিতরণের অধিকার দিলেও যেখানে তাহার আশ্রয়-চেষ্টা বা সচ্ছাস্ত্রদ্রষ্টা মহাজনানুমোদিত সাধন-ভজন নাই, সেখানে প্রেমবিতরণ-কার্য কখনও স্তব্ধভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। অনধিকারচর্চা-ফলে নানা অনর্থের অবকাশ অনিবার্য হইয়া পড়ে ।

“আপনি আচরি’ ভক্তি শিখামু সবারে ॥

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ।

এইত’ সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥”

(চৈঃ চঃ আ ৩২০, ২১)

“আপনে আশ্রমে প্রেমনাম সংকীর্তন ॥

সেই দ্বারে আচঙালে কীর্তন সঞ্চারে ।

নামপ্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥

এই মত ভক্তভাব করি’ অঙ্গকার ।

আপনি আচরি’ ভক্তি করিলা প্রচার ॥”

(চৈঃ চঃ আ ৪৩২-৪১)

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার নিবন্ধস্থ ইচ্ছানুসাবে ব্রজপ্রেম বিতরণরূপ পরমোদার মহাবদান্ত লীলা প্রকট করিবেন বলিয়াই অভিন্ন শ্রীব্রজধাম শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রকট করিলেন। এই নবসংখ্যক দ্বীপাত্মক ষোলকোশ নবদ্বীপধাম নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ। ইহার অন্তর্দ্বীপ—

(১) আত্মনিবেদনাধ্যা ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল, সীমন্তদ্বীপ—

(২) শ্রবণাধ্যা, গোক্রমদ্বীপ—(৩) কীর্তনাধ্যা, মধ্যদ্বীপ—

(৪) স্মরণাধ্যা, কোলদ্বীপ—(৫) পাদসেবনাধ্যা, ঋতুদ্বীপ—

(৬) অর্চনাধ্যা, জহ্নুদ্বীপ—(৭) বন্দনাধ্যা, মোদক্রমদ্বীপ—

(৮) দাস্তাধ্যা এবং রত্নদ্বীপ—(৯) সখ্যাধ্যা ভক্ত্যঙ্গ যজন

স্থল। এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে আত্মনিবেদনই ভক্তির

স্বরূপ লক্ষণ, যেহেতু ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই শ্রবণাদি

অষ্টভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে। এজন্ত অন্তর্দ্বীপ অটল

পদ্মাকৃতি শ্রীনবদ্বীপ ধামের মধ্যবিন্দু কর্তৃকার সদৃশ।

ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই—সীমন্তাদি অন্যান্য অষ্টদ্বীপ পরি-
ক্রমা করা হয়।

অবশ্য নববিধ ভক্ত্যঙ্গ বিচারে কীর্তনাধ্যা ভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ব্যাক্ত্য শ্রীসনাতন গোস্বামি-
পাদকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিতেছেন—

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।

কৃষ্ণপ্রাপ্তোর উপায় কোন নাহি ‘ভক্তি’ বিনে ॥

দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্য।

তমোরজোধর্ম্যে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥

‘ভক্তি’ বিনা কৃষ্ণে কভু নহে ‘প্রেমোদয়’।

প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অত্র হৈতে নয় ॥

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্বব।

ন স্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥”

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

[হে উদ্বব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, অভেদ ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ববিধ তপস্তা ও ত্যাগ রূপ সম্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না।]

কুবুদ্ভি ছাড়িয়া কর শ্রবণ, কীর্তন।

অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥

(শ্রেষ্ঠ ভজন কি, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—)

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’ ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তা’র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।

নিরুপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

—চৈঃ চঃ অ ৪।৫৬-৫৯, ৬৫, ৭০-৭১

শ্রীমদ্ব্যাক্ত্য ভগবতে শ্রবণকীর্তনাদি নববিধভক্ত্যঙ্গ মধ্যে

“তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাংখ্যং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ

কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥” ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে

শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের শ্রেষ্ঠতা কীর্তিত হইলেও

“এতন্নিবৃত্তমানানামিচ্ছামকৃতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ

নির্গীতং হরেন্নামাত্মকীর্তনম্ ॥” (ভাঃ ২।১।১১) শ্লোকে

কীর্তনকেই সকলের পক্ষে পরম সাধন ও পরম সাধ্য রূপে

উপদেশ করা হইয়াছে। সাধক ও সিকৃগণের ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেরণ: অল্প কিছুই নাই। এই নামকীর্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রাশস্ত বলিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৬ঃ সংখ্যায়) স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু এই নাম-সংকীর্তন নিরপরাধে করিতে পারিলেই কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লভা হইয়া থাকে। নামাপরাধের ফলে ভুক্তি, নামাভাসে মুক্তি ও সিদ্ধি এবং শুদ্ধনাম-সেবা হইতেই প্রেম লভা হয়। নামাভাসে অপরাধ না থাকিলেও সম্বন্ধ-জ্ঞানাবধা থাকে, সদগুরুপদাশ্রয়ে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত নিরপরাধে নামই শুদ্ধনাম। প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ—সকল-প্রকার ভক্তের আশ্রয়স্থল শ্রীগৌরধাম—শ্রীনবদ্বীপধাম। এই ধামাশ্রয়েই সিকৃপীঠী শ্রীকৃষ্ণধাম শ্রীবৃন্দাবনাশ্রয় সম্ভব হইয়া থাকে এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবাকালে অপরাধ ঘুচিয়া গিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণনামের উদয় হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

“হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পথান্ত অতের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর, প্রেম—নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার॥
অতাপিহ দেখে চৈতন্য-নাম য়েই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাক্ষ-বিহ্বল সে হয়।
‘নিত্যানন্দ’ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্র-গঙ্গা বয়॥
‘কৃষ্ণনাম’ করে অপরাধের বিচার।
‘কৃষ্ণ’ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ৮ ২০-২৪)

‘এক’ কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বৈর কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার॥

তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কড়ু না হয় নিস্তার॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৮২৬-৩২

তাৎপর্য্য এই যে,—“যদি কেহ চৈতন্য-নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণ-কালেই পূর্ণাপরাধ-সকল মার্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন।”

(চৈঃ চঃ আঃ ৮৩১ অঃ প্রঃ ভাঃ)

কতকগুলি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের ভ্রান্ত ধারণা—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অপরাধ বা পাপের প্রশ্রয়-দাতা, কিন্তু বস্তুরূপে তাহা নহে। প্রভু কহে—‘জগা মাধা তোরা আর না করিস্ পাপ’। ‘জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ’॥ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-রূপা-প্রাপ্তির পর জগাই মাধাই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া পাবদ-ভক্তের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীচরণাশ্রয়ের বৈশিষ্ট্যই এই যে পাণ্ডিত্যের পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া তথায় নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণেচ্ছা জাগিয়া উঠে এবং নাম-গ্রহণকারী পূর্ণরূপে অপরাধভুক্ত নিত্যস্থ অমৃতপু হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবিশ্রান্ত ‘কৃষ্ণনাম’ গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ রূপার অচিরেই সুহৃদ ভ প্রেমসম্পত্তির অধিকারী হন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে শ্রীনিমি-নবযোগেন্দ্রে সংবাদে শ্রীকরভাজন ঋষি শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনকেই কলিযুগের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণং সাদ্ভোপাদাস্তপার্বদম্।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুরমধমঃ॥”

[‘বাহার’ মুখে সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ, বাহার কান্দি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদিত্য), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (শ্রীহরিনামাদি) ও পার্বদ (শ্রীগদাধর, রায়রামানন্দ, স্বরূপদামোদরাদি) পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবর্দ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রায়

যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞন করিয়া থাকেন।”

সুতরাং নববর্ষে নবোত্তম নবানুরাগে নবধাত্তির পীঠ-
স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীনবযোগেশ্বরের অত্যন্ত শ্রীকরভাজন-
কথিত সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিরপরাধে সংকীর্তন-
যজ্ঞেশ্বরের আরাধনাই আমাদের এই নববর্ষের প্রধান
সংকল্প হউক। শ্রীনামসংকীর্তন-যজ্ঞই সর্বযজ্ঞসার।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ, গৌরভক্ত, বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন হইলেই
আমাদের সেই সংকল্পিতার্থ সিদ্ধ হইবে। তন্নিম্নস্তো
জগত্তুষ্টিং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। ওঁ তৎসৎ।

অন্নমারন্তঃ শুভায় ভবতু।

যন্তি নো গৌরবিধুর্দাতু।

ওঁ যন্তি ওঁ যন্তি ওঁ যন্তি।

শ্রীচৈতন্য-বাণীর নববর্ষে প্রার্থনা

শ্রীচৈতন্য-বাণী আজ নববর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন।
অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত তাঁহার রূপায় অভিবিক্ত নরনারী অশেষ
কল্যাণ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কলিহত জীব
শুদ্ধ সনাতন পরব্রাহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মহাশয়-
জীবন সার্থক করুন। তাঁহার অপার করুণা-মন্দাকিনীতে
অবগাহন করিয়া জন্ম, জরা, মৃত্যু, ভয়, শোকাদি হইতে
মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই মানব-জীবনের সফলতা।
তাঁহার বাচ্য ও বাচক উভয় স্বরূপই জীবকুলকে
স্বরূপ উপলব্ধি করিবার নানা-প্রকার সুযোগ প্রদান
করিতেছেন। যিনি শ্রীঅচ্যুত-তত্ত্বকে অবগত হইয়া
সংসার হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ এবং যিনি ঐ
তত্ত্বকে অবগত না হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনিই
রূপণ—ভয়শোকমোহাভিভূত শূদ্র। শ্রীচৈতন্য-বাণী জীবের
এই শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া জীবকুলকে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব দান
করিবার জন্য সর্বাবস্থায়ই যত্নশীল। কপটতা ও বিশ্বাস-
ঘাতকতার আজ বিশ্ব জর-জর। ইহার মূল কারণ
জীবের স্বরূপ-বিশ্বাস। এই জন্যই প্রয়োজন নির্ণয়ে
ভ্রান্তি হওয়ায় আমাদের শাস্তি ও সুখ লাভের প্রয়াস
ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। যিনি সর্বকারণ-কারণ ও সর্ব-
নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বর শ্রীগৌরকৃষ্ণকে বাদ দিয়া সুখ
ও শাস্তি লাভের প্রয়াস অবশ্যই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

শ্রীচৈতন্য-বাণী সাধন ও সাধ্য বস্তু নির্ণয়ে যত্নশীল
জনগণকে তাঁহার অহৈতুকী করুণামৃতধারায় স্নাত
করাইয়া সাধ্য বস্তু সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানকে জানিবার
উপায় নির্দেশ করিয়া জীবের পরম কল্যাণ সাধন
করিতেছেন। শ্রীভগবান্ আমাদের সদসদ্ বিচার
ও বিবেচনার শক্তি দিয়াছেন। দ্বন্দ্বমহাশয় জন্ম লাভ
করিয়া সাধুসঙ্গে সচ্ছান্নাত্মশাসনানুসারে সংসার হইতে
মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা না করিলে এ জন্মটাই বৃথা
হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদের জীবনকে
সমুন্নত করিবার যে অপূর্ণ সুযোগ প্রদান করিতেছেন,
ইহা হইতে পরাস্থ থাকি কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক
নহে।

আজ শ্রীচৈতন্যবাণীর নববর্ষারম্ভের এই শুভদিনে
তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের সকাতির প্রার্থনা, তিনি
আমাদিগকে তাঁহার স্নানীতল শ্রীচরণ-ছায়াতে স্থান
দান করিয়া উত্তরোত্তর সৎসঙ্গাভিধেয়প্রয়োজন-জ্ঞানামুতে
সিদ্ধিত ও সঞ্জীবিত করুন। অমৃতের বার্তা জগদ্বাসীকে
বিলাইয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য করুন। তাঁহার উজ্জল
মহিমায় দিগ্দিগন্ত ভরিয়া উঠুক। তিনি জয়যুক্ত
হউন।

রূপাপ্রার্থী

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

ভগবদ্বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা

[গত ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৮) তেজপুর মঠের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায়

শ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণের সারমর্ম অবলম্বনে লিখিত।]

যদি কেহ প্রশ্ন করেন—ভগবান্ আছেন, কি নাই? তদুত্তরে প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে তিনি স্বয়ং আছেন, কি নাই। যদি তাঁহার অস্তিত্ব নাই বলা হয় তবে তাঁহার প্রশ্নেরও কোনও অস্তিত্ব থাকে না। যদি বলেন প্রশ্নকর্তা আছেন, তিনি তাঁহার অস্তিত্বাভাব করিতেছেন তাহা হইলে তাঁহার সত্তা স্বীকৃত হইল। অস্তিত্ববোধ জ্ঞানসত্তার, কারণ অজ্ঞানের কোন বোধ নাই। অতএব অস্তিত্বাভাববৃত্ত বস্তুটি জ্ঞানময়। উক্ত জ্ঞানময়ত্বের বিশ্লেষণে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়—সত্তাভাব, বোধভাব ও ক্রিয়াভাব বা আনন্দভাব। নিত্য-কাল থাকিবার স্পৃহা হইতে বুঝা যায় উহা নিত্য স্থিতি-শীল বস্তু, কারণ অনিত্যের কখনও নিত্যের জন্ত স্পৃহা হইতে পারে না। জ্ঞানের স্পৃহা হইতে প্রমাণ হয়, উহা জ্ঞানময়, কারণ অজ্ঞানের কখনও জ্ঞানের জন্ত স্পৃহা হইতে পারে না। তদ্রূপ আনন্দের স্পৃহা হইতে প্রমাণ হয় উহা আনন্দময়সত্তা নতুবা আনন্দের জন্ত স্পৃহা আগিতে পারে না। সুতরাং প্রশ্নকর্তা—নিত্যস্থিতিশীল, জ্ঞানময় ও আনন্দময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়। এখন প্রশ্ন—আমি কি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ? পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বে কোন অবস্থায়ই অভাববোধ সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণ পূর্ণের (Absolute) সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—Absolute is for Itself and by Itself, প্রাচ্য দার্শনিকগণ পূর্ণত্বের অর্থও জ্ঞানময়ত্ব-হেতু ব্যক্তিত্ব স্বীকার করায় তাঁহারা বলেন—Absolute is for Himself and by Himself অর্থাৎ পূর্ণ নিজের জন্ত নিজে এবং সমস্ত বস্তু তাঁহার জন্ত। কিন্তু আমাতে সেই পূর্ণত্বের গুণ না থাকায় আমি নিজেকে নিজে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতে পারি না। আমি আপেক্ষিক জ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান বা কারণজ্ঞান নহি। যিনি অসংখ্য আপেক্ষিক চেতন বা

অণুপ্রকাশস্থলীয় চেতনের কারণ, তিনি অখণ্ড জ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞান হইবেন। জ্ঞানের কারণ জ্ঞান, অজ্ঞান কখনও জ্ঞানের কারণ হয় না। অজ্ঞান=অ-জ্ঞান, জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলে সুতরাং অজ্ঞানেরও কারণ জ্ঞান।

যদি পূর্বপক্ষ করা হয়, অজ্ঞান বা জড় হইতে চেতনের প্রকাশ হইবে না কেন? দেখা যাইতেছে কাঠে অগ্নি নাই, কিন্তু কাঠে কাঠে ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জড়ের সংমিশ্রণে চেতনের প্রকাশ হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে কাঠেতে অগ্নি আছে, কিন্তু উহা অব্যক্তরূপে আছে, ঘর্ষণের দ্বারা ব্যক্ত হয় মাত্র। Nothing কখনও something এর কারণ হইতে পারে না, somethingই something এর কারণ। নাস্তিত্ব কখনও অস্তিত্বের হেতু হয় না, অস্তিত্বই অস্তিত্বের হেতু। একজন জ্ঞানই জ্ঞানের কারণ, উক্ত কারণ-জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান বা ভগবান্ বলা হয়। অণুপ্রকাশস্থলীয় আপেক্ষিক চেতনত্বের গুণানুযায়ী যেমন জীব-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে, তদ্রূপ অখণ্ডজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানের গুণানুযায়ী উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন।

“বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে॥”

—ভাগবত

তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় কথিত হন।

অণুচিৎপ্রকাশস্থলীয় জীবতত্ত্ব অপেক্ষা কারণচিৎ-প্রকাশস্থলীয় ভগবদত্ত্ব অতিশয় শ্রেষ্ঠ। অতএব আমার অস্তিত্ব অপেক্ষাও ভগবানের অস্তিত্বের অধিক প্রাধান্য ও বাস্তবতা আছে। ভগবান্ আছেন বলিয়াই আমি আছি। সুতরাং আমি আছি ইহা যদি বুঝিতে পারি,

তাঁহা হইলে ভগবান্ আছেন ইহা ব্রূতিতে অসুবিধা কি ? জীবতত্ত্বে যে সত্তাভাব, বোধভাব ও আনন্দভাব আছে উহা যেমন বোধের বিষয়, প্রাকৃত স্থূলসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত বিষয় নহে, তজ্জপ কারণ-চিহ্নে ভগবানে যে পূর্ণসত্তাভাব, পূর্ণবোধভাব ও পূর্ণানন্দভাব আছে তাঁহাও বোধের (Realisation) বিষয়, স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ নহে। জড়েন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ না হইলেই উহা অবাস্তব হইল এইরূপ বিচার অত্যন্ত স্থূলদ্বীর কথা। জড়েন্দ্রিয়ের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁহাদের প্রবেশ নাই, তজ্জন্ত সেই সব বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে চরম মূখতা হইবে।

১৯৩০ সালে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচর্যা আশ্রমে থাকাকালে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীর সি, ডি, রমনের সহিত একসময় তাঁহার সাক্ষাৎকার ও দীর্ঘ সময় কথোপকথন হয়। তৎকালে তিনি মঠের ধর্ম্মাভিষ্ঠানে তাঁহাকে আহ্বানের জন্ত গিয়াছিলেন। শ্রীর রমন তখন বলিয়াছিলেন—“আমার ভগবানে বিশ্বাস নাই। আমাকে ধর্ম্মসভার ডেকে কি লাভ হবে? যাতে আমার বিশ্বাস নাই, তার জন্ত সময় দিতে আমি প্রস্তুত নই। ভগবান্কে কি তোমরা দেখাতে পারবে? দেখাতে পার ত’ বিশ্বাস করবো। Experience এর মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত আমি বিশ্বাস করি না।” প্রত্যুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন—“আমরা বহু কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি না, তাই বলে সে-সব বস্তুর অস্তিত্ব নাই, এ কথা বলা কি সমাচীন হবে? যেমন গৃহের দেওয়ালের বাইরে কি আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই বলে এটা বলা কি ঠিক হবে যে দেওয়ালের বাইরে কিছু নেই। যদি বলেন, ঘরের সাহায্যে বুঝে নেব। ঘরেরও একটা সীমা আছে। আপনি বলেন, আপনার experience এ না আসা পর্য্যন্ত আপনি বিশ্বাস করবেন না, তারজন্ত সময় দিবে না। তা’ হ’লে আপনার ছাত্ররা কি বলতে পারে না, যে-সত্য আপনি উপলব্ধি করেছেন সেটা তাদের experience এ না আসা পর্য্যন্ত তাঁরা বিশ্বাস করবে না, তারজন্ত সময় দিবে না।”

শ্রীর রমন—“যে সত্য আমি উপলব্ধি করেছি সেটা

আমি অনুভব করিয়ে দেব। তবে যে process এ চলে আমি অনুভব করেছি সেই process এ তা’কে চলতে হবে”।

শ্রীল আচার্য্যদেব—“আপনি যে-কথা বলেন এটা কি অপর পক্ষও বলতে পারেন না? ঋসিগণও বলতে পারেন, যে process এ চলে তাঁরা ভগবান্কে উপলব্ধি করেছেন সে process এ যদি কেহ চলেন তা’হলে তাঁহারাও ভগবান্কে উপলব্ধি করতে পারবেন। অগ্রে উপলব্ধি করিয়ে দাও পরে সাধনের প্রণালী গ্রহণ করব এরূপ বিচার যুক্তিযুক্ত নয়।”

সত্য উপলব্ধির যে প্রণালী তাঁহা গ্রহণে পরাযুধ্য থাকবে, তজ্জন্ত সাধনের ক্রেশ স্বীকার করব না অথচ অভিযোগ করব সত্য উপলব্ধি হইল না কেন? ইহার দ্বারা আমাদের সত্য জানবার সততার অভাবই প্রমাণিত হয়। যে কারণতত্ত্বের সচ্চিদানন্দময়ত্বহেতু জীবতত্ত্বের সচ্চিদানন্দময়ত্ব এবং জীবতত্ত্বের সচ্চিদানন্দময়ত্বহেতু মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুভবশক্তি, উক্ত কারণতত্ত্বের অস্বীকার জীবের অজ্ঞানতার এবং স্বীয় যথার্থ স্বার্থবিষয়ে অজ্ঞতার চরম নিদর্শন। যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে তাঁহাকে না মানিলে সেই বস্তুর কোনও লোকসান হয় না বা সেই বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পায় না। যে মানে না সে তাঁহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয়। অগ্নির অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে অগ্নির কোনও লোকসান নাই, যে মানিবে না সে তাঁহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। বস্তৃতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি কখনও সুখ লাভ করিতে পারে না।

ভগবদ্বিশ্বাসের বহুমুখী উপকারিতা আছে। শুভা-শুভকর্ম্মের একজন দ্রষ্টা ও ফলদাতা আছেন এইরূপ বিশ্বাস আমাদের কাছে শুভকর্ম্মেতে প্রেরণা দেয় ও অন্তঃকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে। কোন দ্রষ্টা বা নিয়ন্তা নাই এইরূপ জ্ঞান অত্যাচারীর মধ্যে বেশরোয়া প্রবৃত্তি আনিয়া দেয়, যদ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং নিরপত্তার জন্ত রাষ্ট্রকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ভগবদ্বিশ্বাস উক্ত বেশরোয়া প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শাসনে শৃঙ্খলা আনে এবং রাষ্ট্রের অনর্থক ব্যয় বাহ্য

হ্রাস করে। নৈরাশ্রের সময় ভগবদ্বিশ্বাসই শাস্তি দিতে পারে। বিপৎকালে অনন্তোপায় ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়স্থল। হ্রঃসহ হ্রঃখের সময় যখন পরিজনবর্গ কেহই স্মৃথ দিতে সমর্থ হন না তখন ভগবানে হ্রঃখদৈন্ত্র নিবেদনের দ্বারা সে স্মৃথ পাওয়া যায়। যে-সময় কাহাকেও বন্ধুরূপে পাওয়া যায় নী এবং শ্রীতি ও ভালবাসা প্রাপ্তির অভাব ঘটে তৎকালে ভগবানকেই পরম বন্ধুরূপে ও ভালবাসার একমাত্র পাত্ররূপে বোধের

বিষয় করায়। সর্ববিষয়ে সর্বোত্তম এক অসীম আনন্দ-ময়-তত্ত্ব ভগবান্ আছেন এবং উহার অধিকারী আমরা হইতে পারি এই বিশ্বাস আমাদের জীবনের বার্থতাকে দূর করে এবং একটা নূতন জীবনের প্রেরণা আনিয়া দেয়। বস্তুতঃ ঈশ্বরবিশ্বাস প্রত্যেক জীবের স্বতঃস্ফূর্তরূপে বিद्यমান। কোথায় বা উহা সুবৈজ্ঞানিকরূপ লাভ করতঃ পরমেশ্বরে এবং কোথাও বা অপরিপক্বাবস্থায় সামান্য শক্তি বা ঐশ্বর্যযুক্ত ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তক্তিময়্য ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কে হরিকথা শুনে না?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—শ্রীহরিলীলা কলিকলুষ-নাশিনী। কৃষ্ণচরিতং কলিকল্পময়ং। হরিকথা-শ্রবণে নিষ্ঠাই সমাগ্ ব্যবসিতা বুদ্ধি।

পশুঘাতী ব্যাধ, পশুঘাতী স্বর্গাভিলাষী কর্মী, গোঘাতী যবন—এই সব লোক ব্যতীত সকলেই হরিকথা শ্রবণে আগ্রহান্বিত হয়। (ভাঃ ১০।১৮৪ টীকা)

প্রশ্ন—কৃষ্ণ কি ভোমবৃন্দাবনে নিত্যকাল থাকেন?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।

নিত্যং সন্নিহিত ইত্যনেন স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণঃ কৃষ্ণঃ স্বধামনি সদা বর্তমান এব আবির্ভূয় প্রপঞ্চ-গোচরী ভবতিনি তু কুতশ্চিদ বৈকুণ্ঠাদিভ্য আগত্য অবতরতি। তদাবির্ভাব সময়ে বৈকুণ্ঠখেতরীপাদিভাস্তদংশা আগত্য তত্র মিলিতী ভবন্তি লীলাস্তে তএব পুনস্তত্র যান্তি। তেষামেব বৈকুণ্ঠাদিভ্যো অবতরণং বৈকুণ্ঠাচারোহণং চেতি প্রসিদ্ধি জ্ঞেয়া। (ভাঃ ১০।১২৮ টীকা)

প্রশ্ন—কৃষ্ণই ত' সত্যবন্ত?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—তমেব বাস্তবং বস্তু সংসারেহস্মিন্নবাস্তবে। তৎ ভক্তৈর্গম্যাসে নাইঃ। স্বভক্তপালনৈকব্রতত্বাৎ নিত্যসত্যত্বাৎ তমেব প্রপত্ত্যর্হঃ।

ন চ স্বভক্তপালকদেবতাস্তবৎ তৎ অনিত্যোহহুৎকৃষ্টশ্চ। সত্যো প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্য্যং সত্যো হি গোবিন্দঃ। (ভাঃ ১০।২১২৬ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কোথায় প্রকাশিত হন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—প্রেমভক্ত্যুদয়-পর্কতে ভগবান্ উদিত হন। (ভাঃ ১০।২১৩১ টীকা)

কৃষ্ণময়তদর্শনং প্রেমো পরমানন্দজনকং ভয়েন তু পরমহুৎজনকম্। (ভাঃ ১০।২১২৪ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্ত কিভাবে সংসার জয় করেন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবৎ-পাদপোতাশ্রয়ণমাত্রেনৈব ভবাকৌ গোপদতুল্যো জাতে বৈষ্ণবো ভবাক্টিং অজানন্ত এব পদ্ভ্যাং এব উল্লঙ্ঘয়ন্তি। (ভাঃ ১০।২১৩১ টীকা)

প্রশ্ন—কে শিষ্য করিতে পারেন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—যিনি ইন্দ্রিয়গণকে শিষ্য বা বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহার অঙ্কে শিষ্য করা অসম্ভব।

প্রশ্ন—গুরুসেবা কি ভগবৎ-সেবা অপেক্ষাও বড়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

“আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥”

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮)

মন্তকপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মনুতিঃ ।

(ভাঃ ১১।১২।২১)

‘কেবলং ভগবৎপাদসেবয়া বিমলং মনঃ ।

ন জায়তে যথা নিত্যং তত্তক্তচরণার্চনাং ॥’

‘তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পুষ্যেৎ সদা ।

সর্বং ত্বরতি দ্রুণোবাং মহাভাগবতার্চনাং ॥’

(চৈতন্যভাগবত আঃ ১।২ গোড়ীয় ভাষ্য)

“কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড় ।

ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥

সিদ্ধিভবতি বা নেতি সংশয়োহুচ্যতসেবিনাম্ ।

নিঃসংশয়োস্ত তত্তক্তপরিচর্যাতাত্ত্বানাম্ ॥

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায় ।

ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥”

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৫-৮৭)

ভগ্নাদাত্মজং হৃদয়েদ্ভূতিকাশঃ ।

(মণ্ডকশ্রুতি)

আত্মজং ভগবত্বজ্জং । (শ্রীবলদেবপ্রভু)

‘তস্মাদ্ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ ।

প্রসাদ-সুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্তায় সংশয়ঃ ॥’

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮ গোড়ীয় ভাষ্য)

প্রশ্ন—নির্ভর কে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবচ্চরণাশ্রিতো হি নির্ভরঃ ।

শরণাগতঃ সুস্থঃ শেতে । (ভাঃ ১।৩।২৭ টীকা)

বদুচ্ছয়া অর্থাৎ যাদৃচ্ছিক মহৎকুপালকভক্ত্যা জীব

ভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া সুখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায় ।

প্রশ্ন—দয়াময়ের সবই কি দয়া ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—সন্তানের প্রতি মাতার

লালন ও তাড়ন যেমন উভয়ই করণা, তদ্রূপ বিষ্ণুর

স্বর-পালন ও অস্বর-বিনাশ উভয়ই দয়া ।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১৮ তথ্য)

প্রশ্ন—ভক্ত ও ভগবান্ ত’ সকলেরই প্রীতির পার,

তবে সকলে তাঁদের প্রীতি করে না কেন ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

সহজে শরীর মিষ্ট,—সর্বজনেন জানে ।

কেহ তিক্ত বাসে, জিহ্বা দোষের কারণে ॥

জিহ্বার সে দোষ, শরীরের দোষ নাই ।

অতএব সর্বমিষ্ট চৈতন্য গৌসাই ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।৫৯-৬০)

প্রশ্ন—কোন বংশে ভক্ত-সন্ন্যাসী হইলে সেই বংশের

কি গতি হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

গোষ্ঠিতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস ।

ত্রিকোটী-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।৮২)

প্রশ্ন—রক্ষক কে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

মিশ্র বলে,—তুমি ত’ অবোধ বিপ্রসুতা !

হর্ত্রা কর্তা ভর্তা কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা ॥

জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ ।

পাণ্ডিত্যে পোষয়ে,—কেবা কহিলা তোমাত ?

কিবা মুখ, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে ।

কথা লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হইবে আপনেন ॥

কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল ।

সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—সর্ববল ॥

অতএব বিদ্যা-আদি না করে পোষণ ।

কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ-পালন ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১২৯-১৩২, ১৩৫)

প্রশ্ন—কিসে সুখ হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্ত বিনে ।

কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা ধনে ॥

কৃষ্ণ-কুপা বিনা নহে দুঃখের মোচন ।

খাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি-কোটি ধন ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১৩৭-১৩৮)

অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিনে ।

কৃষ্ণ ভজিলে সে হয়, কৃষ্ণের স্মরণে ॥

(ত্রি মধ্য ১।২৩৮)

প্রশ্ন—অতিথি-সেবা কি অবশ্য করণীয় ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

গৃহস্থের মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম ।

অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম ॥

গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে ।

পশু পক্ষী হইতে ‘অখম’ বলি তারে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪২১-২২)

প্রশ্ন—বিষয়ীর কি কৃষ্ণভজন হয় ?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয় ।

বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল ।

স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এই সব ‘কাল’ ॥

দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায় ।

বিষয়ে আবেশ ছাড়ি’ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

“বিষয় পাসর’, অহনিশ বল হরি।”

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬৫২-৬১, ৬৩)

প্রশ্ন—ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কি কিছু করা যায়

না ?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

এক শুদ্ধ নিত্যবস্ত অখণ্ড অব্যয় ।

পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥

সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন ।

সেইমত কর্ম করে সকল ভুবন ॥

হরিদাস বলেন,—যে করান ঈশ্বরে ।

তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬৭৮-৭৯, ৯২)

প্রশ্ন—কিরূপ দৃঢ়তা প্রয়োজন ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ, যায় যদি প্রাণ ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ ।

তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬৯৪, ১৩৯)

প্রশ্ন—কৃষ্ণভজন না করিলে কি নরক হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

‘উত্তম-কুলেতে জন্মি’ শ্রীকৃষ্ণ না ভজে ।

কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬২৩৯)

প্রশ্ন—ভগবান্ ও কি ভক্তের দাস্ত করেন ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

যে তাঁহান দাস্ত-পদ ভাবে নিরন্তর ।

তাঁহান অবশ্য দাস্ত করেন ঈশ্বর ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭১২৫)

যে-মতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে ।

কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩৭৩)

প্রশ্ন—শিবানন্দা কি সর্কানাশকর ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

ঈশদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে ।

শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে ?

মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার ।

কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার ॥

হেন ‘শিব’-নাম শুনি যার দুঃখ হয় ।

সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয় ॥

অতএব সর্কাদো শ্রীকৃষ্ণ পূজি’ তবে ।

প্রীতে শিব পূজি’ পূজিবেক সর্কদেবে ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অধ্যায়)

প্রশ্ন—বহিষ্মুখ লোক কি ভগবদর্শন পায় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

পশুমানোহপি তু হরিং ন তু বেত্তি কথঞ্চন ।

বেত্তি কিঞ্চিৎ প্রসাদেন হরেরথ গুরোন্তথা ॥

(ব্রহ্মতর্কে)

চক্ষুবিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ ।

সমীপস্থং ন পশুন্তি তথা বিষ্ণুং বহিষ্মুখাঃ ।

(পাদ্মোত্তর খণ্ড)

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫৮২ ভাগ্য)

ভক্তিশূন্য হইলে ভগবৎ-দর্শন করিয়াও ভগবদর্শন

হয় না। যেমন কংস—কৃষ্ণদর্শন, দুর্ঘোষন—বিশ্বরূপদর্শন,

হিরণ্যাক্ষ—বরাহদেব-দর্শন, হিরণ্যাকশিপু—নৃসিংহ-দর্শন

পাইয়াও মরিয়াছিল।

প্রশ্ন—কৃষ্ণদর্শনের উপায় কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

তিলাদ্বৈকো ভক্ত যার সঙ্গে কহে কথা ।

সে অবশ্য আমা পাবে, নাহিক অন্তথা ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৪)

জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে ।

প্রেমধন, আভি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২২)

প্রেম এবং আভি (উৎকর্ষ) এই দুইটি দামোদর-
লীলার দুই অঙ্গুলী ফাঁকের রহস্য । (বৈষ্ণব-তোষণী টীকা)
জানিগণ যোগ্য শিষ্যকেই ভগবত্বেদ্যোপদেশরূপ জ্ঞানামৃত
দান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে দেন না । (ভাঃ ১০।২০।৩৬)

প্রশ্ন—ভগবদাশ্রয়ের ফল কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয় ।

সেহ মোর, মুই তা'র, জানিহ নিশ্চয় ॥

সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ ।

সেহ মোর নহে, সত্য বলিলু বচন ॥

গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল ।

বল দেখি, তা'রা মোরে কেমনে পাইল ॥

অমুরেও তপ করে, কি হয় তাহার ।

বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥

প্রভু বলে, 'তপঃ' করি' না করহ বল ।

বিষুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানহ কেবল ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৩-৪৬, ৫৪)

প্রশ্ন—কৃষ্ণ কিসে তুষ্ট হন ?

উত্তর—প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই ।

মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই ॥

কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয় ।

প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।১২-২০)

প্রশ্ন—জগৎ কি দৈবের অধীন ?

উত্তর—হাঁ । ভগবান্ শ্রীগৌরাদেব জগৎকে শিক্ষা
দিবার জন্ত জননী শচীদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া
বলিয়াছেন—

শুনমাতা, দৈবের অধীন সংসার ।

স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥

সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ ।

তান ইচ্ছা বুদ্ধিবারে শক্তি আছে কাত ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।৫৫-৫৬)

প্রশ্ন—সবই কি কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় ?

উত্তর—হাঁ । শাস্ত্র বলেন—

জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয় ।

বিব বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয় ॥

যে মতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাধে মারে ।

তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৩২-৩৩)

প্রশ্ন—সুপুত্র কে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ববেদে কয় ।

পিতারে সে ভক্তি করে যে সুপুত্র হয় ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৭)

প্রশ্ন—ভক্তের কি অভাব হয় ?

উত্তর—না । শাস্ত্র বলেন—

যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্ত হইয়া ।

তা'রে ভিক্ষা দেও মুক্তি মাণায় বহিয়া ॥

যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কার দ্বারে ।

আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলে তা'রে ॥

ধন, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে আইসে ।

তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥

মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস ।

মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ ॥

যে মোহার দাসেরও করয়ে স্মরণ ।

তাহারেও করোঁ মুই পোষণ পালন ॥

সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড় ।

অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ় ॥

কোন চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি' ।

মুই যার পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৫৭-৬৩)

শ্রীচৈতন্য-বাণীর অবদান

[শ্রীজ্যোতির্ষ্ময় পণ্ডা বি-কম অনাস']

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ত্রিভূতাপ জালায় জ'লে পুড়ে মরছে আজকের বিশ্বের তথাকথিত সভ্য দেশগুলো। শক্তিমদমত্ত হয়ে সেই সভ্য দেশগুলো তাদের সভ্যতার অসারতা প্রমাণ করতে প্রচণ্ড আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেই পচে যাওয়া নখর সভ্যতার আমদানি হচ্ছে আমাদের দেশে। ঐ সভ্যতার দূষিত-বৃত্ত ঘুরছে কামকে কেন্দ্র করে। চাই কাম পরিপূর্তি, আরও কামপরিপূর্তি, আরও, আরও, আরও কাম পরিপূর্তি। নৈতিক কাহ্ননের কোন প্রশ্ন নাই। যেমন করে পার কাম পূর্তি কর। ব্যভিচারে দেশ ভরে যাচ্ছে। দেশ হানাহানির উচ্চ শিখরে উঠছে। ভারতবর্ষের সর্ব্ববিশেষ মারাত্মক সভ্যতার সংকট ক্রমশঃ তার জনজীবন ও সমাজকে গ্রাস করছে। শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি-চলচ্চিত্র সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভেড়। তাদেরই হাতের মুঠোয় এখন সভ্যতার হাতিয়ারগুলি। যৌন-সর্ব্বস্বতার দিকে মানুষের রুচি ও দৃষ্টি-ভঙ্গী গড়ে তুলছে আজকের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি। সমাজকে মহা ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আজকের সভ্যতা। সভ্যতার নাতিশ্বাস প্রায় উপস্থিত।

এমতাবস্থায় পরম করুণাময়ী “শ্রীচৈতন্য-বাণী” মহা-ভাগবত আচাধ্যাদেব শ্রীল শ্রীমদ্বক্তাদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের “বৃহদ্-মুদঙ্গের” মহান্ ধ্বনিরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগজ্জীবের মঙ্গল বিধান করছেন। এ যেন “তুই ভাগবত সংগে করান সাক্ষাৎকার”—এই বাণীর সার্থক রূপায়ণ। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” গীতার “যঃ শাস্ত্রবিধি-মুৎসজ্জ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥”—বাণীর তাৎপর্য মানব-জীবনের প্রতি ভাঁজ খুলে খুলে সকলের সামনে মেলে ধরেছেন।

এটাই ত' সংশ্লীলীর সংসাহিত্যের মহান কর্তব্য। মানুষের মধ্যে ভগবচ্চরণে conscious faith তৈরী করার জন্য “শ্রীচৈতন্য-বাণী” দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থাৎ অদ্বয় ব্যতিরেক ভাবে বিচারণার মাধ্যমে সকল ঘটনা ভাগ-বতীয় ধারায় উপস্থাপিত করছেন। “এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তবজিজ্ঞাসুনাঅনঃ। অদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যং শ্রাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।” (ভাঃ ২।১৩৫)

শ্রীমদ্ভাগবত বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-মহাভারতাদির সার এবং শ্রীভগবানেরই গ্রন্থাবতীর। মহাবিবেদবাস্য জীবের মঙ্গল বিধানার্থে বেদ বিভাগ ও পুরাণাদি রচনা করে শাস্তি না পেয়ে ভগবৎ পার্বদ শ্রীনারদ গোস্বামীর আক্সা শিরোধার্য করে সরস্বতী নদী তীরে বদরিকাশ্রমে সাব্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করে পরাশাস্তি লাভের আদর্শ প্রদর্শন করেন। সেই মহান শাস্ত্র ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব নগ্ন অবস্থায় গুরুতলের দেবসি-ব্রহ্মসি-রাজসি সমলংকৃত মহতী সম্মেলনে কীর্ত্তন করে প্রমাণ করেন যে, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টোথিত সভ্যতা নখর অবস্থায়ী একমাত্র ভাগবত সভ্যতাই অবিনশ্বর। সেটাই আবার দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হল সূত মুনির মুখ-পদ্ম থেকে নৈমিষারণ্য সম্মেলনে। এই ভাবে এই শাস্ত্র গুরুপারম্পর্য্যে জগতে অবতরণ করেছেন। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” সেই ভাগবতীয় কথা সমরোপযোগী করে বর্ত্তমান জগতে বিতরণ করছেন। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” শ্রীল প্রভুপাদের বাণীক ক্রোড়ীভূত করে প্রচার করছেন—স্বরাট্, সাহিত্যে, আত্মগত্য ব্যতিরেকে বিরাট্, সাহিত্য ধ্বংস হতে বাধ্য।

আমরা আজ তাঁর চরণে প্রণত হয়ে প্রার্থনা করছি তিনি অনন্তকাল জগতে প্রকট থেকে আমাদের সকল অমঙ্গল দূর করুন।

শ্রীৰ্যাসপূজা মহোৎসব

[বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম) :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পৰিব্রাজকাচাৰ্য্য ঙ্গ শ্রীমদ্ভক্তিদায়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেৱানিয়ামকত্বে আসাম প্রদেশে কামৰূপ জেলাস্তৰ্গত শ্রীমঠের পরিচালনাধীন অন্ততম প্রচাৰকেন্দ্র সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রতিবৰ্ষের ত্রায় এবাৰও বিখ্যাপী-শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবিৰ্ভাববাসরে বিগত

২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুৱাৰী শুক্ৰবাৰ পূৰ্ণিহ্নে শ্রীৰ্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে আসামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কএক শত ভক্ত উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ শ্রীল আচাৰ্য্যদেব বৰ্ত্তুক শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্জা সম্পূজিত হইলে তদাৰুগতো শ্রীল প্রভুপাদপদে ভক্ত্যৰ্ঘ্য প্রদান করেন। ২০শে মাঘ অধিবাসবাসরে অপৰাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে একটনগরসংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্ৰা বাহির হইয়া সরভোগ, চক্চকাবাজাৰ ও নিকটস্থ বিভিন্ন



সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

অঞ্চল পৰিক্রমা কৰেন এবং ৱাত্তিতে শ্রীমঠের সংকীৰ্ত্তন-মণ্ডপে ধৰ্ম্মসভাৰ অধিবেশনে শ্রীল আচাৰ্য্যদেব সন্মুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীগুরুত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তবানী কীৰ্ত্তন করেন ও তৎপূজাৰ অত্যাৱশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীৰ্যাসপূজা বাসরে ধৰ্ম্মসভাৰ মহৎ অধিবেশনে স্থানীয়

এম্-ডি সি শ্রীউপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীল আচাৰ্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের পূত চৰিত্ৰ ও শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্বাতীত উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব ব্রহ্মচাৰী ভক্তিশাস্ত্ৰী, ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিৰি মহাৰাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ

ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীচৈতন্যহরণ পাট-
গিরি বিজ্ঞাবিনোদ, শ্রীহরেকৃষ্ণদাস, শ্রীঅচ্যুতানন্দ
দাসাধিকারী, শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী, শ্রীদীননাথ
বনচারী ও শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী বক্তৃতা করেন।
উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে
সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা
আপ্যায়িত করা হয়।

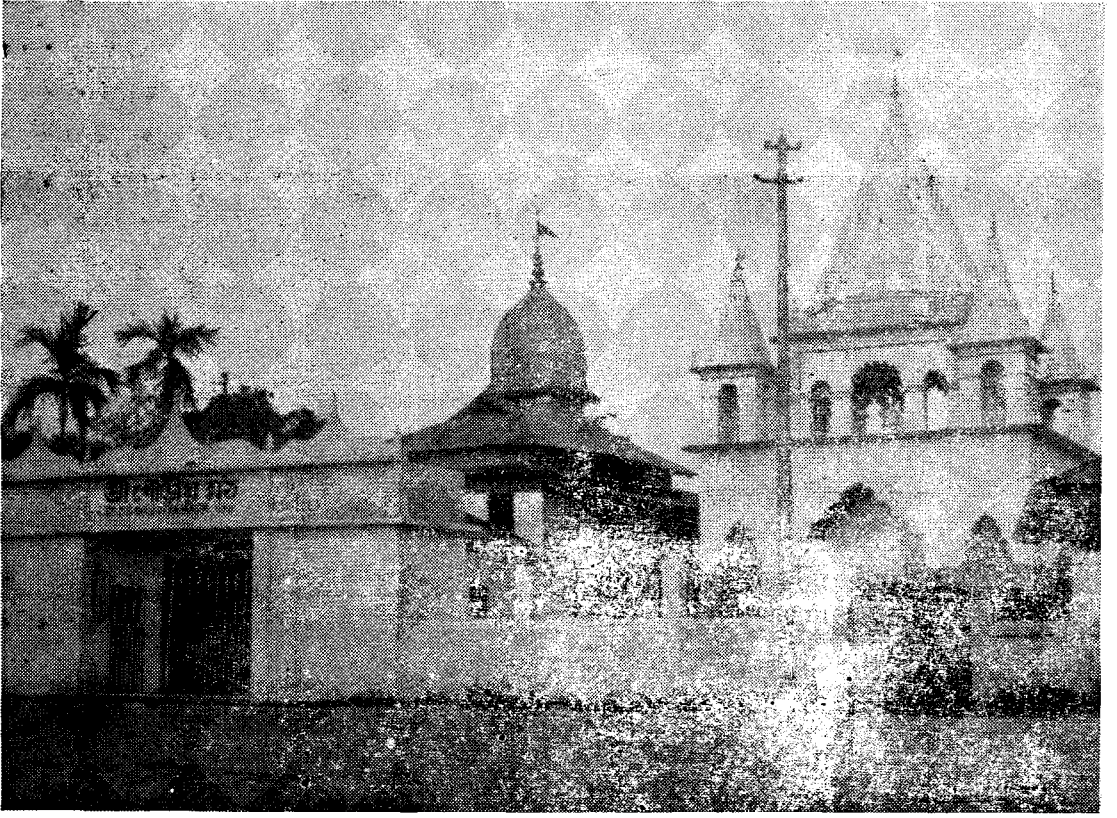
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ. কলিকাতা:— শ্রীবাস-
পূজা বাসরে পূর্বাহ্নে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি
রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সংকীৰ্ত্তন মণ্ডপে বস্ত্র ও
পুষ্পমালাদির দ্বারা সুবিভূষিত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যা-
র্চার বিশেষ পূজা ও আরাত্রিকান্তে স্থানীয় ক এক শত
নরনারী তৎপাদপদে ভক্তিকুমুদগুলি অর্পণ করেন।
মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র
মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। উক্ত দিবস শ্রীমঠে
সাক্ষাৎ ধর্মদম্ভার অধিবেশনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিণ্ডি-
স্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিলাস ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ
ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা সম্বন্ধে
ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীগদাই গৌরান্দ্র মঠে—পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য
গোড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের সেবানির্দেশান্তসারে পূর্ব-

পাকিস্তানে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি গ্রামস্থ
শ্রীগদাই গৌরান্দ্র মঠে গত ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী
শুক্রবার পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুরের শুভ-আবির্ভাবতিথিপূজা শ্রীবাসপূজা-
মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রাচীন
সেবক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহাশয়ের আত্মগত্যে
পূর্বাহ্নে পূজা অন্তে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় শ্রদ্ধালু
সজ্জনগণ শ্রীগুরুপাদপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।
শ্রীবাসপূজা-বাসরে উপস্থিত প্রায় সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দকে
মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্রিতে স্থানীয় ঈশ্বরানন্দ হাই-
স্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ
মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন
হয়। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল
প্রভুপাদের অবদানের কথা প্রচুরভাবে বর্ণন করেন।
শ্রীগোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীগৌরাদ প্রসাদ ব্রহ্মচারী,
শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী, শ্রীকালচাঁদ দাসাধিকারী
প্রভৃতি বক্তৃতা ও শ্রীল প্রভুপাদের গুণাবলীর কথা কীর্ত্তন
করিয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ প্যারীমোহন
ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দসুন্দর
দাসাধিকারী সেবাসুন্দর প্রমুখ সেবকবৃন্দের স্মরণ কীর্ত্তনে
সকলেই আপ্যায়িত হন।

তেজপুর মঠে শ্রীআচার্য্যনিবাস

আসাম প্রদেশান্তর্গত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা তেজপুরস্থ শ্রীগোড়ীয় মঠে বিগত
বর্ষে পঞ্চভূবিংশিষ্ট সুউচ্চ অতিশয় রমণীয় শ্রীমন্দির প্রকাশিত হইয়াছেন। উক্ত মঠের মঠরক্ষক
শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় আদর্শ গৃহস্থ শিষ্য ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য ও শ্রীপুলিন বিহারী
দাসাধিকারী প্রভৃতি সজ্জনগণের বৎসরব্যাপী নিরুপলব্ধ অদম্য উৎসাহ ও সেবাপ্রাণতায় এবার তথায়
শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থানের জন্য একটি সুন্দর নিবাসস্থান নিৰ্ম্মিত হইয়াছেন। গত ৮ মাঘ,
২২ জানুয়ারী শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীল
আচার্য্যদেব তথায় শুভ-বিজয় করতঃ স্নিগ্ধ সেবকগণের সেবাদ্বীকারে উক্ত নবনিৰ্ম্মিত নিবাসস্থানে
অবস্থান পূর্বক সেবকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। বর্তমানে মঠালয়টি চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত
এবং সুবিশাল দ্বিতল সংকীৰ্ত্তন-মণ্ডপ, ভোগশালা ও তোরণ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া শোভাবর্দ্ধন
করায় ইহা আসাম প্রদেশস্থ উত্তর সীমান্তের একটি সুবৃহৎ প্রচারকেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছেন।



আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাদ ৪৮৩, বঙ্গাব্দ ১৩৭৫-৭৬

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় সমস্ত উপবাস তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাব তিথি সমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি শুদ্ধভাবে বিচার করতঃ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধ-ভক্তিলাভের সু ভক্তগণের পরমাদরনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৫০ পয়সা। বুকপোষ্টের ডাক টিকিট অতিরিক্ত ১৫ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গলা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬০০ টাকা, বার্মাসিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পং। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্য-ধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্বিষিত শ্রীমদ্বক্তাদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীদৈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

দৈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮-৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থের আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্ধাস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থের দ্বারা অল্প কয়েক গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি বাতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে দৃষ্টিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও° বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌব-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা শ্লোক এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১’০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাস্বর্গত শ্রীম-মায়াপুর ঈশোদানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্বদা মুক্তবাণু পরিসেবিত অগ্নীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও° শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

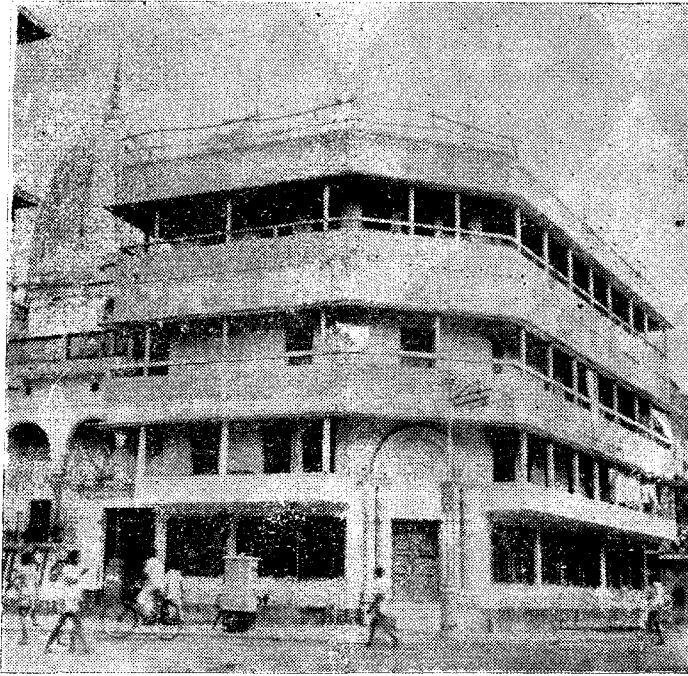
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও° শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরু গোবিন্দো জয়ত:



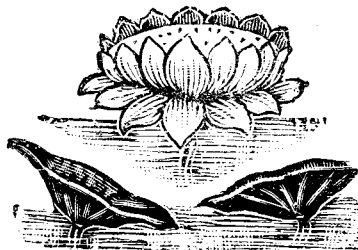
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্্তন-ভবন
একমাত্র-পারমাথিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৭৫



সম্পাদক :—

ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীগঙ্‌স্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিত শ্রীমদ্বক্তিত্ত্বমোদ মাধব গোঁসামী মহারাজ

সম্পাদক-সম্ভ্যপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিত শ্রীমদ্বক্তিত্ত্বমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সম্ভ্য :—

- ১। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-বাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিভূতিনিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-বাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিভূতাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিভূতাবন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগোড়ীয় সেবাস্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশ্ভা, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনামীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

প্রাচৈতন্য-বার্ষিক

“চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রোয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম।
আনন্দানুদ্রবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণগীতাস্বাদনং
সর্বদ্বন্দ্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনম॥”

৯ম বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭৫।
২৫ বিষ্ণু ৪৮৩ শ্রীগৌরান্দ; ১৫ চৈত্র, শনিবার; ২৯ মার্চ, ১৯৬৯।

২য় সংখ্যা }

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[৩ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বড় দরিদ্র জীব আমরা, ‘দরিদ্রনারায়ণ’ নহি। আমাদের এই দরিদ্রতা কমিয়া যাওয়া দরকার। ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন। “প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন। দাস করি’ বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥”—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতি প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। নতুবা পঞ্চ-রাত্রের মূল উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া অত্যাচার প্রবল করিয়া ফেলি, মন্ত বড় কর্মবীর হইয়া পড়িতে চাই। আমাদের ইংলণ্ডের কার্যপ্রণালী কিরূপ হইবে? মহাপ্রভুর আদেশ—“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥” জগতে মায়িক-নামই সর্বত্র চলিতেছে, বৈকুণ্ঠ-নাম প্রচারিত হউক। পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে Representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন, কিন্তু better class—higher class বাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট। প্রচুর পরিমাণে বৈকুণ্ঠ-কথা বলিতে হইবে, একজ্ঞ অনেক করিয়া Pamphlet (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ) ছাপা হউক, তাহাতে বহুল প্রচারের সুবিধা

হইবে। বড়লোক—ধনবান্ লোক বাঁহারা, তাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা লইয়া যুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে চিংকার করিয়া গলা ভাঙ্গিলেও তাঁহারা কর্ণপাত করিবেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে লইয়া সময় নষ্ট করা কি প্রয়োজন? একজ্ঞ আমরা বলিতেছি, আমাদের প্রচার প্রণালী একরূপ হউক—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক। মঠ-মন্দির না হয় নাই হইল। উহারা দেখুন—উহাদের দেশে দর্শন বা প্রয়োগশাস্ত্রে কতটুকু কি আলোচনা হইয়াছে, আর আমরা কত বড় জিনিষটি বলিতে বসিয়াছি।

দান্তিক লোক কখনও প্রচার-কার্য করিতে পারে না। দান্তিক কি প্রচার করিবে? দান্তিক প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া ‘আমিই প্রচারক’ এই প্রকার অভিমান করে; বাস্তব-সত্য তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না, সুতরাং তাহার দ্বারা জগতের কোন বাস্তব-মঙ্গল বিহিত হইতে পারে না। কেহ কালীঘাটের অমেধাভোজী হইবে, কেহ বা স্বদেশপ্রীতির নামে স্ব-পরভেদদর্শী হইয়া মাংসখ্যানলে দগ্ধীভূত হইবে, কেহ ভুক্তি, কেহ বা মুক্তি-পিশাচীর কবলে কবলীকৃত হইবে, কেহ বা ভক্তির ভাণ

লইবে—এই শ্রেণীর ব্যক্তি নিরন্তরকুহক বাস্তব-সত্যের কি সন্ধান রাখিবে? ইহারা ত'হাস্তরসের পাত্র। ভারত-বর্ষের প্রচার বন্ধ হইল—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রচার বন্ধ হইয়া গেল! ঘণ্টা বাজান', তথাকথিত তীর্থবাস, জাতখোসাই-গিরি, ভাগবত পড়িয়া পেট চালান'র নামই লোকে 'ভক্তি' বলিয়া জানিল। কাহাকে বলে আরাধ্যের আরাধনা, কাহাকে বলে প্রকৃত তীর্থবাস, কাহাকে বলে সত্য সত্য গোষ্ঠামিত্ত, কাহাকে বলে শুদ্ধ ভাগবতানুশীলন, বিদ্যা বা মিশ্রা ভক্তি, অবিদ্যা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি ইত্যাদির কোন অনুসন্ধান হইল না! পরোপদেশে পণ্ডিত সাজিয়া পরচর্চায় দিন চলিয়া গেল! তাই প্রতিদিন সকালে উঠিয়া আমাদের এই দুষ্ট মনকে গুণাইতে হইবে—

ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ।

(ভজন বিনা গতি নাইরে)

(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণাবিন্দ ॥

(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি রে)

(ভজ) গৌর-গদাধরাধৈত গুরু নিত্যানন্দ।

(গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)

(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)

(স্বর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥

(গৌরপ্রেমে স্বর, স্বররে)

(স্বর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।

(যদি ভজন ক'রবে রে)

(স্বর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ॥

(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাওরে)

(স্বর) গোষ্ঠিসহ কর্ণপুর, সেন শিবানন্দ।

(অজস্র স্বর, স্বররে)

(স্বর) রূপাঙ্গ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥

(ব্রজে বাস যদি চাওরে)

মনকে ব্রজবনে রাধাগোবিন্দের ভজন করিতে বলিতে হইবে। তটস্থ-বিচারে মধুরস অপেক্ষা বাৎসল্যরস একটু কম, সখ্যরস তাহা অপেক্ষা কম, দাস্তরস তদপেক্ষা কম। শাস্তরসে নিরপেক্ষভাব। ভজনের প্রতিকূল নহেন, আবার স্বতঃশ্রুত হইয়া অল্পরাগমূলে সেবা-

চেষ্টাও নাই, বিরোধও করিব না, ভজন হয় হউক, না হয় না হউক—এইরূপ একটি ভাব।

আমি কর্ম্মকাণ্ডের ত্রায় অত্রায় বিচার করিতে পারি—ইহা স্মৃতিভাব, উহা ভক্তির বিপরীত কথা। ঠাকুর নরোত্তম বলেন—‘কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হব তা’তে অনুরক্ত, শুদ্ধভজনেতে কর মন’।

তথাকথিত সম্প্রদায়-শ্রদ্ধা-বিগত ও বর্তমান যুগে যে-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ভগবদ্ভক্তির বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহাদের অনুসরণ-কারিগণ বর্তমানে নানা ভোগময় আন্দোলনে বড় ব্যস্ত।

ভগবদ্ভক্তির কথা ছাড়িয়া যাঁহারা অনিত্য দেশকাল-পাত্রের আন্দোলনে ব্যস্ত, তাঁহারা উই আর ইঁহরের মত নিজের শরীর নিজেই কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে কৃষ্ণ সর্ব্বরসাত্ম্য, সর্ব্বরস দ্বারা যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার সেবা-বিনুশ হইয়া ইতরানুশীলনে দিনাতিপাত করা অত্যন্ত মূর্থতার পরিচয়। অধিলরসামৃতমুষ্টি কৃষ্ণের ভজনেই অধিল রস fixed হইবে। তাহা না হইলে কৃষ্ণের ভজন হইতে অবসর লইতে লইতে ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠনাথ, নৈমিত্তিক অবতার-সমূহ ও পুরুষাবতারত্রয় এবং তাহা হইতেও অবসর লইয়া ক্রমে নিকির্শেষবাদই চরম প্রাপ্য হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা হৃদৈব মনুষ্য-জাতির আর কি হইতে পারে!

প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া আমাদের “ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ”—এই গানটিই ভাল করিয়া গাওয়া হউক। “তৃণাদপি সুনীচেন” বিচারেই ‘কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ’। ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ বিচার ছাড়িয়া কখনও কৃষ্ণকীর্তন হইতে পারে না। আমাদের ভজনীয় পদার্থ কি? ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণাবিন্দই একমাত্র ভজনীয় বস্তু। শ্রীমদ্রূপপ্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া রাগাঙ্গ ভক্তিব্যাজীর আচার বর্ণন করিতেছেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।

ভাল না থাকিবে আর ভাল না পরিবে ॥

অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥

“গ্রাম্যকথা না শুনিবে” হইতে “ভাল না পরিবে”—
এইট Negative (নিষেধবাচক), আর অমানীমানদ
হওয়া সর্বদা কৃষ্ণনাম লইবে, মানসে ব্রজ রাধাকৃষ্ণসেবা
করিবে—এইটিই Positive (বিধিজ্ঞাপক)। শুদ্ধ
মনে স্বীয় স্বরূপ-দেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই মহাপ্রভুর
উদ্ভিষ্ট। মানুষ উহা বুঝিতে ভুল করিয়াই প্রাকৃত-
সহজিয়া হইয়া পড়েন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার সাধারণ
লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

অতি মন্দ মন আমার। কেহ যেন মনে না করেন—আমি
অতি ভাল। রোজ সন্ধ্যা বেলা উঠিয়া নিজের মনকে
শত ঝাঁটা মারিতে মারিতে বলিতে হইবে—মন, তোমার
অন্তের ছিদ্র দেখিতে হইবে না, নিজেকে ভক্তকব বা
মিছাভক্ত বলিবার জন্ত ব্যস্ত হইতে হইবে না।

কন্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, “না হবে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।

ব্রজ-জনের যেই মত, তাহে হবে অনুরক্ত,
এই সে পরমতত্ত্ব-ধন॥

এই মনটা ‘এই ভাল, এই মন্দ’—এই প্রকার ভ্রমে
পতিত।

দৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোর্থন্য।

এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

Mental speculation (মানসিক চিন্তাধারা)
যত রকম আছে, তাহা লইয়া মানুষ বড় ব্যস্ত। তাহাতেই
তাঁহাদের দিন কাটে। এই সকল ছাড়িয়া দিয়া
“আমার ভাল কিসে হয়”—ইহাই বিচার্য হওয়া
আবশ্যক। “পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে”—
ইহাই মহাজন-বাক্য। অগ্রাভিলাষী অগ্র কৰ্ম করুক,
আমার তাহা লইয়া কি দরকার? অন্তলোকের
অনুবিধা হইয়াছে বলিতেছে, কিন্তু আমি ত’ তাহাদের
অপেক্ষাও মন্দ!

“আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরের উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥

নিজ সুখ লাগি, পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাবী,
পরদুঃখ সুখকর॥”

—এই গানটা আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার।
আমার মন্দ মনকে সর্বক্ষণ ভজনের জন্ত নিযুক্ত রাখিতে
হইবে। Dissuading policy (নিরসনপন্থা) লইয়া
অন্তলোকে আক্রমণ করিয়া বেড়াইব—ইহা কখনও
প্রচারকের কাৰ্য্য নহে, উহা প্রচারকের কাৰ্য্য।

কন্মি-জ্ঞানীর পথ জগতে নানা অনুবিধা আনয়ন
করে। অসংস্করণ ছায়ার বিচারেই মানুষ প্রমত্ত হইয়া
পড়ে; কাহার ছায়া, তাহার অনুসন্ধান করিবে না—
নিত্যসুখবোধতত্ত্বের সন্ধান লইবে না। জড় প্রত্নতাত্ত্বিক
কাঠের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত।
কেহ বা Iconographer, কেহ বা Iconoclast, কেহ বা
ওখানকার বাগানের-শেওলা, মুতো বেশী হইয়াছে,
ওদের জমিতে আবর্জনা বেশী ইত্যাদি আলোচনার খুব
উৎসাহ প্রদর্শন করেন! কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যে
আবর্জনা জমিয়াছে, তাহা weed out করিবার জন্ত যত্ন
হইতেছে না। যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তথাপি
উহাই আমার সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে।

ভজন করিব কাহার? Mammon-এর—ইন্দ্রিয়-
তর্পণের ভজন করিব—American Republic-এর
President হইব ইত্যাদি নানা বিষয়ে যত্ন পড়িয়া
যাইতেছে! কিন্তু “ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণাবিন্দি ভজন
বিনা গতি নাই” ইহা বিচারের বিষয় হইতেছে না।
কেহ বলিতেছেন—দারকানাথের ভজন করিব, শত
সহস্র মহিষী যাঁহাকে সেবা করেন। কেহ বলেন—
বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের ভজন হউক, যেখানে কুণ্ডল
সম্পূর্ণরূপে বিগত হইয়াছে, মধ্যাদাপথে মত্তক হইতে
নাভি পর্য্যন্ত উর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা গৌরববিচারে তাঁহারই সেবা
করা যাউক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিতেছেন—
নাভি হইতে পদদেশ পর্য্যন্ত যে বিচার আছে তাহার কি
কোন কাৰ্য্য থাকিবে না? তবে সেগুলি আসিল কোথা
হইতে, যদি চৈতন জগতে তাহার কোন ব্যবহার না

থাকে? সেব্যের সেবার তৎসমুদয়ের নিয়োগই উক্ত অঙ্গ সমূহের Proper adjustment—প্রকৃত সদ্যবহার। নতুবা কৰ্ম্মপথ বা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া ত' সমূহ অমঙ্গলই বরণ করিতে হয়।

ব্রজবনই বরণীয় বা ভজ্ঞনীয়—তদ্বনং উপাসিতব্যম্। এখানেই আমাদের নিত্য বাসস্থান। সেজন্য “চৈতন্তের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।” কেহ Historic side of চৈতন্ত, কেহ বা Speculating side of চৈতন্ত দেখিতে যান, তাঁহাদের সঙ্গ করিলেই সর্বনাশ হইবে। শ্রীচৈতন্ত-দেব কি বলিতেছেন? “পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥”—ইহাই মহা-প্রভুর কথা। ব্রজবনে যে কৃষ্ণকথা আছে, তাহা সমগ্র জগতের লোক জানুক, ইহাই মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট। যাহার যে বাহাদুরী আছে, তাহা থাকুক, রাখাগোবিন্দের ভজনেই একমাত্র প্রয়োজনীয় হউক।

ব্রজবন—দ্বাদশবন—দ্বাদশরসের স্থান। শাস্তাদি পঞ্চ মুখ্যরস ও হাস্যাদি ষণ্ড গৌণরস। অখিলরসামৃত-মূর্তি বনবিহারী কৃষ্ণ এই ব্রজবনে দ্বাদশরসে সেবিত হইতেছেন, ব্রজবনে রাখাকৃষ্ণচরণারবিন্দ একমাত্র ভজনের বস্তু। জলকাদামাটির ভজন প্রয়োজনীয় নহে। ব্রজবন-বিহারীর চরণারবিন্দসেবী হইতে হইবে, কিন্তু বাড়ল হইতে হইবে না। কৃষ্ণের আদর্শ লইয়া আমরা নিজেরা ব্রজবনবিহারী সাজিতে যাইব না; তাহা হইলে জড়বন-বিহারী হইয়া বিহারীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইতে হইবে। যাহারা বিহারীজীবী সেবা ছাড়িয়া নিজেরা বিহারী হইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের অর্থাৎ লইয়া ঝগড়া মারামারি করিয়া শেষে নামিয়া যাইবেন।

(“ভজ্ঞ”) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।” শ্রীগদাধর মহাপ্রভুর সেবা করিয়া শ্রীরাখাগোবিন্দের সেবা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। রায়-রামানন্দ, দামোদর-স্বরূপও সেইরূপ সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; স্বয়ং শ্রীমদমহাপ্রভু কৃষ্ণের সেবকের বিচার বলিয়াছেন। আশ্রয়বিগ্রহের function (কাৰ্য্যগুলি) দেখাইয়াছেন। স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের স্বরূপ জানাইয়াছেন।

আবার শ্রীগদাধর প্রভুও আশ্রয়বিগ্রহ স্বয়ং। শ্রীগৌর-সুন্দরের সম্ভোগের লীলায় কৃষ্ণকথা এবং তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত যোষা-সজ্জার গদাধর প্রভু; একটি মাহুৰ নিজের গা চুলকাইতেছেন—একটি অঙ্গদ্বারা, আর একটি অঙ্গের সেবা করিতেছেন; আর একটি third party আসিয়া কিরূপে সেবা করিবে, তাহাই শ্রীগদাধর প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত—আচার্য্যের কাৰ্য্য করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রণাম করিয়াছেন—

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদ্যাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।

ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

আজকালকার আচার্য্য শিশ্যের বিত্তাপহারক। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আচরণ কি প্রকার?

“চৈতন্তের দাস মুঞি, চৈতন্তের দাস।

চৈতন্তের দাস মুঞি, তাঁ'র দাসের দাস॥

এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গভীর।”

* * *

কায়মনোবাক্যে তাঁ'র ভক্তি সদা কাৰ্য্য।

বাক্যে কহে, ‘মুঞি চৈতন্তের অনুচর’।

‘মুঞি তাঁ'র ভক্ত’—মনে ভাবে নিরন্তর॥

জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।

ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥

(চৈঃ চৈঃ আঃ ৬৮৪, ৮৫, ২০০-২২)

ভক্তিরাজ্যে দাস্তের বিচারই প্রবল। আচার্য্য আপনাকে শ্রীচৈতন্তদাসানুদাস অভিমানে সেই দাস্তের মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—সকল রসেই দাস্তভাব প্রবল।

পিতামাতা গুরুসখা ভাব কেনে নয়।

কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্তভাব সে করয়॥

পিতামাতার স্নায় গৌরবের পাত্র হইয়াও সন্তানের ভৃত্যের ভৃত্যাভিমান। ইহাই আচার্য্যের আচরণ-বৈশিষ্ট্য। আর আচার্য্য-সন্তান নামধারী যাহারা, তাঁহাদের বিচার হইয়া পড়িতেছে—“খাবো দাবো থাক্বো, গুরুগিরি কর্বো।” শ্রীচৈতন্তের দাসানুদাস হইবার বিচার কোথায়?

(“ভজ) গৌর-গদাধরাধৈত গুরু-নিত্যানন্দ”

—শ্রীগুরু-নিত্যানন্দশাপদপদ্ম সেবা করিতে বলা হইতেছে। তাঁহারা যে-প্রকার সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই প্রকার আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহাদের পথ ধরিতে হইবে। ছাগল খাওয়ার নাম হরি-ভক্তি নহে—মূর্থ লম্পট বদ্মায়েন্ কখনও গুরু হইতে পারে না। যাহারা নিজেরা মরিয়াছে, তাহাদের সঙ্গ করিয়া কি লাভ হইবে?

(“স্বর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ”

ইহারা শ্রীভগবান্ গৌরমুন্দরের নবদ্বীপ-লীলার সহচর—নিত্যানন্দপ্রভুর Assistant। শ্রীমদ্ব্যাপ্ত

শ্রীমদ্ব্যাপ্ত-হরিদাসকে প্রত্যেক ঘরে ঘরে পাঠাইয়া হরিদাস বিতরণ করিতে বলিয়াছেন।

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥

ইহা বই আর না বোলাবে, না বলিবা।

দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা॥

(“স্বর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব”

শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোষামী। ইহাদের আনুগত্য করিতে হইবে। শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত ভজন হইবে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্য

[ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত ‘সজ্জনতোষণী’ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

পঞ্চম রহস্যম্

(পূর্ব প্রকাশিত ২ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ২ম পৃষ্ঠার পর)

ভক্তরূপত্বং যথা বৃহন্নারদীয়ে চ

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নমানসঃ।

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥৪৬॥

জৈমিনিভারতে চ

একদা নৈমিষারণ্যে ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবঃ।

পপ্রচ্ছ নারদং কিঞ্চিং মুনিবৃন্দৈঃ সমাবৃতঃ ॥৪৭॥

উদ্ধব উবাচ

শ্রীনারদ মহাবাহো কিঞ্চিং পৃচ্ছামি তে প্রভো।

দীনোহমিতি মাং জাহ্ন্বা কৃপয়া যদি কথ্যতে ॥৪৮॥

সর্বগামপূরাণানাং তত্ত্বং জানাসি বৈ প্রভো।

তদূতে ভগবন্ কোহপি ন হি জানাতি নিশ্চিতম্ ॥৪৯॥

অত্যন্তকলিহুণীতাঃ সংকর্ম্মবিমুখা জনাঃ।

পাষাণাশ্চ ভবিষ্যন্তি শিশ্নোদরপরায়ণাঃ ॥

উচ্যতাং কারণং তেষাং কলৌ কেন গতিঃ শুভা ॥৫০॥

ইতুদ্ববচঃ শ্রুত্বা ভগবান্নারদো মুনিঃ।

প্রেমানন্দমদোন্মত্তঃ পপাত ধবণীতলে ॥৫১॥

বজ্রানুবাদ—ভগবানের ভক্তরূপের বিষয় যথা বৃহন্নারদ-রদপুরাণে—হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আমি ভগবদ্ভক্তরূপে প্রচ্ছন্নভাবে লোকসকলকে সর্বদা রক্ষা করি ॥৪৬॥

আরও জৈমিনিভারতে—এক সময় নৈমিষারণ্যে মুনিগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভগবানের প্রিয়ভক্ত উদ্ধব নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো মহাবাহো নারদ! আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে দীন জ্ঞান করিয়া যদি কৃপা করিয়া বলেন ॥৪৮॥

হে প্রভো! আপনি সমুদায় বেদ ও পুরাণের তত্ত্ব অবগত আছেন। হে ভগবন্! নিশ্চয় আপনি ভিন্ন অপর কেহই জানেন না ॥৪৯॥

কলির প্রভাবে লোকসকল অত্যন্ত অসচ্চরিত্র ও সং কর্ম্ম পরায়ণ আর পাষাণ ও শিশ্নোদর পরায়ণ হইবেক। কি উপায়ে সেই সকল কলির জীবের মঙ্গল হইবেক তাহার কারণ বলুন ॥৫০॥

উদ্ধবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্নারদ মুনি প্রেমাম্বলে মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

ইতি সর্বের সমালোক্য মূনেরদুতচেষ্টিতং ।
 অশ্রোতুমুখমালোক্য বিস্ময়ং পরমং গতাং ॥৫২॥
 উদ্ধবস্ত প্রবোধার্থং তত্র যত্নৈর্মনো ভৃশং ।
 পরমং সুস্থিরীকৃত্য রহস্ত্যং কথ্যতে বহু ॥৫৩॥

নারদ উবাচ

সাধু সাধু কৃতঃ প্রশ্নো ভবতা ভগবৎপ্রিয় ।
 কিন্তু সাধুস্বভাবোহয়ং লোকানুগ্রহকাতরাঃ ॥৫৪॥
 কিং বক্তব্যং পরং চিত্রং মহিমা চ ভবাদৃশঃ ।
 তীর্থানি চ পবিত্রাণি যস্ত পর্যাটনাদিভিঃ ॥৫৫॥
 অহো কলিযুগো ধন্যো ধন্যস্তংসন্তুবা জনাঃ ।
 যত্র রুদ্রাদয়ঃ সর্বৈহবতরিয়ন্তি তত্র বৈ ॥৫৬॥

উদ্ধব উবাচ

শ্রদ্ধা দেব তবাখ্যানমাশ্চর্য্যমিহ দৃশ্যতে ।
 প্রাতুর্ভাবঃ কথং তেষাং রুদ্রাদীনাং কলৌ যুগে ॥৫৭॥

এই সকল অদ্ভুত চেষ্টা দর্শন করিয়া মূনিগণ
 পরস্পর মুখালোকন পূর্বক অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন
 হইলেন ॥৫২॥

উদ্ধবকে শিক্ষা দিবার জন্য নারদ ঋষি মনঃস্থির
 করতঃ অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরম রহস্ত্য কহিতে
 লাগিলেন ॥৫৩॥

নারদ কহিলেন—হে ভগবৎ প্রিয়! তুমি সাধু,
 উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, লোকদিগের অনুগ্রহ করিবার
 জন্য ব্যাকুলচিত্ত সাধুব্যক্তিদিগের এইরূপ স্বভাবই হইয়া
 থাকে ॥৫৪॥

তোমার ত্রায় ভক্তের মহিমাও অদ্ভুত, যাঁহার
 পর্যাটনাদিতে তীর্থসকল পবিত্র হয়, তাঁহার বিষয় আর
 কি বলিব ॥৫৫॥

অহো কলিযুগ যত্ন, সেই সময় যাঁহারা জন্মিবেন
 তাঁহারাও যত্ন, যেহেতু রুদ্র প্রভৃতি দেবতাসকল তৎকালে
 পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন ॥৫৬॥

উদ্ধব কহিলেন—হে দেব! আপনার আখ্যান শ্রবণ
 করিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, রুদ্রাদি দেবতাসকলের
 কলিযুগে কিরূপে প্রাতুর্ভাব হইবে ॥৫৭॥

যত্র ধর্মান্দয়ো গুপ্তা মুনয়শ্চ স্রগোপিতাঃ ।
 তত্র রুদ্রাদয়ো ব্রহ্মন্ সংভবিগ্য়ন্তি বৈ কথন্ ॥৫৮॥
 নারদ উবাচ

মহিমানং কলেরস্ম্যংপি তাপি চতুরাননং ।
 শক্লোতি কথিতং নৈব ময়া কিং কথ্যতে হি সং ॥৫৯॥
 পৃথিব্যাং বহবঃ সন্তি মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
 তস্মান্ন জ্ঞায়তে সর্বৈ হুজ্জৈয়মিদমদ্ভুতম্ ॥৬০॥
 অত্য়াবতারা বহবঃ সর্বৈ সাধারণোদ্ভবাঃ ।
 কলৌ কৃষ্ণাবতারোহপি গৃঢ়ঃ সন্ন্যাসরূপধৃক্ ॥৬১॥
 সর্ববেদে পুরাণে চ বাক্যং ভগবতো হরেঃ ।
 স্বভক্তিং ভক্তরূপেণ বোধয়ামি যুগে কচিৎ ॥৬২॥
 একান্তভগবদ্ভক্তস্বমেব মম সম্মতঃ ।
 তস্মাৎ পরমিদং গোপ্যং তুভ্যমেব প্রকথ্যতে ॥৬৩॥
 বৈকুণ্ঠনায়কঃ শ্রীমান্ জগতাং জীবনো হরিঃ ।
 যন্মাম স্কন্ধুচ্চার্য্য স্থানং প্রাপ্নোতি শাস্ততম্ ॥৬৪॥

কারণ যখন ধর্ম লুপ্ত এবং মুনিসকল গুপ্ত হইবেন,
 হে ব্রহ্মন্! তখন রুদ্রাদি দেবগণের আবির্ভাব কিরূপে
 সম্ভব হইতে পারে ॥৫৮॥

নারদ কহিলেন—যে কলিযুগের মাহাত্ম্য আমার
 পিতা ব্রহ্মা বলিতে সক্ষম হয়েন নাই, আমি তাহা
 কিরূপে নিশ্চয় করিব ॥৫৯॥

পৃথিবীতে পণ্ডিত অভিমানী অনেক মূর্থ আছেন,
 সেই হেতু এই অদ্ভুত হুজ্জৈয় বিষয়সকল জ্ঞাত
 নহেন ॥৬০॥

অত্যাঁত যুগে ভগবানের অবতারসকলের প্রকাশ
 আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু কলিযুগে সন্ন্যাসরূপধারী
 শ্রীকৃষ্ণের গৃঢ় অবতার হইবে ॥৬১॥

“কোন যুগে ভক্তরূপ ধারণপূর্বক নিজ ভক্তিবোগ
 শিক্ষা দিব”—ভগবান্ হরির এই কথা-সকল বেদ ও
 পুরাণে আছে ॥৬২॥

আমার বিবেচনায় তুমি ভগবানের একান্তভক্ত সেই
 জন্য এই রহস্ত্য তোমাকে বলিতেছি ॥৬৩॥

বৈকুণ্ঠের নায়ক জগৎজীবন হরির নাম একবার
 উচ্চারণে নিত্যস্থান লাভ হয় ॥৬৪॥

তদেব পরমং বীজং বেদানাং সারমুত্তমং ।
 দানং ব্রতং তপস্তীর্থং স্বধৰ্ম্মাদয় এব চ ॥৬৫॥
 সৰ্ব্বং তদ্ধি কৃতং যেন হেলয়া হরিকৃত্যতে ।
 ধ্যায়ন্তি মানবাঃ সৰ্ব্বে ভক্তিমালায় সৰ্ব্বদা ॥৬৬॥
 তদ্গুহ্যং জ্ঞাপিতং লোকে লোকান্ত্ৰগ্রহকারণাং ।
 স এব ভবকৃপস্থপ্রাণিসম্ভাণহেতুনা ॥৬৭॥
 ভগবান্ কমলানাথঃ কষায়রুচিরাস্বরঃ ।
 অবতীর্ণঃ কলৌ সত্যং সত্যমীশাদিভূতঃ ॥৬৮॥
 জগতাং নিশ্চিতং স্বামী স্বয়ং কারুণ্যাবারিধিঃ ।
 কটিস্থত্রকৃতগ্রন্থী স্বনামজপসংখ্যায়া ॥৬৯॥
 জিতকন্দৰ্পলাবণ্যস্ত্যক্তসৰ্ব্বজনাকুলঃ ।
 জিতকোটিনিশাবন্ধুবদনান্যুজসুন্দরঃ ॥৭০॥
 কুম্ভমাণ্ডরকস্তুরী-স্বর্ণনিন্দিতদেহধ্বক্ ।
 সমস্তভুবনধোয়ঃ পূজ্যো নাস্তি ততঃ পরম্ ॥৭১॥

সেই নামই পরম বীজ, সমস্ত বেদের সার, দান,
 ব্রত, তপস্যা, তীর্থ এবং ধর্ম্ম ॥৬৫॥

হেলাপূর্বক হরির নাম উচ্চারণ করিলে সমস্ত
 পুণ্য-কাখ্য করা হয়, ভক্তিপূর্বক সকললোকে সেই নাম
 ধ্যান করিয়া থাকেন ॥৬৬॥

সংসার কূপে পতিত প্রাণীর রক্ষার হেতু এবং
 লোকান্ত্রগ্রহ নিমিত্ত এই গুহ্য বিষয় প্রকাশিত হইল ॥৬৭॥

দেবাদি ভূতভ ভগবান্ লক্ষ্মীপতি কাষায়বর্ণবস্ত্রে
 শোভিত হইয়া কলিযুগে সত্য-সত্যই অবতীর্ণ
 হইবেন ॥৬৮॥

জগতের একমাত্র স্বামী স্বয়ং রূপাসিন্ধু স্বীয়-নাম-
 জপ-সংখ্যা-দ্বারা কটিস্থত্রগ্রন্থিধারী হইবেন ॥৬৯॥

কন্দর্পের লাবণ্যজয়ী, সর্বপ্রাণীর হিতে রত, কোটি
 কোটি চন্দ্র অপেক্ষা বদনকমল সুন্দর ॥৭০॥

কুম্ভ-অণ্ডর-কস্তুরী-স্বর্ণনিন্দিত-দেহধারী, সমস্ত জগতের
 পূজ্য, তাহা হইতে অন্য কেহই পূজ্য নহেন ॥৭১॥

ব্রহ্মাদি দেবতা কর্তৃক নত-কন্ধরে সর্বদা স্তূয়মান,
 নীলাচলপতি, জগতের পতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৭২॥

স্তূয়মানঃ সদা দেবৈব্রহ্মাঠৈর্নতকন্ধরৈঃ ।
 নীলাচলপতিঃ কৃষ্ণচৈতন্যো জগতাং পতিঃ ॥৭২॥
 গোপীজনমনোভৃঙ্গলালসশ্রীপদাম্বুজঃ ।
 কামিকামদ নিকামী মাধবো ভক্তবৎসলঃ ॥৭৩॥
 অজঃ শম্ভুঃ সুরেশাদির্ঘন্যায়াপরিমোহিতঃ ।
 মায়ামানুষ্যভাবেন জগৎসু বিহরিষ্যতি ॥৭৪॥
 দয়ালুর্দুর্গতিব্রাতা সমস্তানাং পরা গতিঃ ।
 কথিতং পরমং গুহ্যং ভগবৎপ্রিয় উদ্ধব ॥৭৫॥
 য ইদং শ্রাবয়েৎ স্তোত্রং যদি বেচ্ছা সফলভবেৎ ।
 শ্রীচৈতন্যমহাস্তোত্রং মহাপাতকনাশনম্ ॥৭৬॥
 স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বপাপাং প্রমুচ্যতে ।
 মদ্রহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ সর্বধর্ম্মবিবজ্জিতঃ ॥৭৭॥
 শৃণোতি সত্যং ভক্ত্যা সোহমৃতত্বায় কল্পতে ।
 লভতেহপ্যচলাং ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে জগদীশ্বরে ॥৭৮॥

গোপীজনের মনোভৃঙ্গ যাহার পাদপদ্ম লালসা করেন,
 সেই মাধবকামীর কামদাতা, নিকামী, ভক্তবৎসল ॥৭৩॥

ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র প্রভৃতি সকলে যাহার মায়ায় মোহিত,
 তিনিই নিজ মায়াক্রান্তিপ্রভাবে মানব-তনু ধারণ করিয়া
 জগতে বিহার করিবেন ॥৭৪॥

হে ভগবৎ প্রিয় উদ্ধব! তোমাকে অতিশয় রহস্য
 বলিলাম। তিনি দয়ালু, দুর্গতি-ব্রাতা, সমস্ত জীবের
 পরাগতি ॥৭৫॥

যিনি চৈতন্যদেবের এই সর্বপাতকনাশক মহা-
 স্তোত্র শ্রবণ করেন বা শ্রবণ করিতে একবার ইচ্ছা
 করেন, তিনি মদ্রহীন, ক্রিয়াহীন ও সর্বধর্ম্মবিবজ্জিত
 হইলেও সর্বতীর্থে স্নানাত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত
 হইবেন ॥৭৬-৭৭॥

ভক্তিসহকারে সত্য শ্রবণ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন
 এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি লাভ
 করেন ॥৭৮॥

ইদমুপনিষদং ত্বং গোপ্যমাত্মিকন্তে
প্রকথিতমিহ মত্মা প্রাণনাথান্ননোহপি ।
ন খলু ন খলু কস্মৈ ভক্তিহীনায় বাচ্যং

ব্রজপুরবনিতানাং বল্লভো বৈ কথঞ্চিৎ ॥৭৯॥
ইতি শ্রুত্বোদ্ধবঃ শ্রীত্যা বিহ্বলো হর্বমানসঃ ।
নিশ্চেষ্টশ্চরণং ধৃত্বা বক্তুং শক্তিবিবর্জিতঃ ॥৮০॥

তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ বিবেচনা করিয়া এই
অত্যন্ত গোপনীয় উপনিষদ বলিলাম। হে ব্রজপুর-
বনিতাদিগের বন্ধু উদ্ধব! কখনও কোন ভক্তিহীন
ব্যক্তিকে এই রহস্য বলিবে না ॥৭৯॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া উদ্ধব প্রেমানন্দে বিহ্বল
চিত্ত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে নারদ ঋষির চরণ ধরিয়া
বাক্য শ্রুত্ব হইলেন ॥৮০॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোত্তান

পরমারাধ্যতম পরাংপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল সচিদানন্দ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত ত্রীনবদীপভাবতরঙ্গ
গ্রন্থে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঈশোত্তান সম্বন্ধে তাঁহার দিব্য
অমুভূতি এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

“মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে ।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥
ঈশোত্তান নাম উপবন সুবিস্তার ।
সর্বদা ভজনস্থান হউক আমার ॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীচীনন্দন ।
মধ্যাহ্ন করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন ॥
বনশোভা হেরি রাধাকৃষ্ণ পড়ে মনে ।
সে সব সুকৃৎসদা আমার নয়নে ॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন ।
নানাপক্ষী গায় তথা গৌরগুণগান ॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায় ।
হিরণ্যহীরক-নীল-পীতমণি ভায় ॥
বহিষ্কৃত জন মায়ামুগ্ধ আঁধারয়ে ।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচরে ॥
দেখে মাত্র কণ্টক আবৃত ভূমিখণ্ড ।
তটনীবস্তার বেগে সদা লগু-ভগু ॥”

শ্রীধাম মায়াপুরের দক্ষিণাংশে জাহ্নবীতটে সরস্বতী
সঙ্গমের অতীব নিকটস্থ ঈশোত্তানকেই শ্রীল ঠাকুর
তাঁহার ভজন-স্থান হউক বলিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন ।
শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধ্যাত্মিক

লীলাভূমিই শ্রীগৌরলীলার মাধ্যাত্মিকলীলাস্থান—এই
ঈশোত্তান, ইহাই শ্রীল ঠাকুরের দিব্যামুভূতি ।

শ্রীল ঠাকুর তাঁহার রচিত ত্রীনবদীপধাম-মাহাত্ম্য-
গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু সহ ত্রীনবদীপধাম পরিক্রমণকালে যখন এক সংশয়
উত্থাপন করিলেন—

“যবে গঙ্গাদেবী মায়াপুর-আচ্ছাদন ।
উঠাইয়া লইবেন, না যবে গোপন ॥
সেইকালে ভক্তগণ কোন্ চিহ্ন ধরি’ ।
প্রকাশিবে গুপ্তস্থান বল ব্যক্ত করি ॥”

তখন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সংশয়-
নিরাকরণ-কল্পে কহিলেন—

“শুন জীব গঙ্গা যবে আচ্ছাদিবে স্থান ।
মায়াপুর এক কোণ যবে বিদ্যমান ॥
* * অবশিষ্টস্থানের পশ্চিমদক্ষিণেতে ।
পঞ্চশত ধনু পায়ে পাইবে দেখিতে ॥
কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ আবরণ ।
সেই স্থান জগন্নাথমিশ্রের ভবন ॥
তথা হৈতে পঞ্চধনু (চারিহস্ত একধনু) বুদ্ধশিবালায় ।
এই পরিমাণ ধরি’ করিবে নির্ণয় ॥
‘শিবডোবা’ বলি খাত দেখিতে পাইবে ।
সেই খাত গঙ্গাতীর বলিয়া জানিবে ॥”

ইহার কিছু পূর্বেও ঠাকুর লিখিয়াছেন—“মায়াপুর
সীমাশেষে বুদ্ধ শিবালায় । জাহ্নবীর তটে দেখে জীব

মহাশয় ॥ ইত্যাদি ॥”

শ্রীল ঠাকুরের ‘মায়াপুর সীমাশেষে’ এই উক্তি অবলম্বন পূর্বক আমাদের জ্ঞানক বন্ধুবর লিখিয়াছেন—
“এই শ্রীযোগপীঠ হইতে ৫ ধনু অর্থাৎ ১০ গজ দূরে অবস্থিত ‘বুদ্ধশিবের ঘাট’ বা ‘শিবের ডোবা’ই শ্রীধাম-মায়াপুরের দক্ষিণদিকস্থ সীমা ॥” এস্থলে বন্ধুবরের ‘দক্ষিণদিকস্থ সীমা’ এই উক্তিটির পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না। ‘পশ্চিমদিকস্থ সীমা’ বলাই উচিত ছিল, যেহেতু পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত। শ্রীমায়াপুরের পশ্চিম সীমা শেষে এই ভাগীরথীতেই বুদ্ধশিবালয় বিদ্যমান ছিল। শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের এই পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমার্শে ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“নিত্যানন্দ প্রভু বলে শুনহ বচন।

যোলকোশ নবদ্বীপ যথা বন্দাবন ॥

এই যোলকোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।

অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয় ॥

অষ্টদল অষ্টদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।

তার মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দু-টীপ ॥

মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।

তথা নিত্য চৈতন্তের বিবিধ বিহার ॥

ত্রিসহস্র ধনু তার পরিধি প্রমাণ।

সহস্রেক ধনু তার ব্যাসের বিধান ॥”

শিবের ডোবার ৫ ধনু (অর্থাৎ $৫ \times ৪ = ২০$ হাত) পূর্বে মধ্যবিন্দু টিপ অর্থাৎ কর্ণিকার, তথা হইতে বৃত্ত অঙ্কন করিলে পূর্বে শ্রীধর অঙ্গন পর্য্যন্ত যে পরিমাণ দূরত্ব হইবে, সে পরিমাণ দূরত্ব মধ্যবিন্দু টিপ হইতে চারিদিকেই জ্ঞানিতে হইবে। শিবের ডোবার পশ্চিমে ভাগীরথী বহমানা থাকার দরুন তাহাই পশ্চিমসীমা বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণ সীমানা অর্থাৎ গোক্রমদ্বীপের উত্তর সীমানা অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, সেখানে অষ্ট দ্বীপ নাই। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার চৈঃ চৈঃ আ ১৪।৩২ অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশের বাড়ী একটু দূরে, প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব”। সুতরাং দেখা যায়, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ হইতে দক্ষিণেও মায়াপুরের অংশ ছিল।

শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“দৈশোচ্চান-সরিকটে নিম্নকুঞ্জে বসি।

ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাজ শশী ॥”

(শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ১৬৩ সংখ্যা)

—এই বাঁকা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী গোক্রমস্থিত আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ অথবা সুরভি কুঞ্জ হইতে দৈশোচ্চান দূরবর্তী নহে।

শ্রীধর অঙ্গন বা শরডাঙ্গাথ শ্রীজগন্নাথ মন্দির পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরের পূর্ব-উত্তর সীমা মধ্যবিন্দু টিপ হইতেই মাপিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী-মহাশ্রদ্ধুর মন্দিরের উত্তর-পূর্বপার্শ্বস্থিত বল্লালদীঘী মৌজা মহবত-পুর পরগণার অন্তর্গত। ঐ মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বামনপুকুর মৌজা বাগোয়ান পরগণার অন্তর্গত এবং ঐ মন্দিরের দক্ষিণাংশ উৎরা পরগণার অন্তর্গত।

পূজাপাদ ত্রিদিগ্বিশ্রমী শ্রীমদভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ প্রাতিষ্ঠিত শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয়া মঠের পূর্বপার্শ্বস্থ জমি বল্লালদীঘীর চর বলিয়া সেটেল-মেন্ট রেকর্ডভুক্ত আছে। সুতরাং বল্লালদীঘী মৌজার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ জলদ্বী বা সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর পল্লী সমস্তই বল্লালদীঘী মৌজার অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অষ্ট দ্বীপ বা অষ্ট গ্রামের অবস্থিতি থাকিতে পারে না।

বিশেষতঃ শ্রীল ঠাকুর যে সময়ে ‘শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য’ লিখিয়াছেন, সে-সময়ের গঙ্গা-জলদ্বীর সঙ্গমস্থল বর্তমান সঙ্গমস্থানের সহিত প্রায় একই অবস্থায় আছে। কিন্তু খড়িয়া, জলদ্বী বা সরস্বতী নদীকে যদি ‘গঙ্গা’ বলা যায়, তাহা হইলে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী মধ্যবিন্দু টিপ, শিবের ডোবা প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যাইবে না। এজন্য শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীভাগীরথী-সরস্বতী সঙ্গম পর্য্যন্তই বিস্তৃত জানিতে হইবে। পরমার্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলময়ী ইচ্ছানুসারে শ্রীমায়াপুর পল্লী ক্রমশঃ অসংখ্য মন্দিরমালাবিমণ্ডিত হইয়া শজাঘাটা-মুদঙ্গ-মন্দিরা-বাগধ্বনি সহ কোটি-কোটি শুদ্ধভক্তকণ্ঠনিঃসৃত কৃষ্ণ-কীর্তনধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে।

শিবের ডোবার পশ্চিমাংশে ভাগীরথী প্রবাহিতা থাকায় শ্রীমায়াপুর তৎকালে পশ্চিমদিকেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন আবার পশ্চিমদিক হইতেও স্রাব্য পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছেন। মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে

সরস্বতী সঙ্গমের অতীবনিকটে ঈশোজ্ঞানের অবস্থিতি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশ শিবের ডোবা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

গুরু শিষ্য সংলাপ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার শিক্ষা সম্বন্ধে)

[শ্রীনিশিকান্ত মৌলিক]

শিষ্য—আপনি সে দিন বলিলেন যে—“বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুপূজার বসিয়া যে ঘণ্টাধ্বনি করেন, সেই ঘণ্টার একটা “টুন” শব্দের মূল্য, জগতে যত ধর্ম-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাদের ধর্মসমূহ কোটি করুণাকাল সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও, দিতে সমর্থ হন না”—ইহার তাৎপর্য্য কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু—জগতে যত ধর্ম-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত, যথা—তপস্বী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত।

তপস্বী—যাঁহারা, ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক, শরীরপীড়ন দ্বারা (অর্থাৎ উর্দ্ধবাহু, হেট মুণ্ড, একপদ ইত্যাদি হইয়া কায়ক্ৰেশ শ্রীকার পূর্ব্বক) কোন সিদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা তপস্বী।

কৰ্ম্মী—যাঁহারা নিজেব ও জগতের উন্নতি কামনা করিয়া তদনুযায়ী কৰ্ম্মাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা কৰ্ম্মী। ইংরাজীতে ইহাদিগকে elevationist বলে।

জ্ঞানী—যাঁহারা জাগতিক বস্তুতে এমন কি দেহাদিতেও আসক্তি, আমাদের হৃৎকের মূল কারণ বিচার করতঃ, আত্মাত্তিক হৃৎকের নিবৃত্তি কামনা করিয়া, ব্রহ্মসামুদ্ররূপ মোক্ষের জন্ত যত্ন করেন, তাঁহারা জ্ঞানী। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Salvationist বলে। Salvationist শব্দের অর্থ Preservation from eternal misery.

যোগী—“যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”—যাঁহারা, প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া

কৈবল্যপ্রাপ্তির জন্ত যত্ন করেন, তাঁহারা যোগী। ইংরাজীতে ইহাদিগকেও Salvationist বলে।

ভক্ত—একজন সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান্ আছেন, তিনি কর্ত্ত্বুম্, অকর্ত্ত্বুম্, অনুরূপ কর্ত্ত্বুম্ সমর্থ, তিনি ইচ্ছা করিলে আমার মঙ্গল করিতে পারেন, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ যাঁহারা শাস্ত্রাদিতে তাঁহার যে উপদেশ-সমূহ আছে, তাহা যথাযথরূপে পালন পূর্ব্বক, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার যত্ন করেন এবং সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান্কে সন্তুষ্ট করাই ধর্ম্ম, এইরূপ বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহারাই ভক্ত। ইহাদিগকে আন্তিক বলা হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Theist বা Devotionist বলে।

প্রথম চারি প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচার করেন না। কেবল মাত্র elevation ও Salvation লাভ করিবার জন্ত, বিভিন্ন প্রকার সাধন পন্থা আবিষ্কার করিয়া তদনুযায়ী যত্ন করেন। ইহাদিগকে স্তুরাং ভক্ত বা আন্তিক বলা যায় না।

শিষ্য—তবে তপস্বী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী ইহারা সকলেই কি নাস্তিক ?

গুরু—আমি পূর্ব্বেরই বলিয়াছি — সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানে বিশ্বাসী এবং শাস্ত্রে শ্রীভগবানের যে সমস্ত উপদেশ আছে, তাহা পালন করতঃ, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহারাই আন্তিক।

শিষ্য—কন্নিগণ, জ্ঞানিগণ ও যোগিগণ ত' শ্রীভগবানের আদেশ পালন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীভগবান্

বলিয়াছেন—“নিয়তং কুরু কৰ্ম স্বং কৰ্ম জ্যায়ো হকৰ্মণঃ” অর্থাৎ হে অর্জুন, তুমি নিয়ত কৰ্ম কর, অকৰ্ম অর্থাৎ কৰ্ম না করা অপেক্ষা কৰ্ম করা ভাল। আবার জ্ঞানিগণকে বলিয়াছেন—“জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি” অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিবার পর অচিরেই পরা শাস্তি লাভ করা যায়। যোগিগণকে বলিয়াছেন—“তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। কশ্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ যোগী ভবার্জুন।” অর্থাৎ তপস্বী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কশ্মিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অভিমত। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। অতএব এই সকল কৰ্ম, জ্ঞানী ও যোগী ত’ শ্রীভগবানের আদেশই পালন করিতেছেন। তবে তাঁহার নাস্তিক কি করিয়া হইবেন?

গুরু—শ্রীভগবানের এই সকল আদেশ তাৎকালিক, সার্বকালিক বা নিত্য নহে। ইহার নিম্ন নিম্ন মতলব অনুযায়ী কৰ্ম, জ্ঞান, যোগাদিতে আসক্ত চিত্ত। এ-সকলই নৈমিত্তিককৰ্ম।

শিষ্য—নৈমিত্তিক কি করিয়া হইল?

গুরু—নৈমিত্তিক অর্থ নিমিত্ত জাত। মায়াবদ্ধতারূপ নিমিত্তজাত। মায়াবদ্ধ হইয়া যাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাবাই কৰ্ম করে এবং কৰ্মের দ্বারা নিজের ও জগতের উন্নতির যত্ন করে। মায়াবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই জ্ঞানিগণ ও যোগিগণ মায়ামুক্তির জন্ত সাধনাদি করেন। এই মায়াবদ্ধতারূপ নিমিত্ত হইতেই এই সকল তাৎকালিক ধর্ম জাত। মায়াবদ্ধতারূপ নিমিত্ত না থাকিলে এই সকল ধর্মের অবসর হইত না। কিন্তু ভক্তি জীবাত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপগত নিত্যধর্ম, নিত্যবৃত্তি বা নিত্য স্বভাব। “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।” এই স্বরূপ বিস্তৃতিই জীবের কৃষ্ণবহিষ্কৃততা, তৎফলেই তাঁহার যাবতীয় অনর্থোদয়। কৃষ্ণের সহিতই তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণসেবাই তাঁহার নিত্য অভিধেয় এবং কৃষ্ণে প্রীতি বা প্রেমই তাঁহার নিত্য প্রয়োজন। অবিভ্যাকুহকে পড়িয়া এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান হারা হইয়াই জীব নাস্তিক হইয়া পড়েন, তাঁহার চিত্ত

পাপমলিন হয়, তাহাতে তাঁহার সচ্ছাত্রে ও সদ্গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মবিবোধ-সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত-বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস-রূপ আস্তিক্য যতই অস্তহিত হয়।

গীতায় ৭০০ শ্লোক আছে, একত্র ইহাকে সপ্তশতী বলে। একটি শাস্ত্র পড়িতে গেলে তাহার উপক্রম, অভ্যাস, অপূর্বতাকল, অর্থবাদ, উপপত্তি ও উপসংহার এই বৃদ্ধ বিচার করিয়া সেই শাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হয়। এহলে—

‘উপক্রম’—অর্জুনের বিষাদ-যোগ।

‘অভ্যাস’—পুনঃ পুনঃ কি বুঝাইতে যত্ন করিতেছেন, তাহা। যেমন—

(ক) শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্।

(খ)—ভক্তি দ্বারাই তিনি লভ্য। কৰ্ম, জ্ঞান, যোগাদির দ্বারা নহে।

(ক) শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্—ইহা অনেক শ্লোকদ্বারা বুঝাইয়াছেন :— যথা,—

(১) মত্তঃ পরতরং নাত্তং কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্ত্রে মণিগণাইব ॥

গী—৭।৭

অর্থাৎ হে অর্জুন, আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। স্ত্রে মণিগণের ত্যায় আমাতে এই সমুদ্র জগৎ প্রণিত আছে।

(২) পিতাহমস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

গী—৯।৭

অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্মফলবিধাতা) এবং পিতামহ।

(৩) গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং শূন্যং।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

গী—৯।৮

অর্থাৎ আমিই সকলের গতি, পোষণ, কর্তা, নিহন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, আশ্রয়, রক্ষক, হিতকর্তা, স্রষ্টা, সংহর্তা, আধার, লয়স্থান এবং অব্যয়-বীজ।

(৪) অহং সর্বস্ত প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ গী—১০।৮

অর্থাৎ আমি সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তির কারণ, আমি হইতে সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ (আমাতে ভক্তিভাবসমন্বিত হইয়া) প্রীতি-পূর্বক আমাকে ভজনা করেন।

(৫) অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তবেনাতশ্চাবন্তি তে ॥

গী—২।২৪

অর্থাৎ যেহেতু আমিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, কিন্তু তাহারা (অন্ত দেবদেবীর অর্চনকারীরা) আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না, অতএব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে।

(৬) যদ্ব্যভিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসত্ত্ববঃ।

অথবা বহুর্নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

গী—১০।৪১, ৪২

অর্থাৎ যে যে বস্তুই ঐশ্বর্য-যুক্ত, সৌন্দর্য-বিশিষ্ট, অথবা কোন প্রকার প্রাচুর্য বা আধিক্য-বিশিষ্ট, তৎ-সমুদয়ই আমার তেজঃ অর্থাৎ শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তুমি জানিও। অথবা হে অর্জুন, আমার বিভূতির এই বিস্তৃত জ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি এই মাত্র জানিয়া রাখিও যে, আমি এক অংশ মাত্র দ্বারা এই সমগ্র বিশ্বধারণ করিয়া (ব্যাপ্ত হইয়া) অবস্থিত। ইহা আমার একপাদ বিভূতি। ইহা ছাড়া আমার ত্রিপাদ বিভূতি আছে।

(৭) যো মামেবমসংমুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিভূজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

গী—১৫।১৯

অর্থাৎ হে ভারত, যে মোহ-যুক্ত ব্যক্তি আমাকে এইরূপে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং আমাকে সর্বপ্রকারে ভজন করেন।

(৮) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃত্যুব্যয়স্ত চ।

শাস্বতস্ত চ ধর্ম্যস্ত স্তব্ধৈশ্চাক্ষতিকস্ত চ ॥

গী—১৪।২৭

অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের আশ্রয় বা আধার, নিত্য

মোক্ষের আধার, সনাতন ধর্মের আধার ও ঐকান্তিক স্তব্ধ বা আনন্দের আধার।

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র ভগবান্ ইহা বুঝাইবার যত্ন করিয়াছেন।

(খ) ভক্তিদ্বারাই তিনি লভ্য, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির দ্বারা নহে। তাহার প্রমাণ-শ্লোক কয়েকটি বলিতেছি শুনঃ—

(১) ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন

তপোভিরূপৈঃ।

এবং রূপঃ শক্যোহহং নৃলোকে দ্রষ্টুং তদন্তেন

কুরুপ্রবীর ॥

গী—১১।৪৮

অর্থাৎ হে কৌরববীর শ্রেষ্ঠ, এই নরলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই কি বেদবিজ্ঞা, কি যজ্ঞবিজ্ঞা, কি অধ্যয়ন, কি দান, কি কর্ম, কি উগ্রতপস্তা—কোন উপায় দ্বারাই এই বিশ্বরূপধারী আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে।

(২) নাহং বেদৈর্ন তপসান দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধোঽষ্টুং দৃষ্টবানসি যশ্মম ॥

ভক্ত্যা অনন্তয়া শক্যো অহমেবংবিধোহজ্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তবেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥

গী—১১।৫০-৫৪

অর্থাৎ তুমি আমাকে যেক্রমে দর্শন করিলে, আমার সেই রূপ বেদের দ্বারা, তপস্তা দ্বারা, দান দ্বারা ও যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নহে। হে পরস্তপ অর্জুন, কিন্তু ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই আমাকে এইরূপে স্বার্থরূপে প্রত্যক্ষ করিতে ও আশ্রয় করিতে পারা যায়।

(৩) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

গী—১৮।৫৫

অর্থাৎ জীব সেই ভক্তি দ্বারা আমার যেক্রমে বিভূতা (ব্যাপকতা) ও আমার যাহা স্বরূপ, আমাকে সেইরূপে তাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ স্বার্থস্বরূপে জ্ঞাত হন, বস্তুতঃ অবগত হইয়া তাহার পর আমাতে (অর্থাৎ আমার নিত্য লীলায়) প্রতিষ্ঠ হন।

(৪) য ইমং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰক্ৰেবভিধান্তি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যলংশয়ঃ ।

গী—১৮।৬৮

অর্থাৎ যিনি আমার ভক্তগণকে এই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্র প্রবণ করাইবেন, তিনি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করিয়া, নিঃসংশয় হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ।

এই সকল কথা দ্বারা ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীকৃষ্ণ লভ্য, কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি দ্বারা নহেন, ইহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে ।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। জীবাত্মা কি বস্তু এবং কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির অবসর কখন হয়, তাহা জানা আবশ্যক ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্বি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যস্মৈদং ধাৰ্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৪-৫

অর্থাৎ আমার প্রকৃতি—মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত। ইহা কিন্তু নিকৃষ্ট বা মায়িক প্রকৃতি। ইহা হইতে আমার অন্ত একটি শ্রেষ্ঠা বা নিত্য প্রকৃতি আছে, তাহা জীবাত্ম-স্বরূপা—যে নিত্য জীবাত্মা এই অনিত্য পরিবর্তনশীল অষ্টপ্রকার প্রকৃতি ধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ মায়াবদ্ধাবস্থায় মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ দ্বারা গড়া আমাদের স্থলদেহ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা গড়া আমাদের সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া আছেন। এই দুই স্থল ও সূক্ষ্ম দেহই অনিত্য বলিয়া ইহাদের ধর্ম্মও অনিত্য। কিন্তু আমার পরাপ্রকৃতি যে জীবাত্মা, তাহা নিত্য বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। অনিত্য বস্তুর ধর্ম্ম নিত্য হইতে পারে না, নিত্য বস্তুর ধর্ম্মই নিত্য হয়। স্থলদেহে আত্মবুদ্ধি করিলে কর্ম্মাদির অবসর হয়, সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি করিলে মোক্ষের অবসর হয় এবং যখন প্রকৃত আত্মায় আত্মবুদ্ধি হয়, তখন আমরা শ্রীভগবানে ভক্তি করি। স্থল, সূক্ষ্ম Platform (ভূমিকা) দুইটী মায়িক বা অনিত্য এবং আত্মা নিত্য বলিয়া আত্মার Platform-এ নিত্য ভক্তির

কার্য। এই নিত্য ভক্তির দ্বারাই নিত্য ভগবান্ লভ্য।

শিষ্য—অপূর্বতা ফল কি ?

গুরু—ভক্তি হইলে বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিলে কি হয় ? তাহা গীতার যে শ্লোকসমূহে বলিয়াছেন, তাহার কয়েকটি বলিতেছি শুন :—

(১) ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥

গী—৫।২০

অর্থাৎ যজ্ঞ ও তপস্যানুষ্ঠানের ভোক্তা, সর্বলোকের মহান্ ঈশ্বর, সর্বজীবের উপকারক মিত্রে আমাকে অবগত হইয়া লোক শাস্তি (মোক্ষ) লাভ করিয়া থাকে ।

(২) যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।

তত্ত্বাং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশুতি ॥

গী—৬।৩০

অর্থাৎ যিনি আমাকে সর্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখিতে পান, আমি তাঁহার নিকট অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার পরোক্ষ হন না ।

(৩) অস্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলৈবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মন্ত্যবং যতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

গী—৮।৫

অর্থাৎ মরণ সময়ে যিনি আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগ করিয়া (উত্তরায়ণ পথে) প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব অর্থাৎ আমাতেই ভক্তি প্রাপ্ত হন। ইহাতে সন্দেহ নাই ।

(৪) মামুপেত্য পুনর্জন্মদুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাগুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গত্যাঃ ॥

গী—৮।১৫

অর্থাৎ মহাত্মগণ আমাকে লাভ করিয়া পুনর্বার দুঃখের নিলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না, যেহেতু তাঁহারা পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ।

(৫) আশ্রমভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥

গী—৮।১৬

অর্থাৎ হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তলোক বা লোকবাসী পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ সেই সমস্ত

জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব, কিন্তু হে কোন্তেয়, আমাকে আশ্রয় করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

(৬) কোন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্রুতি।

গী—২।৩১

“হে কোন্তেয়, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হয় না।” ‘তুমি প্রতিজ্ঞা কর’ বলিলেন কেন? ‘আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি’ বলিলে কি হইত না? এবিধি পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—না, কারণ আমার (কৃষ্ণের) প্রতিজ্ঞা ভক্তের প্রতিজ্ঞার কাছে নগণ্য। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও আমি ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া থাকি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব। এ কারণ, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলাম। ভক্ত প্রতিজ্ঞা করিলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও সে প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করিয়া থাকি।

(৭) যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

গী—৮।২১

অর্থাৎ যাহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবগণ আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, সেই আমার পরম ধাম।

(৮) যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

অসংমুঢ়ঃ স মর্ত্তোযু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

গী—১০।৩

অর্থাৎ যিনি আমাকে অনাদি জন্মরহিত ও লোক-সমূহের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মহাশয়গণের মধ্যে মোহশূন্য হইয়া সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন।

শিষ্য—বুঝিলাম। এখন অর্থবাদ কাহাকে বলে বলুন।

গুরু—কোন বিষয়ের নিম্ণা ও কোন বিষয়ের শ্রুতিকে অর্থবাদ বলে। গীতার যে শ্লোকসমূহে এইরূপ কথা আছে, তাহার কয়েকটি বলিতেছি, শুন :—

(১) দূরেণ হবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ ধনঞ্জয়। গী—২।৪২

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়, নিকাম কর্ম্মযোগ হইতে কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট।

(২) ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্। ৩।২৬
অর্থ—অজ্ঞ কৰ্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না।

(৩) যজ্ঞার্থং কৰ্ম্মণোহন্ত্রে লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ গী—৩।২৭

অর্থ—হে কোন্তেয়, বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিয়া এই মহাশয়গণ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি নিকাম হইয়া বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মের সম্যগ্ আচরণ কর।

(৪) প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

গী—৬।৪৫

অর্থ—যত্ন সহকারে যোগবিষয়ে প্রযত্নশীল যোগী নিপাপ এবং বহুজন্মাজিত যোগদ্বারা সিদ্ধ হইয়া তদপেক্ষা পরাগতি প্রাপ্ত হন।

(৫) বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃদ্ভিঃ ॥

গী—৭।১২

অর্থ—বহু জন্মের পর জ্ঞানীব্যক্তি চরাচর বিশ্ব বাসুদেবময় এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া আমাতে শরণাগত হন। সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্ভাগ।

এইরূপ কথাসকলই গীতার অর্থবাদ।

শিষ্য—উপপত্তি কাহাকে বলে?

গুরু—সিদ্ধান্ত স্থাপন সম্বন্ধে যুক্তি এবং সঙ্গতি।

সর্বস্থানেই যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

শিষ্য—তবে এখন উপসংহার সম্বন্ধে বলুন।

গুরু—উপসংহার অর্থাৎ সিদ্ধান্ত স্থাপন। গীতা শেষ ১৮শ অধ্যায়ে সেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দূঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মন্যনা ভব মন্ত্রকো মদযাজী মাং নমস্কর।

মামেবৈষ্ণাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥

গী—১৮।৬৪-৬৬

অর্থ—সকল গোপনীয় অপেক্ষাও অধিকতম গোপনীয় আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য আবার তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই হেতু তোমাকে তোমার মঙ্গলের জন্ত বলিতেছি। তুমি আমারই চিন্তাপরায়ণ, আমারই সেবাপরায়ণ, আমারই পূজাপরায়ণ এবং আমারই প্রণতিপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। তুমি আমার প্রিয় বলিয়া আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও। ইহাতে তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার পাণ হইতে মুক্ত করিব।

পূর্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্। সুতরাং পূর্বে যে অর্জুনকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগী হইতে বলিয়াছেন, তাহা তাৎকালিক, সর্বকালিক বা নিত্য নহে। এখন যাহা বলিলেন, তাহাই মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে।

পরে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বৈয়কাগ্রেণ চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞানসম্বোধঃ প্রণষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥ গী—১৮।৭২

অর্থ—হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার কথা-সকল শ্রবণ করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ কি বিদূরিত হইয়াছে? এ পঞ্চাত্ত ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেন একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলেই, অজ্ঞানতা ও মোহ বিদূরিত হয় এবং অগ্নাত ধর্ম্ম কর্ম্মে মন থাকে না। এখন যাহা বলিলেন, তাহাতেই মন দৃঢ় হইয়া লাগে।

শিষ্য—অর্জুন তত্ত্বত্তরে কি বলিয়াছিলেন?

গুরু—অর্জুন বলিয়াছিলেন :—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বংপ্রসাদাম্ময়াচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৮।৭৩

অর্থ—হে অচ্যুত, তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইল, আমি আত্মস্থতি লাভ করিলাম, স্থিতিপ্রাপ্ত হইলাম এবং সংশয়-হীন হইলাম। এখন তোমার আদেশ আমি পালন করিব। এইরূপে মোহ গেলে, আত্মস্থতি লাভ করিলে, জীব স্থিতি-প্রাপ্ত এবং সংশয়হীন

হন। তখন শ্রীভগবদাদেশ পালনে তিনি আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া থাকেন।

এতদ্বারা বুঝা যায়, গীতার একাংশের নয়, সমগ্র গীতা শ্রবণান্তর গীতার পরমবাণী কি তাহাই বুঝিতে হইবে। তবেই শ্রীভগবান্কে মানা হইল এবং তাঁর সার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম হইল। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি বিষয়ের যে আলোচনা, সে কেবল ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বুঝাইবার জন্ত; কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিতে আসক্ত হইয়া থাকিবার জন্ত নহে—যাহাতে সকলে সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া ভক্তিকেই অনুশীলন করে, তজ্জন্ত। তাহা না করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিতে আসক্ত হইয়া থাকিলে গীতার উদ্দেশ্য বুঝা হইল না। অর্জুনের “করিষ্যে বচনং তব” বাক্যই তাহার প্রমাণ। গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হইলে অর্জুনের মত প্রত্যেক জীবই “করিষ্যে বচনং তব” বলিবার অধিকারী হন।

অর্জুন যেন একজন আমাদেরই মত সাধারণ জীব, এইভাবে part play করিতেছেন। সুতরাং অর্জুনকে যাহা বুঝাইয়াছেন এবং অর্জুন যাহা বুঝিয়া “করিষ্যে বচনং তব” বলিয়াছেন, সেইরূপ সকল জীবই যাহাতে বলেন, শ্রীভগবান্ তাহাই চান। প্রত্যেক জীবেরই অর্জুনের মত “আমি ভক্তি যাজন করিব” এইরূপ বলিবার অধিকার আছে। কারণ “ভক্তৌ নৃমাত্রত্বাধিকারিতা”—ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার আছে।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিতে অধিকারের বিচার আছে। সুস্থ দেহ না হইলে কর্ম্ম করা যায় না, Cultured brain না থাকিলে জ্ঞানে অধিকার হয় না, heart সবল না থাকিলে যোগের প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াতে অধিকার নাই। কিন্তু ভক্তিতে কাণী, খোঁড়া, দুর্বল, মূর্থ, রুগ্ন সকলেরই অধিকার আছে।

একাগ্রচিত্তে সমগ্র গীতা (আংশিক নহে) শ্রবণ করিলে সকলেই অর্জুনের মত “করিষ্যে বচনং তব” বলিবার অধিকারী হইতে পারেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিতে আসক্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। যদি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিতেই আসক্তি থাকিয়া গেল, তবে আর

নাস্তিকের সহিত পার্থক্য রহিল কোথায় ? শ্রীভগবানকে মানা হইল না, তাঁহার উপদেশ বুঝা এবং আদেশ পালন করাও হইল না।

সুতরাং ভক্তই আস্তিক, আর যত কথা ধর্ম নামে জগতে প্রচলিত আছে, সমস্তই নাস্তিকতা অথবা আস্তিকতার ভাণে নাস্তিকতা।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।

ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ হলে॥

জগতের সমস্তধর্মই ছলনায় পরিপূর্ণ। এই জহুই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ঐ সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাতে

শরণ গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভক্তিসাধন করিতে বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন “ধর্মোমুক্তিকৃৎ” অর্থাৎ আমাকে ভক্তিকর্যাই জীবের ধর্ম, আর কোন প্রকৃত ধর্ম নাই।

সুতরাং জগতে প্রচলিত সমস্ত নাস্তিক ধর্মের স্তম্ভ পালন করিলেও, আস্তিক বিষুভক্তের বিষুপূজার ঘট। ধ্বনির একটা “টুন” শব্দের মূল্যের সহিত তুলনাই হইতে পারে না। আস্তিকগণই শ্রীভগবান্কে পান, কিন্তু নাস্তিকগণ কোন প্রকার সাধনেই শ্রীভগবান্কে পান না।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকচাণ্ডী ব্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূধ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শরণাগতি ও দৃঢ়তা কি বিশেষ প্রয়োজন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীখর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—ভগবানে full Confidence থাকা প্রয়োজন। হরি-ভজনও এইরূপ firm determination থাকা দরকার। I must receive His grace, I must not go astray. I must always go on Chanting His name. God will undoubtedly help me, if I am bonafide. শ্রীগুরুপাদপদে ঐকান্তিক শরণাগত হইলে সর্বার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীকৃপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমাদের সঞ্চল হোক। তা'হলেই আমাদের মঙ্গল হবে।

প্রশ্ন—সদগুরু-লাভের উপায় কি ?

উত্তর—কৃষ্ণের কৃপায় সদগুরু লাভ হয়। সদগুরুর কৃপায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—“বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের কৃপায় আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মলাভের সোভাগ্য হয়। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবালাভের সুযোগ হয়। আশ্রয়বিগ্রহের সেবা ও আত্মগত্যা বাদ দিয়ে বিষয়বিগ্রহের সেবা হয় না। গুরুকৃপায় কৃষ্ণের পূর্ণ সুখবিধানই

কৃষ্ণ-ভজন।’ শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তেও বলিয়াছেন—

“কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

গুরুঅন্তর্ধামী-রূপে শিখায় আপনে॥”

কৃষ্ণ গুরুরূপেই জীবকে আশ্রয় দেন, কৃপা করেন।

কৃষ্ণ-কৃপায় গুরু মিলে, গুরুকৃপায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন—শ্রীরামানুজাচার্যের উপদেশ কিছু বলুন।

উত্তর—ভগবৎ-পার্বদ শ্রীরামানুজাচার্য বলিয়াছেন—“সর্বক্ষণ গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিবে এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। প্রত্যহ অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল অথবা কিছু সময় শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্তন করিবার জন্ত নির্দিষ্ট রাখিবে। প্রত্যহ কিছু সময় পূর্ব-গুরুবর্গের অথবা নিজ শ্রীগুরুদেবের লিখিত পাবমার্থিক বিষয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে।

বৈষ্ণব-নিম্নকের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। যে দুর্জনে ব্যক্তি গুরুর নিম্না করে, সেই নরাকৃতি ব্যাঘ্রের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবে না।

যাহারা সত্য সত্যই শ্রীগুরুপাদে শরণাগত, সেইরূপ গুরুনিষ্ঠ ভক্তের সহিত সতত বাস করিবে। বৈষ্ণব-বেশধারী কপটী ব্যক্তিগণের সঙ্গ কদাচ করিবে না।

তুমি কদাচ নিম্নে গুরুর সমান মনে করিবে না। যদি তুমি ভগবানের বসতিস্থল বৈকুণ্ঠে যাইতে চাও, তবে শ্রীতির সহিত যথাসাধ্য গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কর। তোমার মনঃক্লান্ত দ্রব্য ভগবান্কে নিবেদন করিবে না। শাস্ত্রসম্মত দ্রব্যই ভগবান্কে নিবেদন করিবে। গুরুকে অনাদর করিলে জীবের শীঘ্রই অধঃপতন হয়, আর গুরু প্রসন্ন হইলে অচিরেই সুখী হওয়া যায়।

ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেবের সেবাই তোমার জীবাত্ম বলিয়া জান। সেই গুরুসেবা দ্বারাই তোমার সর্বাংশিদ্ধি হইবে। কোন প্রকারে গুরু অসন্তুষ্ট হইলে জীবের সর্বনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। ভগবৎ-সেবা অপেক্ষা গুরুসেবা অধিক ফলদায়ক। ভগবানের চরণে অপরাধ অপেক্ষা গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ অধিক গুরুতর। বিষ্ণুপাদোদক অপেক্ষা গুরুর পাদোদক অধিক পাবনকারী। এই সকল কথা তুমি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া সতত গুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার ভবিষ্যতের কথা কিছুই ভাবিবেন না। কারণ উহা সকলই ভগবানের হাতে। যদি কেহ শরণাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া বিন্দুমাত্রও এইরূপ ভবিষ্যতের চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার শরণাগতি হয় নাই, জানিতে হইবে। ভগবান্ যখন যেখানে রাখেন, সেখানে থাকিয়া গুরু-কৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিজের সকল ভার অর্পণ পূর্বক নিশ্চিন্তে হরিভজন করিবে।

যদি ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় সদগুরুর সন্ধান পাও, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় পূর্বক সর্বপ্রকার জাগতিক অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সাদরে তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাক। ইহাই মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত আমি নিত্য মঙ্গল লাভের অহুকোন উপায় দেখি না। সর্বদা গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে থাক। তাহা হইলেই তোমার হৃদয় ভগবজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং তুমি চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বের সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। তাহাদের সহিত কদাচ

ব্যাকলাপ করিবে না। তুমি যদি ভগবদ্বক্তৃগণকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন ভক্তবিদ্বের কপটি ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে কোন রাজার পুত্রকে অনাদর করিলে রাজা যেমন মর্দ্যাহত হন, ভগবান্ও সেই প্রকার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইবেন।

গুরুবৈষ্ণবের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা দ্বারা জীবণ ধারণ কর। কিন্তু যাহারা গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও সেবা হইতে বঞ্চিত, এই প্রকার ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও সেবা, তাহাদের গৃহে গমনাগমন, জীবিকা-নির্বাহের জন্ত তাহাদের উপর নির্ভর প্রভৃতি কার্য অতি শীঘ্রই তোমাকে অধঃপতিত করিবে।”

প্রশ্ন—গুরুরূপে কৃষ্ণভজন না করিলে কি কৃষ্ণ-ভজন হয় না?

উত্তর—কখনই না। কৃষ্ণভজনের মূল হ'লো গুরু। যেখানে গুরু নাই বা গুরুরূপে নাই, সেখানে কৃষ্ণ-ভজনের কোন কথাই থাকিতে পারে না। মদৌষর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনই করিব। এই কৃষ্ণানুশীলন কৃষ্ণভক্তের আনুগত্য বা নির্দেশেই হইয়া থাকে। শ্রীবার্ভানবী দেবী কৃষ্ণের অহুকুলা। শ্রীরাধারই নামান্তর অহুকুলা। শ্রীবার্ভানবী দেবীর প্রিয় নিজজনগণ সকলেই গুরু-পাদ-শ্রদ্ধ। গোড়ীয়-বৈষ্ণব আমরা অহুকুলার কৃষ্ণ বা রাধার কৃষ্ণের উপাসক। গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারই অধিক পক্ষপাতী। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার অভিন্নমূর্তি। অহুকুলার আনুগত্যেই কৃষ্ণের অহুকুল অহুশীলন হইয়া থাকে। যেখানে অহুকুলার আনুগত্য অর্থাৎ গুরুর আনুগত্য নাই, সেখানে অহুকুল কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণ-অনুভবসন্ধান থাকিতে পারে না। সেখানে আছে কেবল স্বল্পবাস্থ্যের তাণ্ডবনৃত্য। এইরূপ ভক্তিবিরোধী চিন্তাবৃত্তি বা দাস্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া গুরুরূপে কৃষ্ণসেবা করিলেই সব সুবিধা হইবে। কিন্তু দ্ভাগ্যবশতঃ আমরা কৃষ্ণঅনুভবসন্ধানের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের সুখে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। হায়! কৃষ্ণকে গৃহকর্তা না করিয়া নিজেই গৃহের কর্তা সাজিয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু আমরা যদি

মদল চাই, তবে জীবন থাকিতে থাকিতেই সাবধান হইব; নতুবা বঞ্চিত হইতে হইবে, সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও হারাইতে হইবে।

প্রশ্ন—সন্ন্যাসী সাজিলেই কি সুবিধা হইবে?

উত্তর—কখনই না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—“বাহিরের পোষাকী সন্ন্যাসী হইলে সুবিধা হইবে না। গুরুদেবতাত্মা হইয়া গুরুসেবাকে জীবন করিতে পারিলেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যাইবে। এইরূপ গুরুনিষ্ঠ ও নামনিষ্ঠ ভক্ত-সন্ন্যাসী হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু গুরুরাগত্যা কৃষ্ণসেবা না করিয়া যাহারা অসংসদ করিবে, তাহাদের সর্বনাশ হইবে। তাহারা কোনদিন ভগবানকে জানিতে বা ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারিবে না। এখানে সাধুর বেশে মানুষকে ঠকাইতে পারা যায়। কিন্তু কর্মফলদাতা ভগবান ত’ আর তাহাদিগকে ছাড়িবে না। যাহারা সাধু সাজিয়া অসংসদে লিপ্ত আছেন, তাহারা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারঘাত করিতেছেন। ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া অপরের উপর নির্ভর করিলে কেবল দুঃখই লাভ হইবে।”

প্রশ্ন—এই জগৎ কি বন্ধজীবের কারাগার?

উত্তর—হাঁ। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাহারা ইহজগতের কোন জিনিস চান না, তাহারা বিচার করেন—এ-জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমাদের চিরকাল সুখ দিতে পারে; এই পৃথিবীতে নিত্য সুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বন্ধ-জীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি। এইজন্য আমাদের এত কষ্ট, এত দুঃখ! আমরা মনরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি এবং ঘণ্টে কষ্টও পাইতেছি। যে সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিচিত্র বিষয় ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহারা মায়ার ফাঁদে entangled হইয়া যাইবে। How can we be free from worldly delusive atmosphere?— ইহা আমাদের চিন্তনীয় হউক।

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—‘আমাদের সেবক দরকার, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া

লইব, আমরা নিজের ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা সব বুদ্ধিয়া লইব।’ রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ধনী, পরার্থী, দেশনেতা প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—‘ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে পরিচালনা করিও না। তোমরা বহিরর্থমানী হইও না।’ আমরা দেহাত্মব্রত বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি, আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দেখিতে গিয়া মনে করি, ‘আমার সেবক-সকলই আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা সকলই আমার ভোগের জন্য সাজান রহিয়াছে।’ আমরা ভাবি আমি জগতের ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে। কিন্তু ভাবি না যে, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ। হরিভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই।

প্রশ্ন—কৃষ্ণ কাহাকে আকর্ষণ করেন?

উত্তর—কৃষ্ণ বস্তুটি ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব বস্তুই আকর্ষক। কৃষ্ণ কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুষক লোহকে আকর্ষণ করে, কাঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেবা ভগবান্ সেবোশুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেবার মাধ্যমলোভে সেবোশুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। মধ্যস্থলে বা পথে সেবোশুখ ব্যক্তি যদি অল্প বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে মূল আকর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। একদিকে বন্ধনমূলক সংসারের আকর্ষণ, অত্যাধিক মঙ্গলজনক কৃষ্ণের আকর্ষণ। এজগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। এইজন্য দুর্বল আমি তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। কিন্তু এমতাবস্থায় সাধু-গুরুর নিকট অনবরত হরিকথা শ্রবণ করিতে পারিলে আমার নিকটস্থ শত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। আমরা ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট না হইলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণের নামরূপাদি আমাদের আকৃষ্ট করিলে আমরা বর্তমানে ভোক্তরূপে কৃষ্ণের সজ্জায় যে বসিয়া আছি, সেই অসুবিধা হইতে ছুটি হইতে

পারি। কৃষ্ণের কথা যত আলোচনা হইবে, ততই আমাদের ভোক্তৃত্বভাব দূর করিয়া কৃষ্ণ আমাদের আকর্ষণ করিবেন।

প্রশ্ন—আমাদের সুবিধা বা মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—গৃহস্থ হইলে ভয়ানক অসুবিধা, কিন্তু যিনি অহুক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য করিলে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকে না। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন বা অনুসরণ ব্যতীত মঙ্গলের অন্বেষণ নাই। মূলবস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা ভগবৎ-প্রেম গুরুদেবের সেবা অধিক লাভজনক। গুরুসেবা দ্বারাই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। গুরুসেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। যারা বাস্তবিক মঙ্গল চান, তাঁরা অবশ্যই সাদরে গুরুবৈষ্ণব সেবা করিবেন। গুরুবৈষ্ণব-সেবা কি? গুরুবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্বেষণ কিছু করেন না। গুরুবৈষ্ণব-সেবার অর্থ—তীর্থাঙ্গিককে ভগবৎ-সেবার সহায়তা করা—সাধু-গুরুর আজ্ঞা নির্বিচারে মানন্দে পালন করা। এজ্ঞা সর্বাঙ্গস্বায় গুরুানুগত্য প্রয়োজন। গুরুানুগত্য বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দান্তিকতা করিলে অসুবিধাই হয়। গুরুকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে সর্বনাশ হয়। ‘আমি হরিসেবা করি’—এটা কেবল দান্তিকতা। দান্তিকতাই পতনের প্রথম ও প্রধান কারণ। গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্ৰ দেখিলে সর্বনাশ অনিবার্য। মহাভাগবতের সেবা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা বা মঙ্গল হইবে না।

যিনি শাসনবাক্য দ্বারা আমার মঙ্গল না করেন, তাঁহার সঙ্গ করিতে নাই। সাধুগুরুর সঙ্গ-প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের পাপ ধ্বংস হয়। নিজ সুখের জন্ত ব্যস্ত হইলে অমঙ্গল হয়। ঐকান্তিক না হইলে পূর্ণমাত্রায় কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুসেবা না করিলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। গুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের পরিভ্রাণ লাভের অন্বেষণ কোন উপায় নাই।

প্রশ্ন—শ্রীশ্রীরাধারাণী কি মূল গুরু বা

গুরুশিরোমণি?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন

—হ্লাদিনী-স্বরূপা পরাশক্তি শ্রীরাধিকাই সকল ভক্তের গুরু। এমন কি, শ্রীরাধা—কৃষ্ণেরও গুরু—কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া নটের কার্য শিক্ষা করেন অর্থাৎ শ্রীরাধাই গুরুত্বের মূল।

শুদ্ধ ভক্তগণ অর্থাৎ মধুররস ব্যতীত অন্যান্য রসের ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মূল গুরু বলিয়া জানেন। কিন্তু মধুররসের রসিকগণের মূল গুরু হ’লেন শ্রীরাধিকা।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ গৌরলীলার কে ছিলেন?

উত্তর—শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যিনি গোরা-বতারে প্রাচী সরস্বতী তীরে ব্রহ্মসরের ধারে থানেশ্বরী জগন্নাথরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী (গোদামী) রূপে গোড়দেশে প্রকট হইয়াছিলেন। প্রাচী সরস্বতীর তীরে থানেশ্বর নামক স্থান অত্যাধি বর্তমান। পশ্চিম গোড় বা সারস্বত গোড়ে গৌরপার্বদ বিপ্র থানেশ্বরী জগন্নাথের উদয় হইয়াছিল। থানেশ্বরী জগন্নাথের বাড়ীতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দেব তিন দিন ছিলেন। চতুর্থ দিনে চলিয়া আসিবার সময় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ বিপ্রকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করিতে বলিয়া চলিয়া আসেন। প্রাচী সরস্বতী নদীটা পূর্বদিকে প্রবাহিত। এই নদীর তীরে থানেশ্বরী জগন্নাথের গৃহ অত্যাধি বর্তমান আছে।

প্রশ্ন—আমাদের ভগবদভূতি হচ্ছে না কেন?

উত্তর—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—ভগবৎ-সেবক জীব ভগবান্ এবং ভক্তের সঙ্গ ও সেবা অহুক্ষণ না করলে ভগবদভূতি কি করে হ’বে? আমরা জাগতিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে জগদীশ্বরের সাড়া কি ক’রে পাব? বর্তমানে দুই আশায় বশবর্তী হ’য়ে আমাদের এমন একটা বুদ্ধি হ’য়েছে যে, এ জগতের সঙ্গে আমাদের ভারী কাজ পড়ে গ্যাছে। Original fountain Head হ’তে দূরে স’রে প’ড়ে এরূপ অসং-বুদ্ধি হ’য়েছে। চোরাবালির উপর পা দিলে যেমন পা বসে যায়, সেইরূপ treacherous Soil-রূপ phenoménar উপর নির্ভর ক’রে আমরা ডুবে যাচ্ছি।

আমরা অন্তর্মুখী বা কুঁকুমুখী না হ'য়ে দৃষ্টাংশবিশিষ্ট হ'য়ে বহিমুখ চেটার দ্বারা সময় কাটাচ্ছি। বিষ্ণুমায়া আমাদেরকে ভোগী বা কর্মবীর ক'রে আবদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। কর্মবীরকে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে আমরা কখন জ্ঞানী বা নির্ভেদব্রহ্মসন্ধিস্থ হচ্ছি। সুতরাং We should be cautious. We should require guidance at every step. আমরা খুব সাবধান হ'ব। আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে নিয়ামক অর্থাৎ গুরু-পাদপদ্মের আলগতা বিশেষ প্রয়োজন। ভগবৎসেবা অপেক্ষা ভক্তের সেবা অধিক মঙ্গলপ্রদ। ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তসঙ্গ দ্বারা জীবের বেশী উপকার হয়। ভগবানের স্থান অপেক্ষা ভক্তের স্থান অর্থাৎ গুরুগৃহ শুদ্ধ ভক্তের অধিকতর অমূল্য। 'যেথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন।' এসব কথাগুলি ভাল করে বুঝা দরকার। তা' না ক'রে আমরা যদি গুরুসেবার

উদাসীন হই, তা'হলে সেবক হ'তে পারলাম না, অহঙ্কারী হয়ে গেলাম—বহির্জগতের চিন্তাস্রোতেই আবদ্ধ থাকলাম।

শ্রীরাধা-গোবিন্দের পাদপদ্ম-সেবার কথা ব্যতীত আর বড় কথা Theistic world-এ নাই। সুতরাং অধোক্ষজ-সেবা বঞ্চিত হ'য়ে বাহ্যতে আধ্যাত্মিক হইয়া না পড়ি, তজ্জন্ত সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা উচিত। শুধু খেটে দেওয়া কর্মমার্গীয় বিচার। তাহা অগ্রান্ত মনোবর্মোগণ্ড ক'রে থাকে। হরিভক্তনের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। কারণ অনেক জন্ম কেটে গ্যাছে অগ্রান্ত কার্যে। এই জন্মেই যা'তে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। খুব সাবধান হ'য়ে আদর ও প্রীতির সহিত সর্বক্ষণ গুরুকৃষ্ণের সেবায় মনোনিবেশ করলে ভগবদ্-অনুভূতি হ'বেই হ'বে।

FORM IV

[Under Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani.'

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
2. Periodicity of its publication : Monthly.
3. & 4. Printer's and publisher's name : Sri Mangalniloy Brahmachary.
Nationality : Indian.
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
Nationality : Indian.
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or Sri Chaitanya Gaudiya Math. shareholders holding more than one 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26. percent of the total capital. :

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary
Signature of Publisher

Dated 28-3-1969

শ্রীনবদীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং
তনোতি।” (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের
শিক্ষা সার। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আত্মগতো শ্রীভগবানের
নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কথা নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন
দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মগুণের অহুক্ষণ স্মৃতি জীবের
যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ
কল্যাণ বিস্তার করে।

শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন—

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দান্ত্রং সখ্যামান্নিবেদনম্॥

ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশেষবক্ষণা।

ক্রিয়েত ভগবত্যা তন্মত্তেহধীতমুত্তমম্॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

—গিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ-পূর্বক
ব্যবধান (কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া,
তদ্বিসয়ক শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন,
দান্ত্র, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তি অহুষ্ঠান
করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া
মনে করি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এইরূপ
লিখিয়াছেন—“ভক্তি’-শব্দে ভজনীয় শ্রীহরির ভজন
অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক উপাধি নিরসন পূর্বক
বা কোনরূপ ফলের আশা না করিয়া, কেবলমাত্র সেই
ভগবানেই মনোনিবেশ।

‘শ্রবণ’-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর এবং
লীলাময়-শব্দসমূহের কর্ণ-স্পর্শ; এইরূপ ‘কীর্তন’ এবং
‘স্মরণ’-শব্দেরও ক্রম জানিতে হইবে। ‘স্মরণ’-শব্দে
মন-দ্বারা উপরি উক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের অহুসন্ধান।
‘পাদসেবন’-শব্দে দেশকালাদি অহুসারে পরিচর্যা;
‘অর্চন’-শব্দে বিষ্ণুপূজা; ‘বন্দন’-শব্দে নমস্কার; ‘দান্ত্র’-
শব্দে ‘আমি—তাঁহার দাস’, এইরূপ ধারণা; ‘সখ্য’-
শব্দে বন্ধুভাবে তাঁহার হিতসাধন-কামনা (মনন-কথনাদি);

‘আত্মনিবেদন’-শব্দে তাঁহাতে দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া
শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সর্বস্বত্বাভাবে অর্পণ।

এই নবলক্ষণাত্মিক ভগবদ্বিষয়িণী চেষ্টাই ‘ভক্তি’।
‘অন্ধা’-শব্দে সাক্ষাদভক্তি,—ইহা কন্যাদির অর্পণরূপ
পরম্পরা অর্থাৎ চেষ্টা-সাধন ও অর্পণ-মাত্র নহে। তাহাও
আবার অর্পণকারীর স্ব-স্বার্থ ধর্ম ও অর্থ প্রভৃতি পুরুষার্থের
উদ্দেশ্যে অপিত না হইয়া শ্রীবিষ্ণুতেই অপিত হওয়া
আবশ্যক অর্থাৎ ‘শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই এই সেবনকর্ম
অহুষ্ঠিত’—এইরূপ ভাবনা কর্তব্য। উক্ত প্রকারে যদি
ঐ ভক্তি করা হয়, তাহা হইলে সেই ভক্ত্যহুষ্ঠানকারি-
ব্যক্তি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই ‘উত্তম’ বলিয়া আমি
(প্রহ্লাদ) মনে করি।”

শ্রীমদ্ভাগবত কথিত উপরি উক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা
ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদীপধাম। ইহার পরিধিষোল
ক্ৰোশ। ইহার মধ্যে (১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ—শ্রীমায়াপুর
‘আত্মনিবেদন’-ক্ষেত্র। আত্মনিবেদন ব্যতীত জীবের
সাধন-ভজন সবই বৃথা হইয়া যায়। তাই লোক-শিক্ষক
আচার্য্য পরমকারুণিক পরমাব্যাহতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ
পরিক্রমার প্রথমদিবস ‘আত্মনিবেদন’-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর
পরিক্রমা করাইয়া আমাদেরকে ঐহিক ও পারলৌকিক
সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীমায়াপুরে শ্রীগুরু-
গৌরোদয়ের শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্বত্বাভাবে আত্মসমর্পণ করিবার
রীতি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগুরুগোরাঙ্গপাদপদ্মে
আত্মসমর্পণকারী শুদ্ধভক্তিলভেচ্ছ সাধক তৎপর শ্রীগুরু-
গৌরোদয়ের পরিকর সাধু-গুরুযুগপদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর
নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণাধ্য
ভক্তিক্ষেত্র (২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করতঃ শুদ্ধভক্তিকথা
শ্রবণ করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করিবেন ইহাই শ্রীল
প্রভুপাদের প্রদর্শিত ভজন-প্রণালী। তৎপর কীর্তন,
স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দান্ত্র ও সখ্য ভক্তির
পীঠস্থান যথাক্রমে (৩) গোক্রমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ, (৫)

কোলদ্বীপ, (৬) ঋতুদ্বীপ, (৭) জহ্নুদ্বীপ, (৮) মোদক্রমদ্বীপ ও (৯) কল্পদ্বীপ এই ক্রমবিধি অনুসারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বোলকোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিবার বিধি আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্বী হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

সকলেই অবগত আছেন,—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভূমি ও লীলাক্ষেত্র চৌরাশীকোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা প্রতিবৎসর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ করিয়া থাকেন। তাহাতে যোগদান করিবার জ্ঞাত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বালক-বৃদ্ধ-যুব-নির্বিশেষে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শত শত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ করিয়াও হৃদয়ের গভীর আৰ্ত্তি সহকারে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং শ্রীব্রজধাম দর্শন ও পরিক্রমণ পূর্বক স্ব-স্ব জীবন সার্থক ও ধন্য হইল বলিয়া মনে করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্যময় স্বরূপ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশীগোরাঙ্গমহাপ্রভু। স্মৃতরাং তাঁহার আবির্ভাব ভূমি ও লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধাম অস্তিত্ব শ্রীব্রজধাম। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

“শ্রীগোড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস ॥”

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোপামিপাদ ‘শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক’-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, (৭৮—৮২ শ্লোক) —

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজএব দূরে ।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরগুপ্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥৭৮॥
নবদ্বীপঃ সাক্ষাদব্রজপুৰমহো গোড়পরিধৌ
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ ।
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিস্বলিতঃ কাক্ষন-ছটৌ
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুৰ-দুর্গাপাং বিতনুতে ॥৭৯॥
অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটত অপরাধাত্ম্য ইহ ।
নবদ্বীপে গৌরঃ কলুশনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত ! তনুতে ॥৮০॥
নবদ্বীপে বসেদ যন্ত করে তন্ত ব্রজস্থিতিঃ ।
মরীচিকাবদন্তত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্ ॥৮১॥

বনকোপবনং সর্বত্র শ্রীমদবৃন্দাবনস্থিতম্ ।

ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে ॥৮২॥

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার পত্নাহুবাদে এইরূপ লিখিয়াছেন—

সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন সুরে ।

নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ॥

যে সেবিল গৌর, তার যশোদানন্দন ।

গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণে না পায় কখন ॥৭৮॥

এ গোড়মণ্ডলে নবদ্বীপ বৃন্দাবন ।

শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

সেই নন্দসুত রাধা-দ্রুতিতে আচ্ছাদিত ।

ব্রজের দুর্লভ লীলা করিল বিহিত ॥৭৯॥

বৃন্দাবনে বসি’ যেবা জপে ‘হরি হরি’ ।

অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী ॥

নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি’ অপরাধচয় ।

পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥৮০॥

গোরাঙ্গ-সংক্ষেপে যার নবদ্বীপে স্থিতি ।

করস্থিতি ব্রজ তাঁর সনাতন-রীতি ॥

অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান ।

মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভান ॥৮১॥

বৃন্দাবনে আছে যত বন উপবন ।

শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥

নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে ।

গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥৮২॥

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তর ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীমানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ রূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ও লীলাভূমি পরিক্রমার প্রবর্তন সর্বপ্রথম করেন। তৎপরে কোন কোন ভজ্ঞানানন্দী বৈষ্ণব একাকী বা দুই একজন ভক্তসহ শ্রীপরিক্রমা করিতেন। গৌর-নিজজন শ্রীমদভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে তাঁহার আবির্ভাব ক্ষেত্র ও লীলাভূমিসমূহ যাহা লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা পুনঃ প্রকাশ করতঃ ঐ লীলাভূমি-সমূহ পরিক্রমা করিবার পদ্ধতি সর্বসাধারণে প্রচার

করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তদনুসারে শ্রীধাম পরিক্রমা পুনরায় বাঙ্গালা ১৩২৬ সালে প্রথম প্রবর্তন করেন। তদবধি এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমা গৌরাঙ্গরাগী ভক্তগণ গৌর-পার্বদপ্রবর শ্রীশ্রী প্রভুপাদের আনুগত্যে প্রতি-বৎসর করিয়া আসিতেছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আপনজন শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য পরিব্রাজকবর্ধা ত্রিদণ্ডিবামী শ্রীমদভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের নিয়ামকত্বে পূর্ব পূর্ব বৎসরের জায় এবারও বিগত ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ বুধবার পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বনচারী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখবিগলিত শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ-কীর্তনমুখে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত আবাল-বৃদ্ধ-বৃষ সহস্রাধিক গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ মণ্ডলের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্বিশেষে সম্পন্ন করিয়াছেন। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌরপ্রণয়-ভক্তগণ ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরানন্দমহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব দিবস ভক্তিজননী মাধব তিথি নিরধু উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিবস শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলাগ্রহ “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” পারায়ণ, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ, তাঁহার মহাভিষেক, বিশেষপূজা, ভোগস্বাগ, ও আরাটিকাদি সংকীর্তনসহযোগে পালন করেন।

পরদিবস ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ বুধবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে পূর্ণাহ্ন হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত কয়েক সহস্র নর-নারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন :— ৪ মার্চ অপরাহ্ন ৩-৩০ মিঃ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইলে কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যাসাচি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় পরিব্রাজকআচার্য্য ত্রিদণ্ডিবামী শ্রীমদভক্তিবিচার যাবাবর

মহারাজ ও শ্রীমদ ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ শ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভুর তত্ত্ব, তাঁহার শিক্ষা ও অবদান সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিলে পর শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদ সভার পক্ষ হইতে গৌরপ্রিয়কাষ্যাহ্নঠাত্ববর্গকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবাচেষ্টার উল্লেখ করতঃ ধন্যবাদ প্রদান এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে শ্রীগৌরানন্দীর্বাদ স্মৃচক উপাধি প্রদান করেন।

১। অধ্যাপক শ্রীজুধীর কৃষ্ণ ঘোষ, বোলপুর

—ভক্তবান্ধব।

২। শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, কলিকাতা—ভক্তিভূষণ।

৩। শ্রীশ্যামসুন্দর রায় ওরা, ধানবাদ—ভক্তিবিজয়।

৪। শ্রীরাধামোহন দাস (শ্রীরামভঞ্জন পাণ্ডে), জলন্ধর

—সেবাসুন্দর।

৫। শ্রীপ্রহ্লাদদাস গোয়েল, দিল্লী—ভক্তিবান্ধব।

৬। শ্রীনন্দীগোপাল বনচারী (শ্রীনিতাই দাস)

কালিষদ্রহ মঠ, বৃন্দাবন—সেবাশ্রীণ।

৭। ডাঃ হেতরাম আগরওয়াল, অমৃতসর

—ভক্তিসুহৃৎ।

৮। শ্রীপরেশচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী—সেবাকুশল।

৯। শ্রীঅশ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী—ভক্তিসঙ্কল্প।

১০। শ্রীভগবতীপ্রসাদ আগরওয়াল, দরং টি এন্ডেট,

তেজপুর—ভক্তবন্ধু।

১১। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাদিকারী (শ্রীগোপালচন্দ্র দে)

—কারুকোবিদ।

পরিশেষে বিচারপতি শ্রীসব্যাসাচি মুখোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—“৪৮২ বৎসর পূর্বে যে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল সেই শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব পালনের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, এর সার্থকতা কি এটা আমাদের কাছে প্রথম চিন্তা করতে হবে। খৃষ্টধর্ম্ম সংস্কারের জন্য প্রোটেস্টেণ্ট ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়েছিল। তদ্রূপ যখন বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজের বহু লোক নিষ্কর্ষের প্রতি আস্থাহীন ও বিজাতীয় ধর্ম্ম আকৃষ্ট এবং হিন্দু সমাজসংস্কারগণের সন্ধীর্ণ নীতিবাদের দ্বারা সমাজ বিপর্য্যস্ত, সেই সময় শ্রীমন্নহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে

সকলের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপন পূর্বক হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—“যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্রানিভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দ্রুততাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুযামি যুগে যুগে॥”

যখন যখন ধর্মের গ্রানি উপস্থিত হয় ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন ভগবান্ সাধুগণের পরিত্রাণ ও দ্রুতকারিগণের বিনাশের ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত জগতে অবতীর্ণ হন। যে সময় শুক তর্কের দ্বারা, পাণ্ডিত্যের গরিমার দ্বারা, কুসংস্কারের দ্বারা দেবতার থেকে আমরা দূরে সরে পড়েছিলাম, জীবনযাত্রার সঙ্গে ভক্তির ব্যবধান উপস্থিত হয়েছিল সেই সময় শ্রীমহাপ্রভু এসে দেবতার সহিত আমাদের দূরত্ব দূর করে তাঁহার প্রতি ঘনিষ্ঠ প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। ভগবান্কে এত আপনার ভাবে আমরা পূর্বে পেতে পারি নি। অধুনা পুনরায় জড়-বিজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের মধ্যে হৃদয়ের সেই দূরত্ব এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন মানুষকে অবজ্ঞা করতে, নির্দয় ব্যবহার করতে আমরা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করি না। আজকের অন্তর্ধান সার্থক হবে যদি সেই দূরত্ব দূরীভূত হয়ে পুনরায় মহত্বগুণের মধ্যে হৃদয়ের সম্প্রীতি সংস্থাপিত হয়। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সাধকগণের নিকট আমার প্রার্থনা তাঁহার বিপুল উৎসাহের সহিত সেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী প্রচার পূর্বক উক্ত মহত্বদেহকে কার্যে পরিণত করতঃ জগদ্বাসীর হিতসাধন করুন।”

অতঃপর শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হইলে শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণ সভায় পাঠ করেন এবং কতিপয় ব্যক্তি সভা নির্মাণিত হন। গত বৎসর বিদ্যাপীঠ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিম্নলিখিত ছাত্রগণের নাম বিজ্ঞাপিত হইলে উপস্থিত সভাগণ সকলে আনন্দ প্রকাশ করেন। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম যথা—

- ১। শ্রীমুকুন্দ পদমোলি —পুরাণের উপাধি
 - ২। শ্রীহরত চট্টোপাধ্যায় —কাবোর মধ্য—প্রথম ভাগ
 - ৩। শ্রীগোরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী—হরিনামান্ত ব্যাকরণ মধ্য
 - ৪। শ্রীগোপীনাথ মণ্ডল —কাবোর আত্ম
- সাতজন আবেদনকারীর মধ্যে চারজন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা উৎসব উপলক্ষে ও সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা এই উৎসবোপলক্ষে বিভিন্ন সেবাকার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে বিশিষ্ট কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকার যাবাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিধর শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ গিরিধারীদাস বাবাজী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখার্জি, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, বিদ্যাবিলাস, সর্বশ্রী দেবপ্রসাদ মিত্র, সলিলকুমার হাজরা, বার-স্বাই-ল, নন্দহলাল দে, সলিসিটর, প্রফেসর সুধীরকৃষ্ণ ঘোষ (বিশ্বভারতী), ডাঃ যতীন্দ্র চন্দ্র দে, বিনয় ভূষণ দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ, জগন্নাথ দাসাধিকারী, গোরাজ সুন্দর দে, মার্জেট, শ্রীনাথ মণ্ডল, প্রণতপাল দাসাধিকারী, চৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, সজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী (আসাম), সর্ধ্বর্ষ দাসাধিকারী, অজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, নদীয়াবাহারী দাসাধিকারী, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পাচুগোপাল দাস, মহোপদেশক মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, উপদেশক অচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত লোকনাথ ব্রহ্মচারী, অশ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, জগজ্জীবন ব্রহ্মচারী, তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ননোগোপাল দাস, বলভদ্র ব্রহ্মচারী, মধুমঙ্গল দাস, মদন গোপাল ব্রহ্মচারী, অরবিন্দ ব্রহ্মচারী, নবীনমদন ব্রহ্মচারী, বিনয়কুমার গাঙ্গুলী, রাইমোহন ব্রহ্মচারী, সনৎকুমার ব্রহ্মচারী, দ্বারকেশ দাস ব্রহ্মচারী, ক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারী (উদালা মঠ), ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবাসদাস ব্রহ্মচারী, বিভূচৈতন্য ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী, ভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী, রাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, পরেশচরিত্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বঙ্গাব্দে মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, বার্ষিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্য-ধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমদ্রূপসুত্রের আচারিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সম্প্রদায়ের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সজ্ঞ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায়ী কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিত্রাজকচাণ্য ত্রিদণ্ডযতি শ্রীমদ্রক্তদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরানন্দদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীশৈলোত্তরানন্দ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিদ্যুত জনিবার নিমিত্ত নিয়ে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

ঈশোত্তরানন্দ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিদ্যুত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ায়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্ধািতস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের দ্বায় অল্প কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ ওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি বাতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরঠকম্’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে দ্রষ্টব্য হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সত্যশ মুখার্জি রোড শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বন্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :-- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সত্যশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোজ্ঞান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নন্দীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও শ্রীমদ্ভক্তিদায়িত্ব মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সন্থকীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমাখিল্পু সজ্জনমাত্রেয়ই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১’০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বন্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোজ্ঞানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নন্দীয়া জেলাতর্গত শ্রীম-মায়াপুর ঈশোজ্ঞানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্ত শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য দ্বিপ্রতিপদ্যমী ও শ্রীমদ্ভক্তিদায়িত্ব মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খ্রিষ্টাব্দ ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্দনা মূল্যবান পরিবেশিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদায়িত্ব মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংবাজী কথোপকথন ও জাঙ্গান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

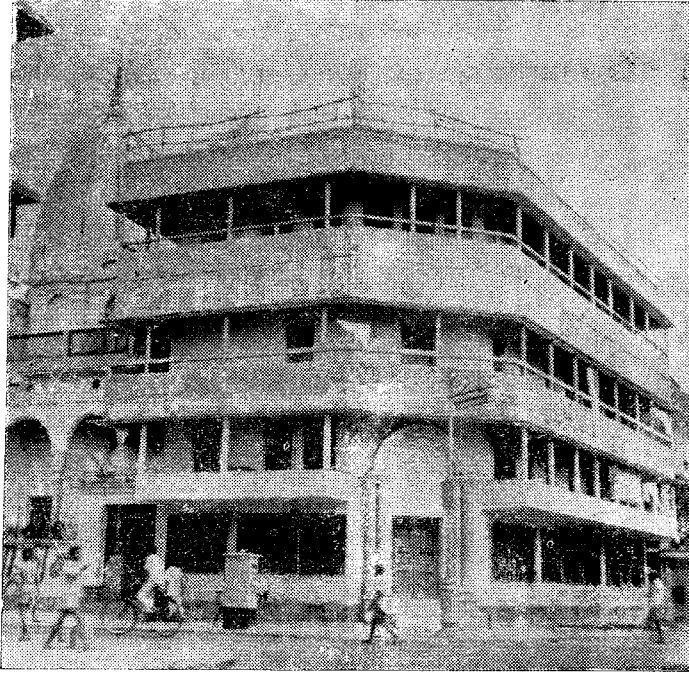
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সত্যশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদায়িত্ব মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠস্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামায়িত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণববর্নন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রী গুণগোবিন্দো জয়ত:



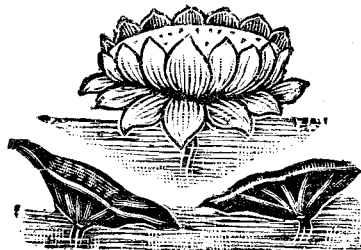
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমাৰ্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তকিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিষ্ণদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্গপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিষ্ণমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্গ :—

- ১। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
- ২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এম্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
- ৫। শ্রীশ্রামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৭। শ্রীবিনোদবানী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালৌয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৮। শ্রীগোড়ীয় সেবাস্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
- ৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ১ (অন্ধ্র প্রদেশ)
- ১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গোহাটী (আসাম)
- ১১। শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
- ১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— ঢাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাদীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
- ১৪। শ্রীগদাই গৌরান্দ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবানী প্রেস, ৩৭।এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রোয়ঃ কৈরবচস্পিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্ ।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বস্বান্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্ ॥”

৯ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭৬ । { ৩য় সংখ্যা
২৬ মধুসূদন ৪৮৩ শ্রীগোরাঙ্গ ; ১৫ বৈশাখ, সোমবার ; ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৯ ।

বৈষ্ণবের সেবাদ্বারাই বিষ্ণু সেবা হয় [ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈষ্ণবের সেবা করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য আমি, তজ্জগুই
অসমর্থ হয়ে পড়েছি। অসমর্থ হলেও বৈষ্ণবের সেবা-
চেষ্টা বিধানে আমার স্পৃহা আছে। অনেকে হয়ত
আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আপনি অসমর্থ এবং
অসুস্থ শরীরে যে কার্যে আপনার যোগ্যতা নাই, সেই
কার্যে অগ্রসর হন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর বা কৈফিয়ৎ-
স্বরূপ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একটি সরল পদ্ম-
গীতি আপনারা শুনতে পারেন,—

“ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা”

আমি অযোগ্য বটে ; কিন্তু আমার যোগ্যতা হওয়া
আবশ্যক ; আর যোগ্যতা লাভের অল্প উপায়ও নাই,
একমাত্র বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত। বিষ্ণুসেবা কি প্রকারে
করতে হয়, তা’ আমরা প্রথমেই জানতে পারি না।
তারতম্য বিচার করতে গিয়ে বুঝি, ষাঁ’রা বিষ্ণুসেবা
করেন, তাঁ’দের সেবা ষাঁ’রা করেন, তাঁ’রাই সবচেয়ে বড়।
বিষ্ণুর কোন প্রকার সন্ধান ইহ জগতে না পেলেও
ষাঁ’রা বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁ’দের সেবা করলে কি-
প্রকারে বিষ্ণুর সেবা করতে হয় জানতে পারি।

আরাধনানাং সর্কেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

ইহজগতে থাকাকালে বর্তমান ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানসমূহ
প্রধাবিত করে ভগবানের সেবার কোন কথাই জান্ধার
সম্ভাবনা নাই। এক্ষণ অজ্ঞেয় দুজ্ঞেয় বস্তুর প্রতি যত্ন
করা অসম্ভব বলে নিরাশ হ’বারও কোন কারণ নাই।
ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। ষাঁ’রা অধোক্ষজ বস্তুর সেবায়
নিযুক্ত, তাঁ’রাও নূনান্বিক অধোক্ষজ বস্তু। তাই তাঁ’দের
নিকট অধোক্ষজের সেবা অজ্ঞেয়, দুজ্ঞেয় বা পরোক্ষ নহে,
অধোক্ষজ-সেবা অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবকগণের সেবা-
প্রস্তুতিত আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

অক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব—ভোগপর, অপরোক্ষ
বস্তুর সেবাপর মানব—ত্যাগপর, আর অধোক্ষজ বস্তুর
সেবাপর মানব—হরিসেবাপর। অধোক্ষজ সেব্যবস্তু
অক্ষজ সেবকের গোচরীভূত পদার্থ নহেন। সূত্রবাং
ভগবদ্ভক্ত সাধারণ কন্দ-প্রবণ বা নির্ভেদ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি-
গণের ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবীন নহেন। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত
সেবোদ্গুহ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা ক’রে থাকেন। প্রাকৃত
ও অপ্রাকৃত বিবেক সাধারণ মানবের নাই। গুরুপাদ-
পদ্রের ও গুরুপাদপদ্মশ্রিত মানবের অনুবক্ষ্য যে সেবা-
বিবেক লাভ হয়, তা’ সাধারণ মানবের গম্য নয়,
অধোক্ষজ-সেবক সাধারণের ত্রায় প্রতিভাত হলেও

সাধারণ মনুষ্য ন'ন। মনুষ্যজাতির পাঁচ সাত হাজার বৎসরের ইতিহাস বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে, নিত্যজীব সেক্ষপ পাঁচ সাত হাজার বৎসরের ইতিহাসের অন্তর্গত ন'ন। নিত্যজীব নিত্যজৈবধর্ম আলোচনা ক'রে থাকেন। তাঁ'রা যে মূর্তিতেই থাকুন, স্থাবর-জঙ্গম যে কোন প্রাণী, যে কোন উদ্ভিদ—যে ভাবেই থাকুন, সকল অবস্থায় ভগবৎসেবাই। তাঁ'দের অন্তর্নিহিত বৃত্তিরূপে অবস্থান করে। ভোগপরতা ও ত্যাগপরতা যে পরিমাণে অবসর লাভ করে, সেই পরিমাণে অধোক্ষজ বস্তুর সেবা করবার জগৎ গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জীবের যত্ন হয়। এইরূপ সেবায় অখিলচেটা-বিশিষ্ট বৈষ্ণবই বাঞ্ছাকল্পতরু; সেই সকল বৈষ্ণবের সেবায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিযুক্ত থাকাই সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য।

যে দিন আমরা ভোগপর বা ত্যাগপর হই, সে দিন যথেষ্ট লাভবান হ'লাম মনে করলেও আমাদের সেই লাভ অতি অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু বৈষ্ণব-সেবাই চিরস্থায়ী—নিত্যস্থায়ী।

বিষ্ণুসেবা বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই হয়। যদিও প্রাক্তন কর্মদোষে দুষ্ট আমি, অকিঞ্চন ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত না হওয়ায় ভোগী হ'য়ে পড়ছি, তথাপি একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপাই

আমাকে ভোগ ও ত্যাগ উভয়ের অপ্ৰয়োজনীয়তা অর্থাৎ ঐ সকল যে আত্মধর্ম্ম নহে, মনোধর্ম্ম মাত্র—ইহা জানাইয়া দিতে পারে।

জগতে মনুষ্যজাতি মনোধর্ম্মে বাস্তব ও ব্যাকুল আছেন; কেননা তা'তে তাত্কালিক কার্যাসিদ্ধির লোভ ও উত্তেজনা র'য়েছে; কিন্তু বৈষ্ণবের সে বুদ্ধি নাই, তিনি অধোক্ষজ বস্তুর সেবক, সর্বদাই পরমনিত্য বিচারে অধিষ্ঠিত।

আমার হৃদয় অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনারা ধেরূপভাবে বহমানন করছেন, তা'র যোগ্য আমি নই। আমি যদি বৈষ্ণবের কিছু সেবা করতে পারি, তা'হলেই যোগ্য হব।

শ্রীগৌরহৃদয়র ব'লেছেন “তৃণাদপি সুনীচ” হওয়া আবশ্যক। অনেক যত্ন করলাম তৃণাদপি সুনীচ হ'তে, কিন্তু ভাগ্যদোষে বিপরীত ফলই লাভ করছি। সহিষ্ণুতা শিক্ষা করতেও আদিষ্ট হ'য়েছিলাম, তা'ও লাভ হ'ল না। তাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা, আমার হৃদয় দীন হীন ব্যক্তির প্রতি আপনারা নিত্যকাল দয়া বিতরণ করুন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভাষ্যে কৃপাসিদ্ধতা এব চ।

পতিতানাং পার্শ্বভোয়া বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্য

[ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সম্মজ্ঞনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

পঞ্চম রহস্যম্

(পূর্বে প্রকাশিত ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠার পর)

উদ্ধব উবাচ

কিমেতৎ কথিতং ব্রহ্মশাস্ত্র্যামিহ দৃশ্যতে ।
ত্রৈলোক্যাভ্রলভঃ কৃষ্ণঃ কলৌ স বিদিতো ভুবি ॥৮১॥
কিমিদমিদমপূর্ব্বং দৃশ্যতে সর্ব্বলোকৈঃ
কিমুত কিমুত রে রে কিন্নুহো কিং বিচিত্রং ।

জগতি কলিযুগেহস্মিন্ রাজসম্মাসমুর্ভি
ত্রিভুবনপরিব্রাজক্ৰপলাবণ্যলক্ষ্মীঃ ॥৮২॥
যৎপুণ্যচিত্তচরিতং বিবিধৈব লীলা
নামামৃতং শ্রুতিগগনৈঃ পরিণীযতে চ ।
কিন্তু স্বয়ং কলিযুগে জগতঃ শিবায়
দৃগ্গোচরো হরিরহো কলয়ে নমোহিস্ত ॥৮৩॥

বজ্রানুবাদ—উদ্ধব কহিলেন—হে ব্রহ্মন!
ত্রৈলোক্যের তুল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে পৃথিবীতে বিদিত
হইবেন, আপনাব একথা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ॥৮১॥

অহো! কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বলোকে ইহাকে অপূর্ণ
এবং বিচিত্র বিবেচনা করিবে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে
সম্মাসমুর্ভি ধারণ পূর্ব্বক রূপ-লাবণ্যলক্ষ্মী-দ্বারা
ত্রিভুবন শোভিত করিবেন ॥৮২॥

ইথং পরং সকলবেদনিগূঢ়গাথাঃ

সংশ্রাব্য ধাতৃতনয়ো হরিদাসবর্ষাঃ ।

সন্তোষ্য চোদ্ধবমতীব মুদা মুনীন্দ্রে।

লীলালপনমধুরিপোরগমং স্বধাম ॥৮৪॥

তথাচ শ্রীমদ্রত্নভাগবতে ভগবৎ বচনং

শিরো মে পাতু চৈতন্যো ভালং বিশ্বস্তরঃ প্রভুঃ ।

নয়নে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ শ্রবণে দ্বিজনন্দনঃ ॥৮৫॥

গণ্ডে শচীসুতো নাসাং জগন্নাথাত্মজোহবতু ।

রসনাং কৃষ্ণচৈতন্যো ভালুং কৃষ্ণোহধরং মুখঃ ॥৮৬॥

ওষ্ঠং বিষ্ণুপ্রিয়ানাথো দন্তপংক্তিং দ্বিজোত্তমঃ ।

বাচং সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দঃ স্বরূপানন্দো বিগ্রহম্ ॥৮৭॥

চিবুকং ধরণীদেবো বিশ্বরূপাত্মজো মুখং ।

লক্ষ্মীনাথং কণ্ঠদেশং গ্রীবাং ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥৮৮॥

স্কন্ধযুগ্মং দ্বিজপ্রাণো মনঃ পাতু শচীসুতঃ ।

নামসূত্রধরঃ কৃষ্ণিং হৃদয়ং নামতৎপরঃ ॥৮৯॥

যাহার পূণ্য মনোহর চরিত্র এবং বিবিধ লীলা ও নামামৃত শ্রুতিগণ গান করেন সেই ভগবান্ হরি জগতের মঙ্গলের জন্ত যে কলিযুগে দুর্গগোচর হইবেন সেই কলি-যুগকে নমস্কার করি ॥৮৩॥

এইরূপ বেদের নিগূঢ় কথা শ্রবণ করাইয়া হরিদাস-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র ঋষিগণাগ্রগণ্য নারদ অতীব আনন্দে মধুরিণী শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিতে করিতে স্বধামে গমন করিলেন । ॥৮৪॥

উত্তর-ভাগবতে ভগবানের কবচ, যথা—চৈতন্যদেব আমার মস্তক, প্রভু বিশ্বস্তর আমার কপাল, শ্রীগৌরচন্দ্র আমার নয়নদ্বয় ও দ্বিজনন্দন কর্ণদ্বয়কে রক্ষা করুন ॥৮৫॥

শচীসুত আমার গণ্ডযুগ, জগন্নাথের পুত্র নাসিকা, কৃষ্ণচৈতন্য রসনা ও কলিযুগাবতীর্ণ কৃষ্ণচন্দ্র অধরকে রক্ষা করুন ॥৮৬॥

বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ আমার ওষ্ঠ, দ্বিজোত্তম দন্তপংক্তি, সংকীৰ্ত্তনানন্দ বাক্য ও স্বরূপানন্দ শরীরকে রক্ষা করুন ॥৮৭॥

কুমতিধ্বংসনো নাভিং কটিদেশং করঙ্গধ্বক্ ।

ধ্বজং দণ্ডধরঃ পাতু উরু ত্র্যসিশিরোমণিঃ ॥৯০॥

জানু কষায়বসনো জজ্জ্যে পাতু দ্বিজোত্তমঃ ।

গুল্ফযুগ্মং দ্বিজঃ পাতু পাদৌ ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥৯১॥

গদাধরপ্রিয়প্রাণো দেহং পাতু চ সর্বদা ।

শয়নে মাং সদা পাতু নিত্যানন্দৈকবাক্ষবঃ ॥৯২॥

ভোজনে পাতু মাং নিত্যমদ্বৈতৈককৃতাত্মভুক্ ।

পাতু মাং গমনে শ্রীমদগয়াগমনতৎপরঃ ॥৯৩॥

শ্রীমদ্বীরাসনাসীনো মামাসীনং সদাবতু ।

শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ী কথনে পাতু মাং সদা ॥৯৪॥

ভগবৎপাদসেবায়ং পাতু মাং ভক্তরূপধ্বক্ ।

গুরুপাদার্চনে শিক্ষাগুরুমাং পাতু নিত্যশঃ ॥৯৫॥

সর্বেশ্বরো গৌরহরিঃ সর্বতঃ পাতু মাং সদা ।

জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পর্বতারোহণে তথা ।

দুর্গবত্মনি বৃক্ষে চ পাতু মাং ভক্তবৎসলঃ ॥৯৬॥

ধরণীদেব আমার চিবুক, বিশ্বরূপাত্মজ মুখ, লক্ষ্মীনাথ কণ্ঠদেশ ও ভক্তজনপ্রিয় গ্রীবাকে রক্ষা করুন ॥৮৮॥

দ্বিজপ্রাণ আমার স্কন্ধযুগল, শচীসুত মনকে, নাম-সূত্রধারী কৃষ্ণি ও নামপরায়ণ হৃদয়কে রক্ষা করুন ॥৮৯॥

কুমতিধ্বংসক আমার নাভি, করঙ্গধারী কটিদেশ, দণ্ডধর ধ্বজ, ত্র্যসিশিরোমণি উরুদ্বয়কে রক্ষা করুন ॥৯০॥

কষায়বসনধারী আমার জানুদ্বয়, দ্বিজোত্তম জজ্জ্যাদ্বয়, দ্বিজ গুল্ফযুগল, ভক্তজনপ্রিয় চরণদ্বয়কে রক্ষা করুন ॥৯১॥

গদাধরের প্রিয়প্রাণ আমার দেহ, নিত্যানন্দের একমাত্র বন্ধু শয়নকালে আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন ॥৯২॥

অদ্বৈতের সহিত একত্র ভোজ্য ভোজনকালে রক্ষা করুন, শ্রীমদগয়াগমনাসক্ত আমাকে গমন কালে রক্ষা করুন ॥৯৩॥

শ্রীমদ্বীরাসনাসীন আমার আসন সর্বদা রক্ষা করুন, শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ী আমার বাক্য সর্বদা রক্ষা করুন ॥৯৪॥

ভক্তরূপধারী ভগবৎপাদ সেবাকালীন আমাকে রক্ষা করুন, শিক্ষাগুরুরূপে গুরুর পাদার্চনে আমাকে নিত্য রক্ষা করুন ॥৯৫॥

ব্রহ্মযামলে শিব-দুর্গা-সম্বাদে চৈতন্যস্তোত্রমপি. যথা-
নমস্ত্যামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদগুরুং ।

কলিপাপবিনাশার্থং হরিনামপ্রদায়কং ॥৯৭॥

কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নবদ্বীপনিবাসিনং ।

শত্রৌ মিত্রেহুপদ্যাসীনে সর্বত্র সমদর্শিনম্ ॥৯৮॥

নমশ্চৈতন্যরূপায় পুরন্দরসুতায় চ ।

বৈষ্ণব-প্রাণদাত্রে চ গৌরচন্দ্রায় তে নমঃ ॥৯৯॥

তত্রৈব কালিন্দীস্তোত্রেহপি

নমোহস্তু তে পাপবিনাশকারিণি ।

নমোহস্তু তে দেবীশচীস্তুতপ্রিয়ৈ ।

নমোহস্তু তে দেবগণাদিসেবিতৈ

নমোহস্তু তে কৃষ্ণবিহারিণি প্রিয়ৈ ॥১০০॥

উদ্ধারায়তন্ত্রেহপি

চতুর্থাধ্যায়ঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তং কৃতং যুগং ।

তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশচ ততঃ পরম্ ॥১০১॥

সর্বেশ্বর গৌরহরি সর্বতোভাবে আমাকে সদা রক্ষা
করুন, জলে, স্থলে, শূণ্ডে, পরিতারোহণে, দুর্গপথে, বৃক্ষ
হইতে আমাকে ভক্তবৎসল রক্ষা করুন ॥৯৬॥

ব্রহ্মযামলে শিব-দুর্গা-সম্বাদে ভগবানের স্তোত্র,
যথা—কলিযুগের পাপ বিনাশের জন্ত হরিনাম-প্রদায়ক
জগদগুরু শচীপুত্র গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥৯৭॥

শত্রু মিত্র উদ্যাসীন প্রভৃতি সকলের প্রতি সমদর্শী
নবদ্বীপ নিবাসী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥৯৮॥

চৈতন্যরূপধারী পুরন্দর-পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণদাতা
গৌরচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥৯৯॥

আরও কালিন্দী স্তোত্রে—পাপবিনাশকারিণীকে
নমস্কার, দেবী শচীস্তুতপ্রিয়াকে নমস্কার, দেবগণ-সেবিতৈ
তোমাকে ও কৃষ্ণবিহারিণী প্রিয়াকে নমস্কার ॥১০০॥

উদ্ধারায়তন্ত্রে—চারিহাজার বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ,
সত্যযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ চারিশত করিয়া
অষ্টশত বৎসর ॥১০১॥

ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর এবং তাহার
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত করিয়া ছয় শত বৎসর ॥১০২॥

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে ।

তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশচ ততঃ পরম্ ॥১০২॥

সহস্রদ্বয়মানেন দ্বাপরঃ পরিচক্ষ্যতে ।

তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশচ ততঃ পরম ॥১০৩॥

একং সহস্রং কথিতং ঘোরং কলিযুগে মুনৈ ।

তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশচ ততঃ পরম্ ॥১০৪॥

দেবমানেন সংখ্যেয়ং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতা ।

যুগসঙ্কৌ সদাবিযুক্তনিষ্কৃতি ন সংশয়ঃ ॥১০৫॥

সত্যে বরাহো জাতশচ নৃসিংহশচ ততঃ পরং ।

ত্রেতাযুগে মুনৈ পশ্চাদ্বাপরে রামসংজ্ঞকঃ ॥১০৬॥

সঙ্কৌ ক্রোধে বিভূঃ পশ্চাদ্বেবক্যাং বসুদেবতঃ ।

কলৌ পুরন্দরাং শচ্যাং গৌররূপো বিভূঃ স্মৃতঃ ॥১০৭॥

মহাপ্রভুরিতিখ্যাতঃ সর্বলোকৌক্যপাবনঃ ।

কঙ্কিরূপী চ ভগবান্ কলিনাশং করিষ্যতি ॥১০৮॥

দ্বাপরযুগ দুই হাজার বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ও
সন্ধ্যাংশ দুইশত করিয়া চারিশত বৎসর ॥১০৩॥

হে মুনৈ! ঘোর কলিযুগের পরিমাণ এক হাজার
বৎসর এবং ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ একশত করিয়া
দুইশত বৎসর ॥১০৪॥

মুনিগণ দেব পরিমাণে বৎসরের সংখ্যা করিয়াছেন ।
প্রতিযুগের সন্ধ্যায় বিষ্ণু যুগাবতার নিশ্চয় হইয়া
থাকে ॥১০৫॥

সত্যযুগে বরাহ, ত্রেতাযুগে নৃসিংহ এবং দ্বাপরে বলরাম
অবতার হইয়াছিলেন ॥১০৬॥

পশ্চাৎ দ্বাপর যুগের সন্ধ্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের
ঔরসে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং
কলিযুগে মিশ্র পুরন্দরের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে গৌররূপ
ধারণ করিয়া সর্বলোকপাবন মহাপ্রভু নামে খ্যাত
হইবেন এবং কঙ্কিরূপে কলির পাপ নাশ করিবেন
॥১০৭-১০৮॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দয়ানিধে নারদ!
এই ঘোর কলিযুগে ভগবান্ কিরূপে পূজিত হইলে প্রসন্ন
হইবেন ॥১০৯॥

দেবুবাচ

কেনরূপেণ ভগবান্ পূজিতঃ সাং সুখাবহঃ।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে তন্মে বদ দয়ানিধে ॥১০৯॥

শ্রীনারদ উবাচ

কৃষ্ণরূপেণ ভগবান্ কলৌ পাপবিনাশকৃৎ।

গৌররূপেণ ভগবান্ ভবিতঃ পূজিতস্তথা ॥১১০॥

মহাপাতকরাশীংশ্চ দহত্যাশু ন সংশয়ঃ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমুক্তং ন চানৃতম্ ॥১১১॥

গৌরাঙ্গরূপী ভগবান্ ভবিতা লোকপুণ্যদঃ।

সর্বধম্মান্ পরিত্যজ্য গৌরাঙ্গং ভাবয়ন্ জনঃ।

মুক্তিং প্রাপ্স্যতি কালেন স্বল্পেনাত্র ন সংশয়ঃ ॥১১২॥

তস্ম মন্ত্রোদ্ধারধানাদিপ্রকরণং তত্রৈব জ্ঞাতবাম্।

অতি রহস্যহ্ময়েহ সবিশেষমুক্তম্ ॥১১৩॥

মাহেশতন্ত্রেহপি, শ্রীগণেশ উবাচ

ক্ৰহি তাত কৃপাসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকারক।

কলৌ কৃষ্ণাবতারং হি স্মৃচিৎ যৎ পুরানঘ ॥১১৪॥

শ্রীনারদ কহিলেন—কলিপাপবিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে ধ্যাত ও পূজিত হইবেন এবং মহাপাতকরাশি নীত্র ধ্বংস হইবে। আমি সত্য সত্য বলিলাম একথা অত্রথা হইবে না ॥১১০-১১১॥

লোকপুণ্যদ গৌরাঙ্গ হইবেন; সর্বধম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গদেবকে চিন্তা করিলে স্বল্পকালের মধ্যে মুক্তিলাভ হইবে এবিষয়ের কোন সংশয় নাই ॥১১২॥

গৌরাঙ্গদেবের মন্ত্রোদ্ধার ও ধ্যানাদি প্রকরণ উদ্ধার্যম-তন্ত্রে আছে। অতি গোপনীয় বলিয়া এখানে বলা হইল না ॥১১৩॥

মাহেশতন্ত্রে গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রূপাসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকারক নিষ্পাপ পিতঃ! পূর্বস্মৃচিত কলিকালে কৃষ্ণাবতারের বিষয় আপনি বলুন ॥১১৪॥

মহাদেব কহিলেন—কলিকালে মেচ্ছাদির পাপে পৃথিবী যখন আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ বৃষধ্বজকে প্রমুখ করিয়া গৌরীলোকে গিয়া একাগ্রচিত্তে পার্শ্বতীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দেবতারা বহুবিধ স্তব-দ্বারা পার্শ্বতীর স্তব করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বলিলেন—

ঈশ্বর উবাচ

কলৌ মেচ্ছাদিভিঃ পাপৈর্পর্যদা ভূমিরূপজ্ঞতা।

তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ পুরস্কৃত্য বৃষধ্বজম্ ॥১১৫॥

শরণংযবুরীশাত্মা গৌরীলোকে সমাহিতা।

স্তব্বা তাম্ পরমেশানীং স্তোত্রৈর্বহুবিধৈঃ সুরাঃ ॥১১৬॥

প্রাহুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্বৈ পদান্তে পরমাত্মিকান্।

মহিষাসুরশুভ্রাত্তৈরসুরৈর্বহুভিঃ পুরা ॥১১৭॥

বিদ্রুতা ভয়সংত্রস্তা বয়ং মাতঃ সুরক্ষিতাঃ।

ত্বয়াস্মাকং হিতার্থায় নানামূর্ত্যা মহেশ্বরি ॥১১৮॥

কলৌ দেবেশি পাষণ্ডা ছব্বারা পৃথিবীমিমাং।

ব্যাপ্তা ইদানীং জননি বয়ং তেভ্যঃ পরাজিতাঃ ॥১১৯॥

ভারাক্রান্তা ভূমিরিয়ং গোভূর্ত্তা দুঃখিতা স্বয়ং।

সুস্থং যাতি মহাভাগ অকালে প্রলয়ানুখাঃ ॥

রক্ষন্ সর্বকালং লোকাংশ্চ কৃতা তেষাং ক্ষয়ং স্বয়ম্

॥১২০॥

হে মাতঃ! মহিষাসুর শুভ্র প্রভৃতি অসুরগণ আমাদের প্রতি উপদ্রব করায় ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলে আপনার কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছি। হে পরমেশ্বর! আমাদের হিতার্থে আপনি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। হে দেবেশি! কলিযুগে পাষণ্ড ছব্বারা পৃথিবী আক্রান্ত হইয়াছে। হে জননি! এক্ষণে আমরা তাহাদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছি। পৃথিবী ভারাক্রান্ত এবং স্বয়ং দুঃখিতা হইয়া গাভীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। হে মহাভাগে! অকালে প্রলয় উন্মুখ পৃথিবীকে সুস্থ করুন। আপনি নিজে পাষণ্ড-দিগের ক্ষয় করিয়া লোকসকলকে রক্ষা করুন ॥১১৫-১২০॥

দেবী কহিলেন—হে দেবগণ! তাহাদের বিধ্বংস করিতে আমি অশক্ত, কেন-না দুরাত্মা শুভ্রদ্বারা শত্রু উপাসিত হইয়া তাহাদিগকে বর দিয়াছেন। আমি সত্য বলিতেছি লজ্জাক্রমে আমার চিত্তে ক্ষোভ হইতেছে। জগদীশ্বর চতুরানন বিধাতা তাহা শুনিয়া গ্লান বদনে শিবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মহাদেব হস্ত করিয়া ক্রোধাণীকে বলিলেন—তুমি চিহ্নিত্ব ছায়া-

শ্রীদেবুবাচ

নাহং শকোমি বিবুধাঃ কৰ্ত্তুং তেষামপক্রিয়াং ।

তাড়িতা শম্ভুনাথেন শুভেনাথ ছুরাঅনা ॥

হ্রিয়া মে ক্ষোভমাপ্নোতি চেতঃ সতাং বদামি নঃ ।

আকর্ণ্য বাক্যং তদ্ধাতা বিবর্ণচ্চতুরাননঃ ॥

বক্ত্রং রুদ্রস্ত দেবস্ত সন্মৈক্ষজ্জগদীশ্বরঃ ।

ততো বিহস্ত রুদ্রাণীং রুদ্রঃ প্রাহ মহেশ্বরঃ ॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ত্রমেব রাধিকা স্বয়ং ।

কথং শ্রীভাবমাপ্না কা হ্রীস্তে বদ সুন্দরি ॥

স্বয়ং সম্মোহনো ভূহা দেবি শচ্যাং পুন্দরীকং ।

সুরম্যো জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে জনালয়ে ॥

সম্মোহয় জগৎ সর্বং গৌরশৈচতন্ত্রনামধুক্ ।

অদ্বৈত ইতি নাম্নাহমপি চাদৌ মহেশ্বরী ॥

ভবিষ্যামি ন সন্দেহঃ কার্যার্থং তব ভামিনি ।

তত্ত্বৈব প্রতিজ্ঞায় রাধিকা গৌরবিগ্রহা ॥

প্রাত্তর্ভবিষ্যতি কলৌ হরিকীর্তনতৎপর৷ ॥১২১॥

অত্র রাধায়া যদবতারহমুক্তং তৎ শক্তিশক্তি-
মতোরভেদহাং রাধাভাবস্বীকারে ন

রূপ মায়া হইয়াও তত্ত্বতঃ ব্রজে স্বয়ং রাধিকা । চিচ্ছক্তি ও
কৃষ্ণ একই বস্তু সুতরাং তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের
সহিত এক তত্ত্ব । তবে লীলায় শ্রীভাব স্বীকার করত
কেন লজ্জা করিতেছ । তুমি যোগমায়া হইয়া স্বয়ং
কৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়া মিশ্র পুন্দরের গুরসে শচীদেবীর
উদরে সুরমা জাহ্নবী তীরে জনালয় নবদ্বীপে উদয়
করাও । গৌররূপে চৈতন্ত্য-নাম ধারণ পূর্বক সকল
জগৎকে সম্মোহিত কর । আমি অদ্বৈত নামে তদগ্রে
অবশ্য কার্যের জন্ত আবিভূত হইব । সেইরূপ প্রতিজ্ঞা
করিয়া রাধিকা গৌর-বিগ্রহে কলিকালে কীর্তন তৎপর
হইয়া প্রাত্তর্ভূত হইবেন ॥১২১॥

সেইখানে রাখার যে অবতারের কথা বলা হইল উহা
শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ প্রযুক্ত । রাধাভাব স্বীকার
করায় কোন বিরোধ হইল না ॥১২২॥

আরও সামবেদের অন্তর্গত ব্রহ্মভাগে কথিত আছে—
কলি কলুষিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারের জন্ত পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর

বিরুদ্ধমিতিজ্ঞাতব্যম্ ॥১২২॥

তথা চ সামবেদান্তর্গত ব্রহ্মভাগপরে

তথাহং কৃতসন্ন্যাসো ভূগীবাণোহবতরিস্য তীরে
অলকনন্দায়াঃ পুনঃ পুনরীশ্বরপ্রার্থিতঃ সপরিবারো
নিরালস্যো নিধুঁতকলিকল্মষকবলিতজ্জনা বলশ্বনায়েতি
॥১২৩॥

উথাপিতবেদবচনং সর্বোপরিবিরাজমানং
ভবতীত্যালমতিবিস্তরণে প্রমাণবচনসংগ্রহেণেতি
শিবম্ ॥১২৪॥

আনন্দমন্দিরমমন্দমতেরঘণ্ণং

পাষণ্ডমুণ্ডপরিখণ্ডনকালদণ্ডং ।

চৈতন্ত্যচাক্ষরিতং সুরহস্তমেতৎ

গুরুন্ত বৈষ্ণবগণাঃ কৃপয়া সহায়ঃ ॥১২৫॥

নবদ্বীপে চ গৌরানন্দোহভূদ্বৈদ্যবর্জিতে ।

শুচিপক্ষে তদ্রহস্যং ভাদ্রে শ্রীনগরে কৃতম্ ॥১২৬॥

ইতি শ্রীরাধানন্দাঅজ্ঞাজি রাজীবমধুব্রতপ্রসিদ্ধা-
ষ্টাদশভাষা — পদ্মিনীনায়কানন্ত — গুণালঙ্কৃত্যজ
শ্রীল শ্রীবেদাদিপ্রসিদ্ধগৌরাবতারচরিতপ্রচারকজ-
মঞ্জুলপ্রকাশকারিচৈতন্ত্যাজি সরোজসুধাপানরতেন-
কেমচিদিক্ষণেন বিরচিতম্ ॥১২৭॥

শ্রীচৈতন্ত্য-রহস্যং সমাপ্তম্ ॥

কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি ব্রাহ্মণকুলে পরিকরবর্গের
সহিত অলকানন্দার তীরে অবতীর্ণ হইব ও সন্ন্যাস
অবলম্বন করিব ॥১২৩॥

উথাপিত এই বেদবচন, সকলের উপর শোভা পাই-
তেছে । বিস্তার প্রমাণ-বাক্য সংগ্রহের প্রয়োজন
নাই ॥১২৪॥

আনন্দ-মন্দির স্বরূপ, বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পাপ-
নাশক, পাষাণগণের মস্তক ছেদন করিবার জন্ত কালদণ্ড
তুলা, অতি বহু চৈতন্ত্যদেবের এই মনোহর চরিত সকল
বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্বক অল্পকাল হইয়া গ্রহণ করুন ॥১২৫॥

পুণাত্মি নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আবিভূত হইয়াছিলেন ।
ভাদ্রে শুক্লপক্ষে শ্রীনগরে এই রহস্য-গ্রন্থ সম্পাদিত
হইল ॥১২৬॥

শ্রীরাধানন্দমুত-পদকমল-মধুকর, প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ-
ভাষা-ভাষ্যর, অনন্তগুণালঙ্কৃত-নন্দন, শ্রীগৌরজ-চরিত্র-
প্রকাশক, শ্রীচৈতন্ত্যপাদপদসুধাপানরত কোন অকিঞ্চন
ব্যক্তি কর্তৃক শ্রীচৈতন্ত্য-রহস্য বিরচিত হইল ॥১২৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্ত্যরহস্য গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অম্ববাদ সম্পূর্ণ ।

পরমদয়াল শ্রীগৌর-নিতাই

[পরিব্রাজ্ঞাচার্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমুক্তিপ্রমোদ পুরী মহাশয়]

সর্বতত্ত্বতত্ত্ব শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্র তাঁহার পরম
ঔদার্যলীলায় নিজ নিগূঢ় ব্রহ্মপ্রেম পাত্রাপাত্র বিচার
না করিয়া সর্বত্র বিতরণ করিয়াছেন। দয়াময়
গৌরহরির দয়ার আর সীমা নাই। অপরাধী হউক
আর নিরপরাধ হউক, হে গৌরানন্দ, হে নিত্যানন্দ আমাকে
কৃপা কর বলিয়া যে তাঁহাদের চরণে শরণাগত হয়,
'হা নিতাই, হা গৌরানন্দ' বলিয়া নিকপটে কাতরভাবে
ডাকিতে পারে, শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ অচিরেই তাহার
প্রতি সনয় হইয়া তাহাকে কৃষ্ণপ্রেম সম্পদের অধিকারী
করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরানন্দ অপরাধীর
অপরাধকে যে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাহাও নহে, কিন্তু
তাঁহাদের সর্বশক্তি চক্রগতিমী কৃপাশক্তির এমনই
মহীয়সী শক্তি যে, তৎপ্রভাবে মালুকের দেহ-মনোনিষ্ঠ
পাপ হইতেও গুরুতর যে আত্মনিষ্ঠ অপরাধ-পাষাণ্ডা,
তাহা অচিরেই সিংহ গর্জনে করিগণের স্ত্রায় পলায়ন
করিয়া থাকে। পঞ্চতন্ত্রায়ক শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় না
করিয়া যাহারা কৃষ্ণভক্তি করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-
রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্তনখ্যা ভক্তাদ্বৈত বাঞ্ছন প্রবৃত্ত
হন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না। তাঁহারা বহুজন্ম
ধরিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তনাদি করিয়াও কৃষ্ণপদে প্রেমধন
লাভ করিতে পারেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী
প্রভু লিখিয়াছেন—

“এইসব (অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব) না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।

কৃষ্ণকৃপা নাহি তাহে, নাতি তার গতি॥”

“বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্তন।

তবু’ না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥”

(চৈঃ চৈঃ আ ৮।৭, ১৬)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষাশ্রয় ব্যতীত দশবিধ নামাপরাধ
দূর হয় না, সুতরাং অপরাধ থাকাকালে এক জন্ম ত’
দূরের কথা বহু জন্মের শ্রবণকীর্তনও কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদ

হয় না। শ্রীমদ্ব্যগ্রভু যৌর পার্শ্বদশবর স্বরূপ-রামরায়ের
কণ্ঠ ধারণ করিয়া নামসংকীর্তনকেই পরম উপায় বলিয়া
জানাইয়া স্বরূপে নাম গ্রহণ করিলে সেই নামে প্রেমোদয়
হইতে পারে, তাহার লক্ষণ-শ্লোক-স্বরূপে যে ‘ত্বণাদপি
সুনীচেন’ শ্লোক শুনাইয়াছেন, তদনুসরণে যাহারা ত্বণা-
পেক্ষা সুনীচতা, তরুসম সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ত্ব—
এই চারিগুণে গুণী হইয়া অবিভ্রান্ত কৃষ্ণনাম গ্রহণ
করিতে পারেন, তাঁহারা ই দশাপরাধ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম
সম্পদের অধিকারী হইতে পারেন। অবশ্য ক্ষুদ্রশক্তি
বদ্ধজীবের পক্ষে উক্ত অসাধারণ গুণচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া
নাম গ্রহণ অসম্ভব হইলেও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-কর্ণগা-
মহাশক্তি অঘটনঘটনপটীয়াসী। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস
কবিরাজ গোস্বামী কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের
ভজনার্থ বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন—

অতএব পুনঃ কহৌ উদ্ধৃ বাহু হঞা।

চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

(চৈঃ চৈঃ আ ৮।১৩)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন— (চৈঃ চৈঃ
আঃ ৮ম পঃ) কৃষ্ণনাম মুক্তকুলোপাত্ত, অপরাধ থাকি-
কালে বহু কৃষ্ণনাম গ্রহণ সাধেও চিত্তে সাধিকবিকার
লক্ষিত হয় না। একবার মাত্র কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে
সেই এক কৃষ্ণনাম সকল পাপ নষ্ট করিয়া দিয়া প্রেমের
উদয়কারী যে সাধন ভক্তি, তাহা প্রকাশ করেন।
তদ্বারা সাধন করিতে করিতে প্রেমোদয়-ক্রমে প্রেমের
লক্ষণস্বরূপ স্বৈদ-কম্প-পুলকশ্রুতি প্রভৃতি সাধিক বিকার দেখা
দেয়, সংসার বাসনা অনার্যাসে ক্ষীণ হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের
সেবা সৌভাগ্য লাভ হয়, এক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের ফলে এত
সম্পদ পাওয়া যায়, আর সেই কৃষ্ণনাম বহুবার লইয়াও
যদি তাহাতে প্রেমোদয় না হয় এবং প্রেমের লক্ষণ-স্বরূপ
অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাধিক বিকার প্রকাশ না পায়, তাহা

হইলে জানিতে হইবে, তাঁহাতে অর্থাৎ সেই সাধকজীবে প্রচুর অপরাধ আছে, এই অপরাধ থাকিবার জন্ত কৃষ্ণ-নামবীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতেছে না। এমতক্ষেত্রে প্রজ্ঞা সহকারে যদি তিনি শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয়-সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা হইলে অচিরেই তৎকৃপাবলে তাঁহার পূর্বাপরাধ সকলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মুখে শুদ্ধ নামের উদয় হইবে, তখন দয়াময় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাকে শুদ্ধরজপ্রেমসম্পদে অধিকার দিবেন। কলিহত জীবগণকে কৃপা করিবার জন্তই শ্রীশুক্ল-বলরামের গৌর-নিত্যানন্দ-রূপ মহাবদান্ত অবতারণা করেন।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজন করিয়া তৎকৃপা-ভাজন হইতে হইলে শ্রীগৌরকরণাশ্রয় গুরুপাদাশ্রয়েই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। নতুবা “গুরু ছাড়ি’ গৌরাদ্ভাজে সে পাণী নরকে মজে” এইরূপ ভয়াবহ পরিণতি ঘটিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তিই গুরু-পাদপদ্ম-রূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব মাধ্যমেই শ্রীগৌরের করুণা প্রকাশিত হয়। বাহাদের আদৌ গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই, তাঁহারা নিরুপদে শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা প্রার্থী হইলে শ্রীগৌরসুন্দর প্রথমে চৈতন্য-গুরু বা অন্তর্ধামী গুরুরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধাবিবেকের উদয় করাইয়া সদগুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ-সহ গুরুপাদাশ্রয়ের জন্ত ব্যাকুলতা জাগাইয়া তুলেন, পরে তিনিই মহান্তগুরুস্বরূপে প্রকটিত হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীচরণাশ্রয়দানে কৃতার্থ করেন। শ্রীগুরুপাদিষ্ট ভজন-প্রণালী অবলম্বনে সাধক জীব শীঘ্র শীঘ্র গৌরকৃপাভাজন হইয়া নিরপরাধে নাম-ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হন। ভজন-সাধনের সর্বমূল গুরুতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের আনুগত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে পরমার্থ পথের পথিক হওয়া যায় না, পদে পদে পদস্থলন অনিবার্য হয়, গন্তব্যপথও নানা কটকাকীর্ণ হইয়া দুর্গম হইয়া পড়ে। এজন্ত সাধুকে সর্বপ্রথমে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

গুরু বলিতে দীক্ষা-শিক্ষা গুরুদ্বয়কে বুঝায়। মন্ত্র দীক্ষাগুরুর একত্ব এবং শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব। কিন্তু এই শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুই অভিন্নতত্ত্ব। “বন্দেহং শ্রীগুরোঃ

শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুং বৈষ্ণবাংশং” এইরূপ বন্দনা শ্লোকে আদৌ দীক্ষাগুরু, পরে শিক্ষা-গুরুবর্গ এবং তৎপরে বৈষ্ণবগণের বন্দনা আছে। তৎপরে সপার্বদ শ্রীগৌরহরি ও সপরিচর শ্রীরাধাগোবিন্দকেও বন্দনা করা হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমেই “গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিয়বিনাশন ॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥” ইত্যাদি বাক্যে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটি সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও “কিরূপে পাইব সেবা মুগ্ধি ছুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ’ল আমার ॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল ॥” ইত্যাদি পদাবলীতে শ্রীগুরুদেবের সহিত বৈষ্ণবের কৃপালাভেরও বিশেষ ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশামৃতে এই বৈষ্ণবের তারতম্য বিস্ময়ে অনেক বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের অধিকার নির্ণয়ানুসারে কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষা বিচার থাকিলেও বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শক্তি। অধিকারানুযায়ী আদর, প্রণতি ও শুশ্রূষা বড়ই কঠিন বিষয়। মধ্যমাধিকারে উন্নীত না হইতে পারিলে বৈষ্ণব চিনিবার অধিকার হয় না। তৎপূর্বে যাঁহাতে অনধিকার চর্চা ফলে বৈষ্ণবাবজ্ঞা-রূপ মহদপরাধে লিপ্ত হইয়া অধোগতি লাভ না করিতে হয়, তদ্বিষয়ে সাধক জীবকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

অন্যভিলাষ, জ্ঞান, কর্মাদি আবরণ শূন্য হইয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত জ্ঞানের সহিত নিরপরাধে যিনি একবারও শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে পারেন, নামে এখনও নৈরন্তর্য্য না আসিলেও যিনি জ্ঞান-কর্মাদিমিশ্রজুক্তিযুক্ত নহেন, তাঁহারই নামভজনে বা ভাগবতমার্গে কনিষ্ঠাধিকার, নামে নৈরন্তর্য্য (অবিক্ষেপেণ সাততঃ) আসিলে মধ্যমাধিকার এবং যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ-নাম আইসে, তাঁহারই উত্তমাধিকার-এ-কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে সদগুরুপাদাশ্রয়ে লব্ধদীক্ষা ব্যক্তির

গুরুপদেশক্রমে ভগবানের অর্চা মূর্তিতে একটু পূজাবুদ্ধি হইয়াছে, শ্রীহরির অর্চা মূর্তিতে তিনি শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা বিধান করিতেছেন বটে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বা অন্তঃকরে কি-প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, সে জ্ঞানের উদয় এখনও হয় নাই, তাঁহারই কনিষ্ঠাধিকার এইরূপ বলা হইয়াছে। মধ্যমাধিকারে দ্বৈতের প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ তত্ত্বানভিজ্ঞ জনে ভদ্রোপদেশ (নাম-মন্ত্রদানাদি)-রূপ রূপা এবং কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তদেবীজনে উপেক্ষা বা তৎপ্রতি অসহযোগনীতি অবলম্বনের কথা আছে। উত্তমাধিকারে ‘যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ সুরে’, “হাবর জন্ম দেখে না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র সুরে তঁার ইষ্টদেব মূর্তি ॥”—যিনি সর্বভূতে নিজ ভক্তনামরূপ রস-বিচারোথ ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্বভূতকে ঐরূপ রসবিচারে সেবারত রূপে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত—এইরূপ অধিকার নিরূপিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে ভক্তনাথিকার নিরূপণ পূর্বক বৈষ্ণবপূজা অতীব দুরূহ ব্যাপার। এজন্য শ্রীগুরুানুগত্যে শ্রীগুরু-পদেশমত বৈষ্ণবপূজাবিধানই প্রায়ঃ। কথাকেও কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শিত না হয়, তদ্বিনয়ে ভক্তন প্রয়াসী ভক্তনাত্মকেই বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল, তাঁহার ভক্তের চরণে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য উপস্থিত হইলেই তাঁহার রূপ লাভে স্তব্রাং প্রেম সম্পদে বঞ্চিত হইতে হইবে।

বৈষ্ণবের অন্তর বাহির সমভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। মনে এক ভাব, মুখে আর এক ভাব, ইহা বৈষ্ণবতার পরিচায়ক নহে। বৈষ্ণব জাতি-কুল-বিশ্বা-পদমধ্যাদাদি জনিত দন্ত অহঙ্কার সর্বত্রোভাবে বর্জন পূর্বক নিজেকে সর্বদা “গোপীভৃত্তং পদকমলয়েদিদাসদাসাহুদাসঃ” এই স্বরূপাভিमानে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। “প্রণমেদ দণ্ডবদভূমৌ আধগোখরচণ্ডালাং”—কুকুর-গর্দভচণ্ডালাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই অন্ততঃ মানসেও দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন পূর্বক ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন—এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি। হাবর-জন্মান্নক প্রতিজীব হৃদয়ই ত’ শ্রীভগবানের মন্দির-

স্বরূপ—‘দ্বৈতঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েশ্চজ্জুন তিষ্ঠতি’ ইহাই ত’ ভগবদ্বাক্য। ‘সমদর্শন’ শব্দের ‘সম’ শব্দার্থ—ময়া অর্থাৎ লক্ষ্য। সহ বর্তমানঃ এই অর্থে ‘সমঃ’ শব্দে ভগবান্, সর্বভূতে সেই ভগবদ্ দর্শনই স্তব্রাং সমদর্শন। পণ্ডিতগণ বিচারবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, গজ, কুকুর, চণ্ডালাদি সর্বভূতে সমদর্শী। পরমাত্মা সর্বব্যাপকরূপে সর্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া প্রত্যেক জীবাত্মাকে আপন বুদ্ধিতে আকর্ষণ করিতেছেন। আমি অহঙ্কার বল দর্পাঘাত হইয়া সেই জীবাত্মার প্রতি অন্তর আচরণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ কখনও সেই আচরণকে অনুমোদন কারবেন না, পরন্তু আমার প্রতি অশ্রম হইবেন, এই বিচার প্রতি জীব হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগরুক থাকিলে আজ জগৎ এইরূপ অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিত না। বৈষ্ণবগণ এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব-পর-ভেদ-দর্শন রহিত হইয়া সর্বত্র সর্বদা শ্রীভগবানের পরমমঙ্গলময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলন করতঃ আত্মমঙ্গল বিধানের সঙ্গে সঙ্গে পরমঙ্গল বিধানে সচেষ্টি থাকেন। দলাদলির সৃষ্টি করত পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া অশান্তি বর্জন করেন না। অনন্ত-কল্যাণগুণবারিধি শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতধার শ্রীপাদপদ্মই নিখিল মঙ্গলনিলয়। ‘তমেব শরণং গচ্ছ’, ‘মামেকং শরণং ব্রজ’—এইসকল শ্রীমুখ বাক্যে তিনি আমাদের সকলকেই তাঁহার শ্রীচরণাবিন্দে আকর্ষণ করিতেছেন। যাহাতে আমরা সকলে সেই দিকেই প্রত্যগ্গতি বিশিষ্ট হইতে পারি এবং নিজেদের জীবন সার্থক করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরোপচিকীর্ষায়ও প্রবৃত্ত হইতে পারি, তদ্বিনয়ে সকলেরই লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। শ্রীমদ্ব্যাক্রান্ত বলিয়াছেন—“ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥” তাঁহার এই শ্রীমুখবাণীর আচার মুখে প্রচারই আমাদের লক্ষ্যভূত বিষয় হউক। ‘যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ’, ‘বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা’—ইত্যাদি শ্রীমুখবাক্যে সর্বত্র নাম-মহিমা প্রচারোপদেশ রহিয়াছে। তাহাই আমাদের জীবাত্ম হউক।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্বাদ-পত্রাবলী (৪৮৩ গৌরান্দ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীয়াঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

ভক্তো ভক্তস্ত সেবয়াং সদাৎসাহ-সমস্থিতঃ ।
মিথপ্রকৃতিকঃ সেবাবৃত্ত্যা সর্বপ্রসাদকঃ ॥
শ্রীমৎসুধীরকৃষ্ণায় ঘোষজায় সুভাষিণে ।
শান্তিনিকেতনস্থায়ীয়াপনানিরতায় চ ॥
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ।
ভক্তবাক্তব ইত্যাখ্যা দীযতে তত্র সাদরম্ ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাদে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

খাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীয়াঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

দেবস্ত ভোজনাগারসেবকাবসথায় চ ।
দেববাণীমহাবিছালয়নির্মাণকর্মণে ॥
গ্রন্থাগারস্ত গ্রন্থার্থং কলিকাতামঠস্থ চ ।
সাহায্যমকরোৎ প্রাজ্যং গৌরজন্মমহোৎসবে ॥
সদাচারায় সদ্ধর্মপরায়াতিথিসেবিনে ।
স্ত্রী-পুংসনির্বিশেষেণ জনকল্যাণকারিণে ॥
শিক্ষাস্বাস্থ্য-চরিত্রাদিসমুৎকর্ষবিধায়িনে ।
ব্রাহ্মণায় বদান্তায় ভক্তিনিষ্ঠায় ধীমতে ॥
শ্রীযশোবন্ত রায়ায় ধানবাদনিবাসিনে ।
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ॥
ভক্তিবিজয় ইত্যাখ্যা সাদরং তত্র দীযতে ।
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাদে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

খাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীয়াঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীয়াঃ পরমার্থপ্রদন্ত যঃ ।
পত্রস্ত দীর্ঘসময়ং প্রচায়ে পরিকল্পিতে ॥
সাহায্যকং বহুবিধং বিদধাতি বুধাগ্রণীঃ ।
ব্যবহারেহ্যনির্মায়ঃ কলিকাতাকৃতস্থিতিঃ ॥
শ্রীমদদেবপ্রসাদায় মিত্রজায় সুশিক্ষিণে ।
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ।
ভক্তিভূষণ ইত্যাখ্যা দীযতে তত্র সাদরম্ ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাদে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

খাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীয়াঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

মন্দিরাণাং মঠানাঞ্চ বিচিত্রা পরিকল্পনা ।
রচিতা যেন ধন্তেন শিল্পিনা নৈপুণেন চ ॥
বৃহত্তাং মন্দিরাণাঞ্চ শিখরাণ্যধিরোহিতা ।
বয়সা জ্যায়সা চৈবাং নির্মাণং পথবৈষ্ণবত ॥
(শ্রী) গোপালচন্দ্রদাসাধিকারিণে ভক্তিশালিনে ।
স্থাপত্যে প্রাপ্তকালায় লক্ষপ্রতিষ্ঠিতায় চ ॥
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ।
কারুকোবিদ ইত্যোতত্পনাম প্রদীয়তে ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাদে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

খাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

অসমদেশমধ্য-তেজপুরমঠস্থ চ ।
পরমরমণীয়শ্রীমন্দিরস্থ বিনির্মিতিঃ ॥
যত্র জাম্বুনদাশ্চক্রপতা কাত্মা মনোহরাঃ ।
কলসাঃ পঞ্চশোভন্তে হৃষ্টবষ্টিকুটোচ্চতে ॥
সেবাচেষ্টাবিশেষণ 'চা'ভুবঃ স্বামিনোহভবৎ ।
শ্রীভগবৎপ্রসাদাগরুড়য়ালায় চ সঙ্কদে ॥
শ্রীমচৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ।
ভক্তিবন্ধুরিতিপ্রখ্যা সাদরং তত্র দীযতে ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাষে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবিভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

প্রহ্লাদদাসগৌরেলনাম্নে শ্রিয়াযুতায় চ ॥
হৃতিতেজসে তস্মৈ পঞ্জাবদেশজায় বৈ ॥
শ্রীমচৈতন্যদেবস্ত বাণ্যাঃ প্রচারণে শুভে ।
বিপুলোৎসাহযুক্তায় সাধুসেবাপরায় চ ॥
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা সাহায্যং কুর্বেত সদা ।
যস্ত সেবাশ্রযতেন প্রসন্নো বৈষ্ণবরজঃ ॥
শ্রীমচৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ।
ভক্তিবান্ধব ইত্যাখ্যা সাদরং তত্র দীযতে ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাষে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবিভাব বাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

ত্রিদিগ্দিগ্বামিনো ভক্তি সর্বস্বগিরি নামিনঃ ।
শ্রীমতঃ পূজাপাদস্ত স্বীয়ৈ ধ্যানি গতস্ত চ ॥
সেবামপূর্বামকরোদধুনাপি সত্যং সুহৃৎ ।
ন দৃশ্যত ইয়ং সেবাবৃদ্ধিঃ সাধারণে কচিৎ ॥
বৃন্দাবনমঠস্থায় সেব্যসেবাপরায় চ ।
শ্রীমতে ননিগোপালবনচারিবরায় বৈ ॥
শ্রীমচৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ।
সেবাশ্রাণ ইতি প্রখ্যা দীযতে তত্র সাদরম্ ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাষে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবিভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

অমৃতসরপঞ্জাবনিবাসী ভিবজাস্বরঃ ।
শ্রীহেতরাম আগারওয়াল ইতি বিশ্রুতঃ ॥
সাহায়কং ব্যাধাভূরি কৃষ্ণগাথাপ্রচারণে ।
গ্রহাগারেহপি তাদৃকং কলিকাতামঠস্থিতে ॥
প্রাচীরং কৃতবান্ যেন বৃন্দাবনমঠস্থ চ ।
শ্রীমচৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা ।
ভক্তিসুহৃদিতি প্রখ্যা দীযতে তত্র সাদরম্ ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাষে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবিভাব বাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

গৌহাটিনগরে তিষ্ঠন্ বিভাগে সৈনিকস্ত যঃ ।
বিহিতং ভূতকং তাত্কা সন্তজেরহুশীলেন ॥
ষদুচ্ছ্রীকৃতসংকল্পঃ সোৎসাহং সেবতেহধুনা ।
শ্রিয়েহপ্রমেয়দাসাভিধানায় ব্রহ্মচারিণে ॥
শ্রীমচৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমঙলৈর্মুদা ।
ভক্তিসংকল্প ইত্যখ্যা দীয়তে তত্র সাদরম্ ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাদে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবিভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

রামভঞ্জনপাণ্ডেয়ো রাধামোহনদাস্তভাক্ ।
উত্তরদেশজো জালন্ধরং প্রোষিতবানয়ন্ ॥
মঠস্থ প্রচুরাং সেবাং কুরুতে হৃদয়েন বৈ ।
শ্রীমচৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমঙলৈর্মুদা ।
সেবাসুন্দর ইত্যখ্যা সাদরং তত্র দীয়তে ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাদে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবিভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

পাকে বিশেষদক্ষায় সেবোৎসাহান্ততদ্রয়ে ।
পরেশানুভবস্তান্মৈ দাসায় ব্রহ্মচারিণে ॥
শ্রীমচৈতন্যবাণীসংসংসভ্যমঙলৈর্মুদা ।
সেবাকুশল ইত্যেতদুপনাম প্রদীয়তে ॥
খ-গ্রহ-বসু-চন্দ্রাদে শুভদে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবিভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদ পরমপূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের
কৃপাভিসিক্ত শিষ্য শ্রীনরোত্তম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (কাপুরজী) মহোদয়দ্বয় একান্তভাবে
শ্রীকৃষ্ণভিত্তি-সেবন-মানসে গত ১৪ ফাল্গুন (১৩৭৫) ইং ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) বুধবার শ্রীনবদীপধাম পরিক্রমার
প্রথম দিবস প্রাতে ‘আত্মনিবেদনক্ষেত্র’ শ্রীঅন্তর্দীপ পরিক্রমা আরম্ভের প্রাক্কালে শ্রীগুরুপাদদ্বয়ে কায়-মনো-বাক্য
সর্বভোভাবে দণ্ডিত (আত্মনিবেদন) করতঃ শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোচ্চানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট
গোস্বামী প্রভুর সংস্কারদীপিকার বিধানমতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহাদের সন্ন্যাসের নাম
যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ।

বঙ্গীয় নববর্ষারম্ভে

আমরা বঙ্গীয় নববর্ষ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের শুভ-বৈশাখের প্রথম দিবসে আমাদের ত্রিচৈতন্যবাণীর গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা এমন কি তাঁহার সমাদরকারী সকল সজ্জনকেই আমাদের যথাযোগ্য আন্তরিক অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীভগবান্ গৌরমুন্দের তাঁহাদের সকলকেই তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সুস্থদেহে ধীরস্থির-চিত্তে মননসহ অহুশীলনের এবং তাঁহার আচার ও বিচার অমূল্যের সৌভাগ্য প্রদান করুন, ইহাই তত্বরূপে অত্মকার শুভদিনে একান্ত প্রার্থনা।

হেলেরা যেমন তাদের বইতে পড়ে—

“সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি।
সারাদিন যেন আমি ভাল হ’য়ে চলি ॥
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে।
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে ॥”

ইত্যাদি, আমরাও বর্ষারম্ভে যেন সকলেই ‘সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাচ্য, চিন্তিতে করিয়া গ্রহণ’ এরূপ শুভসঙ্কল্প পরমার্থ সন্ধান করিতে পারি। উড়িষ্যাদেশে সংক্রান্তির দিনকেই ‘পরমা’ ধরা হয়, আমাদেরও সংক্রান্তিকে ‘পরমা’ বলা না হইলেও এই দিন হইতেই শ্রীশ্রীশালগ্রাম ও তুলসীবৃক্ষে জলধারা দান, বৈকালে ঠাকুরকে জল হইতে তুলিয়া গাত্র মোছাইয়া তুলসীচন্দন মালাদি পরান হয়, অতঃপর সুশীতল পানক, ফলমূল মিষ্টান্নাদি শীতলী ভোগ দেওয়া হয়, সকালে, বৈকালে ও রাতে সন্ধ্যারান্তর পর নিয়মিতভাবে একমাস ধরিয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও নামসংকীর্ণনাদি মূল ‘নিয়মসেবা’ পালন করা হয়। অবশ্য আমাদের মঠ মন্দিরে বারমাসই এইরূপ ‘নিয়মসেবা’ চলে, বিশেষ করিয়া বৈশাখ মাস ও কার্তিক মাসে শ্রীবিগ্রহসেবা ও পাঠকীর্তনাদি, বিশেষ নিয়মসহকারে হইয়া থাকে।

নূতন বৎসরের প্রথম দিনে ব্যবলাগ্নিগণ তাঁহাদের বাবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ‘হালখাতা’ উৎসব

করিয়া থাকেন। এই খাতায় লাভলোকসানের খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হয়। শুধু কেনা বেচা করিলে ত’ ব্যবসায় হয় না, লাভ লোকসানের হিসাব রাখিতে হয়। আমাদেরও এই বর্ষারম্ভে গতবর্ষের সেবার খতিয়ানের সহিত এ-বর্ষের সেবার খতিয়ান প্রস্তুত করা আবশ্যক। মহামূল্য মানবজীবনের প্রতিমূহুর্তে পূর্বমূহুর্তে কি সেবা করিয়াছি, পরবর্ত্তিমূহুর্ত সকলে কিভাবে সেবা করিয়া ফলভঙ্গুর জীবনের গণ্য দিন কএকটির কল্পে সদ্যব্যবহার করিব, সার্থকতা সম্পাদন করিব, অত্ন হইতেই সেই সেবার খতিয়ানের ‘হালখাতা’ করা প্রয়োজন। নিঃশ্বাসে নৈব বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি, জীবনের ত’ কোন স্থিরতাই নাই, মহারাজ পরাক্রিংশ ত’ সাতদিন সাতরাত নির্দারিত সময় পাইয়াছিলেন, আমার ত’ একমূহুর্তও নির্দারিত সময় নাই। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি “তুং যতেত ন পতেদহমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়।” যতক্ষণ মৃত্যুর করাল কবলে কবলিত না হই, ততক্ষণই ত’ আমার সময়, সুতরাং পরমমজল লাভের জন্ত এই মুহুর্ত হইতেই সর্বদা সচেত হইতে হইবে। পরমদয়াল গৌরহরি আমাদের যেন নাম-ভজন শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার সেই শিক্ষা-দীক্ষাই আমাদের একমাত্র সম্বল। সুবৃন্দমালা স্তোত্রে ভক্তরাজ কুলশেখর বলিতেছেন—

কৃষ্ণ তদীয় পদপঙ্কজপঙ্কজরাসমুদ্রৈব মে বিশতু মানস
রাজহংসঃ।

প্রাণপ্রায়সময়ে কক্ষবাতপিণ্ডেঃ কণ্ঠাবরোধনবিধৌ
স্বরগং (ভজনং) কুতস্তে ॥

ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলং।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দৃষ্টতে নিয়াময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥

বৈশাখমাস পূণ্যমাস বলিয়া কস্মিগণ এই মাসে পুণ্যকারী হইয়া বহু দান ধ্যান যাগযজ্ঞ তপস্তাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তগণ—

পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
 'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ভাগ করি।
 কর্ম, ধর্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্তঃযোগ,
 ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী ॥

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার বাক্যানুসরণে এইমাসে নিয়মসেবার কৃত্যসমূহ শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে কেবল কৃষ্ণোক্তিতর্পণাকাজ্জামূলে সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যবাণীতে জগতের সকল সমস্তার সমাধান বর্তমান রহিয়াছে, তিনিই সমগ্র বিধে পরম কল্যাণময়ী শাস্ত্রতী শান্তির বার্তা ঘোষণা করিতেছেন। একশ্রেণীর লোকের বিচার হইয়াছে—“শাস্ত্র ও ধর্মকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, ব্যাস-শুকাদি ঋষিগণ যে-সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তত্তৎ-কালের উপযোগী হইলেও বর্তমানকালে ঐ সকল শিক্ষা আচার ও বিচারপদ্ধত্যাতির আদৌ উপযোগিতা নাই, এক্ষণে নববিধানে উহার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ইত্যাদি।”

শ্রীচৈতন্যবাণী বলিতেছেন—শ্রীব্যাস-শুকাদি মহাঋষি ত্রিকালদর্শী, তাঁহাদের শিক্ষা ত্রিকালসত্য—সর্বকালোপযোগী শাস্ত্র ও সনাতন, তাঁহাদের বাণীতে নিত্যকল্যাণ বিद्यমান। মানুষ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অবধারণ করে না, শাস্ত্রোক্ত আচার বিচার কিছুই পালন করে না, অত্যন্ত জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাই শাস্ত্রকে তাহাদের আধুনিক ঈশ্বরচারণসম্মত করিয়া তুলিবার কুমনীয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিধর্মী মুসলমান-রাজত্বে, খৃষ্টান-রাজত্বে যাহা সম্ভব হয় নাই, অধুনা হিন্দুরাজত্বে তাহাই হইতে চলিল! ইহাই কি ধর্ম নিরপেক্ষতা?

গীতার শ্রীঅর্জুন বলিয়াছিলেন—“কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হইয়া যায়, ধর্ম নষ্ট হইলে সমগ্র কুল অধ্যক্ষের দ্বারা অভিভূত হয়, অধ্যক্ষাভিভব হইতে কুলস্ত্রীগণ হুটু হইয়া পড়ে, হে কৃষ্ণ, স্ত্রীগণ ভ্রষ্টচরিত্র হইলে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়। এই বর্ণসঙ্কর্য কুল-ধ্বংসকারিগণের এবং কুলের নরকপাতির কারণ। ইহাতে

লুপ্ত পিণ্ডোদক-ক্রিয় হইয়া পিতৃলোক অধঃপতিত হইবে। কুলনাশকগণের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষে সমস্ত শাস্ত্র সনাতন জাতিধর্ম কুলধর্ম সবই নষ্ট হইয়া যাইবে। কুলধর্ম-নষ্ট হইয়া গেলে মনুষ্যগণের নিয়ত নরকবাস ঘটিবে।”

শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্নাদি শাস্ত্রমত অগ্রাহ্য করিয়া বেদসম্মত বর্ণাশ্রমধর্মকে নিকর্ষিত করিয়া অসবর্ণ বিবাহাদি যে-সকল অশাস্ত্রীয় সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ মত প্রবর্তন পূর্বক বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতেই কি জগতের শান্তি সমস্তার সমাধান হইবে? শিক্ষাকে ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র করিতে গিয়া—তাহার বিষময় পরিণাম কি এখনও মর্মে মর্মে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না? ধর্মক্ষেত্র ভারত—বৈকুণ্ঠের অজির বা প্রাঙ্গণস্বরূপ, এখানে অধ্যক্ষের তাণ্ডবনৃত্য কখনই মদলপ্রস্থ হইতে পারে না।

অবশ্য উক্তকুলোদ্ভূত ধনী-মানী-বিদ্বান ব্যক্তি নিম্নকুলোদ্ভূত মূর্খ দরিদ্র ব্যক্তিকে য়গার চোখে দেখিবেন, ইহা কখনই শাস্ত্রধর্ম সম্মত নহেই পরন্তু মনুষ্যোচিত বিচারও নহে। শ্রীমমহাপ্রভু—

“যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা-তার এই দেশ ॥”

“ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥”

“যাহ নিত্যানন্দ, যাহ হরিদাস।

শ্রুতি গৃহে যাই কর এই শিক্ষা।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥

ইহা বই আর না বলিবা না বোলাবা।

দিবা অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥”

ইত্যাদি আদেশ দ্বারা জাতিকুল নির্বিশেষে সকলকেই হরিনাম বিলাইতে বলিয়াছেন। জীবের চেতনসত্তা উদ্বুদ্ধ হউক, অগুচিৎ জীব বিভূচিৎ এর অধেষণে প্রবৃত্ত হউক, ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অনিত্য অল্পবস্তুতে স্নেহানুসন্ধান ছাড়িয়া অপরিচিন্ন ভূমা আনন্দময়—রসময় বস্তুতে আনন্দের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হউক। তাহা হইলেই না মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতা—হিংসাদেব মাংসর্ষা

খামিয়া গিয়া বদ্ধতা প্রকাশিত হইবে, মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে শিখিবে। বাধ্যতামূলক আইন করিয়া কি চেতনের উদ্বোধন হইতে পারে? শ্রীমদ্বাহাদ্রু নাম-প্রেমধর্ম যত বেশী প্রচাষিত হইবে, ততই মানুষের মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিবে, প্রকৃত শাস্ত্রী শান্তি সংস্থাপিত হইবে? শ্রীভগবানের পাদপদ্মই অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার। সে পাদপদ্মে শরণাপত্তি ব্যতীত কখনই শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। একের পিঠে শূন্য বসাইলেই শূন্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, এক বাদ দিলে শূন্য শূন্যই থাকিয়া যাইবে।

ব্যাস-শুকাদি প্রবর্তিত শাস্ত্রের মর্ম্মবোধের অভাব হইতেছে বলিয়াই তাহাকে মানবশাস্তির অন্তর্কূল বলিয়া ধারণা হইতেছে না। প্রকৃত আচারবান্ শাস্ত্রজ্ঞ সাধুর নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে উহার প্রতিটি শব্দই যে, জীবের মঙ্গলবিধায়ক, তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে। সাময়িক উদ্ভেজনার বশবর্তী হইয়া কতকগুলি যুবক-যুবতীর অবৈধমিলন সংঘটন দ্বারা তাহাদের স্তবনীয় হওয়া আর সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা—এক নহে। আহা! নিজে ভয় ইচ্ছিতপর্ণ লইয়া বিচার করিলে মানুষ আর পশুতে বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া যাইবে না, ধর্ম্ম লইয়াই বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিতে চাহিলে মানুষ ত' পশুরও অধম হইয়া পড়িবে।

আমাদের মনে হয়, ধর্ম্ম বলিয়া নাসিকা কুঞ্জন খামিয়া যাউক, ফুল কলেজে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের চর্চা হউক, সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও কর্তব্যতা-বোধ সর্বত্র জাগাইয়া তোলা হউক, শাস্ত্রীয় আচার বিচার মানিয়া চলার চেষ্টা হউক, উচ্চাচ মানবমাত্রেরই

প্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাস জাগাইয়া তোলা হউক, তাহা হইলেই আবার দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। পাঠান রাজত্ব-কালে হিন্দু-মুসলমানে যখন ভয়ঙ্কর মন কষাকাষ চলিত ছিল, সেই সময়েই ত' শ্রীমদ্বাহাদ্রু তাহার প্রেমধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক কত মুসলমানকে পর্য্যন্ত বৈষ্ণব করিলেন আর আমরা এক্ষণে নিজেদের শাস্ত্র সনাতনধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সমাজবিক্ষেপ ব্যভিচার কদাচারের তাণ্ডব-নৃত্য করাইব?

সংস্কৃত-ভাষায় বহুকাল ধরিয়া অনাদর ফলে শাস্ত্র দৃষ্টির অভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত মন্য বৃদ্ধিতে না পারিয়া মানুষের মনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাণ্ড করিবার প্রবৃত্তি জাগিতেছে। ইহার বিবরণ পরিণাম চিন্তা করিয়া রাষ্ট্রের ও সমাজের চিন্তাগল মনোবগন সংস্কৃতভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন, নতুবা দেশ ছারখার হইয়া যাইবে। শাস্ত্র ও তৎসম্মত ধর্ম্মমতকে অবহেলা করিবেন না। অসবর্ণ বা সগোত্র যৌন সংঘর্ষ না চালাইয়া, আহা! বিহারাদি সংঘর্ষে একাকার নীতি অবলম্বন না করিয়া শাস্ত্র সম্মত-রূপে শ্রীভগবানের নাম-প্রেমধর্ম্ম প্রচার-দ্বারা জীবের আত্মধর্ম্ম কি প্রকারে উন্মোচিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিলেই সবদিক্ রক্ষা পাইতে পারে। জোর জবরদস্তি করিয়া কোন মত প্রবর্তন করিতে গেলে তাহাতে কখনই জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে না। চতুর্দিকে অশান্তিরই অনল দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিবে।

ওঁ স্বস্তি নো গৌরবিধূর্ধ্বাতু।

ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি: হরি: ওঁ।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

কলিযুগ-পাবনাবতারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুরাত্তরগত ঈশোত্তান-স্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গোড়ীয়া মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা-মঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমন্ত্তিদিয়িত

মাধব গোপাধী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকণ্ঠে নবধাত্তির পীঠধরূপ বোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১০ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ বুধবার পর্য্যন্ত নয়-

দিবসব্যাপী মহৎ ধর্মাহুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য হইতে সহস্রাধিক নরনারী শ্রীগোবিন্দের লীলাভূমি পরিক্রমেচ্ছ হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর দৈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে সম্মিলিত হন। শ্রীমঠের দ্বিতল বিশাল সাধুনিবাস, অতিথিভবন এবং অস্থায়ী আশ্রয়নিবাসসমূহে তাঁহা-দিগের বাসস্থানের তত্ত্ব সুবন্দোবস্ত এবং পরিক্রমার কয়েকদিন বিনাবায়ে মঠেই সকলের আহাৰাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১০ ফাল্গুন মঙ্গলবার পরিক্রমার অধিবাস বাসরে শ্রীমঠের সংকীৰ্ত্তনমণ্ডপে সাক্ষাৎসম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার অভিভাষণে যাত্রি-গণকে পরিক্রমাবিধি, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝাইয়া দেন। মূল মঠে অবস্থান করতঃ যাত্রিগণ ১১ ফাল্গুন বুধবার হইতে ১৭ ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত প্রথম চারি দিবস শ্রীমঠের সাধুগণের আশ্রয়গত্যে প্রত্যহ নগর সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে আত্মনিবেদন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ, কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোক্রমদ্বীপ ও শ্রীমধাদ্বীপ এবং পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমার চতুর্থ দিবস পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ কোলদ্বীপ পরিক্রমাকালে বিরাট সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে সহর নবদ্বীপ অতিক্রম

করিয়া বিজ্ঞাননগর উপনীত হন এবং তত্রস্থ শ্রীগয়াস্বামি-দাস বিজ্ঞানন্দীরের ত্রিতল ভবনে অবস্থান করতঃ ১৮ ফাল্গুন রবিবার অর্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করেন। পরদিবস প্রাতে বিজ্ঞাননগর হইতে যাত্রা করিয়া ভক্তবৃন্দ বন্দন, দাস্ত ও সখা ভক্তিক্ষেত্রত্রয় শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোহনক্রমদ্বীপ ও শ্রীকৃত্তদ্বীপ যথাক্রমে পরিক্রমণান্তে শ্রীধাম মায়াপুর দৈশোদ্যানস্থ মূল মঠে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যহ নগর সংকীৰ্ত্তনকালে পূজ্য স্বামীগীগণস্থানে স্থানে শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদবৃন্দের লীলাস্থানসমূহ ও ঐতিহাসিক পৌরাণিক স্থানসমূহের মহিমা বুঝাইয়া দেন। প্রত্যহ সাক্ষাৎ ধর্মসম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ ভীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি এসসি, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় শ্রীল আচার্যদেব

জালন্ধরে—পাঞ্জাবের অন্ততম প্রধান সহর জালন্ধরস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীৰ্ত্তন সভার উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে স্থানীয় মাই হীরী গেটস্থিত শ্রীসনাতনধর্মসভা মন্দিরে গত ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ রবিবার পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টিব্যাপী দশম বার্ষিক ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীৰ্ত্তন সভার সভাবৃন্দ কর্তৃক উক্ত সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিবার জন্ত অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও শ্রীমন্তুক্তি-

দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ গত ১০ই মার্চ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে শুভযাত্রা করতঃ হাওড়া-অমৃতসর মেলযোগে ১২ই মার্চ প্রাতে জালন্ধর সিটি ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও নাগরিক-গণ সংকীৰ্ত্তন সহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীধাম মায়াপুর দৈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ

পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদিগ্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশাচলভবনাস ব্রহ্মচারী সেবাকুশল প্রভৃতি কয়েকমুন্নি কলিকাতা হইতে শ্রীল আচার্যদেবের অঙ্গুগমন করিয়াছেন। ট্রেনে হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীল আচার্যদেব মোটরযানে উপবিষ্ট হইলে ভক্তবৃন্দ তৎসহ সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে বিক্রম-পুরাণস্থিত ডাঃ কৈলাস নাথ কাপুরের বাসভবনে শ্রীল আচার্যদেবের নির্দিষ্ট নিবাস স্থান পর্য্যন্ত অঙ্গুগমন করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, দেৱাছন হইতে শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী (শ্রী নবীন চন্দ্র শাস্ত্রী, পেশ্কার), হোসিয়ারপুর হইতে শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী প্রচারপাটিতে আসিয়া যোগ দেন। অমৃতসর, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, খান্না, গুরুদাসপুর, করতারপুর, বাটালী প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী হইতে বহু সংকীৰ্ত্তনপাটি, মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত ও সঙ্জনগণ সমুপস্থিত থাকিয়া নিখিল পাঞ্জাব ধর্ম মহাসম্মেলনের সার্থক রূপ দান করেন।

শ্রীসনাতনধর্মসভা মন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিরাট সভামণ্ডপে ১৩ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ টা হইতে রাত্রি ১২ টা, ১৪ মার্চ শুক্রবার প্রাতঃ ৮ টা হইতে ১০ টা ও রাত্রি ৮ টা হইতে রাত্রি ১২ টা, ১৫ মার্চ শনিবার প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে এবং ১৬ মার্চ রবিবার প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। শ্রীল আচার্যদেব প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে তাঁহার অভিভাষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে বলেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদিগ্বামী শ্রীমভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদিগ্বামী শ্রীমভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

১৫ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় শ্রীসনাতন-ধর্মসভা মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রা

বাহির হইয়া অট্টা হোশিয়ারপুর, ফিরা গেট, ভক্ত সিংহ চৌক, রেলওয়ে রোড, মণ্ডী রোড, মিলাপ চৌক, রায়নক বাজার, শেখা বাজার, ভৈরো বাজার প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান পল্লী ও রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া রাত্রি ৭-৩০ টায় প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীল আচার্যদেব ও সংকীৰ্ত্তনকারী শ্রীগোৱাঙ্গের ভক্তগণের অঙ্গুগমনে পাঞ্জাব রাজ্যের অধিবাসিগণের হৃদে বাহু উত্তোলন পূর্বক উদগু নৃত্য-সহযোগে ‘হা গোৱাঙ্গ’, ‘হা নিতাই’, ‘গৌরহরি বোল’ ইত্যাদি নামসংকীৰ্ত্তনোগ্রাস দর্শনে গৌরদাসভূদাস মাত্রই যে আনন্দে আত্মহারা হইবেন ইহা বলাই বাহুল্য।

সাধুগণের পাণ্ডেয় ও সেবার স্তুতি ব্যংহা এবং গৃহস্থ ভক্তগণের ও বহিরাগত অতিথিবর্গের বিহিত সংকারের বিপুল ব্যবহার ব্যয়-নিরীহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীৰ্ত্তন সভার পক্ষ হইতে করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তারূপে গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়ালার) আগ্রাণ পরিভ্রম ও হার্দী সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধামোহন দাস সেবাসুন্দর (শ্রীধাম ভঞ্জন পাণ্ডে), শ্রীকৃপারাম, শ্রীবিলাইতিরাম, শ্রীওম্ভকশ, ডাঃ কৈলাস-নাথ কাপুর, শ্রীশ্রামলাল, শ্রীজহরলাল, শ্রীধনবন্ত রায়, শ্রীরাজ কুমার, শ্রীউত্তম প্রকাশ, শ্রীবিজ্ঞানাগর রাজপুত প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্ত ও স্থানীয় সঙ্জনগণের সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়। এই বৎসরও পাঞ্জাবদেশবাসী কতিপয় পুরুষ ও মহিলা শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ গৌরবিহিত ভঞ্জে ব্রতী হইয়াছেন।

আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে:—আম্বালা ক্যান্টনমেন্টস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম সভার সম্পাদক ও সভ্যগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীল আচার্যদেব সপার্ষদে বিগত ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ মঙ্গলবার জালন্ধরসিটি হইতে ট্রেনযোগে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট ট্রেনে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে সভ্যগণ হার্দী সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীসনাতনধর্ম সভা কর্তৃক নিম্নস্থিত মনোরম ‘সন্তু আশ্রমে’ বাসস্থানের সুব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীসনাতনধর্ম সভা মন্দিরে ১৮ মার্চ রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায়, ১৯ মার্চ হইতে ২২ মার্চ পর্য্যন্ত

প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ২০ মার্চ প্রাতে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদিগু-
স্বামী শ্রীমন্তক্লিবল্লভ শ্রীমহাশয় ১৯ মার্চ হইতে ২২ মার্চ
পর্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে বলেন। প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও
অন্তে সংকীর্তন এবং রাত্রিতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীমন্দির
পরিক্রমা ও তদগ্রে নৃত্য কীর্তন অচ্যুত হইয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দ
শ্রীল আচার্যদেবের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সমমিত বীণাবতী
বাণী ও গৌরবিহিত সংকীর্তন শ্রবণে এবং শ্রীমূর্তির অগ্রে
ভক্তগণের অপূর্ব নৃত্য দর্শনে বিশেষভাবে প্রসাদাধিত
হন।

শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার ভাষণে ভক্তাঙ্গীলনকারী
ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন,—“ভক্তি আত্মার
নিত্যাবৃত্তি। সাধ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্ত ভক্তি অনিত্য সাধন
মাত্র নহে। ভক্তিই সাধ্য, ভক্তিই সাধন। ভজনীয়
ভগবান্ নিত্য, ভজনকারী ভক্ত নিত্য এবং উভয়ের সম্বন্ধ
ভক্তি নিত্য। “ওঁ তত্ত্বিঞ্চোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি
স্বয়ং দিব্যচক্ষুরাততম্”—ঋক্বেদের প্রথম মন্ত্রে ‘সদা
পশুস্তি’ বাক্যের দ্বারা দর্শনীয় বিষ্ণুর পরমপদের নিত্য ও
দর্শনকারী সুরিগণের (ভক্তগণের) নিত্য স্বীকৃত
হইয়াছে নতুবা দর্শন নিত্য সম্ভব হয় না। জীব ভগবান্
নহে, জীব—ভগবানের। জীব তৎ নহে,—ভদীয়।
তদীয়ত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভক্তি হয় না।
বেদান্তের মন্ত্র ‘তত্ত্বমসি’র অর্থ এই নহে—‘তুমি সেই (পূর্ণ
ব্রহ্ম) হও’। তত্ত্ব তম্—তত্ত্বম্, এই অর্থে ‘তুমি তাঁহার
হও’ অর্থাৎ তুমি ভগবানের। পূর্ণ ভগবানের কখনও
কোন অবস্থায় অপূর্ণ স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ
সে ক্ষেত্রে ভগবানের ভগবত্ত্ব থাকে না। জীব অশুচিৎ-
স্বরূপ হইয়া যদি নিজে কে বিভূ ভগবান্ বলিয়া কল্পনা
করে, তদ্বারা সে কাল্পনিক অবস্থাই মাত্র লাভ করিবে,
বাস্তব মঙ্গল হইতে বঞ্চিত থাকিবে। জীবই যদি সেই
বস্তু হয় তবে সে কাহার ভক্তি করিবে? এরূপ ভ্রূৎকিতে
ভক্তি সম্ভব নয়। তবে এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের
দ্বারা ‘ভক্তি’কে কখন কখন তাৎকালিক উপায়রূপে
অবলম্বিত হইতে দেখা যায়, উহা কাল্পনিক, অবাস্তব,
অনিত্য ও ছল ভক্তিমাত্র, শুদ্ধ ভক্তি নহে।”

শ্রীসনাতনধর্ম সভার সম্পাদক ও পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক
অমুক হইয়া শ্রীল আচার্যদেব ‘সন্ত আশ্রমে’ তাঁহাদের
স্থাপিত ধর্মপুস্তকের গ্রন্থাগার—‘সুখা জ্ঞানমন্দির’ পরিদর্শন
করত দ্রনীতি ও অধ্যয়প্রবণতার যুগে সর্বসাধারণকে
ধর্মীশ্রীলনের সুযোগ প্রদানের জন্ত তাঁহাদের শুভ-
প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

চণ্ডীগড়ে (পাঁজাব-হরিয়ানা) — চণ্ডীগড়স্থ
শ্রীসনাতনধর্ম সভা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদত্তজীর
আমন্ত্রণে বিগত ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ রবিবার আশালা ক্যান্ট
হইতে সপার্ষদে শ্রীল আচার্যদেব মোটরকারযোগে
অপরাহ্নে ২০নং সেক্টরস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম সভা মন্দিরের
মুখ্য প্রবেশদ্বারে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে উক্ত
সভার সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্তবৃন্দ কর্তৃক পুষ্পমালা-
দির দ্বারা অভ্যর্থিত হন। ২৩ মার্চ রবিবার হইতে
৬ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত এক পক্ষকাল শ্রীসনাতনধর্ম
সভা মন্দিরে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ প্রাতে নাট্যমন্দিরে
এবং রাত্রিতে উগুক্ত প্রাঙ্গণে বিশাল সভামণ্ডপে শ্রীল
আচার্যদেব ভগবত্ত্ব, তৎপ্রাপ্তির উপায় ও সাধনভক্তির
বিভিন্ন অঙ্গ বিশ্লেষণমুখে তত্ত্বজ্ঞানগড় ভাষণ প্রদান করেন।
তাঁহার রূপানির্দেশে ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তক্লিবল্লভ শ্রীমহাশয়
ও ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তক্লিবল্লভ শ্রীমহাশয় ও ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তক্লিবল্লভ শ্রীমহাশয়
বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ প্রাতে বক্তৃতান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের
শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও তদগ্রে নৃত্য কীর্তন অচ্যুত হইয়াছে।
১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীরামনবমী তিথি
বাসরে শ্রীসনাতনধর্মসভার উদ্বোধনে শ্রীমন্দির হইতে
অপরাহ্নে ৪ ঘটিকায় বিভিন্ন বাতাসাণ্ড, পুরোভাগে
সুসজ্জিত উগুক্ত যানে উপবিষ্ট শ্রীল আচার্যদেব, তাঁহার
সতীর্থ গুরুভ্রাতা ও ত্রিদিগুসংগতজন এবং তদনুগমনে
ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের নৃত্য কীর্তন, শ্রীরামলীলার
মৃত্যুদীপক বিভিন্নসজ্জা সমভিযাহারে বিরাট শোভাযাত্রা
বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন সেক্টর পরিক্রমা করেন।
এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন sector এ শ্রীরামচন্দ্র গোয়েল,
শ্রীনন্দলালজী, র্যাড্-ভোকেট শ্রীধেন্দ্রনাথজী, রিডার
(Reader) শ্রীশুকদেব রাজবল্লি, শ্রীমুরলীমোহনজী,
শ্রীদেবদত্ত সালোয়ানজী, শ্রীসনাতনধর্ম সভা মন্দিরের

সভাপতি শ্রীদ্বারকাদাস খাপরজীর বাসভবনে তাঁহাদের আমন্ত্রণে এবং ২৩নং সেক্টরস্থ সাধু-আশ্রমে শ্রীল আচার্য্য-দেব শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন এবং ত্রিদণ্ডি-যতিত্রয় ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ হরিসংকীৰ্ত্তন করেন। পাজ্জাবের গভর্নরের সেক্রেটারী শ্রী কে. কে. মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসামসের সিংজী সস্ত্রীক প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীসনাতনধর্ম সভা মন্দিরে আগমন করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন।

পাতিয়ালা জেলার অন্ততম সহর বসিপঠানাহিত অবিল ভারতীয় হরিনাম সংকীৰ্ত্তন মহাসম্মেলন সমিতির মূখ্য কক্ষকতা স্বামী স্বরূপানন্দজী ও অহাঙ্গ সভ্যগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব চণ্ডীগড়ের প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তথা হইতে প্রায় ২৭ মাইল দূরবর্তী বসিপঠানায় উক্ত সমিতি কতৃক ব্যবস্থাপিত দুইটি মোটরকারযোগে অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিযতিত্রয়, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে গমন করতঃ তথাকার সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগ দেন। শোভাযাত্রায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত স্বামীজীগণ কএকটি গুসজ্জিত যানে উপবিষ্ট হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের অগ্রে তদাশ্রিত ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও ভক্তগণ নৃত্য কীৰ্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকেন। সহরের অভ্যন্তরে শোভাযাত্রা গমন কালে গৌরভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীৰ্ত্তন দর্শনে রাস্তার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান

সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে আনন্দবিহ্বল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বসিপঠানার ইতিহাসে সর্বপ্রথম এইরূপ নগরসংকীৰ্ত্তন অনুষ্ঠিত হইল। উক্ত দিবস রাত্রিতে চণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্তন করতঃ পুনঃ পরদিবস অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরযানযোগে বসিপঠানায় শুভাগমন করতঃ ময়দানে নিষ্পিত বিশাল সভ্যমণ্ডপে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর উদ্দেশ্যে তাঁহার উপদেশ বাণী প্রদান করেন। ধর্মসভায় এইরূপ বিশাল জনশ্রোত কম হানেই দৃষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসের জন্ম পুনঃ প্রার্থিত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশক্রমে ৫ই এপ্রিল শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণশ্রেয় ব্রহ্মচারী চণ্ডীগড় হইতে গমন করতঃ তথাকার ধর্মসভায় যোগদেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ জীংয়ের পরমধর্ম ও শ্রীনামসংকীৰ্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে বলেন। বসিপঠানার বিশিষ্ট ভূমালিকারী ধনাঢ্য ব্যক্তি সর্দার রিসপাল সিং মানের বিশাল ভবনে তাঁহার সহিত ও স্থানীয় ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপালের সহিত শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীঃভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের পরমার্থবিষয়ে কথোপকথন হয়।

চণ্ডীগড়ে প্রচার সেবায় যাহারা মুখ্যভাবে সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীসনাতনধর্ম সভার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদত্তজী, শ্রীল আচার্য্যদেবে রূপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্যত্রয় শ্রীবনজয় দাস (শ্রীধর্মপাল সেকরি), শ্রীশুকদেবরাজ বক্সি ও শ্রীরামপ্রসাদ জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিযুগ্ম ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভক্তই কি বুদ্ধিমান?

উত্তর—শ্রীশ্রী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যাহারা বিষ্ণুর সেবা করেন তাঁহারা ই বুদ্ধিমান; আর যাহারা প্রভুব্রহ্মকামী, তাহারা ই মূর্খ। বিষ্ণু সেবকই ভক্ত, আর যাহারা ইতর বস্তুর প্রভু হইবার জন্ত ব্যস্ত, তাহারা ই অভক্ত বা অচেতন।

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভক্তের সঙ্গ চান?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভক্ত যেমন ভগবানের সঙ্গপ্রার্থী, ভক্তবদ্ধ ভগবান্ও তজ্জন ভক্তের সঙ্গপ্রার্থী। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর সঙ্গী, সহচর ও বন্ধু। ভক্তের সঙ্গী হ'লেন ভগবান্। আবার ভগবানের সঙ্গী হ'লো ভক্ত। ভক্ত যেমন ভগবানের সঙ্গ ব্যতীত অঙ্গ কাহারও সঙ্গ

চান না, ভক্ত-ভক্তিমান ভগবানও তজ্জপ ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ কামনা করেন না। ভক্ত যেমন ভগবৎ-সঙ্গের জন্ত ব্যাকুল, ভগবানও তজ্জপ ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্ত ব্যগ্র বা ব্যস্ত। মিত্ত ভক্তগণ গুরুকৃষ্ণের এইরূপ প্রাণভরা মেহকৃপা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া যান। ভগবানও ভক্তের মেহ ও সেবা দেখিয়া আনন্দে অজ্ঞাহারা হন। ‘যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাং-স্তথৈব ভজ্যাম্যহমং’—এই ভগবৎ-বাক্যই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভক্ত যেক্রপ ভগবানের সঙ্গ ব্যতীত থাকিতে পারেন না, ভগবানও তজ্জপ ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত থাকিতে অসমর্থ। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর এই সহজ প্রীতি যে কত মধুর, তাহা বর্ণনাতীত।

প্রশ্ন—এ জগতে এত দুঃখ আছে কেন?

উত্তর—ভগবান বলেন—এত দুঃখকষ্ট, আপদ-বিপদ সাজিয়ে রেখেছি তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্ত নহে, পরম দুঃখটা অপ্রয়োজনীয়—ইহা শিক্ষা দিবার জন্ত, নিত্য-প্রার্থনীয় সুখ, নিত্য-বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্ত। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—প্রভো, আপনি কি গুণিচায় যাবেন?

উত্তর—এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—“গুণিচা হ’লো মনুষ্যের হৃদয়। চিন্তদর্পণ মার্জিত হ’লে তাহা ভগবানের অধিষ্ঠানক্ষেত্র বা বসতিস্থল হয়। আপনাদের বিচারের গুণিচায় আমার যাবার ইচ্ছা নাই। কারণ হৃদয়-মন্দির মার্জনা করতে পারিলাম না। আমার পুরুষ-অভিমান, প্রভুত্ব-অভিমান প্রবল হ’য়ে পড়ছে। আমি হতাশ হ’য়ে পড়েছি, আমার আশাব্রূ কমে হ’য়ে যাচ্ছে। আমি insincere লোকদের সঙ্গ করতে ভালবাসি, তাই তাঁদের সঙ্গেই আমার দেখা হয়; I have no intention to come in contact with Sri Rupa and Sri Sanatan. আমি আমার বিপদকেই আদরের সতিত আহ্বান করি। অবশ্য দেহ থাকাকাল পর্যন্ত we are in the ocean of discomfort—আমরা অবাচ্ছন্দ্যের সাগরে ভাসমান; এজন্ত আমরা অনেক সময় মনে করি—Let us be metamorphosed into

Charvakism. কিন্তু Discomfort গুলি যে কৃষ্ণকৃপা, তা আমরা বুঝি না। এই বিচার অবলম্বন ক’রেই আমাদের বাড়ী যাবার ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই আমাদের নিত্য গৃহ। কৃষ্ণপাদপদ্মেই eternal Health of the soul অবস্থিত।”

প্রশ্ন—গ্রাম্যকথা বলা ও গ্রাম্যকথা শুনা কি ভক্তি-হানিকর ও অমঙ্গলজনক?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্বাংগদু বলিয়াছেন—‘গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবাক্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।’ (চৈঃ চৈঃ) যাঁহারা হরিভজনে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ও রুচিসম্পন্ন, তাঁহাদের জন্তই এই কথাগুলি বলা হ’য়েছে। ভাল খাওয়াতে নিজেরই বেশী ক্ষতি হয়, অপরের তাহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা অর্থাৎ হরি-ভজনে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। কিন্তু ভাল পরাটা বেশী খারাপ। অপরের জন্তই লোক ভাল পরে। অপরের জন্ত কেন? অপরের চক্ষুরিঙ্গির ও কর্তা মনকে হরিভজন হইতে ছুটি করানই ভাল পরার উদ্দেশ্য। জিহ্বার লালসা ভাল নয়। তাহাতে ভক্তিহানি হয়। ‘জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধার। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।’ ইহাও মহাপ্রভুর কথা। গ্রাম্যবাক্তা শুনিতে ভাল খাওয়ার চেয়ে নিজের অমঙ্গল বেশী হয়, আর গ্রাম্যবাক্তা বলিলে ভাল পরার থেকেও অপরের বেশী অসুবিধা করা হয়। অসদ্বাক্তা বা গ্রাম্যকথা বেশীসদৃশী। তদুদারা জীবের চিত্ত কলুষিত ও বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া হরিভজনে খুব বাধা হয়। বাজে কথায় যাদের রুচি বেশী, তাদের হরিকথায় স্বাভাবিক রুচির অভাব জানিতে হইবে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোষামী বলিয়াছেন—“অসদ্বাক্তা বেশী বিসৃজ্য মতি-সর্গস্বরূপী:।” পাঁচটা লোক একসঙ্গে সমবেত হইলে বাজেকথা হইবেই। এজন্ত ভক্তগণ সতত হরিকথা কীর্তন করেন। হরিকথা হইলে কেহই গ্রাম্যকথা বা বাজেকথা আলোচনার সুযোগ পায় না।

যাঁহারা হরিভজন করিতে চান, তাঁহারা গ্রাম্যবাক্তা শুনিবেন না ও বলিবেন না এবং ভাল খাওয়া পরার দিকেও দৃষ্টি দিবেন না। কারণ ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছা বা তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে অবশ্যই দূরে

সরাইয়া দিবে। ভাল ভাল খাওয়া পরার ইচ্ছা থাকিলে কখনই হরিভজন হইবে না। আবার গ্রাম্যকথা শুনা বা বলার ইচ্ছা ও তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে তফাৎ করিয়া জীবকে বিপথগামী করিবে এবং তাহার ভজন হইতে ছুটি হইয়া যাইবে। এজন্য ভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এসব বিষয় হইতে সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য।

প্রশ্ন—নিত্যকল্যাণ লাভের উপায় কি?

উত্তর—মদীখর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

ভগবন্তের শুভাকাঙ্ক্ষা এই যে, জীবগণ কেবল অমঙ্গলের মধ্যেই না থাকুক, তাহারা নিত্যকল্যাণ লাভ করুক। এখন প্রশ্ন—সেই মঙ্গল লাভের উপায় কি? সেই নিত্যকল্যাণ লাভের উপায়—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাস্রয়। বাঁহার পাদপদ্ম আস্রয় করিলে নন্দনন্দন কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণভিন্ন সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত করিতে হইবে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিভজনের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের পদধূলি সঞ্চল হইলে ভুবনমোহন কৃষ্ণের মাদুর্ঘ্যসেবা লাভ করিতে পারা যাইবে। এজন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম নিত্যভজনীয়। অপ্ৰাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ জগতের বস্তু নহেন, অনিত্য বস্তু নহেন, রক্তমাংসের পিণ্ড নহেন। তিনি ভগবানের ন্যায়ই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নরব্রহ্ম, নর নহেন। ভগবদন্তকে অর্থাৎ গুরু ও গৌরাক্ষকে বাহারা জগতের অন্ততম বস্তু ব'লে মনে করে, তাহারা নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত সেবার অভিনয় মাত্র করে। তাহা শুদ্ধসেবা নহে, তা'কে বাণিজ্য-বৃত্তি বা পদানীতি বলা হয়। জীব যে কাল পর্যন্ত ভজনীয়-বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আভুগত্য না করে, সে কাল পর্যন্ত ভগবান তাহার দর্শনীয় হন না। বাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্ৰাকৃতত্ব, ঈশ্বরত্ব বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব অবগত নহে, তাহারা চিদ্রাজ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবারাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হ'লেই আমরা অপ্ৰাকৃত বস্তুর নিকট যাইতে পারিব—শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আস্রয় করিয়া চৈতন্যময়—সেবা-শোভাময় দিব্যচক্র দ্বারা তাঁহার দর্শন

লাভ করিতে পারিব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নিকটে পৌঁছবার সৌভাগ্য পাইয়া ধৃত ও কৃতার্থ হইতে পারিব। প্রাকৃত রূপে আবদ্ধ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ হইবে না। যে কাল পর্যন্ত মাহুয় অজ্ঞ থাকে, সে কাল পর্যন্ত প্রাকৃত রূপ-রসাদিতে আবদ্ধ হয়ে অমঙ্গল বরণ করে। ভজনীয়-বস্তু গুরুকৃষ্ণের ভজন নিকপটে করিলেই মঙ্গল হইবে, তখন আর ভোগপর দর্শন থাকিবে না। তাই আমাদের প্রার্থনা—

অদদানন্তং দষ্টৌরিদং যাবে পুনঃ পুনঃ।

শ্রীমদগুরুপদান্তোজধূলিঃ শ্রাং জন্মজন্মনি ॥

আমি দস্তে'ত্ব ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি যে—আমি অজ্ঞ কিছুই চাই না, আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না, আমি কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের পদধূলি হইতে চাই—শ্রীগুরুদেব যে প্রকারে ভগবানের সেবা সতত করেন, আমি তাঁহার আভুগত্যে সেইভাবেই ভগবানের সেবা করিতে চাই। ‘কৃষ্ণ আমার,’ ‘আমি সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে’—এইরূপ ভাব, পূর্ণরূপে বুদ্ধি বা গাঢ়তা পাইলে তবে আমাদের কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। শ্রীগুরুদেবের মেহসেবা দ্বারাই এই সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

প্রশ্ন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাই কি ভক্তির মূল?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীখর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

ভক্তির উদয়ের পূর্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই এই সম্বন্ধজ্ঞান প্রদাতা। অপ্ৰাকৃত গুরুতে সূদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। আদৌ শ্রদ্ধা। ‘বহু ধর্ম আছে’ এরূপ বিশ্বাস বা বৃত্তি-তর্ক পথ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময় উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাই সর্বপ্রথমে দরকার। শ্রদ্ধা মানে কি? শ্রদ্ধা শব্দে full confidence in the words of Sri Gurudeb. We have no reliance in the words of the wordly persons except my Gurudeb. Because every one is a pretender. এজন্য এ জগতের সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা গুরুর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব। নতুবা মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই আমাদের সমস্ত অনর্থ দূর হইবে। আমাদের সকল আশা পূর্ণ

হইবে, ভগবানের রূপা ও দর্শন আমরা নিশ্চয়ই পাব।

সাধু-গুরুর নিকটে গেলে ও তাঁদের সঙ্গ করলে আমাদের সকল অসুবিধা দূর হ'বে। আমাদের শুদ্ধ-ভক্তি লাভ হ'বে। এজন্য We should have implicit reliance in Sri Gurudeb in order to approach and serve the Absolute person. Guru will give me the highest good. If perchance we meet a real Guru, then we must be saved and must be able to reach our goal. Guru will always supply and enrich us with transcendental knowledge and service. আমি গুরুকে regulate করিব—ইহা নাস্তিকের বিচার, ইহাই গুরুবজ্ঞা। ইহা সর্বাঙ্গ পরিত্যাগ। জগতের কোন লোকের কথা আমি শুনব না, কিন্তু আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য যিনি বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছেন, সেই গুরুদেবের কথাই শুনিব। অগুচৈতন্য আমরা

শ্রীগুরুদেবের রূপায় বিভূচৈতন্যের নিকট যাইব, আমরা অপরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিত্য প্রভুর নিকট যাইব। যদিও শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজেকে ভগবানের নগ্ন সেবক বলেন; তথাপি আমি গুরুকেই ভগবানের নিকট যাইবার একমাত্র উপায় ও নিত্যবান্ধব বলিয়া জানিব; গুরুকে ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রিয়তম জানিয়া তত্চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করিব। আমাদের যাবতীয় চেষ্টা নিঃস্বার্থভাবে গুরুদেবের সেবাতেই নিযুক্ত করিব। তাহা হইলেই আমাদের সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে।

প্রশ্ন—সুখী হইবার উপায় কি ?

উত্তর—শ্রীগুরুপাদপদ্মাস্তিকে অবস্থিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। সেবার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। কায়মনোবাক্যে সর্লক্ষণ গুরুসেবার নিযুক্ত থাকিলে অতি শীঘ্র গুরুরূপা হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে গুরুসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইহাই সর্লক্ষণে অধিক মঙ্গল ও একমাত্র লাভ। (প্রভুপাদ)

শ্রীধাম মায়াপুর ও কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সতীর্থ গুরুভ্রাতা বীরভূম জেলাস্বর্গত চিনপাইস্থিত শ্রীভাগবত আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ গত ২০ চৈত্র (১৩৭৫), ইং ৩রা এপ্রিল (১৯৬৯), বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সপার্বদে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫ নং সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শুভাগমন পূর্বক শ্রীমঠের অভ্যন্তরীণ সুরম্যমন্দির, তন্মধ্যস্থ শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধানন্দননাথ জিউর অপূর্ণ নয়নমনো-ভিরাম শ্রীমূর্তি, বিশাল সংকীর্ণনমণ্ডপ (নাট্যমন্দির), দ্বিতলোপরিস্থ বিরটি গ্রন্থাগার এবং মঠাধ্যক্ষপাদের ও সেবকগণের বাসগৃহাদি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন।

পূজাপাদ শ্রীল মহারাজকে গ্রন্থাগারে বসিবার আসন

দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের শিষ্যগণকে মধ্যাদা প্রদর্শন ও যথাযথ সাদর সন্তানন করতঃ ‘অহো! এই সকলই আমার শ্রীল প্রভুপাদেরই বিচিত্র বৈভব’—ইহা বলিতে বলিতে অত্যন্ত উল্লাসভরে পরমারাধ্যাতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

“শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় সৌভাগ্য বাঁহারা একবার লাভ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন, তিনি আমাদের জন্ম-জন্মের প্রভু, আমরা তাঁহার জন্ম-জন্মের দাসাদাস। ‘ভক্তি-

বিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না' বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যপারম্পর্যের প্রতিও কত না কৃপাশীর্ষাদ বিতরণ করিয়াছেন। 'শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব,' ইহার মধ্যে 'গুরু'-তবই মধ্যবর্তী বস্তু, শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই শ্রীহরি ও বৈষ্ণবের কৃপা লাভ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ যাহাদিগকে কৃপা পূর্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহারা তাঁহার প্রকটকাল হইতে তদীয় কৃপাদেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবার জন্ত বিভিন্ন প্রকার উপায়ন সংগ্রহ করতঃ সর্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রীতি বিধান করিয়াছেন; এবং বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটেও তাঁহার আশ্রিতাভিমানী শিষ্যগণ যাহারা তাঁহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্ত জীবন্ত পুষ্প (শিষ্য)-রূপ উপায়ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছেন সেই সকল জীবন্ত পুষ্প শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্বক নিশ্চয়ই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পৌছাইয়া দিবেন। সুতরাং আমাদের নৈরাশ্র বা ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ নাম-ভজনের প্রতি বিশেষ নিষ্ঠা রাখিতে বলিয়াছেন।" ইত্যাদি সারগত কথাগুলি শ্রীল মহারাজ শাস্ত্রের প্রমাণদ্বারা এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সরল যুক্তি ও উদাহরণ সহকারে বলিতে লাগিলেন যে, তাহা সকলেরই মনঃস্থল স্পর্শ করিয়া প্রচুর আশা ও ভরসাপ্রদ হইয়াছিল। "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর। এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর।" কথাটি মহারাজ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন। সপার্বদ মহারাজকে নীতলভোগের কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। তিনি প্রায় ২ ঘণ্টা মঠে ছিলেন।

পূজাপাদ শ্রীল মহারাজ চিনপাই হইতে বরাবর মোটরযান যোগে সপার্বদে কলিকাতায় শুভবিজয় করতঃ তাঁহার এক শিষ্যের আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন।

২২ চৈত্র শনিবার তিনি কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে স্বীয় মোটরযান যোগে সপার্বদে শ্রীধামমারাপুর কৈশোক্তানন্দ মূল শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে গমন করেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭ টায় তিনি শ্রীমারাপুর পৌছিয়াছিলেন। তত্রত্য মঠ মন্দিরাদি দর্শন করিয়াও মহারাজ প্রচুর প্রাতিলাভ করতঃ হরিকথামৃতের প্লাবন আনয়ন করেন। মহারাজের কথাগুলি খুব সরল, impressive ও আশাভরসাপ্রদ। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয়ে হরিভজনের স্পৃহা জাগিয়া উঠে।

শ্রীল মহারাজ শ্রীধাম মারাপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির, শ্রীশ্রী বাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীযোগপীঠ দর্শনকালে প্রত্যেক মন্দিরেই স্বয়ং প্রচুর ফল-মূল মিষ্টান্নাদি সহ যথা সামর্থ্য প্রণামী দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীবিগ্রহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেক স্থানেই শিষ্যগণের দ্বারাও পৃথকভাবে প্রণামী প্রদান করাইয়া শ্রীবিগ্রহের ও বৈষ্ণব-সেবার বিধি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠবাসী সেবকগণের আন্তরিক সেবাপ্রাণতা দর্শনে মহারাজ খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতঃপর আসিয়া মঠেই উঠিবেন বলিয়া গিয়াছেন। ২৩শে চৈত্র বিকাল ৩ টায় তথা হইতে তিনি তাঁহার চিনপাই আশ্রমে যাত্রা করেন।

শ্রীল মহারাজ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য-সম্পন্ন। উক্ত মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই বহু শাস্ত্রসারসম্বিত তাঁহার 'প্রশ্ন-উত্তর' শীর্ষক প্রবন্ধ থাকে। তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত অগ্রান্ত প্রবন্ধেরও বিশেষ প্রশংসা করিয়া সকলকেই ঐ পত্রিকা সমাদর ও পাঠ করিবার জন্ত অহুরোধ করিয়া থাকেন।

বিরহ-সংবাদ

গোড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহুকম্পিত ও একনিষ্ঠ সেবক শ্রীগুরু সৌরীন্দ্র নাথ সরকার, ভক্তি-

বারিষি, এম-এ, বি-এল, স্নাতকোত্তর মহাশয় গত ৩০ চৈত্র (১৩৭৫), ১৩ এপ্রিল (১৯৬৯) রবিবার শ্রীহরিবাসর দিবস সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদেব

শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ তাঁহার নিজ ভজনকুটির শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত মাদলা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায়সাহেব জে, এন, সরকার মহাশয় তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন। সৌরীন বাবু পঠদশায়ই বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত হইয়া ক্রমে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করতঃ আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান পূর্বক ১৯২১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ীরূপে প্রবেশ করেন। তথায় কয়েক বৎসর আইন ব্যবসা করার পর তাঁহার বৃদ্ধ পিতার আদেশ ও নির্দেশান্তরে স্বদেশস্থ বিশাল পৈতৃক জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্ত তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বদেশ গমনান্তর তিনি বগুড়া জেলার জজ আদালতে পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তৎকালীন সরকার বাহাদুর কর্তৃক পাবলিক প্রোসিকিউটর-রূপে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী উক্ত কার্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া-ছিলেন।

তাঁহার একমাত্র কন্যা সন্তান অকালে পরলোক গমন করিলে তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সস্ত্রীক বিভিন্ন ভীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ক্রমে মথুরাধামে উপস্থিত হইলে সৌভাগ্যক্রমে একদিন পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ হয়। তৎকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উজ্জ্বলত-বাপনোদ্দেশ্যে মথুরা ধামে মাসাধিকব্যাপী অবস্থান করিতে থাকায় তাঁহার শ্রীমুখে বহুদিন শ্রীহরিকণামৃত শ্রবণের ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বিগত ১৯৩৪ সালে তিনি সস্ত্রীক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ পূর্বক প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যাদ্বারা তাঁহার দেবার আত্মনিয়োগ করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিষ্কপট সেবার সন্তুষ্ট হইয়া ১৯৩৬ সালে সপার্বদে বগুড়াস্থিত তদীয় বাসভবনে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। তৎকালে সৌরীন বাবুর বিশেষ যত্ন ও ব্যবস্থায় বগুড়া সহরবাসী তদানীন্তন জমিদার, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, উকিল,

ব্যবসায়ী প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিশিষ্ট সজ্জনগণ সুসজ্জিত হস্তী, মোটরবান ও বিচিত্র পতাকা-হস্তে বিরাট সংকীর্্তন শোভাযাত্রাসহকারে বগুড়া ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমালাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং সকলে তাঁহার শ্রীমুখে দিবসতর ভবরোগনাশকারী বীর্ষ্যবতী শ্রীহরিকণামৃত শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবানিষ্ঠা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ সূচক “ভক্তিবারিধি” উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অগ্রকটের পর গোড়ীয় মিশনের কার্যাবলী যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্ত সৌরীন বাবু তাঁহার পারিবারিক সমস্ত অসু-বিধাকে অগ্রাহ করিয়া বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করতঃ বহুকাল কৃষ্ণনগর ও বিভিন্ন মঠে বাস করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষভাগে শ্রীধামবাসের অভিপ্রায়ে তিনি শ্রীনবদ্বীপধামে নিষ্ক ভজন কুটির নিষ্কাণ করিয়া বিগত দ্বাদশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল যাবৎ শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতাভিমানী ত্রিদিগুসন্ন্যাসিগণের অন্ততম শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারই আত্মগতো তিনি প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি উৎসব তাঁহার নিজালয়ে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন করিতেন এবং তৎকালে বিশেষ ধর্মসম্মতা আহ্বান করতঃ নবদ্বীপস্থ সহরের বিশিষ্ট সজ্জনগণের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্্তন ও সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করিতেন।

এবংসরও শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ উৎসবের কিছুকাল পূর্বে তাঁহার অসুস্থ সংবাদ পাইয়া শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজাপাদ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিলে তিনি তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ উৎসবে তদীয় ভবনে যোগদান করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ সকাতির আহ্বান জানাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে তাঁহার নিষ্কপট একান্ত নিষ্ঠা দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত জনগণ সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার বিরহে আমরা সকলেই আজ অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬০০ টাকা, বার্মাসিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্য-ধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত গুরুভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিস্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫২০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিত্রাজকচার্য্য ত্রিদিগ্বিভি শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিয়ে অহুসকান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

ঈশোত্তান, শো: শ্রীমায়াপুর, জি: নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় স্বত্বকীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্ণায়করূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের দ্বারা অন্ত কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি বাতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরষ্টকম’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড হু শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বঙ্কিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :-- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পোঃ শীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীশঙ্কর-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সন্যাসী বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমার্থলিপ্যু সঙ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১ ০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বঙ্কিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোত্তানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাভূগত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য দ্বিদিগ্বিশ্রামী ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খ্রষ্টাব্দ ১৯৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্বদা মূল্যবান পরিসেবিত অসীম মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার

(ভাববিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১২ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংরাজী কণ্ঠোপকরণ ও জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তারিত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

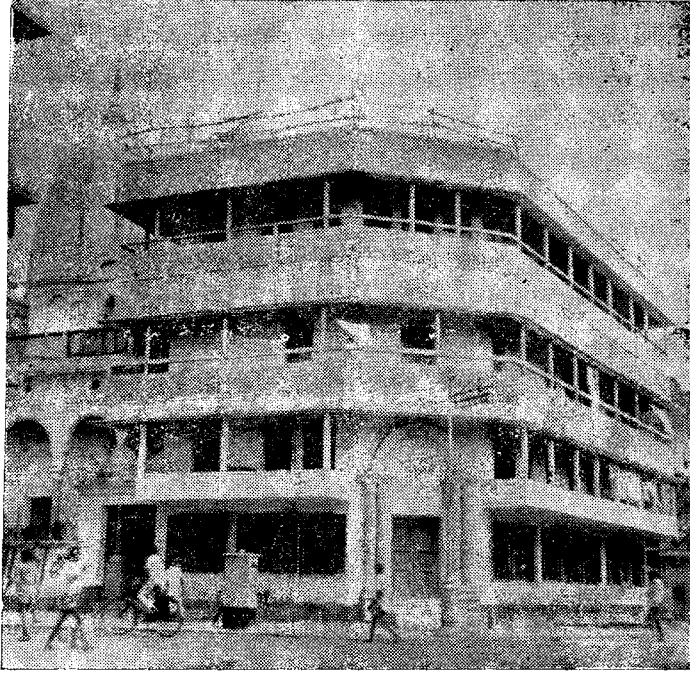
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামগুণ ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণববর্ণন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ



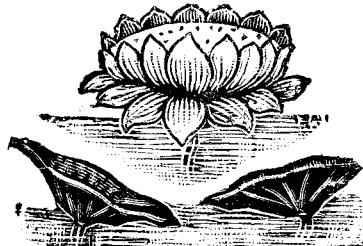
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীর মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্তন ভবন
একমাত্র-পারমাথিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযতি শ্ৰীমন্ত্ৰিজিদয়িত মাধব গোঁস্বামী মহাৰাজ

সম্পাদক-সম্ভপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযামী শ্ৰীমন্ত্ৰিজিদমোদ পূৰী মহাৰাজ

সহকারী সম্পাদক-সম্ভ :—

- ১। শ্ৰীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাংকরণ-পূরণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এল্
- ২। মহোপদেশক শ্ৰীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাংকরণ-পূরণতীর্থ। ৪। শ্ৰীচিত্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীগগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্ৰসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্ৰীমায়াপুৰ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্ৰ ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
- ৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুৰ
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৭। শ্ৰীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালৌদহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৮। শ্ৰীগোড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
- ৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
- ১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গোহাটী (আসাম)
- ১১। শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুৰ (আসাম)
- ১২। শ্ৰীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্ৰীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাদীন :—

- ১৩। সৰভোগ শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামৰূপ (আসাম)
- ১৪। শ্ৰীগদাই গৌৰাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ণা

“চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতান্বাদনং
সর্বস্বান্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥”

৯ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬।
২৭ ত্রিবিক্রম ৪৮৩ শ্রীগোরাঙ্গ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার; ২৯ মে, ১৯৬৯। { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

ভোগের কথা নিয়ে জগৎ ব্যস্ত, তা' আমাদের কথা নয়—এ কথা বলতে গিয়ে অনেক লোকের অসন্তোষ-ভাজন হতে হয়। আবার ভোগী জগৎ যে ত্যাগের প্রশংসা করে থাকেন, সে ত্যাগের কথাও আমাদের বলবার বিষয় নয়। বাস্তবিক Centre Absolute Person এর পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত লোকে নানাদিকে ছুটাছুটি করে আসল কথা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা—সেবা ভগবানের সৌখ্য-বিধানরূপ সেবাকে কেন্দ্র করলে আর পথভ্রষ্ট হতে হয় না—কুপথে পরিচালিত হতে হয় না। মহাপ্রভু তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীকে ঘরে বেধে—নিঃসহায়া করে মনুষ্য-জগৎকে—চেতন জগৎকে কি বলতে বসেছিলেন,—এসব কথা বৃদ্ধবার লোক জগতে কোথায়? যদি আমরা নিজের মনকে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র শতমুখী দিয়ে মার্জনা করতে পারি, তবেই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের যোগ্যতা অর্জিত হতে পারে।

শ্রীমদ্ব্যপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত “তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কৌর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥”—শ্লোকের তাৎপর্য যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরাই হরিকথা শ্রবণ করতে পারেন। নতুবা “প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কস্মাণি সর্বশ:। অহঙ্কার বিমূঢ়ায়া কর্তাহংমিতি মন্যতে॥”—এই বাক্য

অনুসারে মানুষ হরিকথা শুনবার বিচার ছেড়ে দেয়। অহং ব্রহ্মাস্মি” বিচার একদিকে, আর “তৃণাদপি সুনীচেন” বিচার আর একদিকে; “প্রকৃতে: ক্রিয়-মাণানি” বিচার একদিকে, আর “তরোরপি সহিষ্ণুনা” বিচার আর একদিকে। গরু-গাধা-ঘোড়া এমন কি তৃণ অপেক্ষাও ছোট হতে হবে, তৃণেরও বরং এজগতে একটা Position আছে, আমার তা'ও থাকবে না। এজগতের কোন Position এরই মূল্য নাই। মানুষ কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী সাজে—এরকম দন্দ-ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতে প'ড়ে তা'কে চিরকালই অস্থির থাকতে হয়। মহাপ্রভুর কথা শুনবার বিচার হলে ও-সকল দন্দময় অবস্থার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হবে, নিজে অমানী হয়ে ব্রহ্মা থেকে শুধু পর্যন্ত সকলকেই মান দিয়ে হরিকথা শ্রবণ-কৌর্তনের বিচার বরণ করতে হবে, তবেই জীবের মঙ্গল হবে। চৈতন্যবাণী না শুনলে চৈতন্যোদয় হয় না, নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না।

Individual—ব্যক্তিমানব Linear, Superficial ও cubical expansion বা তিন এর dimension এর কথা নিয়েই ব্যস্ত, তুরীয়—বাস্তব রাজ্যের কোন কথা ধার ধারে না। সীমাবিশিষ্ট বা কুর্থাধর্মবিশিষ্ট জগতের কথায়ই যেন আমরা চিরদিন না কাটাই, বৈকুণ্ঠ-ভূমিকার

কথার আলোচনা হওয়া দরকার। মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুক, তাদের সমস্ত সংকীর্ণতা—সমস্ত হর্ষুদ্ভিক্টেটে যাবে। আমরা কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের চেষ্টার মত শ্রীচৈতন্যদেবের কথা জগতে বিস্তার করবার জন্য যে একটু চেষ্টা করছি, তাতে উৎসাহ দেওয়া ত' দূরের কথা, বাধা দিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁর কথার প্রচারে বাধা দিতে কেউই পারে না বা পারবেও না। অজ্ঞ লোকেরা একথা না বুঝে নিজের অমঙ্গল নিজেরাই বরণ করে নেয়।

হরিকীর্তনের বড় ছুভিক্ষ হয়েছে, তাঁর সুভিক্ষা হোক, জগতের অমঙ্গল কেটে যাবে। শুদ্ধ হরিকীর্তনের অভাব থেকেই জগতে নানা মতবাদ প্রবল হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা হলে অজ্ঞান সব কথা থেমে যাবে; যুগোপাভিষা, জ্যোতিষাভিকিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মনোবিগণের মধ্যে পরস্পরে যে বিবাদ-বিসম্বাদ হচ্ছে, তা' আর থাকবে না। জগতের এমন শুভদিন অদূর ভবিষ্যতেই আসছে—জগদ্বাসী একদিন সকলে মিলে চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করবে। সে শুভদিনের বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় সকলের সব রকমের অসুবিধা দূরে গিয়ে, প্রকৃত সুবিধা হবে, সকলের সব রকমের প্রশ্নেই সুসমাংসা হবে, কোন Secular কথা থাকবে না।

বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা বলবার নেই। তবে অদৈব কর্মজড়ানুভাববিচারের পরিবর্তে দৈব বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক—ভগবন্তুক্তিই বর্ণাশ্রমধর্মের মূল বিষয় হোক—এটাই আমাদের বলবার বিষয়। কিন্তু দেশের লোক অবिवেচক, সামান্য সামান্য কথায় ব্যস্ত, এসকল কথা ধরে নিতে পাচ্ছে না, তাই নানা মুনির নানা মত প্রবল হয়ে জগতের অশান্তি বৃদ্ধি করছে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনে ভারত যদি তার প্রকৃত মঙ্গল বুঝে নিবার সৌভাগ্য পায়, তখন ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোক বুঝে নিবে—“এ দেশের লোক কত ভাল, কেউ কারও সঙ্গে বিবাদ করে না—সকলেরই স্বার্থগতি এক।” সুতরাং দেশে দেশে অপস্বার্থ নিয়ে কলহ—মনোমালিন্য—দ্বন্দ্ব—হিংসা—মাংসর্ঘ্য—সব দূর

হ'য়ে যাবে—এক শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হবে। প্রকৃত স্বার্থ বুঝবার গোলমালেই জগতে যত মারামারি—যত কাটাকাটি—যত অশান্তির সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেবই সেই প্রকৃত স্বার্থের সন্ধান দিয়েছেন, জগৎ কি তা'র অনুসন্ধান করবে না?

জগতে ‘অক্ষজ’ বিষয়ের আলোচনা অনেক হয়ে থাকে, কিন্তু ‘অধোক্ষজ’ বিষয়ের আলোচনা হয় না,—এইটাই দুঃখের বিষয়। যে বস্তু মানবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় নন—অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ, তিনিই অধোক্ষজ। জীবের ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ জ্ঞান অধোক্ষজ বস্তুকে মেপে নিতে পারে না। ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্—একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তবে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই অধোক্ষজ ভগবানের আংশিক পরিচয় মাত্র, সমাক্ পরিচয় নন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্বের অংশী শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অধোক্ষজ বস্তু।

বিষ্ণুভক্তির কথা আলোচনার অভাবে মানুষ ‘বিষ্ণু’-শব্দকে Secular মনে করছে। বিষ্ণু-বস্তু দর্শন করবে না—এটা antivedantic বিচার। বিষ্ণু matter এর কোন জিনিষ নন। হেগেল Transcendental এর কথা বলেছেন। অবিন্দ্যকৃতিতে গ্রীক্ ল্যাটিন্ প্রভৃতি ব্রাহ্মী, ধেরোণ্ডি, পুরুষাসাদী, সান্কাই ভাষায় যে-সকল বিচার—যা' একায়ন-বিচারের সঙ্গে দ্বৈধতা উপস্থাপিত করছে, অধোক্ষজের আলোচনা হতে থাকলে সে সব মতদ্বৈধতা আর থাকবে না—সবই অধোক্ষজের অঙ্গুত হয়ে যাবে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপারোক্ষ—এই কয়টি কথাই ব্রাহ্মী ধেরোণ্ডি প্রভৃতির আলোচনার বিষয়; অধোক্ষজ বস্তুর আলোচনা হচ্ছে না। কেউ কৃষ্ণকে ইতিহাস-মূলক বস্তু মনে করেন, কেউ বা allegory বলে মনে করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-বস্তুটির সন্ধান কেউই পাচ্ছেন না। শ্রীমদ্রাধু ও তাঁর অঙ্গুত গোষ্ঠাগিণ এই কৃষ্ণতত্ত্বের কথা বলেছেন; কিন্তু তাঁদের কথা শুনে কে? সকলেই তাঁদের প্রদর্শিত পহার বিপরীত দিকে চলে—সবই বিরোধী।

কতকগুলি অবिवেচক লোক মহাপ্রভুর কোন কথা না বুঝে আপনাদিগকে ‘গুরু’ অভিমান করছে, সেই সব

অবিবেচক লোকের অনুগমনে জগতের যে কি সর্বনাশ হচ্ছে, তা' আর বলবার কথা নয়। কপটতা করে গলায় মালা, নাকে তিলক দিয়ে তা'রা যে কি করছে—নিজেদের শির নিজেরাই যুগপাঠে ছেদন করাচ্ছে, তা' বুঝতে পারছে না। Altruism বলতে গিয়ে একদল লোক খুব উদারতা দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু মহাবদন্ত পরমোদাধ্যবিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যে altruism

এর কথা বল্লেন, তা' বুঝবার জন্য তা'রও আগ্রহ দেখা যায় না! শ্রীচৈতন্যদেবের পরোপকার-রহস্য বুঝবার সৌভাগ্য হলে জগতের সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা—তর্ক বিতর্ক থেমে যাবে। জগৎ একবার শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুক, তাঁর কথা একটু স্থির ধীর হ'য়ে শুদ্ধক—সকলেরই মঙ্গল হবে।

দশমূল নির্ঘ্যাস

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

আমায়ঃ প্রোহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ববশক্তিং রসাক্রিম্
তত্ত্বিন্নাংশাংশ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ ভাবাং ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেতু্যপাদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সং ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে দশটি তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি প্রমাণ তত্ত্ব ও শেষ নয়টি প্রেমের তত্ত্ব। যে-সকল বিষয় প্রমাণ করা যায়, তাহারাই প্রেমের এবং যদ্বারা সেই প্রেমের-সকলকে প্রমাণ করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্লোকটি দশমূলের সমষ্টি। সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আমায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদেরকে নয়টি প্রেমের অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয়—শ্রীহরিই একমাত্র পরম তত্ত্ব। নবজলদকান্তি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি শব্দের বাচ্য। উপনিষদগণ যাহাকে ব্রহ্ম বলেন তিনি শ্রীহরির

চিহ্নিগ্রহের প্রভা মাত্র। কৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন। যোগিগণ যাহাকে পরমাত্মা বলেন তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাহার দৈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাত-মাঝে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়—সেই শ্রীহরি সর্ববশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গরূপে চিহ্নিত, বহিরঙ্গরূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থরূপে জীবশক্তি। চিহ্নিতদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি তত্ত্ব, মায়াশক্তি দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তি দ্বারা অনন্ত কোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সন্ধিৎ ও জ্ঞানাদিনী রূপা তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়—সেই শ্রীকৃষ্ণহরিই অধিল রস-সমুদ্র। শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রস। সকলরসের মধ্যে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজ-লীলায় সেই মধুর রসের বিগুহভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান। যথা—(১) সুরম্যাদ, (২) সর্বসম্মুগ্ধযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান, (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাবাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাকপট, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭)

কৃতজ্ঞ, (১৮) সূদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী অর্থাৎ জিতেদ্রিয়, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত অর্থাৎ দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান, (২৮) সম অর্থাৎ সৌম্য-চরিত, (২৯) বদান্ত, (৩০) ধার্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ অর্থাৎ সরল, উদার, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জায়ুক্ত, (৩৭) শরণাগতশালক, (৩৮) স্মৃধী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্ত, (৪১) সর্বসুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্তিমান, (৪৪) লোকান্তরুক্ত অর্থাৎ লোক সমূহের অল্পরাগ ভাজন, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারীমনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্যযুক্ত এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতার বর্তমান। (১) সর্বদা স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিতানূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত-স্বরূপ,

(৫) অখিল সিদ্ধিবশকারী অতএব সর্বসিদ্ধি নিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুণ বর্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিবা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচ্ছিত্য-মহাশক্তি, (২) কোটী ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অভূতরূপে বর্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেম-শোভাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলগীত গান, (৪) যাহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং-বিধ রূপ-সৌন্দর্য্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়াঘিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল রসামৃত-সমুদ্রস্বরূপ।

(ক্রমঃ)

তদীয়-সেবন

‘বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি’

[পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।

চতুর্দ্বী বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥

জীবন্তাস করিলে শ্রীমূর্তি পূজা হয়।

‘জন্মান্ত্র এ চারি ঈশ্বর’ বেদে কয় ॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২।৮।১-৮২

গ্রহ-ভাগবত, ভক্ত-ভাগবত, তুলসী ও গঙ্গা—এই চারিটি ভগবৎ-সম্বন্ধি-বস্তু ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ-স্বরূপ ‘তদীয়’ বস্তু। বহির্বিচারে শ্রীঅর্চামূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে তবে তাহা পূজ্য হয়, কিন্তু এই তদীয়-

বস্তু-চতুষ্টয় স্বভাবতঃই পূজ্য—প্রাণবস্তু, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইহাদের পূজ্যত্ব বা চেতনত্ব সম্পাদন করিতে হয় না। ইহারা ভগবৎ-সম্বন্ধি প্রভুত্ব—চিহ্নবস্তু, জগতের অন্ত্রাণ অচিৎ ভোগ্যবস্তু সদৃশ নহেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও—“তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত। এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২১)—এই পয়ারে তদীয়-সেবনকে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্ততম বলিয়াছেন। আবার সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥—এই পাঁচটিকে যে, সকল সাধনশ্রেষ্ঠ মুখ্য অঙ্গ বলিয়া জানাইয়া ইহাদের অঙ্গ

অর্থাৎ আংশিক সঙ্গপ্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জানাইয়াছেন, সেই মুখ্যাদপক্ষকের সহিতও উক্ত তদীয়-সেবনের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে আবার তদীয় বৈষ্ণবসেবার সহিত সকল ভক্ত্যঙ্গেরই অবিলেচ্ছ সম্বন্ধ বিद्यমান। ‘ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা’? ভক্ত ভাগবতের সঙ্গ ব্যতীত—তাহার সেবা ব্যতীত—কোন ভক্ত্যঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না।

শ্রীমহাদেব পার্শ্বতীকে বলিয়াছিলেন—

“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম।

তন্মাত্র পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥”

অর্থাৎ হে দেবি! সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, আবার তদীয়ের সমাকর্ষণ, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর।

“অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ার্চয়েত্তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ তদ্বৎস্ত্রীগোবিন্দের অর্চনা করিয়া যিনি ‘তদীয়’ বস্তুর অর্চনা করেন না, তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে হইবে না, সে ব্যক্তি কেবল দান্তিক।

তুলস্ত্রাদি তদীয়সেবায় অনাদর করিয়া তদ্বৎস্ত্রীগোবিন্দকে আদর করিতে গেলে গোবিন্দ কখনও সে আদর স্বীকার করিবেন না। ভক্তবৎসল গোবিন্দ ভক্ত-প্রেমবন্ত, তাহার ভক্তকে আদর করিলেই তিনি সহজে প্রীত হন। তিনি বলেন—যাহারা ‘আমার ভক্ত’ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়, আমার ভক্তের ভক্তই আমার উত্তম ভক্ত বলিয়া গণ্য।

“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মন্ত্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥”

—চৈঃ চঃ ম ১১।২৮ ধৃত আদিপুরাণবচন

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রায়-রামানন্দ প্রতি প্রীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্রূপায় রায়-রামানন্দ সমীপে মহারাজকে ভাবী কৃপাদানের ইঙ্গিত করিতেছেন—

“প্রভু কহে,—তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান।

তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান॥

তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজ্যার।

এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার॥”

(চৈঃ চঃ ম ১১।২৬-২৭)

ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধব ভগবদ্ভক্তিযোগ সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিতেছেন—

“আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।

মন্ত্তপূজাভ্যাদিকা সর্বভূতেষু মম্মতিঃ॥

মদখেদদ্বিচেষ্টা চ বচসা মদগুণেরণম্।

মদ্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্॥”

ইত্যাদি—(ভাঃ ১১।২৯-২২)

অর্থাৎ আমার পরিচর্যায় আদর, সর্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের বিশেষ পূজা, সর্বভূতে মৎসম্বন্ধবুদ্ধি, আমার জন্ত অঙ্গচেষ্টা (অর্থাৎ কৃষ্ণক-তাৎপর্য্য বিশিষ্ট কার্য্যে অখিলচেষ্টা হওয়া), বাক্যদ্বারা আমার গুণকথন, আমাতে মন অর্পণ এবং সর্বকাম বিসর্জন (অর্থাৎ মনের কৃষ্ণের বিষয়-ভোগবাসনা পরিত্যাগ)—এই সকলই শুদ্ধভক্তের কৃত্য।

“আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥”—চৈঃ ভাঃ

শুদ্ধভক্তের সেবালাভ বহু জন্মের স্মৃতি সাপেক্ষ।

শ্রীমৈত্রেয় মুনির নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বিজয়ের সংশয় নিরাকৃত হইলে বিজয় বলিতেছেন—

“দ্রুপা হস্ততপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবাস্তু।

যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ॥”(ভাঃ ৩।৭।২০)

অর্থাৎ যে সকল মহদ্ব্যক্তি সর্বদা সর্বদেবময় জনার্দন শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন করিয়া থাকেন, সেই সকল বৈকুণ্ঠপঞ্চগামী কৃষ্ণদাসগণের সেবা-সৌভাগ্যলাভ অল্পতপা ক্ষীণ-পুণ্যজনের পক্ষে দুস্প্রাপ্য।

মহগুণব্রিত হরিকথা শ্রবণকালে শ্রীহরিতে প্রীতির উদয় হয় এবং তৎকালেই দেহাত্মসন্ধান প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

“সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ-নাম এই মাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥”

ভগবদ্-ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই, আর সেই ভক্তসঙ্গলাভও পূর্বসম্বিত

ভক্ত্যুখী স্কৃতি ফলে হইয়া থাকে—

“ভক্তিগুণ ভগবদ্ভক্তসংগে পরিজায়তে ।

সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্কৃতিতৈঃ পূর্বসন্ধিতৈঃ ॥”

কিন্তু স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—এই চারিটি ভেদে প্রকোদয় হয় না—

“মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে নামব্রহ্মনি বৈষ্ণবে ।

স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥”

(পদ্মপুরাণ)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিচরণ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের প্রারম্ভেই লিখিতেছেন—

“যাবৎ পাপৈশ্ব মলিনং হৃদয়ং স্নাতবদেব হি ।

ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্নাতং সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরো তথা ॥”

অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয় পাপকলুষিত থাকে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহার সচ্ছাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি হয় না অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ আশ্রিত্য বুদ্ধির উদয় হয় না এবং সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি হয় না । নিজ দেহমনোধর্ম্মে ইচ্ছন সরবরাহকারী অসৎ অজ্ঞানকে গুরুত্ববকে গুরুবুদ্ধি করিয়া হতভাগ্য জীব তদ্রূপদেশে গোলোকবৈকুণ্ঠের বিপরীত পথে পরিচালিত হয় ।

বিদেহরাজ শ্রীনিমি তাঁহার বজ্রহুলে বদ্রচ্ছাক্রমে সমাগত মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভে অত্যাশ্রিত হইয়া তাঁহাদের পূজা বিধান পূর্বক কহিতেছেন—

“হ্রস্বভো মাহুযো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।

তত্রাপি হ্রস্বভং মন্ত্রে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥

অত আত্যস্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোহনঘাঃ ।

সংসারেহস্মিন্‌ ক্ষণাক্ষৌহপি সংসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্ ॥”

—ভাঃ ১১।২।২০-৩০

অর্থাৎ দেহধারীজীবগণমধ্যে ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ বড়ই হ্রস্বভ, কিন্তু তাহা হইতেও হ্রস্বভ মনে করি— বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত-ভাগবতের দর্শনলাভ । সুতরাং হে নিষ্পাপ ভক্তবৃন্দ, আমি আপনাদের নিকট চরম পরম মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । এ সংসারে ক্ষণকালেরও অধিকাল ভবাদৃশ সাধুসঙ্গলাভ মনুষ্যগণের পক্ষে মহামূল্য নিধি প্রাপ্তিস্বরূপ পরমানন্দ জনক ।

‘আত্যস্তিকক্ষেম’ বিষয়ক পরিপ্রশ্নের প্রকৃত সহজতর অনব ভাগবতবরণ্য নবযোগেন্দ্রের স্মার ভক্তবৃন্দই দিতে সমর্থ । তাঁহারাই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ পূর্বক তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে আচার প্রচার রত প্রকৃত আচার্য্য । যেহেতু বায়ুপুরণে উক্ত হইয়াছে—আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি । স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যন্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥” অর্থাৎ শাস্ত্রের গূঢ়ার্থচয়ন করিয়া যিনি তাহা স্বয়ং আচরণ পূর্বক অত্ৰকে তাহার আচরণে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই আচার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হন । “আপনি আচরি’ ধর্ম্ম জীবেরে শিখায় ।”

শ্রীভগবদ্ভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে এবং শ্রীভগবানে পরাভূতভক্তিসম্পন্ন শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবপাদপদ্মে ভক্তি না থাকিলে দুর্বিগাহ শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কখনই বোধগম্য হয় না । যেতাম্বতর বলেন—

“যন্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥”

অর্থাৎ বাঁহার শ্রীভগবানে পরা—উজ্জিতা বা প্রবলা ভক্তি বিজ্ঞমান, শ্রীভগবানে যেমন, শ্রীগুরুপাদপদ্মেও যদি তদ্রূপ পরা ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই কেবল শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ।

শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবের কৃপা লাভ হয় না, আবার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীতও ভগবৎ-কৃপা লাভের আশা সুদূরপরাহত । শ্রীগুরুপাদপদ্ম সঙ্গযোগ্য বৈষ্ণব চিনাইয়া না দিলে আমরা অসাধুকেই সাধু মানিয়া বসিব এবং সেই অসাধুর সঙ্গফলে শুদ্ধভক্তি-মার্গ চ্যুত হইয়া ক্রমশঃ নিয়মগামী হইব । আবার শ্রৌত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ—শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠাত উপশমশ্রিত শুদ্ধভক্তি-যোগারূঢ় সদ্‌গুরু না হইলে, সঙ্গযোগ্য শুদ্ধভক্তি-নির্ঘ-ব্যাপারে, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন — শ্রীমদ্ব্যাক্রমুর শ্রীমুখনির্দিষ্ট সর্ববিধভক্ত্যঙ্গ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন নাম-সংকীর্ত্তনে উদাসীন বা নামাপরাধলিপ্ত, যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত-রূপ অসৎসঙ্গদোষদ্রষ্ট গুরুত্বব সম্পূর্ণ অসমর্থ । কয়লাকে যেমন আগুনে না পোড়াইলে কোনক্রমেই তাহার মলিনত্ব অপগত হয় না, জগতের

যাবতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়ে শতশতবার ধুইয়াও যেমন তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্তিত হইতে পারে না, তদ্রূপ জলন্ত অগ্নি সদৃশ দিব্যজ্ঞানগর্ভ সদগুরুপদেশ ব্যতীত মায়া-পিশাচীর করাল কবল হইতে কিছুতেই নিস্তার নাই।

* * *

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈরাগ্য পায় ॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ॥
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥

* * *

তাতে কৃষ্ণভঞ্জে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২ শ পঃ)

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহাকেই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ‘পিশাচী’ বলিয়া জানাইয়াছেন। তাই শ্রীল জগদানন্দ তাঁহার ‘প্রেমবিবর্ত্ত’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“অসাধু সঙ্গতে ভাই নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে, ‘নাম’ কভু নয় ॥
কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ।
ইহা ত’ জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তিবাধ ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥”

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিমুখতাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৫)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও ঐ শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

“ভুক্তিমুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রোজ্জিতকৈতব পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ‘ধর্মঃ প্রোজ্জিত-কৈতবোহত্র পরমো নির্যংসরাণাং সত্যং’ এই বস্তুনির্দেশরূপ

মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ধর্ম, অর্থ ও কামবাঞ্ছাকে অজ্ঞানতমঃ রূপ কৈতব বলিয়া জানাইয়া মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রধান কৈতব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে কৃষ্ণভক্তি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, এইরূপ বলিয়াছেন—
(চৈঃ চঃ আদি ১।১০-১২)। ভক্তোক্তরূপক শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ “প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবং নিরস্তমিতি” অর্থাৎ ‘প্রোজ্জিতকৈতবঃ’ শব্দের ‘প্র’-শব্দদ্বারা মোক্ষের আভিসন্ধিরূপ কৈতব নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করতঃ ধর্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা-শূন্য অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা-শূন্য ভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ কৃষ্ণভক্তির বাধক যাবতীয় শুভাশুভকর্মকেও জীবের অজ্ঞানতমোদর্শন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের অত্যাভিলাষিতাশূন্য ইত্যাদি শুদ্ধভক্তি-সূত্র শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ বস্তুনির্দেশরূপ মঙ্গলা-চরণেরই অন্তর্ধান। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অষ্টৈতুকী রূপাক্রমেই ঐ অজ্ঞানতমঃ-রূপ কৈতব বিনষ্ট হইয়া জীব-হৃদয়ে শুদ্ধতত্ত্বোদয় সম্ভব হয়। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বই প্রকৃততত্ত্ব-পরিচয়। “কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কন্যায়োগজ্ঞান ॥” (চৈঃ চঃ ম ২২।১৭) ঐ ভক্তি আবার পরম আনন্দস্বরূপ নাম-সংকীর্তন-প্রধান। এজন্ত নাম-সংকীর্তন শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গেই বাঞ্ছনীয়। ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী অসাধুসঙ্গে বহুজন্ম ধরিয়া অবণ-কীর্তন করিলেও কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লভ্য হইবে না।

“সাধুসঙ্গ-রূপা কিম্বা কৃষ্ণের রূপায়।

কামাদি ‘হঃসঙ্গ’ ছাড়ি’ শুদ্ধভক্তি পায় ॥

সংসঙ্গাশূন্যতঃ সঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বৃধঃ।

কীর্ত্যমানং যশো যন্ত সক্রদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥

(ভাঃ ১।১০।১১)

[অর্থাৎ সংসঙ্গক্রমে হঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক পণ্ডিত-ব্যক্তি বাহার কীর্ত্যমান, ক্রটিকর যশঃ একবার শুনিয়া কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।]

—চৈঃ চঃ ম ২৪।১২-১৩

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ‘চতুর্বিধা ভজন্তে মাং’ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আর্ভ ও অর্থার্থীকে

বুড়ুসু এবং জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীকে মুখুসু-পর্যায়ের ধরিয়া বলিয়াছেন — এই চারিপ্রকার লোক [আর্ন্ত—ক্লিষ্ট—আপদগ্রস্ত গজেন্দ্রাদি, অর্থার্থী—সুখসম্পদিচ্ছু ক্রবাদি, জিজ্ঞাসু—আত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছু শৌনকাদি, জ্ঞানী—লব্ধবোধ শূকাদি ।] ভক্ত্যুপাখ্যী স্কৃতিসম্পন্ন হইলেই তত্তৎকামাদি ছাড়িয়া মহাভাগ্যবান্ শুদ্ধভক্তিমান্ হন—

আর্ন্ত, অর্থার্থী—দুই সকাম ভিতরে গণি ।

জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী—দুই মোক্ষকামী মানি ॥

এই চারি স্কৃতি হয় মহাভাগ্যবান্ ।

তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান্ ॥

(চৈঃ চঃ ম ২৪।২০-২১)

আর্ন্তাদি চারিপ্রকার স্কৃতি কবায় বা অনর্থযুক্ত, ঐ চতুর্বিধ কামনাকে কখনও নিকামভক্তির কারণ বলিয়া জানিতে হইবে না । ঐ সকল কাম ছাড়িলে তবে শুদ্ধভক্তি লাভের আশা হয় ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পূর্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ১ম অধ্যায়ে কৈতবকে ‘অজ্ঞানতমঃ’ বলিয়া জানাইয়াছেন, এক্ষণে মধ্য ২৪শ পরিচ্ছেদে ‘কৃষ্ণ’ ও ‘কৃষ্ণ-ভক্তি’ বিনা অস্ত্র সমস্ত কামনাকেই ‘দ্রুঃসঙ্গ’ বলিয়া জানাই-তেছেন এবং ইহাকেই ‘কৈতব’ কপটতা বা আত্মবঞ্চনা বলিতেছেন । ভক্তির ছলনাবিশিষ্ট ঐসকল আত্মবঞ্চক বা আত্মবঞ্চনার প্রশ্রয়দাতৃগণই দ্রুঃসঙ্গ, ঐরূপ আত্ম-বঞ্চকের সঙ্গরূপ দ্রুঃসঙ্গ থাকিতে কোটি কোটি জন্মেও কৃষ্ণভক্তি লাভ সম্ভব হইতে পারে না ।

“‘দ্রুঃসঙ্গ’ कहिये ‘कैतव’, ‘आत्मवञ्चना ।’

‘कृष्ण’, ‘कृष्णभक्ति’ बिन। अस्त्र कामना ॥”

(চৈঃ চঃ ম ২৪।২৪)

“‘ততো দ্রুঃসঙ্গমুৎসজ্জা সংস্রু সজ্জত বুদ্ধিমান্ ।

সমস্ত এবাশ্চ ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥”

(ভাঃ ১১।২৬২৬)

[“অতএব দ্রুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসঙ্গ করিবেন । সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা তাঁহাব সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন ।”

(চৈঃ চঃ আ ১।৫৯ অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীভগবান্ কপিলদেবও মাতা দেবহৃতিকে লক্ষ্য

করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণকালে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা অর্থাৎ সাধনভক্তি, রতি অর্থাৎ ভাবভক্তি এবং ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি উদয়ের কথা বলিতেছেন—

“সতাং প্রসঙ্গান্মম বোধ্যসাংবিদো ভবন্তি

হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জোষণাদাশ্রয়পর্ববান্নি শ্রদ্ধারতিভক্তিঃকৃত্যক্রমিযতি ॥”

(ভাঃ ৩।২৫।২২)

[“সাধুসঙ্গক্রমে আমার বোধ্যসূচক হংকর্ণরসায়ন কথাসকল আলোচিত হয় । সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ (অর্থাৎ অবিজ্ঞানিবৃত্তি) পথ-স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা (এই শ্রদ্ধাই সাধন-ভক্তির প্রথম স্তর বলিয়া ইহাকেই সাধনভক্তি বলা হয়), পরে রতি (অর্থাৎ ভাবভক্তি) ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদ্ভিত হয় ।”—চৈঃ চঃ আ ১।৬০ অঃ প্রঃ ভাঃ]

যিনি যেরূপ সঙ্গ লাভ করিবেন, স্পর্শমণির হ্রাস তাহাতে সেইরূপ সঙ্গের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে—

“যন্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ হ্রাসং তদগুণঃ”

(হরিভক্তিসুখোদয় ৮।৫১)

এজন্ত সঙ্গবিচারে বিশেষ ‘উদারবী’ (ভাঃ ২।৩।১০)— বুদ্ধিমান্ বা বিচারজ্ঞ না হইলে সুফল লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে । সওয়া এগার লবে এক সেকেণ্ড । এই এক সেকেণ্ডের সওয়া এগার ভাগের এক ভাগ—একলব । এই নিমেষ বা লবমাত্র কালও সাধুসঙ্গে সর্কসিদ্ধি লাভের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তারত্বরে কীর্তন করিয়াছেন—

“‘সাধুসঙ্গ’, ‘সাধুসঙ্গ’—সর্কসাস্ত্রে কয় ।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্কসিদ্ধি হয় ॥”

(চৈঃ চঃ ম ২২।৫৪)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণব বা সাধুর কৃপা-তেই অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধভক্তি লাভ হয়—

“কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় ‘সাধুসঙ্গ’ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥”

(চৈঃ চঃ ম ২২।৮০)

“মহৎকৃপা বিনা কোন কন্ঠে ‘ভক্তি’ নয় ।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥”

(চৈঃ চঃ ম ২২।৫১)

রহুগৈতৎ.....বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্” (ভাঃ ৫।১২।১২), “নৈবাং মতিস্তাবহুক্রমাজিৎস্পৃশতি.....মহীরদাং পাদরজোহভিষেকং নিক্ষিপনানাং ন বৃণীত যাবৎ” (ভাঃ ৭।৫।৩২) প্রভৃতি ভাগবতীয় বহু শ্লোকে নিক্ষিপন মহৎপাদাশ্রয়-ক্রমেই কৃষ্ণভক্তি লাভের কথা কোত্তিত হইয়াছে। ভোগোন্মুখী বা মোক্ষোন্মুখী পূর্বরূপ-ফলে কন্মী বা জ্ঞানী-সাপুৰুষ সঙ্গ লাভ হয়, তৎফলে হৃদয়ে বুড়ুক্ষা বা মুমুক্ষা জাগিয়া উঠে, কিন্তু ভক্ত্যুন্মুখী স্নকৃতি-ফলে শুদ্ধভক্তসঙ্গসৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। কন্ম-জ্ঞান-যোগাদি সকলেই ভক্তিমুখনিরীক্ষক, ভক্তিব্যতীত কেহই স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল দিতে পারে না; কিন্তু ভক্তি অগ্রনিরপেক্ষা, কন্মজ্ঞানাদির কোন প্রকার সাহচর্য্য ব্যতীতই শ্রবণকীর্ত্তনাদি কেবলা-ভক্তি হৃচ্ছন্দে পঞ্চম-পুরুষার্থ ‘প্রেম’ নামক মহাফল দানে সমর্থ। ভীষণবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—বন্মজ্ঞানাদি যাবতীয় শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করিয়া মানুস্য যতপ্রকার শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগাশ্রয়ে অনায়াসে সেই সকল শ্রেয়ঃ পাইতে পারেন, কিন্তু আমার ঐকান্তিক ভক্তের বৈশিষ্ট্য এই যে, আমার ভক্ত আমি ঐ সকল অবান্তর ফল দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না। (“তস্মান্ভক্তিমুক্তস্ত.....কৈবল্যমপুনর্ভবম্” —ভাঃ ১।১২।১০১-৩৪ উষ্টব্য।)

ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত অগ্র সমস্ত সাধনই অজগল-স্তনবৎ নিষ্ফল (চৈঃ চঃ ম ২৪।৮৮)। একত্র বুদ্ধিমান্ জনগণ বুড়ুক্ষা বা মুমুক্ষা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধভক্তিযোগে ভগবৎ-পাদপদ্ম অহুশীলনে প্রবৃত্ত হন। “অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি’ বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।” বুড়ুক্ষ ও মুমুক্ষু-সাপুৰুষ ‘তদীয়’ পদবাচ্য নহেন। সূতরাং তদীয়-সেবন-বিচারে ভক্তিযোগারূপক্ষু বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে যোগারূঢ় হইয়া প্রেমসিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীমদ্রূপপ্রভু বলিয়াছেন—

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীৰ্ত্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।”

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১

অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম গ্রহণ না করিলে প্রেমধন লাভ হয় না। কিন্তু এই অপরাধ দূর করিতেও আবার হরিনামাশ্রয় ব্যতীত অগ্রকোন সাধনান্তর অবলম্বন করিতে হয় না। ভক্তি অগ্রনিরপেক্ষা হইয়া স্বয়ং সফল ফল প্রদানে সম্পূর্ণ সমর্থ। অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণ করিতে করিতে নামই রূপা পূৰ্বক ক্রমশঃ সকল অপরাধ দূর করিয়া দিয়া জীবকে শুদ্ধ-নামগ্রহণে যোগ্যতা দেন এবং অচিরেই কৃষ্ণপ্রেম সম্পদের অধিকারী করেন। অপরাধের প্রশ্রয় দিয়া বা অপরাধ থাকাকালে কখনও প্রেম লাভ হয় না।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥

(ভাঃ ২।৩।১০)

[অর্থাৎ পূর্বে অকামই থাকুক, সর্বকামই (উক্তান্তর সর্বকামনাযুক্ত) থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবা মাত্র মানুস্য তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরমপুরুষ কৃষ্ণের যজ্ঞন করিবেন।] ‘তীব্রেন’ শব্দে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ‘জ্ঞানকম্যামিশ্রণ ভক্তিযোগেন’ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—ভাঃ ৫।১২।২৬টীঃ উষ্টব্য।

‘কৃষ্ণ, তোমার হস্ত’ যদি বলে একবার।

মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তাহে করে পার ॥

সকলদেব প্রপন্নো যন্তবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্বদা তন্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

[বিভীষণসহ মিলন প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিতেছেন—“আমার ব্রত এই যে, যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও ‘তোমার আমি’ এই কথা বলিয়া আমার অভয় বাঁচা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্বদা দিয়া থাকি।]

মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী ‘সুবুদ্ধি’ যদি হয়।

গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

অগ্রকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।

না মাগিলেহ কৃষ্ণ তাহে দেন স্ব-চরণ ॥

কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।

অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্থ।

আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে' বিষয়' কেনে দিব?

স-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব।

—চৈঃ চঃ ম ২২।৩৩-৩৩

উপর্যুক্ত পয়ার সকলের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—“দুর্কীসনা-দুঃসঙ্গক্রমে জীবের মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকাম উদ্ভিত হয়। যদি কোন সংসঙ্গে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে জীব মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিত্যাগপূর্বক গাঢ় শুদ্ধভক্তিব্যোগে কৃষ্ণকে ভজন করে। মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকামিগণ শুদ্ধভক্তিকামী নন। তাঁহারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ-কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে সাধনভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা যদিও তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ রূপা করিয়া তাহা তাঁহাদিগকে দেন। কৃষ্ণ এট কথ্য বলেন যে, ‘এই সম্প্রতি ভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়মুখস্পৃহা ছিল এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ স্বভাবগত হইয়া আছে; এ ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা করিয়াছে, অতএব এ ব্যক্তি বড়ই মূর্থ। এ ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে সদিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমি—বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, উহার পক্ষে যাহা সদস্য তাহা জানি, অতএব আমার সচরণামৃত দিয়া উহার বিষয়বিষ-পিপাসা ভুলাইয়া দিব।”

দেবগণ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ ভারতবর্ষে মানব জন্মের সর্গজন্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং স্বয়ং শ্রীহরিরও তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে তাঁহার অহৈতুকী শুদ্ধা-ভক্তিরসামৃতের আবাদন-সৌভাগ্য দান-প্রসঙ্গ বর্ণনমুখে বলিতেছেন—

“সত্যং দিশত্যাখিতমখিতো নৃণাং

নৈবার্থদো যৎ পুনরখিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-

মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্”।—ভাঃ ৫।১২।২৬

[“অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অত্ৰকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাহা

ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অত্ৰকামনা-শান্তিকারী সেই নিজ-পাদপল্লব দিয়া থাকেন।”

তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিলেন—

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।

কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে।

(চৈঃ চঃ ম ২২।৪১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিতেছেন—

“সামান্য কামের উদ্দেশ্যে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার পূর্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে, কৃষ্ণভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্বোদ্দিষ্ট কাম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে।”

ভক্তপ্রবর প্রবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে প্রব বলিয়াছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং বাং প্রাপ্তবান্

দেবমুনীন্দ্রগুহম্।

কাচং বিচিঘ্নমপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি

বরং ন যাচে”।

(হরিভক্তিসুধোদয়)

হে প্রভো, আমি উচ্চস্থানাভিলাষী হইয়া আপনার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেবমুনীন্দ্রগুহ যে আপনি, আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। সামান্য কাচ অঘেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইয়া গেলাম। হে স্বামিন্, আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর অত্ৰ কোন বর আমি যাচঞা করি না।

শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণরূপা এবং কৃষ্ণভক্তি এই তিনটি বস্তুর স্বভাবগত প্রভাব এই যে, ইঁহারা “কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ, মায়ার প্রদত্ত যাবতীয় সৌভাগ্য এবং অত্যাভিলাষ, কাম, জ্ঞান ও যোগ-প্রবৃত্তি—সমস্তই ছাড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণে ‘ভাব’ উপাদান করেন।”

(চৈঃ চঃ ম ২৪।১২ অনুভাষ্য)।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪ শ পঃ) ভক্তির প্রভাব প্রদর্শনার্থ শ্রীশুক, সনকাদি ও নব-যোগেন্দ্রের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া বলিতেছেন—

আজন্ম ‘ব্রহ্মময়’ জ্ঞানী শুকদেব শ্রীবাসকৃপায় কৃষ্ণ-
গুণাকৃষ্ট হইয়া পিতৃসমীপে মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত
অধ্যয়ন পূর্বক কৃষ্ণলীলামৃত আশ্বাদনরত হইয়াছিলেন।

শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে অর্পিত তুলসীচন্দন-গন্ধ আশ্রাণ
করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ আত্মারাম জ্ঞানী
চতুঃসনেরও চিত্ত ও তত্ত্বের ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ
তাঁহারা ভক্তিরসপ্লুত হইয়া শুদ্ধসাত্বিকবিকারার্ছন্ন
হইয়াছিলেন।

নবযোগেন্দ্রও আজন্ম ‘সাধক জ্ঞানী’, তাঁহারাও ব্রহ্মা-
শিব-নারদমুখে কৃষ্ণগুণগাথা শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট
হইয়া কৃষ্ণভজন করিয়াছেন।

আত্মারামাশ্রমুনয়ো নিগ্রহা অপারকৃমে।

কুর্ষহত্বাহৈতুকীং ভক্তিমিখভূতগুণো হরিঃ॥

—ভাঃ ১।৭।১০

[“আত্মাতেই স্বাধাদিগের বসতি, এরূপ বাসনা-গ্রস্থি-
শূন্য মুনিসকলও বৃত্তকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী ভক্তি করিয়া
ধাকেন; কেননা, জগতের চিত্তহারী শ্রীহরির এইরূপ
একটি (অসাধারণ আকর্ষণী) গুণ আছে।”]

“সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।

ব্রজ বাস,—এই পঞ্চ-সাধন প্রধান ॥

এই পঞ্চমধ্যে এক ‘স্বপ্ন’ যদি হয়।

সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥

* * *

উদার মহতী যার সর্বোত্তমা বুদ্ধি।

নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥

ভক্তি-প্রভাব,—সেই কাম ছাড়াঞ।

কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষণী ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২৪।১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯২

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু মধ্য ২২শ অধ্যায়েও
(১২৫-১২৬ পয়ায়ে) উক্ত মুখ্য সাধনপঞ্চকের কথা
বলিয়াছেন। কিন্তু “এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু
অঙ্গ। নির্ভী হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥” এই বাক্য
দ্বারা নির্ভী ব্যতীত যে প্রেমোদয়-সম্ভাবনা থাকে না, ইহা
বিশেষ ভাবে জানাইয়াছেন। আর সর্বোত্তমা বুদ্ধিমত্তারও
পরিচয় প্রদত্ত হয়—স্থূল বা হৃদয়ভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-
বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্যবাহার ॥
বুড়ফা ও মুমুক্ষায় স্থূল ও হৃদয়ভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাভি-
লাষাত্মক ‘কাম’ বিত্তমান, কৃষ্ণপ্রীতি এই কামগন্ধ-শূন্য
হইবে, ইহা বুঝিবার সৌভাগ্য হইলেই ‘উদারবীঃ’ হওয়া
যায়, নতুবা কেবলা বা শুদ্ধা ভক্তির সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান-
মিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিকে বা কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা-গন্ধশূন্য
ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছামূলক কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গকে
একাকার করিবার চেষ্টামূলে অজ্ঞতাকেই বিজ্ঞতা বা
সাক্ষীগতাকেই উদারতা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইবে।
প্রাকৃত রাজ্যে যত প্রকার মত, তত প্রকার পথ বলিয়া
নির্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃতরাজ্যে গোলোকবৈকুণ্ঠ
প্রবেশের একমাত্র পথ ভক্তি। গীতা বলিয়াছেন—
ভক্ত্যা মামভিজানাতি, ভাগবত বলিতেছেন—ভক্ত্যা-
ভমেকয়া গ্রাহঃ।

“একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্মৈ নামানি যানি কন্যাং প্যেকং তস্য দেবস্ত সেবা ॥

[অর্থাৎ শ্রীভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্ম-
বিনির্গতা বাণীই একমাত্র শাস্ত্র, দেবকীপুত্র কৃষ্ণই
একমাত্র আরাধ্য দেবতা, জন্মকর্ত্তাছন্দস্বরে তাঁহার যে-
সকল নাম, তাহাই একমাত্র মন্ত্র, সেই পরাংপর দেবতা
কৃষ্ণের সেবাই একমাত্র করণীয় কর্ম্ম।]

প্রচার-প্রদর্শ

মুজ্জফরনগরে—শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরি-
ব্রাজকাচার্য ত্রিদিবস্বামী ও শ্রীমদ্ভক্তিদ্রবিত মাধব গোস্বামী
বিষ্ণুপাদ পাজাব ও হরিয়ানা প্রদেশের বিভিন্নস্থানে
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ব্যপদেশে পরিভ্রমণকালে চণ্ডীগড়ে

অবস্থানকালীন মুজ্জফরনগরবাসী নাগরিকগণের সাদর
আমন্ত্রণে বিগত ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল সোমবার পূর্বাঙ্কে
পার্বদবৃন্দ সমভিব্যাহারে দুইটা মোটরযানযোগে চণ্ডীগড়
হইতে শুভযাত্রা করতঃ আখালা ক্যান্ট রেলওয়ে স্টেশনে

পৌছিয়া তথা হইতে ট্রেনযোগে অপরাহ্নে মুজফরনগর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিপুল সম্বর্দনা জ্ঞাপন করেন এবং দুইটা মোটকারযোগে শ্রীল আচার্যদেব ও ভক্তগণকে ষ্টেশন হইতে নির্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গাঁধি কলোনীতে লইয়া আসেন। ৭ই এপ্রিল হইতে ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ৮ই এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে, ১০ই ও ১১ই এপ্রিল প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীসন্ত আশ্রমে, ১০ই এপ্রিল রাত্রিতে শ্রীসনাতনধর্মসভায় এবং ১১ই এপ্রিল প্রাতে ও রাত্রিতে নিউ মণ্ডীহ কীর্তনভবনে বক্তৃতা ও কীর্তন অল্পস্থিত হয়। শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বহু শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির বৈশিষ্ট্য এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনের সর্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিলে সভায় সমুপস্থিত শিক্ষিত ব্যক্তিমাঝেই বিশেষভাবে প্রভাবাধিত হন। তিনি তাঁহার ভাষণে সকলের অভিনিবেশ প্রার্থনা করতঃ বলেন—“বর্তমানে অপস্বার্থপরতা ও দুর্নীতির দ্বারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মনীতি আদিতে সর্বত্র গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে এবং উহার প্রতিকারকল্পে দেশে ও বিশ্বের সর্বত্র চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত আচারপরায়ণ সনুদেহ প্রণোদিত আদর্শ চরিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই সফল লাভের আশা আমরা করিতে পারি না। বিশেষতঃ ধর্মশীল, লোকনেতা ও গুরু তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হইবেন কারণ তাঁহাদের অনুসরণকারী ব্যক্তি বহু আছেন। সুসন্তান লাভের জন্ত পিতামাতার এবং সংছাত্র লাভের জন্ত শিক্ষকের সংযত জীবন যাপন করা আবশ্যিক। “যদ্-যদাচরতি শ্রেষ্ঠশুভদেবেত্তরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকশুভমুৎকর্ষতে॥”—গীতা। সমাজের কর্ণধারগণ যদি অসদাচারী ও অসংযত জীবনযাপনকারী হন তাহা হইলে শুধু চীৎকারের দ্বারা এবং অন্তঃসারশূন্য লম্বা-চওড়া নীতির বুলির দ্বারা যথার্থ হিত সাধন

কোন দিনই সম্ভব হইবে না।” শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদিগুখামী শ্রীমদ-ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও কএকস্থানে বক্তৃতা করেন। ১০ই এপ্রিল প্রাতে গাঁধি কলোনীস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে নগর সংকীর্তন বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, কীর্তনবিনোদ, ত্রিদিগুখামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদিগুখামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদিগুখামী শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপারেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী প্রচার-সেবায় নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে বিভিন্নভাবে আত্মকূল্য করেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সেবায় স্থানীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅযোধ্যপ্রসাদ গুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীবীজ-লাল আগরওয়ালের আশ্রয় পরিভ্রমণ ও সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার্য।

দেবরাহনে—পরমপূজনীয় শ্রীল আচার্যদেব মুজফর-নগরে প্রচারাঙ্কতে তথা হইতে তৎ অলুকাপ্পিত ত্রিদিগু-যতিভ্রমণ ও পাঁচ মূর্তি ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে মোটরকার-যোগে গত ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল শনিবার দেবরাহন সহরের করণপুর অঞ্চলে আসিয়া পৌছিলে বিপুল সংখ্যক নরনারী মুহুমুহঃ জয়ধ্বনিসহযোগে শ্রীল আচার্যদেবকে সাদর সম্বর্দনা জ্ঞাপন করেন। ভক্তগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীল আচার্যদেব মোটরযান হইতে অবতরণ করিলে বহু পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্যক পূজিত হন এবং ভক্তগণ বিরাট সংকীর্তন শোভাযাত্রাসহযোগে শ্রীল আচার্যদেব ও তৎপার্ষদবৃন্দের অল্পগমনে পদব্রজে কীর্তন করিতে করিতে পুরাণা জালেনওয়ারাঙ্কিত রমণীয় পঞ্চায়তি শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। তথায় একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে শ্রীল আচার্যদেবের ও তৎপার্ষদবৃত্তী কক্ষদ্বয়ে ত্রিদিগুযতিভ্রমণ ও ব্রহ্মচারিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

শ্রীল আচার্যদেব ১৩ই এপ্রিল হইতে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে পঞ্চায়তি শ্রীমন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে এবং প্রত্যহ প্রাতে পিপল মণ্ডীহ গীতাভবনে

ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্যদেবের অমূল্যক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ১৪ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এবং দুই দিবস রাত্রিতে শ্রীপঞ্চায়তি মন্দিরে বক্তৃতা করেন এবং ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও পঞ্চায়তি মন্দিরে রাত্রির সভায় ভাষণ দেন। 'জীব ও সম্বন্ধত্ব', 'ত্রিতাপ মুক্তির উপায় ও পরধর্ম', 'ধর্মের আবশ্যিকতা', 'বিশ্বশান্তির উপায়', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও হরিনাম সংকীর্তন' বক্তব্যবিষয়সমূহ রাত্রির সভায় বিভিন্ন দিনে আলোচিত হয়। শ্রীপঞ্চায়তি মন্দিরে ধর্মসম্মেলনে প্রত্যহ কএক শত শিক্ষিত নরনারীর সমাবেশ হইত। প্রত্যহ ভাষণের আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ মূললিত ভজনকীর্তনের দ্বারা ভক্তগণের চিত্তবিনোদন করেন। শ্রীপঞ্চায়তি মন্দিরে ও গীতাভবনে শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং শ্রীমূর্তির অগ্রে নৃত্য কীর্তনও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৬ এপ্রিল অপরাহ্নে গোরি ক্যান্টনমেন্টেপালদেশীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসার শ্রীতেজবাহাদুর সিংহের গৃহে, ১৭ এপ্রিল অপরাহ্নে ই.ও.এ. রেলওয়ের অবসর প্রাপ্ত C. O. P. S. শ্রী জি. এন্স মাথুরের গৃহে এবং ১৮ এপ্রিল অপরাহ্নে Tagore Cultural Society, Regent Hotel এ শ্রীল আচার্যদেব বক্তৃতা করেন। দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সরল বিশ্লেষণ-মুখে শ্রীল আচার্যদেবের অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া উক্ত Societyর প্রেসিডেন্ট সর্দার উক্তির বলবীর সিং, সেক্রেটারী এবং সমুপস্থিত উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট নাগরিকগণ মুগ্ধ হন। উক্তির শ্রীবলবীর সিং এর বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার সুবিশিষ্ট উদ্যানযুক্ত আলয়ে গমন করতঃ ২১ এপ্রিল পূর্বাহ্নে শিখ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র গুরুগ্রন্থসাহেবের গবেষণাকাঁধ্য পরিদর্শন করেন। এতদব্যতীত স্থানীয় বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি লাল দর্শন-লালজীর আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার গৃহে গমন করত দীর্ঘ সময় হরিকথা উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছাক্রমে ও তাঁহার নিজ বায়ে ২০

এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্নে শ্রীপঞ্চায়তি মন্দিরে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে প্রায় এক সহস্র পুরুষ ও মহিলা ভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

বর্তমান বৎসরেও বহু স্নকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলা শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ভজনে ব্রতী হইয়া দেৱাছনের ভক্তগোষ্ঠীর সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় যাহারা মুখ্য-ভাবে যত্ন করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র চৌবে ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী (শ্রীনবীন চন্দ্র শর্মা, পেশ্কার), শ্রীশ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীরোহিণী কুমার দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীমান প্রকাশ শর্মা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহারানগরে—উত্তরপ্রদেশের অগ্রতম প্রধান সহর সাহারানপুরের নারায়ণপুরী নামক নূতন পল্লীস্থিত নব-নির্মিত শ্রীনারায়ণ মন্দিরে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই বৈশাখ, ২১ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৭ই বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত দশ দিবসব্যাপী ধর্ম্মাহুতানে যোগদানের জগ্গ উক্ত মন্দিরের সেক্রেটারী স্যাড্‌ভোকেট শ্রীইন্দ্রসেনজী সপাধদ শ্রীল আচার্যদেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করায় শ্রীল আচার্যদেব ত্রিদণ্ডি-যতিত্রয় ও শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে চারিটা মোটরকার যোগে ২১ এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় দেৱাছন হইতে শুভযাত্রা করতঃ সন্ধ্যায় সাহারানপুরে নারায়ণপুরী (গিল কলোনি) তে অসিয়া শুভপদার্পণ করিলে সমিতির সেক্রেটারী ও সভ্যগণ কর্তৃক সন্মিত হন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্তনবিনোদ, ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী সেবাকুশল, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীকৃষ্ণশ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী আদি শ্রীল আচার্যদেবের সেবায় নিয়োজিত তাক্কাশ্রমী ভক্তগণ ব্যতীতও দেৱাছন হইতে শ্রীরামচন্দ্র চৌবে, শ্রীনবীন চন্দ্র শর্মা

পেশ্কার, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীরোহিণী কুমার দাসাধিকারী, শ্রীস্ব-
প্রেম দাসাধিকারী, শ্রীগোবিন্দরাম দাসাধিকারী প্রভৃতি
গৃহস্থ ভক্তগণ আগমন করতঃ প্রচারসেবায় অল্পকূল্য
করেন।

উপর উক্ত মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে জ্যোতির্মঠের শ্রীশঙ্করা-
চার্য্যজী, শ্রীহরমিলাপীজী, পণ্ডিত শ্রীমাধবাচার্য্যজী, পণ্ডিত
শ্রীদীননাথজী দীনেশ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্য
ও পণ্ডিতগণ যোগ দেন। ২৫শে এপ্রিল শোভাযাত্রা
বাহির হওয়ায় উক্ত দিবস রাত্রিতে ধর্ম্মসভা হয় নাই,
তদ্ব্যতীত বিরাট সভামণ্ডপে রাত্রিতে নয়টি বিশেষ
ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথম,
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম অধিবেশনে
ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশক্রমে
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ
ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ একদিন রাত্রিতে ধর্ম্মসভায়
এবং কতিপয় দিবস প্রাতে উক্ত সভামণ্ডপে ও নবনির্ম্মিত
সংকীর্তন মণ্ডপে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেন। ত্রিদিগ্বিশ্বামী
শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীপাদ
ভক্তিবল্লভ পুরী মহারাজ শ্রীগৌরবিহিত ভজন-কীর্তনের
দ্বারা ভক্তগণের সেবামুখ কর্ণের তৃপ্তি বিধান করেন।

শ্রীনারায়ণ সমিতির সভাগণের আগ্রহক্রমে ও
ব্যবস্থায় ত্রিদিগ্বিশ্বতন্ত্রয়, ব্রহ্মচারিগণ ও দেবানুহন হইতে
আগত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সহরের দুইটি মুখ্য পল্লীতে ২৩ ও
২৪ এপ্রিল প্রাতে সংকীর্তন সহযোগে নগর ভ্রমণ করেন।
২৫ এপ্রিল অপরাহ্ন ৩-৫ ঘটিকায় শ্রীনারায়ণ মন্দির
হইতে বিরাট শোভাযাত্রা প্রথমে শিদ্ধাধ্বনি, ব্রাহ্মণগণের
দ্বারা গীত বেদস্ততি, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, বাণ ও দেশীয়
বিচিত্র বায়ুধ্বনি, সুসজ্জিত গোশকটে শ্রীবিগ্রহগণ, সুরম্য
অশ্বশকটে শ্রীল আচার্য্যদেব, মধ্যে একটি কীর্তনমণ্ডলী
ও পশ্চাতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে শ্রীচৈতন্য
গোড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের কীর্তনমণ্ডলী এইরূপ ক্রমে
বাহির হইয়া সহরের রাজপথসমূহ পরিক্রমাস্তে রাত্রি ৮
ঘটিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। শোভাযাত্রায় শ্রীচৈতন্য

গোড়ীয় মঠের ভক্তগণ কর্তৃক অল্পাধিক নৃত্য কীর্তনে সহরের
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও বহু নরনারী সম্মিলিত হইয়া সংকীর্ত-
নানন্দে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। [শ্রীবিগ্রহগণের গোশকটে
অবস্থিতির তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা হইলে ব্যবস্থাপকগণ
বলেন, “গো পবিত্র তজ্জন্তু ঐরূপ ব্যবস্থা এতদেশীয় প্রথা”]

৩০শে এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে শ্রীনারায়ণ মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মী-
নারায়ণ, শ্রীসীতারাম, শ্রীহনুমানজী আদি শ্রীবিগ্রহগণের
ও শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা কাণ্ড ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ কর্তৃক
সম্পন্ন হয়। সমিতির সভাগণের প্রাথনায় শ্রীল আচার্য্য-
দেব সিংহাসনে শ্রীমুন্ডি স্থাপনকালে সমুপস্থিত থাকিয়া
স্বীয় করকমল শ্রীমুন্ডির সেবায় নিয়োজিত করতঃ
তাঁহাদের উল্লাস বন্ধন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের
নির্দেশক্রমে সেবকগণ কর্তৃক শ্রীহরিনাম সংকীর্তন ও
শ্রীমন্দির পরিক্রমা অল্পাধিক হয়।

জেলাজজ শ্রীরাম অবতার সিংহ ও শ্রীল আচার্য্য-
দেবের কৃপাপ্রাপ্ত নূতন শিষ্য স্যাদ্ভোকেট শ্রীরামেশ্বর
দাস গুপ্তের হাদী প্রাথনায় তাঁহাদের আলয়ে শ্রীল
আচার্য্যদেব সপার্বদে ২রা মে শুক্রবার শুভদর্পণ করতঃ
অপরাহ্ন ৩-৩০ টা হইতে ৫-৩০ টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে
রাত্রি ৮টা যথাক্রমে দুইস্থানে হরিকথা বলেন এবং
সংকীর্তনও অল্পাধিক হয়। উক্ত গৃহদ্বয়ে সহরের বহু বিশিষ্ট
ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্য-
দেবের সুযুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ
বিশেষভাবে প্রভাবাধিত হন। উক্তদিবস অপরাহ্নে
শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-
সিক্ত শ্রীশিলচাঁদ শর্মা কর্তৃক বিশেষভাবে অল্পাধিক হইয়া
সহরের পুরাণা মণ্ডলীস্থ তাঁহাব সেবিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
মন্দিরে হরিকথা বলেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিওসাদ আশ্রম
মহারাজ কীর্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বাদ্দালী অধিবাসিগণের বিশেষ
আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব গিল কলোনিহু দুর্গামণ্ডপে ১লা
মে সন্ধ্যায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং বাংলা ভাষায়
কীর্তনও অল্পাধিক হয়।

আসাম প্রদেশস্থ শিলং ও ইম্ফল (মণিপুর) শৈলে—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সহঃ সম্পাদক মহোদয় পণ্ডিত শ্রীমদ্‌মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিহারদত্ত, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীপতিচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস সহ কলিকাতা শ্রীমঠ হইতে গত ১২ই মার্চ (১৯৬৯) বুধবার আসামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ১৪ই মার্চ গোহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তথায় ৫ দিন অবস্থান করতঃ শ্রীমঠে পাঠ কীর্তন করিয়া ১৯ মার্চ শিলং শৈলে যাত্রা করেন। দীর্ঘ কয়েক বৎসরান্তে মহোদয় পণ্ডিত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দর্শন পাইয়া শিলং বাসী সজ্জনগণ বিশেষ উল্লাসিত হন এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠকীর্তনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীব্রহ্মচারীজী সজ্জনগণের উল্লাস দর্শন করিয়া তাঁহাদের সুখবর্ধনার্থ বলেন,—“প্রিয়জনকে দর্শন ত’ দূরের কথা স্মরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাক্রমে অনেক সময় তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। হস্ত বা হাঁহর আরও একটি দিক্ থাকিতে পারে। যে মনে বা যে জ্ঞানে আমি প্রিয় দর্শন বা প্রিয় স্মরণে অভিলাষী বস্তুতঃ আমি বদ্ধজীব হওয়ায় তাহাতে আমার প্রিয় দর্শন বা প্রিয় স্মরণ হয় না। তাই সংসার ভারে পুনঃপুনঃ অভিজ্ঞ ও পরম চতুর শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ পরম কারুণ্যবশতঃ যাহাতে আমার দর্শন শুদ্ধিতা ও স্মরণ শুদ্ধিতা লাভ হয় এবং আমি পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতিতে (যে স্মৃতিতে সকলই সুন্দর দেখায় এবং অপরপক্ষে যে স্মৃতির অভাবে পরম সুন্দরকেও অসুন্দর বোধ করায়) নিমগ্ন থাকিতে পারি তজ্জন্ম যে-সমুদয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তন্মধ্যে কার্যগণ-সহ কৃষ্ণ-কথা প্রচার অন্যতম। সেই কৃষ্ণকথা প্রচারমুখেই আপনাদের দর্শন লাভ। সুতরাং এই সুদীর্ঘ ব্যবধান, আমার পরম উপদেশই বোধ হইতেছে। কৃষ্ণকীর্তন করিতে পারিলে জীবের আর কোন কিছু কীর্তনের প্রয়োজন বোধ হয় না। যেখানে কৃষ্ণকীর্তন নাই সেখানে কৃষ্ণের অভাবময় মায়ার কীর্তন অবশ্যই আছে বা থাকিবে। কৃষ্ণকীর্তনে অথওকাল যাপন সম্ভব হয় কিন্তু তদীয় মায়ার কীর্তনে থণ্ডকালের

ব্যবধান আসিয়া সকল কিছুর মধ্যেই বাস্তবতার পরিহাস ও উপেক্ষার নৈরাশ্র আনয়ন করে। কৃষ্ণকীর্তন,—আরও অধিক, আরও অধিক, আরও অধিক—কেবল কৃষ্ণকীর্তন—‘পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্’-ই শুদ্ধতম জীবের চরম আকাঙ্ক্ষার কথা। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ইহাই উপদেশ।”

শিলং শৈলে এবং তৎপার্শ্ববর্তী পাকিস্তান সীমান্ত ডাহকীতে সংকীর্তন গোষ্ঠীসহ শ্রীব্রহ্মচারীজী তিন সপ্তাহাধিক কাল অবস্থান করতঃ তথা হইতে পুনঃ গোহাটী শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যাত্রার মাত্র দুই দিন শ্রীমঠে অবস্থান করতঃ তিনি পুনঃ সত্যর্থ ব্রহ্মচারীগণ সহ গত ১৯ এপ্রিল শনিবার মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থে যাত্রা করেন। গোহাটী নিবাসী শ্রীমঠের প্রতি আশীষীল শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদার মহাশয় ইম্ফলে কার্যব্যপদেশে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করায় তাঁহার লোকপ্রিয়তায় ব্রহ্মচারীগণের তথায় সুযোগ্য বাসস্থান ও প্রচারের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইম্ফল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মানাবর শ্রীযুগমান্‌ নীলমণি সিং ও ভূতপূর্ব এম, পি শ্রীনাথ তমপক্‌ সিংজীর চেষ্টায় গত ২৩ মার্চ হইতে ৩ মে পর্যন্ত প্রত্যাহ যথাক্রমে খংজিয়ামে, লীলাসিং খংনাংখং হাইস্কুলে, উরিপোক মণ্ডপে, তমপসেনা হায়ার প্লেগেডারী গার্ল স্কুলে, টিডেন শর্মা মণ্ডপে, রামপাল মণ্ডপে, গিজাগুরু মায়াম মণ্ডপে, এল ইবোটন মণ্ডপে, বাথাম মণ্ডপে, অধিকারী মায়াম মণ্ডপে, চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীতে পাঠকীর্তন ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত তথাকার স্থানীয় বাঙ্গালী সজ্জন শ্রীঅনিল চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীরবীন্দ্র নাথ দাস, শ্রীসন্ত কুমার দাস, শ্রীবীরেন্দ্র লাল রায়, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিমান নন্দী মহাশয়ের প্রযত্নে ব্যাঙ্গল বাজারে, বাবু পাড়ায়, শ্রীনিত্যানন্দ মন্দিরে ও পাওনাবাজারে পঞ্চায়তী ঠাকুরবাড়ীতে পাঠকীর্তন হইয়াছিল। ইম্ফলে অবস্থানকালে শেষের তিন দিবস শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী প্রচারপাটীতে যোগদান করতঃ তাঁহার সুললিত কীর্তনে স্থানীয় সজ্জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সহঃ সম্পাদক

শ্রীমদ্ ব্রহ্মচারীজী প্রসঙ্গক্রমে তথায় বলিয়াছিলেন,—
 “পরিতৃপ্তমান জগতে স্থল কর্তব্য বিধায় আমরা অপরি-
 জ্ঞাত কোন এক সুখ প্রাপ্তির আশায় পড়িয়া আছি।
 জানি না তাহা কোথায় এবং কোন্ রাজ্যে অবস্থিত।
 পরিতৃপ্তমান জগতের সর্ববিভাগীয় অভিজ্ঞতা আমার
 না থাকিলেও এ পর্যন্ত যতটার সঙ্গে পরিচিত হইতে
 পারিয়াছি তাহার মধ্যে, যেমন—কতিপয় প্রকারের
 সম্বন্ধ (Relationship), কতিপয় প্রকারের খাওয়াখাওয়া,
 কতিপয় প্রকারের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কতিপয়
 প্রকারের দেশ কাল ইত্যাদি; তাহা আপাতঃ মনেরম
 হইলেও চরমে, বস্তুতঃপক্ষে, নৈরাশ্রুই আনয়ন করিয়াছে।
 তাহাতে সমুদয় পরিতৃপ্তমান ও অপরিদৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে
 মন্তব্য করিতে ইচ্ছা হয় যে,—নন্দর ও কর্মনিমিত্ত জগৎ
 সম্পর্কিত যাবতীয় অভিজ্ঞতাই Dull (বিষাদপূর্ণ),
 Charmless (মাধুর্যহীন), কেবল যতক্ষণ তাহা
 অপরিজ্ঞাত ততক্ষণই তাহার মধ্যে কিছু Charm (মাধুর্য)
 অন্বেষিত হয় মাত্র।” শ্রীব্রহ্মচারীজী আরও বলেন যে—
 Practical Side এর (বাস্তবদিকের) ইহাই আমার
 ধারণা যে, বনবাসেই থাকি অথবা গৃহবাসেই থাকি
 যদি নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া
 তাহারই স্বার্থে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে নিজকে
 Adjust করিতে বা সর্বাবস্থার মধ্যে মাত্র তাহারই
 স্বার্থে নিজকে Well Adjusted দেখিতে শিখি তবেই
 সুখ হয় নতুবা বনবাসেও সুখ নাই, গৃহবাসেও সুখ
 নাই। সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব অবশ্রুই পরম মাধুর্যপূর্ণ শ্রীহরি—
 শ্রীকৃষ্ণ, যাহাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইতে অতিবৃহৎ পর্যন্ত
 সকলেই আত্মীয় বলিয়া দাবী করিতে পারেন এবং
 যিনি চরাচর সমুদয়কে নিজের বলিয়া সর্বদাই দাবী
 করেন। এহেন তত্ত্ববস্তুকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই স্বার্থে
 আমাদের জীবনের মান সংরক্ষণ করিতে পারিলে আর
 Charmless (নৈরাশ্রুপূর্ণ) জীবন যাপন করিতে হইবে
 না। সম্মার্গেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাতেই
 মাত্র শান্ত সুখের সঞ্চয় দেখা যায়। এই জাতীয়
 জীবনের মান গতানুগতিক স্থল জীবনের অনেক উর্দ্ধে।
 প্রেমাবতারী শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর ও পতিতপাবন

শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর ইহাই শিক্ষা।

শ্রীব্রহ্মচারীজী মণিপুরবাসীগণের ব্যবহারে ও গৌর-
 প্রাণতায় মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তথায় পুনঃ যাইবার
 আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। ইক্ষুপাদবাসী
 সজ্জনগণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইয়াছে যে,—শ্রীব্রহ্মচারী-
 জীর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্য্য ও
 বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদায়িত মাধব
 গোস্বামী মহারাজ সপার্বদে কৃপাপূর্বক তথায় একবার
 শুভবিজয় করতঃ তাঁহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন।

হায়দ্রাবাদে (অন্ধ্র প্রদেশ)—গত ৪ মার্চ মঙ্গলবার
 শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্ততম শাখা
 হায়দ্রাবাদ মঠে মহাসমারোহের সহিত শ্রীমদ্ব্যহাভ্রুর
 আবির্ভাব উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছেন। পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীচৈতন্য-
 চরিতামৃত পাঠ, মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি, সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ব্যহা-
 ভ্রুর অভিষেক, শৃঙ্গার, ভোগ-আরতি বহু নরনারীর
 উপস্থিতিতে সম্পন্ন হন। রাত্রি ৭-৩০ মিনিটে এক ধর্ম-
 সভার অধিবেশন হয়। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির
 হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীরাম নিরঞ্জন শাস্ত্রী
 এম-এ; পি, এইচ-ডি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।
 পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণমাচারী, শ্রীনৃসিংহমাচারী শাস্ত্রী, পণ্ডিত
 শ্রীঅমরদত্ত শাস্ত্রী ও শ্রীদীক্ষকৃষ্ণ দাস বনচারী সভায়
 শ্রীমদ্ব্যহাভ্রুর কলিযুগাবতারীয়, যুগধর্ম শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য
 প্রচার, সর্বজীবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের
 কথা আলোচনা করেন।

পরদিন ৫ মার্চ বুধবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব
 উপলক্ষে বহুশত নরনারীকে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতুষ্ট
 করা হয়।

শ্রীশ্রীগদাই গৌরান্দ্র মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা)—
 শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও
 শ্রীমদ্ভক্তিদায়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দেশ-
 ক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন অন্ততম প্রচারকেন্দ্র পূর্ব-
 পাকিস্তানে বালিয়াটীস্থ শ্রীশ্রীগদাই গৌরান্দ্র মঠে গৌরশক্তি
 শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব তিথিপূজা
 উপলক্ষে গত ৩রা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল বুধবার হইতে
 ৬ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল শনিবার পর্যন্ত দিবস চতুষ্টয়-

ব্যাপী বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৬ই বৈশাখ শনিবার মহোৎসবে দুই সহস্রাধিক সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ৫ই বৈশাখ শুক্রবার সাঙ্খ্য ধর্মসভার অধিবেশনে দড়গ্রাম ভিক্টু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅজিৎ কুমার রায় এম্, এ (ডবল) এবং অধ্যাপক শ্রীআশীষকুমার বসাক এম্, কন্ম যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস

বাঁবাজী মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল ভৌমিক এম্, কন্ম, শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী, শ্রীকাল্যাণদাস দাসাধিকারী, শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর পুত্র চরিত্র ও শ্রীমহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর দাসাধিকারী সেবাসুন্দর ও শ্রীপাদ ঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর স্মরণিত মধুর কীর্তন সকলের চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বামী শ্রীমুক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেবের direct সঙ্গ ও সেবা কি বিশেষ প্রয়োজন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীয় শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেবের সহিত direct communion থাকা দরকার। যাহারা গুরুর সেবা ও সঙ্গ সাফল্যে ভাবে করিতে চায় না, তাহারা বঞ্চিত হইতে বাধ্য। Direct communion with the Guru is the first step on the path of Divine Service. The Guru is to be served in every entity. If the Guru is not served no one can be really served. I must not hear any thing till I am authorised to hear by my Divine Master Sri Gurudev.

প্রশ্ন—আমরা কি শ্রীকৃপাহুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস ?

উত্তর—হাঁ। শ্রীচৈতন্যদেবের মধুবরসাম্প্রিত বাস্তব ভক্তগণ নিজদিগকে শ্রীকৃপাহুগ দাস বা শ্রীকৃপাহুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস বলিয়া অভিমান করেন।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কি ?

উত্তর—‘কৃতকার্যের ফল আমি পাইব’—ইহাই কর্মকাণ্ড। আর ‘কর্মের ফল আমিও পাইব না, ঈশ্বরও পাইবেন না’—ইহাই জ্ঞানকাণ্ড।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভাগ্য কি ?

উত্তর—অনন্তকাল ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন জীবের সংসার ক্ষয়োগ্রস্থ হইলে সাধুসঙ্গকলে সেই জীবের ভক্তির প্রতি যে স্বল্পমাত্র রুচি, তাহাই ভাগ্য।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার কিরূপ ?

উত্তর—কর্ম্মী হ'লো ভোগী। জ্ঞানী হ'লো ত্যাগী বা প্রচ্ছন্ন ভোগী। আর ভক্ত হ'লো ভগবৎসেবক। শুকজ্ঞানীর চিন্তাশ্রোত—‘আমি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাইব, ভোগের সামগ্রী জগৎকে দিয়া যাইব, ভগবান্ বা ভোক্তা বলিয়া কেহ নাই।’ ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবান্কে আক্রমণই নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীর চেষ্টা। এই নির্বিশেষবাদীর চিন্তা—‘কাশীতে বসিয়া দাবাই খেলি, আর যাই করি, মরিলেই শিব হইব।’ কুকর্ম্মীর চিন্তা—‘অপরকে কষ্ট দিয়া আমরাই সব ভোগ করিব।’ সংকর্ম্মীর চিন্তা—‘পুণ্যসংগ্রহের জন্ত আমরা দান, ধ্যান, পুণ্যাদি ও সাধুর সেবা করিব এবং নিজের বংশধর ও কুটুম্বাদির জন্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইব।’ কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বিচার—‘যাহারা হরিভজন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবেন, তাঁহাদের জন্তই অর্থাদি সঞ্চয় করিব।’ হরিভজনে বা হরি-সেবায় সকল

অর্থ ব্যয়িত হউক, ইহাই শুদ্ধভক্তের বিচার বা চিন্তা-
শ্রোত। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার কি ?

উত্তর—‘কৃষ্ণে মতি হউক’—এইরূপ শুভাকাঙ্ক্ষা বা
আশীর্বাদই জগতের মঙ্গলজনক। জীবকে কৃষ্ণে মতি-
বিশিষ্ট করিতে পারিলে উহাই সর্বাপেক্ষা বড় উপকার।
সকলকে কৃষ্ণভক্তি দান করাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা সর্বাপেক্ষা
বড় Altruism ভক্তগণের চিত্ত সর্বদাই এইরূপ পরোপ-
কারের অন্তর্ভুক্ত।

ভগবানকে জানাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। শাস্ত্র বলেন—‘বিদ্যা
ভাগবতাবধি।’ প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥ (১৫ঃ, ৫ঃ)
বর্তমানে যে Godless education (নিরীশ্বর শিক্ষা)
প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে, তদ্বারা জগদ্বাসীর
কোন সুবিধা হইতেছে না—অসুবিধাই হইয়াছে,
হইতেছে ও হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া বিস্তরণের
দ্বারাই মনুষ্য-জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কাহার কপাল ভাল ?

উত্তর—মনুষ্যজাতির ভাগ্য বা কপাল—হুই প্রকারের।
একপ্রকার লোকের কপাল—পোড়া, আর একপ্রকার
লোকের কপাল—জোড়া। যাহার কপাল ভাল ও বড়,
তিনিই হরিভক্তের জন্ত চেষ্টা করেন। তিনি এই
জন্মেই হরিভক্তি লাভ করেন—তাঁহার আর জন্মান্তর
অপেক্ষা করিতে হয় না। আমরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্য-
দেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে এই জন্মেই সকল
মঙ্গল লাভ করিব। মঙ্গলের রাস্তায় আসিয়াও অসং-
সঙ্গকালে জীবের পুনরায় পতন হইতে পারে। সুতরাং
আমাদিগকে সর্বিক্ষণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার লোভ
হইতে দূরে থাকিতে হইবে। হরিভক্তির কথা পুনঃ
পুনঃ শুনিলে সকলপ্রকার অসং-চিন্তা দূর হইয়া
যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এত সত্য, এত বড় ও
এত সুন্দর যে, তাহার নিকট অন্য কথা কখনও
দাঁড়াইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না এবং পারিবেও
না। ঈশ্বরীকাম-মোক্ষধিকারকারী শ্রীচৈতন্য-কথার

সেবকই প্রকৃতপক্ষে মহা-উদার। গৌরভক্তগণ কত
বড় বুদ্ধিমান, কত চিন্তাশীল ও কত বড় পরোপকারী
তাহা একবার নিরপেক্ষচিত্তে অনুধাবন করা দরকার।
‘আমি অন্তের উপর প্রভুত্ব করিব, অপরে আমার
সেবা করুক’—এই প্রকার ভীষণ দুর্ভুজি হইতে শ্রীচৈতন্য-
চন্দ্রের দয়া আমাদিগকে উদ্ধার করেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কাহাকে দান করিতে হইবে ?

উত্তর—যদি উপকার করিতে হয়, যদি দান করিতে
হয়, তবে শুদ্ধবৈষ্ণবকেই দান করা কর্তব্য। All
credit is due to the God-loving people only.
যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের ভজন করেন, একমাত্র
তাঁহাকেই বিশ্বাস ও সেবা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি
ভগবানের সেবা করে না, সেবার নামে নিজে সেবা
গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যস্ত, তাহাকে কখনও বিশ্বাস
করিতে হইবে না এবং তাহাকে কিছু দেওয়াও
উচিত নয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্তের বিচার কিরূপ ?

উত্তর—শুদ্ধভক্তের বিচার এই যে, বস্তুগুলি আমার
ভোগের জন্ত নয়, কিন্তু যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সেবার
জন্ত। সকল চেতন ও অচেতন বস্তু সবই কৃষ্ণেরই
সেবার জন্ত। সুতরাং all our activities should
tend to His unalloyed service. ‘হৃষীকেশ
হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিকচ্যতে’। All our services
must target to Him only. আমাদের যাবতীয় হৃষীক
(ইন্দ্রিয়) দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করাই দরকার।
All are Servitors of Krishna. Therefore, we
shall not deprive them of their service. Let
all of them offered their services to Krishna.
তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করুন, ইহাই আমাদের
প্রার্থনীয় হউক। যদি ইটগুলিকে আমার ঘরের জন্ত
ব্যবহার করি, তবেই অসুবিধা হইল; কিন্তু ইটগুলি
ভগবানের মন্দিরের কাজে লাগিলেই আমাদের সুবিধা
হইল। অচেতন পদার্থগুলি যদি ভগবানের সেবার
নিয়োজিত হয়, তবেই তদ্বারা উহাদের সদ্যবহার
হইল; আর জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইলেই উহার

অসদ্ ব্যবহার হইল। Our senses should be directed to His service. All objects are really and essentially properties of Godhead. These are never meant for the enjoyment of conditioned people. It is wrong and misguided to think that the things are created for us. Nothing is for our sensuous enjoyment. Every thing should be properly adjusted for the service of Godhead. ইহ জগতে যতরকমের অচেতন পদার্থ আছে, সকলই হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে তবে সার্থক হইবে। এই যে কতকগুলি বাঁশ দেখছেন ইহা দ্বারা যদি হরিকথা শ্রবণের স্থান করা যায়, তবেই এগুলির সদ্ব্যবহার হ'বে। শ্রীহরিনন্দির ও হরিভক্তের সেবার জন্তই আমরা এসং দ্রব্য ব্যবহার করি। ভক্তের সকল কার্যই ভগবানের সুখের জন্ত—হরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্ত। A true devotee does not do anything for his sensuous enjoyment. শুদ্ধভক্ত নিজের জন্ত বা আত্মীয়-স্বজনদের জন্ত কোনো কাজ করেন না, কিন্তু Absolute এর জন্তই সকল করেন। He is always true to the service of the Supreme Lord.

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কে ভগবানকে লাভ করিতে পারে?

উত্তর—মদ্যপন্যাসী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি শ্রীগুরুদেবের অকপট আচরণ্য করিবেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপা পাইবেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিবেন।

প্রশ্ন—কাহার সেবা করা কর্তব্য?

উত্তর—শ্রীগুরু ও ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। Absolute person এর সঙ্গে যাহার adjustment হ'য়েছে, তিনি গুরুকে দৈশরূপে, দেবতারূপে দেখছেন। গুরু সেবক-ভগবান বা আশ্রয়-বিগ্রহ। এজন্ত গুরু ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ। গুরু ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-প্রিয়তম। 'গুরু পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥' যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত গুরুই সেবা করা দরকার। গুরুসেবার সঙ্গে

সঙ্গে গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সেবা করাও আবশ্যক ও মঙ্গল-কর। তবে ভগবদ্ভক্ত ব'লে ভূয়ো লোকের সেবা করলে কোন লাভ হ'বে না। কলির প্রায়শ্যে আজকাল ভক্ত বা বৈষ্ণবের নামে অনেক ভণ্ড ও পাষাণ দেখা যাচ্ছে। এইজন্যই বলছি—গুরুবৈষ্ণবের সেবাই করতে হ'বে—শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলেই মঙ্গল হ'বে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ অভক্ত হয়ে যায়, তবে তা'র জন্ত শ্রম স্বীকার করতে হ'বে না, তা'র সেবা করার জন্ত ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। কারণ অভক্তের সেবা করলে অমঙ্গলই হ'বে। ভগবদ্ভক্তেরই আলুগত্য ও সেবা করা দরকার। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করতে হ'বে। 'বিশ্রান্তেণ গুরোঃ সেবা'—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। বিশ্রান্তেণ অর্থে দৃঢ় বিশ্বাসে প্রীত্যা বা। দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুসেবা করলে মঙ্গল হ'বেই হ'বে, কৃষ্ণ প্রসন্ন হবেনই। গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করতে নাই। গুরু নির্দোষ, স্তত্রাং তাঁর দোষ দেখতে নাই। তুলসীকে অপ্রাকৃত বুদ্ধি না করলে অপরাধ হ'বে। সময় ও সুযোগ চিরকাল থাকে না। Make hay while the sun shines. সময় (আরু:) থাকতে থাকতে হরিভক্তের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা দরকার। জগতের বহু জায়গায় হরিকথা নাই। গোড়ীয় মঠ ছাড়া হরিকথা আর কোথাও নাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবান্ শ্রীগুরু-গোবিন্দ কি নিগ্রহও করেন?

উত্তর—অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরু-গোবিন্দ আমাদের নিত্য প্রভু। প্রভু শব্দে—যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। 'কর্তুমকর্তুমুখ্যং কর্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ।' প্রভু কেবল অনুগ্রহই করবেন, নিগ্রহ করবেন না তা' নয়। তিনি নিগ্রহও করতে পারেন। যা'রা ভগবদ্বিমুখ, যা'রা দাস্তিক, তা'দের নিগ্রহ ক'রে সংশোধন করার জন্তই ভগবানের অবতার। নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই দয়াময়-গণের দয়া। তবে একটা গোণ দয়া, অপরটা মুখ্য দয়া। বদ্ধ, বিমুখ, হুই, জীবগণ ভগবানের নিগ্রহযোগ্য, আর কৃষ্ণানুগ ভক্তগণই শ্রীগুরু-গোবিন্দের অনুগ্রহের পাত্র। সরলচিত্ত দীন সাধকভক্তগণ চরিত্রচিত্ত হইলেও ইষ্টদেবের অনুগ্রহের পাত্র, কিন্তু কুটিলচিত্ত অহঙ্কারী সেবকাভিমাত্রী

ব্যক্তিগণ কপটী বলিয়া নিগ্রহযোগ্য। এই জড়জগতে নিত্যত্বের ও নিত্য আনন্দের অভাব আছে। এখানে কেবল অমঙ্গল ও নিরানন্দের কথা। এখানে এখন আকাশ নির্মল, পরক্ষণেই মেঘাচ্ছন্ন, তারপর ঝটিকা, হৃৎযোগ ইত্যাদি। কিন্তু বৈকুণ্ঠে এই প্রকার নিগ্রহের কিছু কার্য্য নাই। তথায় কেবল নিত্য ও পূর্ণ আনন্দ বিরাজমান। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—এ জগতে কি প্রকৃত সাধুর আদর আছে?

উত্তর—কপটাপূর্ণ জগতে কপটেরই আদর। যে-সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী করেন না, সেই সকল খাঁটী সাধুর আদর এ জগতে নাই। হরিকথার নামে বর্তমান কালে যাঁরা লোককে বিপথগামী করছেন তাঁদের দ্বারা বঞ্চিত হওয়াই বর্তমান কালে একটা যুগধর্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা প্রকৃত সাধু—যাঁরা অসাধুকে ধরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ—কপটগণ—চোরগণ তাঁ'দিগকে আবার উল্টো 'ঐ চোর'—'ঐ অসাধু'—'ঐ ভণ্ড' বলে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই মানুষকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না, তাই কত রকম ক'রে খাঁটী সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল সৃষ্টি করছে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—যিনি একবার কৃষ্ণ নাম করেন, তিনি পুণ্ড্র, সর্কশ্রেষ্ঠ ও বৈষ্ণব। এখানে একবার কৃষ্ণনামকারী বৈষ্ণব বলিতে কি বুঝায়?

উত্তর—শ্রীমন্নামপ্রভু বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—যাঁর মুখে শুনি একবার।

কৃষ্ণনাম, সেই পুণ্ড্র—শ্রেষ্ঠ সবাঁকার ॥

এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয়।

নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয় ॥

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।

সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৬, ১০৭, ১১১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১ পয়ারের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে বলিয়াছেন—'মদ্রদীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণব প্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম

করিয়াছেন, তিনি সর্ক কনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধবৈষ্ণব'—গৃহস্থবৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবেরই সেবা করিবেন।'

"যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবী দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণব-সেবা প্রযোজ্য নয়; কেবল 'সুহৃদ, অতিথি' বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৬৯-৭৬ অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

প্রশ্ন—কে ভগবানকে পায়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

মোর ভক্ত না পুজে, আমারে পুজে মাত্র।

সে দান্তিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

মোর ভক্ত-প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।

নিঃসংশয় বলিলাও মোরে পায় সে ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৯৮, ৯৯)

কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।

ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥

সিদ্ধিভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্।

নিঃসংশয়োস্ত তদুক্তপরিচর্যাতত্ত্বানাম্ ॥

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।

ভক্তসেবা হৈতে যে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৫-৮৭)

প্রশ্ন—প্রকৃত মঙ্গল কি?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।

ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥

ধন যশ ভোগ যার আছেয়ে সকল।

ভক্তি যার নাই, তার সব অমঙ্গল ॥

অত্থ খাত নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।

বিষুভক্তি থাকিলে, সেই সে ধনবন্ত ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১১৩-১৫)

প্রশ্ন—ভগবদ্ ভজনই কি অবশ্য কৃত্য?

উত্তর—হাঁ। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ভগবান্

শ্রীগোরাঙ্গদেবকে বলিতেছেন—

তোমা'রে লজিয়া যদি কোটি-দেব ভজে।

সেই দেব তাহা'রে সংহা'রে কোন ব্যাজে ॥

স্বর্ঘ্যের সাফাং করি রাজা সত্রাজিৎ ।

ভক্তি-বশে স্বর্ঘ্য তান হইলা বিদিত ॥

লজিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে ।

হুই ভাই মারা যায়, স্বর্ঘ্য দেখে অখে ॥

বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া হুর্ঘ্যোধন ।

তোমাতে লজিয়া পায় সবংশে মরণ ॥

হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার ।

লজিয়া তোমাতে গেল সবংশে সংহার ॥

শিরচ্ছেদি, শিব পূজিয়াও দশানন ।

তোমা লজিব পাইলেক সবংশে মরণ ॥

সর্বদেব-মূল তুমি সবার ঈশ্বর ।

দৃশ্যাদৃশ্য বস্তু—সব তোমার কিঙ্কর ॥

ঐতরে লজিয়া যে দাপেরে ভক্তি করে ।

পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে ॥

তোমাতে লজিয়া যে শিবা দি দেব ভজে ।

বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯১৭৬, ১৯৭—২০৪

বিরহ-সংবাদ

পরমাব্যাহতম জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রিয় শিষ্যপ্রবর বীরভূম জেলাস্বর্গত চিনপাইগ্রামস্থ শ্রীভাগবত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আচাৰ্য্য পরমপূজনীয় পরিব্রাজকাচাৰ্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজের অন্তঃকল্পিত শিষ্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ই বৈশাখ (১৩৭৬), ইং ২৯ এপ্রিল (১৯৬৯) মঙ্গলবার দিপ্রহর ১২। ঘটিকায় তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসভবন ১৬এ, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে নিজ সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি আমাদের শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের একজন পরম হিতৈষী বৈষ্ণব-বান্ধব ছিলেন। তাঁহার অগ্রকট সংবাদ টেলিফোন যোগে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে পাইবা মাত্র তথা হইতে মঠ-সেবকগণ তদীয় গৃহে গমন পূর্বক তাঁহার দ্বাদশাদ্ধে তিলক রচনা করিয়া দেন এবং শ্রীচরণামৃত ও পুষ্পমালাদ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করতঃ দণ্ডবৎ প্রণাম পুরঃসর তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দ, ২০ কার্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে বরিশাল জেলার অন্তর্গত নলচিড়া নামে এক বর্ধিষু গ্রামে। তাঁহার পিতা ডাক্তার নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালীন

বিহার-উড়িষ্যার গভর্নর লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের গ্রাম রাইপুরে (বীরভূম জেলা) তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। সেই সূত্রে ক্ষেত্র-গোপাল বাবুর শৈশবকালীন বিদ্যালয়ের পাঠ হয় বোলপুরের স্কুলে। তৎপর তিনি বরিশাল জেলার তৎকালীন বিখ্যাত ব্রজমোহন কলেজে প্রবেশ করেন ও ১৯১৭ খৃঃ কৃতিত্বের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহা গ্রামের তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্রই ছিলেন না, তাঁহার মধ্যে যে বহুমুখী দর্পিত বৃত্তির বীজ লুক্কায়িত ছিল তাহা বরিশাল জেলার তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ও সাহিত্যিক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সাহিত্যে অঙ্কুরিত হইয়া উত্তরকালে মতীকূহে পরিণত হইয়াছিল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, সর্ষজীবের অন্তঃস্থামী-রূপে শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান জ্ঞানে তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান, দেশাত্মবোধ, ভাববিহ্বল পদাবলী কীর্তন এবং নাটকাত্মনয় প্রভৃতি দ্বারা ভারতের বিচ্ছিন্ন প্রান্তে—বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতের পুণা, উত্তর-ভারতের কৈজাবাদ, মীরাট, লাহোর, এলাহাবাদ এবং মধ্যভারতের কানপুর, জব্বলপুর, কাটন প্রভৃতি স্থান তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। চাকুরীস্থলের সর্বত্রই তিনি ডাক্তার বাবু বা ডাক্তার

চ্যাটার্জী নামে সম্মানিত ও পরিচিত ছিলেন। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের সাথেই তিনি উন্মুক্ত অন্তর লইয়া অত্যন্ত সহজভাবে মিশিতেন। তিনি ছিলেন সকলেরই বন্ধু ও বিপদের সহায়।

১৯১৮ খৃঃ পুণ্যায় war controller অফিসে চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া নিজ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতার তিনি ক্রমে গেজেটেড অফিসার (Dy. Asst. Controller of army factory account) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৬ বৎসর হইল তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন, নাম-কীর্তন ও সর্বজীবে দয়া করিবার মানসে চিকিৎসাত্রেতে নিজে ক্রেতা উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। অল্পকালে শায়িত অবস্থায় পর্যন্ত রোগীকে ঔষধের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

বিগত ১৩৬২ বঙ্গাব্দে পরম পূজনীয় শ্রীমদ ভাগবত মহারাজ কিছুকাল শ্রীবৈষ্ণবনাথধামে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। তৎকালে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রবাবুও সঙ্গীক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীল মহারাজের শ্রীচরণদর্শন লাভ ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ-ফলে শ্রীমদ্ব্যাপ্তভূত প্রচারিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের সুস্বাদুবিচারে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবৈষ্ণবনাথধামেই শুভ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে সঙ্গীক সঙ্গুরুপাদপদে আত্ম-সমর্পণপূর্বক শ্রীহরিনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করতঃ পার্শ্বাত্মিক বৈষ্ণবী-দীক্ষা লাভ করেন।

শ্রীগুরুপাদপদে দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে প্রত্যহ নির্বন্ধসহকারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ, স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণার্চন ও ভক্তিগ্রন্থপাঠ প্রভৃতি তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল। নিজ শ্রীগুরু-পাটের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসবে প্রতিবৎসরই সঙ্গীক তথায় গমনপূর্বক দীর্ঘদিন অবস্থান করতঃ শ্রীগুরুমুখনিম্নত শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও সেবাদি করিতেন। শ্রীগুরুপাদপদে নিরুপট সেবা ও শরণাগতি প্রভাবে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদের অকৃত্রিম স্নেহ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদে তাঁহার নিরুপট সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিষ্ণু (স্নেহদ্বারা লালিত-পালিত) শিষ্য বলিয়া আখ্যা প্রদান করিতেন।

শ্রীগুরুপাদপদের অকপট স্নেহ ও আশীর্বাদে লালিত-পালিত হওয়ার তাঁহার চরিত্রে শ্রীনামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা ও জীবে দয়ার আদর্শ আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। কৃষ্ণভক্তের সমস্ত গুণই তাঁহার শুদ্ধভক্তিময় জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

তিনি প্রাপঞ্চিক কাল গণনার আমাদিগ হইতে বয়সে বহু প্রাচীন এবং বিজ্ঞান ও গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যখনই তাঁহার গৃহে গমন করিতাম তিনি দর্শন করিবারাত্র সসম্মত দাঁড়াইয়া আমাদিগের প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করিতেন যে তাহাতে আমাদের লজ্জা অনুভব হইত। বৈষ্ণবতায় গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর কোন ভেদ নাই, কেবল ভক্তির পরিমাণ-অনুসারে বৈষ্ণবের তারতম্য। তাঁহার পরমা ভক্তিমতী সাধ্বী স্ত্রী, সুযোগ্য পুত্ররয় এবং উচ্চশিক্ষিতা পুত্রবধূগণ সকলেই তাঁহার শ্রীহরিভজনময় গৃহে একান্তভাবে তাঁহার আত্মকুল্যবিধান করিতেছেন দেখিতে পাইয়া আমাদের পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তিত—
“যে দিন গৃহে, ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।”
—‘শরণাগতি’র এই পদটি স্মরণ পথে উদ্ভিত হইত।

পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্বিভিনয়িত মাধব মহারাজকে তিনি অভিন্ন গুরুপাদপদে বিচারে তৎপ্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার দেহ ত্যাগের পর তাঁহার পুত্রগণ পূজ্যপাদ শ্রীল ভাগবত মহারাজের আদেশে ও নির্দেশে ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড হু শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে বিগত ২৬ বৈশাখ ২ই মে শুক্রবার দিবস শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোষামী প্রভুর ‘সংক্রিয়া-সার দীপিকা’র বিধান মতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের পোরো-তিতো বৈষ্ণব-হোম ও মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করিয়া পিতৃভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ত্রিদিগ্ধামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীভগবদ্গীতা পাঠ করেন।

বৈষ্ণববিধান মতে শ্রীদ্বৈতানন্দ দর্শন করিবার জন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বর্তমান মাননীয় প্রধান বিচারপতি

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, বহু ডাক্তার, মিলিটারী একাউন্টন্স ডিপার্টমেন্টের বহু পদস্থ অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী, আয়কর অফিসার, সঙ্গীত ও সাহিত্যসেবী সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্রুপলক্ষ্যে মঠে মধ্যাহ্নে একটি মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উপস্থিত প্রায় দুই শত সজ্জন পুরুষ ও মহিলাকে প্রচুর পরিমাণে চতুর্বিধরস-সম্মিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

উক্তদিবস সন্ধ্যায় ১৬এ, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডস্থিত তাঁহাদের নিজভবনেও উক্ত অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারী বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীমহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন করেন। সেখানেও রাত্রিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করান হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তমধাম মাহাত্ম্য

শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজপরিকরসহ, নিত্যাগোলোকে, নিত্য অবস্থান করিয়াও তাঁহার পরমভক্ত সাধুগণের শ্রীভগবৎদর্শনলালসোথ হৃৎক্লেশ দূর করিবার জন্ত অচিন্ত্য-শক্তিবলে কখনও বিভিন্ন মূর্তিতে নিজপরিকর ও ধাম সহ এ-জগতে অবতীর্ণ হন, কখনও বা নিত্য-অর্চ্যাবতার স্ব-ধামসহ এ-জগতে প্রকটিত করিয়া নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন (মধ্য ২০।২১২।২১৫-২১২) —

যত্বপি পরব্যোম সবাংকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁঠো সন্নিধান ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—‘জগন্নাথ’ নাম ॥
প্রয়াগে ‘মাধব’, মন্দারে ‘শ্রীমধুসূদন’।
আনন্দারণ্যে ‘বাসুদেব’, ‘পদ্মনাভ’, ‘জনার্দন’ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে ‘বিষ্ণু’ রহে, ‘হরি’ মায়াপুরে।
এঁছে আর নানা মূর্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার ‘পরকাশ’।
সপ্তদীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥
সর্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে অখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি’ ধর্ম স্থাপিতে ॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম বা শ্রীক্ষেত্র হাওড়া ষ্টেশন হইতে বি, এন্ রেলপথে পূরী ষ্টেশন ৩১০ মাইল। শ্রীপুরুষোত্তমধামের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবজীকে বলিতেছেন—

পূজাপাদ শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজের আদেশে চিনপাই-স্থিত শ্রীভাগবত আশ্রম হইতে ত্রিদিগ্বিশ্রী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব ভীর্থ মহারাজ উক্ত পাবলৌকিক কৃত্যের কয়েক দিবস পূর্বে হইতেই কলিকাতায় আসিয়া যাবতীয় কাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-গৌরাদেবের রূপাশীর্ষাদে ও তাঁহার সুব্যবস্থায় সমস্ত উৎসবটা নিবিঘ্নে সুচাঞ্চল্যে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা আমাদের পরম বান্ধব গুরুভক্তসদস্যের বিরহে আজ অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রায়-রামানন্দকে প্রণয় করিয়াছিলেন,—

‘হৃৎক্লেশ-মধ্যে কোন্ হৃৎক্লেশ হয় গুরুতর?’

তদন্তরে শ্রীল রামানন্দের উক্তি—

‘কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা হৃৎক্লেশ নাহি দেখি পর।’

‘কৃপা করি’ কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল। সঙ্গ।

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥’

‘শুন শিব, তোমারে দিলাও দিব্যস্থান।

সর্বগোষ্ঠী-সহ তথা করহ পয়ান ॥

একাত্মকবন-নাম—স্থান মনোহর।

তথায় হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর ॥

সেই বারাগদী-প্রায় সুরমা নগরী।

সেইস্থানে আমার পরম গোপাপুরী ॥

সেই স্থান শিব, আজি কহি তোমা’ স্থানে।

সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥

সিন্ধু-তীরে বট-মূলে ‘নীলাচল’-নাম।

ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অর্চ্যম্যস্থান ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।

তবু সে-স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥

সর্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।

প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥

সে-স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।

তাহাতে বসয়ে যত জন্ত, কীট, কৃমি ॥

সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।

‘ভুবন মঙ্গল’ করি কহয়ে যে স্থানে ॥

নিদ্রাতেও যে-স্থানে সমাধি-ফল হয়।

শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ॥

প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।

কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥

হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল।

মৎস্ত খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল ॥

নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম ।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম ॥
সে-স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার ।
আমি করি ভাল-মন্দ বিচার সবার ॥
হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে ।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে ॥
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর ।
তথা তুমি খ্যাতি হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর' ॥”

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৩৬৪-৩৭২

হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তির, বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বনকারী চারি সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট এই শ্রীপুরুষোত্তমধাম অতিশয় পূজ্য ও আদরণীয় হইলেও কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত আশ্রিত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীপুরুষোত্তমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পরম কারুণিক ও পরম রসিক কৃষ্ণের শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে অবতরণের গুঢ় কারণ এইরূপ জানাইয়াছেন—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্য নহে ভারহরণ ।
স্থিতিকীর্তি বিষ্ণু করেন জগৎ পালন ॥
আনুযজ্ঞ-কর্ম্য এই অমুর-মারণ ।
যে লাগি অবতার, কহি মূল কারণ ॥

‘প্রেমসঙ্গ-নির্ধাস’ করিতে আশ্বাদন ।
‘রামমার্গ ভক্তি’ লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম-করণ ।
এই এই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ৪।৮, ১৪-১৬

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারের পর ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নাম গ্রহণ পূর্বক অন্ত্যালীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর এই শ্রীপুরুষোত্তমধামেই তাঁহার গৌরাবতারের গুঢ় রহস্য আশ্বাদন অর্থাৎ লীলাপরিশিষ্ট পরাকাষ্ঠী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ লীলা রহস্য আশ্বাদনের সহায়ক-স্বরূপ ছিলেন তাঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু ও শ্রীল রায়-রামানন্দ। শ্রীসনাতন-রূপ-হরিন্দাস ছিলেন তাঁহাদের অভিন্ন-হৃদয়বান্ধব। তদনুগবর শ্রীরঘুনাপ-শ্রীজীব-আদি চারি গোস্বামী। উক্ত শ্রীকৃষ্ণানুগবর আচাধ্যগণের ধারায় আগত আমাদের পরম গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম পঞ্চাঙ্গ সকলেরই লীলা-মুখি ও লীলাপদপদ্মুলি এই শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অত্যাধিক সাক্ষাৎভাবে বিরাজমান আছে। এইজন্ত অমৃত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীপুরুষোত্তমধামের বিশেষ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতঃ তাঁহাদের ভজনের একান্ত অনুরক্ত বিচারে এই ধামকে পরম আদরে বরণ করিয়া থাকেন।

“গৌর আমার, যে সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়িতকত সঙ্গে ॥”

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের উদ্বোধনে রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা

শ্রীমগ্নহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের পর শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অবস্থানকালীন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিবৎসরই অগণিত গোড়ীয় ভক্ত শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন পূর্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতেন। শ্রীমগ্নহাপ্রভু সকলকে লইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, শ্রীজগন্নাথদেবের বেত্রোৎসব দর্শন ও নিজগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া চৌদ মাদলে রথ্যাগ্রে নৃত্য-কীর্তনাদি করিতেন।

শ্রীমগ্নহাপ্রভুর উক্ত লীলা অনুসরণে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তৃদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীমগ্নহাপ্রভু ও তৎপার্বদবৃন্দের বিভিন্ন লীলাস্থান দর্শন ও পরিক্রমা এবং শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, শ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন দর্শন ও রথ্যাগ্রে নৃত্যকীর্তনাদি করিবার আয়োজন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ভক্তবৃন্দ আগামী ১১ জুলাই শুক্রবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ বগীতে শুভযাত্রা করতঃ ১২ জুলাই শনিবার শ্রীপুরুষোত্তম ধামে পৌছিবেন এবং শ্রীরথযাত্রাস্তে ২০ জুলাই রবিবার তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। নরনারী নিক্সিশেষে সকলেই পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন। বিস্তৃত নিয়মাবলী ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫২০০ এই ঠিকানায় শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্রী শ্রীমদ্বক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট পত্রদ্বারা বা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতব্য। ট্রেনে আসন সংরক্ষণের জন্ত ষাণ্ডিগণ সত্ত্বর নাম রেজিস্ট্রী করিয়া লইবেন।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বঙ্গাব্দ মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, বাৎসরিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পং। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্তথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫২০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাণ্ড্য ত্রিদিগ্গতি শ্রীমদ্বক্তৃদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরাস্তম্ভতলদ্বীপ মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীদৈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মূর্ত্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

দৈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮-৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক ভালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুণিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থের আরতনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্ধাতিস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থের ভাষা অল্প কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরঠকম্’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গভাবদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বঙ্কিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোতান, পোঃ শ্রীমারাপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা শ্লোক এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমার্থলিপ্য, সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরনীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১ ০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বঙ্কিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমারাপুর ঈশোতানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাভূগত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোতানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সম্মুখস্থ সর্কদা মুক্তবাগু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার

(ভাষাবিভাগ)

৮-৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আশাঢ় ১৩৭৫ ; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সাল শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জাফান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

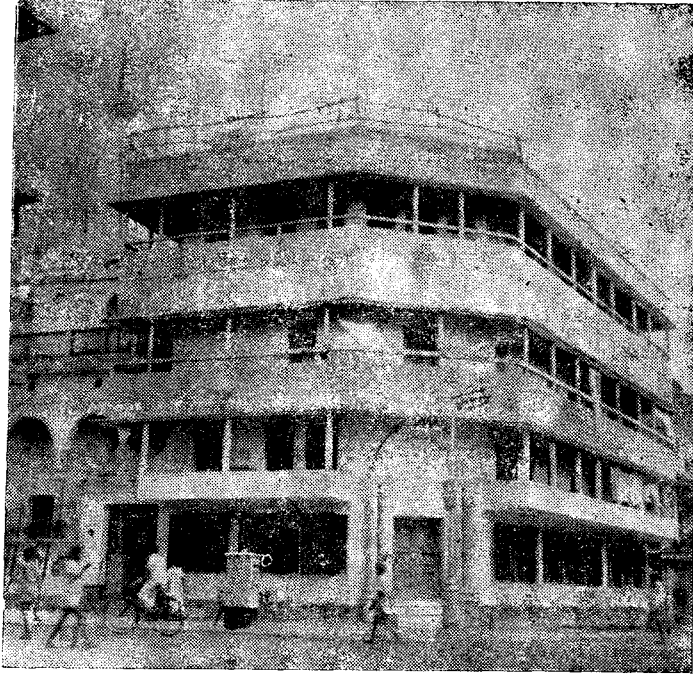
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আশাঢ় ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:



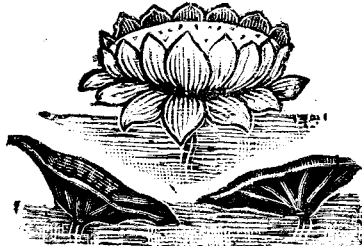
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

দ্বিদ্ভিষ্মামী শ্রীমন্তকিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদিগ্বিষতি শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রমোদ মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সম্প্রপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদিগ্বিষামী শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পূৰী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সম্প্র :—

- ১। শ্ৰীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-বাকরণ-পুৰাণতীর্থ, বিত্তানিধি। ৩। শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এল
২। মহোপদেশক শ্ৰীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-বাকরণ-পুৰাণতীর্থ। ৪। শ্ৰীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিত্তাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীগগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিত্তারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পোঃ শ্ৰীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্ৰীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্ৰীগোড়ীয় সেবাস্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গোহাটী (আসাম)
১১। শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্ৰীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্ৰীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্ৰীগদাই গৌরান্ধ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৩/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্ ।
আনন্দাস্থিবিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ববান্ধবপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্ ॥”

৯ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭৬। { ৫ম সংখ্যা
১৬ পুরুষোত্তম ৪৮৩ শ্রীগৌরাদ ; ১৫ আষাঢ়, সোমবার ; ৩০ জুন, ১৯৬৯।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

[স্থান—ছত্রভোগ, শ্রীগৌরপাদপীঠ-মন্দির-প্রাঙ্গণ সময়—১২ চৈত্র ১৩৪০ ; ২ এপ্রিল ১৯৬৪]

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরবিষে নমঃ ॥

সজ্জনমহোদয়গণ, এই গৌরপদাক্ষপূত মহাপুণ্য-
তীর্থস্থান ছত্রভোগ গ্রামে আমাদের উদ্দেশ্য শ্রীমন্নহাপ্রভুর
পদচিহ্ন স্থাপন এবং স্থায়ীভাবে তাঁর সেবা প্রচার।
অনিত্য বস্তুবিশেষের সেবা অল্পসময়ের জন্য ; কেন না
আমরাও চিরদিন থাকব না, সেই বস্তুও চিরদিন থাকবে
না। নিত্যবস্তুর সেবা সে প্রকার নয়, যাঁরা নিত্যকাল
থাকেন, তাঁঁরাই অথচ নিত্যকালের জন্য সেই নিত্যবস্তুর
সেবা করেন। বেদান্তদর্শনের চতুর্থপাদ, যাঁকে
‘কলপাদ’ বলা হয়, তাঁতে আমরা এই সূত্রটি পাই—

“আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ”

উপদেশ হ’তে জানতে পারি, ‘অসকৃৎ’ অর্থাৎ পুনঃ
পুনঃ—নিরন্তর শব্দরসের প্রবণ-মননাদি-দ্বারা ‘আবৃত্তি’
অর্থাৎ অভ্যাস বা অনুশীলন ক’রতে হ’বে।

এই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীমন্নহাপ্রভু “কীর্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ”—এই কথা ব’ললেন। কিন্তু কে কীর্তন
ক’রবে? মর্ত্যজীব? মর্ত্যজীব ত’ সর্বদা কীর্তন ক’রতে
পারেন না। যিনি মরণ-ধর্ম অতিক্রম ক’রে অতিমর্ত্য,
তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনে লিপ্ত! যাঁদের কর্ণ আছে,

তাঁঁদিগকেই ব’লছেন—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”।

অনেকে মনে করেন, “মানুষ ত’ একশ’ বছরের বেশী
বাঁচে না, কেন না—“শতায়ুর্বে পুরুষঃ”; আবার তা’ও
অনেকস্থলে সম্ভব হয় না। তবে মহাপ্রভু “সর্বদা”
একথাটা ব’ললেন কেন?” মর্ত্যবুদ্ধি হুল বা হুস্স
আবরণকে অতিক্রম ক’রতে না পেরে তা’তেই আবৃত্তি
করে ব’লে তাঁর বিচার এর চেয়ে আর বেশী উন্নত হ’তে
পারে না; কর্ণবেধ-সংস্কারের অভাবে তাঁর কর্ণ সেবাশুধ
না হওয়ায় বক্তা ও শ্রোতার বিচার অর্থাৎ কে ব’লছেন,
কে শুনছেন—এ সমস্ত কথা কিছুই ধ’রে উঠতে
পারে না।

বক্তা—নিত্য, যাঁদের ব’লছেন, তাঁঁরা নিত্য, যা’
ব’লছেন, তা’ও নিত্য। হরিকীর্তন ব্যতীত উপলব্ধি স্থায়ী
হয় না, কালের অভ্যন্তরের কথা কালের মধ্যেই বিলীন
হ’য়ে যায়—ধ্বংস হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নিত্য অবস্থান-
কারিগণের অন্তর্গত ব’লছেন—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”।

কোন অংশটি নিত্য? কা’কে লক্ষ্য ক’রে কীর্তনের
উপদেশ কর’ছেন? গীতা ব’লছেন—আত্মবস্তু নিত্য,
“অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং।” সেই নিত্য চেতন
বস্তুকেই মহাপ্রভু নিত্য কীর্তনের কথা ব’লছেন। অনাত্ম-

প্রতীতি-যুক্ত অভিমান অনিত্য। তাদৃশ অভিমানে কীর্তনের নিত্যত্ব, বিচারের বিষয় হয় না। অভিমান-যুক্ত ব্যক্তির তাদৃশ ব্যাধি থাকে কালেও হরিনাম সেবনীয়, বিগত-ব্যাধি হ'লেও সেবনীয়। হরিকীর্তন নিত্যকালের জ্ঞ। ইহা শুষ্ঠ বা জিহ্বা স্পন্দিত ক'রে ভূতাকালেশ শব্দমাত্র বলা নয়। বিবিধবাত-বস্ত্রসহযোগে সুর-তাল-লয়-মান ঠিক রেখে তাৎকালিক কর্ণের নিকটে যে হরি-মায়ার কীর্তন হয়, তা' হরির কীর্তন নয়। নিত্য সনাতন জীবাত্মার সার্বকালিক সেবোদ্দীপক-দ্বারা বৈকুণ্ঠশব্দ শ্রবণ ক'রে সেই শব্দব্রহ্মের সর্বদা কীর্তন হ'লেই মঙ্গল।

“বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিহুঃ”

সকুষ্ঠ অবৈকুষ্ঠ নাম কর্ণে উপস্থিত হ'লে যে তাৎ-কালিক কীর্তন হয়, তা'তে আত্মার সার্বকালিক মঙ্গল নাই। বেদান্তদর্শন বলেন — আত্মতিরসকৃতং, মহাপ্রভু তা'রই ব্যাখ্যা পরিস্ফুট ক'রে বলেন—কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। কিন্তু এই উচ্চারণ ক'রবে কে? পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি বহু যোনি ভ্রমণ ক'রে এখন আমরা মানুষ হয়েছি, আবার মানুষ হ'য়েও অধিককাল সুখ ভোগ করা যায় না দেখে দেবতা হ'তে চাই। এই প্রকারে পুণ্য বা পাপফলে সদগতি অসদগতি-ক্রমে আমরা যে সমস্ত অবস্থা লাভ ক'রছি, তা' সবই তাৎকালিক, নিত্য নয়। পুণ্যকর্ম ক'রে স্বর্গাদি লোক লাভ ক'রবো, এরকম বিচারমূলে যে উপেক্ষাভের জ্ঞ উপায় অবলম্বন, তা'র পর উপেক্ষা লক্ষ হ'লে উপায় পরিত্যাগ, হরিকীর্তন তাদৃশ তাৎকালিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় নয়; হরিকীর্তনই উপায়, হরিকীর্তনই উপেক্ষা এবং এই উপায় ও উপেক্ষা—সাধন ও সাধ্যবস্তু নিত্য—সার্বকালিক। যিনি এই প্রকার নিত্যমঙ্গলের কথা উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরই শ্রীপাদপদ্ম আজ এইখানে স্থাপিত হ'ল। সেই পাদপদ্ম সর্বনমস্ত, দেবতাগণেরও নমস্ত। শ্রীমদ্ভাগবত এই ব'লে তাঁর বন্দনা করেন—

“যং ব্রহ্মাবক্কেন্দ্রক্ৰমরুতঃ স্তুয়ন্তি দিব্যৈঃ শুভৈ-
বৈদৈঃ সাজপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশুস্তি যং যোগিনো

যশাস্তং ন বিহুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥”

[ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদগণ দিব্য স্তববচন-দ্বারা যাঁহার স্তুতি করেন, সামগানকারিগণ অঙ্গ, পদ-ক্রম এবং উপনিষৎসহ বেদ-সমুদ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করেন, যোগিগণ ধ্যান-নিশ্চল তদাতচিত্তদ্বারা যাঁহাকে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত অবগত হইতে পারেন না, সেই শ্রীভগবান্কে আমি প্রণাম করি।]

সুর-অসুর বিধানী-অবিধানী—সকলেরই যুগ্যবস্তু যিনি, সামগান-নিরত পণ্ডিতগণের—সকল দেবতার—সর্বভূতের উপাশ্রয়, নমস্ত ও প্রয়োজন যিনি, তাঁকে কোন প্রাকৃত ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় না, তিনি মানবমেধার পরিমিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কোন জ্ঞেয় বস্তু নন, তিনি বেদান্ত-বেত্তা পুরুষ—নিত্যকাল স্থায়ী চেতনের যুগ্য বস্তু। সেই চেতনের অভাব-হেতু অজ্ঞান প্রতিষ্ট হওয়ায় যিনি অচৈতন্য জগৎকে চৈতন্য দেওয়ার জ্ঞ—জীবমাত্রেরই বাস্তববস্তুর সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ে যে-সকল কথা আছে, তা' সকলকে জানিয়ে দিবার জ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত হ'য়েছেন, সেই স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনা-বতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবার একান্ত প্রয়োজন আছে। জাগতিক কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় তিনি ন'ন ব'লে তাঁর একনাম—‘অথোক্ষজ’—“অধঃকৃতং জীবানাং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ” যিনি চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদির চিন্তনীয়, অধীন, তিনি পরমেশ্বর ন'ন। পরিমিত হওয়ার যোগ্য বস্তু কখনও ভগবান্ হ'তে পারেন না। তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করবার জ্ঞ অপ্রাকৃত শব্দরূপে অবতীর্ণ। জীবজ্ঞানের কুঠাবস্থায় তিনি লক্ষ্যীভূত হন না। ইংরাজী ভাষায় হেগেল একটি শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন—Transcendental; সংস্কৃত ভাষায় “অপ্রাকৃত” বলে একটি শব্দ আছে। সেই “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।”

Mundane এবং Transcendental—যেমন ভেদ আছে, সেই ভেদ হ'তে আমরা লক্ষ্য করি—অতীন্দ্রিয় বস্তু কখনও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিকার-ধর্মবৃত্ত বস্তু হ'তে পারেন না। তবে সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু unchallengeable but

approachable, তাঁ'র কাছে আমরা যেতে পারি, কিন্তু
“জ্ঞানে প্রায়সমুদপাত্ত।”

অধোক্ষজ বস্তু প্রাকৃত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ন'ন, তিনি
বৈকুণ্ঠ বস্তু, চেতন বস্তু; কুণ্ঠাতীত চেতনেরই বিমৃগ্য।
চেতন কখনও অচেতনাবৃত হন না। স্বর্ধ্যাকে ছাতা আড়াল
দিয়ে যদি মনে করি, স্বর্ঘ্যের খানিকটা অংশ আবৃত হ'য়ে
গেল বা মেঘ দেখে যদি মনে করি, মেঘ স্বর্ধ্যাকে ঢেকে
কেনলো, তা' হ'লে যেমন আমাদেরই অজ্ঞতার পরিচয়
প্রদত্ত হয়, সেই প্রকার স্বতঃপ্রকাশ চিন্ময় ভগবদ্বস্তু,
কখনও আবৃত হওয়ার যোগ্য ন'ন। ব্রাহ্মী, ধরোষ্টী,
সানুকী, পুঙ্করাসাদী প্রভৃতি যতপ্রকার প্রাকৃত শব্দদ্বারা
'ঈশ্বর' শব্দ বাচ্য হয়, তাহা বশু, বহির্জগতের ব্যাপারের
সঙ্গে ন্যূনাধিক reciprocated; কিন্তু অকুণ্ঠবস্তু—বৈকুণ্ঠবস্তু
তাদৃশ কোন প্রকার প্রাকৃত বিচার দ্বারা আবদ্ধ নহেন।
সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সেই পূর্ণ শব্দব্রহ্মের আলোচনা
হোক, জড়বিজ্ঞা ছেড়ে দিয়ে পরবিজ্ঞার অনুশীলন
হোক। উপনিষদ সেই বিজ্ঞার কথাই বলেছেন—

“দে বিজ্ঞে বেদিতব্যো ইতি হ স্ম যদ্বন্দ্ববিদো বদন্তি
পরা চৈবাং পরা চ । তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ
সামবেদাথর্ষবেদঃ শিক্ষা কল্লা ব্যাকরণং নিকৃন্তং ছন্দো
জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগমাতো ।”
(মুণ্ডক ১।১।৪-৫)

অপরবস্তু—ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রাহ্য, পরবস্তু—অতীন্দ্রিয় ;

(ক্রমশঃ)

দশমূল নির্ঘ্যাস

[ঙ্গ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব প্রকাশিত ৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ বিষয়—পূর্ব তিনটা বিষয়ে ভগবত্ত্ব সূচিত
হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ বিষয়ে জীব-তত্ত্ব কথিত
হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ বিচার। জীব সেই
হরির পরাশক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত
ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির হ্রাস বিভিন্নাংশ রূপে প্রকটিত
হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিহ্নস্বয়ী বিশিষ্ট হইলেও
অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন স্বভাববশতঃ কৃষ্ণ

এই ব্যাপারটি যিনি সুখবোধ্য ক'রে দিইয়াছেন, যিনি
পরবিজ্ঞা-বধূজীবন কৃষ্ণসঙ্কীর্ণ-প্রবর্তক, তাঁর কথাই
আলোচনা হোক। শুধু আজকের জন্ত নয়, নিত্যকালের
জন্ত; শুধু ভারতের জন্ত নয়, সকল দেশের জন্ত;
শুধু ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের নহে, নিখিল
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পাত্রের জন্ত—কাল-দেশ-পাত্র-
নিবিশেষে তিনি সকলেরই সর্বাবস্থায় একমাত্র আলোচ্য
বিষয় হউন। “পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম,
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।” শ্রীশ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর এই
শ্রীমুখবাণী সার্থক হউক। সেই বস্তু একদিন
এখানে দিয়ে গিয়েছিলেন। কালের প্রভাবে সেকথা
আমরা আজ সকলেই বিস্মৃত হ'য়েছি। “যস্মিন্ বিজ্ঞাতে
সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি”—যাঁ'কে জান্লে সব জানা হ'য়ে
যায়, তাঁ'কে জানা দরকার, তাঁ' হ'লে সকলেরই মঙ্গল
হ'বে। এখানে কোন দলাদলি, উচ্চাচভাব বা
relativity, anthropomorphism, zoomorphism,
phytomorphism প্রভৃতি ধারণার কোন কথা নাই।
বাস্তববস্তুর আলোচনা হ'লে সমস্ত সংকীর্ণতা দূর হ'বে।
সেই বস্তু এজগতে অবতীর্ণ হ'য়ে কি-ভাবে ধর্ম প্রচার
ক'রেছেন—আমাদের মঙ্গল-চেষ্টা ক'রেছেন, তা' জান্তে
হ'বে—তাঁর কথা বিশেষ ক'রে আলোচনা আবশ্যক।

বিমুখ হইলে মায়া'র বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীব
ভেদ এই যে উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি
বিভূ, মায়া'র প্রভু এবং মায়া যাঁর নিত্যদাসী তিনি ঈশ্বর।
মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়া'র বশবোধ্য ও অণু
তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত
থাকেন। শুদ্ধ জীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ণোক্ত
পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়।

শুদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়—জীব কৃষ্ণরূপ চিদ্রহস্যের কিরণকণ। অতি ক্ষুদ্রতা বশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ভূত হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ষচক্রে পড়িয়া জড় জগতে মায়িক সুখ দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ষচক্রে পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখন নরকাদির ভোগ। চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য। কোন মায়ার কার্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভ-কর্মদ্বারা মায়ার মোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব চিৎকণ এবং মায়ার আমার পক্ষে হেয় এরূপ জ্ঞান হইলেও জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা মায়ার হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত এবং লুপ্ত প্রায় কৃষ্ণদাম্ভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবাস্তব ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়ার-পর্যায়ী স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজস্বভাব অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে তাহার সঙ্গ বলক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি পূর্ব ভক্ত্যনুশীলী স্মৃতিক্রমে কিয়ৎ পরিমাণ শরণাপত্তি লক্ষণা* প্রদ্বালাভ করেন, ইহাই একটি ঘটনা। সেই স্মৃতি বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয়-ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায় যিনি কোন ভাগ্যে অশ্রু সাধু-

সঙ্গে নিজস্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়। ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদয় হইতে থাকে সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুভবদিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয়—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সংসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন (১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটি বিষয়ের সুন্দররূপ আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে জীবরূপ আমি অপু-চৈতন্য এবং কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অখিল জগতসেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্তবাদাদি তর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমে জীবসমূহ এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ এবং অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য অবস্থান নয়। ইহা কারাগৃহ মাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্ত কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়—সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়াছে। অনন্ত ভক্তিতে সংসঙ্গ ক্রমে শ্রদ্ধা হইল। এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন এই চিন্তা করিয়া সঙ্গুকের নিকট সহুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সঙ্গুকে তাঁহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন, তাহার লক্ষণ এই—

“অন্তাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞান কর্ম্মাশ্রয়বৃত্তম্।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্।”

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তম অর্পণ শুদ্ধাভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভক্তনের আনুকূল্য

* আনুকূল্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জনম্। রক্ষিত্বাতিতি বিশ্বাসো গোপ্তৃৎ বরণং তথা। আত্মনিষ্কোপ-কার্পণ্যে বড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥—তাৎপর্য এই যে, জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ভেদ জ্ঞানকাণ্ড ও ঐর্ষ্য বা কৈবল্য-জনক যোগাদি প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বাহ্য কিছু হয় তাহা বর্জন পূর্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক ইহা বিশ্বাস করতঃ কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুলীলনই কর্তব্য, সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জন পূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই অনুকূল ভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নির্বিকিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্মূল হইবে এই উদ্দেশ্যে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলାষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন নির্বাহে জ্ঞানচেষ্টা ও কর্মচেষ্টা অবশ্য হইবে, কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধ-ভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণ-মুহূর্ত্ত কর্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার ঐ সকল অঙ্গের মূখ্য মূখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধিলক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধলক্ষণ। বিধিলক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি-শাস্ত্র-চর্চা এই পাঁচটি

মূখ্য। অপরাধ বর্জন, * যত্নের সহিত অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, আপনার গুণভিমান বৃদ্ধি করিবার ভ্রম বহুশিষ্ট না করণ, বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ-দর্শ্য ত্যাগ, শোকমোহাদির বশবর্তী না হওয়া, অমৃতদেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা শ্রবণ না করা, গ্রাম্যবার্তার প্রতিকূল্যভাবে অনুলীলন না করা ও প্রানীমায়ে উদ্বেগ না দেওয়া এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্তনাদি অন্ত সকল ভক্তি অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধীভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ। তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রহ্মাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ। তাহা দেখিয়া কোন স্মৃকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভদ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধন-ভক্তিকে রাগানুগাভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্র বৃত্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবা-লোভই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব।

(ক্রমশঃ)

অবয়বজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তাঁহার ভজন

[পরিব্রাজকাচাধ্যা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্তাপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের

অবয়বজ্ঞান তত্ত্ববস্তুরূপে স্বরূপ।

স্বরূপ বিচারে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তার রূপ ॥

—চৈঃ চঃ আ ২।৬৫

* অপরাধ দুই প্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমুর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচাধ্য। নামাপরাধ সাধারণ-ভক্তমাাত্রের পরিত্যাজ্য। (১) নাম-পরাষণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্ত কেহ পৃথক্ দৈত্বের আছেন এরূপ মনে করা, (৩) নামশিক্ষাগুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা কেবল স্তবমাত্র এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নাম বলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যরূপ-নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্ত পুণ্য বা শুভকর্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা, (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুলীলন করা এই দশটি নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন। কিছুতেই যায় না। কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্ট নাম-গ্রহণমাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ন পাইবেন।

তঁাহার অদ্বয় ও অবতারিত্ব প্রতিপাদনকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন—

‘বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মৈতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

—ভাঃ ১।২।১১

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিষ্যাকুলং লোকং যুড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

—ভাঃ ১।৩।২৮

“অর্থাৎ তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয় জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্।”

“রাম-নৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। দৈত্যানিগীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।”]

অদ্বয়জ্ঞান-বিচারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় জানাইয়াছেন— ‘অদ্বয়জ্ঞান’-শব্দ কৃষ্ণস্বরূপস্থলীয় মূল তত্ত্ববস্তু। (চৈঃ চৈঃ আ ২।৬৫ অঃ প্রঃ ভাঃ)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তঁাহার অলুভাষ্যে লিখিয়াছেন (চৈঃ চৈঃ আ ২।১১) —

“ভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞানন্দনকেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ জ্ঞানেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্যবুদ্ধি করিলে বিষ্ণুকলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়, উহাই অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব। কৃষ্ণের অবিষ্ণুবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের অভাববশতঃ কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান হইতে মায়ী বা অজ্ঞানদ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া মায়িকবশ্যযোগ্যতা লাভ করায় মায়াবশ বা দ্বৈতজ্ঞানের অধীন। কৃষ্ণবস্তুর যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাস-মূর্তিসকলে দ্বিতীয়জ্ঞান নাই সুতরাং তঁাহারা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মায়াদীর্ষ। যোগিগণ অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ পরমাত্মার সহিত শুদ্ধাত্মার অবিমিশ্র কেবল-যোগকেই দ্বিতীয়জ্ঞান-রহিত অবস্থা জ্ঞানেন। জ্ঞানিগণ স্বগত-সজ্জাতীয়-বিজ্ঞাতীয়-ভেদহীন নির্বিশেষ-জ্ঞানকেই অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্ম জ্ঞানেন।”

সুতরাং দ্বয় বা দ্বিতীয় বা দ্বৈত বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-শূন্য প্রাপঞ্চিক বা মায়িক অজ্ঞান-রহিত চিদেকরূপ অদ্বিতীয়-তত্ত্বই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। কেবল চিং বা জ্ঞান-বৃত্তিদ্বারা শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তিতেই জ্ঞানিজনোপাত্ত অদ্বয়জ্ঞানরূপ ব্রহ্মপ্রতীতি, সচ্চিদবৃত্তিদ্বারা যোগিজনোপাত্ত গোবিন্দাংশ অন্তর্ধামীতেই অদ্বয়জ্ঞানরূপ পরমাত্মপ্রতীতি এবং সচ্চিদানন্দবৃত্তিদ্বারা ভক্তিব্যোগেই ভক্তের অদ্বয়-জ্ঞানরূপ সর্গশক্তিসমম্বিত সচ্চিদানন্দঘন সর্বিশেষ পূর্ণ-তত্ত্ববস্তু ভগবৎপ্রতীতি। একই ভগবদ্বস্তুতে দৃষ্টিভেদে দর্শন এবং উপায়ভেদে উপেয়ভেদ প্রতীতি হইতেছে। শিশুপালবধ কাব্যের একটি শ্লোকে আছে—

“চয়দ্বিমিত্যবধারিতং পুরা

ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতম্।

বিভুবিত্তাবয়বং পুমানিতি

ক্রমাদয়ং নারদ ইত্যাবোধি সঃ ॥”

[অর্থাৎ শ্রীনারদ যখন রাজহৃদয়জের নিম্নরূপ জানাইবার জন্ত দ্বারকায় আসিতেছেন তখন দ্বারকাবাসিগণ তঁাহাকে প্রথমে দূর হইতে একটি নির্বিশেষ তেজঃপুঞ্জ বলিয়া অবধারিত করিলেন, অতঃপর আরও নিকটবর্তী হইলে তঁাহাকে একটি আকৃতিবিশিষ্ট দেহধারী প্রাণিবিশেষ বলিয়া নির্ধারণ করিলেন, অনন্তর আরও নিকটতর হইলে তঁাহাকে একটি হস্তগদাদি অবয়ব বিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন, পরে ক্রমশঃ তিনি সম্পূর্ণ নিকটবর্তী হইলে তঁাহাকে সকলেই ‘নারদ’ বলিয়া চিনিতে পারিলেন।]

এইরূপ একই নারদ যেমন দ্রষ্টার দৃষ্টি ভেদে জ্যোতিঃ, শরীরী ও পুরুষরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ত্রিবিধ অধিকারীর নিকট ত্রিবিধ প্রকাশ বিশেষে অলুভূত হন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

প্রকাশবিশেষে তেহ ধরে তিন নাম।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্ ॥

—চৈঃ চৈঃ আ ২।১০

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী স্বর্ধোর উপমা দিয়াও বুঝাইয়াছেন—স্বর্ধা দূর হইতে নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় বস্তুরূপে

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (মধ্য ২২শ পঃ) লিখিয়াছেন—
 বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার, এক—নিত্যমুক্ত, আর
 এক—নিত্যসংসার বা নিত্ববদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ
 নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ, তাঁহাদিগকে মায়াসম্বন্ধ আবাদন
 করিতে হয় না। তাঁহারা চিন্ময়ধামে নিত্য কৃষ্ণচরণোন্মুখ

থাকিয়া কৃষ্ণপারিষদ নামে পরিচিত হন এবং কৃষ্ণসেবা-
সুখ ভোগ করেন। আর নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে
নিত্যবহির্মুখ থাকিয়া মায়িক সংসারে জননমরণ-মালায়
মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে এবং স্বর্গ-নরকাদি
সুখদুঃখ ভোগ করে। কৃষ্ণবহির্মুখতাজ্ঞ 'মায়াপিশাচী'
জীবকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই
ত্রিতাপজালায় জর্জরিত করে। জীব কাম-ক্রোধাদি
বড়ুশ্মির বশীভূত হইয়া মায়া পিশাচীর লাধি খাইতে
খাইতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। তথাপি তাহার মোহ
যুচে না। ইহাই জীবের দুরারোগ্য ভবব্যাদি। শুদ্ধভক্ত
সাধুবৈত ব্যতীত জীবের এই ভবব্যাদির চিকিৎসা আর
কেহই করিতে পারে না। এই সংসারে ভ্রমণ করিতে
করিতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভক্ত্যনুযায়ী স্নকৃতি-ক্রমে যদি
কখনও জীব সাধু-বৈত লাভ করে, তাহা হইলেই তাহার
উপদেশ মস্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়ন করে, জীবও ভব-
ব্যাদি মুক্ত হইয়া সুস্থাবস্থা লাভ করে—স্বরূপের স্বাস্থ্য—
কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন প্রভাবে জীব কৃষ্ণ
সমীপে গমন করিয়া থাকে।

“কৃষ্ণভুলি’ সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কতু স্বর্গে উঠায় কতু নরকে ডুবায়।

দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুপায় ॥

সাধুশাস্ত্র কুপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।

জীবেরে কুপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পূরণ ॥

শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা’—জীবের হয় জ্ঞান ॥

—চৈঃ চঃ ম ২০।১১৭, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৩

অনুব্রত লিখিত আছে—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি’ গেল।

এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥

তাতে কৃষ্ণ ভঞ্জে, করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৪-২৫

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভক্ত সাধুর আহুগতো শ্রীকৃষ্ণভজন
ব্যতীত মায়ার কবল হইতে নিকৃতি লাভের দ্বিতীয়
কোন উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভবব্যাদিবিকার-
গ্রস্ত রোগীর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রমুখ
সদৈত্বের পরামর্শ ভাল লাগে না, তাহার রোগের প্রশ্রয়-
প্রদানকারী অসদবৈত্বের পরামর্শকেই সে বহুমানন
করিতে চায়। পরমদয়ালু সপার্বদ শ্রীগৌরহরি এই
সকল প্রমাদগ্রস্ত জীবের বুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া দিউন, তাহারা
ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসী
সকলেরই মঙ্গল বিধান করুন এই প্রার্থনা।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজন শ্রীরাধার ভাবকান্তি-
সুবলিত সেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং কলিযুগপাবনাবতারী
মহাবদান্ত ব্রজপ্রেমদাতা গৌরহরি-রূপে দিতে সমর্থ, তিনি
ব্যতীত আর কেহই তাহা জানাইতে বা দিতে পারেন
না। তিনি সেই ব্রজের ভজন-রহস্য জানাইবার জন্তই
‘সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ’। নামে বিশেষ
শক্তি আহিত করিয়াই তিনি সেই নাম-সংকীর্ণনকে
‘কলৌ পরম উপায়’ (চৈঃ চঃ অ ২০।৮) এবং ভজনের
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন (ঐ অ ৪।৭০-৭১) ইত্যাদি বলিয়া
জানাইয়াছেন। কিন্তু নিরপরাধে নাম লইলেই সেই
ব্রজপ্রেমধনে অধিকারী হওয়া যায়, তাহাও বলিয়াছেন।
তবে ‘বিধি-মার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি’। কিন্তু
শ্রীগৌরোপদিষ্ট বিধিমার্গে এই নামভজন রত হইলে
শ্রীগৌরকৃপায় ক্রমশঃ রাগমার্গে প্রবেশাধিকার লাভ হয়,
তাই শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে,

রাগমার্গে করান প্রবেশ।

রাগবশবর্তী হ’য়ে, পারকীয় ভাবপ্রসয়ে,

লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ ॥”

শ্রীনাম-চিন্তামণি—

“ঈবং বিকশি’ পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ

চিন্তহরি’ লয় কৃষ্ণপাশ।

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,

দেখায় নিজ স্বরূপ বিলাস ॥”

শ্রীগৌরমুখনিঃসৃত—উপদিষ্ট ‘কৃষ্ণনাম—ধরে কত বল’!

শ্রীগৌরধাম মান্নে গৌরজন সঙ্গে গৌরদত্ত এই মহামন্ত্র নাম গ্রহণ করিতে করিতে ব্রজভাবে অধিকার শীঘ্রই আসিয়া যাইবে। নতুবা ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন পাওয়া যাইবে না। ভাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি তাঁরে জানে ব্রজজন।

ঐশ্বর্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।

সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥”

উহার অমৃতপ্রবাহ-ভাণ্ডে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিদ্যাদেব লিখিতেছেন—

“ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে ‘নন্দনন্দন’ বলিয়া জানেন। পরম-ঐশ্বর্যশালী ‘পরমেশ্বর’ বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটি অন্ত-সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজ-

বাসিনীগের দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারি-প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন-রূপকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।” —চৈঃ চঃ ম ২।১০-১৩১

বাগভজনাধিকার জোরঅবদন্তি করিয়া বা কৃত্রিমভাবে লাভ হয় না। বিশেষ যত্নপূর্বক সংখ্যা নির্বন্ধ-সহকারে হৃদয়ের আঁতরি সহিত প্রতিদিন শ্রীগৌরানুগত্যে গৌরজনসঙ্গে অনূন লক্ষ্যনাম গ্রহণ করিতে পারিলে শীঘ্রই রাগোদয়ের সম্ভাবনা হয়। সাধন না করিয়াই সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা বা কৃত্রিমভাবে সিদ্ধের লক্ষণ—হাবভাবাদি প্রকাশ বাতুলতা মাত্র। “যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥”—ইহাই মহাজনোপদেশ।

প্রশ্নোত্তর-স্তু

মেদিনীপুর জেলাস্থিত মুগবেড়িয়া হাইস্কুলের টীচারস্ কোয়ার্টার (পোঃ ভূপতিনগর) হইতে শ্রীভুবনেশ্বর জ্ঞান। (‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার গ্রাহক নং ১৯৮৬) মহোদয় গত ১১।৪।১৯৬৯ তারিখে তিনটি প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলেন। ঐ সময় পাঞ্জাব ও উত্তর-ভারতে পরিভ্রমণ করায় আমরা উহার উত্তর যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করিয়া উঠিতে পারি নাই। বর্তমান সংখ্যায় ঐ প্রশ্নত্রয় ও তাহার উত্তর নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। বিলম্বজনিত ক্রটি-নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনীয়। ইতি [শ্রীচৈঃ বাঃ সঃ]

প্রশ্নত্রয় যথা—

(১) গত পৌষ মাসের (১৩৭৫) শ্রীচৈতন্যবাণীতে শ্রীমত্ত্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের “দীক্ষার্থী বা লব্ধদীক্ষ শিষ্যের অবস্থা পালনীয় সদাচার সমূহ” নামক প্রবন্ধ থেকে জানিলাম যে, শ্রীগুরুদেব তাঁহার ইষ্ট-মন্ত্রই শিষ্যকে প্রদান করিবেন। অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিবদ্ধ ও শাস্ত্র-সঙ্গত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তথাপি প্রশ্ন হ’ল—শ্রীমদ্বাহা-প্রভুর গুরুদেব শ্রীল ঈশ্বরপুরী প্রভুপাদ মহাপ্রভুকে “দশাঙ্কর গোপালমন্ত্র” দীক্ষা দিলেন কেন? শ্রীমদ্বাহা-প্রভু যখন দশাঙ্কর মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন তখন আমরা

“অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্র” পেলাম কি করিয়া?

(২) বৈষ্ণবের সমাধি মন্দিরে তাঁহার শ্রীমূর্তি—আলেখ্য নয় পরন্তু Concrete Statue—পূজা করা যায় কি না? যদি করা যায়, তবে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার বিধান কি?

(৩) আমরা যে শ্রীমত্ত্তাগবত দেখিতেছি উহা কি সম্পূর্ণ ব্যাসদেবের লেখনী প্রসূত? কারণ শ্রীমত্ত্তাগবতে দেখতে পাই—শ্রীশুক উবাচ, শ্রীপরীক্ষিত উবাচ—ইত্যাদি উক্তি। ইহারা তো এলেন ভাগবত লিখার পর। অথচ ইহারা প্রশ্নোত্তর করলেন এরকম ব্যাপার ভাগবতে দেখা যায় কি করিয়া? ব্যাসদেব কি এঁদের আগমনের পূর্বেই এসব কথা ভাগবতে লিখেছিলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—

শ্রীশ্রীমদ্বাহাপ্রভু শ্রীগৌরানুগদেব স্বয়ং ভগবান—সর্ব-জগদগুরু। তিনি স্বয়ংই মন্ত্রাধিষ্ঠাতা—চতুরঙ্কর, ষড়ঙ্কর, অষ্টাঙ্কর, দশাঙ্কর, দ্বাদশাঙ্কর, অষ্টাদশাঙ্কর, দ্বাত্রিংশদঙ্করাদি যাবতীয় মন্ত্রের মূল অধিষ্ঠাতৃপুরুষ। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব সাংক্ষিপ্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপরূপে তিনি, অন্তর্ধামী গুরু বা চৈতন্যগুরুরূপে শ্রীঈশ্বরপুরী পাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত

ধাকিয়াও নিঃশ্রেয়সার্থী জীবমাত্রেয়ই সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের
একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাদানার্থ কৃষ্ণপ্রেমলিপ্সু
শিষ্যের লীলাভিনয় পূর্বক তাঁহার প্রকটিত ভক্তিকরুণত্বের
প্রথম অঙ্কুর-স্বরূপ শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীপাদেয় প্রিয়তম
শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তৎসমীপে
দশাঙ্কর-মন্ত্র গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে শ্রীপাদ কেশবভারতীর
নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন,
বস্তুতঃ শ্রীমদ্বাহপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সকলেরই
পরমোপাশ্রয় বস্তু।

তবে তান-স্থানে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ।

করিলেন দশাঙ্কর-মন্ত্রের গ্রহণ।

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।১০৭

উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণন
করিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।১৩৮, ১৩৯, ১৪৪—১৬১,
১৭১—১৭৫) —

“যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের—সেই সে উচিত।

‘শ্রীঅচ্যুতানন্দ’ নাম—জগত-বিদিত।

দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।

অদ্বৈত-আচার্য্য স্থানে মিলিলেন আসি।”

* * * *

সন্ন্যাসী বলে—“আগে আছে জিজ্ঞাস্য আমার।”

আচার্য্য বলেন—“বল যে ইচ্ছা তোমার।”

সন্ন্যাসী বলেন—“এই কেশব ভারতী।

চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি।”

মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।

ব্যবহার, পরমার্থ—তুই পক্ষ হয়।

যত্বেপিহ ঈশ্বরের পিতা-মাতা নাই।

তথাপিহ ‘দেবকীনন্দন’ করি’ গাই।

পরমার্থে—গুরু সে তাঁহার কেহ নাই।

তথাপি যে করে প্রভু, তাহা সবে গাই।

প্রথমেই পরমার্থ কি কাহা কহিয়া।

ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রাবোধিয়া।

এত ভাবি’ বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।

“কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হয়।

দেখিতেছ—গুরু তান কেশব ভারতী।

আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা’ প্রতি”?

এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।

ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেইস্থানে।

শঙ্খ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর।

খেলা খেলি’ সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।

অভিন্ন কান্তিক যেন সর্দাঙ্গ-সুন্দর।

সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্ব-শক্তিধর।

‘চৈতন্যের গুরু আছে’ বচন শুনিয়া।

ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া।

“কি বলিয়া বাপ! বল দেখি আর বার।

‘চৈতন্যের গুরু আছে’ বিচার তোমার।

কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।

জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ।

তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।

হেন বুঝি—এখনে সে কলি-কাল হৈল।

অথবা চৈতন্য-মায়া পরম-ভুস্তর।

যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি-শঙ্কর।

বুঝিলাম—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।

কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবার পারে?

‘চৈতন্যের গুরু আছে’ বলিলা যখনে।

মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে?

* * * *

বাপ তুমি,—তোমা’ হৈতে শিখিবাঙ কোথা।

শিক্ষাগুরু হই’ কেন বোলহ অগ্রথা।”

এত বলি’ শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।

শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা।

‘বাপ’ ‘বাপ’ বলি’ ধরি’ করিলেন কোলে।

সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে।

“তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয়।

শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়।

অপরাধ করিলু’, ক্ষমহ বাপ, মোরে।

আর না বলিমু, এই কহিলু’ তোমারে।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

প্রভু লিখিয়াছেন,—

অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
 আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্তচরণ।
 চৈতন্ত গোসাঁঞির গুরু—কেশব ভারতী।
 এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি।
 অগদগুরুতে তুমি কর এঁছে উপদেশ।
 তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ।

চৌদ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঁঞি।
 তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই।
 পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
 শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার।

—চৈঃ চঃ আদি ১২।১৩-১৭

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ব্যাক্রতু
 লোকশিক্ষার্থ দশাঙ্কর-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের লীলা
 অভিনয় করিয়াও তিনিই আবার শ্রীবৃন্দাবনে গোড়ীয়-
 গণের পরমাভীষ্ট আরাধ্যদেব শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও
 শ্রীগোপীনাথ—এই ‘তিন ঠাকুর’ রূপে আত্মপ্রকাশ
 পূর্বক গোড়ীয় ভক্তগণকে নিজ সেবাধিকার প্রদান করিয়া
 নিজজন করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
 প্রভু শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত্তে তাঁহাদের প্রণাম মন্ত্র লিখিয়া-
 ছেন—

জয়তাং সুরতো পঙ্গোর্ম মন্দমতের্গতি।

মৎসর্বস্বপদান্তোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

দীব্যদ্বন্দ্বারণ্যকল্পক্রমাঃ

শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ॥

শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ

প্রষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীমান্ সুরসারস্বতী বংশীবটতটস্থিতঃ।

কর্ষণ-বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥

এই তিন ঠাকুর গোড়ীয়কে করিয়াছেন আত্মসাধ।

এ তিনের চরণ বন্দে' তিনে মোর নাথ ॥

—চৈঃ চঃ আদি ১।১৫—১৭, ১৯

পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
 গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত্তের উক্ত পয়ারের
 অনুরূপে লিখিয়াছেন,—

“গোড়ীয়-বৈষ্ণবের সেবা অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রের নির্দিষ্ট

কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজন-
 বল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণাত্মকই সৎক
 গোবিন্দ-সেবাই অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ কর্তৃক
 আকৃষ্টই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ব্যাক্রতুর উপদিষ্ট সৎস্বাভিধেয়-
 প্রয়োজনতত্ত্বপ্রকাশ্য ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর
 শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব।”

শ্রীমদ্ব্যাক্রতু তাঁহার প্রিয়তম পার্শ্বদ শ্রীসনাতন
 গোস্বামী ও শ্রীশ্রীরূপসোমিদ্বারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-
 মদনমোহন ও শ্রীরাধাগোবিন্দদেবের সেবা প্রকট করাইয়া
 অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রেই তাঁহাদের উপাসনা করাইয়াছেন,—

“বৃন্দাবনে ‘অপ্রাকৃত নবীন মদন’।

কামগায়ত্রী, কামবীজে যাঁর উপাসন ॥”

—চৈঃ চঃ ম ৮।১৩৭

অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রের ২৪। অঙ্কর গায়ত্রীকেই কামগায়ত্রী
 বলা হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
 সার্ক-চক্ৰিশ অঙ্কর তার হয়।

সে অঙ্কর ‘চন্দ্র’ হয়, কৃষ্ণ করি’ উদয়,
 ত্রিভুগৎ কৈলা কামময় ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২।১২৫

এখানে ‘কাম’ বলিতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যময়
 কাম, নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যময় জড়কাম অত্যন্ত হয়।

শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা সম্বন্ধে শ্রীল
 কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৫।২১১-
 ২২৩)—

শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন।

কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥

বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।

রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

শ্রীরাধা-ললিতাসঙ্গে রাস-বিলাস।

মনুখ-মনুখরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥

তাসামাবিরভূছোঁরিঃ স্মরণমানমুখাশুভঃ।

পীতাম্বরধরঃ শ্রী, সাক্ষ্যামনুখমনুখঃ ॥

(ভাঃ ১০।৩২।২)

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ।
 দুইপাশে রাখা-ললিতা করেন সেবন ॥
 নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল ।
 শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥

[শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীমদনমোহন—একই বিগ্রহ ।]

মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
 কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন ॥
 বৃন্দাবনে যোগপীঠে কর্ত্তরুবনে ।
 রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥
 শ্রীগোবিন্দ বলিয়াছেন ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ।
 মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥
 বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে ।
 রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
 যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন (ব্রহ্মা) ।
 অষ্টাদশাঙ্কর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥
 চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান ।
 বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর লীলা-গুণ গান ॥
 যাঁর মাধুর্য্যে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ ।
 রূপ গোসাঞি করিয়াছেন সে-রূপ বর্ণন ॥

ইত্যাদি ।

শ্রীমদহাপ্রভু স্বয়ং কোন মন্ত্র-প্রদানরূপ আচার্য্যের
 কার্য্য করেন নাই । তাঁহার শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রিয়তম
 পার্শ্বে দক্ষিণে সঙ্কর পূর্ব্বক তদ্বারা জগজ্জীবকে তাঁহার
 মনোহরীষ্টে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জল স্বভক্তিসম্পৎ—
 ব্রহ্মপ্রেমরসমাধুর্য্য বিতরণ করাইয়াছেন । শ্রীল নরোত্তম
 ঠাকুর মহাশয় এজন্ত শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্টে সংস্থাপক শ্রীরূপ-
 গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ-সান্নিধ্য প্রার্থনা জানাইয়া
 বলিতেছেন—

“শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্টে স্থাপিতং যেন ভূতলে ।

স্বয়ং (বা সোহস্বয়ং) রূপঃ কদা মহৎ দদাতি অপদাতিকম্ ॥”

আমাদের শ্রীকৃপারূপবর্ষা গুরুপাদপদ্মও ঐ শ্লোকটি
 এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ পূর্ব্বক রূপারূপগত্যা প্রদর্শন
 করিতেন—

“আদদানস্বয়ং দত্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ।

শ্রীমদ্রূপপদান্তোজ্জ্বলিঃ স্থাং জন্মজন্মনি ॥”

সুতরাং “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥”

“মহাজনের যেই মত তাতে হব অহুরত ॥”

দ্বিতীয় প্রস্তরের উত্তর—

যদিও শাস্ত্রে বিহিত আছে (ভাঃ ১১।২৭।১২)—

“শৈলী দাক্ষময়ী লোহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥”

হস্তদ্বারা তুলি প্রকৃতির সাহায্যে অঙ্কিত চিত্রপটের
 পরিবর্তে মৃদাধস্ত সাহায্যে মুদ্রিত চিত্র বা বিশুদ্ধ পবিত্র
 মৃত্তিকা ব্যতীত অত্র কোন উপাদান সংমিশ্রণে গঠিত
 মূর্ত্ত্যাদির পূজা শাস্ত্রে বিহিত না হইলেও বহির্বিদ্য-শুদ্ধা-
 শুদ্ধির দিকে অধিক মনোনিবেশ না করিয়া অন্তরের
 ভাব-সংশুদ্ধির দিকে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করাই
 সমীচীন । বর্ত্তমানে বাজারে যে সকল রং খরিদ
 করিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগাদি সম্পাদিত হয়, তাহার
 পবিত্রতা বিষয়েও ত' নানা প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান ।

দ্রব্যাদি ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ভক্তিপূত হইলেই
 তাহার পবিত্রতা সম্পাদিত হয় । ময়ূরপুচ্ছ, গোপুচ্ছ
 চামর, অজিন বা কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, ভগবৎসিংহাসন বা
 পালঙ্কের হস্তিদন্ত নিম্নিত পরিচ্ছদ, শিশু নিমাইএর
 স্বর্ণজড়িত ব্যাঘ্রনখাদি অলঙ্কার, গোচর্ম্মমণ্ডিত কীৰ্ত্তনের
 প্রধান অঙ্গ মৃদঙ্গাদি ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই পবিত্র
 হয় । বেদ শাস্ত্র, গোময়, গোমূত্রাদিকে পবিত্র বলিয়া
 স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য কোন কোন প্রাণীর অস্থি
 ও বিষ্ঠামূত্রেরও পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়া থাকে । কিন্তু
 হবিষ্যাদি সাবিকদ্রব্য বহির্বিচারে পরম পবিত্র হইলেও
 ভগবন্নিবেদিত না হইলে বা অভক্ত প্রদত্ত হইলে উহা
 ভক্তগণের নিকট অতীব অসাবিক বা অপবিত্র (অমেধ্য)
 বলিয়া পরিত্যজ হইয়া থাকে । “অন্তাভিলাষিতা-শূন্য
 জ্ঞানকর্ম্মাভিন্যাসং আত্মকুলোদ কৃষ্ণানুশীলনং” এই
 শুদ্ধভক্তি-বিচার-পূত না হইলে ভক্তের ব্যক্তির
 ভগবন্নিবেদনাভিনয়ও শুদ্ধভক্ত পবিত্র বলিয়া অহমোদন
 করেন না । শুদ্ধভক্তিপূত হইলেই দেশ-কাল-পাত্র-দ্রব্যাদির
 পবিত্রতা শুদ্ধভক্ত-সম্মানানুমোদিত হইয়া থাকে ।
 গঙ্গা-গোদাবরী-যমুনা-কাবেরী-সিন্ধু-সরযুত্যাदि ভূমণ্ডলের
 যাবতীয় পবিত্র তীর্থাদিকে মান করিলেই জীব-হৃদয়

কামাদি কলুষ-মুক্ত হইতে পারে না, তবে ঐ সকল তীর্থ-কুপায় শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য উপস্থিত হইলে জীব সাধু-কুপাবলে শুদ্ধভক্তিতে ধাত্ত হন—পবিত্র হন। এজ্ঞ মূর্ত্যাদি কোন শুদ্ধভক্ত দ্বারা অঙ্গীকৃত ও পূজিত হইলেই তাঁহার বিগ্রহত্ব স্বীকৃত হয়। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ-স্বরূপ, সেই প্রাণবান্ ভক্ত তাঁহার ভক্তিপূত প্রাণে শুদ্ধনাম-সংকীর্তন-মুখে শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকৃত্য সম্পাদন পূর্বক শ্রীবিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত-প্রাণ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ কলেবররূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখেন। ভক্তের ভক্তিবশ্ত ভগবান্ শৈলী দাক্ষম্যী প্রভৃতি অষ্টবিধা প্রতিমাকারে প্রকাশিত হইলেও ভক্তের সহিত কথা বলিয়া থাকেন, ভক্তের প্রীতিভরে প্রদত্ত সেবা পরমাদরে স্বীকার করেন—“ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি’ কাড়ি’ যায়। অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়॥” ভক্তও শ্রীভগবান্কে মৌন-মুদ্রা অবলম্বনকারী প্রতিমা-মাত্র দর্শনের পরিবর্তে ‘প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মেনন্দন’ বলিয়া জানেন। শ্রীভগবান্বেদবাস বলিয়াছেন—

অচ্যো বিষ্ণো শিলাবীণ্ডুরুষু নরমতিবৈষ্ণবে জতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বী বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতৌর্থেষু বুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্ম্মি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
বিষ্ণো সর্বেশ্বরেণে তদিতরসমধীর্ষশ্চ বা নারকী সঃ॥

(পুত্ৰপুরণ)

অর্থাৎ অচ্য বিষ্ণুমূর্তিতে শিলা, কাষ্ঠ বা মৃদাদি বুদ্ধি, গুরুদেবে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণুর নাম ও মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি, সর্বেশ্বরের শ্রীবিষ্ণুর সহিত তদিতর দেবতাকে সমান বুদ্ধি করিলে নরকগতি লাভ করিতে হয়।

“প্রাকৃত ক্রিয়ায় মানে বিষ্ণু-কলেবর।

বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥” (চৈঃ চঃ)

“দেহদেহি বিভাগোহয়ং নৈশ্বরে বিত্ততে কুচিং।”

আবার “প্রভু কহে,—বৈষ্ণবদেহ ‘প্রাকৃত’ কভু নয়।

‘অপ্রাকৃত’ দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥” (চৈঃ চঃ)

সৎগুরুচরণে সমর্পিতাশ্রালকদীক্ষ শিষ্যকে শ্রীভগবান্

চিন্ময় কলেবর প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নাম-রূপ-গুণলীলাদি অপ্রাকৃত বস্তু, তাহা প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই তাঁহাদের অপ্রাকৃত-স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেন অর্থাৎ শুদ্ধ সেবা-বাকুল চিত্তই তাঁহাদের প্রাকৃত-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। এজ্ঞ কংক্রীট ষ্ট্যাচু অর্থাৎ সিমেন্টের মূর্তিই হউন বা মূদ্রাযন্ত্র সাহায্যে মুদ্রিত চিত্রাদি হউন অথবা বিশুদ্ধ যুগ্ময়ী মূর্তি বা তুলি প্রভৃতির সাহায্যে বিশুদ্ধ রং দ্বারা অঙ্কিত চিত্রেপটই হউন শ্রীভগবান্ বা তদীয় ভক্ত-মূর্তি ভক্তিব্যোগপরিভাবিত হৃৎসরোজেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রোমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন ব্যতীত তাঁহাদের অপ্রাকৃত অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপ প্রাকৃত মনো-নয়নাদির চিন্তনীয় বা দর্শনীয় হয় না।

সৎগুরুপাদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গপ্রভাবে ভক্তজীবের ভক্ত ও ভগবানের চিন্ময় কলেবর অচ্যভব ও দর্শনের সেবোন্মুখ মনোনয়ন প্রাপ্ত হইলে হস্তাঙ্কিত না মূদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত চিত্রেপট, মৃদাদি নির্মিত না সিমেন্টদ্বারা গঠিত মূর্তি অথবা কাষ্ঠ, ধাতাদিময়ী মূর্তি, ইহার অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি অন্তরের অন্তস্তলেও আগে না। যদি চিত্ত সংশয়োদ্বেলিত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ মূর্তি বা আলেক্ষ্য প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল। কিন্তু যদি শুদ্ধভক্তসাধু-গুরুকুপায় সংশয়োন্মুক্তচিত্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে শুদ্ধভক্ত দ্বারা উহার শাস্ত্রবিহিত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। ভক্তি ব্যতীত ভগবান্কে জানিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই—‘ভক্ত্যা মামভিজানাতি’ (গীঃ ১৮।৫৫)। শ্রীভগবান্ ভক্তরাজ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—‘ভক্ত্যা-হমেকয়া গ্রাহ্যঃ’ অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই আমি গ্রাহ্য হই। এই ভক্তি যখন আত্মা বা চেতনের বৃত্তি, তখন স্বরূপোদোষনেরই বিশেষ প্রয়োজন। উদ্বুদ্ধস্বরূপে প্রাপঞ্চিক দর্শন থামিয়া গিয়া শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত-স্বরূপাচ্ছভীলাভের সৌভাগ্য উদিত হয়। হিরণ্য-কশিপূরপক্ষে ‘কস্মাৎ শুভে ন দৃশ্যতে’ ইত্যাকর প্রশ্ন স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু ভক্তরাজ প্রহ্লাদের দর্শনে সর্বত্রই ‘দৃশ্যতে’—সর্বত্রই অস্তি—এই প্রকার অদৃঢ়

আস্তিক্য বর্তমান। এইজন্মই—

‘সত্যং বিধাতুং নিজ্জত্বাভাষিতং
ব্যাপ্তিক ভূতেশ্বখিলেষু চাশ্রমঃ।

অদৃশ্যাত্যত্বতরুপমুদ্বহন

শুস্তে সভায়াং ন মুগং ন মানুষম্॥’

—ভাঃ ৭।৮।১৭

“ভক্তবাক্য সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর ভগবান্ শ্রীহরি আপনার ভূতা প্রহ্লাদের বাক্য এবং স্বীয় সর্বত্র ব্যাপ্তি সত্য করিবার মানসে অত্যত্বত অমানুষ ও অসিংহ দৈত্যঘাতক অতিভীষণ রূপ (শ্রীসিংহরূপ) ধারণ পূর্বক সেই শুস্ত মধ্যে দৃষ্ট হইলেন।”

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর:—

নিত্যগোলোকে বেদ বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-সমূহ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচক্র যেমন সেই নিত্য-গোলোকধাম হইতে কখনও কখনও দেখ্চায় জীবকল্যাণার্থ এজগতে অবতীর্ণ হন, তদ্রূপ শব্দব্রহ্ম বেদাদি-শাস্ত্রও জীবকল্যাণার্থ দেখ্চায় প্রপঞ্চ প্রকটিত হইয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার সমাধিষ্ট শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথমে চতুঃশ্লোকী আকারে, পরে ত্রীদেবযি নারদরূপার শ্রীবেদব্যাসের ভক্তিসৌগ-সমাহিত চিত্তে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাকারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—“শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাস্ত্রতী তনু।” (ভাঃ ৬।১৬।৫১)। অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম,—এই উভয়ই আমার নিত্য তনুদ্বয়।

এজন্ত বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষরচিত নহে, তদর্থবোধক মহাভারত ইতিহাস ও পুরাণাদিও তদ্রূপ শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ হৃদয়ে প্রকটিত, সূতরাং অপৌরুষেয় এবং ‘পঞ্চমবেদ’ বলিয়া কথিত। ‘ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থং সমুপবৃংহয়েৎ’ অর্থাৎ স্পষ্টী কর্ণাৎ। অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণাদি সাহায্যে বেদার্থ স্পষ্টী করিবে। নতুবা বেদের গভীরার্থ বড়ই দুর্জহ—দুর্কোধ্য। মহর্ষি বাস্মিক যেমন শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁহার দিব্য অমুভূতি হইতে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসও তদ্রূপ সঞ্জয়কে শক্তি-সঞ্চার পূর্বক দিব্যদর্শন ও অমুভূতি দিয়া তদ্বারা ধৃত-

রাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ এবং শ্রীঅর্জুন প্রতি শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচক্রের যাবতীয় উপদেশ যথাযথভাবে কীর্তন করাইয়াছিলেন। আপাতঃ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন বা সঞ্জয় বলিলেন, এ-সকল কথা বোধ হয় শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের লেখনী-প্রসূত নহে, পরবর্ত্তিসময়ে অন্য কোন সম্পাদক দ্বারা ঐ-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহারা ত্রিকালদর্শী তাঁহাদিগের পক্ষে ভবিষ্যৎকালের বক্তা ও শ্রোতার নির্দেশ প্রদান করা কোন অসম্ভাবনীয় ব্যাপার নহে। সূতরাং শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীশুক উবাচ, পরীক্ষি-দ্রবাচ প্রভৃতি থাকিলেই তাহা শ্রীবেদব্যাসের লেখনী-প্রসূত নহে, ইহা মনে করিতে হইবে না।

পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণও বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—শ্রীমদ্ ভাগবত ব্রহ্মহাত্তর অর্থহরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে নির্ণায়ক, ব্রহ্ম-গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং তাৎপাতে বেদার্থ প্রকৃষ্টরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসুত্রাণাং ভারতার্থবিনির্গয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।২৮৩ অক্ষুত গরুড়পুরাণবচন)

নিম্নগা নদীসকলের মধ্যে যেমন বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, দেবতাগণের মধ্যে যেমন সর্গদেবারাধ্য শ্রীভগবান্ অদ্যুত শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শ্রীশম্ভু শ্রেষ্ঠ, পুরাণসকলের মধ্যে তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা।

নিম্নগানং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।

বৈষ্ণবানং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

(ভাঃ ১২।১৩।১৬)

শ্রীমদ্ভাগবত সর্গশাস্ত্র-সার — সর্ববেদান্ত-সার — পরমহংসগণাগোচ্য অমৃতসাগর গ্রন্থরাজ, শ্রীব্যাসের ভক্তি-যোগসমাধি-সমুত, বেদকল্পতরুর প্রপক শুকমুখানুতদ্ৰব-সংযুত অথও রসময় ফলস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদৈষ্ণবানাং প্রিয়ং

যস্মিন্ পারমহংশুমেকমমলং জ্ঞানং পরং গৌরতে।

(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।

(ভাঃ ১।১।৩০)

শ্রীভগবানের শাস্ত্রিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবত। কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে কলিতে নষ্টজ্ঞান চক্ষু জীবগণকে দিব্যজ্ঞান চক্ষু প্রদানার্থ শ্রীভগবান্ অধুনা ধর্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদিসহ এই স্বপ্রকাশ পুরাণ-সূর্য্যরূপে উদ্ভিত হইয়াছেন।

“কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।

কলৌ নষ্টদৃশামেব পুরাণাকৌতুহলেনাদিতঃ ॥”

(ভাঃ ১।৩।৪৩)

ততদিন পর্য্যন্ত সজ্জন সমাজে অত্যাচার পুরাণ শোভা পাইতে পারেন, যতদিন পর্য্যন্ত অমৃত সমুদ্র স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত অরণ্য সৌভাগ্য না হয়। শ্রীমদ্ব-রামানুজ-বিষ্ণুস্বামী-নিখাদিত্য-প্রমুখ প্রাচীন বৈষ্ণবচার্য্য চতুষ্টয়ও শ্রীমদ্ ভাগবতের সমাদর করিয়াছেন। চিংইশ্বাচার্য্য, হরুমদাচার্য্য প্রমুখ বহু প্রাচীন আচার্য্য শ্রীমদ্ ভাগবতের

টীকা করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিশািন্দেব ভাবার্থ-দীপিকা টীকা খুবই প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ গোস্বামিবর্গ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীমদ্ ভাগবতের বহু টীকা-টিপ্পনী করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত শ্রীভাগবত অবলম্বনেই তাঁহাদের যাবতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতকেই অমল প্রমাণ-শিরোমণি, শ্রীরাধার প্রাণধন বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকেই পরমারাধ্য বস্তু এবং ব্রজগোপীশিরোমণি শ্রীমতী যুযুভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধা ও তাঁহার নিজগণের আরাধনাকেই রমণীয়া আরাধনা এবং প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করায় তদনুগ গোড়ীয়গণের প্রাণকোটী-সর্ব্বস্বস্বরূপ হইয়াছেন শ্রীমদ্ ভাগবত। শ্রীভগবান্ যেমন নিত্য সত্য সনাতন বস্তু, তাঁহার শাস্ত্রিক অবতার শ্রীমদ্ ভাগবতও তদ্রূপ নিত্য সত্য সনাতন। ভগবদবিভাবের চার তাঁহার আবির্ভাব যুগে যুগে সংঘটিত হইলেও তাঁহার নিত্য সত্য সনাতনত্ব কোনকালেই ক্ষুণ্ণ হইবার নহে।

গীতার শিক্ষা

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাাকরণ-পুরাণতীর্থ]

“গীতা সুগীতা কর্তব্যো কিমনৈঃ শাস্ত্রবিদুরৈঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপদ্মাধিনিঃসৃত্য ॥”

গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত্য বাণী। ইহাকে সুগীতা করিতে হইবে অর্থাৎ এই শাস্ত্রের যথাযথ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে। স্বকপোলকল্পিত নানাপ্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা অহুশীলনেচ্ছু মানবগণকে বিভ্রান্ত করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। গীতা শাস্ত্রের প্রচলিত বহু প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে মহাজন-গণের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ভক্তিপূর ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা কর্তব্য। অন্তপ্রকার ব্যাখ্যার অহুশীলনকারি ব্যক্তি কখনও পরম কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থন নহেন।

গীতা শাস্ত্রের প্রশংসায় বলা হইয়াছে—

“সর্বোপনিষদো গাবো দোষ্টা গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ সুবীৰ্ভোক্তা দ্বন্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥”

উপনিষৎসমূহ ধেনুসদৃশ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহার দোহনকারী, পার্থ অর্থাৎ অর্জুন ইহার বৎস এবং গীতামৃত ইহার দ্বন্ধ। বৎসপীত ধেনু-স্তন হইতে যেমন দ্বন্ধ ক্ষরিত হয়, সেইপ্রকার অর্জুনের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ দিয়াছেন গীতার অমৃতময়ী বাণীর মাধ্যমে। সুতরাং গীতার মর্ম্মকথা জীবের একমাত্র পাথের হস্তায় উচিত।

যদিও অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতার অবতারণা করিয়াছিলেন, তথাপি ইহা শ্রীভগবানের সমস্ত মানব জাতির প্রতি উপদেশ। যুদ্ধক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত অর্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন, আমরাও সংসার যুদ্ধে যখন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ি, তখন এই গীতার বাণীই আমাদের পরম সহায়। সংসার-সংসারদ্বিগে আমাদের শত্রু অসংখ্য। তন্মধ্যে কাম-ক্রোধাদি ত্রিপুর্ব্বগ এবং জড় রূপ, রস, গন্ধ,

শব্দ, স্পর্শ-সম্বন্ধিত বিষয়সমূহ আসক্তিই প্রধান। মানুষের মন কামাদি রিপুকে সৈন্তরূপে ব্যবহার করিয়া বিষয় রাজ্যে অভিযান চালাইবার সময় মোহগ্রস্ত হয়, তখন সদ্বস্তুরকে অসৎ এবং অসদ্বস্তুরকে সৎ বলিয়া ভ্রান্তি হয়। গীতার বাণী সেই মোহের বিনাশ সাধন করিয়া জীবকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভে সহায়তা করিয়া থাকেন।

পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুসমূহকে নিত্য বা চিরস্থায়ী মনে করা প্রথম মোহ বা ভ্রান্তি। সেই কারণে মানুষ কোন পার্থিববস্তু লাভ হইলে আনন্দ ও ক্ষতি হইলে দুঃখ অনুভব করে। সেই ক্ষেত্রে গীতার উপদেশ ‘মাত্রাস্পর্শাস্ত্র কোন্তেয়। শীতোষ্ণদুঃখদাঃ। আগমপারিনোহনিত্যাশ্রাং ত্তিতিক্ষণ ভাবত ॥’ (গী ২।১৪) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুভববিষয় সুখদুঃখদায়ক নীত-গ্রীষ্ম—অনিত্য। সুতরাং পার্থিব বিষয়ের লাভালাভে হৃষ্ট বা বিষন্ন হওয়া উচিত নহে।

অর্জুন যখন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ঘটাইতে হইবে বলিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন ভগবান্ আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন। তিনি শুনাইলেন,—‘মানুষ বলিতে মানুষের এই পার্শ্বভৌতিক শরীরটা বুঝায় না। মানুষ বলিতে মানুষের আত্মা। আত্মা অবিনশ্বর, তাহার জন্মমৃত্যু নাই। এই শরীরেরই জন্ম মৃত্যু হয়। সুতরাং দুঃখের কোন কারণ নাই। ভগবান্ শুনাইলেন,—‘অজ্ঞো নিত্যঃ শাখতোহয়ং পুরাণো ন হনুতে হনুমান শরীরে।’ (গী ২।২০) তিনি বুঝাইলেন—‘মৃত্যু আর কিছুই নহে—জীর্ণবস্তুর পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্তুর পরিধান করার মত। “বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি। তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণাশ্রিতানি সংযাতি নবানি দেহী ॥” (গীঃ ২।২২) ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, কাতারও মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। ভগবান্ আরও বলিলেন—‘জাতশ্চ হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুং জন্ম মৃতশ্চ চ। তস্মাদপরিহার্যোহর্থেন তৎ শোচিতুমহঁসি ॥’ (গীঃ ২।২৭) জন্ম হইলেই কর্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয়, মরণ হইলে আবার নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তখন অপরিহার্য বিষয়ে শোকাবুলিত হওয়া কর্তব্য নহে।

সংসারে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে হইবে—চঞ্চলচিত্ত হইলে চলিবে না, বুদ্ধি স্থির রাখিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে হইবে। ভগবান্ স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণসমূহ অর্জুনকে শিখাইলেন। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে সমজ্ঞান করিতে হইবে। মন হঠাতে সর্বপ্রকার কামনা বিসর্জন দিতে হইবে। কামনা চরিতার্থ করিবার ব্যাপারে বাধা উপস্থিত হইলেই ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। মনোগত কামনা পরিহার করা স্থিতপ্রজ্ঞের অগ্রতম লক্ষণ। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাহা সহ্য করিতে হইবে। পার্থিব-বিষয় হইতে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না জানিয়া তাহাতে আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে এবং তজ্জনিত সুখস্পৃহা বর্জন করিতে হইবে। শরীরযাত্রার উপযোগী যেই পরিমাণ প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, তদধিক পাইবার চেষ্টা বর্জন করিতে হইবে। ইহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য বলা হয়। অধিক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই অন্তরে তাহার প্রাণ্য হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। ফলে সংসারে অশান্তি ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। গীতার এই সমস্ত উপদেশ প্রত্যেকে গ্রহণ করিলে জগৎ শান্তির নিলয় হইবে।

কিন্তু কেবলমাত্র সংসারে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করাই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য নহে। তদপেক্ষা উন্নততর লক্ষ্য মানবজীবনের থাকা উচিত। স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ কেবল সাংসারিক সুখ কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মানব পারমার্থিক উন্নতি বিষয়ে যত্নবান্ হন। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আত্মোন্নতির প্রয়োজন। তন্নিমিত্ত গীতাশাস্ত্রে চারিপ্রকার পথ বা মার্গের নির্দেশ রহিয়াছে। সেগুলি এই—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। অধিকারিভেদে এই চারি প্রকার মার্গের উল্লেখ থাকিলেও ভক্তিমার্গই যে সর্বাশ্রেষ্ঠ, ইহা গীতাশাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতুনা কর্ম সম্বন্ধে আমরা কি উপদেশ পাই, তাহা লক্ষ্য করি যতবাহুসারে কর্মাদিকার

প্রাপ্ত হয় এবং কর্মসাধিকার আশ্রয় পূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। কর্মশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্বাহ হয় না। আবার জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্বাহিত না হইলে তত্ত্বদর্শনও সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে কর্মের ও বর্ণধর্মের একটা সম্বন্ধ আছে। জীবের বন্ধনমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্পর্ক অনিবার্য্য। স্বধর্মবিহিত কর্ম করিতেই জীবের অধিকার আছে। কিন্তু কোন কর্মফলে তাহার অধিকার নাই। সে- কারণে যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ কর্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়া কর্ম করিতে হইবে।

অমঙ্গলজনক শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মকে বিকর্ম বা কুকর্ম বলে। তাহা বর্জন করিয়া মঙ্গলজনক কর্ম করিতে হইবে। মঙ্গলজনক কর্ম আবার দ্বিবিধ। (১) যাহা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-বিধায়ক এবং (২) যাহা ভগবদ্ভক্তির সহায়ক। প্রথম প্রকার কর্ম বলিতে বেদবিহিত কর্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম সাধনের নিমিত্ত কর্ম-সমূহকে বুঝায়। যেমন—নানা দেবীর পূজা, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থপর্য্যটন, পিতৃতর্পণ, তীর্থস্নান, দানাদি পুণ্যকর্ম ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্ম সাধারণতঃ সকাম, অতএব আত্মারতির বিশেষ সহায়ক হয় না। বেদ-বিহিত সকাম কর্মসম্পাদনের চরম পরিণতিহিসাবে আমরা দেখিতে পাই—স্বর্গলাভ। কিন্তু সেই স্বর্গলাভও আবার অনিত্য। পুণ্য ক্ষীণ হইলে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। যথা,—

“ত্রেবিম্বা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞেরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাস্তু সুরেন্দ্রলোক-

মগ্নস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি।

এবং ত্রয়োদশমুদ্রাপ্রমা

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”

(গী: ৯।২০-২১)

অর্থাৎ বেদব্রায়োক্ত কর্মপরায়ণ যজ্ঞশেষ সোমপান-কারী নিপাপ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রাদিরূপ আমাদের যজ্ঞদ্বারা

পূজা করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পবিত্র দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ্য সুখ ভোগ করেন। তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মর্ত্যালোকে প্রবেশ করেন। এই প্রকারে বেদব্রায়-বিহিত ধর্মঅনুষ্ঠানকারী ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। যাহারা নানা দেবতার পূজা, পিতৃতর্পণাদির দ্বারা পারমাধিক উন্নতি সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গীতার উপদেশ এই যে, দেবপূজারদ্বারা দেবলোক, পিতৃতর্পণের দ্বারা পিতৃলোক এবং ভূততর্পণের দ্বারা ভূতলোক পাইতে পারেন। কিন্তু এইগুলি অনিত্য। আবার ভগবানের আরাধনায় ভগবানকে পাইতে পারা যায় এবং ইহাই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। ‘যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্ব্যাঙ্জিনোহপি মাম্ ॥’ (গী: ৯।২৫) কর্মের প্রশংসায় বহু বিষয় আলোচনার পর ভগবান্ বলিলেন,—‘যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম কৌশ্লেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥’ (গী: ৩।২) অর্থাৎ ভগবদর্পিত নিকাম ধর্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তদ্ব্যতীত অন্ত-প্রকার কর্মসমূহই কর্মবন্ধন বলিয়া জানিতে হইবে এবং তাহাও ফলাকাজ্ঞা-রহিত হইয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

অনেকে ব্রহ্মকে পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন এবং তাঁহারা নির্বাণমুক্তিকেই জীবের পরমকল্যাণ বলিয়া অভিহিত করেন। জ্ঞানমার্গ তাঁহাদের সাধনো-পায়। কিন্তু ‘তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।’ (গী: ৬।৪৬) গীতার এই উক্তি হইতে জানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা যোগমার্গ অপেক্ষাকৃত কল্যাণজনক। সুতরাং জ্ঞানমার্গ জীবের চরম কল্যাণ নহে। আবার জ্ঞানিগণের আরাধ্য যে ব্রহ্ম, তাহাও শ্রীভগবানের অঙ্গকাস্তি। ভগবান্ বলিলেন—‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ॥’ (গী: ১৪।২৭) অর্থাৎ নিগূর্ণ সবিশেষ-তত্ত্ব-স্বরূপ ভগবান্ই জ্ঞানিগণের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। আবার

“যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রনা। শ্রদ্ধাবান্
ভজন্ত যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।” (গী: ৬।৪৭)
যোগীগণের মধ্যে বাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানের
ভজন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভক্তই শ্রেষ্ঠ।
কেবল ভগবানে ভক্তি করাই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য।

ভক্তিসাধনের পরিপোষক বহু উপদেশ আমরা গীতা
হইতে পাইয়া থাকি। ভগবানের প্রকৃতি বা শক্তি তিন
প্রকার—পরশক্তি, অপরাশক্তি এবং জীবশক্তি। ইহাদের
অপর নাম অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা শক্তি
হইতে চিজ্জগৎ, বহিরঙ্গা হইতে জড়জগৎ নিঃসৃত এবং
উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থা
শক্তি বলা হয়। এই অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—
এই তিনটি গুণ। সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ
মোহিত আছে বলিয়া ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব লোকে
জানিতে পারে না। শ্রীভগবানের এই অপরাশক্তি বা
মায়া জীবের পক্ষে অতিক্রম করা খুবই কঠিন। কিন্তু
বাঁহারা ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহারা এই মায়া-
সমুদ্র পার হইতে পারেন। আবার আশ্রয়ভাব-সম্পন্ন
হুক্ত, মুঢ়, নরাধম ও মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান মলুষ্যগণ
ভগবানের শরণাগত হয় না। চারিপ্রকার স্কৃতিশালী
ব্যক্তি—আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—ভগবানের
ভজন করিয়া থাকেন। কামাদি কষাৎ যাগাদের বিগত হয়
নাই, তাহারা বহির্শূণ্য, তাহারা অন্তদেবতার উপাসনা
করে। মরণ সময়ে যে-ভাব স্মরণ করতঃ মাছুষ কলেবর
পরিত্যাগ করে, সে সেই ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করে।
সুতরাং সর্বকালে ভগবানের স্মরণ করা কর্তব্য। ইহা
হইতে এই উপদেশ পাওয়া হইল যে, মায়াবারা জগৎ
মোহিত। মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে ভগবানের
শরণাপন্ন হইতে হইবে। চিত্তমালিন্য দূর না হইলে
ভগবানের শরণাগত হইতে পারা যায় না। চিত্তমালিন্য
দূর করিতে হইলে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। জীবনকে
এমন ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাঁহাতে
মরণসময়ে ভগবৎস্মৃতি হইতে পারে, মরণসময়ে ভগবৎস্মৃতি
হইলেই জীবন সার্থক হইল। যথা,—

“এতাবান্ সাক্ষ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।

জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ।”

(ভা: ২।১।৬)

কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা বা যোগমিশ্রা ভক্তিদ্বারা
ভগবান্কে পাওয়া যায় না, অনন্তচিত্ত হইয়া স্মরণ করিলে
ভগবান্কে সহজে পাওয়া যায়। অনন্তভাবে স্মরণরত
ভক্তজীব শ্রীভগবানের নিকট শুদ্ধভক্তি বাতীত অগ্র কিছু
প্রার্থনা না করিলেও তাঁহার দেহযাত্রার নিমিত্ত যাবতীয়
প্রয়োজন শ্রীভগবৎপ্রসাদে অনায়াসেই মিলিয়া যায়।
অনন্তভক্ত তাঁহার স্বশরীর পোষণ বা পুত্রকলত্রাদির
পোষণভার শ্রীভগবান্কে অর্পণ না করিলেও ভক্তবৎসল
ভগবান্ সেচ্ছায় তাঁহার ভক্তের সকল-ভার বহন করিয়া
থাকেন—“অনন্তাশ্চিস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পূর্য্যপাসতে।
তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমাং বহামহম্।” (গী: ৯।২২)
ভগবানের শত্রু বা মিত্র কেহ নাই, কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক
তাঁহার ভজন করিলে তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভ হইয়া
থাকে। অতি হুরাচার-পরায়ণ ব্যক্তিও অনন্তমনে
তাঁহার সেবা করিলে সে অসাধু থাকে না। অতএব
দেখা যাইতেছে সকলেরই ভগবদ্-ভজনের সুযোগ
রহিয়াছে। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, নির্ধন,
বিদ্বান্, মূর্খ প্রভৃতির কোন বিচার নাই। ভগবৎ-প্রীতি-
বিধান করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিতে পারিলে আর
পতনের কোন আশঙ্কা নাই—‘ষদগত্বা ন নিবর্তন্তে
তদ্ধাম পরমং মম’ (গী: ১৫।৬) এই ভগবৎভক্তি হইতে জ্ঞান
যায়। ভগবান্কে প্রাকৃত, অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি-
স্থান বলিয়া জানিয়া যাঁহারা শুদ্ধভক্তিসহকারে তাঁহার
ভজনা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত, অপরে অপণ্ডিত।
অনন্তভক্তির দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ জানা যায় এবং
সাক্ষাৎকার হয়। নিরাকার, নির্বিকার, সর্বব্যাপী ও
নিবিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করতঃ যে অধ্যাত্মযোগ
সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নহে। অধিকন্তু ক্লেশকর।
নিত্যভগবৎ-স্বরূপে মনকে স্থির করিয়া ভগবানের স্মরণ
করিলে সাধনভক্তির সর্কৌটুকল যে নিকপাধিক প্রেম
তাহা লাভ করা যায়।

ভগবদ্ভক্তিই ভগবানের অতিশয় প্রিয়। অতএব—

“মম্মনা ভব মত্ততো মদ্ব্যজী মাং নমস্কর।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥”

(গী: ১৮।৬৫-৬৬)

এই ভগবদ্বাক্যানুসারে তাঁহার প্রতি মন দিতে হইবে—
তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে—তাঁহারই পূজা করিতে হইবে
এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিতে হইবে। এমন কি
সর্বপ্রকার আশ্রমধর্ম বর্জন করিয়া কেবল তাঁহারই
শরণাগত হইতে হইবে। তাহা হইলে তিনি জীবের
সর্বপাপ ক্ষয় করিয়া মুক্তি প্রদান করতঃ নিজ পাদপদ্ম-
সেবার সুযোগ দান করিয়া নিত্যানন্দ দান করিবেন।
গীতাশাস্ত্র হইতে আমরা এই সব শিক্ষা লাভ করিয়া
থাকি।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ-মায়া-মোহ-মুগ্ধ জীবসকল
তাহাদের অবিদ্যপ্রতীতি দ্বারা তাঁহার পরমভাব অর্থাৎ
বিশুদ্ধ-স্ব নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া
অপ্রাকৃত মায়াভীত মনুষ্যদেহাশ্রিত নরাকৃতি পরংব্রহ্ম
তাঁহাকে মায়িক দেহাশ্রিতজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।
বস্তুতঃ এইরূপ অবজ্ঞাকালে ঐ সকল মূঢ়লোক রাক্ষসী
ও আত্মরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের আশা
(শ্রীভগবৎ-সালোক্যাদি অভিবাঞ্ছিত), কর্ম ও জ্ঞান
সবই নিরর্থক হয়। “লোকপ্রাপ্তির আশা-দ্বারা তাহাদের
চিত্ত কর্মে বিক্ষিপ্ত হয়, তুচ্ছকলদ কর্ম অহুষ্ঠান করতঃ
তাঁহারা আর বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।
যদি কখনও তাঁহারা জ্ঞানের অহুসন্ধান করে, তবে
অভেদবাদরূপ দুষ্টজ্ঞান-দ্বারা তাহাদের বিদ্যা লোপ পায়,
তখন তাঁহারা মনে করে শ্রীভগবানের মূর্তি মায়াময়ী,
তিনি ‘ঈশ্বর’ সূতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা হীনতর, সাধনীভূত
তাঁহার উপাসনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে তৎসিদ্ধিধরূপ
নিগুণ-ব্রহ্ম লাভ হইবে। তাহাতে ফল এই হয় যে,
অবশেষে রাক্ষস ও আত্মর-স্বভাবদ্বারা জীবের দৈবী-
প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে।” “(পরন্তু) যাঁহারা
বিদ্যপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা হই মহাত্মা। তাঁহারা

দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয় করতঃ অনন্তমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ-
(স্বর্গাদি) কলদ কর্ম ও আত্মবিনাশী শুদ্ধ অভেদবাদরূপ
জ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল ভূতের আদি
ও অব্যয় যে শ্রীভগবানের কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাকেই চেরমত
বলিয়া ভজন করেন।” (ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদকৃত
অবজ্ঞানস্তি মাং, মোঘাশা……, মহাত্মানস্ত……
—গী: ৯।১১-১৩ শ্লোকত্রয়ের মর্মানুবাদ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুতঃ আরোহণখালস্বনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানপ্রয়াস
দ্বারা কখনও ভগবন্তরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না। ঐরূপ
জ্ঞানপ্রয়াস দূরে নিক্ষেপ করিয়া অবরোহণস্থায় সঙ্গরূ-
চরণাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত-সাধুমুখনিঃসৃত ভগবৎকথা সেবোশুধ
ইন্দ্রিয়ে শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধচিত্তে
ভগবৎরূপায় ভগবন্তত্ত্বজ্ঞান স্মৃতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীগীতার তাঁহার নিজমুখনিঃসৃত উক্তি হইতে তাঁহার
স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। তিনি
বলিয়াছেন—‘মতঃ পরত্তরং নাহং কিঞ্চিদপ্তি ধনঞ্জয়।’
(গী: ৭।৭) ‘আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহ নাই।
ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে ও অধর্মের প্রাবল্য লক্ষিত
হইলে, আমি নিজেই মর্ত্যালোকে আবির্ভূত হই।
সাধুগণের পরিত্রাণের জন্ত এবং দুষ্কৃতগণের বিনাশ
সাধনের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।
‘মম যোনির্মহদ্বন্ধ তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।’ (গী: ১৪।৩)
‘ত্রিগুণাশ্রিত্যকা প্রকৃতিসংজ্ঞক ব্রহ্ম আমার গর্ভাধানের
স্থান। আমি সেই ব্রহ্মে গর্ভাধান করিলে তাহাতেই
সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়।’ ‘মমৈবাংশো জীবলোকে
জীবভূতঃ সনাতনঃ।’ (গী: ১৫।৭) ‘ময়া ততমিদং সর্বং
জগদব্যক্তমুদ্ভিতা।’ (গী: ৯।৪) ইত্যাদি অসংখ্য বাক্য
দ্বারা শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্বকার্যকারণত্ব—সর্বোৎসর্গের
প্রকাশ করিয়াছেন।

অর্জুনকে অধ্যাত্মসম্বন্ধীয় অনেক কথা বলার পর
তাঁহার মোহ বিদূরিত হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ
দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু
প্রদান করিয়া বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তখন
বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জুন ভয় পাইয়াছিলেন এবং
বলিয়াছিলেন—‘অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ

প্রব্যথিতং মনো মে। তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ
দেবেশ জগন্নিবাস ॥’ (গী: ১১।৪৫) অর্থ—‘তোমার
এই বিশ্বরূপ যাঁহা আমি পূর্বে কখনও দর্শন করি নাই
তাঁহা দর্শন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে,
কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। অতএব
হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! তোমার সচ্চিদানন্দময়
চতুর্ভূজ রূপ দর্শন করাও।’ তখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া
অর্জুনকে স্বীয় চতুর্ভূজ মূর্তি দেখাইলেন এবং অবশেষে
নিজ ঘিড়জ শাস্ত্র সৌম্যমূর্তি প্রকাশ করতঃ ভীতমনা
অর্জুনকে সাহস প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং যাহারা
মূঢ়মতি তাহাঁরাই কেবল ভগবানের মানু্যরূপ দর্শন করিয়া
তাঁহাকে মনুষ্যমুদ্রি করে। তাই ভগবান্ নিজেই বলিয়া-
ছেন—‘অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানু্যযীং তত্শুমাশ্রিতম্।’ (গী: ৯।১১)
সর্বতত্ত্বস্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষোত্তম ভগবান্ মনুষ্যরূপে আসিয়া-
ছিলেন বলিয়া তিনি মানু্য হইবেন ইহা যে হইতে পারে
না তাহা তত্ত্বজ ব্যক্তিগণ অবশ্য জ্ঞাত আছেন। ভগবান্
নিজেই বলিয়াছেন—‘জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো
বেত্তি তদ্বতঃ। তাত্প্রা দেহং পুনজন্ম নৈতি মামেতি
সোহর্জুন।’ (গী ৪।২)

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন গুরু
নিকট যাইতে হইবে এবং তাহা প্রণিপাত, পরিগ্রহ এবং
সেবা-দ্বারা লাভ করিতে হইবে। ‘তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন
পরিগ্রহেন সেবয়া। উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনশ্চ-
দর্শিনঃ।’ (গী: ৪।৩৪) সুতরাং গীতা শাস্ত্র হইতে
ইহারও প্রমাণ পাই যে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনে গুরু-
সেবা প্রধান অবলম্বন।

বর্ণাশ্রমবিভাগ মনুষ্যকৃত মনে করিয়া বর্তমানকালে
নেতৃবৃন্দ তাহার অবলুপ্তি সাধনের জন্ত বিশেষ যত্নবান্।
তন্নিমিত্ত তাঁহারা আইন পর্য্যন্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু
গীতাশাস্ত্রে আমরা পাই যে—‘চাতুর্বর্ণ্য ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্ম-
বিভাগশঃ।’ (গী: ৪।১৩) শ্রীভগবান্ গুণ ও কৰ্ম্ম বিচার
করিয়া চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অন্তর্যামী ও
সর্বকৰ্ম্মফল প্রদাতা। তিনি বিশেষ করিয়া জ্ঞানেন

কৌন্জীবের কি-প্রকার গুণ এবং কি-প্রকার কৰ্ম্ম এবং
সেই ভাবেই তাহার জন্ম-বিধান করিয়া থাকেন। সুতরাং
বর্ণাশ্রমবিভাগ মনুষ্যকৃত নহে, ইহা ভগবৎসৃষ্ট। ইহা সমাজ
শৃঙ্খলা সংরক্ষণার্থ সমাক্ পালন করাই বিজ্ঞান সম্মত
কাৰ্য্য। একমাত্র ভক্তি—ঐকান্তিক ভক্তি যাপনের ক্ষেত্রে
“এত সব ছাড়ি’ আর বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম।

অকিঞ্চন ‘হঞা’ লয় কৃষ্ণকশরণ ॥’ (চৈ: চ: ম ২২।২০)
বিচারাত্মসরণে বর্ণাশ্রমাদি ঔপাধিক ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক
‘মামেকং শরণং ব্রজ’ রূপ নিকৃপাধিক আত্মধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত
হইলেই বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের প্রকৃত মৰ্ম্ম সংরক্ষিত হইবে।

গীতাশাস্ত্র হইতে আর একটি প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ
উপদেশ আমরা পাই যে—ভগবান্ সর্বশক্তিমান্। তাঁহারই
ইচ্ছা ক্রমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বকৰ্ম্ম সংসাধিত হইতেছে।
সুতরাং কোন ব্যক্তি কিছু করিলে ‘আমি ইহা করিয়াছি’
বলিয়া অহঙ্কার করা উচিত নহে। ভগবান্ই সব
করাইতেছেন। আমি কেবল নিমিত্তমাত্র। অর্জুন আত্মীয়-
স্বজনকে বধ করিলে পাপ স্পর্শ করিবে বলিয়া ভয় পাইলে
ভগবান্ বলিলেন—‘ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্ত-
মাত্রং ভব সবাস্যচিন্।’ (গী: ১১।৩৩) মনুষ্যমাত্রেই যদি
তদ্বতঃ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, কেহ কাহারও লাভ বা
ক্ষতি করিতে পারে না, সবই ভগবান্ করিতেছেন, তাহা
হইলে কেহ কাহাকেও শত্রু বা অহিতকারী ভাবিতে
পারেন না এবং তাহা হইলেই জগতের সর্বপ্রকার দ্বন্দের
চিরন্তরে অবসান হইবে।

এক কথায় বলা যাইতে পারে, ঐহিক বা পারমার্থিক
যে-কোন বিষয়ে মানু্যষের যখনই কোন সন্দেহ অথবা মোহ
উপস্থিত হয় তখনই গীতার উপদেশ একমাত্র অবলম্বন।
ইহলোকে মানসিক শান্তি পাইতে ইচ্ছা করিলে
গীতার উপদেশ অনুসারে চলিতে হইবে। আর
পারমার্থিক উন্নতি-সাধনে কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদির তারতম্য বিচার
করিয়া দেখিলে ভক্তিপথই একমাত্র পরম কলাণের
পথ জানিয়া তাহা অবলম্বন করিলে মানু্য পরাশান্তি
লাভ করিতে পারে।

প্রার্থনা দৈন্যময়ী

হরি হরি! কি মোর কপাল মন্দ।
 যুগলকিশোর না ভজিলু, বুঝা জন্ম যৌয়াইলু,
 না পাইলু প্রেম মকরন্দ ॥ ১ ॥

ব্রজবাস রসশ্রয়, নব-ভক্তি রসময়,
 এ-দেহেতে না হল বিকাশ।
 অশ্রু-কম্প-পুলকাদি, হর্ব-স্বৈদ-বৈবর্ণাদি,
 পাপ দেহে না হ'ল প্রকাশ ॥ ২ ॥

গুরুপাদপদ্ম মোরে, ফেলে একা ভবঘোরে,
 অভাজনে বঞ্চনা করিল।
 কি করি উপায় এবে, দীনে দয়া কে করিবে,
 হৃদি মাঝে বড় শেল র'ল ॥ ৩ ॥

যুগলকিশোর বন্ধু, আমার হৃদয় ইন্দু,
 অভাগার আবেদন ধর।
 দীনহীন কৃষ্ণদাস, মনে বড় অভিলাষ,
 জীবনে মরণে তুমি সার ॥ ৪ ॥

প্রার্থনা লালসাময়ী

শুন ওহে গৌর-হরি, এই নিবেদন করি,
 দেখা দিয়ৈ কর জ্ঞান এই দীন-হীনে।
 যেদিনে কৃতান্ত মোরে, আসিবে নিবার তরে,
 রাখাক্ষর রূপে যেন দেখিয়ে নয়নে ॥ ১ ॥

দয়ার সাগর তুমি, অধম পতিত আমি,
 দীনহীনে কর কৃপা তব নিজগুণে।
 সাধন-ভজন হীন, অতি অভাজন দীন,
 তুমি তো দয়াল প্রভু শুনেছি পুরাণে ॥ ২ ॥

(আমি) যেখানে সেখানে থাকি, যেন তব রূপ দেখি,
 তব নাম গায় যেন আমার বদনে।
 আমার যে সাধ করা, বামনের চাঁদ ধরা,
 (তুমি) অঘটন ঘটাইতে পার সর্বক্ষণে ॥ ৩ ॥

পশুজন গিরি লজ্বে, অন্ধ পায় চক্ষু রত্নে,
 সকলই করিতে পার ওহে ভগবান্।
 বাহুদেব উদ্ধারিলে, জগা-মাধা তরাইলে,
 জগভরে প্রেম দিলে তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪ ॥

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস, মনে করে অভিলাষ,
 এ দীন জনের এই নিবেদন ধর।
 এ-দেহ অস্তিম কালে, জয় রাখাক্ষর বলে,
 যুগল-মাধুরী গোরা মোরে দেখাইও ॥ ৫ ॥

গঙ্গার মহিমা

দ্রবময়ি গঙ্গে,	বড় যে তরঙ্গে,	রঙ্গে এলে কাশীধামে।
তথায় হেরিলু,	তরঙ্গ দেখিলু,	উত্তর-বাহিনী নামে ॥
বিষ্ণু পাদোদ্ভবা,	অযোনি সম্ভবা,	পতিতপাবনী তুমি।
অধম তারিতে,	এলে অবনীতে,	অত্যন্ত অধম আমি ॥
গঙ্গা গঙ্গা বলি,	হয়ে কুতূহলী,	ডুব দিলু তব নীরে।
উঠিয়া চাহিলু,	অভূত দেখিলু,	বহু লোক তব তীরে ॥
ভাহারা সকলে,	ছুঁয়ে তব জলে,	জয় জয় ধ্বনি করে।
অঘ দূরে গেল,	ত্রিতাপ নাশিল,	আনন্দে সবে সঁতারে ॥
দীন কৃষ্ণদাস,	মনেতে বিশ্বাস,	পতিতপাবনী গঙ্গে।
দেহ অন্ত কালে,	গুরু-গঙ্গা বলে,	গাহি কৃষ্ণনাম রঙ্গে ॥

দিল্লীতে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ও শ্রীমন্তকি- ও পাঁচমুণ্ডিত ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বিগত ২০ বৈশাখ,
 দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তাঁহার শিষ্য ত্রিদিগ্বিত্তিভ্রম ৩ মে শনিবার বিপ্রহারাতে মোটরকারযোগে রওনা

হইয়া সায়াহ্নে নিউদিঘী পাহাড়গঞ্জ চূণামণ্ডীস্থ শ্রীসনাতন-
ধর্মসভা মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে তত্রস্থ ভক্তগণ
কর্তৃক সম্পূজিত হন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীসনাতনধর্ম-
সভা মন্দিরে পক্ষকাল অবস্থান করিয়া ৩ মে হইতে ৭ মে
পর্যন্ত পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীরামজীর মন্দিরে, ৮ মে কেরল-
বাগস্থিত শ্রীহরিশঙ্করজীর সুরমা বাসভবনে, ৯ মে নিউ-
দিঘী ডিফেন্স কলোনিস্থিত শ্রীপিতম গোয়েলের আলয়ে,
১০ মে গুরুপুর কলোনিস্থিত 'নবযুবক সাংস্কৃতিক মণ্ডল'
কর্তৃক আয়োজিত ধর্মসম্মেলনে, ১২ মে মঠাশ্রিত গৃহস্থ
ভক্ত শ্রীহরসাইমলজীর গৃহে, ১৪ মে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত
শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েলের গৃহপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিশেষ
ধর্মসভায় ও ১৫ মে পাহাড়গঞ্জ ঘি-মণ্ডীস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
মন্দিরে প্রত্যহ্ন রাত্রিতে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত
৪ মে রবিবার হইতে ১৩ মে মঙ্গলবার পর্যন্ত চূণামণ্ডীস্থ
শ্রীসনাতনধর্মসভা মন্দিরে ও ১৪ মে হইতে ১৬ মে পর্যন্ত
কমলানগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে প্রত্যহ্ন প্রাতে তিনি
তাঁহার ভাষণে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব বিষয়ক
কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীল আচার্যদেবের
নির্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিলবজ্রত তীর্থমহারাজ এক-
দিন প্রাতে শ্রীসনাতন ধর্মসভা মন্দিরে ও দুই দিন রাত্রিতে
শ্রীদোমনাথ গুলাটির গৃহে হরিকথা বলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহা রাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ
ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রত্যহ্ন সুললিত ভজন কীর্তনের
দ্বারা ভক্তগণের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তি বিধান করেন।

গুরুপুর কলোনিস্থ নবযুবক-সাংস্কৃতিক-মণ্ডলীর
সভাগণ কর্তৃক আয়োজিত সভায় বিগত ১০ মে তারিখে
শ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণের সারমর্ম—“আধুনিক
উচ্ছ্রালপ্রবণ যুগে যুবকগণের মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা
বিস্তারের উত্তম দোষে আমি অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছি।
সাধারণতঃ যুবকগণের মধ্যে আজকাল এরূপ সংপ্রচেষ্টা
দেখা যায় না। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে যা'
প্রচার করা হয় তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক কৃষ্টির
পরিবর্তে নৃত্য-গীতাদির কৃষ্টিই প্রচারিত হয়। কিন্তু
ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকেই বুঝায়।
বিভা দুই প্রকার,—পর্যাপ্ত ও অপরা। পরা-বিভাই শ্রেষ্ঠ।

যদ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে জানা যায়। অপরা বিভা নিকৃষ্টা,
যা'কে জড়-বিভা বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে
তিনটি বিভাগ আছে—শরীর, মন ও তৎকারণ চিন্তন
বা আত্মা। গীতাশাস্ত্র শরীর ও মনকে অপরা প্রকৃতির
বৈভব বলে নির্দেশ করেছেন এবং জীবাত্মাকে পরা-
প্রকৃতি সম্বৃত বলেছেন। 'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ষং
মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিঃ ষ্টথা॥
অপরেয়মিতত্ত্বং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং
মহাবাহো যস্মৈদং ধাৰ্য্যতে জগৎ'॥ (গীঃ ৭।৪-৫) অপরা
প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিভা অর্থাৎ জড়বিভার দ্বারা প্রাকৃত শরীর
ও মনের পুষ্টিসাধন হ'তে পারে কিন্তু ব্যক্তির প্রকৃত-স্বরূপ
আত্মার পুষ্টি সাধন হয় না। অপরা প্রভৃতির দ্বারা যে শরীর
ও মনের পুষ্টিসাধনের কথা বলা হয়েছে, উহাতেও
বুঝবার বিষয় এই—অপরা প্রকৃতির নিজস্ব কোন ক্রিয়া-
শীলতা নাই পরাপ্রকৃতির দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই উহা
ক্রিয়াবতী হয়। আত্মাই আত্মাকে পুষ্ট করতে পারেন,
অনাত্মা পারে না। শ্রুতি বলেন—‘আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।’ আত্ম-
জ্ঞান ব্যতীত জীবের পরাশাস্তি লাভ হয় না। উক্ত
আত্মাশ্রীলনকেই ব্রহ্মবিভা বা পরাবিভা বলে। পরা-
বিভার চর্চার অভাবে জীবের মধ্যে অসন্তোষ ও
অভাববোধ ক্রমশঃ দানা বাঁধে এবং তৎফলস্বরূপ চাক্ষুষ
বা অস্থিরতা আনয়ন করে স্ব-পর অকল্যাণ সাধন
করে। অভাবের দ্বারা কখনও অভাববোধ দূর হয়
না বরং বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বর্তমানযুগে অজ্ঞানাদ্ভিকারীচ্ছন্ন
জীব অভাব হ'তেই অর্থাৎ জড় হ'তেই সুখ আমদানীর
চেষ্টা করে। সেজন্য তা'র সমস্ত চেষ্টা শেষ পর্যন্ত
বার্থতায় পর্যাবসিত হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—
স্বরূপজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হও, চিদশ্রীলন কর, বাস্তুব-বস্তু
ভগবানের অশ্রীলন কর, তবে অমুবিধার প্রকৃত কারণ
দূর হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে উক্ত ব্রহ্মবিভার
অশ্রীলন। ব্রহ্মবিভার অশ্রীলন দ্বারা স্বাভাবিকরূপে
জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযম সামর্থ্য এসে উপস্থিত হয়।
উক্ত শিক্ষার অভাবেই উচ্ছ্রালতা এসে ব্যক্তিগত ও
সমষ্টিগত জীবনকে দুর্বিবহ করে। সুতরাং বর্তমান

যুবসমাজ যদি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যারুশীলনের জন্ম উদ্ভূত হয়, তা' হ'লে উহা প্রকৃত শুভ ফলনা করবে। কামের ইচ্ছা প্রদানের দ্বারা কাম নিৰূপিত হয় না অধিকন্তু বর্ধিত হয়, সুতরাং ভোগ্যবস্তু সরবরাহের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা যাবে না। ধর্ম ও নীতি শিক্ষার দ্বারা সুসংস্কৃত ব্যক্তি বা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনকারী ব্যক্তিই দেশের বা মনুষ্য সভ্যতার মেরুদণ্ড। দেশনেতা-

গণ ধর্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে যতদিন অবহিত না হ'বেন, ততদিন তাঁরা দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করতে পারবেন না।”

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবার দীক্ষিতে বাহারা বিশেষ-ভাবে যত্ন করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীত্রেলোক্যনাথ দাসাধিকারী, শ্রীরামনাথ দাস ও তাঁহার সহধর্মিণী এবং শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল এর নাম উল্লেখযোগ্য।

বিশাখাপত্তনম্-এ শ্রীগৌরাজ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা

ভারতের প্রসিদ্ধ জাহাজ-নিয়ন্ত্রন স্থান অঙ্গপ্রদেশান্তর্গত বিশাখাপত্তনমের কৃষ্ণনগর মহাল্লাস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীশুক্ল-গৌরাদ-রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে উক্ত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভৈরব পুরী মহারাজের সনির্বন্ধ আহ্বানে বিগত ৫ই জুন (১৯৬৯) বুধসপ্তমিত্য পূজাপাদ পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ, পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকচাচা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্নে তথায় উপরি উক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিভৈরব পুরী মহারাজ তাঁহার মঠস্থ উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদানের জন্ম শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্যপাদ পরিব্রাজকচাচা শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজকে বারংবার পত্রদ্বারা বিশেষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যোগদানে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে তথায় প্রেরণ করেন। শ্রীব্রহ্মমণ্ডলস্থিত কামাই নিবাসী ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদৈশিক আচার্য মহারাজ কিছুদিন পূর্বেই উক্ত উৎসবলক্ষে যোগদান করিবার জন্ম তথায় শুভদর্পণ করিয়াছিলেন।

পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজের পৌরোহিত্যে ও পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের সেবা-

সহায়তায় বিগত ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন সোমবার পূর্বাহ্নে নব-শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীগৌরাদ-রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ বৈষ্ণব-স্থিতির বিধানমুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মহাভিষেক দর্শনে মঠে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। মধ্যাহ্নে ভিজয়নগরমের মহারাজা শ্রীপি, জি, জি রাজু সংকীর্তন-মুখে শ্রীমন্দিরের দ্বারোঘাটন করেন। এতদুপলক্ষ্যে ৮, ৯ ও ১১ই জুন নবনির্মিত সংকীর্তন মণ্ডপে তিনটি সাক্ষাৎসভায় শ্রীটেনেটী বিশ্বনাথম্, এম্-পি, শ্রী পি, এল্ শিবরাম, আই-এ-এম্ ও জেনারেল শ্রী কে, বেক্টেখর রাও যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত্ত হন। উক্তর প্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী বিশ্বনাথ দাস ২ জুন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতঃ শ্রীমদ্রাজ্যপ্রভুর অলৌকিক চরিত্র ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের আশীর্বাণীর পর শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভৈরব পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রী এল, পি বীরভদ্র রাও বি-এ বক্তৃতা করেন। ইংরাজী ও তেলেগু ভাষায় বক্তৃতা হয়। ৮ই জুন ও ১১ই জুন প্রত্যহ প্রাতে সহরের প্রধান প্রধান রাজা দিয়া শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের মূল গায়কত্বে নগরসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই জুন দিবারাত্র ব্যাপী শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন এবং তৎপরদিবস মঠোৎসবে বহু শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী (বহরমপুর, উড়িষ্যা), শ্রীপাদ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ আনন্দ পণ্ডা প্রভুত্বয়ের সেবাশ্রচেষ্টায় উৎসবটি নিবিঘ্নে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আসাম প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাচা ও ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের রূপানিদেশে শ্রীমঠের শ্রীচৈতন্যবাণীর অন্ততম প্রচারক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীজগজ্জীবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদনদাস ব্রহ্মচারী,

শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে আসাম প্রদেশান্তর্গত কাছাড় জেলার শিলচর, হাইলাকান্দি, লালাবাজার প্রভৃতি স্থানে প্রচারে গিয়াছেন।

শিলচরে স্থানীয় শ্রীমদনমোহন আখডার, শ্রীশ্রামসুন্দর মন্দিরে, স্থানীয় শ্রীহরিসভায় ও সহরের বিভিন্ন স্থানে

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির কথা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং শ্রীগৌরলীলার মাধ্যমে শ্রীহরিকথা কীর্তন করা হইয়াছে। স্বামীজী বলেন—আমরা আমাদের মঙ্গলের জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থার মঙ্গল-লাভ সম্ভব নহে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য তাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণই উত্তম ভক্তি।

হাইলাকান্দিতে অসহরীষ মহারাজের উপাখ্যান অবলম্বন করে বলেন—আমাদের ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াধীন শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য নিযুক্ত করিতে পারিলেই শ্রীভগবানে প্রীতি বা আসক্তি হইবে। তখন পার্থক্য জগতের আসক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইবে। পার্থক্য বস্তুতে আসক্তি দূর হইলেই ভগবানে আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়া জীব পরাশ্রয়ী ভাবে সমর্থ হইবেন।

স্বামীজি হাইলাকান্দি হইতে বদরপুর রেলওয়ে জংসনের রাসিষ্টেন্ট কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত অমিলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে রেলওয়ে ওয়্যারলেস (wireless) কলোনীস্থ তাঁহার বাংলোতে পদার্পণ করতঃ তথায় কয়েকদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্র যোগে শ্রীমহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত কলিযুগের যুগধর্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্তনই যে জীবের একমাত্র সাধন ও সাধা তাহা সরল ও প্রাজ্ঞ ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

বদরপুরস্থ স্থানীয় বাজার কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস রায় কণ্ঠকার মহাশয়ের বিশেষ ব্যবস্থার বাজারেও পাঁচদিন স্বামীজি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে জীবের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবা শ্রীমদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ, শ্রীগোবিন্দ সেবাই অভিধেয় এবং শ্রীগোপীজনবল্লভ কর্তৃক আকৃষ্টই প্রয়োজন। এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে একমাত্র মহৎ কৃপাই সম্বল। “মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ‘ভক্তি’ নয়।” “কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় ‘সাদৃশ্য’।” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১১, ৮০)

লামডিং এ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহঃসম্পাদক

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস সহ ইম্ফলে (মণিপুর) প্রচারাস্ত্রে গত ৩ই মে মঙ্গলবার লামডিং-এ আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় ২৩ মে শুক্রবার পর্যন্ত অবস্থান করতঃ বিভিন্নস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন করেন। তথাকার প্রচারকার্যে শ্রীরাধামাধব চক্রবর্তী, শ্রীকালী-বাড়ী কমিটি, শ্রীরাধেশ্রাম পাল, শ্রীবলহরি দাস মহাশয় আদি বিশেষভাবে ব্রহ্মচারিগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লামডিংবাসী সজ্জনগণ শ্রীব্রহ্মচারীজীকে বিশেষ আত্মীয়-বোধ করেন এবং ব্রহ্মচারীজীও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করতঃ বিশেষ সুখলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রহ্মচারীজী বিদায়কালীন কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—জগৎ-সম্পর্কিত সমুদয় সম্বন্ধগুলিই আপাতঃদৃষ্টিতে আকস্মিক। আকস্মিকতার সংযোগ ও বিয়োগও আকস্মিকই। সংযোগ বশতঃ সুখে দুঃখে পরস্পরের সেবা করিতে করিতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি হয় এবং বিয়োগে আমরা সাময়িক দুঃখ পাই। ইহারই নাম মোহ। শ্রীভগবান ও তদধীন চরাচর বিধের সঙ্গে কিন্তু তজ্জাতীয় সম্পর্ক নহে। শ্রীভগবানের সম্বন্ধে হাবর-জন্ম সকলই নিত্যকাল একই প্রেমস্থলে রাখা। আমরা কালক্ষোভ্য দেহাশ্রিত জীব মাত্র নহি, আমরা ভগবদাশ্রিত-তত্ত্ব বিশেষ। দেহাশ্রয়ের অভিমানে দেহ চিন্তাই একমাত্র চিন্তা এবং আত্মবদিক অপরাপর চিন্তা ঠিক তদ্বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শ্রীভগবদাশ্রিত অভিমানীর ঈশ্বর-চিন্তাই একমাত্র চিন্তা। অতি বদ্ধজীব ঈশ্বর চিন্তা না করিয়া কেবল দেহ-চিন্তাই করে, কিন্তু কেবল ঈশ্বর-চিন্তা-পরাশ্রয়ের দেহ-স্মৃতি বলিয়া স্বতন্ত্র চিন্তা কিছুই থাকে না। যেখানে দেহ-স্মৃতিই নাই সেখানে জন্ম, মৃত্যু বলিয়া আর কি থাকিতে পারে? মানব জীবন কেবল ঈশ্বরারাদনারই—ঈশ্বর চিন্তারই জীবন, উহা বিদেহী হইবার জীবন অর্থাৎ বিগত শোক, বিগত মোহ, বিগত ভয় হইবার জীবন। লামডিং প্রচারাস্ত্রে ব্রহ্মচারীজী বর্তমানে গোহাটি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—“শ্রীচৈতন্য-বাণী” ৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় “শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উত্তোগে রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ধাম পরিক্রমা” শীর্ষক এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ আগামী ১১ জুলাই শুক্রবার হাওড়া ষ্টেশনে হইতে রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শুভযাত্রা করিবেন বলিয়া জানান হইয়াছিল। কিন্তু দৈবানুরোধে উক্ত প্রোগ্রাম বাতিল করা হইয়াছে। ইতি—

[শ্রীমঠের সম্পাদক]

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, বাৎসরিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্যাদ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমদ্বাহাগ্রভূর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সজ্জের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্ৰকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সম্ভব বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্যাদ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্তথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্যাদ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫২০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডযতি শ্রীমদ্বক্ত্রদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীদৈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মূল জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিয়ম অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

দৈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮-৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক ভালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থের আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্ধাতিস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থের দ্বারা অল্প কয়েক গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরষ্টকম’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে দৃষ্টিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১’০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোত্তানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিঙ্গপাবনাবতাবী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাস্থিত শ্রীম-মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্‌গোষ্ঠী ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সম্মিলনের সন্নিকটস্থ সর্বদা মূল্যবান পরিবেশিত অশ্রী মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১২ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জার্মান ভাষা শিক্ষাদেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

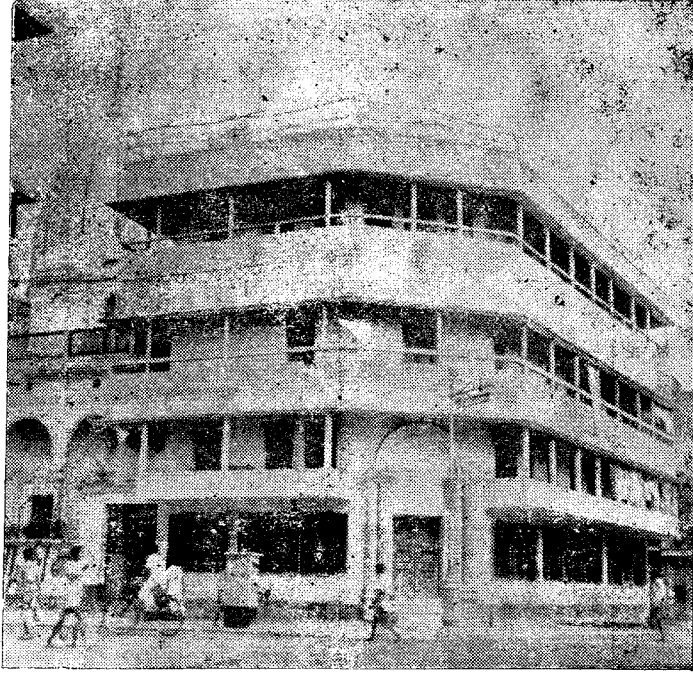
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫৯০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামায়িত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:



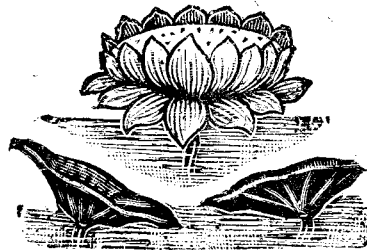
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তস্কিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযামৌ শ্রীমন্তুক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

- ১। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-ট, কাব্য-ব্যাकरण-পুরাণতীর্থ, বিত্তানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
- ২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাकरण-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিত্তাহরণ পাটগিরি, বিত্তাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিত্তারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পো: শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
- ৫। শ্রীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পো: ও জে: মেদিনীপুর
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৭। শ্রীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৮। শ্রীগোড়ীয় সেবাস্রম, মধুবন মহোলি, পো: ও জে: মথুরা
- ৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
- ১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পো: গোহাটী (আসাম)
- ১১। শ্রীগোড়ীয় মঠ, পো: তেজপুর (আসাম)
- ১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, ঘশড়া, পো:— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্রীগোড়ীয় মঠ, পো: চক্চকাবাজার, জে: কামরূপ (আসাম)
- ১৪। শ্রীগদাই গৌরঙ্গ মঠ, পো: বালিয়াটী, জে: ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

প্রাচীন্য-বর্ণা

“চেতনোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ববাস্তুস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

৯ম বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৭৬।
২ শ্রীধর, ৪৮৩ শ্রীগোরাধ ; ১৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ; ৩১ জুলাই, ১৯৬৯।

৬ষ্ঠ সংখ্যা }

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(পূর্ব প্রকাশিত ৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৯৯ পৃষ্ঠার পর)

গীতায় “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”
শ্লোক প’ড়ে লোকের মনে হ’তে পারে,—“বক্তা স্বয়ং
বলছেন, তিনি যুগাবতার, তাঁ’র কথা কেবল সেই যুগেরই
উপযোগী তাৎকালিক মাত্র, সার্বকালিক বা সার্বজনীন
কথা নয়। কৃষ্ণ ব’ললেন, অর্জুন শুনলেন, আমাদের
তা’তে কি ?” কৃষ্ণ “অহং ভাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়ি-
ষ্যামি”, “মামেবৈষ্ণুসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি
মে”, “মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে”
প্রভৃতি কতভাবে assurance দি’ছেন, কত সুরোগ
দি’ছেন, ব’লছেন, তাঁকে আশ্রয় ক’রলেই মঙ্গল হ’বে,
নিজের দায়িত্বে সকলের মঙ্গল করবার ভার নিচ্ছেন;
কিন্তু কই, সে কথা ত’ কেউ বিশ্বাস ক’রছে না। তাই
কেউ বৃক্লো না দে’খে আজ ৪৪৮ বছর হ’য়ে গেল,
সেই কৃষ্ণবস্ত্রই স্বয়ং আবিভূত হ’য়েছিলেন সেবকের
ভাব নিয়ে—গুরুর কার্য নিয়ে। ব’ললেন, “আমি কৃষ্ণের
সেবক মাত্র—গুরুমাত্র, যদি কেউ আমার কথা শুনতে চাও,
শুনতে পার, সকলেরই মঙ্গল হ’বে।” স্বয়ং কৃষ্ণই
সেবকের ভাব অঙ্গীকার ক’রে—স্বয়ং কৃষ্ণই আশ্রয়ের
ভাবে বিভাবিত হ’য়ে কৃষ্ণাধেষণ ক’রে জগৎকে বৃক্লিতে
লাগলেন, কৃষ্ণই সর্বেশ্বরেশ্বর, পরমোপাশ্রয় বস্তু, তাঁর

চরণাশ্রয় ক’রলেই—তাঁর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-
লীলাদির অনুশীলন ক’রলেই সকলের বাস্তব মঙ্গল
লাভ হ’বে। “কৃষ্ণ” শব্দটি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আল্লা, God,
Theos প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যতটুকু বুঝায়, ততটুকু মাত্র
নয়। তাঁ’র অনন্তবিলাস, তিনি অনন্তগুণমণ্ডিত।
পূর্ণতার জ্ঞাপক একাদি শব্দ দ্বারাও তাঁ’র পূর্ণতা সম্যক
প্রকারে ব্যক্ত করা যায় না। ‘ব্রহ্ম’ ‘পরমাত্মা’ প্রভৃতি
তা’র আংশিক ভাব-প্রকাশক মাত্র। প্রাকৃত জগতের
কোন শব্দ তাঁকে ব্যক্ত করতে পারে না। কেন না
এখানকার সমস্ত শব্দ ও শব্দীর মধ্যে mental specula-
tion, relativity থাকায় এখানকার বিচার নিয়ে
সেখানে পৌঁছান’ যায় না। Inductive process এ
empiricist হ’য়ে বহির্জগতের যে জ্ঞান সংগ্রহ করা
যায়, তাতে পূর্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র
শ্রীমদ্ভাগবত ‘অধোক্ষজ’ ব’লে একটি শব্দ ব্যবহার ক’রে
আধ্যাত্মিকগণের দান্তিকতাকে নিরাস ক’রেছেন। ‘অক্ষজ’
এবং ‘অধোক্ষজ’—সমশ্রেণীতে গণ্য নহেন। শ্রীভগবান্
চৈতন্যদেব এই সব কথা ব’লেছেন। ভাগ্যবন্ত যারা,
তাঁ’রই তাঁ’র কথা ধ’রতে পেয়ে আত্মমঙ্গল বরণ
ক’রছেন।

মহাবদান্ত শ্রীচৈতন্যদেব যে জীব দেয়া, পরোপকার এবং সার্বজনীন প্রেমধর্মের কথা বলেছেন, সাধারণ altruist গণ তা' ধরে উঠতে পারছেন না, তাই সংকীর্ণতাকেই— অসংসাপ্রদায়িকতাকেই উদারতা বলে মনে ক'ছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর আলোচনা হ'লে এ সকল অজ্ঞতা আর থাকবে না।

Absolute infinitesimal জীব কখনও Absolute Integral নয়। মানুষ কর্তা বা ভোক্তা সাজতে গিয়ে কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে, কখনও বা Anthropomorphism বা Apotheosis প্রভৃতি মত-বাদের উপাসক হ'য়ে ভগবৎসেবার বিচার ছেড়ে দেয়। খণ্ডিত বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। পূর্ববস্তুর আলোচনার অভাবে তা'র সংকীর্ণতা যাচ্ছে না। আপনারা সকলেই শ্রীচৈতন্যপাদ-পদের সেবা করুন, তা' হ'লেই আর কোন অমঙ্গলকর অবিচার থাকবে না।

ছত্রভাগ-গ্রামবাসিগণ, আমার মত দীন হীন ব্যক্তিকে আপনারা আজ যে প্রকারে সম্ভাবণ জানালেন, আমার এমন কোন ভাব নাই বা যোগ্য ভাষা নাই যে তদ্বারা তাঁর প্রতি-সম্ভাবণ প্রদান করি। পণ্ডিত হ'লে হয়ত' তা'র প্রভুত্তরে কিছু ব'লতে পারতাম, কিন্তু আমার তাদৃশ পাণ্ডিত্য নাই। আপনারাদের কোন প্রকারে সেবা ক'রতে পারি, এমন কোন যোগ্যতা আমার নাই। সুতরাং তাদৃশ অযোগ্যের প্রতি আপনারাদেরই যথেষ্ট দয়ার পরিচয়

পাওয়া গেল। আমার পরিচয় আপনাদিগকে জানাচ্ছি—

“জগাই মাধাই হ'তে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।

পুরীষের কীট হ'তে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥

মোর নাম যেই করে, তা'র পাপ হয়।

মোর নাম যেই শুনে তা'র পুণ্য ক্ষয়॥”

সুতরাং আমার দ্বারা আপনাদের সময় নষ্ট ব্যতীত আর কিছুই হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম অমূল্য বস্তু। তাঁর কথা সমগ্র পৃথিবীতে অজ্ঞ সব কথা থেমে গিয়ে সব সময়ের জ্ঞান আলোচনা হোক। তা' হ'লেই জীবের মঙ্গল হ'বে, সকলেরই অতিমাত্রাবিক রুতি করতলগত হ'বে—অতিমর্ভ্য বিষয়ের উপলব্ধি হ'বে—বাস্তব সত্যের সন্ধান পেয়ে মনে হ'বে—একমাত্র চৈতন্যের কথাই মঙ্গলজনক, আর সব কথাই অমঙ্গলের কারণ।

“দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য

কুত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহার্য দূর্যং

চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥”

এখানে এসে যখনই শ্রীগৌরপাদপীঠের কথা হ'বে, তখনই আপনারাদের স্মরণ হ'বে এমন একটা ভাগ্যহীন এক সময়ে এখানে এসে আপনাদিগকে এই সব কথা ব'লেছিল। সকলেরই হৃদয়-ক্ষেত্রে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হউন, তাঁর কত সৌন্দর্য্য তা' দর্শন-সৌভাগ্য লাভ ক'রে সকলেই ধৃত হউন, আমার ইচ্ছাই প্রার্থনা।

দশমূল নির্ঘাস

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্বপ্রকাশিত ৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১০১ পৃষ্ঠার পর)

নবম বিষয়—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। প্রজ্ঞা সহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতি পূর্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধীসাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়, সেই ভাব অধিকারী ভেদক্রমে শান্ত, দাস্য,

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাস্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাববিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য মমতা সংবুল হইলে তাহা প্রেম হয়, এই রসের নাম দস্যরস। দাস্যরসে সঙ্গম প্রচুররূপে থাকে, সেই মমতাতে সঙ্গম শূন্য বিশ্রান্ত অর্থাৎ বিশ্বাস

উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম
সখ্যারস। এই রসে যদি অতিরিক্ত মেহ সংযুক্ত হয়
তবে তাহাকে বাৎসল্যরস বলা যায়। বাৎসল্য রসের
সমস্ত গুণ অভিলষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার রসের রূপ
ধারণ করে। শৃঙ্গার রস সর্বোপরি রস বিশেষ।
ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের
অনুগত পাল্যভাবে সেবা করাই এই রসের আবাদন।
কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই
শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ
তাঁহার ভাব বিশেষ, স্তুরাং কায়বাহু। সেই সখীগণ
পরাক্রান্ত কায়বাহু হওয়াতে তাঁহার স্বরূপ শক্তিগত
তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করত জীব নিম্নল
হইলে সেই সখীদিগের পরিচারিকা মধ্যে পরিগণিত
হন এবং রাধাকৃষ্ণ সেবানন্দ সুখ নিত্য সম্ভোগ করেন,
ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্বের পরম
বিচিত্র ভাব। নির্ভেদ ব্রহ্মস্বরূপ মুক্তিতে এরূপ
বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রদত্ত ক্রম যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা তথা সাধুসঙ্গোহং ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তোত্রতো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

অধাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তঃ।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

স্তাদ্ভূতং রতিঃ প্রেমাপ্রোক্তনু মেহঃ ক্রমাদয়ং।

স্তায়ানঃ প্রণয়ো রাগোহরুরাগো ভাব ইত্যপি॥

বীজমিস্কুঃ স চ রসঃ সগুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।

স শর্করা সিতা সা ট সা যথা স্তাৎ সিতোৎপলা॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে
ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি,
অনর্থ নিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাবোদয় হয়,
ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্ত নাম রতি। রতি গাঢ়
হইলে প্রেম, প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে মেহ মান প্রণয় রাগ অহরাগ
ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু রস, গুড়, খণ্ড,
শর্করা, সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়,
প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপ সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা
দিয়াছিলেন তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশ-

মূলের নির্ধাস। যিনি শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাগ্রহণ করিয়া
শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন তিনি প্রথমে এই দশ-
মূল নির্ধাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই
নির্ধাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন।
শ্রদ্ধাক্রমে গুরু পাদাশ্রয়। গুরুচরণ হইতে ভজন শিক্ষা।
ভজন দ্বারা সকল অনর্থ নিবৃত্তি। তবে নিষ্ঠাদি ক্রমে
ভাবের উদয়, ভজনের প্রথমদ্বয় দশমূল সেবন। দশমূল
নির্ধাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চসংস্কার *
করিবেন। দশমূল পানান্তর ভজন না করিলে অনর্থ
নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থচারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ ভ্রম,
অসত্ত্বা, অপরাধ ও হৃদয় দৌর্বল্য। জীব নিজের
স্বরূপকে ভুলিয়া অল্প রূপের অভিমানে মায়িক হইয়া
পড়িয়াছেন, স্তুরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া
আবশ্যক। স্বরূপভ্রম এক দিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণা-
নুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। আমি কৃষ্ণদাস
এই অভিমানই জীবের স্বরূপ জ্ঞান। এই অভিমানের
সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু কৃপায়
স্বরূপজ্ঞান উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ
অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম
অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্ত্বারূপ
দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে।
জড়দেহের বিষয় পিপাসাই অসত্ত্বা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়-
সুখ, ধনজনসুখ, সকলই অসত্ত্বা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট
হইবে ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য
হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ পরিহারের বিশেষ যত্ন
করা আবশ্যক। নাম অপরাধ পরিত্যাগ পূর্বক নাম করিতে
করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর
বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদি দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের
দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি
কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতিধন বিতর্জনরূপ
ও বলের অভিমানে দৈন্দ্র স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম প্রবৃত্তি
বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার শোধনে অযত্ন,
ক্রোধ মোহ মাৎস্যর্য অসহিষ্ণুতা জনিত দয়া পরিত্যাগ,
প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক
কামিনী ও ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষে অল্প জীবের প্রতি

অত্যাচার এই প্রকার কার্য সকলই হৃদয় দৌর্য্যাল্য সঙ্গ্রদায়ে পঞ্চ সংস্কার দিব্যার পূর্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ হইতে উদ্দিষ্ট হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অল্পপণ্ডিত লোক হেলা করিবেন তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সূত্ৰ হইবে না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নির্মল সঙ্গ্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য করিতে পারিবে না।

গৌরানুগ গোড়ীয়দর্শন

শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনভঙ্গীর অসুরগণেই তদনুগত গোড়ীয়ের দর্শন-প্রয়াস। শ্রীরাধামাধবমিলিততত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্র লীলাপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবকে ব্রজেন্দ্রনন্দন মদনমোহনরূপে দর্শন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল হইতে ‘কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই’ এতাব্দ অন্তরে পোষণ করতঃ শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত গৌরহরি বথাক্রট-জগন্নাথদেবকে সুন্দরাচল-রূপ বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীরাধার প্রাণবদ্ধ জগন্নাথ-রূপী মদনমোহনও ব্রজগোপীর বৃন্দাবনভাবময় মনোরথে

চড়িয়া মন্থনের মন মথন করিতে করিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছেন। শ্রীরাধার মন বৃন্দাবনভাবময়, তিনি সেই মধুর বৃন্দাবনে যমুনার তটকুঞ্জেও বৃন্দাবনেরই ভাবে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে গোপবেশ বেণুকের নবকিশোর নটবররূপে তাঁহার প্রাণবদ্ধ শ্যামসুন্দরকে পাইতে চান, তাই কুরুক্ষেত্রের রাজবেশ হাতী ঘোড়া লোকজন মহৈশ্বর্য্য-সম্ভার প্রভৃতি আজ তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তিনি বলিতেছেন—

ইহার সজ্জেক তাৎপর্য্য এই যে শিষ্যের যখন কিয়ৎ পরিমাণ শ্রদ্ধা উদয় হয় তিনি সদগুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্বেই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অহুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। “ভীষণ সংসার সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলি সর্দূষ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই,” এইরূপ অহুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এরূপ অহুতাপ ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা লাভের অধিকারী নন, ইহা স্থির রাখিবার জন্ত গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরম কারুণিক কলিপাবন জগদাচার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দ্রনাদি দ্বারা শিষ্যদেহ অঙ্কিত করিতে আঞ্জা দিয়াছেন। অহুতাপ অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিশুদ্ধ করিয়া হরিমন্দিরাদি ভিলক প্রদান করিবেন। অহুতাপকালেই দশমূল জ্ঞান দ্বারা অহুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অহুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। স্তব্রাং ভক্তিসূচক তাঁহাকে একটা নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ সিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপ সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ বাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সাবাংশ ভগবদ্ভাস দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ সিদ্ধ করিবেন। সংসার সম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধে পরিপক্ব করিবার জন্ত শালগ্রাম শ্রীমূর্ত্যাদি সেবারূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ প্রাথমিক ও চরম। প্রেম প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানস সেবাই পরিচর্যা। শ্রীরঘুনাথ দাস গোষ্ঠামীকে শ্রীমহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন। গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ নাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে। ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভক্তনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানীমানদভাবে কৃষ্ণ নাম গ্রহণই ভক্তনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ মানস সেবাই পরম গুহ। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্ত্ব শাস্ত্র দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

“তোমার চরণ মৌর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাহ্য পুরে॥”

—চৈঃ চৈঃ ম ১৮২

যা তে লীলারসপরিমলোদগারিবত্নাপরীতা
ধন্য ক্ষৌণী বিলসতি বৃহা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রান্ধাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধাস্তরাভিঃ
সদ্বীতং কলয় বদনোজ্জ্বলি-বেণুবিহারম্॥

—(চৈঃ চৈঃ ম ১৮৪ ধৃত ললিতমাধব ১০১৩২ শ্লোক)

অর্থাৎ “হে কৃষ্ণ, তোমার যে লীলারসগন্ধবিত্তারী
বনসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত, মাধুরসগুলীয় মাধুরী দ্বারা পরিবৃত
এবং ভাবদ্বারা মুগ্ধমন গোপীগণ যে আমরা, আমাদের
কর্তৃক পরিসেবিত ধন্য বৃন্দাবনভূমি বিলাস করিতেছেন।
বংশীবদন, তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই
লীলা বিহার কর।”

গৌরাঙ্গ গৌড়ীয়েব আরাধ্য বস্তু—শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্র-
নন্দন, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন—মথুরা বা দ্বারকা নহে,
ব্রজবর্গ—বিশেষতঃ ব্রজগোপীশিরোমণি রুবভাট্টরাজ-

নন্দিনী তাঁহার যে সম্যক আনন্দদানরূপ আরাধনা
করেন, তাহাই তাঁহাদের অর্থাৎ গোড়ীয়গণের রমণীয়া
আরাধনা, সর্ববেদান্তসার শ্রীমদভাগবতই তাঁহাদের অমল
প্রমাণশিরোমণি, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই একমাত্র
প্রয়োজনীয় বস্তু, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ইহাই মতসার,
তদনুগ গোড়ীয়গণের ইহাতেই প্রীতি।

অখিলরসামৃতমুষ্টি, অসমোদ্ধ লীলা, প্রেম, বেণু ও
রূপমাধুর্য্যসমমিষত, সৰ্বকারণকারণ সর্বকথেরকর সৰ্বা-
বতারাবতারী ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ যয়ং’ অদ্বৈতজ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-
নন্দনই গৌড়ীয়েব সম্বন্ধিত্ব, অন্নাভিলাষিতাশূন্য কন্দ-
জ্ঞানাত্তনাবৃত অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী শুদ্ধা ভক্তিই
গৌড়ীয়েব অভিধেয়তত্ত্ব এবং ধর্ম্মার্থকামোক্ষবাহ্য পরিশূন্য
কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপৰ্য্যপরা প্রীতিমূলক প্রেমই গৌড়ীয়েব
একমাত্র প্রয়োজন তত্ত্ব। গৌড়ীয় সপার্বদ শ্রীগৌরাঙ্গগুণ্যে
এই সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্ববিচারমূলে পরতত্ত্ব কৃষ্ণা-
নুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মশিক্ষা

[পণ্ডিত শ্রীবিভূপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-বাক্যরূপ-পুরাণ ভীর্থ]

অধুনাতনকালে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে
দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিলে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
রহিয়াছে কিনা তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে।
কি কারণে যে ভারতের নেতৃবৃন্দ ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি
উদাসীন হইয়াছেন তাহা ভাবিতে পারা যায় না।
রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে ধর্ম্মের উপর নির্ভরতা না থাকিতে
পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের জনসাধারণ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িলে
তাহা কিরূপে হয়? বাহ্যর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা
লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, এমন কি সাধারণ জীবনযাত্রা
নির্বাহ করিবার অজ্ঞ ও লোকে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ
করিতেছে। তাহারা মনে করিতে পারিতেছে না ইহার
পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে।

জনসাধারণ চালিত হয় সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজকে
লক্ষ্য করিয়া। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ

করেন জনসাধারণ তাহা অনুসরণ করিয়া থাকে।
‘যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদদেবেতরে কনঃ।’ কিন্তু দেখা
যাইতেছে সমাজে বত কিছু দুর্নীতি চলিতেছে তাহার
মূলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে।
খাতি ভেঙাল দেওয়া, দরিদ্র জনগণকে বঞ্চিত করিয়া
খাত্তব্য সঞ্চয় করতঃ ভবিষ্যতে অধিক লাভ করিবার
ইচ্ছা, দেশবাসিজাতগণকে অধ্বাহারে বা অনাহারে
রাখিয়া দেশান্তরে খাত্তব্য গোপনে প্রেরণ করা,
এমন কি ঔষধের সহিত অজ্ঞাতব্যের মিশ্রণ প্রভৃতি
দুর্নীতিজনক কার্যাবলী শিক্ষিত ব্যক্তিগণই করিতেছেন।
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে
এমন একটি জিনিষের অভাব রহিয়াছে বাহ্যরফলে
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নীতিমান হইয়া শিক্ষার মধ্যমা রক্ষা
করিতে পারিতেছেন না। যে ছাত্রসমাজ দেশের

ভবিষ্যৎ আশা ভরসা, যাহারা একদিন দেশের নেতৃত্ব করিয়া দেশকে পরিচালিত করিবে তাহাদের যে আজ মৈত্রিক অধ্যাপন ঘটাইয়াছে, তাহারা যে আজ উচ্ছ্বল আচরণ করিতেছে তাহার মূল লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে হ্রদীতিপরাণ শিক্ষক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বলব্ধ হইবার জন্ত অম্কেকাশে দায়ী।

বর্তমানকালে অন্নবস্ত্রের সমাধানই শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা গ্রহণে কিছু অর্ধাঙ্গন করিতে পারিলেই বল্লম হয় ছেলটি মানুষ হইয়াছে। সে বতই অন্নায় কার্য্য করুক না কেন তৎসমস্তই গৌণ হইয়া যায় তাহার অর্ধাঙ্গনকে লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু অন্নবস্ত্রসমস্যার সমাধান হইতে পারিতেছে কি? কিছুতেই হইবে না, হইতে পারে না, যদি শিক্ষাকে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যে চালিত করা না হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—‘বিভা দদাতি বিনয়ং, বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্। পাত্রদ্বাক্ষর্যাপ্রাপ্তি ধনাদ্ব্যং ততঃ স্বয়ম্॥’ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিভার চরমফল সুখলাভ। সুখলাভ করিতে হইলে ধর্মসাধনের প্রয়োজন। ধর্মব্যতীত যে সুখ তাহা পাশবিক সুখ—জৈবিক সুখ। বিভা ধর্ম সাধনেরই সহায়ক হইবে। অতএব ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন অনবধীকার্য্য।

কিন্তু চুঃখের বিষয় ভাগবতবর্ষে ধর্ম রাষ্ট্রের সমর্থন পাইতেছে না। যাহারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করিতে যত্নবান, তাহারা ধর্মের প্রতি মনোযোগ তঁ দিতেছেনই না বরং সম্পূর্ণ উদাসীন, এমনকি কোন কোন স্থলে ধর্মসাধনে বাধাও উপস্থিত করিতেছেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বলব্ধ ধর্মের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার এই যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে সর্বলক্ষ্যদায়ের গ্রহণযোগ্য কোন ধর্মনীতি স্থূলীত হইতে পারিতেছে না।

কোন কোন রাজনৈতিক নেতা এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন যে ধর্ম একটি গৌণ এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়। সুখিত জনগণের অন্নবস্ত্র সমস্যার সর্বাঙ্গে প্রয়োজন বলিয়া ধর্মকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের অন্তরাত্মা অর্থাৎ ভারতীয় জনগণের ধর্মের প্রতি যে স্বাভাবিক অমুগাধ রহিয়াছে, তাহা এই

মতবাদ সমর্থন করে না।

অর্থমৈত্রিক বা রাজনৈতিক মত সমস্তাসমূহ সমাধানের পর কোন বলিষ্ঠ ধর্মনীতি বিধিবদ্ধ হইবে এইরূপ অনাগত ভবিষ্যতের জন্ত ভারতের জনগণ অপেক্ষা করিয়া বলিয়া থাকিতে রাজী হইতে পারে না। সর্ববিষয়ে একা বজার রাখিবার জন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক অতি সত্বর বলিষ্ঠ ধর্মনীতি নির্ণয় করায় প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনগণ একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া একতাবদ্ধ হইতে পারে। অন্য কোন উপায়ে বর্তমানে এক্যবদ্ধ হইবার অবস্থা নাই। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগেও জনগণের ধর্ম্মানুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ছিল।

রাষ্ট্রের সমাক্ সমর্থন লাভ করিয়াই ভারতীয় জনগণ সুযোগ্য ধর্ম্মগুরু নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ে সমাক্ ধারণা লাভ করিতে পারে। ইহার ফলে লোকে ধর্ম্মাঙ্কতা ও অন্ধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারে। যে দেশ ধর্ম্মকে সর্বাঙ্গিণি স্থান দিয়া আসিয়াছে, সেই দেশের রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না যদি ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া চলে।

যে ভরুণসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, বর্তমানকালে তাহাদের এমন একটা ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে যে ধর্ম্মই এই জগতের যত অনিষ্টের মূল। ইহা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং ভ্রান্ত্যক তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ প্রচার করিবার জন্ত অর্থ, সামর্থ্য এবং যথেষ্ট সময় নিয়োগ করিতে হইবে।

সমস্ত ধর্ম্মের নীতিগুলির বিশেষ আলোচনা দ্বারা ভারতজাত ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করা বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের আশু কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভারতরাষ্ট্র সকল ধর্ম্মকে এইভাবে নিশ্চিত করিবে যেন প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ অবাধে এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তত্ত্ব-ধর্ম্মানুশীলনের সুযোগ পায়। দেশ অধাশ্রিত হইয়া যাইতেছে বলিয়া কেহ হ্রদীতিপূর্ণ কাজ করিতে তত্ন পাইতেছে না বা পশ্চাৎপদ হইতেছে না।

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে জনসাধারণের স্বৈচ্ছা-
 প্রণোদিত প্রবল চাপ সৃষ্টি ব্যতীত সরকারের পক্ষে
 কোন কিছু ব্যবস্থা করা অসম্ভব। কিন্তু জনসাধারণ
 ধর্মের অস্ত্র সরকারের উপর চাপ করিতে পারিবে
 কেন? শিক্ষিত সম্প্রদায় বাহারা দেশের চালক তাঁহারা
 ধর্মের প্রতি উদাসীন। সুতরাং ভবিষ্যৎ শিক্ষিত
 সম্প্রদায়কে আত্মিক বলে বলিয়ান করিতে হইলে
 শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই প্রকৃত ধার্মিক বা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি
 কর্তৃক ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি কেহ
 একথা বলেন যে প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কোথায়, যে
 প্রকৃত ধর্মশিক্ষা দিতে পারিবেন? কিন্তু ইহা ঠিক নহে।
 বহু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন বাহারা একটু সমর্থন বা প্রেরণা
 প্রাপ্ত হইলেই সমাজকে ঠিক কল্যাণজনক পথে লইয়া
 বাইতে পারিবেন। আবার 'necessity is the mother
 of invention'. প্রয়োজন হইলেই বহু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির
 আবির্ভাব হইবে। চাই কেবল দৃঢ় সমর্থন। আত্মিক
 বলে বলিয়ান হইলে রাষ্ট্র কখনই ওরল হইবে না, বরং
 অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইবে, ইহা প্রব সত্য।

ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে এই অগতে ধর্মসমর্থন-
 কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি বিরল। এমন কতকগুলি
 ধর্মপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেগুলি প্রকৃত ধর্মের উৎসাহ
 দেওয়ার পরিবর্তে কতকগুলি অধ্যাত্মসম্পর্কবর্জিত
 আপাতরমণীয় লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া
 তাহাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছে। পরীক্ষা, নিরীক্ষা
 বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন ধর্মের তুলনা-
 মূলক আলোচনাও প্রকৃত ধর্ম্মাশুশীলনের সহায়ক হইতেছে
 না, বরং বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রকার প্রচেষ্টা
 ধর্মের মূলতত্ত্বকে কতকগুলি সামাজিক বা লোকহিতকর
 নীতি বলিয়া ভুল করিয়া বলে। কিন্তু প্রকৃতধর্ম্ম শাস্ত
 জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত। ইহা লোকোক্ত হইলেও
 ব্যবহারিক জীবনেও অনুশীলনযোগ্য, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিমত্তা
 প্রকৃত তুরীয় ধর্মের বাহিরের সীমা পর্যন্তও স্পর্শ করিতে

পারে না। অসম্পূর্ণতা ও অজ্ঞতার ভূমিকা হইতে পরিপূর্ণ
 জীবন সম্বন্ধে ধারণা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেইজন্য
 সঙ্গুতর প্রয়োজন। সঙ্গুতরই জনসমাজকে প্রকৃত
 ভাষের আলোক দান করিতে পারেন।

আজকাল নৈতিক শিক্ষার কথা সময়ে সময়ে শুনি
 যায়। কিন্তু কেবল নীতি কাব্যিকরী বা সুকলপ্রসূ হয় না।
 ধর্মের ভিত্তি না থাকিলে নীতি কখনই কাব্যিকরী হইবে
 না। * সুতরাং ধর্মশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

পূর্বেই বলিয়াছি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আদর্শ
 সাধারণতঃ জনসাধারণ অনুকরণ করে। শিক্ষিত
 সমাজকে ধার্মিক করিতে হইলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে
 অবশ্যই ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভজন
 সাধনের মত ও পথ পৃথক হইলেও ধর্মের মূলনীতিগুলি
 সব ধর্মেরই আর সমান। সাধারণভাবে ধর্ম্মনীতি-
 নির্ধারণ করা কষ্টকর ব্যাপার হইলেও প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী
 ধর্ম্মগুরু দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করায় কি
 ক্ষতি হইতে পারে? বরং অস্ত্র ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা
 করার পরিবর্তে ধর্মের মূলনীতিতে বলিয়ান হইয়া অস্ত্র
 ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার
 প্রভাৱ দেওয়া হইবে না, বরং বিভিন্ন সাম্প্রদায়ের মধ্যে
 ঐক্য স্থাপিত হইবে। ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি ছাত্র সমাজের,
 জনসাধারণের, এমনকি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও সমাক-
 জানা না থাকায় নিজ নিজ ধর্ম্মভিন্ন অস্ত্র ধর্ম্মকে সুনজরে
 দেখা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জগৎই সাম্প্রদায়িক ঐক্য
 বিনষ্ট হইতেছে।

ভারত রাষ্ট্রে দেখিতে পাওয়া বাইতেছে আবগারি
 বিভাগ, মৎস্য বিভাগ এবং পশুসংরক্ষণ বিভাগ প্রভৃতির
 অস্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু গুপ্তের বিষয় ধর্ম্ম-
 সংরক্ষণের অস্ত্র কোন মন্ত্রী নিযুক্ত নাই। কোন প্রকারে ধর্মের
 উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না। ভারতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতি
 রক্ষার অস্ত্র চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মকে বাদ দিয়া
 ভারতীয় কৃষ্টি কি হইতে পারে? ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ।

* যেমন 'সদা সত্য কথা বলিবে।' ইহা যেমন একটি নীতি, তেমনি ইহা ধর্ম্মও বটে। ইহা না করিলে অধর্ম্ম
 হইবে এবং ফলে ইহজন্মে বা পর জন্মে কষ্ট পাইতে হইবে এইরূপ বিশ্বাস আগ্রহীরা দিতে পারিলে বিশেষ কাব্যিকরী
 হইবে। নতুবা ইহা বার্যভাৱ পর্য্যবসিত হইবে।

তাঁহার প্রতিপদক্ষেপই ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মকে বর্জন করিলে অর্থাৎ দেশ প্রাণিত হইবে। মানুষ সদ্গুণ বিবর্জিত হইয়াছে এবং আরও হইবে। যতই আইনের বাধনকষণ করা হউক না কেন সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া জগৎকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে।

এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ধর্ম বলিতে কতকগুলি আচার অমুষ্ঠান বুঝায় না। অবশ্য আচার অমুষ্ঠানের যে একেবারে মূল্য নাই, তাহা নহে। তথাপি তৎসমুদায়কে গোণ করিয়াও ধর্মাত্মনীরনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হইতে পারা যায়। মনুষ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইলে সমাজে দুর্নীতি প্রাবল্য লাভ করিতে পারিবে না এবং ফলে সমাজ শান্তিপূর্ণ হইবে। সে কারণে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের এবং প্রসারের একান্ত প্রয়োজন।

পরিণত বয়সে ধর্মশিক্ষা পারমাণ্বিক উন্নতির সহায়ক হইলেও শিশুকাল হইতে ধর্মের উপর জোর দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হইবে। বাল্যকালে ধর্মশিক্ষার উপর জোর না দিলে পরিণত বয়সে মন অশ্রদ্ধা দিকে চলিয়া যায় বলিয়া তখন ইহা কার্যকরী হয় না। প্রোট বয়সে

অথবা বার্লুকো যাহারা ধর্মাত্মনীরনে যত্নবান্ হন তাঁহারা সন্তোষিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত পারমাণ্বিক উন্নতির জন্য যত্ন করেন? অধিকাংশ ব্যক্তিই কেবল কর্তব্যজ্ঞান প্রণোদিত হইয়া বা কর্মান্তর না থাকায় কণ্ঠস্থ আনন্দের সহিত কাল কাটাইবার জন্য ধর্মাত্মনীরনে করিয়া থাকেন। সকলেই যে পারমাণ্বিক উন্নতি সাধন করিবেন তার কোন কারণ নাই। তথাপি সমাজে স্থখে শান্তিতে বাস করিতে হইলে চাই ধর্মীয় জীবনধারণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ধর্মশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

মুঠ ধর্মশ্রীতি নির্ধারণ করিতে হইলে শ্রীমদ্বৈষ্ণব-প্রচারিত ধর্মকেই অগ্রাধিকার দিতে হইবে। একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তির ধর্ম নহে। ইহা আত্মার ধর্ম। সুতরাং সার্বজনীন। ইহাতে জাতিবর্ণের বিচার নাই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় ইহা যাজন করিতে পারে। এই প্রকার শিক্ষাই শিক্ষারতনসমূহে প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

শ্রীল. আচার্য্যদেবের উপদেশ-বাণী

[দুইটি পত্রের উত্তরে লিখিত বাণীর সারাংশ]

“ক্রমশঃ প্রাচীন বৈষ্ণবগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরমাধ্বনীরনে অধিকতর মনোযোগী হইবার ইচ্ছিত করিতেছেন। পরমায়ু আমাদের খুবই কম অথচ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের সুযোগ সুবিধা ও পথ আনিয়াও তীব্রতর ভঞ্জে নিযুক্ত হইতেছি না। জন্ম-জন্মান্তরীণ সংস্কারবশতঃ স্বরূপ বিশ্বত হইয়া দেহগেহাদিকে বা তদসম্পর্কিত মায়িক বস্তুগুলিকে নিজস্ব ও সর্বস্বজ্ঞানে নিজের প্রকৃত সর্বস্ব অবিলম্বসমুত্তমুর্ন্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইলাম। অহঙ্কার পরিবর্তিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত অমুণীলন সম্ভব নয়। মায়িকভিমাণে যে অমুণীলন করা হইবে তাহা জড়ীর হইতে বাধ্য। এই

মায়িক barrier transcend না করিলে পরমাধ্বনীরনে হয় না। বৈকুণ্ঠাস্থিতায় প্রকৃত বস্তুর প্রতি লোভ বা কর্তব্যবোধ অন্তহিত হইতে বাধ্য হয়। তদীয়ভিমান জাগ্রত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও তজ্জনগণ কিংবা তদসম্বন্ধীয় যে কোন বস্তুই শ্রীতির বিষয় হইবে। সৎস্বজ্ঞানের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও কার্যসেবাই হরিভজন। শুদ্ধ সৎস্বজ্ঞান উদ্ভিত না হইলে কর্ম্মার্পণ আদি মিশ্র ভক্তির কার্য হইতে পারে। শুদ্ধভক্তি দ্রুপ্তাপ্য হইলেও উহাই আমাদের মৃগ্য। কর্ম্ম-কাণ্ডীয়গণের ফলাবতীতে জনগণমনোমোহকর অনেক কিছু দেখা গেলেও উহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শুক্লানুশীলন হয় না। আত্মভূমিকায় না পৌছিলে বৈকুণ্ঠভজন হয়

না। গতানুগতিক বা মানুলি কার্যের জন্তই এই বহু মূল্যবান জীবন নষ্ট করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমত্তা হইবে না। “To make the best of a bad bargain” policy গ্রহণ করা আবশ্যিক।

আপনারা কেবল হরিনাম করিতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম। শাস্ত্রে বিশেষতঃ আমাদের পূর্বাচার্য্যগণ কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ষাগ, ব্রত, তপস্বাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিনাম করিবার জন্তই উপদেশ করিয়াছেন।

“হরেনাম, হরেনাম, হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাশ্ত্যেব, নাশ্ত্যেব, নাশ্ত্যেব গতিরন্তথা ॥”

অন্ত কোন প্রকার সাধনাদির মোহ ত্যাগ করিয়া শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন জ্ঞানে একান্তভাবে শ্রীনামভজন করিতে পারিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভজন ও দ্রুত ফলপ্রসূ অস্ত্র কিছুই নাই। শ্রীনামসঙ্কীর্ণনই সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনামভজনই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার। শ্রীভগবান্কে ডাকাই শ্রীনামভজন। শ্রীভগবান্কে ডাকার অভিনয়ে অস্ত্র কিছুর আবাহন শ্রীনামভজন নয়, উহা নামাপরাধ মাত্র। আপনারা উভয়ে নিরন্তর প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণনামানুশীলন করিলে আমি নিজেই কৃতার্থ বোধ করিব।

[২]

শ্রীহরিভজন করিতে গেলে মায়ার অনুচরগণ সকলেই নানাধিক উৎপাত করিবার জন্ত চেষ্টা করিবে। কিন্তু শ্রীহরিভক্তের তদ্বারা বিন্দুমাত্রও অঁনিষ্ট হইবে না, অধিকন্তু তাহার ভক্তিবৃদ্ধি ও যশঃ বিস্তৃত হইবে। সমস্ত শক্তির উৎস একটিই মাত্র বস্তু, তাহা বাস্তব সত্য। সুতরাং সেই বাস্তব সত্য পরমেশ্বরের সহিত যিনি বা যাহারা এক স্বার্থভূত হইয়া চলেন তাহার বা তাহাদের অনিষ্ট কি প্রকারে সেই পরমেশ্বরের শক্তিবারা, বিশেষতঃ জড়াশক্তির দ্বারা সম্ভব হইবে? জ্ঞানহীন জনগণ প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবিষ্ট থাকার দরুণ সর্বদা ভীতিগ্রস্ত থাকে। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বা বিবেকীগণ জানেন যে সমস্ত বস্তুরই নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণানুগ জনগণের ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। যে পরিমাণে জীবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তফাৎ থাকিবার

বিচার থাকে, সেই পরিমাণেই তাহার মধ্যে মায়ার প্রবেশ করিয়া অজ্ঞানজ হুৎ, ভয়, শোকাদি প্রদান করিয়া থাকে। লোক দেখানো ধর্ম বা নিজের মনকে ভোলানো ধর্ম এক জাতীয় এবং বাস্তব শ্রীকৃষ্ণভক্তি অস্ত্র প্রকারের। শ্রীকৃষ্ণেচ্ছার সহিত নিজেচ্ছার খাপে খাপে মিল হইলে তবে শুদ্ধভক্তি হইবে। আমরা তজ্জন্ত চেষ্টা করিব। আপনি শ্রীকৃষ্ণের হইলে শ্রীকৃষ্ণও আপনার হইবেন। লৌকিক ও কৌলিক মামুলি ধর্মের মোহ আসিয়া শুদ্ধভক্তি হইতে কদাপি যেন আপনাকে বিচলিত না করে। যে সকল ব্যক্তি আপনার হরি-ভজনচেষ্টায় বাধা প্রদান করে তাহাদের চরিত্র ও জীবন আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতঃ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিবেন যে তাহাদের জীবন কৃষ্ণতর বিষয়কে উদ্দেশ্য করিয়াই পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ একান্তভাবে মায়াবদ্ধ জীবের বিচার শুদ্ধভক্তের চরিত্র ও বিচারের সহিত কিছুতেই একীভূত হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে পাথক্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সুচতুর ভক্তগণ ভজনবিষয়ে নিষ্ঠা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া বাহ্যে লোকব্যবহারে পশ্চাৎপদ হন না। কেবলমাত্র ভক্তিবিরোধী লোকাচার বর্জন করিতে হইবে। কিন্তু শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল নয় যে সকল লোকাচার ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তাহা বর্জন করিবার আবশ্যকতা নাই। গৃহস্থগণ হরিভজন করিতে গেলে তাহারা সাধারণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপ কেন পরিত্যাগ করিবেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আপনার আত্মীয় স্বজনাদির গৃহে বিবাহাদি কার্যে আপনি যোগদান করিবেন। কেবল দেবতান্ত্রের প্রসাদ বা অমেধ্যাদি গ্রহণ করিবেন না। আপনার সমাজের বা স্বজনগণের মধ্যে সকলেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই বলিয়া আপনি কি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বিরত ছিলেন? তদ্রূপ পারমার্থিক শিক্ষা সম্বন্ধেও আত্মীয়স্বজনগণ যদি উন্নতাদিকারের শিক্ষা লাভ না করিয়া থাকেন তজ্জন্ত আপনাকেও তাহাদেরই দ্বারা পরমার্থ সম্বন্ধে অশিক্ষিত হইতে হইবে ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিবে না। বরং আপনার উন্নত আদর্শ জীবনের দ্বারা আপনি

নিজের ও সমাজের হিতসাধন করুন, ইহাই সজ্জনমাত্রই উপদেশ করিবেন। পার্থিব জীবনের জন্ত পরমার্থ নষ্ট করিবেন না। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা লোকের মন রক্ষা আপনি কতভাবে কতকুপরিমাণ করিতে পারিবেন এবং কত স্বল্পকাল স্থায়ী হইবে ও আপনার ও তাহাদের কত কল্যাণ সাধন করিবে তাহা বিশেষ-ভাবে চিন্তা করিবেন। যে কোন সময়ে মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে। তাহা হইলে সাধারণ লোকের তথাকথিত সহানুভূতি তারপরেও কার্যকরী বা সহায়ক হইবে কি? আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ সম্পর্কিত পার্থিব সমস্ত পদার্থই পড়িয়া থাকিবে এবং আমাদেরই তাহাদের বর্তমান সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কামক্রোধাসক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের মনরক্ষার জন্ত আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন হইবেন না। শ্রীভগবানই সকলের রক্ষক ও পালক। অসহায় ও কল্যাণবঞ্চিত মূঢ় জনগণের গতাত্মগতিক পন্থা অনুসরণে আপনার বহু মূল্যবান ও কোমল প্রজাযুক্ত জীবনটাকে নষ্ট করিবেন না। উৎসাহ না থাকিলে কোন ব্যক্তিই কোন দিকেই উন্নতি করিতে পারে না। আপনি

উৎসাহের সহিত যত অধিক সময় সম্ভব শ্রীভগবানকে ডাকিবেন। সংখ্যা পূর্বক নির্বন্ধ সহকারে অপরাধ বর্জন করতঃ শ্রীমালিকায় মহামন্ত্র জপ করিবেন। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি জানিলে অস্ত্রের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্ত উহা ব্যয় করার উৎসাহ জাগিবে না। শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইতেই আনন্দ ও উৎসাহ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি, তাঁহাতে সকল রসপ্রার্থীরই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। যাহাদের কোন বিশেষ মতলব না থাকে তাহারা ভগবানকে অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণরসময় স্বরূপকে পূর্ণরূপে আশ্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। যিনি যেই রস তাঁহাকে দিবেন, তিনি তজ্জাতীয় রসই শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তিপথে ভগবানকে দেওয়ার কথা। নিজের সুখ সুবিধা বা প্রবৃত্তিগুলি তাহার জন্ত বলি দিতে হইবে। ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকটে হৃৎ, ভয়, শোকাদির জন্ত কার, মন, বাক্যাদি বলি দিয়া লাভ নাই। অনন্ত সর্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই এই সকল উপহার বিধেয়। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীভগবানকে ডাকুন। তিনি অবশ্যই আপনার গাবতীয় অনর্থ বিদূষিত করিবেন।

অধঃপতনের হাত হইতে নিকৃতির উদ্ধার

“পার্থিব অস্থিতায় নিজের নিত্য স্বার্থ বিস্মৃত না হই এবং তদাত্মকুল্যে জীবনযাপনে শৈথিল্য প্রদর্শন না করি ইহাই বাঞ্ছনীয়। মায়িক জগতের দুর্বিচার ও দুর্বলতা সাধককে আক্রমণ করিলেও শরণাগতির বিক্রমে ভক্ত সৈনিকের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। ভক্তিই সর্ববিশ্ববিনাশনে সমর্থ। শরণাগতিই ভক্তির প্রাণ। বৈষ্ণবসঙ্গই শরণাগতি লাভের সুযোগ ঘটায়। বৈষ্ণবে অবিশ্বাস আমাদেরই ক্রমশঃ সংশয়যুক্ত করিয়া বিমূখ করিয়া তোলে। “বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক দিনে দিনে”—মহাজনের এই আশীর্বাণী আমাদের মঙ্গল বিধান করিলেই আমরা ক্রমশঃ অধঃপতনের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারি।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিময়্য ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবদর্শনের উপায় কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবদর্শনে তৎকার্য্যামেব হেতুঃ, তৎকার্য্যো চ তৎসংকীর্তনমেব হেতুঃ ।

(ভাঃ ১০।৩০।৪৭ টীকা)

ব্রহ্মবৈবর্তে শিবের প্রতি বিষ্ণুবাক্য—যে মাং প্রাপ্তু-
মিচ্ছন্তি প্রাপ্তবন্ত্যেব নাত্মথা ।’

(ভক্তিসন্দর্ভ)

‘কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম ।’ —(১৫:৫:)

ভগবান্ শ্রীগৌরান্ধদেব বলিয়াছেন—

তাতে কৃষ্ণভঞ্জে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

সাদৃশ্যে রূপায় যদি কৃষ্ণোদ্ভব হয় ।

সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

—(১৫:৫:)

তোমার অন্তঃকাম চাহে ভঞ্জে অন্তঃকণ ।

অচিরে মিলে তারে তোমার চরণ ॥

—(১৫:৫:)

ভগবৎকুপাই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় । গুরুর প্রসন্নতাই
ভগবৎ কুপালাভের মূল । ‘গুরো প্রসঙ্গে প্রসাদিত
ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্ ।’

প্রশ্ন—ভক্তির ক্রম কিরূপ ?

উত্তর—জগদগুরু শ্রীল বিখ্যাত ক্রৈবর্তী ঠাকুর
বলিয়াছেন—ভক্তির ক্রম ১৪ প্রকার । যথা—সাদৃক্য,
মহৎসেবা, শ্রদ্ধা, গুরুপাদাশ্রয়, ভজনস্পৃহা, ভক্তি
(ভজনক্রিয়া), অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, কৃতি, আসক্তি, রতি,
প্রেম, ভগবৎসাক্ষাৎকার ও মাধুর্য্যভাব ।

(ভাঃ ১।৬২।১ টীকা)

একমাত্র নির্মলচিত্ত সাধুর সঙ্গ দ্বারাই জীবের চিত্ত
সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় ; অতঃপাশ্চাত্য দ্বারা সেরূপ হয় না ।
সংসঙ্গ দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবদর্শন

বা ভগবদভ্যুত্থিত অর্থাৎ অন্তরে শ্রীহরির লীলা-লাবণ্যাদি
দর্শন হয় ।

(ভাঃ ৪।২৪।৫২ টীকা)

প্রশ্ন—স্বর্গ কি ধ্বংস হয় ?

উত্তর—হাঁ । স্বর্গ ধ্বংস হয় । স্বর্গ হইতে পতনও
হয় । স্বর্গ অনিত্য লোক । নিত্যলোক বৈকুণ্ঠ হইতে
পতন নাই । বৈকুণ্ঠ নিত্য ভগবদ্ধাম । ভগবৎপ্রসাদেই
পরিশান্তি ও বৈকুণ্ঠ লাভ হয় । (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভক্তভক্তিমান্ ?

উত্তর—হাঁ । ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই প্রেমিক ।
ভগবানের স্তখে যেমন ভক্তের স্তখ, ভক্তের স্তখেও
ভগবানের স্তখ । শাস্ত্র বলেন—ভগবান্ ভক্তের
স্তখের জন্তই যত্ন করেন, স্বতন্ত্রভাবে নিজ স্তখার্থনহে ।
স্বপ্ৰীতিদান এবং অমুগ্রহস্ত পরাকাষ্ঠা । (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—সেবা কি ?

উত্তর—সেবনং চিত্তানুবৃত্তিঃ অর্থাৎ ইষ্টদেবের হৃদয়
বৃত্তিয়া তৎস্বার্থ যত্ন করাই সেবা ।

ভক্তসৎসঙ্গপরম্পরা দেখিয়াই ভগবান্ কুপা করেন ।
এজন্ত নিকট সেবারত গুরুদেবতাত্মা ভক্তই ভগবৎ-
কুপা পায় । (প্রীঃ সঃ)

প্রশ্ন—ভগবদ্বিদ্বেষী কে ?

উত্তর—মহাভারতে ভগবান্ বলিয়াছেন—যে আমার
ভক্তকে ঘেঁষ করে, সে আমাকেই ঘেঁষ করে । যে
ভক্তের অমুগত, সেই ব্যক্তিই আমার অমুগত । (প্রীঃ সঃ)

প্রশ্ন—জীব হৃদয়স্থ ভগবান্কে দেখিতে পায়
না কেন ?

উত্তর—ভগবান্ হৃদয়ে থাকিলেও দ্রাব্য অর্থাৎ সাকাম
বা সমল ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না । (ভাঃ ৩।১৫।৪৬)

শ্রীহরি কর্ণপথে হৃদয়ে প্রবেশ করেন । হৃদয়স্থিত
কৃষ্ণে মনোনিবেশ করা কর্তব্য । কৃষ্ণে মন গেলে আর

কুৎসিত বিষয় সুখ ভাল লাগিবে না। (প্রী: স:)

প্রশ্ন—আত্মনিবেদন কি ?

উত্তর—আত্মহতেন বেদনম্ আত্মনিবেদনম্। (শ্রী-
মধ্বাচার্য্য) হৃদয়স্থ শ্রীহরিই সর্বদা আমার নিয়ন্তা বা
পরিচালক, এই জ্ঞানই আত্মনিবেদন।

দধিহু স্তবৎ, কাষ্ঠে অগ্নিৎ শ্রীহরি হৃদয়ে আছেন।

জীবের হৃদয়কমল ভগবানের বাসগৃহ। (ভাঃ ৭।৮।৪০)

শ্রীহরি হৃদয়ে থাকিয়া সতত আমাকে চালিত
করিতেছে, এই জ্ঞানই প্রকৃত আত্মনিবেদন । (শ্রীমধব)

আত্মনিবেদনঃ—আত্মসমর্পণঃ দেহসমর্পণঞ্চ ।

(ভা: ৭.৫১২৪)

অপিতা ক্রিয়েত—বিমুখুখোদেশে নৈব ক্রিয়েত,

ন তু ফলশ্চ স্বস্মিন্‌ বিনিয়োগে । (শ্রীধরস্বামী)

কেহ দেহার্পণকেই আত্মাৰ্পণ বলেন। যথা ভক্তি-
বিবেকগ্রন্থে—যেমন বিক্রীত পশুর রক্ষার অস্ত চিন্তা
করিতে হয় না, তদ্রূপ ভগবানে দেহ অৰ্পণ করিয়া
ইহার রক্ষণ অর্থাৎ চিন্তা না করাই কর্তব্য।

প্রশ্ন-প্রশংসা ও নিন্দার কাহার সুখ-দুঃখ হয় ?

উত্তর—নিম্নাঙ্গুতি ভক্ত ও ভগবানের হৃৎ-সুখদ
নহে। দেহাভিমানীরই নিম্না-প্রশংসায় হৃৎ ও সুখ
হয়। (ভাঃ ৭।১।২৩)

প্রশ্ন—এ ভগতের সহিত সম্বন্ধটা কিরূপ ?

উত্তর—পাঠশালায় বা জলছত্রে আগত পথিকের
মত এই সংসারে প্রাণিগণের সম্বন্ধ। প্রাক্তন কর্ম্মাছুসারে
ভগবদ্বিষ্ণায় প্রাণিগণ কখন সংযুক্ত, কখন বিযুক্ত হয়।

(ଡି: ୧।୨।୨୬)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি সহ করেন না ?

উত্তর—শ্রীহরি সঙ্কীৰ্ত্তন হইলেও—সব সহ করিলেও
ভক্তদ্রোহ সহ করেন না। (ভাঃ ৭।৪।২৮)

প্রশ্ন—ঈশ্বর কে ?

উত্তর—‘কর্ত্ত, মকর্ত্ত, মনুথা। কর্ত্তঃ, সমর্থঃ, ঈশ্বরঃ।’

যিনি অস্ত্রের অধীন নন, পরন্তু স্বাধীন ও পরমৈশ্বর্যবান,
তিনিই ঈশ্বর।

প্রশ্ন-ভক্ত প্রহ্লাদ কি অগত্বে কুমারময় দেখিতেন ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত

প্রহ্লাদ—জগৎ ঈদৃশং ব্যবহারময়ং ন বেদ কিন্তু কৃষ্ণ-
ময়মেব । (ভাঃ ৭।৪।৩৭ টীকা)

প্রশ্ন—কৃষ্ণভঞ্জনহীন গৃহ কি মারাত্মক বস্তু ?

উত্তর—নিশ্চয়ই । বহিষ্কৃত গৃহ অক্ষুণ্ণদশ ।
ভজনহীন গৃহ নরকের দ্বারস্বরূপ, আর ভজনময় গৃহ
বৈকুণ্ঠের দ্বারদশ ।

সংসারে যে আমি ও আমার ভাব, ইহা মিথ্যা
অভিনিবেশ।

গৃহ আত্মধ্বংস—সুখধ্বংসের হেতু বা অমঙ্গলের মূল ।

(ଭା: ୧।୫।୫)

ପ୍ରଶ୍ନ—କୃଷି ତ ଆକର୍ଷକ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। চুসক যেমন নিজের স্বভাব
বশতঃ লোহকে আকর্ষণ করে, ভগবান্ও রূপাপরবশ
হইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার ভক্তের চিত্তকে নিজের দিকে
আকর্ষণ করেন। (ভাঃ ৭।৫।১৪)

প্রশ্ন—গৃহব্রত কে ?

উত্তর—গৃহাসক্ত ব্যক্তিই গৃহব্রত । আর ভগবৎ-সেবা-
ব্রত গৃহীই গৃহস্থ ।

সংসার বা বিষয়ই অনর্থ। বিষয়স্বরূপ অনর্থকে
অর্থ মনে করাই ভ্রান্তি বা নিবুদ্ধিতা (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২)

প্রশ্ন—নিষ্কিঞ্চন কে ?

উত্তর—নিকাম ভক্তই নিক্ষিপ্ত। ভক্তিমাৎবাসনাযুক্ত
ব্যক্তিই নিক্ষিপ্ত। (ভাঃ ৭।৫।৩২)

ভগবান্ ভিন্ন অত্ৰ কোন কিছু যাঁহাৰ উপাদেয়
নহে, তিনিই অকিঞ্চন ।

প্রশ্ন—ভগবানে আমাদের মতি হয় না কেন ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—নিষ্কিঞ্চন মহতের পদধূলি
দ্বারা স্বয়ং বৈষ্ণবত্বের অভিষেক ব্যতীত কাহারও
ভগবানে মতি হয় না। (ভাঃ ৭।৫।৩২ টীকা)

প্রশ্ন-অধিনাত্তা কে ?

উত্তর—শ্রীহরি জড় ও চেতন সকলের নিয়ন্তা।
এজন্য শ্রীহরিই অখিলাত্মা অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা, জগতের
নিয়ন্তা, এমনকি শাস্ত্রাদিরও নিয়ন্তা।

(ଭା: ୭।୧।୪୧ ଟିକା)

প্রশ্ন—নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হওয়া কি উচিত ?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—দুঃখ যেমন পূর্বকর্মানুসারে আপন। হইতেই আসে, ইন্দ্রিয়সুখ বা বিষয় সুখও তজ্জন বিনা বস্তু পূর্বকর্মানুসারে আপন। হইতেই আসিবে। অতএব সুখভোগের জন্ত উদ্যম করা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। একজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ সুখের জন্ত প্রয়াস না করিয়া হরিভজন করেন এবং তৎকালে চিরসুখী হন।

(ভাঃ ৭।৬।৩-৪)

নিজসুখের জন্ত উদ্যম করিলে দুঃখ হইবেই।

(ভাঃ ৭।১০।২১)

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্তি কি কঠিন ?

উত্তর—না। ‘হৃদি বর্তমানত্যাং মূলভম্।’ ভগবান, হৃদয়েই আছেন বলিয়া ভগবৎ প্রাপ্তি কঠিন নহে। ভগবান্ আমাদের নিত্য প্রভু ও পরমাত্মীয় বলিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করাও কঠিন নহে। ভগবদ্ভজনে কোন কষ্ট নাই, পরন্তু তাহা সুখকর। (ভাঃ ৭।৬।১২, ৭।৭।৩৮)

হৃদয়দেবতা ভগবানকে হৃদয়েই ভজনা করা উচিত। হৃদি ভজ্যধ্বং হৃদীশ্বরম্। তাই শাস্ত্র বলেন—নিজ হৃদয়ে শ্রবণকীর্তনস্বরূপ দ্বারা শ্রীহরির সেবা কর এবং সকলের হৃদয়ে ভগবান আছেন জানিয়া সকলকে সম্মান দিয়া ভগবানের সুখবিধান কর। (ভাঃ ৭।৬।২০ টীকা)

প্রশ্ন—প্রেম কিভাবে হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—মহৎ-অনুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ, ভক্তেঃ প্রেম। (ভাঃ ৭।৭।১৭)

‘নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।’

‘সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।’

প্রশ্ন—কিরূপ ভক্তের সঙ্গ করা কর্তব্য ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—সদাচারী ভক্তের সঙ্গই করণীয়। দুরাচার ভক্ত সেব্য, বন্ধ্য, দর্শনীয় সত্য কিন্তু তৎসঙ্গ উপাদেয় নহে। (ভাঃ ৭।৭।৩০ টীকা)

প্রশ্ন—সবই কি ভগবদ্ভিচ্ছায় হয় ?

উত্তর—হাঁ। ব্রহ্মা বলিতেছেন—হে ভগবান্, তুমি সবই কর। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু আমরা তাহা বৃথিতে পারি না। তুমি সনকাদি মুনির কোপ উদ্রেক কর, নিজ ভক্ত জয়-বিজয়কে ভ্রষ্ট কর, আমার দ্বারা বর দেওয়াইয়া দৈত্যকে

দর্পযুক্ত কর, দৈত্যগৃহে ভক্তরাজের ‘আবির্ভাব’ কিরাও, প্রেরণা দিয়া ভক্তের প্রতি হিংসা করাও এবং ভক্ত স্বক্ষার্থ নিজে আবির্ভূত হও। (ভাঃ ৭।৮।৪০ টীকা)

প্রশ্ন—কে সুখী হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—বিশ্ব শোভিত হইলে প্রতিবিশ্ব শোভিত হয়। তজ্জন ভগবান্কে সুখ দিলেই তদধীন জীব সুখী হইতে পারে। ভগবান্ নিজলাভপূর্ণ হইলেও দয়া বশতঃ ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। (ভাঃ ৭।৯।১১)

প্রশ্ন—রক্ষক কে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—মাতাপিতা বালকের, ঐশ্বর যোগীর এবং নোকা নিমজ্জিত ব্যক্তির রক্ষক নহে। ভগবান্ শ্রীহরিরই সকলের রক্ষক। একজ্ঞ ভগবৎকৃপা ব্যতীত দুঃখ-প্রতীকার ফলবতী হয় না। (ভাঃ ৭।৯।১২)

প্রশ্ন—কণিক সুখ কি দুঃখজনক ?

উত্তর—হাঁ। সুখ দুঃখ দূর করে, কিন্তু সুখলেশ দুঃখ আনয়ন করে। মরীচিকা যেমন দর্শন সুখরূপা, বিভ্রা, ধন, রাজ্যাদিও তজ্জন শ্রুতি-সুখ মাত্র। (ভাঃ ৭।৯।২৫)

প্রশ্ন—সেবাই কি কৃপালাভের উপায় ?

উত্তর—হাঁ। সেবা করিলে কল্পতরুৎ ভগবানের কৃপা হয়। সেবা-তারতম্যে কৃপা উদয়তারতম্যম্।

(ভাঃ ৭।৯।২৭)

প্রশ্ন—ভক্তি ব্যতীত কি ভগবৎজ্ঞান লাভ হয় ?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—ভগবৎজ্ঞান ভক্তি-দ্বারাই লাভ হয়। গুরুসেবা ও ভগবৎসেবা দ্বারাই অন্যায়সে সখদুজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও বুদ্ধিকৌশলাদি দ্বারা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় না।

(ভাঃ ৭।৯।৪২ টীকা)

প্রশ্ন—কামনাই কি দুঃখের মূল ?

উত্তর—হাঁ। কামনাই সংসারের বীজ এবং হৃদয়ের গ্রন্থি। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া ভগবানের নিকট বিষয় ভোগ চায়, সে সেবক নহে, পরন্তু বণিক্। যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে কিঞ্চিৎ পত্র-পুষ্প-নৈবেদ্যাদি দিয়া তৎপরিবর্তে হাতী, ঘোড়া, রথ, সম্পত্তি, ধন, সম্মান, ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রাদিাদ আকাঙ্ক্ষা করে, সেই স্বার্থপর ব্যক্তিকে কি করিয়া সেবক বলা যায় ?

সমুৎকামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু ভগবদাক্তরূপ অপ্রাকৃত কামনা বরণীয় ও প্রশংসনীয়।

সমুৎকামনা পরিত্যাগ করিয়া নিকাম হইতে পারিলে জীব ভগবৎ-তুল্য ঐশ্বর্য লাভে সমর্থ হয়।

কামের উপপত্তিমাতে ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ, স্মৃতি ও সত্য সব নষ্ট হয়।

(ভাঃ ৭।১০।৩-৯ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তের রক্ষক কে ?

উত্তর—হৃদয়স্থিত শ্রীহরি কড়ক ভক্ত রক্ষিত হয়, কিন্তু নিজ দোষে অভক্ত কংসাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(ভাঃ ৭।১০।৩৫)

প্রশ্ন—গৃহস্থভক্তগণ কিভাবে গৃহে থাকিবেন ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—গৃহস্থভক্ত অন্তর্বিবর্ত্তো বহিষ্ঠ আসক্তবৎ থাকিয়া হরিভজ্ঞন করিবেন।

(ভাঃ ৭।১৪।৫)

শ্রীমদ্বাশ্রভু বলিয়াছেন—

অন্তরে নির্ভীক, বাহ্যে লোকব্যবহার।

অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় কবিবেন উদ্ধার ॥

(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—পুণ্যদেশ কি ?

উত্তর—যেখানে গঙ্গা, ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুবিগ্রহ বা শালগ্রাম আছেন, তাহাই পুণ্যদেশ।

(ভাঃ ৭।১৪।২৮)

যেখানে শালগ্রাম থাকেন, সেস্থান ৪ ক্রোশ পর্যন্ত তীর্থ।

(ভাঃ ৭।১৫।২)

প্রশ্ন—অর্থের জন্ত চেষ্টা কি করণীয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—দরিদ্র ব্যক্তিও স্বদেহধারণার্থ অর্থচেষ্টা করিবে না। কারণ নিকামতাই জীবিক সম্পাদিকা। সন্তুষ্ট নিকাম ব্যক্তি যেরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়, বিষয়াদি-লোভে অর্থ চেষ্টায় ইত্যন্ততঃ ধাবমান পুরুষের সে প্রকার সুখ হয় না।

পায়ে জুতা থাকিলে যেমন কটকাদি হইতেও কোন কষ্ট হয় না, সুখে হাঁটা যায়, তজ্জপ নিকাম বা সন্তুষ্টমনা ব্যক্তির সবই সুখময় হয়।

(ভাঃ ৭।১৫।১৫-১৭)

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলে কি সুব ব্যর্থ হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবান্ই গুরুরূপে অবতীর্ণ। আমার নিত্য উপাস্ত ভগবান্ গুরুরূপে আমার সমুখে সাক্ষাৎ বিद्यমান। এই প্রত্যক্ষ ভগবান্—সাক্ষাৎ বিद्यমান ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে ভগবদংশ-বুদ্ধি করাও উচিত নয়। আর সেই ঈশ্বরবস্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে যদি মনুষ্যবুদ্ধিরূপ ছুঁকি আসে, তাহা হইলে সেই ছুঁকিগার মন্ত্ৰজপ, হরিকথা শ্রবণ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, হরিনামকীর্তন, ভগবৎপূজাদি সব হস্তীমানের তায় ব্যর্থ হয়।

যাহার গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি আছে, তাহার—গুরুভক্ত্যা কামাদয়ো জীয়েন্তে ভগবানপি প্রাপ্যতে।

(ভাঃ ৭।১৫।২৬-২৮ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি সকল স্থানেই আছেন ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—সমগ্র জগতের সকল স্থান এবং নিজ দেহেন্দ্রিয়াদি সবই ভগবানের আবাস-স্থান। তেঁনৈব স্বক্ৰীড়াঙ্গদেবন সৃষ্টভাং।

(ভাঃ ৮।১।১০ টীকা)

ভগবান্ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বসাক্ষিয়রূপ। তিনি সবই জানেন, সবই দেখেন। কিন্তু কামী জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

(ভাঃ ৮।১।১০)

প্রশ্ন—গুরু ভক্ত কি ভগবানের কাছে কিছু চান ?

উত্তর—ঐকান্তিক নিকাম ভক্তগণ ভগবানের নিকট ভক্তি বাতীত অন্য কিছু চান না। কারণ তাঁহারা ভগবৎ প্রপন্নাঃ ভগবৎপ্রপত্তিমহাসম্পত্তৌব পরিপূর্ণাঃ। তেবাং সুখং সর্বতোহপ্যধিকম্।

ভগবান্ প্রপন্নমাত্রমপি পালয়তি।

(ভাঃ ৮।৩ ২০-২১, ২৮ টীকা)

প্রশ্ন—সাধন বিনা কি ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না ?

উত্তর—না। ‘সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।’ মন্থনদ্বারা যেমন কাঠে অগ্নি দৃষ্ট হয়, তজ্জপ গুরুপাদিষ্ট শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিদ্বারা পুনঃ পুনঃ মন মথিত বা গুরু হইলে সেই গুরু চিত্তে ভগবান্ প্রকাশিত হন।

গাভীপুনে দুধ, কাঠে অগ্নি, ভূমিকর্ষণ দ্বারা ধাতু, কৃপ-ধনন দ্বারা জলপ্রাপ্তির দ্বারা সাধন-দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (ভাঃ ৮.৬।১২ টীকা)

প্রশ্ন—স্বতন্ত্র ব্যক্তির দুঃখ কি অনিবার্য ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। স্বতন্ত্র ব্যক্তি ত' নিরাশ্রয়। নিরাশ্রয় কি সুখী হইতে পারে ?

শাস্ত্র বলেন—দেব ও অশুর উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিল। দেবগণ ভগবদাশ্রিত বলিয়া তৎকৃত্যায় অমৃত লাভ করিলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র দৈতাগণ ভগবানকে আশ্রয় না করায় অমৃত-লাভে বঞ্চিত হইল। তজ্জপ শ্রীগুরুগোবিন্দের আশ্রিত বা সেবক না হইলে সমান পরিশ্রম করিয়াও—শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-পরিচর্য্যারূপ মন্থন-সাধন করিয়াও কেহ শুদ্ধ-ভক্তি-অমৃত লাভ করিতে পারে না।

(ভাঃ ৮।১২৮ টীকা)

ঈশ্বরতর্পণং বিনা সর্বমেব বিফলম্। (ভাঃ ৮।১৬।৩১)

প্রশ্ন—অহঙ্কার করা কি নির্বুদ্ধিতা ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—কীৰ্ত্তি, জয়, পরাজয়, সম্মান, ধন, মৃত্যু সবই নিজ কৰ্ম্মফলালুসারে ভগবদ্ভিচ্ছায় হয়। এজ্ঞ অহঙ্কার করা—আমি করিতেছি বা অপরে করিতেছে মনে করা মূৰ্খতা।

(ভাঃ ৮।১১।২ টীকা)

গীতারও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—‘অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্ততে।’

প্রশ্ন—ভগবানের প্রসন্নতাই কি সকল মঙ্গলের মূল ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—ভগবান্ প্রসন্ন হইলে দীর্ঘ আয়ু, অমূল্য দেহ, শত্রুজয়, সম্মান, স্বর্গ, প্রচুর ধন, ধর্ম্মার্থকাম, মুক্তি, সিদ্ধি ও প্রেম সবই সুশভ হয়। (ভাঃ ৮।১৭।১০ টীকা)

প্রশ্ন—নির্দোষ ঈশ্বরে কি দোষ থাকে ?

উত্তর—কখনই না। ‘সুন্দরে কিমসুন্দরম্?’ সুন্দরের সবই সুন্দর। কৃপাময়ের সবই কৃপা। গুণসাগরের সবই গুণ। শাস্ত্র বলেন—নির্দোষ ভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি রসপুষ্টির জন্ত মিথ্যা, ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধাদি সবই মহাগুণ। (ভাঃ ৮।১৯।১০ টীকা)

প্রশ্ন—অসন্তোষ কি খুব খারাপ জিনিষ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই! শাস্ত্র বলেন—জলস্পর্শে যেমন অগ্নির তেজ নষ্ট হয়, সেইরূপ অসন্তোষ থাকিলে বিশ্বের বা ভক্তের তেজ নষ্ট হইয়া থাকে। সন্তুষ্ট ব্যক্তির তেজ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

অর্থ ও কাম বিষয়ে অসন্তোষই সংসার। আর স্বতঃই সন্তোষই মুক্তির হেতু।

যদুচ্ছালক বশ্ত দ্বারা সন্তুষ্ট ব্যক্তি যেরূপ সুখে থাকে, ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াও অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তাদৃশ সুখী হয় না। (ভাঃ ৮।১৯।২৪-২৬)

প্রশ্ন—ধনাসক্তি পরিত্যাগ করা কি খুব কঠিন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও ধনত্যাগ দুষ্টর। রাজা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে কিন্তু রাজ্য ত্যাগ করিতে পারে না। সৎপাত্র আলিলেও প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে ধনত্যাগ করিতে পারেন, এরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিরল।

(ভাঃ ৮।২০।২)

প্রশ্ন—বিষের কারণ কি ?

উত্তর—প্রাচীন অপরাধই ভগবৎ-প্রীতি, ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসুখবিধানের প্রতিকূল বা বাধক।

অপরাধোথ হুর্ভাগ্য দ্বারাই জীব অন্মায় কাৰ্য্য বা ভক্তিপ্রতিকূল কাৰ্য্য করিয়া থাকে।

অপরাধ বশতঃই বিষয়-কামনা জাগে। বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ ও অনেক সময় তাহা পূরণ করেন।

(ভাঃ ৮।১০।১৪)

প্রশ্ন—ভক্ত কি গুরুকৃষ্ণকে ত্যাগ করিতে পারেন ?

উত্তর—কখনই না। গুরুকৃষ্ণকে ত্যাগ করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য ভক্তের নাই। ভক্তকে ত্যাগ-করিবার যোগ্যতা বা সামর্থ্য ভক্তবৎসল ভগবানেরও নাই, তাই শাস্ত্র বলেন—

সেই প্রভু ধন্ত, যে না ছাড়ে নিজজন।

সেই ভৃত্য ধন্ত, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ॥

রামভক্ত শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভুকে কৃষ্ণভজন করিতে বলিলে তিনি শ্রীমদ্রাধাপ্রভুকে বলিলেন—

রঘুনাথের পায় মুই বেঁচিয়াছোঁ মাথা।

কাড়িতে না পারি মাথা মনে পাণ্ড বাঘা॥

এইরূপ নিষ্ঠা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দেব বলিলেন—

এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায় ।

প্রভু ছাড়াইলেহ পদ ছাড়ান না যায় ॥

(চৈঃ চৈঃ) শরণাপন্ন ছিলেন ।

গ্রন্থসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

ভক্ত প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক মহা বিপদে

পড়িয়াও ভগবান্কে - ছাড়েন নাই—ভগবানেরই

(ভাঃ চাঃ ২৮)

চাতুর্মাশ্ব্রত

‘আষাঢ় গুরুপক্ষের শরন-একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক গুরুপক্ষের উখান-একাদশী পর্য্যন্ত চান্দ্র-মাসচতুষ্টয়, অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাসচতুষ্টয়, অথবা শ্রাবণ হইতে কার্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাসচতুষ্টয় কাল—চাতুর্মাশ্ব্র-বর্ষাকাল। এই চারিমাসকালব্যাপিত্রতচারি আশ্রমের সকলের পালা, উদ্দেশ্য—সর্বভোগত্যাগ। শ্রাবণে শাক, ভাত্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্তিকে আমিষ পরিত্যাগ্য। জড়-ভোগযোগ্যবিষয়-ত্যাগই এই চাতুর্মাশ্ব্রের শিক্ষা তাৎপর্য্য’—(চৈঃ চৈঃ মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদে শ্রীল প্রভুপাদের অমুভাষ্য)। শ্রীচৈতন্য মঠে ব্রজপত্তনে অবস্থানকালে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত কঠোর বৈরাগ্যের সহিত চাতুর্মাশ্ব্রব্রতপালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদও স্বীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদর্শানুসরণে প্রতি বৎসর চাতুর্মাশ্ব্র ব্রতপালন করতঃ আচরণমুখে উক্ত ব্রতপালনের উপযোগিতা উক্ত মঠাশ্রিত ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন। ঐহিক ও আত্মিক ইন্দ্রিয়সুখ অথবা মোক্ষের জন্ম যে কর্ম্ম বা জ্ঞানীর ব্রতাদি ধারণ তাহা হইতে ভক্তের চেষ্টা পৃথক—উহা কেবল কৃষ্ণকথ্য শ্রীতানুশীলনতাৎপর্য্য-ময়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণও চাতুর্মাশ্ব্রকালে পবিত্র তীর্থে অবস্থান করতঃ ঐকান্তিকতার সহিত হরিভক্তনের আদর্শ দেখাইয়াছেন।

“পাপনাশন বিষ্ণু কৈল দরশন ।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥

কাবেরীতে স্নান করি’ দেখি’ রঙ্গনাথ ।

স্তুতি-প্রণতি করি’ মানিলা কৃতার্থ ॥

প্রেমাবেশে কৈল বহুত গান নর্ত্তন ।

দেখি’ চমৎকার হৈল সব লোকের মন ।

শ্রীবৈষ্ণব এক,—‘বেঙ্কট ভট্ট’ নাম ।

প্রভুরে নিমন্ত্ৰণ কৈল করিয়া সন্মান ॥

নিজ-ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন ।

সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥

ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন ।

চাতুর্মাশ্ব্র আসি,’ প্রভু, হৈল উপসর ॥

চাতুর্মাশ্ব্রে কৃপা করি’ রহ মোর ঘরে ।

কৃষ্ণকথা কহি’ কৃপায় উদ্ধার’ আমারে ॥

তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে ।

ভট্টসঙ্গে গোড়াইল হুখে চারি মাসে ॥”

—(চৈঃ চৈঃ মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ ৭২-৮৬)

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর ভক্তগণের চাতুর্মাশ্ব্রকালে নীলাচলে অবস্থিতি যথা—

‘এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে

চাতুর্মাশ্ব্র গোড়াইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে’

—(চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ১০।১৩৩)

এই মত নানা নীলার চাতুর্মাশ্ব্র গেল ।

গোড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আচ্ছা দিল ॥

—(চৈঃ চৈঃ অ ১২।৩৫)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের চাতুর্মাশ্ব্রকালে নীলাচলে অবস্থান, যথা—

‘গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেল ।

নীলাচলে চাতুর্মাশ্ব্র আনন্দে রহিলা ॥’

—(চৈঃ চৈঃ মধ্য ৪।১৬৯)

হরিভক্তিবিলাসে চাতুর্মাশ্ব্রব্রতমাহাত্ম্য

‘যো বিনা নিয়মং মর্ত্যোব্রতং বা জপামেব বা ।

চাতুর্মাশং নয়েন্মূৰ্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥’

—ভবিষ্যপুরাণ

‘যে ব্যক্তি নিয়ম অথবা ব্রত কিম্বা জপ্য ব্যতিরেকে চাতুর্মাশ যাপন করে, সে মূৰ্খ, জীবনসম্বন্ধে মৃত জানিবে।’

শ্রাবণে বর্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা ।

দুহ্মাধ্বযুজ়ে মাসি কাটিকে চামিষং ভ্যঞ্জেৎ ॥’—হৃন্দ

‘শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কাটিক মাসে আমিষ পরিত্যাগ করিবে।’

‘নিপ্পাবান্ রাজমাযাংশ্চ সূপ্তে দেবে জনাৰ্দ্দনে ।

যো ভক্ষয়তি বিশেষেণ খণচাদধিকোহি সঃ ॥

কার্তিকেতু বিশেষেণ রাজমাযাংশ্চ ভক্ষয়ন্ ।

নিপ্পাবান্ মুনিশাৰ্দ্দূল যাবদাহুতনারকৌ ॥

কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ ।

এতানি ভক্ষয়েদ্ যন্ত সূপ্তে দেবে জনাৰ্দ্দনে ।

সপ্ত জন্মাজ্জিতং পুণ্যং হরতে নাত্র সংশয়ঃ ॥’

—ব্রহ্মনারদসংবাদ

‘হে বিশেষজ্ঞ! জনাৰ্দ্দন শয়ন করিলে যে ব্যক্তি নিপ্পাব (শিষী বিশেষ) এবং রাজমায (বরবটী কলাই) ভক্ষণ করে তাহাকে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক জানিবে।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশেষ করিয়া কাটিকমাসে রাজমায (বরবটী-কলাই) বা নিপ্পাব (শিষী বিশেষ) যে ভোজন করে সে মহাপ্রাণের পর্যন্ত নারকী হইবে।

যে ব্যক্তি হরিশয়নে কলিঙ্গ (বৃক্ষ বিশেষ) পটোল বৃন্তাক (বার্ভাকু) এবং সন্ধিত এই সকল ভোজন করে, তাহার সপ্তজন্মের পুণ্য বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

[সজ্জপতঃ চাতুর্মাশব্রতকারী চারিমাস সীম, বেগুন, লাউ, বরবটী, পটোল, কলমীশাক ও পুঁইশাক বর্জন এবং নথ রোম ধারণ করিবেন।]

কচাং তব্ৰং কাললভ্যং ফলমূলাদি বর্জয়েদিতি

অপহোমাত্তুষ্ঠানং নামসঙ্কীৰ্ত্তনস্তথা ।

ঐক্যত্যা প্রার্থয়েদেবং গৃহীতনিয়মোবধঃ ।

ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুত্রতত্ত্বব ।

নিব্বিঘ্নং সিদ্ধিমারাতু প্রসাদাত্তব কেশব ।

গৃহীতেহশ্বিন্ ব্রতে দেব পঞ্চমং যদি বা ভবেৎ ।

তদা ভবতু সম্পূর্ণঃ প্রসাদাতে জনাৰ্দ্দনেতি,

—ব্রহ্মবহুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনারদসংবাদ

‘চাতুর্মাশব্রত মনোজ্ঞ ফল মূলাদির মধ্যে নিজ প্রিয় কিছু ফল মূলাদি বর্জন করিবে।

নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি, জপ, হোমাদির অমুষ্ঠান এবং নামসঙ্কীৰ্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে।

হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অমুগ্রহে ইহা নির্বিঘ্নে সিদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

হে দেব! ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি পঞ্চম (মৃত্যু) হয়; হে জনাৰ্দ্দন! তথাপি আপনার প্রসাদে ইহা সম্পূর্ণ হউক।

শৃণু নারদ কাংক্ষ্যেণ চাতুর্মাশব্রতক্রিয়াঃ ।

যা নির্বর্ত্য নরো ভক্ত্যা প্রযাতি পরমাংগতিং ॥

ব্রতানি বৈষ্ণবানীহ মনস্তপি চিকীৰ্ষিতঃ ।

নরস্ত ক্ষম্যাপ্রোতি পাপং জন্মশতোত্তরং ॥

একভক্তো নরঃ শাস্তো নিত্যমারী দূঢ়ব্রতঃ ।

যোহর্চয়েচ্চতুরো মাসান্ হরিত্ত ত্রাত্ত লোকভাক্ ॥

যন্ত সূপ্তে হৃষীকেশে ক্ষতিশারী ভবেন্নরঃ ।

বার্ষিকান্ চতুরো মাসান্ লভতে বৈষ্ণবীং গতিং ॥

যন্ত কেশবমুদিত্ত চাক্ষায়ণপরায়ণঃ ।

চাতুর্মাশং নয়েদ্ভক্ত্যা স বিষ্ণুতত্ত্বমাবিশেৎ ॥’

—ভবিষ্যোত্তর

‘হে নারদ। সমগ্র রূপে চাতুর্মাশ ব্রতের ক্রিয়াসকল অবগণ কর, নর যদি ভক্তি পূর্বক ঐ সকল ক্রিয়া নির্বাহ করেন, তাহা হইলে তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন।

এই চাতুর্মাশ ব্রতসকল বৈষ্ণবব্রত, কোম নর যদি মনোমোহোও আচরণ করেন, তাহা হইলে তাহার শত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি একাহারী, শাস্ত, নিত্যমারী এবং দূঢ়ব্রত হইয়া চারি মাস হরির পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গতি প্রাপ্ত হইবেন।

যিনি ভূমিশারী হইয়া বৎসরের চারিমাস হরি-

অর্চনা করেন, তাঁহার বৈষ্ণবী গতি লাভ হয়।

পরায়ণ হওত চাতুর্দান্ত বাপন করেন, তিনি বিষ্ণুর শরীরে

যে ব্যক্তি কেশবকে উদ্দেশ্য করিয়া চাক্ষুরগত প্রবেশ করেন।'

একটা জিজ্ঞাসা ?

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ অভিজ্ঞানের (experienceএর) উপর ভিত্তি করিয়াই সকল প্রকার অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখা যায়। যে সকল বিষয় experience কে contradict করে অথবা experience এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরীক্ষিত হইতে পারে না সে সকল বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে বর্তমান যুগের মানুষ সন্দেহান। জড় বৈজ্ঞানিকগণ পরিদৃশ্যমান জগতের তত্ত্বনির্ণয়ের বা আবিষ্কারের যে পদ্ধতি (method of observation and experiment) অবলম্বন করিয়াছেন এবং তদ্বারা যে বহুবিধ পার্থিব সুখ-সুবিধা মনুষ্য সমাজ লাভ করিয়াছে তাহারই প্রভাবে ঐরূপ মনোবৃত্তি প্রসার লাভ করিতেছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে অধুনা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা scientific bias দেখা যায়। তাঁহারা পূর্ব পুরুষগণের ধর্মসম্বন্ধীয় prejudice এর বিষয় কটাক্ষ করিতে গিয়া নিজেরাই যে অন্তপ্রকারে scientific prejudice এর বশবর্তী হইয়া পড়িতেছেন ইহা তাহারা লক্ষ্য করিতেছেন না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার সব রজঃ তম গুণানুযায়ী মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবানুসারে ম্বাদি ঋষি কর্তৃক ব্যবস্থাপিত সুবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্মের গৃঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অথবা রাজনৈতিক চেতনতায়ুক্ত শিক্ষিতমস্ত্র ব্যক্তিগণ যে বিভেদমষ্টির সমালোচনা করিয়া থাকেন তাহারা নিজেরাই কি তাঁহাদের নব্যপন্থার বিভেদ-মষ্টি করতঃ সমালোচনার পাত্র হইতেছেন না? ইহা তাহারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। স্বরাজ্য লাভের পর রাজনৈতিক চেতনতার প্রারম্ভেই রাজনৈতিক মতান্বেষণ দ্বারা বিভিন্ন দলের মধ্যে দলাদলি, ঘৃণা, অশালীনতা, মাৎসর্য্য, পরনীড়ন ও নৃশংসতার যে বীভৎস মূর্তি উত্তরোত্তর প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহা কি তাহাই প্রমাণ করে না? ধর্ম্মীয় মতের প্রতি আক্রমণ করিতে গিয়া বর্তমানে রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সঙ্কীর্ণ মনোভাবের নগ্ন মূর্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানে অত্যন্ত প্রগতিতে আণবিক শক্তির আবিষ্কার এবং ক্রমশঃ গ্রহ হইতে গ্রহাণু য়াওয়ার স্বপ্নও বর্তমানে সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, কিন্তু উহার দ্বারা ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত শাস্তির প্রগতি সাধিত হইয়াছে কি.....? (একটা জিজ্ঞাসা)। হৃদয়ের অনুশীলনকে অগ্রাহ্য করতঃ জড় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অনুশীলনের সমাদরের দ্বারা প্রকৃত শাস্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে কি? যদি তাহাই না হইল তাহা হইলে এত প্রয়াস কিসের জন্য? উক্ত প্রশ্নের সত্ত্বর ও সুসমাধান লাভের জন্য সুধী ব্যক্তিগণকে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিতে প্রাণনা জানাইতেছি।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের-শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা-শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদার (মৌনী মা) গত ২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই শনিবার শেষরাত্রি ৩ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোত্তানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে একান্ত ভজনের জন্য তিনি ধামবাসের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীবিনয় ঘোষের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা শ্রীধামমায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে বৈষ্ণবসেবা সম্পন্ন হয়।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদ্বৈত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই রবিবার হইতে ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত চারি দিবসব্যাপী ধর্ম্মাহুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৮ আষাঢ় হইতে ৩০ আষাঢ় পর্য্যন্ত স্থানীয় টাউন হলে তিনটি বিশেষ সাক্ষা ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ‘ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা’, ‘ঈশ্বর ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপকারিতা’ ও ‘শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা’ সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণে অকুণ্ঠ হইয়া শ্রী-পুঙ্খ যুবা-বৃদ্ধ নিকলিশেষে প্রত্যহ একরূপ বিপুল সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ হয় যে হলে তিল ধারণের স্থান পর্য্যন্ত থাকে না। তাঁহার নির্দেশক্রমে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবিজ্ঞান তীর্থ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথম দিন তাঁহার অস্তিত্ববলে বলেন,—‘যেখানে একাধিক ব্যক্তির বাস সেখানে পরস্পর শান্তিতে বা কম অশান্তিতে বাস করিতে হইলে নীতিমানার অত্যাবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। উক্ত নীতিবিচারের সুদূর ভিত্তির জন্ত ধর্ম্ম মানার আবশ্যকতা। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা বহুমুখী। পাপপুণ্যের ফলদাতা ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাসে লোক পাপাচরণে ভীত ও পুণ্যাচরণে অন্তপ্রাণিত হয়। শুভা-শুভকর্ম্মের কোন নিয়ন্তা নাই একরূপ জ্ঞানে অবিচারিত ভোগপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তদ্বারা সমাজে একাধিক

ব্যক্তির সুখে অবস্থান নিঃসন্দেহে বিদ্রিষ্ট হয়। দেশ-নেতাগণ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষাকে অনাদর করিয়া যাহাই করুন না কেন তদ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন না।’

৩০ আষাঢ় মঙ্গলবার শ্রীশুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন বাগে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশুঙ্ক-গোয়াল-রাধা-গোপীনাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক শুভপ্রকটতিথি-পূজা উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও অন্নাত্মিক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক দর্শনে ও মহোৎসবে যোগদানের জন্ত শ্রীমঠে বহু শত নরনারীর ভীড় হয়। পরদিবস শ্রীরথযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরমা রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাহ্ন ৩ টায় শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। রথাকর্ষণে স্থানীয় নর-নারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দিবস শ্রীমঠে সাক্ষা ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া উহার তাৎপর্য্য ও মহিমা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

রথাগ্রে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর প্রাণমাতানো নৃত্যকীর্ত্তন ভক্তগণের আনন্দ বন্ধন করে। রথনির্ম্মাণসেবার শ্রীতরাপদ গরাই মহোদয়ের বিশেষ আকুল্য এবং শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঠরক্ষক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীসোমনাথ, শ্রীসঙ্করণ দাসাধিকারী, শ্রীবীবেল চন্দ্র মল্লিক, শ্রীভূপেন্দ্র চিত্র প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠীয় মঠ, গোহাটী (আসাম) :—

গোহাটীস্থ ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্যদেব বিগত ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন বুধবার কলিকাতা হইতে বিমানযোগে গোহাটীতে শুভদর্শন করেন। উক্ত দিবস হইতে ১৭ই জুন পর্যন্ত শ্রীমঠে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথাসুত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তুষিতপ্রাণ ভক্তগণ শীতল হন। 'বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোণহবেগম্। এতান্বেগান্ যো বিষহেত যীরঃ সর্দামশীমাং পৃথিবীং স শিষ্যঃ', 'উৎসাহাশ্চর্য্য-দৈর্ঘ্যং ভক্তংকর্ম্মপ্রবর্তনাং। সঙ্গত্যাগাং সত্যবৃত্তেঃ বড়্ভিউক্তিঃ প্রসিধ্যতি।', 'অত্যাচারঃ প্রায়শ্চ প্রজ্ঞো নিয়মাগ্রহঃ। কমসঙ্গচ্চ লৌল্যঞ্চ বড়্ভিউক্তি-বিনশতি॥'—প্রভৃতি শ্রীল রূপগোবিন্দাদেব রচিত উপদেশামৃতের শ্লোকসমূহ আলোচনামুখে শ্রীল আচার্যদেব ভক্তিসাধনে সমুদ্বিলাতেছু ব্যক্তিগণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষণমুখে বুঝাইয়া দেন। তৎপর তিনি ১৮ই জুন হইতে ২৪ শে জুন পর্যন্ত স্থানীয় শ্রীমন্মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ—শ্রীল অশ্বরীষ মহারাজের চরিত্রপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সূক্তায় পশ্চিমদেশীয় বহু বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ সমুপস্থিত থাকায় তাঁহাদের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীল আচার্যদেব হিন্দী ভাষায় বলেন। অতঃপর ২৫ শে ও ২৬শে জুন তিনি উক্ত অশ্বরীষ মহারাজের চরিত্রপ্রসঙ্গের শেষাংশ পুনঃ শ্রীমঠে আলোচনা করেন।

অতিরিক্ত বর্ষা হওয়ার ভক্তগণের বাহ্যাহুসারে শ্রীল আচার্যদেব ভক্তমঠের প্রস্তাবিত নব শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন কার্য্য করিতে পারেন নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম) :—

তেজপুরের ভক্তগণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে না পারায় শ্রীল আচার্যদেব ত্রিদিগ্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি বহারাজ সমভিব্যাহারে গোহাটী হইতে গত ২২ শে জুন পূর্ব্বাহ্নে তেজপুরে শুভবিজয় করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক সংকীর্তন সহযোগে সজ্জিত হন। ২৮ শে ও ২৯ শে জুন শ্রীমঠে দুই দিন শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ প্রবুদ্ধ হন। ৩০ শে জুন তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

সিঁথিতে বৈষ্ণবসম্মেলন :— সিঁথি বৈষ্ণব-

সম্মিলনীর উদ্বোধনে ৩৪, আটাপাড়া লেনস্থিত সিঁথি আর্ধ্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় গত ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই রাত্রি ৭-৩০ টায় বৈষ্ণবসম্মেলন অহুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস। উক্ত শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী, পণ্ডিত শ্রীকুমার শঙ্কর শাস্ত্রী ও সাহিত্যিক শ্রীউমাশ্রয় দাসগুপ্ত সাহিত্যরত্ন ভক্তপূজার মহিমা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু কথা বলেন। শ্রীশ্রীপতিচরণ পড়ুয়া কাব্যমুদ্রক ও শ্রীপারালাল মাইতি কবিরত্ন আবুতি পাঠ করিয়া স্বধামগত উপেন্দ্র নাথ দাসের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান। শ্রীহরহর চক্রবর্তী কীর্তন মুখার স্মরণ কীর্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তবিনোদন করেন। সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীরাধা-রমণ ভাগবতভূষণ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ উক্ত সভায় পোরো-হিত্য করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

গুণ্ডিচা-মন্দিরমার্জনলীলারহস্য

'গুণ্ডিচা-মন্দির (পুরীধামস্থ শ্রীজগন্নাথের) শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোক্তের এক ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। রথ-যাত্রাকালে তথায় শ্রীজগন্নাথদেব লগ্ন্যাহের জন্ত গমন করেন, পরে পুনরায় রথে প্রত্যাবর্তন করেন। জন-

শ্রুতিমূলে জানা যায় যে, শ্রীহরদ্বায়-রাজপত্নী 'গুণ্ডিচা'-নামে পরিচিত ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থে গুণ্ডিচামন্দিরের উল্লেখ আছে।' — (চৈঃ চৈঃ শ্রীল প্রভুপাদের অনুরোধ) রথযাত্রার পূর্বে নিজভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্মহা-

প্রভু গুণচামন্দির ধোত ও মার্জনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে উহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। উক্ত মার্জনলীলার রহস্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যচরিতামৃতের অন্তর্ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—“জগদগুরু মহাপ্রভু এই লীলাটির দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সোভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্বপ্রথমে তাঁহার হৃদয়ের মল ধোত করা উচিত, হৃদয়টিকে নিম্নল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়-ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেবা ভগবান্কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জনা-গুলি অগ্নাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু বলেন,—“অগ্নাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মাভিনাবৃত্তম্। আব্রুকুল্যে ন কৃষ্ণাভীলাষনং ভক্তিরূপম্।”

যেখানে ভক্তীভর অগ্নাভিলাষ, জ্ঞানকর্মযোগ-তপস্তাদি বা ভক্তি-প্রতিকূলভাব দ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসম্বন্ধী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অগ্নাভিলাষ অর্থাৎ ‘জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব’ এইরূপ ইতর অভিলাষ,—উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদবৃত্তি কেবলভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্তা প্রভৃতি দ্বারা ‘স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব’ এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া; উহা—ধূলিসদৃশ। কর্মাবর্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নিম্নল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সং ও অসং কর্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ-জীবের হৃদয়কে কত জঘন্যমান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্মবাসনা দূর হইতেছে না! হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম-শল্যের নির্ধারণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল; তদ্বশবর্তী হইয়া তিনি কেবল আব্রবিক্ষিত

হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে দ্বান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্মের দ্বারা কর্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবল-ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত আব্রবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নিম্নল-হৃদয়সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তকবি গাহিয়াছেন;—“ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।”

নির্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞানযোগাদি-চেষ্টা—টিক কল্পের মত। তদ্বারা শ্রীহরির তৌষণ বা সেবা ত’দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্বিশেষ-ব্রহ্মাসক্তানে প্রথমে মুখু অংহায় শ্রীহরির নামাদি গোণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম-অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ চূড়ান্ত বিমুক্তা-ভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ-সকল তৃণ, ধূলি, ঝাঁকুরাদি আবর্জনা-রাশি ভগবান্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরেও রাখিলেন না; পরন্তু নিজ-বহির্দ্বার-দ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাতায় সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে স্কন্দ স্কন্দ মল থাকিয়া যায়। উহাকে ‘কুটিনাটি’, ‘প্রতিষ্ঠাশা’, ‘জীবহিংসা’, ‘নিষিদ্ধাচার’, ‘লাভ’, ‘পূজা’ প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা শব্দে নির্জনভজনাди বা বুজুর্কগী দ্বারা ‘নিরোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মোহান্ত বলুক’ এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাটিকপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শনদ্বারা ‘ভক্ত’ বা ‘অবতার’ সাজিবার আশা, জীবহিংসা-শব্দে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা রূপণতা, মায়াদানী, কর্মী ও অগ্নাভি-লাবীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের ‘মন’ রাখিয়া কথা বলা, লাভ-পূজা-শব্দে ধর্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নিরোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মানপ্রাপ্তি, নিষিদ্ধাচার-শব্দে স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্মী,

জানী ও অন্নাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কঁাকর, তুণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌর-সুন্দর হই হইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোনও ক্ষুদ্র দাগ লাগিয়া থাকে, তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেই পরিধেয় শুকবস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটি ক্ষুদ্র দাগও নাই, শ্রীমন্দিরটি স্ফটিকবৎ নির্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী-‘রবিতপ্ত-মকুড়মি-সম’-তাপ-হীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালা-রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্নাভিলাষ ও কৰ্ম্মজ্ঞানযোগাদি চেষ্টারূপা তুচ্ছ-মুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শাস্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটা ক্ষুদ্র দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্কোষ জীব বৃত্তিতে পারে না; উহাই ‘মুক্তিকামনা’। নির্বিশেষবাদীর সাযুজ্য-মুক্তি-কামনা ত’ দূরের কথা, অপর চতুর্বিধ-মুক্তিকামনারূপ ক্ষুদ্রদাগকেও শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহার-স্থল করিবার জন্ত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্ত, মতোৎ-সাহেব সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্বশুরূপে অস্ব স্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন,—‘যতপাশ্চা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য, তদা কীর্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব।’ মহাপ্রভু প্রীতি ভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাঁহার কাঁধা ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং বাঁহার সেবা কৃষ্ণবাস্তা-পূর্তিময়ী শ্রীরাধার ভাবসুবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভৎসন পূর্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে, চৈতন্যশিক্ষাহুগত লব্ধ-ভজনকৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিব্যোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণের ‘আচাধ্যের’ কার্য

করিবার জন্ত আদেশপূর্বক উৎসাহাঘ্রিত করিলেন। আবার, যিনি যত বেশীপরিমাণ অভদ্ররাশি হ্রস্ব হইতে আহরণপূর্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং বাঁহার অনর্থনিবৃত্তি সামান্যই ঘটয়াছে তাঁহার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবাই বিধি বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।”

শ্রীরাধাত্মা রহস্য

“শ্রীজগন্নাথদেব স্নানের পর যে একপক্ষকাল নিভৃত থাকেন, তাহাকে ‘অনবসর’ বা নিভৃত-কাল বলে; তাঁহার পর তিনি লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া রথে গমন করিয়া থাকেন।

রথযাত্রায় শ্রীমহাপ্রভুর ভাব এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন গোবলবাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন, পরে কুরুক্ষেত্র-মিলনে তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করেন। এতলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে রাধাভাবসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐখ্যলীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্য লীলাভূমি গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শ্রীরাধা ও গোপীগণের ভাবে ভাবাঘ্রিত গৌরহরির পশ্চাৎপদ হইবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজভাববিশ্রুত হইয়া তাঁহাদিগকে (শ্রীরাধাদি গোপীগণকে) অনাদর করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টায় পুনশ্চায় কৃষ্ণের ব্রজগত-মাধুর্য্য উদয়হেতু ঐখ্য-লীলা হইতে মাধুর্য্যলীলার উৎকর্ষ উপলব্ধি হওয়ার কৃষ্ণের রথবিজয়। শ্রীরাধাদি ব্রজজনের প্রতি আন্তরিক সৌহারদের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণ বাস্তবিকই যাইতেছেন কিনা, অথবা তাঁহার তদিতর অন্ত কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, তদ্বশে সন্দেহনিবারণ-জন্ত শ্রীমহাপ্রভু পিছাইয়া পড়িতেছেন। মহাপ্রভুর হৃদয়গত ভাব অবগত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবও স্বীয় গতি বন্ধ করিয়া তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ, বৃন্দাবনেখ্যারী অভাবে ব্রজভাবের সৌষ্টব্য সম্ভাবনা নাই। জগন্নাথকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া গোপীভাবের সামর্থ্য বুঝিয়া উৎসাহিত হইয়া গৌরসুন্দর অগ্রসর হইলে শ্রীজগন্নাথদেবও লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীরাধাদি গোপীভাবে ভাবুক গোবর অনুগমন ও গোবর জন্ত অপেক্ষা-যোগ্যতা জগন্নাথদেবেরই দেখা যায়, সুতরাং জগন্নাথের প্রতি মহাপ্রভুর ভাব ও মহাপ্রভুর প্রতি জগন্নাথের ভাব, উভয়ের এই প্রকার ভাবের ঠেলাঠেলিতে বা সংমর্দে শ্রীরাধাভাব-সুবলিত মহাপ্রভু অথবা তাঁহার প্রেমই অধিকতর বলবান্।”—(চৈঃ চৈঃ শ্রীল প্রভুপাদের অঙ্কভাষ্য)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫২০০

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড

কলিকাতা-৬৬

১২ বামন, ৪৮৩ শ্রীগৌরানন্দ ;

৩ শ্রাবণ, ১৩৭৬ ; ১২ জুলাই, ১৯৬৯

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগোড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন এধং শ্রীধাম ঝায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা-মঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমন্তক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামক্বে শ্রীশ্রীরাধাপোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট শনিবার হইতে ২৯ হুযীকেশ, ৮ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ষাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী কীর্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী মাসাদিকব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সঙ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৭ ভাদ্র বুধবার নগর সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা এবং ১৭ ভাদ্র বুধবার হইতে ২১ ভাদ্র রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পাঁচটি বিশেষ ধর্মসভার আধিবেশন হইবে। সভার বিস্তৃত কার্য্যসূচী পৃথক মুদ্রিত পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্বক সবার্দ্ধব উপরি-উক্ত ভক্ত্যানুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

দ্রষ্টব্য—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

উৎসব-পঞ্জী

৩ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট শনিবার—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কুলনযাত্রা আরম্ভ।

রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্মসভা।

৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট রবিবার—পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০ টায় গোস্বামিদ্বয়ের পুতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট সোমবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্মসভা।

৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট মঙ্গলবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্মসভা।

১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট বুধবার—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সঙ্কীর্্তন শোভাযাত্রা। রাত্রি ৭ টায় পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্মসভার প্রথম অধিবেশন।

১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ত্রৈতোপবাস। সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। রাত্রি ৭ টায় ধর্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন। রাত্রি ১১ টায় পর ১২ টা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও তৎপর শ্রীনাম-সঙ্কীর্্তন। রাত্রি ১২ টায় পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—শ্রীনন্দোৎসব। সর্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাত্রি ৭ টায় ধর্মসভার তৃতীয় অধিবেশন।

২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার—রাত্রি ৭ টায় ধর্মসভার চতুর্থ অধিবেশন।

২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর রবিবার—একাদশীর উপবাস। রাত্রি ৭ টায় ধর্মসভার পঞ্চম অধিবেশন।

৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

১ আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীললিতাসপ্তমী।

২ আশ্বিন, ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—শ্রীরাধাষ্টমী (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাগীর আবির্ভাব)। রাত্রি ৭ টায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার—শ্রীপার্ব্বকাদশী ও শ্রীবামনদেবের আবির্ভাবজনিত উপবাস।

৬ আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—বামনবাদনী। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব। রাত্রি ৭ টায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর পুতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৭ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। রাত্রি ৭ টায় বিশেষ ধর্মসভা। শ্রীঅনন্তচতুর্দশীব্রত।

৮ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীবিষ্ণুরূপ মহোৎসব।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্য-ধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধা থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫২০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদণ্ডিত শ্রীমদ্বক্ত্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগা ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জাতিবার নিমিত্ত নিয়ে অহুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

ঈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক ভালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্যাসস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের দ্বাৰা অত্র কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূৰ্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে দৃষ্টিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্জিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১২ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১ ০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্জিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোত্তানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাভূগত শ্রীম-মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্ত শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্বদা মূল্যবান পরিবেশিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫, ১৯৫৮ সালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জ্ঞান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

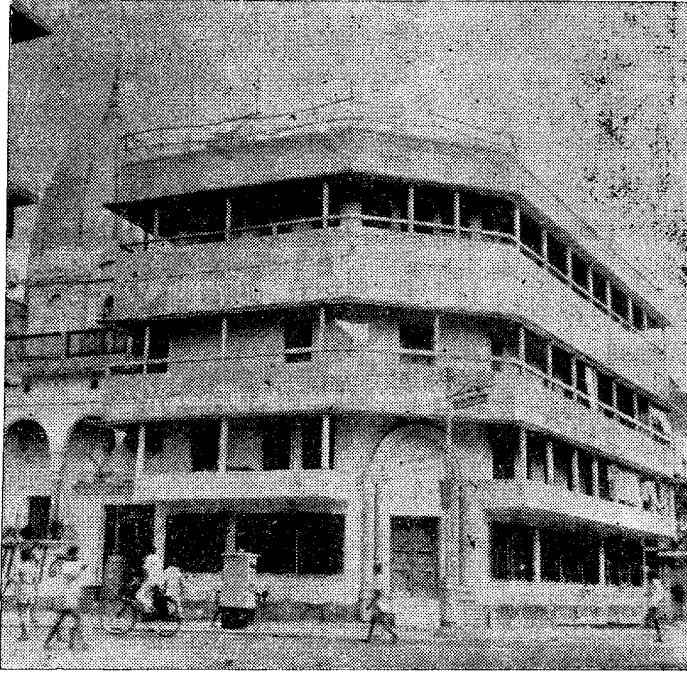
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামায়িত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:



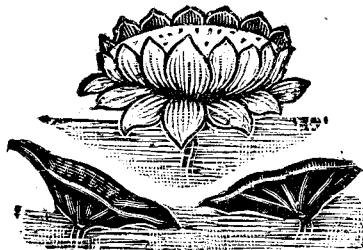
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমাৰ্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমন্তজিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযতি শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রদায়িত মাধব গোঁস্বামী মহাব্রাজ

সম্পাদক-সঙ্গপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযমৌ শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহাব্রাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্গ :—

- ১। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাংকরণ-পূরণতীর্থ, বিভূতিনিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাংকরণ-পূরণতীর্থ। ৪। শ্রীচিত্তাহরণ পাটগিরি, বিভূতিনিধি

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিভূতিনিধি, বি, এম্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পো: শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পো: ও জে: মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগোড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পো: ও জে: মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পো: গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগোড়ীয় মঠ, পো: তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশদা, পো:— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাদীন :—

- ১৩। সর্বভোগ শ্রীগোড়ীয় মঠ, পো: চক্চকাবাজার, জে: কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পো: বালিয়াটী, জে: ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ণা

“চেভোদপর্ণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

৯ম বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭৬।

৫ দ্বয়ীকেশ, ৪৮৩ শ্রীগৌরাক্ষ; ১৫ ভাদ্র, সোমবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

৭ম সংখ্যা }

ভক্তিতে অধোক্ষজ বস্তু RECIPIENT

[গু বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ভগবানের যাঁতে দরকার, সেরূপ পোষাকে তাঁর কাছে যেতে হবে। আমার যাঁতে দরকার, সেরূপ পোষাকে গেলে ত' আমিই তাঁকে যোষা ক'রে ফেলবার চেষ্টা করলাম। ভগবান্কে আমি যোষা করতে পারি না, নিজেই জ্বলে পড়ে যাই।

তিনি যে যে ভাবে আমাকে চান, তাঁর যে যে ভাবে আমার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, আমার চিন্ময় স্বরূপের সেই সেই নিখল রূপ প্রকাশ ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। চিন্ময় যমুনার জল হ'য়ে, গরুর বাটে দুধ হ'য়ে আমাকে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের সেবা ক'রতে হবে।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ

সর্বাত্মনাপ্রিতপদো যদি নিব্যালীকম্।

তে দ্বস্তরামতিতরঙ্গি চ দেবমাস্মাং

নৈবাং মমাহমিতিধীঃ শৃংগালভক্ষ্যে ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বাঁহারী কাঞ্চাল, তাঁহারী স-ব্যলীক;—ভক্ত নহেন। ভগবান্কে (?) আমার আব্দার পালনের মুহুর্তে রূপ দিয়ে যদি তাঁর কাছে নানা জিনিষ চাওয়া যায়, তা'হলে তা'তে উল্টো ফল হয়। যেমন, আমি যদি তাঁর কাছে ঘোড়া চাই,

কিছু মনোরমা ভার্যা চাই, তিনি আমার প্রতি কপট দয়া প্রকাশ ক'রে তা' দেন সত্য, কিন্তু ঘোড়ার খিদমদগারী ক'রতে ক'রতে ঘোড়ায় চড়বার সুখটুকু অত্যন্ত ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে। শেষে ঘোড়াকেই হয়ত ঘাড়ে ক'রে আমাকে ফেলতে হয়। তাই ভোগী বা ত্যাগী ভক্ত হ'তে পারে না।

কিন্তু ত্যাগী হ'তে গেলে আমি ভোগ থেকে বাহৃতঃ বেঁচে গেলাম সত্য, কিন্তু উহা 'খট্টা-ভঞ্জে ভূমি-শয্যা'র নীতি মাত্র; কিছু পাওয়া না পাওয়া উভয়ই আমার সম্বন্ধে, ইহার মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধের কোন কথা নাই। যিনি কৃষ্ণপ্রীতির জন্ত ভোগ ত্যাগ করেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকতে পারেন, তাঁরই মঙ্গল হয়।

কৃষ্ণকে ভোগ ক'রবো এই বিচারে কত প্রকার অসুবিধা হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ ব'লছে কৃষ্ণ সেজে প্রকৃতি ভোগ ক'রবো; কেউ ব'লছে স্ত্রীলোক সেজে কৃষ্ণ ভোগ ক'রবো—উভয়ই সমান। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ধিক্ত না ক'রলে হয় ভোগ না হয় ত্যাগ হ'য়ে যাবে,—ভক্তি হবে না।

ধ্যানাদির দ্বারা কেবল নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়া

মাত্র; তাতে নিজের সুবিধা হ'তে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু ব'লেন—“কীর্তন কর, তা'তে সকলের সুবিধা হ'বে। কীর্তন ব্যতীত দার্শনিকনীন নিত্য সুবিধার উপায় আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

শিষ্য ক'রতে হবে না। বৈষ্ণব সকল বস্তুতেই গুরু দর্শন করেন। শিষ্য করা মানে তা'র চিত্তবিভক্ত ভোগ ক'রবে। এই বুদ্ধি। একপ বুদ্ধি থাকলে কৃষ্ণকীর্তন হয় না। বিষ্ণু-সেবা বাদ দিয়েও ২৪ ঘণ্টা বৈষ্ণব-সেবা ক'রতে হবে।

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ামার্কয়েতু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥

মায়াবাদী ও বৈকুণ্ঠবাদী এই দুই প্রকার কথা আছে। মায়াবাদ অনেক প্রকারের হ'তে পারে। ধারা অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুর প্রকৃতির অন্তর্গত বিচারবুদ্ধি-বিশিষ্ট মস্তিষ্ক নিয়ে মেগে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরাই ‘মায়াবাদী’, আর ধারা সেই সকল কুণ্ঠা-ধর্ম্য হ'তে পরিস্কৃত হ'য়ে ভগবানের সেবা করেন, তাঁরাই বৈকুণ্ঠবাদী।

যে সকল শব্দ শব্দীর সহিত পার্থক্য স্থাপন করে, সেই সকল শব্দের দ্বারা শব্দীর সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তর্গত প্রবচনের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লাভ হয় না। মেধাশক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রছে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে limitation এর মধ্যে আনলে আমি তাঁর ভোক্তা হ'য়ে পড়ি। ভগবদ্বস্তু এক বড় যে, তা আমাদের limitation এর মধ্যে আসতে পারে না।

মনে হ'তে পারে senseগুলিকে reject ক'রে দিলে আমাদের আর রইল কি? এ যেন গাড়ীর ধ্বংসে দেওয়ার মত। কিন্তু নিজের সকল অহমিকা ছেড়ে দিলেই—তাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেই limitation এর সকল হেয়তা পরিত্যাগ ও বৈকুণ্ঠের অবতরণকে বরণ করবার যোগ্যতা লাভ হয়। কর্মে ফলবাদ—আমি recipient, জ্ঞানেও আমি recipient, ভক্তিতে অধোক্ষজ বস্তু recipient; এজন্ম ভক্তিপথই আশ্রয়ণীয়। তিনি প্রতিনিহুতে রূপা করে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করবার জন্ম ব্যস্ত; আমাকে কেবল তৎপর ও নির্যমল হয়ে আত্মবৃত্তিদ্বারা সেই রূপা বরণ করতে হবে। Altruist class—more or less anthropomorphist. তথা-কথিত পরার্থিসম্প্রদায় পশু, মহুষা, দেবতার উপর ত অবিচার করছেনই, ভগবদবস্তুর উপরও অবিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ‘গুরু মেরে জুতা দানের নীতি অবলম্বন ক'রতে গিয়ে পশুর উপর অবিচার ক'রছেন। মহুষাকে নিত্য তত্ত্ব অকপট কৃষ্ণানুশীলনের সন্ধান হ'ত বঞ্চিত ক'রে তা'দিগকে হিংসা করছেন, মহুষাজাতির প্রাকৃত উপকার করতে পারছেন না। সাময়িক, দৈহিক ও মানসিক উপকার অমঙ্গল ও বিপরীত ফল প্রসব করছে। পরার্থিসম্প্রদায় দেবতাগণকে খাটিয়ে নিচ্ছেন, অবিচিন্ত্য-শক্তি ভগবদ্বস্তুকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়বিহীন ক'রে মহুষ্যে অবৈধ কল্পনা-বলে পরমেধরতা আরোপ ক'রছেন। দরিদ্রতা বা দরিদ্রকে নারায়ণ বা নারায়ণত্ব ব'লছেন!”

শ্রীগীতার শিক্ষা

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

নিগম-শাস্ত্র—অত্যন্ত বিপুল। তাহার কোন অংশে ‘ধর্ম্য’, কোন অংশে ‘কর্ম্য’, কোন অংশে ‘সাংখ্য-জ্ঞান’ এবং কোন অংশে ‘ভগবদ্ভক্তি’ বিস্তীর্ণরূপে উপদ্রষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন্ ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা

কর্তব্য—এরূপ ক্রমাধিকার-তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্যাবিশিষ্ট ও সন্ধীর্ণমেধা-যুক্ত কলিজাত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুল শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্বক অধিকারক্রমে কর্তব্য নির্ণয় করা—অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত ও

সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা — নিতান্ত আবশ্যক। দ্বাপরযুগে কালপর্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেহ কন্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্যজ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ বা অভেদ ব্রহ্মবাদকে ‘একমাত্র গ্রাহ্য মত’ বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছিলেন। তদ্বারা ভারত ভূমিতে খণ্ডজ্ঞানজনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ পাকস্থলীগত অর্চিবৃত্ত খাটুড়বোর ছায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল।

উক্ত উৎপাত কলির আগমনের প্রাকালে অত্যন্ত প্রবল হইলে, সত্যপ্রতিপত্তি পরম কারুণিক ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র নিজ সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগন্নিস্তারের একমাত্র উপায়স্বরূপ সর্ববেদসারার্থ-মীমাংসারূপ শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন; সুতরাং গীতা শাস্ত্র — সমস্ত উপনিষদগণের শিরোভূষণস্বরূপ দেদীপ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের চরম-লক্ষ্যরূপ পবিত্র হরিভক্তিই সর্বজীবের নিত্যকর্তব্য-রূপে গীতা-শাস্ত্রে উপদিষ্ট। কোন কোন তর্কশ্রিয় পণ্ডিত গীতা-শাস্ত্রকে অভেদ-ব্রহ্মবাদ-মতপোষক শাস্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহাদের মত-প্রবর্তক ভগবদাদেশপালক্যবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য প্রস্তুত করেন, তাহাকেই লক্ষ্য (আদর্শ মূলভিত্তি) করিয়াই তাঁহারা উক্ত কৃতর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

যে-সকল গ্রন্থে ‘কন্ম’ বা ‘জ্ঞান’কে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐ-সকল গ্রন্থ—তত্ত্বব্যবহার-অধিকারি-দিগের পক্ষেই কল্যাণগ্রন্থ! সেই সেই ব্যবস্থায় নিষ্ঠা উপাদান করিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে ‘চরম ব্যবস্থা’ বলিয়া নির্দিষ্ট না করিলে, তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থান্তর-স্বীকার হলে সেই ব্যবস্থার অধিকারিদিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,—এরূপ বিবেচনা করিয়া কন্ম-শাস্ত্রে কন্মকে ও জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞানকে ‘সর্বোত্তম’ বলা হইয়াছে। এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্তব্য কিনা, তাহা এখানে বিচার করা যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে বহুতর-শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে-গ্রন্থে সাধনকালে কন্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তি এবং ফলকালে নিরুপাধিকপ্ৰীতি

উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্বজীবের নিতান্ত-শ্রেয়স্বর। উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্বতোভাবে শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র। স্থলবিশেষে আবশ্যকতামতে ঐ সকল শাস্ত্রে ‘কন্ম’, ‘জ্ঞান’, ‘মুক্তি’, ‘ব্রহ্মলাভ’ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু চরম-মীমাংসা-স্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতাশাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে,—এক ভাগের নাম—‘স্থলদর্শী’, এবং অপর ভাগের নাম—‘সূক্ষ্মদর্শী’। স্থলদর্শী পাঠকগণ কেবল বাক্যার্থ লইয়াই ‘সিদ্ধান্ত’ করে; ‘সূক্ষ্মদর্শী’ পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থলদর্শী পাঠকগণ আত্মোপাস্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কন্ম—নিত্য, অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করতঃ অর্জুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই স্বীকার করিলেন। অতএব বর্ণধর্ম্মবিহিত কন্মোশ্রয়ই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ‘সূক্ষ্মদর্শী’ পাঠকগণ এরূপ অসিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ’ন না; তাঁহারা হয় ‘ব্রহ্মজ্ঞান’, নতুবা ‘পর্য্যভক্তি’কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বলেন যে, অর্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার নিষ্ঠারই উদাহরণমাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়; মানবগণ স্বভাবানুসারে কন্মোপাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কন্মোপাধিকার আশ্রয়পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। কন্মোশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্বাহিত হয় না; জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্বাহিত না হইলেও আবার তত্ত্বদর্শন স্থলভ হয় না। অতএব তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে কন্মের ও বর্ণ-ধর্ম্মের একটি সুদূরবর্তী ‘সম্বন্ধ’ আছে। জীবের যে-পর্য্যন্ত বন্ধনমুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ—অপরিহার্য্য। অর্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই কর্তব্য কন্ম। অতএব অর্জুন গীতা শ্রবণপূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায়, ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্মস্বভাব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করতঃ উন্নতের দ্বারা প্রব্রজ্য অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে স্বভাব-সম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগি কন্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান

কর্তব্য ; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত । অধিকার ভ্যাগপূর্ব্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই ।

এস্থলে একপ্রশ্ন হইতে পারে যে, ‘পরমবৈষ্ণব অর্জুন কি ব্রহ্মস্বভাবসম্পন্ন ন’ন ?’ ইহার উত্তর এই যে, অর্জুন যুক্তাত্মা বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চাবতরণকালে তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য ক্ষত্র-স্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন । তাঁহার তাৎকালিক স্বভাব—ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ; সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অধিকারতত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—এই মাত্র বৃত্তিতে হইবে ।

সরল-বুদ্ধিধারা আলোচনা করিলে জীবের জড়-বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয় । শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয় । সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে ‘উপেষ’ বা ‘প্রয়োজন’ বলি ; যদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ‘উপায়’ বলি । শাস্ত্র-কারগণ কেহ ‘যজ্ঞ’কে, কেহ ‘যোগ’কে, কেহ ‘তর্ক’কে, কেহ ‘পূণ্য’কে, কেহ ‘বৈরাগ্য’কে, কেহ ‘তপস্যা’কে, কেহ ‘ধর্ম্মযুদ্ধ’কে, কেহ ‘ঈশ্বরোপাসনা’কে, কেহ ‘ধন্য’কে, কেহ ‘গুরুপসক্তি’কে, কেহ ‘প্রায়শ্চিত্ত’কে ও কেহ ‘দান’কে (প্রয়োজন-প্রাপ্তির) ‘উপায়’ বলিয়া স্থির করিয়াছেন । এবশ্বিধ নানা-নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়-তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল । কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কায়ে-কায়েই সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল । দেখা গেল যে, ঐ সকল উপায়—ভিন্ন

ভিন্ন তিনটি তত্ত্বের অধীন ; ঐ তিনটি তত্ত্বের নাম—‘কর্ম্ম’, ‘জ্ঞান’ ও ‘ভক্তি’ ।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা—চিন্ময়ী । মাতৃগর্ভে উৎপত্তি—কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়বদ্ধদশা মাত্র । অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা বাতীত চিংতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্ত্র হেতু বা সম্ভাবনা নাই ; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তগত নহে । অতএব উভয়দশা-ভেদে, জীব—দুইপ্রকার ‘মুক্ত’ ও ‘বদ্ধ’ । মুক্ত-জীব—দুইপ্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই (অর্থাৎ নিত্যমুক্ত) এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে (অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত) । উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত । কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধজীবের লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবের নাই । কর্ম্ম ও জ্ঞান—প্রেমবৃত্তির উপাধি বিশেষ । সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা । জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদবহির্মুখতারূপ উপাধি সহকারে প্রেমবৃত্তি ‘বিকৃত’ হইয়া ধর্ম্ম (কর্ম্ম) রূপ একটা আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে ‘জ্ঞান’রূপে আর এক প্রকার আকার পাইয়া থাকে ; সাধনভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার । তন্মধ্যে ‘সাধনভক্তি’রূপ আকারটাই বদ্ধজীবের স্বাভা-লক্ষণ, অপর দুইটা আকার—জড়সম্বন্ধরূপ পীড়ার লক্ষণ ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য

[পণ্ডিত শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুর্বাণতীর্থ]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকাপুরী । নানাবিধ মণিমুক্তাখচিত, পত্রপুষ্প-পতাকাदिশোভিত, বহু তোরণ-সম্বিত বিশাল রাজপুরী । পুরীমধ্যে ষোড়শ সহস্র মহাবীর বাসগৃহ । প্রত্যেকটি গৃহের অপরূপ শোভা মন হরণ করে । চতুর্দিকে রক্ষিগণ, বাদকগণ, বন্দিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিজনগণের কথোপকথনে রাজপুরী কোলাহলমুখর । রক্ষিগণের আবাসস্থান এবং তিনটি

সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া পুরীমধ্যে অতিশয় সঙ্কোচে প্রবেশ করিলেন একজন শীর্ণকায় মলিন ও ছিন্নবসন-পরিহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ । উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ এবং তৎসহ কিঞ্চিৎ প্রার্থনা । বিপ্র মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, “কৃষ্ণ তাঁহার বালাসখা, কিন্তু এখন তিনি দ্বারকার রাজা, তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ চিনিতে পারিবেন কিনা, সুদীর্ঘকাল তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় নাই,

চিনিতে পারিলেও তাঁহাকে যথোচিত আদরাদি করিবেন কিনা। যে উদ্দেশ্যে তিনি কৃষ্ণদর্শনাভিলাষী সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইবে কিনা,” ইত্যাদি নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে ষোড়শসহস্র মহিবীর গৃহসকলের মধ্যে অশেষ সৌন্দর্যসম্পন্ন ও প্রধানতম রুক্মিণীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মানন্দ সদৃশ মুখ লাভ করিলেন।

ভগবান্ সেইসময়ে পর্যাক্ষোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। যে আশঙ্কা বিপ্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা নিরসন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সত্তর গাত্রোথান করতঃ নিকটে আসিয়া অতিশয় প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ পর্যাক্ষোপরি উপবেশন করাইলেন। পরে স্বয়ং উপচারসমূহ অর্পণ পূর্বক তাঁহার পাদবৃগল প্রক্ষালনান্তে পাদধোত জল নিজমস্তকে ধারণ করিলেন। অতঃপর চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যদ্বারা ব্রাহ্মণকে অতুলিপ্ত করিয়া সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপ সমূহদ্বারা সর্ঘর্ষে মিত্রের অর্চনা করিলেন। রুক্মিণীদেবীও তৎকালে সেই মলিন বসন পরিহিত শীর্ণকায় ব্রাহ্মণকে চামর ব্যাজনের দ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ যখন দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং রুক্মিণী দেবী একজন মলিন কায় ব্যক্তির এইভাবে সেবা করিতেছেন, তখন তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বিপ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া নানাবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে জানিতে চাহিলেন ব্রাহ্মণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সংসারধর্ম্য পালনের জ্ঞান অমরুপা ভাষ্যা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা। সংসারধর্ম্য গ্রহণ করিলেও ভোগ্যবস্তুর বিশেষ আসক্তিযুক্ত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথোপকথন প্রসঙ্গে গুরুসেবার মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। গুরুকুল হইতে বিজগণ পরমায়ত্ত্ব অবগত হইয়া সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন। জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু বিশেষভাবে পূজাই, বেদজ্ঞানপ্রদানকারী দ্বিতীয়গুরু

ভগবৎসদৃশ পূজ্য এবং যিনি চতুরাশ্রমীকে ভগবত্ত্ব উপদেশ করেন তিনি তৃতীয় গুরু এবং ভগবৎস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিলেন। এই মনুষ্যলোকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মগণের মধ্যে যাহারা গুরুরূপী ভগবানের উপদেশমাত্র অবলম্বন করিয়া সুখে এই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে সুপণ্ডিত। সর্বাস্ত্রধারী ভগবান্ গুরুশ্রদ্ধাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্মদ্বারা তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হন না। গুরুগৃহে বাস সময়ে একদিন গুরুপত্নীর আদেশক্রমে কাঠসংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাদের যেরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেদিন বর্ষাকালের দিন ছিল না। কিন্তু অসময়ে ভীষণ বাত্যা, বজ্র, বিদ্যুৎসহ এরূপ প্রবল বারিষর্ষণ হইয়াছিল যে চারিদিক্ জলপ্লাবিত হওয়ায় পথঘাট কিছুই জানা যাইতেছিল না। গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তনে অসমর্থ হইয়া পরস্পর হস্তধারণ পূর্বক কাঠভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। প্রাতঃকালে গুরু সান্দীপনি মুনি শিষ্যদের প্রত্যাবর্তন হয় নাই জানিয়া স্বয়ং তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে আসিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, “এই শরীর সকলেরই অতি প্রিয়, ইহাকে রক্ষা করিবার জ্ঞান সকলেই যত্ন করিয়া থাকে। অথচ তোমরা যে এই শরীরের অনাদর করিয়া আমার প্রয়োজনসিদ্ধির জ্ঞান অতিশয় কষ্টভোগ করিয়াছ, তজ্জন্ম তোমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহাই সংশ্লিষ্টের কর্তব্য যে, যে শরীরের দ্বারা সর্বার্থসিদ্ধ হইতে পারে সেই শরীরের দ্বারা গুরুদেবের সেবা করা। হে বিজ্ঞপ্ৰেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হউক। তোমরা যে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা সারবৃত্ত হইয়া অবস্থান করুক।” এই সমস্ত ঘটনা স্মরণে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, “হে জগদগুরু! আপনার তায় ভক্তজনবাঞ্ছাপূর্ণকারী মহাপুরুষের সহিত একত্র অবস্থান করায় আর আমাদের কোন বিষয়

অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। যে বেদশাস্ত্র সমস্ত মঙ্গলের আকরস্বরূপ, তাহা আপনারই শরীর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তথাপি আপনি যে বেদাভ্যাসের নিমিত্ত গুরুকুলে বাস করিয়াছিলেন, তাহা কেবল লোকশিক্ষার্থ বলিতে হইবে।

এই প্রকারে উভয়ের নানা প্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রীতি-সহকারে সধার প্রীতি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বন্ধু! আপনি গৃহ হইতে আমার জ্ঞান কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছেন? ভক্তজনের কিঞ্চিৎ উপহারও আমি অতিশয় সন্তোষ সহকারে প্রভূত বলিয়া গ্রহণ করি। অপরন্তু অভক্তজনের উপহৃত প্রভূত বস্তুও আমার সন্তোষ উৎপাদন করে না। যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলাদি ষৎকিঞ্চিৎ বস্তু প্রদান করেন, আমি মদগতচিত্ত সেই পুরুষের ভক্তিসহকারে প্রদত্ত সেই বস্তু সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ যখন এইসব কথা বলিতেছিলেন তখন ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময় তাঁহার পতিব্রতা পত্নী যে নগণ্য তণ্ডুলকণামুষ্টিচতুষ্টয় তাঁহার বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহা কিছুতেই প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু সর্বাভ্যাসী ভগবান্ তাঁহার বস্ত্রপ্রান্তে অতি গোপনে রক্ষিত তণ্ডুলকণাগুলি ইত্যঃ-পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আগমন কারণও অবগত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, ‘এই ব্রাহ্মণ আমার নিকট সম্পদ প্রাপ্তির আশায় আসেন নাই, কেবল মাত্র পতিব্রতা ভাষ্যার অনুরোধে তাঁহার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং আমি ইঁহাকে দেবদুল্লভ ঐশ্বর্য প্রদান করিব। এই বলিয়া তিনি বলপূর্বক ব্রাহ্মণের বস্ত্রপ্রান্ত হইতে তণ্ডুলকণাগুলি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন, বলিলেন ‘তোমার এই উপহার বাস্তবিকই আমার অতিশয় প্রিয়, ইহা ভক্ষণ করিয়া আমি অতিশয় তৃপ্ত হইব’। এই বলিয়া তিনি একবার এক মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টি ভক্ষণে উদ্যত হইতেই পতিব্রতা রুক্মিণী দেবী তাঁহার হস্তধারণ

করিয়া তাঁহাকে বারণ করিলেন। রুক্মিণী দেবী বলিলেন, ‘হে সর্বাভ্যাসী, এই এক মুষ্টি তণ্ডুলকণা ভক্ষণেই এই বিপ্রবরের ইচ্ছাকে এবং পরলোকে যাবতীয় ঐশ্বর্য লাভ হইয়াছে। আর দ্বিতীয় মুষ্টি ভক্ষণ করিলে আমাকে ইঁহার অধীনা হইতে হইবে।’ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে বিরত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সেই রক্ষণী কৃষ্ণমন্দিরে অবস্থান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া নিজমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও কিয়দূর পথান্ত তাঁহার অনুগমন করিয়া প্রণাম ও বিনয়বচনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। ব্রাহ্মণ লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। কিন্তু ভগবানের দর্শন-জনিত পরম সুখানুভব করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

পথে যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণের নানা প্রকার চিন্তা মনে আসিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—‘নিখিল বিশ্বের অবিপত্তি হইয়াও এবং লক্ষ্মীদেবীকে সর্বদা বক্ষে ধারণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার মত লক্ষ্মীহীন দরিদ্রকে আলিঙ্গন দান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সীমাহীন পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার সহিত আচরণ স্বরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। ভ্রাতার ছায় তাঁহার হস্তধারণ করিয়া নিজপথান্তে উপবেশন করাইয়া পাদসম্বাহনাদি করিয়াছেন, রুক্মিণী দেবীও চামর ব্যঞ্জন করিয়াছেন, কোথায় ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন, তাহা না হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিবিধভাবে সেবিত হইয়া ফিরিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন তাঁহার মত নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া পাছে ধনগর্বে ক্ষীণ হইয়া তাঁহাকে স্মরণ না করে, এই মনে করিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কোন ধন প্রদান করেন নাই। এখন শ্রীর নিকট গিয়া তিনি কি বলিবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া আসিতে আসিতে নিজ গৃহ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে

তাঁহার বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। তিনি বুঝিতেই পারিলেন না তিনি ঠিক পথে আসিয়াছেন, না পথভ্রম করিয়াছেন। অথচ চারিপার্শ্বের পরিবেশ ঠিক পূর্বেরই মত। সম্মুখে বিশাল সুরমা সৌধ। চারিদিকে প্রচুর জনসমাগম, অট্টালিকা সন্নিহিত স্থানে একটি সুরমা উপবন। তন্মধ্যে কুমুদ কল্‌হার ও উৎপলাদি জলজকুসুমের সুশোভিত জলাশয়। তীরস্থিত বৃক্ষসমূহে বিহঙ্গকুল ক্জররত। বিচিত্র বসন-ভূষণপরিহিত সুলোচনা রমণীগণ গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিনি চিন্তা করিলেন—এই গৃহ কাহার? এই স্থানেই ত আমাদের পূর্বকুটীর ছিল! ইহা কিরূপে এইরূপ হইল? ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেবতুল্য প্রভাসম্পন্ন নরনারীগণ গীতবাচ্য সহকারে তাঁহার প্রভাদ্গমন করিলেন। তাঁহার ভাষা স্বামীর প্রত্যাগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া বিচিত্র বসনভূষণসজ্জিতা রমণীগণের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। দাসদাসীগণ মধ্যে বিরাজমানা নিজপত্নীকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পূর্বকুটীর আজ এইরূপ বিশাল সৌধে পরিণত হইয়াছে। তখন তিনি বিশ্বয়বিমুক্ত চিত্তে ইন্দ্রালয়তুল্য নিজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির মধ্যে হস্তিদন্তবিনিশ্চিত পর্ধ্যঙ্ক, গুহ্মফেননিভ শয্যা, চামরব্যঞ্জন, সুবর্ণময় আসন, বিচিত্র চন্দ্রাতপ প্রভৃতি নৃপতিভোগ্য দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ স্থির চিত্তে এই প্রকার সমৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—আমি আবাল্য নিরন্তর দারিদ্র্যদুঃখে প্রপীড়িত হইয়াছি। আমার মত দুর্ভাগ্য ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সম্পদ প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইল। আমি মনে করি যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের ইহাই প্রত্যক্ষ ফল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থিগণের অভাব দর্শন করিয়া প্রত্যক্ষে কিছু প্রদান না করিয়া পরোক্ষে প্রচুর প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং প্রচুর প্রদান করিলেও তাহা অতি অল্প এবং ভক্ত বা সুহৃদ্গণ প্রদত্ত অতি অল্প বস্তুও প্রচুর মনে করেন। এই জন্যই তিনি প্রীতির সহিত মৎপ্রদত্ত অতি নগণ্য চিপটিটকও পরম আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহার

সেবকরূপে জন্মলাভ করি এবং তাঁহার বা তাঁহার ভক্ত-গণের সঙ্গ নিরন্তর লাভ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে পারি। ধনিগণের ধনগর্বজনিত অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া অদূরদর্শী সেবককে সম্পদ, ঐশ্বর্য ও পুত্রকলত্রাদি প্রদান করেন না, পরন্তু দৃঢ়া ভক্তিই দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জন্মাদিনে অতিশয় ভক্তিযুক্তচিত্তে ক্রমশঃ বিষয়ত্যাগাত্ম্য সহকারে পত্নীর সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে করিতে যথাকালে ভগবদ্যানপরায়ণ হইয়া আত্মবন্ধন ছিন্ন করতঃ ভক্ত-জনাশ্রয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

এই ব্রাহ্মণ আর কেহ নহেন, ভক্তগণের চিরপরিচিত, ভক্তজনপ্রিয় সুদামা বিপ্র। তিনি একজন সদাচারী, নিষ্ঠাবান, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বাসনাশূন্য, বেদজ্ঞ এবং প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অনায়াসলব্ধ বস্তুর দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে গৃহস্থ ধর্ম পালন করিতেন। তাঁহার ভাষা পতিপরায়ণা, দরিদ্র হইলেও পতিসেবায় সর্বদা নিরতা থাকিতেন। উপযুক্ত ঋণাত্ম্যভাবে শীর্ণকায়া হইয়াও সংসারের কার্য্যসমূহ আনন্দ সহকারে সম্পন্ন করিতেন। জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধানও তাঁহার কোন কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ হইত না। তিনিই একদিন পতির দারিদ্র্যমোচনার্থ তাঁহাকে তাঁহার সখা দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের সিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাইবার সময় প্রতিবেশীর গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ চিপটিটক চাহিয়া আনিয়া উপায়ন স্বরূপ তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই চিপটিটক অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের হইলেও ভগবান তাহা আহার করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

সুদামাবিপ্রেতের কাহিনী হইতে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা পাইতে পারিঃ—

- (১) পূজ্য কোন ব্যক্তি, গুরু, বৈষ্ণব, নৃপতি কিংবা ভগবদ্-বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইবার সময় কিছু উপায়ন লইয়া যাইতে হয়।
- (২) গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। কায়মনোবাক্যে গুরু-সেবায় সর্বার্থসিদ্ধ হয়।

- (৩) ভগবান্, স্বয়ং আদি গুরু। তাঁহার লৌকিক আচরণসমূহ লোকশিক্ষার নিমিত্ত।
- (৪) ভক্তির সহিত ভগবদর্পিত কোন বস্তুই নিষ্ফল হয় না, পরন্তু পরমকল্যাণপ্রদ হয়। অতি অল্পবস্তুও প্রদ্বা-লহকারে ভগবানে অর্পিত হইলে তাহা প্রচুর আনয়নে সমর্থ। কিন্তু তাহা প্রাপ্তির আশা রহিত হওয়া উচিত।
- (৫) ভক্তি ও ভক্তের অধীন ভগবান্।
- (৬) ভগবৎসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া কোন পার্থিব

কামনা মনে স্থান পায় না। সুদামা বিপ্রবাহতঃ সম্পাৎ প্রাপ্তির আশা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া একরূপ স্তম্ভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে তিনি কিছু ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিতে পারেন নাই।

(৭) ভক্তকে ভগবান্ বনাদি প্রদান করিয়া প্রবঞ্চনা করেন না, ভক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই ভক্তের পরম সম্পদ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর-প্রকটমহোৎসব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰীশ্ণামোদ পুরী মহারাজ]

উড়িষ্যা রিভিউ—নবকলেবর-সংখ্যায় শ্রীনীলমণি সেনাপতি মহাশয় তাঁহার ‘Nabakalebara of 1969’ (অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের নবকলেবর) নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

শ্রীজগন্নাথদেবের কলেবর কোন্ বৎসরে পরিবর্তিত হইবে, তাহা জ্যোতিষিগণ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হয়। * * * [চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্ত প্রতি ৩২ মাসে একটি করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটির নাম অধিমাस বা মলমাস, স্মার্ত্তগণ এই মাসটিকে মলিমুচ বা মলিনমাসবিচারে ইহাকে সর্ষ-শুভকার্য্য হইতে বহির্ভূত করিয়া দেন; কিন্তু ভক্তগণ ইহাকে পরমার্থকার্য্যে সর্ষশ্রেষ্ঠ ও সর্ষশীর্ষস্থানীয় বিচার পূর্বক ইহার নাম দিয়াছেন পুরুষোত্তম মাস। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি যেমন লোকে বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই অধিমাसও তদ্রূপ ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—এক মহাবুগে অধিমাस—১৫৯৩৩৩৬ ও রবিমাस—৫১৮৪০০০০। অতএব রবিমাसे মাसাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটি একটি অধিমাस হইবে। যে বৎসর আষাঢ় মাসে উপরিউক্ত পুরুষোত্তম মাস হইবে অর্থাৎ যে বৎসর আষাঢ় মাসে দুইটি পূর্ণিমা বা অধিমাসের সঞ্চার হয়, কেবল সেই সময়ই শ্রীনীলাঙ্গি মহোদয়ের বিধানানুযায়ী শ্রীদ্বারকেশ্বর নবকলেবর উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে]।

নূতন হেদিত নিম্ন বৃক্ষ হইতে যে নূতন কলেবর নিষ্কৃত হয়, তাহাকেই নবকলেবর বলা হইয়া থাকে। ইহা প্রতি দ্বাদশ বা অষ্টাদশ বর্ষ পরে সংঘটিত হয়। সাধারণতঃ

লোকের ধারণা—এ বৎসর যে বৃক্ষ ছেদন করা হইয়াছে তাহা পরবর্ত্তি নবকলেবরের জন্ত সংরক্ষণ করা হইবে এবং ১২৫০ সালের নবকলেবর-কালে যে নিম্ন বৃক্ষ ছেদন করা হইয়াছিল, তদ্বারা বর্ত্তমান বর্ষের নবকলেবর নিষ্কৃত হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই বৎসর যে বৃক্ষ গত ১৬ই মে তারিখে ছেদন করা হইয়াছে, তদ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর নিষ্কৃত হইয়া ১৫ই জুলাই (১৯৬৯) শ্রীশ্রীচৈতন্যমন্দির মার্জ্জনদিবস শ্রীনেত্রোৎসববাসরে তাহা সর্ষসাধারণের নয়নপথগামী হইবেন।

নবকলেবর প্রকটোৎসব সংঘটনকালে একদল পুরোহিত একটি শুভদিনে দারুণ অঘ্রবণে বহির্গত হন। এবৎসর ২৮শে মার্চ চৈত্র শুক্লাদশমী তিথিতে তাঁহারা শুভযাত্রা করেন। এই যাত্রা ‘বনযাত্রা’ বলিয়া অভিহিত হয়। এই যাত্রায় ২৮ জন দয়িতা, একজন পতি মহা-পাত্র, চারিজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, চারিজন বিশ্বকর্ম্মা অর্থাৎ ভাস্কর, ৫ জন টেম্পল পুলিশ (মন্দিররক্ষক), একজন শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রধারী লেঙ্কা (Lenka), একজন কাহালিয়া (বংশীবাদক) এবং একজন দেউলকরণ অর্থাৎ হিসাবরক্ষক—মোট ৪৫ মূর্ত্তি থাকেন। তিন মূর্ত্তির (শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা) জন্ত তিনটি এবং সুদর্শন চক্রের জন্ত একটি—এই চারিটি সুলক্ষণ নিম্নবৃক্ষের অঙ্গুসন্ধান করিতে হইবে। সেইরূপ বৃক্ষ পাওয়া গেলে প্রত্যেক বৃক্ষতলে হোমাদি বহু আত্মগোষ্ঠানিক কৃত্য করিতে হয়, তজ্জন্ত দুইখানি গোশকট পরিপূর্ণ করিয়া বিভিন্ন মাদ্ধলিক দ্রব্য লইতে হইয়াছিল। প্রথম রাত্রি পুরীধামে যাপন করিয়া দ্বিতীয় দিবস তাঁহারা

কাকটপুরে (Kakatpur) উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দেউলিয়া মঠে অবস্থান করিলেন। শুনা যায়, পতি মহাপাত্র উক্ত চারিটি দারু কোথায় কোথায় পাওয়া যাইবে, স্বপ্নে তাহার নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর কাকটপুরের প্রধানদেবী মঙ্গলার আশীর্বাদ লইয়া তাঁহারা কএকটি দলে বিভক্তি হইয়া দারুর অঙ্গসন্ধানে বহির্গত হন। স্বপ্ন পান আর না পান, ঐ চারিটি দারুর সন্ধান যে চারিদিক্ হইতে আসিয়া গেল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি (প্রবন্ধলেখক) নির্দিষ্টরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, বনযাত্রার কিছু পূর্বেই খুরদার নিকট চম্পাঝাড় (Champajhar) গ্রামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দারু প্রাপ্তির সংবাদ পুরীতে দয়িতাগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের দারু অন্বেষণকারী দল প্রথমেই বরাবর চম্পাঝাড় গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় গিয়া তাঁহারা অতি পুরাতন একটি মোটা নিম্ববৃক্ষ দর্শন করিলেন এবং তাহাতে দশটি শুভ-লক্ষণের মধ্যে আটটি লক্ষণ দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। এইরূপ লক্ষণ না পাইলে অবশ্য তাঁহাদিগকে অত্র অঙ্গসন্ধানার্থ যাইতে হইত, কিন্তু ভগবদ্ভিষায় তাঁহাদের যাত্রা সফল হইল।

দশটি লক্ষণ এইরূপ হওয়া চাই—

(১) নিম্ববৃক্ষের নিকট একটি বরুণ ঝোপ (Barun bush) থাকিবে। [বরুণ বলিতে কি বেণা? না বরুণ নামক বৃক্ষ?]

(২) বৃক্ষটি নদীতে অবস্থিত থাকিবে।

(৩) ঐ বৃক্ষের নিকটে একটি আশ্রম অবশ্যই থাকিবে।

(৪) বৃক্ষসমীপে একটি শ্মশান ক্ষেত্র অবশ্যই থাকিবে।

(৫) বৃক্ষগাত্রে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই চারিটি পরম পবিত্র চিহ্ন অবশ্যই থাকিবে।

(৬) বৃক্ষটির মূলদেশ হইতে কিছুদূর উচ্চ পর্যন্ত (সম্ভবতঃ ১২ ফিট) কোন শাখা থাকিবে না, কিন্তু বৃক্ষের উপরিভাগে সকল শাখা থাকিবে।

(৭) বৃক্ষটির তলদেশে একটি বন্যীকণ্ডূপ অবশ্যই

থাকিবে।

(৮) বৃক্ষের উপরে কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না।

(৯) বৃক্ষের তলদেশে একটি বিষধর জাতিসর্প (Cobra) থাকিবে।

(১০) বৃক্ষে কোন লতা বা পরগাছা থাকিবে না।

চম্পাঝাড়ে বৃক্ষের উপরিস্থ শাখাসমূহ একটি তিস্তিড়ী (তৈঁতুল) বৃক্ষের শাখাসমূহের সহিত জড়িত ছিল। এজন্য শ্রীজগন্নাথের দারু বহনার্থ শকটনির্মাণ-হেতু তিস্তিড়ী বৃক্ষটিকেও ছেদন করা হইয়াছে।

এইরূপ বিধান আছে যে উপরি উক্ত দশটি চিহ্নের মধ্যে অন্ততঃ পঁচটি চিহ্ন পাওয়া গেলেও সেই দারু শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্তি নিম্নাণার্থ নির্মাণিত হইতে পারিবে। শ্রীভগবানের অপার করুণায় চম্পাঝাড়ের বৃক্ষটিতে নিম্নলিখিত চিহ্নসমূহ পাওয়া গিয়াছে, যথা—

(১) ইহা একটি শ্মশানক্ষেত্রের নিকট অবস্থিত ছিল।

(২) শঙ্খাদি চারিটি পবিত্র চিহ্নের মধ্যে উহাতে চক্র ও শঙ্খ চিহ্নদ্বয় বৃক্ষগাত্রে স্পষ্টভাবেই লক্ষিত হইয়াছে। [উড়িয়া রিভিউ গ্রন্থে উহার কটো পর্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে।]

(৩) ইহা তিনটা প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। (It branched in threes)

(৪) বৃক্ষের তলদেশে একটি বন্যীকণ্ডূপ (Ant-hill) ছিল।

(৫) বৃক্ষোপরি কোন পক্ষীর বাসা ছিল না।

(৬) উপরি উক্ত বন্যীকণ্ডূপ হইতে তিনটি জাতিসর্প বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছে।

(৭) বৃক্ষটি খুব পুরাতন ও তাহার বেড় ১১ ফিট। মূলদেশ হইতে ১২ ফিট উর্দ্ধদেশ পর্যন্ত কোন শাখা নাই।

(৮) বৃক্ষটিতে কোন লতা বা পরগাছা ছিল না। বৃক্ষটি শ্রীজগন্নাথ দেবের নিজস্ব জমিদারীর এখারা জত মহলে (Ekharazat Mahal) ১২৮ নং প্লটে শ্রীগোবর্দন ব্রহ্মের অধিকারে অবস্থিত।

শ্রীবলভদ্রের দারু পুরী জেলাভূগত বালিপাটনা থানায় ভাকরসাহি ক্ষুদ্র পল্লীতে (Bhakarsahi hamlet

Gada Chari Pada) পাওয়া গিয়াছে। উহা শ্রীকেশব চক্র পাত্রের অধিকারে ছিল।

শ্রীমুভদ্রার দারু কটক জেলাস্তর্গত গোবিন্দপুর থানার অন্তর্গত কান্হুপুর (Kanhupur) গ্রামে সমগ্র গ্রামের গোচরভূমি ২৫৪ নং প্লটে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীমুদর্শনের দারু পুরী জেলাস্তর্গত বালিপাটনা (Balipatna) থানায় বনমালীপুর গ্রাম-সমীপে বলরা (Balara) গ্রামে মিলিয়াছে।

বৃক্ষ-নির্দেশ হইয়া গেলে একটি শুভদিন দেখিয়া বৃক্ষটিকে ছেদন করা হয় এবং ছেদনের দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ উহার নিকট (পূজা ও) হোম করা হয়। চম্পাঝাড়ে তিন দিন এইরূপ হোম হইয়াছিল। ১৬ই মে অপরাহ্ন বৃক্ষছেদন-কার্য আরম্ভ হয়। এই সময়ে তথায় দলে দলে দর্শনার্থী সমবেত হইতে থাকে। কর্তৃপক্ষকে লোকভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের ভার লইতে হইয়াছিল। যদিও শঙ্কপুরাণে লিখিত আছে— “ধরুপং বা অরুপং বা নাপশ্চেদনাবধি” অর্থাৎ বৃক্ষছেদন না হওয়া পর্য্যন্ত বৃক্ষকে দেখিতে নাই, কিন্তু লোকের এই সকল শাস্ত্রবাক্য জানা না থাকায় এবং তাহাদিগকে দর্শনে কেহ বাধাও না দেওয়ার লোকভিড় অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কোতূহলান্বিত উন্নত জনতা শুধু দর্শন করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, পুরোহিতগণের পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ নিষেধ সত্ত্বেও বৃক্ষের বৃক্ষ পর্য্যন্ত খুলিয়া লইয়াছে।

১৬ই মে (১৯৬৯) অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বৃক্ষের ছেদন কার্য আরম্ভ হয়। শ্রীবিখাবসু শবরের ব্রাহ্মণ জামাতা শ্রীবিজ্ঞাপতির বংশধর শ্রীবিখনাথ পতি মহাপাত্র প্রথমে স্বর্ণ কুঠার দ্বারা, তৎপর দয়িতাপতি রাজকিশোর দাস মহাপাত্র একখানি রৌপ্য কুঠার দ্বারা বৃক্ষকে স্পর্শ করিলে চারিজন ভাস্কর বৃক্ষ ছেদন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা শীঘ্রই ক্রান্ত হইয়া পড়িয়া গ্রামবাসীর সাহায্য চাহিলেন। গ্রামবাসী প্রথমে সাহায্যদানে উত্তত না হইলেও পরে তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৯৫০ সালে নবকলবর প্রকটকালে শ্রীবলভদ্রের দারু পুরী জেলাস্তর্গত কাকটপুরের নিকটবর্তী জালালপুরে

পাওয়া গিয়াছিল। ঐ বৃক্ষের স্বত্বাধিকারী ছিলেন জনৈক মুসলমান, তিনি উহা প্রথমে দিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী উহা লইবার সম্মতি দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু নিজেকে লোক লাগাইয়া উহা ছেদন করাইয়াছিলেন এবং যে কয়দিন দয়িতাগণ জালালপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন, সে কয়দিন সানন্দে তাঁহাদের সকলেরই আতিথ্য বিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথের দারু যে শকটে আনা হইয়াছিল, তাহার চক্র উক্ত দারুর সম্মিহিত তিত্তিড়ী বৃক্ষ হইতেই নির্মিত হইয়াছিল। তাহাতে কোন ছিদ্র ছিল না। Disc-wheel এর মত।

চারিটি দারু হইতে ভাস্কর নিভৃত স্থানে স্থিত হইয়া মূর্তি নির্মাণ করেন। অতঃপর ১৩ই জুন শ্রীবিগ্রহ-চতুষ্টয়ের (শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন) শ্রীঅঙ্গের অন্তর্নিহিত দ্রব্যবিশেষ খুব সঙ্গোপনে নূতন বিগ্রহভাস্কর স্থাপিত হয় এবং পুরাতন বিগ্রহ শ্রীমন্দির সোমাস্তর্গত কোইলি বৈকুণ্ঠ (Koili Baikuntha) বা কৈবল্য বৈকুণ্ঠ নামক একটি স্থানে ভূগর্ভে সংরক্ষিত হয়। যে চারিজন দয়িতা এই উৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ২৮শে মার্চ তারিখে নির্বাচিত হন। যিনি উক্ত দ্রব্যবিশেষ পুরাতন কলেবর হইতে নূতন কলেবরে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি একজন অশৌচবর্ষ বয়স্ক প্রাচীন ব্যক্তি। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, যিনি এই কার্য করেন, তাঁহাকে শীঘ্রই এই ধরাদাম ত্যাগ করিতে হয়। এই দ্রব্য স্থাপন-কার্য একটি দরজাজানীলা বন্ধ তালা-চাবি দিয়া রুদ্ধ নিভৃত কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যে দয়িতা এই কার্য করেন, তাঁহার চক্ষু ও হস্তদ্বয় উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—তিনি যে বস্তু পূর্ব কলেবর হইতে নূতন কলেবরে স্থানান্তরিত করিবেন, তাহা যেন তিনি স্বক্ষে দেখিতে না পান ও হস্তদ্বারা অনুভবও না করিতে পারেন। ২৮টি দয়িতা পরিবারের প্রাচীনগণের সম্মিলিত পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারেই ঐ কার্যকারী দয়িতাচতুষ্টয় নির্বাচিত হন। এই কার্য সম্পাদনকালে ব্রাহ্মণ পতি মহাপাত্র শুভমুখি পাঠাদি মূল পূজা বিধান করিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ জ্ঞানপ্ৰণীয়ার

(যাহা এবৎসর ৩১শে মে সংঘটিত হইয়াছে) পর হইতে নেত্রোৎসব (অর্থাৎ রথযাত্রার পূর্বদিবস—এবৎসর ১৫ই জুলাই)-কাল পর্য্যন্ত নিভৃতকাল। ইহাকে ‘অনবসর’ কাল বলে। [এই পক্ষকাল শ্রীভগবদর্শন বন্ধ থাকে। নেত্রোৎসব বা নবযৌবন দিবস শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা দেবী সহ ভক্তগণকে দর্শন দিয়া তাঁহাদের নেত্রের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। এই দিবস গুণ্ডিচামন্দির মার্জিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মাহাপ্রভু সপার্বদে এই গুণ্ডিচামার্জনাৎসব অতুষ্ঠানের আদর্শ প্রদর্শন পূর্বক আমাদের হৃদয়গুণ্ডিচা বা হৃদয়বিন্দাবন কি প্রকারে অশ্রাভিলাষ, জ্ঞানকর্মাশ্রাবরণোদ্ভূত শুদ্ধভক্তি-পুত অলুক কৃষ্ণানুশীলনাগার হইয়া শ্রীকৃষ্ণবাসোপযোগী হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।]

শ্রীজগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রাদেবীর দারু কলেবরে ভাঙ্কর কএকস্তর রেশমীবস্ত্র মণ্ডিত করিলে চিত্রকর ততুপরি চিত্রিত করেন। (ইহাকেই অঙ্গরাগ বলে।)

পূর্ব পূর্ব বৎসরের গ্রায় এবারও রথনির্মাণার্থ দাসপাল্লা (Daspalla) হইতে কাঠ আসিয়াছিল। এই স্থানটি উড়িষ্যার ভূতপূর্ব রাজ্যভুক্ত। এস্থান হইতেই বরাবর শ্রীপুরীধামের রথযাত্রার কাঠাদি আসিয়া থাকে। ১৯৪৮ সালে পুরীরাজ্যের ঐ রাজ্য ভারতসাত্রাজ্যের সহিত একীভূত হইয়া গেলেও উড়িষ্যা সরকার পুরীতে প্রত্যঙ্গ রথযাত্রাকালে ঐ স্থান হইতে কাঠপ্রেরণ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। উড়িষ্যা সরকার দাসপাল্লার ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসারকে যথাসময়ে পুরীতে কাঠ পাঠাইবার নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন। এ বৎসর দাসপাল্লা হইতে কাঠসমূহ মহানদী, কাঠজুড়ি ও ভার্গবী নদী দিয়া ভাসাইতে ভাসাইতে পুরীর ৩ মাইল দূরে আনা হইয়াছিল। পুরী শ্রীমন্দিরের ম্যানেজারের মতে কাঠের সাইজ ক্রমশঃ ছোট হইয়া যাইতেছে, এজ্জ বাজার হইতে কাঠ কিনিয়া তাহার পূরণ করিতে হইয়াছে। রথের জগ্গ শাল কাঠই আনা হয়, তাহাই শক্ত ও মজবুত, ফাটিয়া গেলেও কার্যক্ষম থাকে। দাসপাল্লার শাল কাঠের সাইজ ছোট হইয়া যাইবার কারণ বনটি ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, উহা সংরক্ষণের

বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক।

শ্রীজগন্নাথের রথ নির্মাণকার্য প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ করা হয়। এবৎসর ১৯শে এপ্রিল ছিল অক্ষয়-তৃতীয়া। সূত্রধরগণ বংশ-পরম্পরাক্রমে জায়গীরধারী। কিন্তু বহু ভাগাভাগী হওয়ায় এবং অনেক জায়গীর বিক্রয় করিয়া ফেলার জগ্গ তাহারা এক্ষণে পূর্বের গ্রায় বিনা বেতনে কার্য্য করিতে পারে না, এজ্জ তাহাদিগকে এখন কন্সেঙ্গন রেটে মাথা পিছু ৩২৫ (সওয়া তিন টাকা) করিয়া বেতন দিতে হয়।

রথের আকার আরতন অপরিবর্তিতই আছে। শ্রীজগন্নাথের রথ ৪৫ ফিট উচ্চ এবং চাকার লেভেলে ৪৫ ফিট চৌকা (Square)। তিনখানি রথের চক্রেই বাস ৭ ফিট। শ্রীজগন্নাথের রথে ১৬ খানি চক্র; শ্রীবলভদ্রের ১৪ খানি এবং শ্রীসুভদ্রার ১২ খানি থাকে। রথের উপরের আবরণবস্ত্র পূর্বে ছিল পশমী, এখন উহার প্রাচুর্যের অভাব হওয়ায় মার্কিন কার্পাসবস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। উহা ধোত, বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত ও শুষ্ক করাইয়া রথোপরি সজ্জিত করা হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথের রথের কাপড়ের বর্ণ লোহিত ও স্বর্ণবর্ণ, বলভদ্রের লোহিত ও সবুজ এবং সুভদ্রার লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ। রথটানার দড়ি চারি গাছি করিয়া, কোন কোন সময়ে ৫ গাছিও থাকে। নীলাচল মন্দির হইতে গুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত ১১ মাইলের কিছু অধিক পথ রথ টানিয়া লইতে হয়। স্নানযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীর সেবাভার দয়িতা-গণের উপর থাকে। ইহারা শ্রীবিধাবস্ত্র শবররাজের ললিতা নারী যে কতক মহা অ ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ বিছাপতি শ্রীনীলমাধবের অষেধকালে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহারই বংশধর। [কথিত আছে বিছাপতির ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভজাত সন্তানই বংশ-পরম্পরায় শ্রীজগন্নাথদেবের পূজক এবং তাহার শবরপত্নী-গর্ভজাত সন্তানগণই বংশপরম্পরাক্রমে শ্রীজগন্নাথের ভোগরন্ধনকারী ‘স্বপকার’ বা ‘সোয়ার’।]

নবকলেবরে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন

উড়িষ্যা সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট হইতে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে উড়িষ্যা রিভিউ (Orissa Review) নামক একখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা বর্তমান বর্ষে রথযাত্রাকালে '৪০ পয়সা মূল্যে সর্বসাধারণে বিক্রীত হইয়াছে। আমরা উহাতে প্রকাশিত কএকটি প্রবন্ধ-মধ্যে 'নবকলেবর' ও 'নবকলেবর অফ্ ১৯৬৯' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ দেখিলাম। প্রথমটির লেখক—শ্রীহরিহর প্যাটেল (মিনিষ্টার—ইন্ডাসট্রিজ, কমার্স এণ্ড পাবলিক রিলেশন্স) এবং দ্বিতীয়টির লেখক—শ্রীনীলমণি সেনাপতি (অবসরপ্রাপ্ত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সভ্য)। শ্রীসেনাপতি-লিখিত প্রবন্ধটির অধিকাংশ আমরা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করতঃ বর্তমানবর্ষের নবকলেবর-বিবরণ সূত্রে আমাদের 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের লেখনীপ্রসূত শ্রীজগন্নাথদেবের অপ্ৰাকৃত চিন্তা কলেবরে প্রাকৃতবুদ্ধি আরোপরূপ অপসিদ্ধান্ত আমাদের নিকট বড়ই মর্ম্মস্তদ হইয়াছে। পূর্বকলেবর হইতে নবকলেবরে যে বস্তুটি স্থাপিত হয়, তাহাকে 'ব্রহ্মমণি' বলে। উহাকে তাঁহারা শ্রীজগন্নাথের 'আত্মা' (Soul) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা—শ্রীজগন্নাথদেবের কলেবরটি প্রাকৃত নিষকণ্ঠনির্ম্মিত, উক্ত আত্মা-সংযোগ দ্বারাই যেন জগন্নাথের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইল! ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। "দেহ-দেহি বিভাগোহয়ং নৈশ্বরে বিদ্বতে কুচিং" (লঘুভাগবতামৃত-খুত কোণ্মবাক্য)—অর্থাৎ শ্রীভগবানের দেহ-দেহি-ভেদ নাই, এই সকল সিদ্ধান্ত তাঁহাদের হ্রাস উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বিশেষভাবে আলোচ্য হওয়া প্রয়োজন।

একসময়ে বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র কবি শ্রীমন্নহাপ্রভুর চরিতাবলম্বনে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুকে শুনাইবার জন্ত নীলাচলে আসেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর পার্শ্বদভক্ত শ্রীভগবান্ আচার্য্য সহ তাঁহার

পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। তিনি উক্ত আচার্য্য এবং তৎসহ অনেক বৈষ্ণবকে ঐ নাটক পড়াইয়া শুনাইলেন। সকলেই বিশেষভাবে বিচার না করিয়াই উহাকে পরম উত্তম বলিয়া প্রশংসা পূর্বক উহা একবার মহাপ্রভুকে শুনাইবার ইচ্ছা করিলেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু রসাতাস ও সিদ্ধান্তবিরোধ দোষভূত বাক্য শ্রবণে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন, এজ্ঞা নিয়ম হইয়াছিল কেহ কিছু লিখিয়া আনিলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ দামোদর তাহা শ্রবণ করতঃ যদি তাহাকে মহাপ্রভুর শ্রোতব্য মনে করিয়া অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলেই তাহা মহাপ্রভুর নিকট প্রেরিত হইত। শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ দামোদরকে উহা শুনিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় স্বরূপ কহিলেন—

“কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।

গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন ॥

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।

বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সূৰ্ব্ব ॥

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।

শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে ॥”

—চৈঃ চৈঃ অ ৫।১০৬-১০৮

তথাপি ভগবান্ আচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যে—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীস্বরূপ বৈষ্ণবগণসহ তাহা শুনিতে সম্মত হইলেন। সেই কবি প্রথমেই নিম্নলিখিত নান্দী শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে

কনককুচিরিহাঅত্মাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।

প্রকৃতিজড়মশেষং চেতন্যবিবাসীং

স দিশতু তব ভবাং কৃণুচৈতন্যদেবঃ ॥

—(চৈঃ চৈঃ অ ৫।১১২)

[অর্থাৎ কনককান্তি স্বরূপ যে গৌরসুন্দর এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিকশিত কমলনেত্রস্বরূপ এই জগন্নাথ-সংজ্ঞক শরীরে আত্মতা অর্থাৎ দেহিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন

এবং প্রকৃতিজড়কে (প্রকৃতি) জড়ং জগন্নাথবিগ্রহং
অর্চ্যে দারুণীভাং) অশেষ চেতনা দান পূর্বক আবির্ভূত
হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান
করুন।]

শ্রীশ্বরূপ এই শ্লোক শুনিয়া কবিকে তাহার ব্যাখ্যা
করিতে বলিলে কবি কহিলেন—

(কবি কহে—) “জগন্নাথ সুন্দর শরীর।

চৈতন্য গোসাঞি—শরীরী মহাশরী।

সহজ জড়জগতের চেতন করাইতে।

নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥”

—চৈঃ চঃ অ ৫।১১৪-১১৫

অর্থাৎ জগন্নাথ জড় শরীর-স্বরূপ, শ্রীচৈতন্যদেব
তাঁহাতে শরীরী আত্মা। এই ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রীশ্বরূপ
অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—

“আরে মুর্থ আপনার কৈলি সর্বনাশ।

হুইত’ ঈশ্বরে তোর নাহিক বিখাস ॥

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।

তঁারে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায় ॥

পূর্ণ-বর্ডৈশ্বর্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।

তঁারে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব ফুলিঙ্গ-সমান ॥

হুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।

অতঃপক্ষে তব বর্ণে তাঁর এই গতি ॥

আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।

দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা অপরাধ ॥

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।

স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥

‘দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিভ্রান্তে কচিৎ।’

* * *

কাঁহা ‘পূর্ণানন্দৈশ্বর্য’ কৃষ্ণ ‘মহেশ্বর’।

কাঁহা ক্ষুদ্রজীব দুঃখী, মায়ার কিঙ্কর ॥”

—চৈঃ চঃ অ ৫।১১৭-১২০, ১২৬

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত
হইলেন। কবিও লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।
পরে শ্রীশ্বরূপ দামোদর তাঁহার দুঃখদর্শনে সদয় হইয়া
তাঁহার নিত্যকল্যাণ বিধানার্থ উপদেশ করিলেন—

“বাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।

তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ ॥

তবে পাণ্ডিত্য তোমার-হইবে-সফল।

কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবা নিশ্চল ॥”

—(চৈঃ চঃ অ ৫।১০১-১০৩)

পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসও কহিয়াছেন—

“অর্চ্যে বিষ্ণো শিলাধী……বৃথ বা নারকী সঃ।”

অর্থাৎ অর্চনীয় শ্রীবিষ্ণুমূর্তিতে কাঠপাষাণাদি বুদ্ধি-

বিশিষ্ট ব্যক্তি নরকগতি লাভ করে।

“প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।

বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥”

—চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫

অবশ্য “চর্মশ্চক্রে দেবে যেন প্রপঞ্চের সম।” এজ্ঞ
শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহমিচ্ছিতৈঃ।

সেবোশুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যাগঃ ॥”

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-
গ্রাহ্য ব্যাপার নহে। সেবোশুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে তাহা
স্বতঃ ক্ষুর্ভ হইয়া থাকেন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

প্রোমাজনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন

সন্তঃ সর্দৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজ্যামি ॥

অর্থাৎ প্রোমাজনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রদ্বারাই সাধুগণ সর্বদা
তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ে যে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীশ্যামসুন্দর
যশোদানন্দনকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই আদি
পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবের ভজনা করি।

“হং ভক্তিযোগপরিভাবিতহংসরোজ আশসে”—

“অর্থাৎ হে ভগবন্, তুমি ভক্তিযোগদ্বারা পরিভাবিত
হংপদ্মে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক। গীতায়ও শ্রীভগবদ্
বাক্যে—“ভক্ত্যা মামভিজানতি,” “জন্ম কৰ্ম চ মে
দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম

নৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥”, “অবজ্ঞানন্তি মাং মূঢ়া
মানুষীং তনুমান্ত্রিতম্। পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মম ভূত
মহেশ্বরম্ ॥” ইত্যাদি। শ্রীভাগবতেও শ্রীউদ্ধবপ্রতি
কৃত্তবাক্য—“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ।” ইত্যাদি।

সুতরাং শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবের চিন্ময় কলেবরে
প্রাকৃত দারু বুদ্ধি তচ্চরণে অমার্জনীয় অপরাধ। এইরূপ
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রবন্ধ প্রচারদ্বারা জগজ্জীবের হিত সাধনের
পরিবর্তে সম্পূর্ণ অহিতই করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে
অতিভীষণ নরকপথেরই যাত্রী করিয়া দেওয়া হয়।
পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ দারুব্রহ্মরূপী শ্রীজগন্নাথদেবের
দেহদেহিভেদ না থাকায় তাঁহার নবকলেবর একট-
লীলা কেশবশেবাঙ্গম্যা। গীতাশাস্ত্রে বাসাংসি জীর্ণানি
প্রভৃতি শ্লোকে কর্মফলবাধ্য জীবের জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ-
পূর্বক নববস্ত্র পরিধানের ত্রায় জ্ঞানান্তরে কর্মফলাহুযায়ী
নূতন দেহ ধারণের কথা আছে, লীলাময় শ্রীহরির নব-
কলেবর একটলীলা তাদৃশ চিংকণজীব-ব্যাপার নহে। গত
প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে ১৮৫৩, ১৮৭৭, ১৯০৪, ১৯৩১ ও
১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নবকলেবর উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই
উৎসবের বিবরণ প্রতিবারেই মাদলাপঞ্জীতে প্রদত্ত হইয়া

থাকে। লীলাময় ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার স্বরূপশক্তি
যোগমায়াতে অবলম্বন করিয়া যে ভক্ত্যঙ্গস্বরূপ অপূর্ণ
চিদ্রহস্যপূর্ণ নবকলেবর-প্রকটোৎসব সম্পাদন করান,
তাহা তাঁহার ভক্তগণকে আনন্দ দান ব্যতীত আর কিছুই
নহে। এক কার্যে করেন প্রভু কার্য পাঁচ সাত। তাঁহার
এই লীলামাধুর্য্য প্রাকৃত আধ্যাত্মিকগণের অগম্য —
অধোক্ষজ অপ্রাকৃত, ইহাকে অনুমানাদি অবলম্বনে ক্ষুদ্র
মনুষ্য জ্ঞানগম্য করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র।
শ্রোতপারম্পর্য্যাহুসরণ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা-দ্বারা কখনও
এই গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার নহে।

আমরা দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্য সম্বন্ধে
কতকটি বিশেষ রহস্যপূর্ণ কথা পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রকাশ
করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

শ্রীমুক্ত হরির প্যাটেল মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকলেবর সম্বন্ধে
যে সকল অপরাধপূর্ণ প্রাকৃত বুদ্ধির অবতারণা করিয়াছেন,
আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহার তীব্র প্রতিবাদ
জানাইতেছি। আগামী সংখ্যায় তৎসম্বন্ধে কিছু
আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কেশব কাশ্মীরী ও কেশব ভারতী এক নহেন

আমরা ৭ই জুলাই তারিখের সহরসংস্করণ যুগান্তরে
দেখিলাম—

গত ৬ই জুলাই (১৯৬৯) শ্রীনগরে (কাশ্মীর) অনুষ্ঠিত
নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৪৪তম বার্ষিক
অধিবেশনে উদ্বোধন সভায় সম্মেলন-সভাপতি শ্রীদেবেশ
দাস মহাশয় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি
বাংলা ও কাশ্মীরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইতে গিয়া
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে সর্বজগদগুরু
শ্রীমন্নহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণলীলাভিনয়ের সন্ন্যাসগুরু শ্রীল
কেশব ভারতী মহাশয়ের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন।
যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিকট
শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে ভাগীরথীতটে পরাজয় স্বীকার

করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীনিহার্কসম্প্রদায়ভুক্ত; পরন্তু
“শ্রীকেশব ভারতী—শ্রীশঙ্করপ্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের
অনুতম ‘ভারতী’-সম্প্রদায়ভুক্ত। সরস্বতী, ভারতী
ও পুরী—এই সম্প্রদায়ত্রয় দক্ষিণাপথের শৃঙ্গেরী মঠাধীন।
শ্রীকেশব ভারতী কাটোয়ার শাখামঠে তৎকালে অধিষ্ঠিত
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মসন্ন্যাসী হইলেও
শ্রীমাদ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীমাদ্বেজ পুরীপাদের মন্ত্রশিষ্য এবং
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। বর্দ্ধমান জিলার অধীন কান্দরা
ডাকঘরের অন্তর্গত খাটুন্দি গ্রামে তাঁহার দেবসেবা ও মঠ
স্থাপিত আছে। মঠাধিকারিগণের মতে তাঁহার কেশব
ভারতীর বংশ; কেশবের পুত্র (মতান্তরে শিষ্য) নিশা-
পতি ও উষাপতি। নিশাপতির বংশে শ্রীনকড়িচন্দ্র

বিজ্ঞান সেবাধিকারিক্রমে বর্তমান আছেন ও হুগলী বৈষ্ণব নিকট রাধালদাসপুরে উপাধিপতির বংশ আছেন। ইহারা কেশব ভারতীর পূর্বাশ্রমের বংশ হইতেও পাবেন। কাহারও মতে কেশব ভারতীর ভ্রাতা, মতান্তরে তচ্ছিষ্য মাধব ভারতীর শিষ্য—বলভদ্র, তিনিও ভারতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের দুই সন্তান—মদন ও গোপাল। মদন—আউরিয়ার ও গোপাল—দেবুড়ে বাস করিতেন। মদনের বংশে ‘ভারতী’ ও গোপালের বংশে ‘ব্রহ্মচারী’ উপাধি। উভয় বংশের অনেকেই আছেন। গৌর-গণোদেশে ৫২ শ্লোক—‘মথুরায় যজ্ঞস্থত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ। দদৌ সান্দীপনিঃ সোহভূৎ অতঃ কেশব ভারতী ॥’ ঐ ১১৭ শ্লোক—‘ইতি কেচিৎ প্রভাবত্বেত্বকুরঃ কেশবভারতী।’ (অর্থাৎ মথুরায় যিনি কৃষ্ণকে যজ্ঞস্থত্র দান করিয়াছিলেন, সেই সান্দীপনি মুনিই কেশবভারতী। আবার কেহ কেহ অকুরকেও কেশবভারতী বলিয়া থাকেন।) ১৪৩২ শকাব্দায় কাটোয়ায় ইনি নিমাই পণ্ডিতকে সন্ন্যাস দান করেন।” (চৈঃ চঃ আ ৯।১০ অনুভাষ্য ও বৈষ্ণবমঞ্জুরা ২য় সংখ্যা প্রঃ ৮)

শ্রীকেশবভারতী আবার ভক্তিকল্পতরুর নয়টি মূল স্বরূপ নয়জন সন্ন্যাসীর অন্ততম। (চৈঃ চঃ আ ৯।১০) ‘শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কেশবভারতী’ এই পিতৃব্যাক্য শ্রবণে শ্রীঅদৈতাচাৰ্য্যনন্দন পঞ্চবর্ষের বালক অচ্যুতানন্দ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—“জগদগুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ। তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥ চৌদভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি। তাঁর গুরু—অতঃ, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥” (চৈঃ চঃ আ ১২।১৪-১৬)। শ্রীমন্নহা-প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণলীলা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন—“* * * *। কেশব-ভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥ প্রভু তাঁরে নমস্করি’ কৈল নিমন্ত্রণ। ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥ তুমি ত দেখব বট সাক্ষাৎ নারায়ণ। রূপা করি কর মোর সংসার মোচন ॥ ভারতী কহেন তুমি দেখব; অন্তর্ধামী। যে কহ, সে করিব,—স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেল। মহাপ্রভু

তাঁহা ঘাই’ সন্ন্যাস করিলা ॥”—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৬৮-২৭২ শ্রীনিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচাৰ্য্য এবং মুকুন্দদত্ত—এই তিনজন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসকালোচিত বিভিন্ন কর্মে সহায়তা করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্করণ চৈঃ চঃ আ ১৬।২৫ ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্যে’ লিখিত আছে—

“দিগ্বিজয়ী—কাশ্মীর দেশীয় ‘কেশব মিশ্র’ নামক পণ্ডিত। মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষিত হইবার পর শ্রীনিবাসদিত্যের সম্প্রদায়ে আচাৰ্য্য লাভ করিয়া তৎকৃত বেদান্তপারিজাতাদি ভাষ্যের টিপ্পনী করিয়াছেন।”

ঐ ‘অমৃতপ্রবাহে’ লিখিত আছে—

“দিগ্বিজয়ী—কাশ্মীর-দেশীয় ‘কেশব’ নামক পণ্ডিত। ইনি তৎকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ প্রতিভাধারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে বহির্গত হইয়া অবশেষে গোড় দেশে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইবার পর শ্রীমন্নহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া নিষার্কসম্প্রদায়ে ভগবদ্ভক্তনের জন্ম প্রবেশ করেন। তিনি নিষার্করচিত বেদান্তদর্শনের পারিজাত ভাষ্যের টীকাকার শ্রীনিবাসাচাৰ্য্যের ‘বেদান্ত কোস্তভ’ টীকার ‘কোস্তভপ্রভা’ নামী টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ তরঙ্গে—নিষাদিত্যের শিষ্য পরম্পরা—শ্রীনিবাসাচাৰ্য্য, বিশ্বাচাৰ্য্য, পুরুষোত্তম, বিলাস, স্বরূপ, মাধব, বলভদ্র, পদ্ম, শ্রাম, গোপাল, রূপা, দেবাচাৰ্য্য, সুন্দরভট্ট, পদ্মনাভ, উপেন্দ্র, রামচন্দ্র, বামন, কৃষ্ণ, পদ্মাকর, শ্রবণ, ভূরি, মাধব, শ্রাম, গোপাল, বলভদ্র, গোপীনাথ, কেশব, গোবিন্দ, এবং কেশবকাশ্মীরী—২৯শং পর্যায়ে।”

—চৈঃ চঃ ঐ আ ১৬।২৫

দিগ্বিজয়ী রাত্রিতে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার রূপায় যখন জানিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরতত্ত্ব, তখন প্রভাতে আসিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন—

“সরস্বতী রাত্রে তাঁরে উপদেশ কৈল।

সাক্ষাৎ দেখব করি’ প্রভুরে জানিল ॥

প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ ।
প্রভু রূপা কৈল, তাঁর বশিল বন্ধন ॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন ।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥”

—চৈঃ চঃ আ ১৬।১০৬-১০৮

সুতরাং আচার্য্য নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত কেশব
কাশ্মীরী ও শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর সম্মানসদা কেশব ভারতী
এক নহে। নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত কেশবকাশ্মীরী কখনও
শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর সম্মান গুরু হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

শ্রীমতী লিপিকা দত্ত, বি-এ

কলিযুগপান্নাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত
ধর্ম কি, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে তিনি কে,
তাহা আলোচনার প্রয়োজন সমধিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর
‘মাংসভোজ’ নীতিতে শাসিত বাংলায় প্রেমের অবতার
শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু—দেশের নিদারুণ সংকটকালে পরি-
ত্রাণায় সাধুনাং আবির্ভূত স্বয়ং ভগবানের করুণাঘন-
মূর্তি। স্মার্ত ও অস্মার্ত পণ্ডিত সমাজ যিনি যাহাই
বলুন, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের এইরূপই দৃঢ় বিশ্বাস। বৈষ্ণব-
দৃষ্টিতে তিনি যুগমানব, মহামানব, মহাপুরুষ ইত্যাদি কিছুই
নহেন, তিনি যুগাবতার এবং সর্বোপরি শ্রীবাধাভাবছাতি-
সুবলিত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।

এই কলিযুগে স্বয়ং ভগবান নিজ আচরণ মূলে
জগৎকে ভক্তিবর্ধন শিক্ষা দিবার জন্য জগদগুরু শ্রীচৈতন্য-
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই বৈষ্ণবমহাজন কলি-
যুগকে বন্দনা করিয়া গাহিয়াছেন—“প্রণমহৌ কলিযুগ
সর্বযুগস্যার।” বস্তুতঃ কলিযুগকে সর্বযুগস্যার বলিবার
মূল কারণ এযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্য আবির্ভাব।
শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবকে অনেকে শ্রীচৈতন্য রেনেসাঁস্
বলিয়াছেন। আধুনিক যুগের জড়বিজ্ঞানের আদর্শ
লইয়া বিচার করিলে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান
ও জীবনমাধুর্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারি না।
কিন্তু তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক
প্রেক্ষাপটে বিচার করিলে শ্রীমদ্বাহাপ্রভুকে বাংলা তথা
ভারতের বৃক্রে রেনেসাঁস্ বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যাুক্তি
হয় না।

ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে জানা যায় যে,

শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে
হইতেই সমগ্র দেশ এবং জাতি বিধর্মীর চণ্ডনীতির দ্বারা
শাসিত হইয়া দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।
অস্পৃশ্যতা, পুঁজিবাদ, শোষণ, নীতিবিবর্জিত ভোগ-
বিন্যাসিতা, রাজকীয় ইসলামধর্মের মোহ এবং এক
অমাত্রমুখিক পাশবিকতা সমগ্রদেশকে ছাইয়া ফেলিয়া-
ছিল। দেশের এই ঘোর দুর্দিনে প্রেমের ঠাকুর
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অগ্রসর হইলেন শ্রীনাথের বিজয়-
বৈজয়ন্তী লইয়া। তিনি কহিলেন—“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তার
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায়
প্রেমধন ॥” এই নামভজনে কালকাল শোঁচাশোঁচ জাতি-
কুল আদি কোন বিচার নাই। শ্রীনাথে সর্বশক্তি আহিত
আছে। ‘ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সভার’। নাম-
সংকীর্তন-প্রধান ভক্তিই জীবের পরমধর্ম।

চৈতন্য পূর্ব যুগে মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীগণের
নিকট শুধু—“দাও দাও” প্রার্থনা চলিয়া আসিতেছিল,
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গতানুগতিকতার উদ্ধে থাকিয়া
নিকাম ভজনের আদর্শ দেখাইয়া বলিলেন—
“ন ধনং, ন জ্ঞানং, ন স্তম্ভরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মানি জন্মানীধরে ভবভুক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥”

শ্রীমদ্বাহাপ্রভু প্রচার করিলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই
জীবের একমাত্র উপাস্য। কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন দ্বারা সর্ব অনর্থ
নাশ ও সর্বার্থ সিদ্ধি হয়। ভগবদ্ভজনের পথে ‘অহং’
ভাব বাধাস্বরূপ, সুতরাং অহংকার ত্যাগ করিতে হইবে।
শ্রীচৈতন্যের বাণী—

“তৃণাদপি সূনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা ।
অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাই—

“বৃক্ষ যেন কাটিলে কিছু না বোলয় ।
শুকাইয়া মৈলে করে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ।
যথা বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥”

অনেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এইরূপ সহিষ্ণুতার আদর্শকে বীর্ধ্যহীন ও জীবনবিমুখের বাতুলতা বলিয়াছেন । বর্তমানে বীর্ধ্যবত্তা বলিতে যে ধরনের brute force (পাশবিক শক্তি) কে নির্দেশ করা হয়, তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ জীবনবিমুখ তথা কর্মবিমুখের নয় । বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করিলে তাহাকে জীবন বিমুখতা বলা নিশ্চয়ই চলে না । বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ যথাসমীচ্য ভগবৎপ্রীত্যর্থ ত্যাগ করিবার মত দুর্দান্ত মনোবলের পরিচায়ক ।

শ্রীচৈতন্যদেব জগতে যে ধর্ম প্রচার করিলেন, তাহা জ্ঞান বা কর্মের নয়, তাহা বিশুদ্ধ ভক্তিদ্ব্যর্থ । তিনি জগদ্বাসীকে বুঝাইলেন যে, হৈতুকী ভক্তি নিমিত্ত-জাত, সুতরাং নৈমিত্তিক ধর্ম । কিন্তু অহৈতুকী ভক্তি আত্মার নিত্যধর্ম । তাহাতে সাংসারিক অনিত্য সুখৈখ্য এমন কি মুক্তিকেও বহুমানন করা হয় নাই । ভক্তের বিচার ভগবান্ যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্ত । সুতরাং জাগতিক সুখ দুঃখের বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই । ব্রজেন্দ্র-

নন্দন শ্রীকৃষ্ণই জীবের নিত্য প্রভু এবং জীব তাঁহার নিত্যদাস । নিত্য প্রভুর চরণে হেতু ব্যতিরেকে নিত্য ভক্তি প্রদর্শনই জীবের নিত্য কৃত্য ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেমের গভীরত্ব নির্দেশ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

“যদি গৌর নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে ।
রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে ॥”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধারাগীর প্রেমাশ্বাদন করিবার জন্ত তাঁহারই ভাব ও দেহকান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে কলিহত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন—

“হরি হরি এ বড় বিশ্বম লাগে মনে ।

জিনি নব জলধর পূর্বে যার কলেবর

সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে ॥

শিখি পুচ্ছ গুজ বেড়া মনোহর যার চুড়া

সে মন্তক কেশ শূন্য দেখি ।

যার ঝাঁকা চাহনিতো মোহে রাধিকার চিতে

এবে প্রেমে ছল ছল আঁধি ॥”

কলিযুগপারনাবতারী রাধাভাবদ্রাতি-সুবলিত শ্রীমদ্বা-
প্রভু স্বয়ং ভগবান্ সাফাং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ‘পরিভ্রাণায় । সাধূনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতানাং । ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে
যুগে ॥’ এই প্রতিজ্ঞাপালন করিবার জন্তই তিনি অবতীর্ণ ।
তিনি আমাদেরকে কৃপা করুন, তাঁহার শ্রীদাদপদে ভক্তি-
অর্থ্য ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি ।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিব্যমী শ্রীমন্তক্টিময়ুধ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবান্ কাহার ধন হরণ করেন ?

উত্তর—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া ত্রিজগৎ, এমন কি জগৎপতি আমাদেরও অবজ্ঞা করে, আমি কৃপা করিয়া তাহাদের ধন হরণ করিয়া থাকি ।
(ভাঃ ৮।২২।২৪)

জীব অনীশ্বর অর্থাৎ পরতন্ত্র । দৈব স্বতন্ত্র—স্বেচ্ছা-
চালিত । আমি (ভগবান্) সকল অমুগ্রাহ্য জীবের ধন
হরণ করি না । আমি কাহারও ধন হরণ করি,
কাহারও ধন হরণ করি না, আবার কাহাকেও প্রচুর ধন
দান করি । আমার এই অমুগ্রহ জীবের অতর্ক্য ।

অনুগ্রহ বিবিধজাতীয়। (ভাঃ ৮।২২।২৫—২৭ টীকা)

কর্মজ্ঞতা হি সম্পদ অনর্থকারিণী, তামেব প্রথমানুকম্প্য তন্তুস্ত ভগবান্ হরতি, ন তু বদদাম্। কর্মজ্ঞতানামেব ভোগানং বন্ধকতং ন তু দৈশ্বদদাম্।

(৫।১।১২ টীকা)

প্রশ্ন—সেবা কাহাকে বলে ?

উত্তর—শ্রীতির সহিত আজ্ঞাপালনই অচ্যুত বা সেবা। (ভাঃ ৯।১।২৫ টীকা)

শাস্ত্র বলেন—গুরু-কৃষ্ণের অত্র শ্রীতির সহিত নিকাম-ভাবে বাহা করা যায়, তাহাই প্রকৃত সেবা। সেবায়াং কৃষ্ণসুখে তাৎপর্যং, ন তু স্বসুখে।

প্রশ্ন—দেব-দেবী পূজা কখন হইতে আরম্ভ হয় ?

উত্তর—সত্যযুগে একমাত্র শ্রীনারায়ণই সকলের সেবা ছিলেন। তখন দেব-দেবীর পূজা ছিল না। সত্যযুগে হংসবর্ণ নামক একটা বর্ষ ছিল। ত্রেতাযুগারম্ভে কৃষ্ণের প্রাক্তি বা অত্র পূজা আরম্ভ হয়। (ভাঃ ৯।১।৪৮-৪৯)

প্রশ্ন—নিকাম ভজনে ও সকাম ভজনে কি তফাৎ ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—নিকামভজনে অপ্রার্থিতা এবং সর্বো কামাঃ ভবন্তি, সকাম-ভজনে তু কামিতমাত্রমনিত্যক। (ভাঃ ৫।১।৮২।২১-২২ টীকা)

সকাম ভজনে কেবল প্রার্থিত দ্রব্য—অনিত্য ফল লাভ হয়। কিন্তু নিকাম ভজনে কোন প্রার্থনা না থাকিলেও ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হওয়ায় যাবতীয় কামনা-পূর্তি এবং ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—দৈশ্ব কে ?

উত্তর—শ্রীবিষ্ণুই দৈশ্ব। ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং অন্যান্য সকলেই শ্রীবিষ্ণুর তেজেই তেজস্বী, তাঁহার শক্তিতে শক্তিশালী। জগৎ-কার্যের অবসানে তাঁহারা ঐ তেজ হইতে বিযুক্ত হন এবং তেজোহীন হইয়া সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

(ভাঃ ৫।১।৩।৩-৫ টীকা)

প্রশ্ন—অজ্ঞতাবশতঃ পাপ করার ফল কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—প্রমাদবশতঃ পাপকারীর অন্ন দণ্ড। জ্ঞানবশতঃ পাপকারীর ফল মধ্যম এবং নাস্তিকতা-প্রযুক্ত পাপকারীর ফল বা শাস্তি গুরুতর।

(ভাঃ ৫।২।৩।৩ টীকা)

প্রশ্ন—সর্বাবস্থায় সমুদ্রচিহ্নেই কি হরিভজন করণীয় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—সুখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে, দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়তে ইতি বুদ্ধ্যা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সমুদ্র থাকিয়া হরিভজন করিতে হইবে।

(ভাঃ ৪।৮।৩৩ টীকা)

প্রশ্ন—লোকের সন্ততি কিরূপ ব্যবহার করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হন ?

উত্তর—যে ব্যক্তি নিজাপেক্ষা গুণাধিক ব্যক্তিকে হিংসা না করিয়া শ্রীতি, নিজাপেক্ষা গুণহীনকে অবজ্ঞা বা তিরস্কার না করিয়া রূপা এবং সমান ব্যক্তির সহিত স্পর্ধা না করিয়া মৈত্রী করে, তাহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হওয়ায় সে কখন দুঃখ পায় না এবং সুখে থাকে।

(ভাঃ ৪।৮।৩৪ টীকা)

প্রশ্ন—বঞ্চিত কে ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বলিয়াছেন—হে ভগবান্, যে আপনার সেবা বা সুখ ব্যতীত স্বসুখার্থ অত্র কামনার বশবর্তী হইয়া আপনার উপাসনা করে, সে আত্মবঞ্চিত।

(ভাঃ ৪।৯।২ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তির ফল কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভক্তেরীকৃতফলং চতুষ্কিরেব। ভক্তেঃ স্বতঃ ফলং ভক্তানাঞ্চ নিকামত্বম্।

(ভাঃ ৪।৯।১০ টীকা)

প্রশ্ন—সংসদ্বই কি ভক্তির মূল ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—সংসদ্বই ভক্তির কারণ, সংসদ্বই ভক্তিফল, সংসদ্বই স্বয়ং ভক্তি। এজ্ঞা ভগবদর্শনের পরও সংসদ্ব প্রার্থনীয়। সংসদ্ব বিনা প্রবণাদি ভক্তি সুবস বা সুবকর হয় না।

(ভাঃ ৪।৯।১১ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তের হস্তে মৃত্যুর কি ফল ?

উত্তর—ভগবদ্ভক্তের হস্তে মৃত্যু হইতে সত্যলোকাদি লাভ হয় কিন্তু মুক্তি হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অত্র অবতারগণের হস্তে মৃত্যু হইলেও মুক্তি হয় না। পরম্বৈষ্ণবালাদি লাভ হয়।

(ভাঃ ৪।১১।৫ টীকা)

প্রশ্ন—কর্তা কে ?

উত্তর—ভগবান্ শ্রীহরিই একমাত্র কর্তা। এতদ্ব্যতীত কি মনুষ্য, কি দেবতা কেহই কর্তা নহেন। অজ্ঞানতা-বশতঃ নিজেকে কর্তা মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। শাস্ত্র বলেন—পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কৰ্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ। নাহং কর্তা ন কর্তা ত্বং কর্তা যন্ত সदा প্রভুঃ॥—মোক্ষধর্ম্যে।

(ভাঃ ৪।১২।৪ টীকা)

প্রশ্ন—কি ভাবে পাঠ-কীর্তন করিলে সিদ্ধি হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—আমার কথিত বা কীর্তিত কৃষ্ণকথা ভক্তগণ শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রবণ করিতেছেন, তাহাতে ভগবান্ সুখী হইতেছেন, ইহাই আমার বেতন, —এই চিন্তাবৃত্তি লইয়া পাঠ-কীর্তন করিলে সিদ্ধি হয়।

(ভাঃ ৪।১২।৫০ টীকা)

প্রশ্ন—দুর্মলের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া কি চুপ করিয়া থাকা উচিত ?

উত্তর—কখনই না। শাস্ত্র বলেন—সমদর্শী ও শাস্ত্র হইয়াও দুর্মলের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া তাহা নিবারণ না করিলে ব্রাহ্মণেরও ব্রহ্মভেজ্য নষ্ট হয়।

(ভাঃ ৪।১৪।৪১ টীকা)

প্রশ্ন—কি জন্ম যত্ন করিলে হুঃখ হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—দৈব-দ্বারা কোন কার্য্য বিনষ্ট হইলে তজ্জন পুনরায় যত্ন করিলে হুঃখই হয়।

(ভাঃ ৪।১২।৩৪ টীকা)

প্রশ্ন—কীর্তন বা পাঠ কিরূপ হইলে শ্রোতৃবৃন্দ আকৃষ্ট ও আনন্দিত হন ?

উত্তর—যে কথা অহৃদয় হইতে প্রকাশিত না হয়, তাহা শ্রোতার অন্তরকে স্পর্শ বা আলোড়িত করে না। যে নিজে আশ্বাদন পায় নাই, সে অত্নকে আশ্বাদন করাইবে কি করিয়া ? কীর্তনকারী পাঠক, বক্তা বা লেখক যদি নিজে আশ্বাদন-সুখ না পান বা নিজে আকৃষ্ট না হন, তবে তাহা আচার্য্যহীন বা রসহীন বলিয়া শ্রোতার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। জীবন্ত সাধুর বীর্থাবতী হরিকথা ব্যতীত অত্নের কথায় লোকের হৃদয় আলোকিত হয় না বা হৃদয়মল যায় না। বলীয়ান্ ধনুকধারী না হইলে তাহার বাণ অপরকে বিদ্ধ বা চঞ্চল করিতে

পারে না। (ভাঃ ৪।২০।২৪ টীকা)

প্রশ্ন—নির্জন স্থানই কি আকাজ্ঞনীয় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—যেখানে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ নাই, সে স্থান নির্জন হইলেও স্পৃহা করা উচিত নয়।

(ভাঃ ৪।২২।২৩ টীকা)

প্রশ্ন—কে অর্থকে পরমার্থ মনে করে ?

উত্তর—গৃহব্রত বা গৃহাসক্ত ব্যক্তিই স্ত্রী-পুত্র-অর্থ প্রভৃতিকেই পরমার্থ মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়।

(ভাঃ ৪।২৫।৬ টীকা)

প্রশ্ন—গুরুকৃপাতেই ত' কৃষ্ণসেবায় রুচি হয় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—শ্রীমদগুরুকৃপয়া জীবন্ত শ্রীকৃষ্ণসেবা-রুচি ভবতি। তখন সখ্যা ও আত্ম-নিবেদন ব্যতীত শ্রবণকীর্তনাদি ৭টী অঙ্গ যাজন করে। ঐ দুইটী প্রথমে গুরু বলিয়া ঐ ৭টী ভক্তাঙ্গ যাজন করিতে করিতে পরে ঐ দুইটী সহজেই হয়।

(ভাঃ ৪।২৮।৩০ টীকা)

মহৎকৃপয়া জীবন্ত মনঃ কৃষ্ণসেবাসক্তং ভবতি। এক্ষণে গুরুসেবা-প্রবৃত্ত সৌভাগ্যবান্ (ঐ ৩২ টীকা) শিষ্য শ্রবণকীর্তনাদি, ভক্তনোপযোগী নির্জন স্থান, এমন কি ভজনানন্দকেও গুরুসেবার জন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কারণ তিনি জানেন—কেবলমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই অনায়াসে সুখে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়—সর্বসাধা সিদ্ধ হয়। তাই বেদাদি শাস্ত্রেও গুরুসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিকার উক্ত হইয়াছে।

(ভাঃ ৪।২৪।৩৪ টীকা)

প্রশ্ন—শুদ্ধ ভজনটী কি ?

উত্তর—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধ ভজন। গুরু-কৃষ্ণের সুখের জন্ত যে অনুশ্রম যত্ন, তাহাই শুদ্ধ সেবন। তাই শাস্ত্র বলেন—‘ভজনন্ত ভগবৎসুখে তাৎপর্য্যং ন তু যমুখে।’

(ভাঃ ৪।২৩।৩৬ চক্রবর্তী টীকা)

‘আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিক্রমমা।’

‘সেই শুদ্ধ ভক্ত যে তোমা ভজে তোমা লাগি।’

প্রশ্ন—সংসঙ্গ ব্যতীত নিজে নিজে শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কি ভক্তি হয় না ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—সংসঙ্গ বিনা নিজে নিজে শাস্ত্র আলোচনা করিলে আলস্য, ঔদাসীন্য়, চাঞ্চল্য, অজ্ঞ-

মনস্কতা, সংশয় প্রভৃতি থাকায় ভক্তির বিকাশ হয় না।

(ভাঃ ৪।২৩।৪১ টীকা)

প্রশ্ন—আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না কেন ?

উত্তর—হৃদয়দেবতা শ্রীহরি প্রসন্ন না হইলে জীবের হৃদয় বা চিত্ত কি করিয়া প্রসন্ন হইবে? যিনি বিদ্বান্, তিনিই গুরু। যিনি গুরু তিনিই হরি। তত্তোৎসং বিনা যন্ত কথং সম্ভাব্যো ভবতি? ভক্তিতে গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই রক্ষক। সুতরাং সঙ্গুরুচরণাশ্রিতের চিন্তার কিছু নাই। নিরুপটে গুরুকৃষ্ণসেবা করিতে করিতেই তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। (ভাঃ ৪।২৩।৫০-৫১)

প্রশ্ন—ভোগ ত' বন্ধনের কারণ ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—কর্মফলপ্রাপ্ত ভোগ বন্ধনের কারণ। তাহা নরকতুল্য ও ভক্তিপ্রতিকূল। কিন্তু ভগবৎকৃপাপ্রদত্ত বিষয় তজ্জপ নহে। তাহাতে বিষয়াসক্তি বর্জিত না হইয়া ভক্তি বৃদ্ধি হয়। যথা পৃথু, প্রহ্লাদ, ক্রব, মনু প্রভৃতি। (ভাঃ ৪।৩০।১২ টীকা)

প্রশ্ন—কাহার সংসারবন্ধন হয় না ?

উত্তর—যে-সকল গৃহস্থ প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণ বা আলোচনা করেন, তাঁহাদের সংসার বন্ধন হয় না।

(ভাঃ ৪।৩০।১২)

প্রশ্ন—সাধুসঙ্গ কি পরমসুখকর ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। সাধুসঙ্গ স্বর্গ ও মোক্ষ অপেক্ষাও কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ। সাধুসঙ্গে যে সুখ ও মঙ্গল হয়, সে সুখ বা মঙ্গল স্বর্গে বা মোক্ষে নাই।

সাধুসঙ্গ সিদ্ধ ও সাধক সকলেরই সর্বদা সর্বথা পরম উপাদেয়। এমন কি সাধুসঙ্গ সর্বসুখদাতা ভগবানেরও পরমসুখপ্রদ। (ভাঃ ৪।৩০।৩৪-৩৫)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভক্তের হৃদয়েই সতত থাকেন ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—শুদ্ধ মনে শ্রীহরি নিরন্তর ভাবনা দ্বারা আহৃত হইয়া বাস করেন। ভক্তবশতঃ বশতঃ তিনি সে-স্থান হইতে অস্ত্র যান না।

(ভাঃ ৪।৩১।২০)

শাস্ত্র আরও বলেন—

ভক্তচিহ্নে, ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।

কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—ভক্তের মমতার পাত্র কে ?

উত্তর—ভক্তান্নং ভগবতোব মমতা নাগত্র যথা, তথৈব ভগবতোহপি ভক্তেষেব মমতা।

ভগবানের প্রতিই ভক্তের মমতা হয়, অস্ত্র হয় না। তজ্জপ ভগবানেরও ভক্তের প্রতিই মমতা, আপন-জ্ঞান বা প্রীতি হইয়া থাকে।

ভক্ত ভগবৎ-প্রমরসজ্জ, আর 'ভগবান্ ভক্ত-প্রেম-রসজ্জ। (ভাঃ ৪।৩১।২২ টীকা)

অকিঞ্চনগো হরিঃ। হরিঃ অকিঞ্চনং প্রাপ্নোতি কিং পুনর্বক্তব্যং অকিঞ্চনো হরিং প্রাপ্নোতি।

(ভাঃ ৪।৩১।২২ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবানের জন্ম কিরূপ ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—স্বর্ঘ্যোদয়ের স্থায়ী কৃষ্ণের আবির্ভাব বা জন্ম। স্বর্ঘ্যাস্ত যেরূপ, কৃষ্ণের অন্তর্ধান তজ্জপ।

(ভাঃ ১।১।৩০।৫ টীকা)

ভগবানের দেহ (শ্রীবিগ্রহ), নাম-ধাম-গুণ-লীলা-পরিকর (ভক্ত) সবই নিত্য। (ভাঃ ৬)

ম্যাজিসিয়ান্ যেরূপ জন্ম-মরণাদির অভিনয় করে। ভগবানের জন্মাদিও তজ্জপ।

(ভাঃ ১।১।৩১।১১ টীকা)

জীবের জন্ম-মৃত্যু দুঃখময়, কিন্তু ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব সুখময়। (৬)

প্রশ্ন—বহির্গুণ ব্যক্তি সমীপস্থ ভগবান্কে দেখিতে পায় কি ?

উত্তর—কখনই না। শাস্ত্র বলেন—চক্ষুর্বিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ। সমীপস্থং ন পশন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্গুণাঃ ॥ (পাদ্যোত্তরখণ্ড)

পশ্যমানোহপি তু হরিং ন তু বেত্তি কথঞ্চন।

বেত্তি কিঞ্চিং প্রসাদেন হরেরথ গুরোস্তথা ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৫।৪২ তথ্য) (ব্রহ্মতর্কে)

প্রশ্ন—এ জগৎ ত' নখর ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। এই জড় জগৎ মায়াময় ও নখর। এই জগৎকে ভোক্তাভিমাত্রী জীব নিজের ভোগ্য মনে করে। কিন্তু জীব ভোক্তা নহে, জগৎও জীবের ভোগ্য নহে। জগৎ জগদীশ্বরের সেবোপকরণ। জীব

ভগবানের সেবক এবং ভগবৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা চালিত।

(ভাঃ ১১।৭।১২)

গুণবুদ্ধি ন বিহিতং কিন্তু দেশপ্রেরিতোহস্ম্যহম্,
স এব চ ময়ি স্থিতা নিন্দ্যানিনন্দ্যে করোত্যজঃ। ন মে
দোষো ন চ গুণঃ কর্তৃভাভাবতঃ স্মৃটম্।

(ভাঃ ১১।৭।১৮ মাধবভাষ্য)

প্রশ্ন—জীব কি স্বতন্ত্র কর্তা ?

উত্তর—না। জীব অস্বতন্ত্র কর্তা বা প্রয়োজ্য কর্তা।

অনুধ্যায়ী দেশরই স্বতন্ত্র কর্তা বা প্রয়োজক কর্তা।

(ভাঃ ১১।৭।২৩ টীকা)

দৈবাবধীন জীব দৈবাবধীন অত্ জীব কর্তৃক উৎপীড়িত
হইয়া তাহা দৈবকার্য জানিয়া (ভূতানাং দৈববশবর্তিত্বং
জানন্) ধর্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না। সবই
ভগবদ্বিচ্ছা জানিয়া পৃথিবীর ত্যায় বা বুদ্ধবৎ সহিষ্ণু ও
ক্ষমাশীল হওয়া কর্তব্য। (ভাঃ ১১।৭।৩৭ টীকা)

প্রশ্ন—কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায় ?

উত্তর—অগ্নিধর্মী এধসি এবিষ্ট দৈবতে মনুনাভু প্রকটী
ভবতি তথৈব ভগবানিদং জগৎপ্রবিষ্ট দৈবতে অবগ-
কীর্তনাদি ভক্ত্যভ্যাসাৎ প্রত্যক্ষী ভবতি।

(ভাঃ ১১।৭।৪৭ টীকা)

কাঠে যেমন অগ্নি থাকে, তজ্রূপ ভগবান্ সর্বত্র
আছেন। মনুন দ্বারা যেরূপ কাঠ হইতে অগ্নি প্রকাশ
পায়, তজ্রূপ অবগকীর্তনাদি ভক্তিদ্বারা ভগবান্ হৃদয়ে
আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন—কোন বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার ?

উত্তর—ভগবচ্ছিত্তা, ভগবৎ-সুখবিধান প্রভৃতি প্রকৃত
স্বার্থ বিষয়ে সতত মনোযোগী হইতে হইবে। দ্রুংখ-
প্রসবকারী স্বসুখের জন্ম বাস্তব না হইয়া অজগরের দ্বারা
ভগবদ্বিচ্ছায় যথালোভে সম্ভষ্ট থাকাই কর্তব্য।

স্বাস্থ্য খারাপ হইলে বা অতি কষ্টে পড়িলেও
ইষ্টদেবকে ভুলিতে হইবে না।

ভক্ত জাগতিক সুখদ্রুংখে বিচলিত না হইয়া সর্ব-
মৎস্বরূপম্।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্য-বাণী ৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৯৬ পৃষ্ঠার ২য় কলমে ১ম লাইনে ‘প্রেমসর-নির্ধাস’ স্থলে ‘প্রেমরস-
নির্ধাস’ এবং ২য় লাইনে ‘রামমার্গ ভক্তি’ স্থলে ‘রামমার্গ ভক্তি’—এইরূপ পাঠ হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত বর্ষের
৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪ পৃষ্ঠার ২য় কলমে ১৩ লাইনে ‘কামাদয়ে জীয়ন্তে’ স্থলে ‘কামাদয়ে ক্ষীয়ন্তে’ হইবে। পাঠকগণ কৃপা
পূর্বক উহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

বহায় অচল থাকিবেন। তবে ভগবৎপূর্ণালাভ-অলাভাভ্যা-
মেব অন্ত হর্ষশোকৌ স্মাতাম্। (ভাঃ ১১।৮।২-৬)

যাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, এরূপ জীবিকামাত্রেরই
সম্ভষ্ট থাকা দরকার।

যথা-যোগ্য বিষয় ভোগ করিয়াও তাহাতে আসক্ত
হইতে হইবে না।

দেহের মধ্যে থাকিয়াও আত্মা হইতে দেহকে পৃথক্
বলিয়া জানা প্রয়োজন। (ভাঃ ১১।৭।৩২-৪১)

প্রশ্ন—অদুরন্ত সুখ কিরূপে লাভ হয় ?

উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।১) বলেন—

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদবৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।

অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্বিদান্ যত্নকিঞ্চনঃ ॥

এ জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি প্রীতি বা
আসক্তি দুঃখের কারণ। ইহা জানিয়া যিনি অকিঞ্চন
(নিস্পৃহ) হইতে পারেন, তিনিই অনন্তসুখ বা পরমা শান্তি
লাভ করিতে পারেন।

অকিঞ্চনই পরমসুখী। সাকিঞ্চন বা সক্রমই দুঃখী।
যত্নকিঞ্চনো নিস্পৃহঃ স এব বিদান্ তৎসুখমাপ্নোতি।

(৫ টীকা)

প্রশ্ন—শ্রীরাধাদাস্তলাভের আশা কি মহাভাগ্য-
সাপেক্ষ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—
জড়ভোগের আশা-ভরসার প্রদীপ নির্বাপিত না হওয়া
পর্যন্ত কাহারও হৃদয়ে শ্রীরাধাপদপঙ্কজসেবালাভের
আশা স্থান পাইতে পারে না।

প্রশ্ন—গুরুসেবা কি অবশ্য করণীয় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—
নিরন্তর ভগবৎসেবারত শ্রীগুরুদেবের উপাসনাই কর্তব্য।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

‘মদভিক্ষ্যং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্। টীকা—

সর্বতোহপ্যাধিকেন আগ্রহেণ গুরুমুপাসীত। মদাত্মকম্—

মৎস্বরূপম্। (ভাঃ ১১।১০।৫)

প্রার্থনা

[শ্রীরাধামাধব চক্রবর্তী]

(১)

হে গোবিন্দ এই জন নিবেদন করে ।

মোকে দেখি দন্তশীল, ত্যজিবে কিহে স্তম্ভশীল,

এই কি বিচার তব দ্বারে ॥১

আমি তব নিজজন, তুমি অতি বিচক্ষণ,

দণ্ড করি তারহ আমারে ॥২

যদি আমি নাহি কিরি, শুন ওহে গিরিধারি !

‘গেরেপতারী’ দিয়ে ধ’রে ॥৩

পূরে রাখ বৃন্দাবনে, এই মম আকিঞ্চনে,

দীন জনে রাখাকুণ্ড-তীরে ॥৪

বৈষ্ণবের পদবেণু, ভূষিত হইয়া তল্ল,

নাচিব গাহিব রঙ্গ ভরে ॥৫

প্রহরী দিও ব্রজবালা, কাজ দাও গাঁথব মালা,

পর্যাইব সখীগণ দ্বারে ॥৬

(২)

আমি ত’ পতিত প্রভু দয়া কর মোরে ।

মো সম পতিত নাহি জগত মাঝারে ॥১

উদ্ধার না কর যদি, পতিতপাবন ।

বৃথা নাম ধরিয়াহ, ওহে জনাৰ্দ্দন ॥২

দীনহীন পড়িয়াছে, এই ভব কান্দে ।

সদা হাহতাস করি প্রাণ মোর কান্দে ॥৩

মোরে ধ’রে দণ্ড ক’রে যদি দ্রাণ কর ।

তবে জানি ঠিক তুমি, পতিত উদ্ধার’ ॥৪

তব দাস দীনহীন বহিল আশা করি ।

করণা না পাই যদি তবে প্রাণে মরি ॥৫

(৩)

কাকালের ঠাকুর প্রভু নিবেদন করি ।

আমা সম কাকাল নাহি দেখহ বিচারি ॥১

জানিয়া এ ভারতভূমে কিছু নাহি দিলে ।

এ দেহেতে কিছু তব কার্য না করালে ॥২

যত্নে দৈব তুমি যা ইচ্ছা তা কর ।

শুনেছি কাকাল পেলে হৃদয়েতে ধর ॥৩

আমায় সমান তবে কাকাল কেবা আর ।

ভক্তিশূন্য প্রেমশূন্য করহ বিচার ॥৪

কাকাল কৃষ্ণদাস কহে কান্দিয়া কান্দিয়া ।

অকারণে ভবমাঝে রাখিলে বান্দিয়া ॥৫

জড়বাদ

“জড় বস্তুই নিত্য, চৈতন্যবস্তুর জড়বস্তুর গুণমাত্র ।

পঞ্চভূত একত্রে হইয়া দেহাকারে পরিণত হইলে চৈতন্যের

উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই মন বলা যায় ।

পঞ্চভূত বিযুক্ত হইলেই ঐ চৈতন্যের বিনাশ হইয়া

যায়, ইহাকেই মৃত্যু বলা হইয়া থাকে । অতএব মৃত্যুর

পরে আর চৈতন্য থাকে না । মনের অতিরিক্ত আর

জীব বা পরমেশ্বর নাই, থাকিলে অবশ্য দেখা যাইত ।”

জড়বাদ-নিরসন

[বিশিষ্ট ভাববিৎ কর্তৃক]

“দেহ, অন্তঃকরণ, জীব ও পরমেশ্বর বস্তুচতুষ্টয়ের

পর পর বস্তু পূৰ্ণ পূৰ্ণ বস্তুর আশ্রয় অর্থাৎ মূল ।

যথা দেহের আশ্রয়—অন্তঃকরণ, দেহ ও অন্তঃকরণের

আশ্রয়—জীব; দেহ, অন্তঃকরণ এবং জীবের আশ্রয়

—পরমেশ্বর ।

দেহের অস্বাতন্ত্র্যাহেতু অন্তঃকরণ দেহের আশ্রয়

হইতেছে, দেহ অন্তঃকরণের আশ্রিত হইতেছে । যদি

জড় বস্তু—নিত্য হইত, চৈতন্যবস্তুর ঐ জড়বস্তুর গুণ হইত,

তাহা হইলে দেহ স্বাধীন হইত, অন্তঃকরণ দেহের

অধীন হইত; কিন্তু তাহা দেখা যাইতেছে না । দেহকেই

অন্তঃকরণের অধীনরূপে দেখা যাইতেছে । যেকালে

আপনি হস্ত সঞ্চালন করেন, সেকালে অগ্রে হস্ত সঞ্চালন

করিবার ইচ্ছা করিয়াই পরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া

থাকেন । অগ্রে হস্ত সঞ্চালন করিয়া পরে তাহার ইচ্ছা

করেন না । ঐরূপ অগ্রে ইচ্ছা করিয়াই দর্শন, শ্রবণ,

আশ্রাণ, পান, ভোজন, গমনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন ।

অগ্রে ঐ সকল কার্য্য করিয়া পরে ঐ সকল কার্য্য

করিবার ইচ্ছা করেন না ।

অগ্রে অন্তঃকরণের স্বাতন্ত্র্যাহেতু অন্তঃকরণ আশ্রয় ও

দেহ আশ্রিত হইতেছে । আপনি যেকালে স্বপ্নাবস্থার

অনুভব করিতে থাকেন, সেকালে আপনার এই দৃশ্যামান

শরীর পর্য্যাকোপরি নিপতিত থাকে, কিন্তু আপনার

অন্তঃকরণ নানা দেশের নানা নগরী রাজধানীতে দিব্য

অট্টালিকায় গমনাগমন, নানা প্রবোধ গ্রহণ, দর্শন, শ্রবণাদি

করিতে থাকে । সেকালে আপনিই সেই সব কার্য্য

করিতেছেন বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন, শয্যাতে অবস্থিত এই দৃশ্যমান শরীরকে স্মরণ করেন না। অত্ন মনোমগ্ন দেহদ্বারা সেই সকল কার্য করিয়া থাকেন। যদি দেহ হইতে আপনি বা আপনার অন্তঃকরণ ভিন্ন না হন, যদি আপনি এই দৃশ্যমান দেহের গুণমাত্র হন, তবে সেকালে এই দৃশ্য দেহকে ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিতে পারিতেন না। অতএব দেহের গুণ মাত্র আপনি নহেন, দেহ ত্যাগ করিয়া আপনি অবশ্য থাকিতে পারেন এবং দেহসহ আপনার বিনাশ হইতে পারে না।”

আপনার অর্থাৎ জীবাত্মার আবার মূল আশ্রয় বা নিম্নস্তা—পরমেশ্বর—পরমাত্মা। “আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে। কৃষ্ণ ইচ্ছা হইলে তবে ফল ধরে।” আপনার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অন্তর্কূল বা অন্তর্গামিনী না হইলে কখনই তাহা ফলবতী হইবে না। জীব—সর্বতন্ত্রতন্ত্র স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ইচ্ছাপরতন্ত্র—“তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।” অগুচৈতন্য জীব বিভূচৈতন্য পরমেশ্বরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত, জীবে অগুচৈতন্য থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছানুবর্তিতাই তাহার সেই স্বতন্ত্রতার সদ্যবহার, নতুবা ভগবৎপরতন্ত্র জীব

নিজেকে স্বতন্ত্র অভিমানে জড়জ্ঞানসর্বস্ব হইতে গেলেই তাহার অধঃপতন অমিবার্য হইয়া পড়ে, জগৎ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। “তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্।”—(গীতা ১৮।৬২)—ইহাই গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি। পরমাত্মার অধীন আত্মা, আত্মার অধীন বুদ্ধি, বুদ্ধির অধীন মন, মনের অধীন ইন্দ্রিয়বর্গ, তাহাদের অধীন রূপ-রস-স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয় হইলে এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তিক্রমে সেই বিষয় সকলকে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত জানিলেই তাহাদের বিষদোষ কাটিয়া যাইবে, মন ভগবচ্ছিত্তারত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইবে, সুতরাং মনের অধীন ইন্দ্রিয়বর্গ ভগবৎকৈঙ্কর্যে—ভগবদগুণীলনে রত হইয়া বিশ্বকে পরাশান্তি-নিকেতন করিয়া তুলিবে। নতুবা ভগবদানুগত্য-বিহীন দেহমনঃসর্বস্ববাদ বা জড়সর্বস্ববাদ প্রবল হইয়া জগৎকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে—দেবহিংসামাৎ-সর্ধানল প্রজলিত হইয়া জগতের শান্তি সৌধকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। সর্বমূল আকরস্থলে সকল মহিমার আরোপই বাঁচিবার উপায়। “মূলেতে সিঞ্চিলে জল শাখাপল্লবের বল শিরে বারি নহে কার্য্যকরী।”

বিরহ-সংবাদ

উক্ত নবেন্দ্র দত্ত মজুমদার :—উড়িষ্যা সরকারের স্বাস্থ্য-পুনর্বাসন বিভাগের প্রাক্তন সচিব উক্ত শ্রীনবেন্দ্র দত্ত মজুমদার, এম্-এ, পি এইচ-ডি, আই-এ-এস্ মহোদয় বিগত ৬ আষাঢ়, ২১ জুন শনিবার দেহরক্ষা করিয়াছেন। কলিকাতায় রাজা বসন্ত রায় রোডস্থ বাটিতে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি হইয়াও বিশেষ ধর্ম-চুরাগী ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার-বৈশিষ্ট্য আকৃষ্ট হইয়া তিনি তৎসম্বন্ধে মঠের সাধুগণের সহিত পরিচিত এবং বনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হন। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজক-চাচাধা ঠ শ্রীমদ্বিজিতদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদে তিনি অগাঢ় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কলিকাতায় থাকাকালে তিনি

৮৬এ, রাসবিহারী এডিনিউহ মঠে ও তৎপরে ৩৫, সতীশ মুখার্জি বোডস্থ মঠের ধর্মসম্মেলনে যোগদান করিতে আসিতেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে কখনও কখনও ভাষণও দিতেন। তিনি নিশ্চিন্তে ঐকান্তিকতার সহিত পরমার্থানুশীলনের অভিপ্রায়ে দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভবিজয় করিলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মঠে আসিতেন এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দির, শ্রীরাধাদামোদর জীউর মন্দিরাদিতে অঙ্কিত ধর্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আমন্ত্রিত হইয়া ভাষণ দিতেন। তাঁহার ছাত্র গৌরশিক্ষাচুরাগী সজ্জনের আকস্মিক প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের ভক্তমাত্রই বিরহবেদনা অতীব করিতেছেন।

শ্রীমতী বনলতা ঘোষ :-শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা যশোহরনিবাসিনী শ্রীমতী বনলতা ঘোষ গত ১৪ জুলাই, ২৯ আষাঢ় সোমবার পূর্ণপাকস্থানস্থ খুলনাজেলার কর্ণপুর গ্রামে আত্মমানিক ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই ইহার পতিবিয়োগ হয়। তদবধি ইনি বৈধব্য ক্লান্ততা সহ-করতঃ জীবনের শেষ কএক

বৎসর শ্রীকৃষ্ণপ্রীতানুশীলনে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাঁহার দেবরপুত্রের অধুনা বসিরহাট-নিবাসী শ্রীশচাঁদ্র ঘোষ, রাণাঘাটনিবাসী ডাক্তার শ্রীহুভাষ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীবিকাশ ঘোষ কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীমঠে গত ২৭-আষাঢ়, ১২ আগষ্ট মঙ্গলবার বৈষ্ণবদ্ব্যতির বিধানানুযায়ী তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের উদ্যোগে

শ্রীধাম বৃন্দাবনে দামোদরব্রত পালন ও

বিভিন্ন বনে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী দর্শনের বিপুল আয়োজন

যথা মাঘে প্রয়াগঃ শ্রাদ্ধৈশাখ্যে জাহ্নবী যথা। কার্তিকে মথুরা সেব্যাত্তোৎকর্ষণরো ন হি॥

কিং যজ্ঞঃ কিস্তপোভিষ্যতীর্থৈরনৈশ্চ সেবিতঃ। কার্তিকে মথুরায়াঞ্চৈদর্শ্যতে রাধিকাশ্রিয়ঃ॥ —পদ্মপুরাণ
“মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ মাসে জাহ্নবীসেবার ত্রায় কার্তিক মাসে মথুরা পরমাদরে সেবনীয়, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর নাই। কার্তিকে যিনি মথুরাধামে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের অর্চন করেন, তাঁহার আর যজ্ঞ, তপস্তা ও অন্ত্যন্ত তীর্থসেবার কি প্রয়োজন?”

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিত্রাজকচার্য্য ও শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে এই বৎসর-মাথুরমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীউজ্জব্রত, কার্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালনের এবং মথুরা, মধুবন, বহলাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যাবন, বর্ধাণ, নন্দগ্রাম, ধেলনবন (শেরগড়), মাঠবন, শ্রীগোকুল মহাবন (ব্রহ্মাণ্ডঘাট), শ্রীবন, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি বিভিন্ন বনে ও উপবনে সংকীর্ণন সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শনের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। ভক্তগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ বিভিন্ন দিনে বাসযোগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিবেন। বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিগুণতিগণ শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক স্থানের মহিমা ব্রূহিষ্য দিবেন। এতদ্ব্যতীত নিয়মসেবাকালীন প্রান্ত্যাহিক কৃত্যসমূহ গুরুপরম্পরা, গুরুষ্টক, শিক্ষাষ্টক, দামোদরাষ্টক, অষ্টমাসে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা কীর্তন এবং প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্ত্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা হইবে। ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা থাকিবে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে দামোদরব্রত পালনেচ্ছু এবং ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ (পুরুষ ও মহিলা) আগামী ৬ কার্তিক, ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পূর্বাঙ্কে হাওড়া স্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেস-যোগে মথুরা শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্নে মথুরা জংসনস্টেশনে পৌছিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে যাইয়া অবস্থান করিবেন। ৮ কার্তিক, ২৫ অক্টোবর শনিবার পূর্ণিমা তিথি হইতে ব্রতাব্রত এবং মাসব্যাপী ব্রতপালনান্তে ৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নবেম্বর সোমবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করা হইবে। প্রত্যেকে হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট দিবসে-যোগদান হইতে প্রত্যাবর্তন পধ্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাদানে মাসাধিকব্যাপী শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন (ভোজন), বাসভাড়া, কুলিভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জ্ঞাত নিজ ব্যয় বাবদ মঠের কর্তৃপক্ষের নিকট ২০০/- দুই শত টাকা জমা দিলে মঠের ব্যবস্থাবীনে নিশ্চিন্তে ব্রতপালন ও শ্রীধাম দর্শন করিতে পারিবেন। শ্রীমঠের দায়িত্বে হাওড়া স্টেশন হইতে বৃন্দাবনে যাত্রায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইলে ট্রেনভাড়া প্রভৃতিবাবদ পৃথক একশত টাকা ১০০/- জমা দিতে হইবে। পাশ থাকিলে অবশ্য রেলভাড়া বাদ যাইবে।

যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানা দিয়া খরচের নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অথবা ২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, সোমবারের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজিস্ট্রী করিয়া লউন, ইহাই অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু নীতবস্ত্র ও গরমের উপযোগী বস্ত্রাদিও লইবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট খালা, বাটী, গ্লাস, ঘটি আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ (ফোন নং ৪৬-৫২০০) ঠিকানায় সাক্ষাদভাবে কিংবা পত্রের দ্বারা সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বঙ্গাব্দ মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ২৬ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্যাদ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত গুরুভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্যাদ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাঠাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্যাদ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫২০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিত্রাজকচাধ্য ত্রিদিগ্বিহিত শ্রীমন্ত্ত্রিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরানুগত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য করেন। বিস্তৃত জ্ঞানিবার নিমিত্ত নিয়ে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

ঈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। কোন নং ৪৬-৫২০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থের আরতনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্ধাস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থেরের দ্বারা অত্র কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সম্মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—‘৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বদ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোতানে, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটি পরমার্থলিপ্সু, সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১’০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বদ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোতানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাভূগত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোতানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্ত শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী ওঁ শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, ঋগ্বেদ ১২৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্কদা মুক্তবাঘু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫; ১২ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ওঁ শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জাংখান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

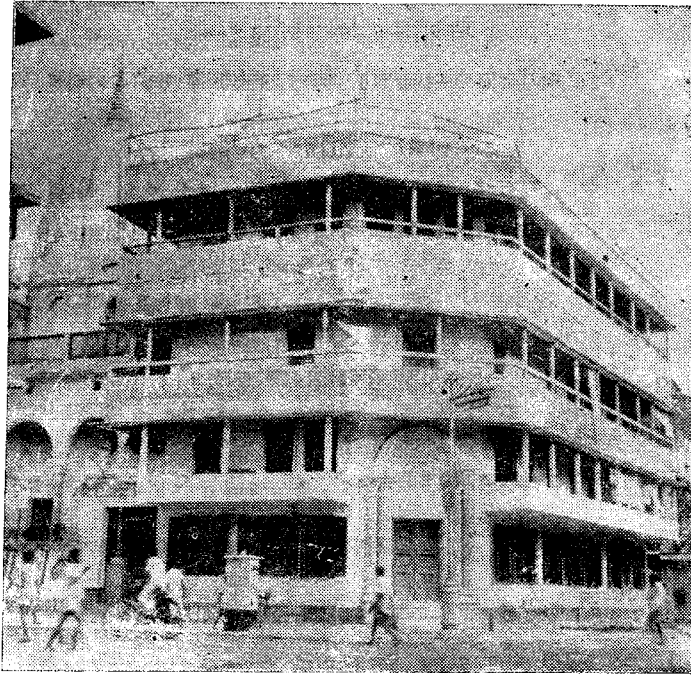
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ওঁ শ্রীমন্তুক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামায়িত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:



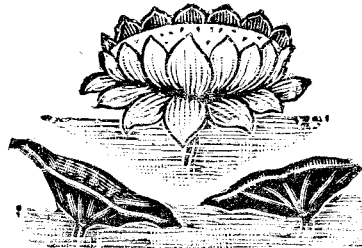
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমাৰ্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

৮ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমন্তজিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযতি শ্ৰীমন্ত্ৰিক্ৰিয়ত মাধব গোঁস্বামী মহাৰাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযামী শ্ৰীমন্ত্ৰিক্ৰিয়মোদ পূৰী মহাৰাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

- ১। শ্ৰীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-এ, কাব্য-ব্যাকরণ-পুৰাণতীৰ্থ, বিত্তানিধি। ৩। শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এল
২। মহোপদেশক শ্ৰীলোকনাথ ব্ৰহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুৰাণতীৰ্থ। ৪। শ্ৰীচিন্তাহরণ পাটগিৰি, বিত্তাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীজগমোহন ব্ৰহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমঙ্গলনিলয় ব্ৰহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিত্তারত্ন, বি, এম-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পো: শ্ৰীমায়াপুৰ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পো: ও জে: মেদিনীপুৰ
৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্ৰীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্ৰীগোড়ীয় সেবাস্রম, মধুবন মহোলি, পো: ও জে: মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরবাড়ি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পো: গোহাটী (আসাম)
১১। শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পো: তেজপুৰ (আসাম)
১২। শ্ৰীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্ৰীপাট, যশড়া, পো:— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পো: চক্চকাবাজার, জে: কামৰূপ (আসাম)
১৪। শ্ৰীগদাই গৌরান্ধ মঠ, পো: বালিয়াটী, জে: ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

“চেতনোদ্বিগমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধূজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বস্বান্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

৯ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭৬। { ৮ম সংখ্যা
৭ পদনাত, ৪৮৩ শ্রীগোরাঙ্গ; ১৫ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার; ২ অক্টোবর, ১৯৬৯।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ, অবিভাহরণ-নাট্যমন্দির

নীতিশাস্ত্রনিপুণ চাণক্য পণ্ডিত ব'লেছেন,—
“তাবচ্চ শোভতে মুখো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।”

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কোন কথা না বলি, ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমাদের ব'সে থাকবার যোগ্যতা হয়। কথা বললেই গলদ পাওয়া যায়। চুপ ক'রে ব'সে থাকলে গলদ দেখতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নির্জনে বিবিক্তাসন হ'য়ে যদি ভক্তনের অভিনয় করা যায়, তা' হ'লে লোকের আক্রমণের পাত্র হ'তে হয় না, প্রশংসাই পাওয়া যায়। আর যদি কিছু কীর্তন করা যায়, তা' হ'লে অনেকের প্রীতিপ্রদ না হ'লেই প্রতিবাদ ও আক্রমণের পাত্র হ'য়ে পড়তে হয়।

আমাদের যে কাজটা পড়েছে তা' নিত্যকাল হরিকীর্তন। তবে তা'তে আমাদের নিজেদের কোন দায়িত্ব নেই। যদি অহঙ্কার-বশে ত্রিগুণ-তাড়িত হ'য়ে কোন কথা আমরা বলি, তা' হ'লেই আমাদের অসুবিধা ও দায়িত্ব এসে যায়; কিন্তু যদি ভগবানের কথা তাঁরই নিজ-জনের আজ্ঞাবাহিদাস-সূত্রে বলি, তা' হ'লে আর দায়িত্ব থাকে না। সুবিধাই হউক, আর অসুবিধাই হউক, তা'তে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেই। যদি মনিবের পক্ষে কোন পিয়ন বা সংবাদ-বাহক সংবাদ বহন

ক'রে এনে দেয় বা সংবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিলি ক'রে দেয়, তা' হ'লে সংবাদ-সম্পর্কে বাহকের কোন দায়িত্ব নেই।

আমরা বড় আশা-ভরসা পেয়েছি; আমাদের নিজেদের কথা কিছু নেই, আমরা কেবল ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের কথা বলব। তা'তে প্রতিবাদের কিছু থাকতে পারে না। আমরা যাঁদের বাণী বহন ক'রে থাকি, জগতের কোন প্রতিকূল মত তাঁদের প্রতিযোগী হ'তে পারে না, সে-সূত্রে আমাদের হৃদয়ে যথেষ্ট বল আছে। আমরা সেই শ্রোতবাণীর সম্মুখে শ্রবণ-কীর্তন-মুখে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব মাত্র। আমরা সর্বদা শ্রীহরির শ্রবণ ও শ্রীহরির কীর্তন করব মাত্র। আমরা সর্বদা শ্রীহরির শ্রবণ ও শ্রীহরির কীর্তন করব, তা'তে আমাদের কোনই অসুবিধা হ'বে না—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরহৃন্দর।

এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥

অর্থাৎ আমাদের নিজেদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের বড় ভরসা, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাক্য বলব। তা'তে আমাদের কোন অসুবিধার কথা নেই, বরং আমরা প্রচুর পরিমাণে আশ্বস্ত হ'য়েছি,

অত্যন্ত ভরসা পেয়েছি—একমাত্র অদ্বিতীয় বাস্তবসত্য জগতে প্রচারিত হ'লে সে-কথার প্রতিবাদ করবার কোন প্রয়োজন হ'বে না।

অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচুর পরিমাণে আল্লাহুজ্যোতের কথা আছে, তাই এ-সকল কথার আদর যথেষ্ট পরিমাণে কেবল ভারতবর্ষেই হ'বে। ভারতেরতর প্রদেশে এ-সকল কথার আদর নেই ও আদর হ'বে না; কিন্তু আশ্বখন্ডের কথা শুধু ভারত বা শুধু বিগতকালের জন্ত নয়, সকল দেশের জন্ত—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্বকালের জন্ত আশ্বখন্ডের বাণী। সব দেশেই ভাল লোক আছেন—সত্য কথা শুনবার লোক আছেন। সব কালেই ভাল লোক হ'য়েছেন, হচ্ছেন ও হ'বেন। আমরা যদি অযোগ্য হই এবং অযোগ্যতার দরুণ বাস্তবিক মরে যাওয়ার আগেই ভীত হ'য়ে অনেকবার মরে যাই, তা'হলে আমাদের হরিকীর্তন হ'ল না। আমাদের ক্ষুদ্র ভাজনে অপূর্ণতা আছে, কিন্তু যোগ্য ভাজনে তা' অধিকতর বিস্তৃতি ও উজ্জলতা লাভ করবে। যেমন প্রদীপ ক্ষুদ্র ভাজন অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর ভাজনে অধিকতর বিস্তৃত ও উজ্জল হ'য়ে উঠে, আমাদের বিজ্ঞা-বুদ্ধি কম থাকলেও আমরা এমন ভাজন হ'ব, যা'তে আমাদের অনেক সুবিধা লাভ হ'বে।

আমরা যদি শ্রৌতবাণীর বাহক হই, তা'তে আমাদের আশ্রয়িতা আসবে না, বরং আমরা আরও অনেক কথা প্রচুর পরিমাণে শুনতে পেয়ে অধিকতর মঙ্গল-লাভ করতে পারব। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, ভাষান্তরের সাহায্যে কোন কোন বিষয় এত সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তা'তে হৃদয় প্রফুল্লিত হ'য়ে উঠে। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ভাব-প্রকাশক এমন এক একটা শব্দ ও বাক্য পাওয়া যায়, যা'তে নিজেকে বঝবার ও অপরকে বঝাবার পক্ষে অনেক সুবিধা হ'য়ে থাকে। ভাষান্তরে সত্য-কথা প্রচারিত হ'তে পারে না যদি অনুমান করি, তা' হ'লে সত্য-প্রচারে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কুপণ হ'য়ে নিজেরাও সত্য-গ্রহণে বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি।

আমরাই সমস্ত সুফল ভোগ করব, অপরকে সুফল দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—এরূপ কুপণতামস মনোভাব থাকলে আমাদের ভাণ্ডার সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যাবে, আমরা অধিক ফল লাভ করতে পারব না। যা'রা কুপণ, তাঁ'রা দাতার নিকট হ'তে অধিক সাহায্য পান না। যা'রা অধিক দান করেন, তাঁ'রাই দানবীরগণের নিকট হ'তে অধিক সাহায্য পান।

আমরা যদি সত্যের প্রসারের চেষ্টা না ক'রে বসে থাকি, যদি মনে করি, যা'রা জগতের বিষয়ে উন্নতি লাভ ক'রে এত অস্বস্তি কথায় প্রবিষ্ট হ'য়ে গেছেন, তাঁ'দের কাছে আশ্বখন্ডের কোন কথা আদরবীয় হ'বে না, পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্যের সনাতনী কথা বিকাইবে না,—এরূপ মনে ক'রে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়লে আমরা কোন দিনই সত্যের প্রচার করতে পারব না। বিশ্বের সর্বত্র সত্যাপিস্থর অনুসন্ধান করতে হ'বে। কোথায় কোন্ সত্যালসকিংসু পড়ে রয়েছেন, তাঁ'কে সেখান হ'তে অনুসন্ধান করে কুড়িয়ে নিতে হ'বে। পৃথিবীর সর্বত্র সত্যের পসরা নিয়ে ঘুরতে হ'বে। কোন্ সময় কাঁ'র ভাগ্যোদয় হয়, কোন্ সময় কে সত্যের প্রতি উন্মুগ্ন হন, তজ্জন্ত সত্য-প্রচারককে পৃথিবীর সর্বত্র কীর্তন করতে করতে বিচরণ করতে হ'বে। তখন আমরা দেখতে পা'ব—জানতে পারব যে, সর্বত্রই অনেক সত্যালসকিংসু ব্যক্তি পাওয়া যেতে পারে, যাঁ'দের নিকট হরিকীর্তন ক'রে আমাদের ও তাঁ'দের যুগপৎ মঙ্গলোদয় হ'বে।

কতকগুলি লোক মনে করেন, জাগতিক উন্নতিটাই প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু জাগতিক উন্নতির পরেও যে-সকল কথা আছে, তা' সৌভাগ্য হ'লে সব দেশের লোকই বুঝতে পারেন। হ'তে পারে এখন তাঁ'রা পরমার্থের ততটা অভাব বোধ করতে না পারেন, যেমন দাঁত থাকতে দাঁতের মধ্যাদা বুঝা যায় না, কিন্তু এমন সময় আসবে, যখন এ-সকল কথা তাঁ'রাও বুঝতে পারবেন এবং সময়ে এ-সকল কথা গ্রহণ করতে পারেন নাই ব'লে অত্যন্ত অনুতাপ করবেন। বিশ্রলন্তেই সন্তোষের অধিক মাধুর্য উপলব্ধি হয়। এজন্ত ভগবান্

নিজেকে আড়ালে রাখেন। অনেকে মনে করেন, এমন কি প্রমাণ আছে, যাঁতে ভগবানের অস্তিত্ব নিরূপিত হ'তে পারে; কিন্তু ভগবান্ আড়ালে থেকে আমাদের আগ্রহ পরীক্ষা করেন। যাঁর আগ্রহ বেশী, তিনি ভগবানের নিকট ব্যাকুল হ'য়ে এসে উপস্থিত হন। অনেকে বলেন, এ জগতে থাকা-কালে আমাদের কাছে ভগবান্ এত দুঃখ-কষ্ট পাঠান কেন? তাঁর জবাবে শ্রীমদ্ভাগবতে একটা শ্লোক পাওয়া যায়—

তত্তেহ্নকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভূজান এবাশ্বকৃতং বিপাকম্।
হৃদাথপুত্তিবিদধম্মন্তে জীবত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

আমরা অজ্ঞতার মধ্যে—সসীমের রাজ্যে বাস করছি, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। ভগবান্ দূরে থেকে, তৎকালে থেকে পরীক্ষা করেন। অভাব ব'লে যে বৃত্তিটা আছে, তা'তে ভগবদ্ভাবের কতকটা অনুভূতি আছে। যখন আমাদের সেই ভগবদ্-অনুভূতিভাব অহৈতুক ও গাঢ় হ'য়ে উঠে, তখনই আমরা ভগবানের সান্নিধ্য-লাভের জন্ত ব্যগ্র হই। অপূর্ণবস্তুর সান্নিধ্যের দ্বারা অমঙ্গল লাভ হয়, আর পূর্ণবস্তুর

সান্নিধ্যলাভের চেষ্টায় মঙ্গল লাভ হ'য়ে থাকে। পূর্ণের জন্ত পূর্ণ যত্ন করা দরকার, অপূর্ণের জন্ত দিনটা কাটিয়ে দিলে অপূর্ণ জিনিষ লাভ হয়। এজন্ত জগতে বাস-কালে জগজ্জীবের একমাত্র কর্তব্যের উপদেশে শ্রীগৌরমুন্দের শ্রবণের কথা ব'লেছেন। শ্রবণ অল্প এক ব্যক্তির কীর্তন-সাপেক্ষ। নিজেও অল্পকীর্তন ক'রে পূর্ণবস্তুর যুগপৎ শ্রবণ ও কীর্তন করা সম্ভব।

আমরা কেনই বা মহাশুদ্ধীবন লাভ ক'রেছি, কেনই বা জগতে এসেছি, কোন কার্যই বা করা দরকার, এসকল কথার আলোচনা করা আবশ্যক। যে-কোন কার্যই করি না কেন, সকল কার্যই যেন ভগবদ্-বিশ্বতির অন্তর্গত বস্তু না হ'য়ে যায়। যে-কোন অবস্থায়ই থাকি না কেন, তা'র সহিত আমার কি-সম্বন্ধ, তা'র সহিত ভগবৎ-সেবার সংযোগ কতটুকু, নিদ্রা, জাগর—সর্বা-বস্থায়ই আমার ক্রিয়াকলাপ ভগবৎসেবায় নিরীক্ষিত কি না, তদ্বিশয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সন্নিধানে শ্রবণ-মুখে আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীগীতার শিক্ষা

[শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্বপ্রকাশিত ২ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

শরীর-সত্ত্ব কৰ্ম্ম—অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা নির্বা-
হের জন্ত যে-সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল
কৰ্ম্ম—জগতের অমঙ্গলজনক সে-সকলকে 'বিকৰ্ম্ম' বা
'কুকৰ্ম্ম' বলে, মঙ্গলজনক কৰ্ম্ম না করার নামই 'অকৰ্ম্ম'; যে-
সকল কৰ্ম্ম—জগদমঙ্গলজনক, সেই সকলকে, 'কৰ্ম্ম' বলে।
কৰ্ম্ম—চারি প্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক,
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কৰ্ম্মমাত্রেরই একটি একটি
অবাস্তব ফল আছে; যথা, আহারের ফল—শরীর-
পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবাস্তব
ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে
দৃষ্টি করিলে শাস্তিই ঐ সকল ফলের 'চরম ফল' বলিয়া
সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত

করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়-যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত
হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম শাস্তি। আহার,
বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কৰ্ম্ম,
যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনেক-প্রকার সামাজিক,
শারীরিক ও মানসিক কৰ্ম্ম উপদ্রষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে
অষ্টাঙ্গযোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম,—এই
চারিটা 'শারীর' যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা,—
ইহারা 'মানস' যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক' যোগ।
এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কৰ্ম্ম।
বেদে ও মহাদি বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও
বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্বপ্রকার সামাজিক-কৰ্ম্মের ব্যবস্থা
আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল কৰ্ম্মের ব্যবস্থা দেখা

যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের আপাততঃ অবাস্তব ফলসমূহ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শাস্তি লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্যরূপ অবাস্তব ফল কথিত হইয়া, কৈবল্য-পাদে কেবল ‘শান্তি’কেই ‘ফল’ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শাস্তি সুখকেই ‘শ্রেষ্ঠ’ বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শাস্তি—‘ভুক্তি’ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব মাত্র, স্বয়ং ‘সুখবিশেষ’ নহে। তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিংসুখের অধেষণ হয়। অভেদ-ব্রহ্মসুখ-পর্যন্ত সমস্ত অবাস্তব ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই ‘কর্ম’ ‘ভক্তি’-রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে কর্মই ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই সে কর্ম—ভগবদ্-বহির্মুখ, তাহাকেই ‘কর্ম’ বলা যায়। ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে তাদৃশ কর্মের নাম ‘সাধনভক্তি’ হয়, তখন কর্ম নাম থাকে না।

জড়বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্ময়-তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা—চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধ-জ্ঞানালোচনা। দর্শন শ্রবণাদিময় জড়ীয় ‘বিষয়জ্ঞান’ই ‘জড়ীয় জ্ঞান’। ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিভাবানাময় মানস-জগতের জ্ঞানকেই ‘লৈঙ্গিক-জ্ঞান’ বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক-জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্যযোগীর অত্মনিরসন প্রক্রিয়াদ্বারা হৃগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানরূপ ‘কূট-সমাধি’ হয়। এই স্থলে শঙ্করীয় অভেদব্রহ্মবাদ অথবা পতঞ্জলীয় দৈশ্বর-সামুদ্যারূপ কৈবল্যবাদ উদ্ভূত হয়। নিরুপাধিক চিংসুখের শুদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের ‘সাক্ষাদর্শন’ বা ‘কূটসমাধি’র ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধচিংসুখের সহজ প্রকাশ

হয়; তাহার নাম—‘সহজ সমাধি’ বা ‘শুদ্ধজ্ঞান’; এই জ্ঞানই ভক্তি-পোষক। জ্ঞানালোচনা দ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-সকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম এবং বস্তু-সকলের মিলনাবস্থায় সেই-সমস্ত ধর্ম উদ্ভূত হইলে ঐ-সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে; কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্তা ও পালয়িত্বরূপ দৈশ্বরকে নির্দেশ করতঃ তাহার প্রতি একপ্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগতকে ‘নশ্বর’ জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদব্রহ্মাদির কল্পনা করে; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি স্থণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্বাণকেই ‘সুখ’ বলিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্ত উদ্যোগ করে। যেকোনো আলোচনা করুক না কেন, অভেদ চিন্তা ও নির্বাণ-চিন্তাকে ‘অকিঞ্চিংকর’ জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম-তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই ‘ভক্তি’ হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞানফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্মের অবাস্তব ফল—‘ভুক্তি’ ও জ্ঞানের অবাস্তব ফল—‘মুক্তি’ এবং তদুভয়ের চরমফল-রূপে ‘ভক্তি’কে বৃত্তিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ্য না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্-বহির্মুখ এবং যে স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ্য করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সেস্থলে জ্ঞানকে ‘সাধনভক্তি’ বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই; কেবল কর্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকেই ‘ভক্তি’ বলা যায়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। সুন্দরদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আত্মাদান-বৃত্তির পরিচালনাকে ‘কেবলা’, ‘অকিঞ্চনা’ বা ‘অনন্তা’ ভক্তি বলা যায়; তাহার অন্ততম নাম—শ্রেম; আর আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে ‘জ্ঞান’ বলে। আত্মাদানশূন্য বিচার চরমে প্রায়ই অভেদব্রহ্মবাদ বা নির্বাণবাদরূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব—স্বভাবতঃই ‘আত্মাদান’-প্রধান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে

স্ব-স্বভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন ‘জ্ঞানমিশ্রা’ ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেমপ্রাচুর্যক্রমে বিচার বৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা—‘নিতা’, অতএব তাহার আলোচনা বৃত্তিও ‘নিতা’। আলোচনা-বৃত্তি নিতা হইলে তাহার কার্যও সুতরাং নিতা। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থাভেদে জীবের কার্য—দুই প্রকার, অর্থাৎ ‘নিরুপাধিক’ ও ‘সোপাধিক’। জড়সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধি ক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অহুগত সমস্ত ব্যাপারে যে ‘অহংতা’ ও ‘মমতা’ জন্মে, তাহাই জীবের জড়াভিমান বা দেহাব্যভিমান। জড়বদ্ধ জীবের কার্য—সোপাধিক; আর বাঁহারা জড়ে বদ্ধ হন নাই বা বাঁহারা ভগবৎরূপাবলে জড়মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য—নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্যের নামই ‘ভগবৎ-সেবা’, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্যের নামই ‘কর্ম’, জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কর্মানুষ্ঠান—অপরিহার্য। জীবের স্বরূপ তত্ত্বে প্রেম-সেবাই ‘সহজস্বন্দ’; সেই স্বন্দ বদ্ধাবস্থাতেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বহিঃস্থ কর্মের প্রবলতা-প্রযুক্ত তাহা লুপ্ত-প্রায় থাকে। সংসঙ্গক্রমে যে-সকল জীব উক্ত বহিঃস্থতা ধর্য হয়, ঐ সকল জীব সেবা-বৃত্তির প্রবলতা হয়; তখন তাহাকে ‘কর্মমিশ্রা সাধন-ভক্তি’ বলে। সেবা-বৃত্তি প্রচুররূপে বলবতী হইলে কর্ম ক্রমশঃ ভগবদ্বহিঃস্থতা-রূপ স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে; তখন উহা কেবলা-ভক্তিতেই পর্যাবসিত হইয়া যায়।

জড় যন্ত্রের কার্যের মায় মানবদিগের কর্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে কর্ম মানবকর্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্মশূন্যতা লাভ করে না; আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটি কর্মবিশেষ, এজন্ত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম ও জ্ঞানের একা প্রতীত হয়। তাৎক্ষিক বিচারে ‘কর্মের স্বরূপ’ ও ‘জ্ঞানের স্বরূপ’—পৃথক্; তজ্জন, কার্যকালে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে

‘পৃথক্’ বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারিলেও তাৎক্ষিক-বিচারে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেমসেবাই ভক্তির ‘সিদ্ধস্বরূপ’। যদিও জড়বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দেশ করা সহজ নয়, তথাপি তদ্বিশয়ে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা—সহজে প্রতীত। বাঁহারা রুচিক্রমে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিশয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাঁহারা ই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হন।

ভক্তি—দ্বিবিধা অর্থাৎ ‘কেবলা’ ও ‘প্রধানীভূতা’। কেবলা-ভক্তি—স্বতন্ত্রা ও কর্ম-জ্ঞান-গন্ধ-শূন্য; তাহাকেই ‘নিরুপাধিক প্রেম’, ‘নিরুপাধিক সেবা’, ‘অনন্তা ভক্তি’, ‘অকিঞ্চনভক্তি’ ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি—তিন প্রকার অর্থাৎ কর্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে-কর্ম বা যে-জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম বা জ্ঞানের ভক্তিদাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি-বৃত্তি আছে, তাহাকেই ‘প্রধানীভূতা ভক্তি’ বলা যায়। যে কর্মে বা জ্ঞানে ভক্তি-বৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম বা জ্ঞানের দাসীর মায় পরিচর্যা করে, সেই কর্মের নামই ‘কর্ম’ ও সেই জ্ঞানের নামই ‘জ্ঞান’; ঐ কর্ম বা জ্ঞানকে ‘ভক্তি’ নাম দেওয়া যায় না। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্নস্বরূপ। অতএব তত্ত্ববিচার-দ্বারা কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে ‘কর্ম’, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘ভক্তি’ ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘জ্ঞান’ পৃথক্-পৃথক্-রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই ‘শ্রেষ্ঠতা’ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি—অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্মের জীবনস্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তিবিশয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবস্থিৎ বিশুদ্ধভক্তিই গীতা-শাস্ত্রে ‘জীবের চরম উদ্দেশ্য’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে

“সর্বধর্ম্যান্ পরিভ্রাজ্য” শ্লোকে ‘ভগবৎশরণাপত্তি’ই যে ‘সর্বগুহ্যতম’ উপদেশ,—ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠকবৃন্দ ভক্তিপূত-অন্তঃকরণে শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকার

সহিত গীতা-শাস্ত্র মুহূর্মুহ পাঠ করতঃ জীবন সফল করুন।

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ ।

[পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাাকরণ-পুৰাণতীর্থ]

‘পরম করুণাময় ভগবান্ যখন যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্ম।’ এই কথা প্রায়ই সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পরম সত্য কথায় তাত্ত্বিক-বিশ্বাস কয়গনের আছে? তাহা থাকিলে জগতে এত বিবাদ, বিসম্বাদ, অশান্তি প্রভৃতি দেখা যাইত না। যাহারা এই কথা মুখে উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের কথা বলিবার সময়টা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, হয় তাঁহার তৎকালে কোন লাভ বা কোন বিশৃঙ্খলি অথবা অল্প কোন প্রকারে মানসিক সুখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আবার সেই ব্যক্তি যখন কোন অনুবিধায় পতিত হন তখনই তিনি কেবল অনুযোগ করিতে থাকেন—‘ভগবান্ আমাকে এই প্রকার অনুবিধায় ফেলিয়াছেন।’ সুতরাং দেখা যাইতেছে উপরি উক্ত সত্যবাক্যে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস নাই। কেবল কথার কথা হিসাবে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে মাত্র। তাহা না হইলে এই অনুবিধার মধ্যেও তিনি ভগবৎরূপা অনুধাবন করিতে পারিতেন এবং অবিচলিত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারিতেন।

এই কথা প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত থাকিলেও ইহা যে প্রবাস্তব এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে তাহা ভগবদ্বিধানে হইতেছে। কাহারও কিছুই করিবার নাই। ভগবদ্বিচ্ছা ব্যতীত একটি বৃক্ষপত্রও সঞ্চালিত হয় না। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কার্যই ভগবদ্বিধানে চলিতেছে। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদশেখর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাক্রটানি মায়য়া।’ আবার তিনিই বলিয়াছেন—‘নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যাসাচিন্।’ সুতরাং কেহ কিছু ভাল করিলে তাহার যেমন কোন বিশেষ

কৃতিত্ব নাই, তেমনি কেহ কিছু মন্দ করিলেও তাহাকে দোষারোপ করিয়া লাভ নাই।

আজ যে জড়বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ চন্দ্রলোকে পৌছাইতে সক্ষম হইল, বা মঙ্গলগ্রহে যাইবার যে চেষ্টা হইতেছে এবং উপগ্রহ সৃষ্টির কথা শুনা যাইতেছে তাহাও ভগবদ্বিচ্ছাক্রমে সংঘটিত হইতেছে। অপরপক্ষে কোন কোন বৈজ্ঞানিক আণবিক যোমা প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া বিশ্বধ্বংসের যে আয়োজন করিতেছেন তাহাও ভগবদ্বিচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীবনকে অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক করিবার জন্ম নানাপ্রকার উপকরণ যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নিমিত্ত হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ভগবদ্বিধান। বর্তমান কালে বিজ্ঞানের জয়-গানে দিগন্ত মুখরিত, এই ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্ট হইয়াছে তাহাও ভগবৎ-প্রেরণায় জানিতে হইবে। মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের জন্ম, শরীরকে রোগমুক্ত করিবার জন্ম নানাপ্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে; আবার মানুষের মৃত্যু ঘটাইবার জন্মও নানাপ্রকার বিষাক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া ভগবদ্বিধানে সৃষ্টি ও ধ্বংস লীলার কার্য একাধারে চলিতেছে। মানুষ ভগবৎসৃষ্ট বুদ্ধির বলেই ভগবৎসৃষ্ট জড়বস্তু সমূহকে ব্যবহার করিয়া এই কার্য সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং মানুষের এই প্রকার কৃতিত্বে চক্কানিনাদ করিয়া লাভ নাই। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞানের এই প্রকার বিস্ময়কর ফল দর্শন করিয়া মানুষ ভগবান্কে বিশ্বত হইতে উপক্রম করিয়াছে, এমনকি তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহান হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কোথায় সর্ববিষয়ে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে, তাহা না হইয়া

বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহার ফলও ভাল হইতে পারে। কারণ, এই প্রকার ভগবদ্বিষ্মুখ বা ভগবদবিশ্বাসী ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য ঘটিলে জগতে ধর্ম লোপ পাইবে, সাধুগণ উৎপীড়িত হইবেন। তখন ধর্মসংস্থাপনের জন্ত এবং সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত পুনরায় ভগবান্ আবিভূত হইবেন।

এখন কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন প্রাচীনকালে মানুষের বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত যত্ন হয় নাই কেন? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তদানীন্তনকালে মানুষ জড়ের উপর সেই পরিমাণ গুরুত্ব দেয় নাই যত পরিমাণ দিগছে আত্মবস্তুর উপর। সেই আত্মোন্নতির জন্ত মানুষ সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে এবং তদনুরূপ ফল লাভ করিয়াছে। আত্মোন্নতির বলেই বিষ্ণুর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সংক্ষেপে ঋষিগণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ভৃগুমুনি অনায়াসে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীভগবান্ও বৈষ্ণব মহিমা প্রচারার্থ নিজবক্ষে বৈষ্ণবচরণ চিহ্ন (ভৃগুপদ চিহ্ন) ধারণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্ত অশ্বরীষ মহারাজকে দক্ষ করিবার জন্ত হর্ষাসা মুনি কৃত্য্য সৃষ্টি করিলে বিষ্ণু-হস্তস্থিত শ্রীসুদর্শন-চক্র নামিয়া আসিয়া অশ্বরীষ মহারাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন সুদর্শনের ভয়ে ভীত হইয়া হর্ষাসা মুনি আত্মরক্ষার জন্ত ত্রিভুবন ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সেকালের মানুষের এই জ্ঞান ছিল যে,—“তস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি, তস্মিন্ প্রাপ্তে সর্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি।” ‘তঁাহাকে জানিলে সব জানা যায়, তঁাহাকে পাইলে সব পাওয়া যায়।’ তাই তঁাহারা অনিত্য তুচ্ছ ফল লাভের জন্ত জড়-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই।

আজ যে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, এমনকি প্রাকৃতিক বিপদায় লক্ষিত হইতেছে ইহাও ভগবদ্বিচ্ছায় হইতেছে। ইহাতে মানুষ তাহার কর্মফল ভোগ করিতেছে, যাহাতে তাহার কিছুপরিমাণে কর্মক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এই সব ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু কল্যাণ নিহিত আছে যাহা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে অনুধাবন করা যাইতেছে না। দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন

ব্যক্তি নিশ্চয়ই অনুধাবন করিতেছেন যে, ভগবান্ যাহা করেন সব মঙ্গলের জন্ত।

প্রথমতঃ ধরা যাউক সামাজিক বিপদায়ের কথা। প্রতিটি ক্রিয়ায় তাহার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে, ইহা ভগবদ্বিধান। আজ যে বর্ণাশ্রম-ধর্মকে বিপদায় করিয়া সমস্ত বর্ণকে এক করিবার প্রয়াস চলিতেছে তাহা একপ্রকার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। ভগবান্ মানুষের গুণ এবং কর্মবিভাগ করিয়া চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলেই নিজনিজ বর্ণ ও ধর্ম পালন করিয়া চলিবে। পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন থাকিবে। কোন প্রকার ঘৃণা, অবজ্ঞা বা স্পৃহাস্পৃহা ভাব থাকিবে না। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই সীতার পাতাল-প্রবেশ সভায় স্বয়ং রামচন্দ্র সীতার শপথ দর্শন ও শ্রবণ করিবার জন্ত মুনিঋষি প্রভৃতির সহিত ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণের ব্যক্তিকেও আহ্বান করিয়াছেন। সেইস্থলে শূদ্রও বাদ পড়ে নাই। “ব্রাহ্মশাস্ত্র মহাবীৰ্যাঃ বানরাস্ত্র মহাবলাঃ। ক্ষত্রিয়াঃ যে চ শূদ্রাস্ত্র বৈশ্বাস্ত্রৈব সহস্রশঃ॥ নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতস্ততাঃ। সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব এব সমাগতাঃ॥” মহাভারতেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ সভায় ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের সমাগম দেখা যায়। দ্রোণাচাৰ্য্য নিবাদতনয় বলিয়া একলব্যকে ধর্মবিত্তা শিক্ষা প্রদান করেন নাই সত্য, কিন্তু সে যখন তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিল তখন তাহার নিকট হইতে তিনি গুরুদক্ষিণা গ্রহণে কুণ্ঠিত হন নাই। রামচন্দ্রের গৃহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা সর্ববর্ণের প্রতি প্রীতিরই নিদর্শন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ শূদ্রাদির নিকট হইতে যথারীতি সেবা প্রাপ্ত হইলেও এমনভাবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহাদিগকে সামাজিক সর্বপ্রকার সূখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইল। এমকি তাহাদের ছায়া মাড়াইলেও নিজ-দিগকে অপবিত্র মনে করিয়া নানাদির দ্বারা গুচি হইতেন। কোন কোন স্থানে পথে চলিতে হইলে নিষ্টিবন ত্যাগ করিবার জন্ত শূদ্রদিগকে হস্তে একটি পাত্র লইয়া যাইতে হইত এবং তাহারা অপবিত্র জাতি ইহা

জানাইবার জন্ত ঘণ্টা বাজাইয়া চলিতে হইত। সর্বভূতান্তরায়া ভগবান্ তাহা সহ করিতে পারিলেন না। তাঁহারই ইচ্ছায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শূদ্রজাতীয় ব্যক্তিগণ এমনকি বহু উচ্চবর্ণের ব্যক্তিও এই প্রথার প্রতিবাদ করিয়া বর্ণাশ্রম লোপ করিবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইলেন। যদিও ইহা সুনিশ্চিত যে ভগবদ্বিধান বর্ণাশ্রম লোপ করিবার সাধ্য কাহারও নাই তথাপি এই যে একটা বিপর্যয় সাধিত হইল ইহা কি প্রতিক্রিয়া নহে? ইহার ফলে যেমন একদল লোক বর্ণাশ্রম বিলুপ্তির পক্ষপাতী, তেমনি অন্য একদল প্রকৃত বর্ণাশ্রম রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। হয়ত ভবিষ্যতে এমন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে যিনি আবার বর্ণাশ্রম স্থাপন করিবেন যেমন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য করিয়াছিলেন বুদ্ধদেবের বর্ণাশ্রম ভঙ্গ করিবার পরে।

আধুনিক কালের শ্রমিক, মালিক ও কৃষক জমিদারের বিরোধও একপ্রকার প্রতিক্রিয়া। শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় মালিক এবং জমিদারের ধনবৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু তাহাদিগকে শ্রমের প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয় না বলিয়াই ত' বিরোধ। কন্দফলে একজন মালিক বা জমিদার হইয়াছেন এবং কন্দফলেই আর একজন শ্রমিক বা কৃষক হইয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রমিক বা কৃষককে হতাদর করিতে হইবে বা তাহাদের গ্রাঘ্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে ইহা হইতে পারে না। বহু অর্থব্যয় করিয়া মালিকগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। শ্রমিক-গণ সামর্থ্যদিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছে। কিন্তু ফলে মালিকগণ বিশেষ লাভবান হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেন তাহা হইলে ইহা অগ্রাঙ্গ হইবে বৈকি! জমিদারগণও বহু অর্থব্যয় করিয়া জমির মালিক হইয়াছেন। কৃষকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রৌদ্র এবং বর্ষার তীব্রতা সহ করিয়া শস্ত উৎপাদন করতঃ জমিদারের গোলায় তুলিয়া আসিবে আর তাহারা গ্রাঘ্য প্রাপ্য পাইবে না, তাহাদিগকে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কাল কাটাইতে হইবে ইহাও হইতে পারে না। ফলে কৃষক

ও শ্রমিকের অন্তরায়া বিরোধ করিয়া বসিল। লোকে ধনসাম্যের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ভগবানের রাজত্বে সর্বত্র বৈচিত্র্য, সর্বত্র প্রকার ভেদ আছে। সুতরাং 'ধনসাম্য' কথাটি বেশ ভ্রান্তিমুখ হইলেও ইহার বাস্তবতা নাই, থাকিতে পারে না। ভগবদ্বিধানে ধনের তারতম্য থাকিবেই। মানুষ ভাগ্যবলে কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া দরিদ্র অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারে না। আবার যে ভাগ্যবলে ধনী হইয়াছে মৎসর বৃদ্ধির বশবর্তী হইয়া তাহার ধন হ্রাসের চেষ্টা করিলেও সে ধনীই থাকিবে। আবার যে ভাগ্যবশে দরিদ্র হইয়াছে এবং যদি দরিদ্রই তাহার ভাগ্য থাকে তবে তাহাকে ধনদান করিলেও সে অপব্যয় করিয়া দরিদ্রই হইবে। মালিক অথবা জমিদারগণ ধনের অপব্যবহার করিয়া বিলাস ব্যসনে মত্ত থাকিবেন আর তাঁহাদের অধীনস্থ শ্রমিক বা কৃষকগণ অনাহারে ইহলীলা ত্যাগ করিবে বা অর্দ্ধাশনে কষ্ট পাইবে ইহা হয় কেমন করিয়া? কাজেই বিরোধ ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। এই বিরোধের কল্যাণের উপায় এই যে—ধনিক সম্প্রদায় সংঘত হইবেন আর কৃষক ও শ্রমিকগণ গ্রাঘ্য প্রাপ্য লাভে সন্তুষ্ট হইবে।

রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ও প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন। পর-দেশীয় শাসন অত্যধিক ধনলোলুপ এবং অত্যাচারী হওয়ায় তাহার অবলুপ্তি সংসাধিত হইল। আবার যে প্রধান রাজনৈতিকদল আশ্রয় চেষ্টা করতঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ এবং তাহার শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন প্রথমতঃ দেশবাসী সকলেই মেইদলকে অন্তরের সহিত সমর্থন করিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন তাঁহাদের মধ্যে প্রভুত্বলোলুপতা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ ক্রুটি প্রবেশ করিল, তখন তাঁহারা দেশবাসীর অভাব অভিযোগ পূরণ করিয়া আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিলেন না। ফলে তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপ নানা মতবাদ-সহ নানাবিধ দল উপদলের সৃষ্টি হইয়া শাসন ব্যাপারে এক বিপর্যয় সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাও ভগবদ্বিচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে। এই প্রকার সংঘর্ষের ফলে দোষদুষ্টি ব্যক্তিগণ সংশোধিত হইয়া ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রকৃত

কল্যাণের পথ উদ্ভব করিতে পারেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যায়ও ভগবদ্বিধান। একস্থানে ধরার ফলে, আবার অন্যস্থানে অতিরিক্ত বর্ষণ বা জল প্লাবনের ফলে শস্ত নাশ, কোথাও ভূকম্পন, কোথাও বা প্রবল বাত্যা প্রভৃতি ভগবদ্বিচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা অকল্যাণের আকার ধারণ করিলেও ইহার পশ্চাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তাহা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন জীব কি বুঝিবে? মানুষ ইহা অন্ততঃ বিশ্বাস করিবে যে, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের শক্তি কত তুচ্ছ! যদিও বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে মানুষ অহমিকায় মত্ত হইয়া মুখে বাগাড়ম্বর করিতেছে, তথাপি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে কোথায়? প্রকৃত তৎ-দর্শী মানব এই সব বিপর্যয়ের প্রতিকার নাই জানিয়া এবং ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন কল্যাণ নিহিত আছে বিশ্বাস করতঃ গীতাক্ত শ্রীভগবদ্বাণী 'আগমাপায়িনোহ-নিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত।' (গী: ২।১৪) শ্রবণ পূর্বক সহ করিয়া থাকেন।

ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনেও এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পুত্র-কন্য়ার সহিত পিতা-মাতার মধুর সম্পর্ক আজ বিলুপ্ত। পতি-পত্নীর হৃদয়ের অন্ত নাই। ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। পিতার কঠোজ্জিত 'অর্থ' পুত্র যথেষ্ট অপব্যয় করিতেছে। প্রতি-বাদের ফলে পিতার জীবনশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মাতা-পিতা কত-প্রকার ক্রোশ স্বীকার করিয়া সন্তান পালন করিয়াছেন, সন্তানগণ তাহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের প্রতি আনুগত্য 'ত' দূরের কথা অত্যাচারেও কুণ্ঠিত নহে। মোট-কথা পারিবারিক জীবনের মধুর চিত্র যাহা আমরা শাস্ত্রা-দিতে লক্ষ্য করি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-চিত্র আজকাল দৃষ্ট হইতেছে।

পারিবারিক জীবনের অশান্তি ও অসুবিধার মধ্যাদিয়া ভক্তের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ধনজন প্রভৃতির প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যাহাদের জন্ম তিনি এত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিকূল ব্যবহারে প্রথমে তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও পরে অসুবিধা-সমূহ তাঁহারই পূর্বজন্মকৃত বিপাকের ফল

সুতরাং ভগবৎকৃপা জানিয়া সবই নীরবে সহ করেন এবং কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিভক্তনে সচেষ্ট হন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮) ব্রহ্মার উক্তি—

“তত্তেহলুকম্পাং সসমীক্ষমাণো

ভুঞ্জান এবান্নকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্বাগ্-বপুর্ভি-বিদধন্নমন্তে

জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥”

[“জীব স্বকৃত কর্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাহারা নিজকৃত কর্মফল “ভগবানেরই কৃপা”—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা ভবদীয় (ভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধান পূর্বক জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয় স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী।”]

—শ্রবণ করিয়া ভগবদ্রাম প্রবণ কীর্তনে সময় অতিবাহিত করেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—‘যদি ভগবান্ সবই করিতেছেন, তাঁহারই বিহিত বিধানে সমস্তই সংঘটিত হইতেছে, তবে মানুষের পাপ-পুণ্যের বা কর্মফলের বিচারের কথা উত্থাপিত হয় কি করিয়া? তত্ত্বের এই যে—ভগবান্ কৃপাপূর্বক মানুষকে স্বতন্ত্র বুদ্ধি বা বিবেক নামক বস্তু প্রদান করিয়াছেন, যাহার জন্ম মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু স্বতন্ত্র জীব তাহার যথোপ-যুক্ত প্রয়োগ করে না বলিয়াই তাহার পাপ-পুণ্যের বিচার হয় বা তাহাকে কর্মফল ভোগ করিতে হয়। এই কর্মফল ভগবান্ দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ ভগবদ্বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও অন্তর্য কর্ম করিতে উৎসাহী হন না বা স্বেচ্ছায় গর্হিত আচরণ করতঃ ভগবান্ সব করাইতেছেন বলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করেন না। তিনি সর্বদা বিশ্বাস করেন যে, ভগবান্ যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্ম। সুতরাং জাগতিক সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, লাভালাভ প্রভৃতিতে তিনি উল্লসিত বা বিচলিত হন না কিংবা কোন প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করেন না। সর্বদা সমবুদ্ধি থাকেন। যখনই মানুষ তাহার প্রকৃত-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া স্বতন্ত্রবুদ্ধির বলে বিবেকের নির্দেশ অমান্য করিয়া কর্ম করিতে অগ্রসর হয় তখনই সে কর্মফল বাধ্য হইয়া পড়ে।

সর্ববিষয়ে এই বিপর্যয় অত্যধিক বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবকে উদ্বেলিত করিলেও প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ইহাতে বিচলিত হন না। তিনি সমস্তই ভগবদ্বিধান জানিয়া এবং ইহার পশ্চাতে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বিশ্বাস করিয়া নিরুদ্ভি-

গটিতে সমস্ত সহ্য করেন এবং সর্বদা শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নমস্কার বিধান পূর্বক জীবন যাত্রা অতিবাহিত করেন।

শ্রীভগবদ্ বিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্তজিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীহরিচর প্যাটেল মহাশয় ‘উদ্ভিগ্না রিভিউ’ নব-কলেবর সংখ্যায় ‘নবকলেবর’ শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

“The Legend says that navel of Lord Krishna did not burn fully during cremation of His dead body and came floating on the sea in the shape of a log of wood. The image of Lord Jagannath was built and the navel of the image constituted of this log of wood which came floating. It is said that Adi Shankaracharya came to Puri for darshan of Lord Jagannath and according to his advice the images of Balabhadra and Subhadra were also put along with that of Lord Jagannath as symbol Shiva and Sakti respectively etc.”

অর্থাৎ পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত-দেহ দাহ করিবার সময় তাঁহার নাভিদেশটি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় নাই, তাহাই কাষ্ঠগুণ-রূপে সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি নির্মিত হইলে উক্ত ভাসমান কাষ্ঠগুণদ্বারা সেই শ্রীমূর্তির নাভি-প্রদেশ নির্মিত হয়। কথিত আছে, আদি শঙ্করাচার্য্য যখন পুরীতে শ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারই পরামর্শানুসারে শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা-দেবীর মূর্তিও যথাক্রমে শ্রীশিব ও শক্তির প্রতীকরূপে শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত তৎপার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছিলেন। ইত্যাদি।

যদিও মহাভারত মোবল পর্বে মোবললীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের দেহত্যাগ ও শ্রীঅর্জুন কর্তৃক তদাঙ্গাদি-সংস্কারকথা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তভাগবত সমীপে প্রোক্তব্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদে (১০৯-১১২ সংখ্যা) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

“তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।

ভাগবত-গুঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিলা।।

হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি।

ইন্দ্র আসি’ করিল যবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।।

মোবললীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দান।

কেশাবতার, আর বিরুদ্ধব্যাখ্যান।।

মহিষীহরণ আদি, সব—মারাময়।।

ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়।।”

উহার ‘অনুভাষ্য’ নামক বিবৃতিতে অন্তর্দায়ী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম জানাইয়াছেন—

“মহাভারতের মোবললীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দানলীলা, কেশাবতার ও মহিষীহরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা,—সমস্তই মিথ্যা, নিত্য অপ্রাকৃতলীলা নহে। মূঢ়মতি প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুর লোকদিগের মোহ ও ভ্রমোৎপাদনের উদ্দেশে ঐগুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।”

মহাত্মা বিদুর শ্রীউদ্ধব সমীপে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণবিরহ বিহ্বল উদ্ধব অতিকষ্টে কহিতে লাগিলেন—“কৃষ্ণদুর্গমিনিগোচে” ইত্যাদি —কৃষ্ণসুখ্য অন্তর্মিত হওয়ায় আমাদের গৃহসকল মহাসর্পরূপ শোকারুকারগ্রস্ত হইয়াছে, এমতাবস্থায় তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুবর্গের কুশল

আর কি বলিব ? (ভাঃ ৩।২।৭)।

কৃষ্ণস্বরূপ কখনও অন্তর্মিত হইবার নহে। সৰ্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া তাঁহার জন্মাদিলীলা প্রকট করেন, তখনই সেই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-কল্লিণ্যাদি-পরিণয়োৎসবাদি লীলা প্রকট-স্বরূপে তদনুগৃহীত ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন, আবার তিনি যখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা সম্বরণ পূর্বক লোকলোচনের অন্তরালে স্থিত হন, তখনই তথায় তাঁহার অপ্রকটলীলার ভক্তগণ বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। তবে জ্যোতিঃচক্রস্থিত সূর্য্যের উদয়, পূৰ্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্নাদি লীলা অবাস্তব হইলেও শ্রীভগবানের জন্মাদিলীলার নিত্যহেতু তাহা বাস্তব। এ-ব্রহ্মাণ্ডে অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিলেও অল্প ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জন্মাদি প্রকটলীলা চলিতে থাকে। এজন্য কৃষ্ণ জন্ম-মৃত্যুর অধীন তত্ত্ব-বিশেষ নহেন, তিনি কালান্বিত।

“প্রদত্তা তপ্ততপসামবিভূতদৃশাং নৃণাম্।

আদ্যাস্তরদ্যবস্ত স্ববিধং লোকলোচনম্॥

যন্মর্ত্যালীলোপনিকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।

বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভাগ্যকর্মে: পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥”

(ভাঃ ৩।২।১১-১২)

[অর্থাৎ “সেই ভগবান্ তপস্তাহীনতাবশতঃ অপরি-তৃপ্ত-লোচন মনুষ্যগণকে স্বীয় মূর্তি প্রদর্শন করিয়া পুনরায় লোকলোচনস্বরূপ সেই মূর্তি তাঁহাদের চক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই শ্রীমূর্তি মর্ত্যালীলার উপযোগী; তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।]—

—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ স্বস্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার বল প্রদর্শনমানসে বৈকুণ্ঠলীলাস্বরূপ হইতেও উৎকৃষ্ট, এমনকি নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক, সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির

পরমপদ ও সমস্ত ভূষণকেও ভূষিত করিতে সমর্থ অর্থাৎ সকল চিংসোল্লস্য-মাধুর্য্যগুণের আকরস্বরূপ মর্ত্যালীলার উপযোগী সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ‘স্ববিষ’ অর্থাৎ নিজ নিত্যস্বরূপ ‘আদ্য—গৃহীত্বা এব ন তু পরিহায় অন্তরথাৎ’ অর্থাৎ যে স্বরূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই স্বরূপ লইয়াই আবার অন্তর্দান করিলেন। স্তবরাং দাহাদি-প্রসঙ্গ উত্থাপন অত্যন্ত মায়াময়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২।১শঃ) :—

কৃষ্ণের যতক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অল্পরূপ ॥

* * *

যোগমায়ী চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধস্বপরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।

এইরূপ রতন, ভক্তগণের গুচন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥

নরলীলা—তাঁহার নিত্যলীলা, নরবপু—তাঁহার নিত্য-স্বরূপ—চিন্ময়বস্ত, তাহা মর্ত্যমানবদেহবৎ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-শীল কালক্ষোভা নহেন—তাহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য, অশোণ্য, জন্মাদি বড় বিকারের অযোগ্য অবিকার্য।

শ্রীপরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“নিধনমুপগতেষু বৃষ্টিভোজে-

স্বধিরথযুগপথপেবু নুথাঃ।

স তু কথমবশিষ্ট উক্তবো যৎ-

হরিরপি তত্যাঙ্গ আকৃতিং ত্র্যবীশঃ॥” (ভাঃ ৩।৪।২৮)

অর্থাৎ “হে ব্রহ্মন্ অধিরথদলপতিগণেরও দলপতি বৃষ্টি ও ভোজবংশীয়গণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই দেবত্রয়ের অধীশ্বর বা ত্রিবিধ পুরুষা-বতারের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিও যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন কেবল বৃষ্টিাদির মধ্যে প্রধান উদ্ধব কিরূপে অবশিষ্ট রহিলেন?”

ইহাতে শ্রীশুকদেব কহিলেন—

“ব্রহ্মশাপাপাদেশেন কালেনামোঘবাহুতঃ।

সংজ্ঞ্য স্বকুলং স্বীতং ভাঙ্কনু দেহমচিন্তয়ৎ॥”

(ভাঃ ৩।৪।২৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মশাপই যদুকল বিনাশের মূল কারণ নহে, কিন্তু শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই একমাত্র মূল কারণ। অব্যর্থসংকল্প ভগবান্ ব্রহ্মশাপচলে স্বশক্তিরূপ কাল দ্বারা বিজৃত স্বীয় বংশকে সংহার পূর্বক পৃথিবী ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন।

“নোকুবোহপি মমুনো যদুগৈর্নাদিতঃ প্রভুঃ।

অতো মম্বনং লোকং গ্রাহয়স্মিহ তিষ্ঠতু ॥”

(ভাঃ ৩।৪।৩১)

অর্থাৎ আমি অপেক্ষা উদ্ধব কিঞ্চিৎকাল ন্যূন নহেন, যেহেতু ইনি গোবামী—প্রাকৃতবিষয় দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না; এইজন্ত এই ব্যক্তিই মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশপূর্বক এই জগতে অবস্থান করুন।

উপরি উক্ত ২৮শ শ্লোকে ‘নিধন’ অর্থে—নিতরাং অর্থাৎ নিরতিশয় প্রিয়ধন অর্থাৎ সর্বস্ব কৃষ্ণ এবং উপগত—নিকটপ্রাপ্ত অথবা ‘ধন’ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাধাম, উপ অর্থাৎ সমীপে ব্যবধান বিনাই গমন করিলে। ‘আকৃতি’ বলিতে—‘আ সম্যক্-প্রকার কৃতি অর্থাৎ চেষ্টা বা লীলা। ‘তত্যাজ’—সমাপ্তাচকার।

“বস্তুস্ব—নিতরাংধনং সর্বস্বং কৃষ্ণং প্রপঞ্চাগোচরীভূতমপি উপগতেষু নিকটপ্রাপ্তেষু বৃক্ষাদিষু স তু উদ্ধবঃ কথমবশিষ্টঃ।” (চঃ টাঃ) অর্থাৎ যাদবগণের অভ্যন্তর আদরের সর্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চের অগোচরীভূত হইলেও উপগত অর্থাৎ নিকটপ্রাপ্ত বৃক্ষাদির মধ্যে মুখ্য সেই উদ্ধব কি প্রকারে অবশিষ্ট রহিলেন?

‘আকৃতি’ শব্দে শ্রীমদ্বাচাধ্যাপাদ ‘পৃথিবী’ অর্থ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ স্কন্দপুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

“পৃথিবীলোক-সংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।

নিত্যানন্দস্বরূপভাদ্রত্নৈবোপলভ্যতে ॥

দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং যতকাকুতিম্।

নটবদ্ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্ ॥”

ইতি স্বান্দে।

“রাজন্ পরন্তু তত্ত্বভূজননাপ্যস্মেহ।

মায়াবিভ্রমমমৈবৈ যথা নটন্ত ॥” ইতি চ।

অর্থাৎ পৃথিবীলোক পরিত্যাগই শ্রীহরির দেহত্যাগ

বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে। তিনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে কোন প্রাকৃত বিচার যুক্তি-সঙ্গত বা সিদ্ধান্ত-সম্মত হয় না। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পরম চিদ্বদনস্বরূপ চিন্ময়কলেবর হইয়াও নটবৎ জনমনোমোহনার্থ যতকাকুতির দ্বায় লীলা দেখাইয়া থাকেন।

হে রাজন্! পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের দেহধারী জীববৎ জনন-মরণ-চেষ্টা ঐক্যজালিকের মায়িক প্রতারণাবৎ বলিয়া জানিবে।

উপরি উক্ত ৩।৪।২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

“* * * অত্র ত্যাগক্রিয়ায় দেহেহংস্রবাধো, ভগবদেহস্ত সচ্চিদানন্দরূপেহন নিত্যত্বং। তথাহি মহাবারাহে (ভাঃ ১।৩।১ মাধব ভাষ্য দ্রষ্টব্য)—সর্গে নিত্য্যঃ শাশ্বতশ্চ দেহান্তস্ত পরাশ্রয়ঃ। হানোপাদান-রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বশঃ ॥ সর্গে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষ বিবজ্জিতাঃ। ইতি। তথা মাধবভাষ্যপ্রমাণিতা প্রকৃতিশ্চ—বাসুদেবঃ সর্বধ্বংঃ প্রভুশ্চৈবনিকঙ্কো হংসো মংস্তঃ কৃষ্ণো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বৃক্কঃ কক্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহংমমিতোহহমনন্তোহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে ত্রিয়ন্তে নৈবাং বন্ধো ন মুক্তিঃ সর্গ এব হেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমানন্দা ইতি। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনস্বরূকহতলাসীনমিতি গোপালতাপনী। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহমিতি নৃসিংহ-তাপনী চ। * *।”

অর্থাৎ এস্থলে ত্যাগক্রিয়ার দেহের সহিত অঘস্র বাধিত হইতেছে, যেহেতু শ্রীভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ নিত্য, তাহার ত্যাগ বলিয়া কোন প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। মহাবারাহে উক্ত হইয়াছে — (ভাঃ ১।৩।১ মাধব ভাষ্য ও দ্রষ্টব্য)—সেই পরাশ্রা শ্রীভগবানের দেহ নিত্য শাশ্বত হানোপাদান-রহিত, তাহা কখনই প্রকৃতি হইতে জাত—প্রাকৃত বস্তু নহে। তাহা সর্বভোভাবে ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ববিধ চিন্ময়গুণযুক্ত ও সর্বদোষ বিবজ্জিত। মাধবভাষ্যপ্রমাণিতা প্রকৃতিও

বলিয়াছেন—“শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রভু, অনিরুদ্ধ, হংস, মৎস্ত, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, জামদগ্ন্যরাম (পরশুরাম), দাশরথি রাম, রৌহিণেশ্বর রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, কঙ্কিষ্ণরূপ আমি, শতধা—সহস্রধা—অমিত—অনন্ত আমি, এই সকলের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অজ্ঞান-বন্ধ নাই, মুক্তি নাই ইহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরমানন্দস্বরূপ।” গোপালতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—গৌবিন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বৃন্দাবন-কল্লতরুতলে অবস্থিত (শ্রীকৃষ্ণই ধ্যেয়)। শ্রীনৃসিংহতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—

শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ—নিত্য, সত্য, সাক্ষাৎপরব্রহ্মস্বরূপ। ইত্যাদি।

শ্রীজয়দেবকৃত দশাবতারস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ কেশবেরই মৎস্ত, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি-রাম, রৌহিণীনন্দন রাম, বৃদ্ধ ও কঙ্কি—এই দশাবতার গ্রহণের কথা আছে। তিনি ‘দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ’ বলিয়া অবতারী কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীমত গোষামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন—

“অবতারা হসংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধেদিজাঃ।

যথাবিদ্যাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্ত্র্যাঃ সহস্রশঃ॥”

(ভাঃ ১।৩।২৬)

অর্থাৎ হে শৌনকাদি ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রপ্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বসাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হন।

প্রতিযুগেই কৃষ্ণ যুগাবতার প্রকট করেন, কলিতে কৃষ্ণ গোবিন্দরূপে অবতীর্ণ, লীলাবতার নাই বলিয়া তাঁহাকে ‘ত্রিযুগ’ বলা হইয়া থাকে। (চৈঃ চৈঃ মধ্য ৩।৯৯-১০০ দ্রষ্টব্য) ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

“ইখং নৃতির্ধ্যাগৃষিদেববাবাতারৈ-

লোকান্ বিভাংরসি হংসি জগৎপ্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাশি যুগানুবৃত্তং

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোৎপত্তম্॥”

(ভাঃ ৭।৯।৩৮)

সর্ব অবতারের অংশী অবতারী কৃষ্ণই—

স্বয়ং ভগবান্—অর্থাৎ

“যাঁর ভগবত্তা হৈতে অস্ত্রের ভগবত্তা।

‘স্বয়ং ভগবান্’ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥”

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।

মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।

অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস॥”

(চৈঃ চৈঃ আদি ২য় পঃ)

শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ অবতার, যথা—পুরুষাবতার (সঙ্কর্ষণ হইতে কারণাক্ষায়ী, গর্ভোদগায়ী ও ক্ষীরাক্ষি-শায়ী—ত্রিবিধ পুরুষাবতার), ঞ্ণাবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর), লীলাবতার (মৎস্ত, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, প্রভৃতি), মঘন্তরাবতার (যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্কভৌম, ঋষভ, বিষ্ণুসেন, ধর্ম্মসেতু, সুষামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভাসু—এই চতুর্দশ), যুগাবতার (শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত—এই চতুর্বিধ) ও শক্ত্যাবেশাবতার (পৃথু, ব্যাস, পরশুরাম ও বৃদ্ধ)—চৈঃ চৈঃ আদি ১ম ও মধ্য ২০শ পঃ এবং ভাঃ ১।৩।৫ তথ্য দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে চতুঃসন, বরাহ, দেবর্ষি নারদ, নরনারায়ণ ঋষি, দেবহুতিনন্দন কাদ্মী কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্ত, কূর্ম, ধমন্তরি, মোহিনী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, দাশরথি রাম, রৌহিণেশ্বর রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ ও কঙ্কি—এই দ্বাবিংশ অবতারের কথা, পরে সত্বনিধি শ্রীহরির অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণন পূর্বক শ্রীব্যাসদেব নিম্নলিখিত শ্লোকে বিংশ পর্য্যায়ে বর্ণিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচক্রের স্বয়ং ভগবত্তা নির্দেশ করিলেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিযাকুলং লোকং যুড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

(ভাঃ ১।৩।২৮)

অর্থাৎ “উপরিউক্ত অবতারগণের কেহ কেহ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ; কেহ কেহ অংশাবেশ অবতার এবং অংশের অংশবিভূতির অবতার। এই সকল অবতার প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্যপ্রপীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপদ্রত জগৎকে নিকৃৎসগ করেন। কিন্তু

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ বিম্বপন্নতত্ত্ব।”

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের টাকা মধ্যে পূর্বোক্ত মহাবাহা-বচন উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্য-কারুণ্যাদি শক্তি-প্রাকট্য-তারতম্যানুসারে অবতার-মহুের অংশত্ব বা পূর্ণত্ব-ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবির্ভাবিত-পূর্ণসরীশক্তিই পূর্ণত্ব, আবির্ভাবিতযথাপ্রয়োজন-অল্প-শক্তিই অংশত্ব। ভাগবতানুতেও উক্ত হইয়াছে—

‘শক্ত্যেবাক্তিসুখাব্যাক্তিস্তারতম্যাত্ম কারণমিতি।’

অর্থাৎ শক্তির প্রকাশ ও অপ্ৰকাশই তারতম্যের কারণ।

এজন্য চিদ্রূপ পরমেশ্বরের অংশাংশিত্ব-ভেদ বিরুদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ পূর্ণবৈষ্ণব ও মাধুর্য্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ। তজ্জন্মই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—“অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস।”

“ভগবান্ শ্রীহরি লোকস্থতির জন্ম সর্বপ্রথমে মহত্ত্ব (বুদ্ধি), অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্ত্রাসমুদ্রত একাদশেশ্বর ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ পদার্থ যাহাতে অংশরূপে বর্তমান, সেই কারণবিশেষায়িত্ব প্রথম পুরুষ বা বিরাট নামক, রূপ ধারণ করিলেন।”—

“জগুহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ।

সমুত্তং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিস্থক্ষয়।”

(ভাঃ ১।৩।১)

এই কারণাক্ষিপায়ী মহাবিকৃতি কারণজলে ভাসমান অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ। ইনিই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্রেক নিজস্বদ-জলে পরিপূরিত করিয়া তথায় খেতদ্বীপ বা বৈকুণ্ঠ প্রকটনপূর্বক দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়িরূপে শেষশয্যায় শয়ন করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে লোকশ্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব হয়, তিনি সেই ব্রহ্মাতে স্থষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্বারা চরাচর জগৎস্থষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন এবং তিনিই আবার তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী পরমাশ্রুপে প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধানী হইয়া জগৎ পালনকার্য্য করতঃ জৈব জগতের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করেন। এই পুরুষাবতারত্রয় আবার মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যামানি-

ব্রহ্মাণ্ডক দ্বিতীয় চতুর্ভূহাস্তর্গত সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকটিত। দ্বারকায় আদি চতুর্ভূহ বিद्यমান। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্, তদভিন্নপ্রকাশ—স্বয়ংপ্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব। ইহারাই দ্বারকায়—আদি-চতুর্ভূহরূপে বিরাজিত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। সুতরাং সেই সর্বমূল অংশী অবতারী অপ্ৰাকৃত-তত্ত্ব পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে দেহ-দেহিভেদ বুদ্ধি উত্থাপন পূর্বক তাঁহাকে অগ্নিদাহ করতঃ তাঁহার অদ্বন্দ্ব নাভিদেশাদির করননা অত্যন্ত মায়্যা-প্রস্থতা। ইহা স্মরণ করিতেও ভক্তগণ হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন। ঐরূপ কথা কোথায়ও থাকিলেও তাহা জীববিমোহনার্থ সম্পূর্ণ মায়্যা-কল্পিত বলিয়া জানিতে হইবে। অনন্ত অচিন্ত্যশক্তি-মত্তত্ব কৃষ্ণচন্দ্রে—যিনি মথুরায় কংসকারাগারে সম্পূর্ণ ধাতু-সম্পর্ক-রহিত হইয়া—গুরুশোণিতাদি প্রাকৃত্তত্বের সম্বন্ধ-বিবজ্জিত হইয়া অন্ধকার কারাগৃহকে দিব্যালোকে উদ্ভাসিত করতঃ চতুর্ভূজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিরূপে দেবকী-কোড়ে আবির্ভূত হইতে পারিলেন, যিনি দ্বারকায় ভৌমলীলা সম্বরণকালেও চতুর্ভূজ প্রকট করিলেন, তাঁহাকে জরায়ুধ আসিয়া বাণবদ্ধ করিল, তাহাতে তিনি সাধারণ জীবৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন আর তাঁহার দেহকে প্রভাসতীর্থে সংস্কার করা হইল, ইহা অত্যন্ত অপরাধময়ী ভ্রান্ত ধারণা।

“ন তস্য প্রাকৃত্য মূর্ত্তিমাংসমেদোহস্থিসম্ভবা।”

“দেহিদেহভিদা চৈব নেশ্বরে বিজ্ঞে কচিৎ।

—(ভাঃ ১।৩।১ শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত তাৎপর্য্যবৃত্ত বারাহ ও মহাবাহা-বাক্য)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের মূর্ত্তি প্রাকৃত মাংস, মেদ ও অস্থি-সমুদ্ভূতা প্রাকৃতমূর্ত্তি নহে। শ্রীভগবানের দেহী ও দেহে কখনও ভেদ থাকে না।

শ্রীভগবান্ বা তাঁহার স্বাংশ অবতারসমূহ পূর্ণ অথও সচ্চিদানন্দবস্ত, তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবের দেহ-দেহিভেদ থাকিলেও আবার (চৈঃ চঃ)—

“প্রভু কহে ভক্তদেহ প্রাকৃত কতু নয়।

অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলবর।

বিষ্ণুনিষ্ঠা নাহি আর ইহার উপর ॥”

শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহার অসমোদ্ধিত স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। “আমা হইতে পরতর-তব আর কেহ নাই, জ্ঞানিজনোপাস্ত জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মের আমিই আশ্রয় অর্থাৎ আমারই অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, আমিই একাংশে পরমাত্মরূপে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছি, আমি ক্ষর ও অক্ষরাভীত বলিয়া লোকে বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, আমিই সকলের উৎপত্তিস্থল—আমা হইতেই সমস্ত প্রবৃত্ত হয়, আমার (শ্রীমদ্ভক্ত-র-) স্বরূপ নিত্য, ইহা চিহ্নজগতের সূর্য্যরূপে ভাসমান হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়াদ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে, আমিই অক্ষর—পরব্রহ্ম; আমিই এই জগতের মাতা, ধাতা, পিতা, পিতামহ; আমিই সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, স্তম্ভ ইত্যাদি; আমিই পবিত্র ওদ্ধার, আমিই বেদভ্রমী” ইত্যাদি বহু শ্লোকে স্বীয় সর্বো-
 শ্বরেখরত্ব ব্যক্ত করিয়া যিনি অজ্ঞ নিত্য সত্য সনাতন শাস্ত্রত জীবকে তাহার সর্বধর্ম পরিচ্যোগ পূর্বক অজ্ঞ নিত্য সত্য সনাতন অব্যাহত সর্বভূত-মহামহেশ্বর-রূপে তাঁহার চরণে শরণাগত হইবার জন্ত আহ্বান জানাই-
 তেছেন, তাঁহার দেহে প্রাকৃত বুদ্ধি আরোপ করা কি অমার্জনীয় অপরাধ নহে? বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিতেছেন—আমার জন্ম, কর্ম অর্থাৎ লীলাকে যিনি দিব্য—অলৌকিক—অপ্রাকৃত বিচার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আর পুনরায় ত্রিতাপজালাময় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না; ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উদ্ধগতি লাভ করিয়াও সকলকে পুণ্যক্ষয়ে পুনরাবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত জনকে আর পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না। বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাতের শেষ সূত্রও ইহাই—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখোক্তি—যে সমস্ত মায়ামোহমুগ্ধজীব সর্বভূতমহামহেশ্বরের আমাকে মনুষ্যদেহাশ্রিত মনে করিয়া মর্ত্যবুদ্ধিজন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা—“মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানানি বিচেতসঃ। ব্রাহ্মসৌম্যসুত্রীকৈব

প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥”—“অর্থশ্চ—যদি তে ভক্তা-
 স্তদা মোঘাশাঃ স্তূর্মৎপ্রাপ্ত্যাশাস্তেবাং মোঘা, যদি তে কর্ম্মণিস্তদা মোঘকর্ম্মাণস্তেবাং স্বর্গো ন ভবেৎ, যদি তে জ্ঞানিস্তদা মোঘজ্ঞানান্তেবাং মোক্ষো ন ভবেদিতি” অর্থাৎ যদি তাহারা ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মৎপ্রাপ্ত্যাশা নিফল হয়, যদি তাহারা কর্ম্মী হয়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ম্ম নিফল হইবে—স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে না, যদি তাহারা জ্ঞানী হয়, তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞানফল যে মোক্ষ, তাহা লাভ করিতে পারিবে না, পরন্তু ব্রাহ্মস ও আত্মর-স্বভাব-দ্বারা তাহাদের দৈবী প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়িবে।—(গীঃ ৯।১১-১২) আমার ভক্ত ভক্তিকুপা-প্রাপ্ত বিদ্বৎপ্রীতি-বিশিষ্ট জনগণই মহাত্মা, তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ স্বর্গাদি তুচ্ছ নশ্বর ফলদ-কর্ম্ম ও আশ্রয়বিহীন শূন্য অভেদবাদরূপ জ্ঞানের প্রতি আস্থা না রাখিয়া আমাকে সর্বভূতের আদি ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে অক্ষর অব্যয় অনশ্বর স্বরূপ জ্ঞানে অনন্তচিন্তে শুদ্ধভক্তি-যোগাবলম্বনে আমার ভজনে প্রবৃত্ত হন। তাহাদের ভজনটি কি প্রকার তাহাও বলিতেছেন—

“সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।

নমন্তুশ্চ মাং তক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥”

(গীঃ ৯।১৪)

অর্থাৎ দেই বিদ্বৎপ্রীতিবৃত্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। কর্ম্ম-
 যোগের দ্বার ভক্তিযোগে দেশ, কাল, পাত্র শুদ্ধাদির অপেক্ষা করিতে হয় না—

“ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহন্তি শ্রীহরেন্নাম্নি লুক্ক ॥”

অর্থাৎ হে বাধ, শ্রীহরিনাম গ্রহণে স্থান কালাদি নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদিলিপ্ত অঙ্গও হরিনাম গ্রহণে বাধা নাই। যতটুকি প্রকার তাহা বলিতেছেন—“যতন্তো যতমানাঃ—
 যথা কুটুম্বপালনার্থং দৌনা গৃহস্থা ধনিকদ্বারাদৌ ধনার্থং যতন্তে প্রাপ্য চ ভক্তিং; অধীরমানং শাস্ত্রং পঠন্ত ইব পুনঃ পুনরভ্যাসন্তি চ।” অর্থাৎ যেমন কুটুম্বপালনার্থ দরিদ্র

গৃহস্থগণ ধনোপার্জন নিমিত্ত ধনিক-দ্বারাদিতে গিয়া ধন-
লাভের জন্য যত্ন করে, তজ্জপ আমার ভক্তগণ আমার ভক্ত
সাধু-সভায় গমন করিয়া কীর্তনাদি ভক্তিধনপ্রাপ্ত্যর্থ যত্ন
করিয়া থাকে। ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া অধীরমান শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ
অভ্যাসকারীর হ্রায় সেইভক্তির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া
থাকে। ব্রতদাঢ্য এই প্রকার—“এতাবস্তি নামগ্রহণানি
এতাবত্যাঃ প্রণতঃ, এতাবত্যাঃ পরিচর্যাশ্চাবশ্যকর্তব্যাহেত্যেবং
দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তে ; যদা দৃঢ়ানি অপতিতানি
একাদশাদি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তে।” অর্থাৎ আমি এত
সংখ্যক নাম গ্রহণ করিব, এতবার প্রণাম করিব, এই সমস্ত
পরিচর্যা আমার অবশ্য কর্তব্য—এই প্রকার দৃঢ়নিয়ম
যাহাদের তাঁহারা অথবা একাদশাদি নিয়ম যাহাদের অপতিত
আছে, তাঁহারা। ‘নমস্তস্তুত’ বলিতে নমস্কার এবং শ্রবণ-
পাদসেবনাদি অমুক্ত সর্বভক্তি-অঙ্গ যাহারা যজন করেন
এবং ‘নিত্যযুক্তাঃ’ বলিতে শ্রীভগবানের ভাবী নিত্যসংযোগ
যাহারা আকাঙ্ক্ষা করেন। এস্থলে সতত শ্রীভগবানের
কীর্তনাদিকেই ভগবদ্রূপাসনা বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবদ্-
বিগ্রহের—নামরূপ-গুণলীলাদির নিত্যস্বনা থাকিলে ‘সতত’
বা সদাশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। এবস্তৃত সর্ববৈদৈকবেদ্য
বেদান্তকর্ত্তা বেদবিৎ সঙ্কল্পসংস্থাপক নিত্য সত্য সনাতন
অপ্রাকৃত ভগবৎ কলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি আরোপ অত্যন্ত
অপরাধবাজক। মহাভারতে শ্রীব্যাসবাক্য—

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্॥”

অর্থাৎ প্রকৃতির পরতত্ত্ব আমাদের প্রাকৃত চিন্তার
বিষয়ীভূত নহেন, সেই সকল অচিন্ত্যভাব-
সমূহে প্রাকৃত অহুমান প্রমাণাদি সাধ্য প্রাকৃত তর্কের
যোজনা করিবে না। —“অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত
গোচর।”

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলরাম-
সহ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলায় বহু দৈত্যবধনস্তর
কৌশলে কুরুপাণ্ডবের মহাবুদ্ধি সংঘটন পূর্বক ধরাভার
বহুল পরিমাণে অপনোদন করতঃ পরিশেষে বিপ্রশাপ-
চ্ছলে নিজবংশ যদুকুলেরও ধ্বংসসাধনাস্তে স্বধামে
গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশ

স্কন্ধের ১ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৩০শ, ৩১শ প্রভৃতি অধ্যায়ে
তাঁহার লীলা-সঙ্গোপন কথা বর্ণিত আছে। কৃষ্ণেচ্ছায়
ঘটনা-পরম্পরা এইরূপ হইয়া উঠিল যে, একদা তাঁহারই
প্রেরণাক্রমে বিশ্বামিত্র, অসিত, কথ, দুর্বাসা, ভৃগু,
অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি
মুনিগণ দ্বারকায় সমীপবর্ত্তী ‘পিণ্ডারক’ নামক তীর্থক্ষেত্রে
(গুজরাটের প্রান্তসীমায় সমুদ্র হইতে এককোশ ব্যবধানে
অবস্থিত মহাভারতোক্ত তীর্থবিশেষ) সমবেত হইয়াছিলেন।
তৎকালে কোমার বয়ঃস্থ যজ্ঞনন্দনগণ তথায় ক্রীড়া
করিতেছিল। বালবুদ্ধিবশতঃ তাহাদের মস্তিষ্কে হঠাৎ
এক খেয়াল উঠিল—তাঁহারা জাঘবতীনন্দন শাস্ত্রকে
অন্তর্দ্বন্দ্বী স্ত্রীবোশে সজ্জিত করিয়া সেই সকল বুদ্ধ
মুনিগণের নিকট নানাভিনিতা সহকারে ইনি পুত্র কি
কন্যা সন্তান প্রসব করিবেন ইহা জিজ্ঞাসা করিতে
মুনিগণ তাহাদের উপহাস-বাক্যে কুপিত হইয়া বলিলেন
—এই রমণী তোমাদের কুলনাশক মুষল প্রসব করিবে।
মুনিবাক্য শ্রবণে অতিসন্ত্রস্তচিত্তে তাহারা শাস্ত্রের উদরবস্ত্র
উদ্ঘাটিত করিয়া বস্তুতঃই এক লৌহময় মুষল দেখিতে
পাইল। তখন তাহারা হাহতাশ করিতে করিতে সেই
মুষলসহ রাজসভায় গিয়া মহারাজ উগ্রসেনকে আত্মপূর্বিক
সকল বৃত্তান্ত কহিল। দ্বারকাবাসী সকলেই বিপ্রশাপ
শ্রবণে ও মুষল দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত ও ভয়সন্ত্রস্ত
হইলেন। মহারাজ উগ্রসেন সব সময়েই কৃষ্ণের পরামর্শ
লইয়া কার্য করেন। কিন্তু এফণে কৃষ্ণেরই ইচ্ছায়
কৃষ্ণকে কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই মুষলটিকে চূর্ণ করিয়া
গুঁড়াগুলি সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবার পরামর্শ দিলেন।
এক টুকরা লৌহ অবশিষ্ট ছিল, তাহাকে অকিঞ্চিংকর
মনে করিয়া তাহাও সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করা হইল।
ভগবদিচ্ছায় একটি বৃহৎ মৎস্ত ঐ লৌহখণ্ডটিকে তাহার
খাত্ত মনে করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং লৌহচূর্ণ-
সমূহ তরঙ্গ-সঞ্চালনে তীর-সংলগ্ন হইয়া ‘এরকা’ নামক
তৃণরূপে উদ্ভূত হইল। দৈবক্রমে এক ধীবর সমুদ্র-মধ্য
হইতে অম্লান মৎস্তের সহিত ঐ মৎস্তটিকেও জালদ্বারা
আবদ্ধ করিয়া উহার ছেদনকালে উদর মধ্য হইতে
একখণ্ড লৌহ প্রাপ্ত হইল। তৎকালে জরা নামক

এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত ছিল। সে উহা তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া তাহার তাঁরের ফলা করিল। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ শ্রীহরি সকল ঘটনা জানিয়া শুনিয়াও এবং প্রতীকারসমর্থ হইয়াও উক্ত বিশ্রামপকে তাঁহার স্বকুল সংহারেচ্ছার অল্পকূল বোধে কালরূপে তাহার অহুমোদনই করিয়াছিলেন।

একদা ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রাদি দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিম্বর, পিতৃ, সিদ্ধ, চারণাদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষে দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক বিবিধোপচারে তাঁহার পূজা বিধান করিয়া শুভ স্তুতি করিতে লাগিলেন। অনেক স্তুতির পর ব্রহ্মা কহিলেন—“হে প্রভো, আমরা পুরাকালে পৃথিবীর ভার হরণার্থ আপনার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনি আমাদের সেই প্রার্থনা যথাযথভাবে পূরণ করিয়াছেন। আপনি সত্যাত্মসন্ধিঃ সাধুগণের মধ্যে সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং দিগ্ব্যপ্তে সর্ব্বলোকমলাপহ আপনার পরম পবিত্র যশঃ বিস্তার করিয়াছেন। আপনি সর্বোত্তম বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক যত্ববশে অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল বিধানার্থ অপ্রতিহত বিক্রমাত্মক কর্ম্মসমূহের অহুষ্ঠান করিয়াছেন। কলিযুগে সাধুপুরুষগণ আপনার ঐ সকল ভুবনমঙ্গল চরিতাবলী শ্রবণ কীর্ত্তন পুরঃসর অনার্য্যসে অজ্ঞানতমঃ উত্তীর্ণ হইবেন। হে পুরুষোত্তম, আপনার যত্ববশে অবতীর্ণ হইবার পর সম্প্রতি সপাদ শত (১২৫) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং সম্প্রতি আপনার ভূভারহরণরূপ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং যত্ববশেও ব্রহ্মশাপে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। সুতরাং যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনি স্বীয় পরমধামে প্রবেশ পূর্ব্বক লোকসকলের সহিত বৈকুণ্ঠকিন্তুর লোকপাল আমাদিগকে পালন করুন।”

ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে ব্রহ্মন্, আপনি যে আমার সর্ব্বকার্য্য-সমাপ্তির কথা বলিয়াছেন,

তাহা যথার্থই মনে করিতেছি, ধরাভার অপনোদিত ও আপনাদের যাবতীয় কার্য্যই সম্পাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমি ব্রহ্মশাপে আমায় নিজকুল সংগোপনের ব্যবস্থা করিয়া বৈকুণ্ঠগমনকালে আপনার ভবন ব্রহ্মলোকে গমন করিব (‘যাত্লামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ’—ভাঃ ১১।৬।৩১)। শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণামান্তে দেবগণসহ স্বধামে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুত্রী মধ্যো নিজেই ইচ্ছানুসারে সংঘটিত নানাবিধ মহোৎপাত দর্শন করিয়া সমাগত যাদবশ্রেষ্ঠগণকে বলিতে লাগিলেন—হে যত্নবৃদ্ধগণ, সম্প্রতি এই পুরীর সর্ব্বত্র নানাপ্রকার মহোৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, বিশেষতঃ আমাদের কুলে দ্রুতক্রমধীস ব্রহ্মশাপ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং হে আৰ্য্যগণ, আমাদের জীবন রক্ষা করিতে হইলে আর এখানে ক্ষণকালও বাস করা উচিত নহে, আমরা অতাই অবিলম্বে পরমপবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিব। পুরাকালে চন্দ্রদেব প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপে বক্ষ্যারোগাক্রান্ত হইয়া এই প্রভাসতীর্থে নান পূর্ব্বক ক্ষয়রোগমুক্ত ও কলার্ব্বি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সুতরাং আমরাও তথায় গিয়া নান, দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া পাপমুক্ত হইব। “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কড় ভক্তি নাহি দেন রাখেন লুকাঞা॥” শ্রীকৃষ্ণের বক্ষনা বৃত্তিতে না পারিয়া যাদবগণ প্রভাসে যাইবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং রথে বাহনাদি সংযোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্বারকায় ঘোরতর উৎপাত সমূহ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রবণ এবং যাদবগণের প্রভাস-গমনোত্তোগে নিরীক্ষণ করতঃ নিরন্তর কৃষ্ণসেবাহরত কৃষ্ণগতপ্রাণ কৃষ্ণপ্রিয়তম ভক্তবর উদ্ধব নির্জনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপনীত হইয়া অবনতমস্তকে তৎপদযুগলে প্রণাম করতঃ কৃতাজলিপুটে কহিতে লাগিলেন—

(ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বামী শ্রীমন্তক্ৰিময়ুধ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—গুরুদেবতা আ কে ?

উত্তর—আত্মা অর্থে জীবন। শ্রীগুরুদেবকে যিনি ‘জীবন’ করিয়াছেন, তিনিই গুরুদেবতা আ। জলাশ্রিত মৎস্ত যেমন জলাত্মা, গুরুচরণাশ্রিত শিষ্য তদ্রূপ গুরুদেবতা আ। গুরুদেবতা আ ভক্ত গুরুতে প্রীতিবিশিষ্ট, অল্পক্ষণ গুরুসেবা-রত এবং গুরুসেবকের চিত্ত গুরুতে তন্ময়। শাস্ত্র বলেন—‘মামেব নিতাং ধ্যায়ৈদ্ যো, মদাত্মা স প্রকীর্তিতঃ।’ (ভাঃ ১১।১০।৫ শ্রীমধ্ব)

যিনি সর্লক্ষণ ইষ্টদেবের চিন্তা করেন, তিনিই ইষ্টদেবতা আ।

প্রশ্ন—গুরুসেবক কিরূপ হইবেন ?

উত্তর—মদলাকাজ্ঞী গুরুসেবক অমানী (নিরভিমান), অহঙ্কারশূন্য, অনলস (দক্ষ), নির্দম (আরাধিতে মমতামুক্ত), গুরুগোবিন্দে দৃঢ়সৌহৃদ (অত্যন্ত প্রীতিবৃত্ত), অব্যাগ্র (স্থির), অসত্বর (সাধাবশ্তপ্রাপ্তো ভরামকুর্কন), তত্ত্বজ্ঞানাকাজ্ঞী, অহুয়াশূন্য ও বৃথালাপরহিত হইবেন। (ভাঃ ১১।১০।৬)

প্রশ্ন—জীব যে অস্বতন্ত্র তাহা কিভাবে বুঝা যায় ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—কর্মকরণে সুখদুঃখ দেখিয়া ‘ভোগেহপি জীবন্ত অস্বাতন্ত্র্যং লক্ষ্যতে। স্বাতন্ত্র্যো হি কঃ ধলুঃ ধুঃখং ভুঞ্জীত, কো বা বিবেকী দুঃখং কুধ্যাৎ। ততশ্চ বিবশ্মমস্বতন্ত্রম্।’ (ভাঃ ১১।১০।১৭ টীকা চ)

বিদ্বানেরও কোনস্থলে দুঃখ এবং মূর্খেরও কোন স্থলে সুখ দৃষ্ট হয়। ‘অতএব বয়ং কর্মকুশলত্বাং সদা সুখিন ইতি তেষাং বৃথৈবাহঙ্কারঃ।’ (ঐ ১৮ টীকা)

প্রশ্ন—কাহাকে প্রীতি করা উচিত ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন, দেহ ও ধনাদির প্রতি বেশী মমতা বা প্রীতি ভাল নয়। কারণ তাহা অনিত্য ও দুঃখকর। কিন্তু গুরু-কৃষ্ণ নিত্য বস্তু ও পরমাত্মীয় বলিয়া তাঁহাদিগকেই প্রীতি করা

কর্তব্য। ‘গুরুদেবেষ্টদেবয়োস্ত তাদৃশস্ত অসন্তবাৎ দৃঢ়-সৌহৃদ্যমেব উচিতম্।’ (ভাঃ ১১।১০।৭ টীকা চ)

প্রশ্ন—সংসঙ্গ দ্বারাই কি ভগবানকে পাওয়া যায় ?

উত্তর—হাঁ। সংসঙ্গ দ্বারাই ভগবান বশীভূত হন। সংসঙ্গ সার্বত্রিক আসক্তিনিবাসক ও সর্লক্ষণাপহ।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ভক্ত্যুৎপত্তেঃ পূর্লক্ষণি সংসঙ্গ এব স্বয়ং মাং বশীকুধ্যাৎ কিং পুনর্ভক্তিং জনয়িত্বা।

(ভাঃ ১১।১২।১ টীকা চ)

এই ব্যক্তি আমার ভক্তের সঙ্গী, আশ্রিত বা সেবক, এই চিন্তা করিয়াই ভগবান সদগুরু-চরণাশ্রিত ভক্তকে রূপা করিয়া থাকেন।

‘অত্যাগ্ৰ সাধন ব্যতীত কেবল সংসঙ্গ-প্রভাবেই ভগবানকে লাভ করা যায়।’

(ভাঃ ১১।১২।৭ বিবৃতি)

‘কেবলস্ত ভক্তিযোগস্ত সংসঙ্গ এব হেতুর্ন তু সূকৃতাশ্রয়ং কিমপি।’ (ঐ ২ টীকা চ)

সদগুরুচরণাশ্রয় ও সদগুরুসেবাই শুদ্ধভক্তি লাভের উপায়। সূকৃতি দ্বারা বা অগ্র উপায়ে তাহা লাভ্য নহে।

শাস্ত্র বলেন—যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাত্রাং ভবতি কাঞ্চনম্ সন্নিধানাদ্ গুরোরবেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ।

তন্মাং অত-ভগবন্তজনমপি নাপেক্ষতে। (ভক্তিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—অমঙ্গল কি করিয়া কাটিবে ?

উত্তর—ভগবানে শরণাগতিই জীবের শোক-মোহ-ভয়নাশিনী। বহু বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস্তবিক কোন মঙ্গলের উদয় হয় না। পরন্তু সকল ধারণা বা আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের শরণ গ্রহণই সকল অমঙ্গলের হাত হইতে পরিব্রাজ লাতের একমাত্র উপায়। (ভাঃ ১১।১২।১৪ বিবৃতি)

ভগবান্ বলিয়াছেন—হে ভক্ত, আমাকে আশ্রয় করিয়া তুমি নিশ্চিত ও নির্ভয় হও। ‘তব নাস্তি কৰ্ম্মাধিকারো নাপি জ্ঞানাদিকারস্তদপি তং তং আত্মনি আরোপ্য প্রত্যবায়-ভয়ং সংসারভয়ঞ্চ মনুসে চেৎ তদা তত্ত্বদ্বয়ত্ৰাতা অহং বিদ্যমান এব অস্মি।’ সুতরাং ভয় কি ?

(ভাঃ ১১।১২।১৪ টীকা)

প্রশ্ন—বিষয় বাসনা জাগে কেন ?

উত্তর—শ্রীমত্তাগবত বলেন—(জড়)বিষয়-চিন্তা হইতেই দ্রুৎকর বিষয়-বাসনা জাগে। (ভাঃ ১১।১৩।১০ টীকা)

সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া ভগবানে আবিষ্ট হওয়াই প্রকৃত যোগ।

চিত্তকে হৃদয়স্থ ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত করিলে চিত্ত আর বিষয়-চিন্তার অবসর পাইবে না।

চিত্তস্থ আবিষ্টতা ভগবন্তত্বা ভবেৎ। চঞ্চল বিষয়াসক্ত মন সাংসারিক ভোগ হইতে পৃথক্ হইয়া ভক্তিয়োগ অবলম্বন করিলেই তাহার আর চাঞ্চল্যাদি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সংসঙ্গ নাই, ভজন নাই, সে স্থানেই অনর্থ প্রবল থাকে।

ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া বিষয়-বাসনা শূন্য হইলেই হৃদয়ে পরমানন্দমূর্ত্তি ভগবানের প্রকাশ হয়। তখন অকুরন্ত আশাতীত সুখ লাভ হয়।

(ভাঃ ১১।১৪।১২)

প্রশ্ন—অকিঞ্চন কে ?

উত্তর—যিনি কিঞ্চনবিমুখ, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন ব্যক্তি পরিমিত নম্বর ধনজনাদি গ্রহণবিমুখ। বিষয়ের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অকৃতি। অকিঞ্চন ভক্ত জগৎকে সুখময়রূপে দর্শন করেন।

অকিঞ্চন ভক্ত ভগবদ্বদনে ধনী। তিনি অবিনশ্বর মহাধন ভগবান্কে লাভ করায় কিঞ্চন পদার্থ ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্বভৌমপদ, অষ্টাদশলিঙ্গি বা মুক্তি তাঁহার ভাল লাগে না। (ভাঃ ১১।১৪।১৩-১৪ টীকা চ)

প্রশ্ন—বন্ধু কে ?

উত্তর—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—গুরুস্বয়ং বন্ধুঃ, ন ভ্রাতাদিঃ ; স চাহমেব।

মহাজিলাভ এব লাভঃ, ন তু ধনপুত্রাদিলাভঃ।

দ্রুৎকং কামমুখাপেক্ষা। বিষয়-ভোগাপেক্ষা এব দ্রুৎকং।

(ভাঃ ১১।১৩।৪০-৪৫ টীকা)

প্রশ্ন—দেবজন্ম অপেক্ষা কি মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। স্বর্গগতি (দেবজন্ম) অপেক্ষা নরগতি (মনুষ্যজন্ম) শ্রেষ্ঠ। এজন্ম মনুষ্যজন্ম পাইয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর্গগতি আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। দেবজন্ম ও নারকজন্ম জ্ঞান-ভক্তির সাধক নহে। এজন্ম দেবগণ ভক্তিসাধক মনুষ্য-জন্ম কামনা করেন।

(ভাঃ ১১।২০।১২-১৩ টীকা চ)

এই দেবজন্ম ভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মৃত্যুর পূর্বে সিদ্ধিলাভের জন্ম যত্নপর হওয়া কর্তব্য। কারণ ইহা ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। (ভাঃ ১১।২০।১৪)

যে মনুষ্যজন্মে ভগবান্কে পাওয়া যায়, সেই জন্ম ভ মনুষ্যজন্ম তুচ্ছ ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিয়া রাখা নষ্ট করা উচিত নয়। (ভাঃ ১১।২০।১৭ টীকা চ)

প্রশ্ন—হৃষ্ট মনকে প্রায় দেওয়া কি উচিত ?

উত্তর—কখনই না। শাস্ত্র বলেন—মনসো গতিং ন বিমুখোৎ কিম্ব স্তম্ভয়েৎ। (ভাঃ ১১।২০।২০ টীকা)

মনকে উপেক্ষা না করিয়া সংযত করিবে। মনোনিগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন। মন নিগ্রহীত না হইলে জীবের স্বরূপ-উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই।

মনকে সর্বদা সর্বকল্যাণকরী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত রাখিলে চঞ্চল মন আত্মার শুভাভিকুল্য বিধান করে। মন অনাত্ম বস্তুর বলিয়া সর্বক্ষণ অনাত্ম দ্রব্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—নৈষ্টিক ভক্তের কি অহঙ্কার থাকে ?

উত্তর—না। নিষ্ঠা-কৃতিপরায়ণ ভক্তের জড় অহঙ্কার থাকে না। তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্মাদিও নষ্ট হয়।

(ভাঃ ১১।২০।৩০ টীকা চ)

শুদ্ধভক্তি হইলে ভগবদভ্যুভবরূপ জ্ঞান এবং বিষয়ে অকৃতিসূচক বৈরাগ্য স্বতঃই হয়। (ঐ ৩১ টীকা)

প্রশ্ন—সুসময় কি ?

উত্তর—একাদশী, জ্যৈষ্ঠমী প্রভৃতি শ্রীহরিবাসর, ভগবৎ সেবা, সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবালাভের কালই

প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম কাল বা সুসময়। মেঘাচ্ছন্ন দিন দুদিন নহে, হরিসেবাবিমুখ জনসঙ্গকালই দুঃসময়।

(ঐ ৯ বিবৃতি)

প্রশ্ন—বিষয়চিন্তা কি অমঙ্গলকর ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—ভোগবুদ্ধা বিষয়-ধ্যানং অনর্থহেতুস্তস্মাৎ তৎ ত্যজ।

ভোগবুদ্ধিতে (অসুখার্থ) বিষয়-চিন্তা অনর্থের হেতু। অতএব ইহা পরিত্যাগ কর। (ভাঃ ১১২২৫৭ টীকা চ)

প্রশ্ন—মন কি জীবের ভীষণ শত্রু ?

উত্তর—হাঁ। কর্তৃত্বাভিমানী ভোগী মনই দুঃখের মূল। এজন্ম মনকে নিগ্রহ করা দরকার। মনের মত এত বড় শত্রু আর কেহ নাই। মনকে বশীভূত করিতে পারিলে সর্বেশ্বর জয় করা যায়। (ভাঃ ১১২৩৪৭)

সুখীভিরেকো মনোনিগ্রহ এব অপেক্ষণীয়ো নাত্যঃ।

(ঐ ৪৬ টীকা)

একমাত্র গুরুসেবা বা ভক্তিযোগই মনোনিগ্রহে সমর্থ। শাখগুরুপায় চিত্ত ভগবানে আবিষ্ট হইলেই চিত্ত সহজে দমিত হয়।

তস্মাৎ সর্বাঙ্গনা তাত নিগ্রহণ মনো থিয়া।

মধ্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥

(ঐ ৬০)

প্রশ্ন—ভগবান্নাম ত ব্রহ্মবস্তু ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—মদ্বিগ্রহ-ধাম-নাম-ভক্তাদিকং চিদ্রূপত্বাদ ব্রহ্মবস্ত্বেব।

(ভাঃ ১১২৮৪ টীকা)

ভগবদ্বিগ্রহ, ভগবান্নাম, ভগবান্নাম, ভগবৎপ্রোক্ত শ্রীগুরু-দেব—এ সবই ব্রহ্মবস্তু—ঈশ্বরব্রহ্ম বৃহদবস্তু।

প্রশ্ন—এ জগৎ কি আমাদের ভোগ্য ?

উত্তর—কখনই না। জীব ভগবৎসেবক। জীবও ভোক্তা নহে, জগৎও জীবের ভোগ্য নহে। জগৎ জগদীশ্বরের ভোগ্য বা সেবোপকরণ। শাস্ত্র বলেন—অগ্নে যেরূপ মিথ্যাভূত সর্পদংশন-জনিত বা ব্যাঘ্রদংশন-জনিত দুঃখ উপস্থিত হয়, সেইরূপ বিষয় বা ভোগ্য বলিয়া কিছু না থাকিলেও ‘ইহা আমার ভোগ্য’—এই

কল্পনাময়ী চিন্তাদ্বারাই জীবের সংসার হয়।

(ভাঃ ১১২৮১০)

প্রশ্ন—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চিন্তার কি ফল ?

উত্তর—ভগবান্, গুরু ও ভক্তের স্মরণ, দর্শন, স্পর্শ, পাদপ্রক্ষালন ও উপবেশন দ্বারা গৃহ ও চিত্ত পবিত্র হয়।

(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—শিখা রাখার উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত, শ্রীচৈতন্যশিষ্কার সহিত মন্তক বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত ও নামাশ্রিত ব্যক্তিগণ শিখা রাখিয়া থাকেন। শিখার অপর নাম—শ্রীচৈতন্যশিক্ষা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গুরুদর্শন না হইলে কি ভগবদর্শন হয় না ?

উত্তর—না। গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত ভগবান্নামদ্বারা সেই শ্রীমন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। প্রেমবশ্ত ভগবান্ গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। শাস্ত্র বলেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্ত্রে ভজন্তু ভবভীতাঃ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যত্মালিন্দে পরব্রহ্ম॥

অনেকে আপনাদিগকে ভগবদ্দর্শনের জন্তু লালায়িত বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু গুরুদর্শন হইতেই যে ভগবদ্দর্শন হয়, ইহা তাঁহারা বুঝেন না। গুরুদর্শন না হইলে ভগবানের দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হয় না যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয় বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগস্বত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্বাংগে প্রোক্ত সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে অপার করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই হ’লেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। কেবল সন্তানের সহিত দূরে থাকিয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না। বিশ্রান্তের সহিত অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিতে হইবে। যেমন শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। (প্রভুপাদ)

শ্রীবুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

(বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, কলিকাতা :—

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিগত ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে ২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত পাঁচটি বিশেষ সাক্ষাৎসম্ভার অধিবেশনে কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্যাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রদ্যোত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীচারুমিহির সরকার, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্যাধিকরণের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীসুবোধ কুমার নিয়োগী, ডাঃ শ্রীনলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্যাধিকরণের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীপারেশনাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি-পদে বৃত্ত হন এবং শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় র‍্যাড্-ডোকেট, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্যাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোস্বামী, অধ্যক্ষ শ্রীজনাঙ্গন চক্রবর্তী প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ, পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাম্ববের মহারাজ, পরিব্রাজক-চাৰ্য্য ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাস হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজ, ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীসলিলকুমার হাজরা বার-ম্যাট্‌ল, অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা বিভাগলঙ্কার, কাব্য-তর্ক-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, তর্কবাগীশ, অধ্যাপক শ্রীবিভূপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাकरण-পুরাণতীর্থ, অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাकरण-পুরাণতীর্থ, মার্কিন দেশীয় ভক্ত শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'ঈশ্বর ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপকারিতা', 'পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়', 'শ্রীনামভজনই সর্বোত্তম সাধন', ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' যথাক্রমে বক্তব্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট ছিল।

১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরে অপরাহ্ন ৩-৩০ টায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করতঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিবস, বহু শত ভক্ত শ্রীমঠে সমবেত হইয়া দিবারাত্র-বাপী উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, নাম সংকীর্তন ও মধ্য-রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি দর্শন সহযোগে শ্রীজন্মাষ্টমীত্রয় পালন করেন। ১৯ ভাদ্র শ্রীনন্দোৎসববাসরে এক সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট শনিবার হইতে ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট বুধবার পর্যন্ত শ্রীমঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোল-সেবা দর্শনের জন্ত সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভ উপস্থিতিতে ও নিয়মকমে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বুলনযাত্রা উৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরিয়াজীর হার্দী সেবাশ্রেষ্ঠায় বিভ্রাজ্জালিত সচল মূর্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরোদয়ের লীলোদ্দীপক অপূর্ণ চিত্তাকর্ষক সজ্জাদি দর্শনের জন্ত শ্রীমঠ বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা, দিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর প্রতাহাই বিপুল ভীড় হয়। ভীড়-নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ব্যতীতও পাঞ্জাবদেশীয় পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা দর্শনার্থীর ভীড় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মথুরার জেলাধীশ, এস্-পি, ডি-এস্-পি, জজ আদি বিশিষ্ট নাগরিকগণ দর্শনাকাজক্ষী হইয়া মঠে আসেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজন্মাষ্টমী এবং শ্রীনন্দোৎসবও শ্রীমঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোহাটী :—

গোহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে এবার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বুলনযাত্রা ও তৎপর শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যপেক্ষে শ্রীমঠ প্রাঙ্গণে বিভ্রাৎ-যোগে প্রকাশিত শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলার

চিত্তাকর্ষক দৃশ্য-সম্বলিত একটি বিরাট ভাগবত-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য গোড়ীর মঠাধ্যক্ষ ত্রিদিগ্গোঁস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্রে এবং শির্দিশালুসারে সেবাকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যগোড়ীর মঠ প্রতিষ্ঠানের সহঃ সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় এক্সচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিহারত্ব, বি, এস্-সি। গোহাটীস্থ শ্রীমঠবাসি-সেবকবৃন্দ এবং মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ—সকলেই তৎসহ সেবাকার্য্যে আশ্রয় পরিশ্রম করিয়াছেন। এত অধিক লোক-সমাবেশ শ্রীমঠে ইতঃপূর্বে আর কখনও হয় নাই। প্রদর্শনীটির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন—কামরূপ জেলার ডেপুটী কমিশনার শ্রীঅনিল কুমার চৌধুরী মহাশয়।

বুলনঘাটাকালে প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দৃশ্যসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছিল :—

(১) প্রথম কক্ষে—শ্রীকৃষ্ণের মাধন-চুরী লীলা। শ্রীবালকৃষ্ণ অগ্রজ শ্রীবলরামের পৃষ্ঠোপরি দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ চপলদৃষ্টি নিক্ষেপ সহকারে ননী চুরী করিতেছেন এবং তাহা নিকটস্থ কপি ও কাকাদি পক্ষি-গণকে বিতরণ করিতেছেন, কপিগণ হস্ত পূর্ণ করিয়া তাহা ধাইতেছে। অনতিদূরে অবস্থিতা মাতা যশোমতী একখানি যষ্টি হস্তে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতে তাঁহার গোপালের সেই কীর্ত্তি দর্শন করিতেছেন।

(২) দ্বিতীয় কক্ষে—মা যশোদা গোপালকে যষ্টিহস্তে তাড়া করিতেছেন।

(৩) তৃতীয় কক্ষে—রোক্তমান শ্রীগোপাল জননীর দামবন্ধন স্বীকার করিতেছেন। ষ্টলের উপরিভাগে লিখিত আছে—

“মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।

অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন॥”

৬ই ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট শনিবার হইতে ১০ই ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট বুধবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত বুলনঘাট উপলক্ষে সজ্জিত প্রদর্শনী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসহ-যোগে সচল রাখা হইয়াছিল। পরে ঐ সকল দৃশ্য ষ্টল হইতে নামাইয়া শ্রীমঠপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে অচল দৃশ্যরূপে সংরক্ষণ করা হইল এবং ঐ সকল ষ্টলে শ্রীকৃষ্ণজন্মস্তী উপলক্ষে আয়োজিত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-

প্রদর্শনী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসহযোগে সজ্জিত করা হইল।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীকৃষ্ণজন্মস্তীর অধিবাস দিবস বেলা ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট সংকীর্্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গোহাটীর প্রধান প্রধান রাজপথ পরিক্রমণ করতঃ ৫-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। মুহূর্ভূঃ জয়োল্লাসরত অগণিত নরনারী সমভিব্যাহারে সম্প্রদায়ের ধ্বজা ও পতাকার পশ্চাৎ ব্যাণ্ডাযন্ত্র, তৎপশ্চাৎ যুদধ-মন্দিরা-শজ ঘণ্টা-কাঁস-বাদি বাত্মধ্বনি সহ শত শত ভক্তকণ্ঠনিঃসৃত সংকীর্্তনধ্বনি শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্কপূত গোহাটী নগরীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মাদ্রাজ প্রদেশের ভূতপূর্ব গভর্ণর শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী মহোদয় শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনার্থ সপত্নীক শ্রীমঠে আগমন করেন। প্রদর্শনী দর্শনার্থী জনতার ভিড়, তাহার উপর নগর-সংকীর্্তনকারিগণের সমাগম। অতিকষ্টে বিশাল জন-সংঘট অতিক্রম পূর্বক সজ্জনবর শ্রীমেধী নির্দিষ্ট মঞ্চে উপস্থিত হন এবং কিঞ্চিৎ ভাষণ প্রদান পূর্বক পুরুষগণের মুহূর্ভূঃ অধ্বনি, নারীগণের হলধ্বনি ও বিপুল বাত্মধ্বনির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

জন্মলীলা প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দৃশ্যসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছিল :—

কংসকাবাগারে শ্রীবাসুদেব ও দেবকী সতঃ আবির্ভূত চতুর্ভুজ শ্রীবাসুদেবের শুভস্তুতি করিতেছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের স্তুতি স্বীকার করতঃ ধীরে ধীরে তাঁহাদের প্রতি রূপা দৃষ্টিতে প্রসন্নচিত্তে চাহিতেছেন।

বাসুদেবের শিরোদেশে বাসুদেব, বাহিত হইয়া গোকুলে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন।

কারাগৃহের বহির্দেশে দ্বারপালগণ চিহ্নজ্ঞি যোগ-মায়ার ছায়াস্বরূপিণী গুণময়ী মায়াপ্রভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই নিদ্রাভিত্তত।

শ্রীকৃষ্ণজন্মষ্টমী তিথির নিশীথ রাত্র, আকাশ ঘোরঘন-ঘটাচ্ছন্ন, মুহূর্ভূঃ বিজুৎ চমকাইতেছে, শ্রীযমুনার উত্তাল তরঙ্গ, শ্রীঅনন্তদেব গমনরত বাসুদেবের শিরোপরি ছত্ররূপে শোভমান, সম্মুখে একটি শৃগাল বাসুদেবকে পথ-প্রদর্শন করিতে করিতে যমুনা পার হইতেছে।

(বসুদেবের নন্দালয়ে গমন, যোগমায়া প্রভাবে সকলকেই নিদ্রাভিভূত দর্শন, মাতা যশোমতী স্তুতিকাগারে গাঢ়নিদ্রাচ্ছন্ন, নন্দনন্দনকৃষ্ণে বসুদেব-কৃষ্ণে প্রবেশ, বসুদেব নিজপুত্রকে যশোদা-ক্রোড়সমীপে রাখিয়া তদনুজা যোগ-মায়াকে লইয়া কংসকারাগারে প্রত্যাবর্তন ও দেবকী-ক্রোড়ে সংরক্ষণ) কস্তার কংসবধনার্থ ক্রন্দন, তচ্ছবণে প্রহরীগণের নিদ্রাভঙ্গ, কংসকে সংবাদদান, কংস আসিয়া দেবকীক্রোড়ে হইতে সম্মানটিকে বলপূর্বক ছিনাইয়া লইয়া প্রস্তর পৃষ্ঠে আছাড় দিতে যাইতেছে ইত্যাদি।

সন্ধ্যারাত্তিকের পর দিবসত্রয়ব্যাপী প্রত্যহ সংকীৰ্ত্তন-সহযোগে সভার অধিবেশন হয়। সভায় যথাক্রমে আলোচ্য বিষয় ছিল—শান্তির পথ, কৃষ্ণকথা ও হরিনাম। প্রথম দিবসের সভায় সভাপতি ছিলেন—কটন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার আচার্য। দ্বিতীয় দিবসের সভাপতি—গোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক—ডাঃ যোগিরাজ বসু। তৃতীয় দিবসের সভায় সভাপতি—শ্রী এন, কে চৌধুরী—ডিফ্রিক্ট এণ্ড সেনসন্স জজ। আসাম ট্রিবিউনের সম্পাদক শ্রীসতীশ চন্দ্র কাকতি ও আর্থাবিজ্ঞানী কলেজের অধ্যক্ষ—শ্রীগিরিশ্বর শর্মা মহোদয়দ্বয় প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমঠের সহঃ সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী প্রত্যহই সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী মহাশয়ও সভার প্রথম ও তৃতীয় দিবসে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রত্যহ সভার কার্যসূচি রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত চলিতে থাকে।

শ্রীবলদেববিভাব পৌর্ণমাসীর পরদিবস শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত উৎসবে নানাধিক চারিশত ব্যক্তিকে এবং নন্দোৎসব দিবসে নানাধিক চারিশত ব্যক্তিকে বসাইয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

আসামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গৃহস্থ ভক্ত সজ্জনগণ শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান পূর্বক উৎসবটিকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন। এই সুবৃহৎ উৎসবানুষ্ঠানে শ্রীমঠের সহঃ সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজীর সহায়ক-স্বরূপে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীন-মদন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন দাস,

শ্রীপবিত্র দাসাধিকারী, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীজীবন চক্রবর্তী প্রমুখ মঠসেবকবৃন্দের আশ্রয় সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রদর্শনীতে ষোল্লিখিত নিম্নাংশে বসায় শ্রীপ্রফুল্ল, হুলাল ও রতনসহ শ্রীদীনেশ নন্দী মহাশয় এবং পুস্তকনিম্মাতা সপুত্র শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র সাহা মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহারা অতিদ্রুতগতিতে প্রাণপণে কার্য্য করিয়া প্রদর্শনীটি সঙ্গসাধারণের দর্শনযোগ্য করিয়াছেন।

প্রতিবারেই উৎসবের আলোক সজ্জায় শ্রীঘীরেন্দ্র কুমার দাস মহাশয়ের নাম সকলেরই নিকট বিশেষ পরিচিত। উৎসবে আনুকূল্যকারী সকলকেই আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীগোড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম) :-
আসামপ্রদেশান্তর্গত দরং জেলার সদর তেজপুরস্থ শ্রীগোড়ীয় মঠে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজ্ঞান্যষ্টমী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ৭ই ও ১০ই ভাদ্র শ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত দুইটি সাক্ষা ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদিগ্ধ-স্বামী শ্রীমন্তক্লিষ্টলিত গিরি মহারাজ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর পূত চরিত্র ও শিক্ষা এবং শ্রীবলদেবতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন,—“বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আমাদিগকে তাঁহাদের স্মৃতি উদ্ধীপনা করাইয়া সর্কপ্রকার মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে। যেখানে শুদ্ধ প্রীতিজনিত সম্বন্ধ সেখানে প্রকটকাল অপেক্ষা অপ্রকটকালে প্রেমাস্পদের প্রতি তন্ময়তা অধিক হয়।

শ্রীবলদেবপ্রভু পুরুষাবতারত্বের মূল ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও সেবকরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্পাদন করিতেছেন, এজন্ত তাঁহাকে গুরুত্বের আকর বলা হয়। তৎরূপা ব্যতীত আশ্রয়তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না—“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।”

বিদ্রাঢ়ালিত শ্রীকৃষ্ণলীলাদীপক দৃশ্যাবলী দর্শনের জন্য মঠ অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

শ্রীজ্ঞান্যষ্টমীবাসরে সাক্ষা ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আসাম বিধান সভার স্পীকার শ্রীমহীকান্ত দাস এবং জেলাধীশ শ্রীঅরুণোদয় ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় সকলকে শ্রীকৃষ্ণের বাণী—শ্রীগীতার উপদেশে উদ্বুদ্ধ

হওয়ার জন্ত হার্দী আবেদন জানান। ত্রিদিগ্বিশমী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল ও শ্রীহরত দাসাধিকারী সেবারত (ডাঃ শ্রীমুনীল আচার্য্য) বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণে বলেন,—“আমাদের হৃদয়ে অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হলেই আমরা ক্রিতাপ হ’তে সম্যক মুক্ত ও বিমল প্রেমানন্দের অধিকারী হ’তে পারবো, কিন্তু তজ্জন্ত হৃদয়টিকে শুদ্ধ সঙ্কেজ্জল করা দরকার। কলিযুগে চিত্তের স্থনির্মলতা আনয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন।”

শ্রীনন্দোৎসবে চারি সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগেহু পাল ও অন্যান্য ভক্তগণের সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীগদাই গৌরাজ মঠ, বালিয়াটি (ঢাকা) :—
পূর্বপাকিস্তানের ঢাকা জেলাস্বর্গত বালিয়াটিতে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগদাই গৌরাজ মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব সুসুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। জামুকা, পাকুল্লা, টাঙ্গাইল, গল্পী প্রভৃতি নিকটবর্তী বহু গ্রাম হইতে ভক্তগণ উৎসবে আসিয়া যোগ দেন। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীমঠ হরিসংকীৰ্ত্তনে মুগ্ধিত থাকে। শ্রীগৌরাজ প্রসাদ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পর দিবস নন্দোৎসবে শত শত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ সূন্দর দাসাধিকারী ও শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারীর প্রশংসনীয় সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ, হায়দাবাদ (অন্ধ্র প্রদেশ) :—
অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউর অপূর্ব হিন্দোলসেবা সন্দর্শনের জন্ত প্রত্যহ পুরুষ ও মহিলা প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসর হইতেও এই বৎসর দর্শনার্থীর সংখ্যা অধিক প্রতীয়মান হয়। শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারীর সেবানৈপুণ্যে কুজবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের বুলন-লীলা সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ উদ্দীপনা হওয়ার ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করেন।

শ্রীমঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব যথার্থীতি সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমী তিথি বাসরে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের এন্ডাওমেন্ট বিভাগের কমিশনার শ্রী কে. বাসুদেব রাও, আই-এ-এসের সভাপতিত্বে সাক্ষা ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়করণ দাসজী বক্তৃতা করেন। শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভূচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণের সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীগোড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম) :—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাচা ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের রূপানির্দেশক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন আসাম প্রদেশের অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র সরভোগ (চক্চকাবাজার) শ্রীগোড়ীয় মঠে বুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে পূর্বাঙ্কে শ্রীমঠের সন্মুখস্থ নবনির্মিত সুরমা তোরণের দ্বার উদ্ঘাটন কাণ্ড সংকীৰ্ত্তনসহযোগে সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস এবং তৎপরদিবস সাক্ষা ধর্মসভার আধিবেশনদ্বয়ে যথাক্রমে বিজ্ঞানী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরমণী কান্ত শর্মা এবং ঐচ্ছিত্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীদীননাথ বনচারী, শ্রীপাদ ভূতভাবন দাসাধিকারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী সেবারত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। শ্রীনন্দোৎসবে দুই সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) :—
নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগর সহরের গোয়াড়ী-বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের বুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি বৎসরের তায় এই বৎসরও শ্রীবুলনযাত্রা দর্শনে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে মঠরক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থমহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে কএক শত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, বশড়া (নদীয়া) :—
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অগ্রতম শাখা নদীয়া জেলার চাকদহ মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত বশড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অগ্রতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে) এই বৎসর শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুপ্রাণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, যাদ্যাসিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সজ্ঞ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিষয়ী শ্রীমদ্বক্তাদিত্য মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরাস্তম্ভগত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীদৈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

দৈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮-৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক ভালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আর তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্ধাঙ্গস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের দ্বারা অল্প কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ণ ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি বাতীত শ্রীল বিগ্ননাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর-কৃত ‘নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্’ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গভাবদাসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সম্মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বক্তিত হার অন্তর্গামী অতিরিক্ত ১’১২ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, দৈশোতানে, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্বক্তৃত্বদ্বিতীয় মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীশুক্ল-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীবাধা-কৃষ্ণ সম্প্রদায় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্যু সঙ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১ ০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বক্তিত হার অন্তর্গামী অতিরিক্ত ১’১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর দৈশোতানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতাবী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাস্থগত শ্রীধাম-মায়াপুর দৈশোতানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য দ্বিদিগ্বিন্দ্যমী ও শ্রীমদ্বক্তৃত্বদ্বিতীয় মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, পূর্বাষা ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্বক্তৃত্বদ্বিতীয় মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক স্থাপিত। বর্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জাতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্তি চলিতে থাকিবে। ভর্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

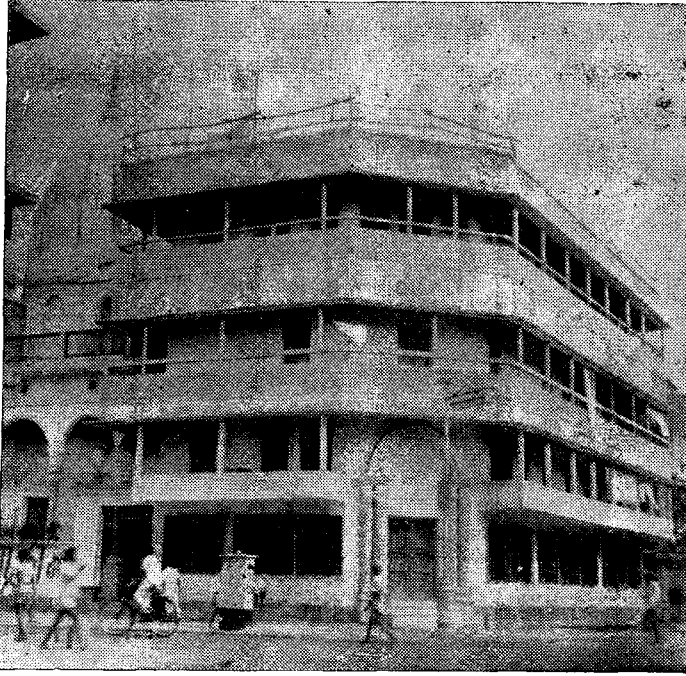
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫৯০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্বক্তৃত্বদ্বিতীয় মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠস্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:



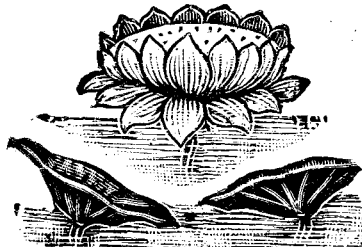
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমাৰ্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

৯ম সংখ্যা

কার্তিক, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ত্রীগন্তজিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযমৌ শ্ৰীমন্ত্ৰিদিয়িত মাধব গোস্বামী মহাৰাজ

সম্পাদক-সম্প্রপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযমৌ শ্ৰীমন্ত্ৰিপ্রমোদ পুরী মহাৰাজ

সহকারী সম্পাদক-সম্প্র :—

- ১। শ্ৰীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বিশিট, কাব্য-ব্যাকরণ-পুৰাণতীর্থ, বিত্তানিধি। ৩। শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এস্
২। মহোপদেশক শ্ৰীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুৰাণতীর্থ। ৪। শ্ৰীচিন্তাহরণ পাটগিৰি, বিত্তাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিত্তারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পো: শ্ৰীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পো: ও জে: মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্ৰীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্ৰীগোড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পো: ও জে: মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পো: গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পো: তেজপুর (আসাম)
১২। শ্ৰীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্ৰীপাট, বগড়া, পো:— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পো: চক্কাবাজার, জে: কামৰূপ (আসাম)
১৪। শ্ৰীগদাই গৌরান্দ্র মঠ, পো: বালিয়াটী, জে: ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ষা

“চেতনোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধুজীবনম্।
আনন্দাসুখিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাস্বাস্পদং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

৯ম বর্ষ }

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, কার্তিক, ১৩৭৬।
৭ দামোদর, ৪৮৩ শ্রীগৌরান্দ; ১৫ কার্তিক, শনিবার; ১ নবেম্বর, ১৯৬৯।

8ম সংখ্যা }

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, শ্রীমায়াপুর

ঈশতত্ত্ব পাঁচপ্রকারে প্রকাশিত — পরতত্ত্ব, ব্রাহ্ম, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চা। কনিষ্ঠাধিকারী অর্চার প্রতি প্রাকৃতভাব-মিশ্রিত যে পূজা বিধান করে, উহা তদীয় ভক্তের আনুগত্যে না হইলে যথার্থ মঙ্গল আবাহন করে না। ভগবান্ হইতেও ভক্তের পূজা বড়, ইহা কনিষ্ঠা-ধিকারী বুঝিতে পারে না বলিয়াই শ্রীবিগ্রহ-পূজায় যতটা আন্তি প্রকাশ করে, শুদ্ধভক্তের সেবায় ততটা করে না। শ্রীমুর্তি কনিষ্ঠ ভক্ত বা প্রাকৃত ভক্তের নিকট এক তরফা বিচার প্রদর্শন করেন। সাধকের পক্ষে গুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ-সঙ্গ ও তৎফলে হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বহুজন্ম অর্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কথাদ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ রূপাপূর্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্যামী ভগবান্, তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না। বৈভবতত্ত্ব শ্রীরামাদি অবতারগণ জীবের সহিত কথা বলেন, উপদেশ করেন, শাসন করেন এবং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় নির্ধারণ করেন। ব্রাহ্ম-তত্ত্বের কার্য ভিন্ন ভিন্ন। চতুর্-কর্য্যের মধ্যে ১ম—ব্রাহ্মদেব বিভূতা প্রকাশ করেন না, ২য়—সকর্ষণ বিভূতা বিস্তার করেন, ৩য়—প্রভুন্ম বিলাসের

বিচারে অবস্থিত, ৪র্থ—অনিরুদ্ধ বাসুদেবপর। কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারে না। একমাত্র বস্তু পরতত্ত্বই চারি প্রকারে প্রকাশিত হইয়া আনুযায়িকভাবে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ঈশতত্ত্ব জানা যায়।

“যাবানহং যথা ভাবো যজ্ঞপশুগৎকর্ম্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমন্ততে মদনুগ্রহাৎ॥”

ঈশ্বরের ব্রাহ্ম, বৈভব, অন্তর্যামিতত্ত্ব ও অর্চাতত্ত্ব— ইহারা প্রত্যেকেই প্রভুতত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত সকলই বশু বা সেবকতত্ত্ব। তিনিই প্রভু—যিনি তাঁহার সেবকমণ্ডলীর উপর প্রভুত্ব করেন। ঈশ্বরের যে পাঁচ প্রকার প্রাকট্য আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বশু বা সেবকগণের সহিত reciprocating relation (আদান-প্রদানের ভাব) আছে। ঈশ্বর বাঁহাদের উপর ঈশিতা করিবেন, তাঁহারা না থাকিলে ঈশিতা-কার্য্য হয় না। এইজন্ত প্রত্যেক তত্ত্বের সেবক আছে। ঈশ্বরের সহিত তদধীন সেবক আছেন। ব্রাহ্মতত্ত্বের তদধীন সেবক আছেন, বৈভবগণের তদধীন সেবক আছেন। অন্তর্যামী তদধীন সেবকগণের সহিত বিরাজিত এবং শ্রীঅর্চারও সেবক আছেন।

আমরা মনের দ্বারা ভাগ্যগড়া কার্য্য করি। বদ্ধজীবের মন প্রাকৃত মন। মুক্তজীবের মনই আত্মা। যথা,

শ্রীমদ্রূপপ্রভুর উক্তি—

“আনের হৃদয়—মন; মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।”

অর্চনকারী বন্ধাবস্থায় অবস্থিত হইয়া মুক্তের প্রতীতি-
যুক্ত। অর্চনকারী অর্চ্যবিগ্রহের সেবা করেন। তিনি
‘ভূতশুদ্ধি’ ও ‘প্রোক্ষণ’ করেন। ‘প্রোক্ষণ’ বলিতে এই
বুঝায়, যে intermediate ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য জিনিষ সেবার
বাধা দেয়, তাহা বিদূরিত করিতে হইবে। প্রোক্ষণ অর্থাৎ
জলের দ্বারা ধুইয়া ফেলা—impurity দূর করা। আমরা
বন্ধাবস্থায় অর্চার নিকট যে ভক্তি করি, তাহার কারণ ঐ
জিনিষটী আমাদের নিকট দাতা এবং আমরা গ্রাহক।
আমাদের impressionএ impoverished idea আছে।
আমরা নিজেকে উপাসক বলিতেছি অথচ নিজেকে মনে
মনে হাড়-মাংসের পিণ্ড মনে করিতেছি। কেহ বলি-
তেছেন—আমাকে অর্চার কাছে লইয়া যাইবেন।
আমাদের ধারণা—অর্চ্য inanimate. কিন্তু যিনি অর্চ্য,
তিনি জড় নহেন। শ্রীগুরুদেব intermediate রূপে
আমাকে সাহায্য করেন। অর্চ্য, অর্চন ও উপাসক এর
মধ্যস্থলে guide এর কথা শুনিয়া আমাদের একটা বাধা
উপস্থিত হইয়াছে। যদি অর্চ্য ও অর্চকের স্বরূপজ্ঞান
না থাকে, তাহা হইলে বিগ্রহ-পূজা ছেলিপিলের পুতুল-
খেলা হইয়া যাইবে। ভাল করিয়া বেদান্তের ‘শ্রীভাষ্য’ ও
‘গোবিন্দভাষ্য’ না পড়িলে গোবিন্দের পূজা হয় না।
Intellectual man মনে করিতে পারেন—যত অশিক্ষিত
লোক আছে, তাহাদিগকে পূজারী নিযুক্ত করিব। এইরূপ
চিন্তা উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে—আমরা Morpholo-
gical thingsএ আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর
Ontological aspect neglected হইতেছে। পুতুল
পূজার দরকার নাই; কিন্তু ভগবানের পূজার দরকার
আছে। Idol is a screen and obstruction to
get in there. আমাদের যে অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে,
তাহা হইতে পার পাওয়া দরকার।

“অর্চ্যারামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদভক্তেবুচাভ্যেসু ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তুতঃ॥”

যাঁহাকে পূজা করিতে বসিয়াছি, তিনি অর্চ্য।

আমি অর্চ্য। শালগ্রামে হরিপূজা করিতে বসিয়াছি।
অর্চ্য যিনি পূজা করেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। ‘ঐহতে’
অর্থ চেষ্টাতে, অর্চক ঈশ্বরের প্রতি reverential service
offer করেন। আমাদের জড় হাড়-মাংসের হাত পা
দ্বারা অর্চনের ফুল তোলা ও পূজা হয় না। অতঃপর
দৃষ্টিতে অর্চ্য প্রতিমা মাত্র। বাহিরের লোক দেখিতে-
ছেন, অর্চ্য যায় না, initiative নিতে পারে না। এই
সকল কার্য designs of some persons. আট প্রকার
মূর্তির কথা শাস্ত্রে আছে,—

“শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্তুতা॥”

প্রথমে অর্চার পূজা উপকরণ দ্বারা সাধিত হয়।
মানসপূজা দ্বারা অন্তর্ধ্যামীর পূজা হয়। অতঃপর রামাদি
বৈভব অবতারের পূজা। শ্রীরামাবতারে শ্রীহরুমান ও
সুগ্রীব তাঁহার সেবক ছিলেন। বৈভবাবতারের পূজা
তখনই সম্ভবপর, যখন তিনি সেবককে দেখা দেন।
তৎপরে ব্যুত্থবতারের বিচার। ব্যুত্থবতারই পুরুষাবতারজয়।
“আত্মন্তমহন্তঃ শ্রষ্টৃ” ইত্যাদি। তৎপর পরতত্ত্বের কথা।
অর্চ্য হইতে পরতত্ত্বের কথা পর্যন্ত সকলই বৈকুণ্ঠের
অন্তর্গত বিচার। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সুবিধা।
কুষ্ঠাধর্ম্মরহিত হইলে বৈকুণ্ঠের উপলব্ধি।

অর্চ্য—অবতার, ঈশ—অবতার। ইহার অবতার।
ঈশ্বরের—বিভিন্ন অবতরণ; যথা—প্রথম অবতরণ
গোলোকে স্বয়ংরূপের স্বয়ং প্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ
বলদেব প্রভু হইতে বাসুদেবাদি চতুর্ভূতজ, তৎপরে
বৈকুণ্ঠ ও মায়িকলোকের মধ্যদেশে বিরজাতে মহাবিশু।
কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরবারিতে বিষ্ণুতত্ত্বের অবস্থিতি—আত্মন্ত
মহন্তঃ শ্রষ্টৃ” ইত্যাদি

Inductive process intellectual parade এর
উপর নির্ভর করিয়া আমরা এখান হইতে Start করি
উপরের তত্ত্ব জানিবার জন্ত। আমরা নীচ হইতে উপরে
উত্তীর্ণ হইতে up-hill work করি। এই পরতত্ত্বাভিমুখে
অভিযানের পথে first of all অর্চ্য will help us.
এই জন্ত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

“যেন জন্মশতৈঃ পূৰ্ণং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।

তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥”

অন্তর্যামী অর্থাৎ যিনি immanent, অন্তর্যামী—
অন্তঃ+যন্+নিন্। অন্তর্যামীর কথা must not come
out through animistic process. অন্তর্যামী is
an internal Entity but He is not an outside
Entity. অর্চা ও অন্তর্যামীর উপর বৈভবতত্ত্ব শ্রীরাম
নৃসিংহাদি। বর্তমানে বদ্ধাবস্থা বা দৈশবিমুখতার উপযোগী
বস্ত্তসকলই আমরা লাভ করিয়াছি। We have come
far off from our eternal Home. We are to go
back there. Our first aid is অর্চা, second—
অন্তর্যামী, third—বৈভব, fourth—ব্রাহ্ম and fifth
পরতত্ত্ব—বৈকুণ্ঠ ও তদুর্দ্ধে গোলোকে।

আমাদের অনর্থগুলিকে দূর করিতে হইবে। পরতত্ত্বের
সকলই শ্রবণ-কীর্তনের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।

শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥”

শ্রীগুরুদেব কীর্তন করেন আর সকলে শ্রবণ করেন ; কিন্তু
আজকালকার জগতে উহার উল্টা নিয়ম হইয়া গিয়াছে।
ভাড়াটিয়া কথক ও পাঠক শ্রবণ না করিয়া অর্থাৎ শিষ্য
না হইয়াই গুরুর আসনে বসিয়া কীর্তন করিবার জন্ত
ব্যস্ত হইতেছে। শ্রীগুরুদেব কি বস্ত্ত এবং তাঁহার উপাসনা

কিরূপ, তাহা উক্ত হইয়াছে—

“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

“অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানরূপ অজ্ঞান-শলাকা দ্বারা আমাদের
অজ্ঞানাক্ষ চক্ষু উন্মীলিত করেন। আমাদের জড় চোখের
ছানি অপসারিত হইলে আমরা foreign elements এর
বিচার হইতে অব্যাহতি পাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট
নাম-মাত্র আসিলেই সর্বসিদ্ধি হইল, মনে করিতে হইবে
না। গাছের নীচে আসিয়াই নারিকেল পাইয়াছি,
মনে করা মিথ্যা। গাছে উঠিতে হইবে এবং নারিকেল
পাড়িয়া ছোবড়া ও মালা ছাড়াইলে শাঁস ও জল পাওয়া
যাইবে। গুরু-বৈষ্ণবাত্মগতো হরিভজন ও যোগের পথ
এক নহে। ভক্তিব্যোগ ব্যতীত সুবিধা হয় না। যদি কেবল
ধাই দাই থাকি আর বেদান্ত ও গ্রন্থ পড়ি, তাহাতে
সুবিধা হইবে না। গ্রন্থশাস্ত্র ও বেদান্তের নির্বিশেষত
প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিলে বৈকুণ্ঠ-লোকে যাওয়া যায়
না। পরতত্ত্ব আদৌ ব্রাহ্ম, তৎপর বৈভব, তৎপর অন্ত-
র্যামী ও অবশেষে অর্চারূপে অবতরণ করিয়াছেন।
যে অর্চা অবতরণ করেন, তিনি অর্চাবতার। বিগ্রহ—
যিনি বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ
বিচার ইহ জগতে আবদ্ধ। অপরোক্ষ-বিচার নির্বিশেষ
ব্রহ্মধাম পর্যন্ত যাইতে পারে। অথোক্ষ-বিচার বৈকুণ্ঠে
এবং অপ্রাকৃত-বিচার গোলোকে প্রতিষ্ঠিত।

বৈষ্ণব-নিন্দা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

জীব যত প্রকার অপরাধ করিতে পারেন, তন্মধ্যে বৈষ্ণব-
নিন্দাতুল্য আর ভয়ঙ্কর অপরাধ নাই। বৈষ্ণব-নিন্দা
হইতে যখন একরূপ সতর্ক করা হইতেছে, তখন প্রথমে
বৈষ্ণব নির্দেশ করা এবং যে যে কার্যের দ্বারা বৈষ্ণবোপরাধ
হয়, তাহা স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন। জীবসকলকে

চারি প্রকারে বিভাগ করা প্রয়োজন। জীব-সাধারণ,
ধার্মিক জীব, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীব ও বৈষ্ণবজীব—
এই প্রকার জীবের চারিটা বিভাগ। জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের
অধিষ্ঠান এই বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত।
তন্মধ্যে ধার্মিক জীবগণকে একটু বিশেষ আদর করা

আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-প্রায় জীবগণকে সম্মান করা কর্তব্য। বৈষ্ণব-জীবের চরণ ভজন করাই বিধেয়। (সাধারণ) জীবের আদর, ধার্মিক জীবের বিশেষ আদর ও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবপ্রায় জীবের সম্মান না করিলে পাপ হয়। বৈষ্ণব-জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয়, কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ হুল ও লিপ্ত শরীর-নিষ্ঠ। অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা থাকা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোকদ্বারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম এই বিভাগক্রমে বৈষ্ণব নির্দেশ করা হইয়াছে।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব যথা,—

“অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তত্ত্বজ্ঞেবু চাত্তেবু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥”

যিনি লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্তিতে হরি-পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশমাত্র করিতেছেন। পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভেদ এই যে— পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা কেবল লৌকিক শিক্ষা হইতে উদ্ভিত হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতে শাস্ত্রবাক্যে গাঢ়বিশ্বাস ও তদ্বাক্য-প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণব-জন-প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়; শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলেই জীব মধ্যমাধিকারস্থ বৈষ্ণব হন। যে পর্যন্ত তাহার উদয় না হয়, সে-পর্যন্ত সাধকের কন্ম্যাধিকার ক্ষয় হয় না। তাহাতে শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভু এইরূপ বলেন,—

“শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে কিন্তু বৈষ্ণব-প্রায়।”

প্রাকৃত সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব-প্রায় জীব শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন।

মধ্যম বৈষ্ণব যথা,—

“ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিসংস্ চ।

শ্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥”

যিনি ঈশ্বরে শ্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রায় জীবে কৃপা এবং ভগবদ্বিধেবী

ও বৈষ্ণব-বিধেবী জনের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ অবহা-ক্রমে ঔদাসীন্ত, সহিষ্ণুতা বা পরিত্যাগ করেন তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। বিদেষ্টিগণও বালিশ একরূপ বুদ্ধিতে তাহাদিগকে যথাযোগ্য কৃপাও করেন। মধ্যম বৈষ্ণব-দিগেরই বৈষ্ণব সেবায় অধিকার, যেহেতু কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা তাহা করেন না বলিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণবপ্রায় বলা যায়; বৈষ্ণব বলা যায় না।

উত্তম বৈষ্ণব যথা,—

“সর্বভূতেষু যঃ পশ্চেন্দ্রগবস্তাবমাননঃ।

ভূতানি ভগবত্যাভ্যুত্থেব ভাগবতোত্তমঃ ॥”

যিনি সর্বভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব দৃষ্টি করেন এবং সেই সমস্ত ভূতকে চিত্তে ক্ষুণ্ণি-প্রাপ্ত ভগবত্তত্ত্বে অন্তর্ভব করেন অর্থাৎ তদাশ্রিত-বোধে জগৎকে বৈষ্ণব বলিয়া দেখেন, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। একরূপ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণব রূপ ভেদ দৃষ্টি নাই।

এতদ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, কনিষ্ঠ শ্রেণীতে যাহারা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ করতঃ বৈষ্ণব-সেবা করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাহারা ই মধ্যম বৈষ্ণবের অগ্ৰাণ্ত লক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব। মধ্যম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতর। উত্তম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতম। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু যেক্রমে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা এস্থলে বিচার্য।

“অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।

সেই ত বৈষ্ণব তাঁর করহ সম্মান ॥

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।

সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে ॥

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।

তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥

ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥”

শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণনামোচ্চারণ-মাত্রই বৈষ্ণবত্ব। কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব-প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবভাস বলিয়া দর্শিত হইয়াছেন, তাহারা নামাভাসমাত্র উচ্চারণ করেন; নাম উচ্চারণ করেন না। যিনি একবার শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি

শুদ্ধ বৈষ্ণব। যিনি সেই শুদ্ধনাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন, তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ-নাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম। এহলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, শুদ্ধ বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই। বৈষ্ণবপ্রায় হইবার জন্য অর্চাতে হরিপূজোপযোগী মন্ত্র-গ্রহণকে দীক্ষা বলে। সে দীক্ষা নামতত্ত্বে অনাবশ্যক। যথা প্রভু-বাক্য,—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই, শ্রেষ্ঠ সবাচার ॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাপার্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥
অনুভব-কলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিন্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥

নাম ও নামাভাসের পার্থক্য বিচার করিবার এখানে অবকাশ এই। সময়ান্তরে বিশেষরূপে সে বিষয়ের বিচার করিব। এই পর্য্যন্ত এহলে বলিতে পারি যে শাস্ত্রীয় প্রকৃতা অর্থাৎ শুদ্ধ শরণাগতির সহিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে নাম হয়। অত্যাভিলাষযুক্ত বা জ্ঞান-কর্ম্মযোগ-বৈরাগ্যাদির দ্বারা আবৃত যে নাম তাহা নামাভাস। নামাভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত ফলোদয় হইলেও বৈষ্ণবের মুখে নামাভাস উচ্চারিত হয় না, শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয়। নামের স্বরূপজ্ঞান, নাম-নামীর অভিন্নত্ব বুদ্ধি, জীবের শুদ্ধ চিদ্রিমে নামের উৎপত্তি-স্থান অনুভবের দ্বারা যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাই নাম। তজ্জপ একনাম যাঁহার জিহ্বায় উদয় হয়, তিনি বৈষ্ণব। নাম উদয় হইতে হইতে সমস্ত প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপক্ষয় হয়। উদয় হইবা-মাত্র প্রেম উদ্ভিত হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণব স্বভাবতঃ সর্বগুণ-সম্পন্ন ও সর্বদোষ বিবর্জিত।
চরিতামৃত—

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি' ভজ্ঞে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানে বা যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥
অহিংসা-যম-নিরমাদি বুলে কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ।
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
শ্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

যে দিন হইতে এক কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদয় হয়, সেই দিন হইতে আর জীবের পাপে রুচি থাকে না। পাপে রুচি হওয়া দূরে থাকুক পুণ্যতেও রুচি থাকে না। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম সকলেই নিরঞ্জন, নিম্মল ও নিম্পাপ। যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই, অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবেন। বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোকে বিদ্রোহ পূর্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা একপ্রকার দুষ্টলোকের আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষসমূহ নীত্বই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে কিছুকাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্টদোষের বিষয়ে দুষ্টলোকে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্টলোকের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখন দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্টলোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়। অতএব নামতত্ত্বরত্নমালায় এরূপ কারিকা দৃষ্ট হয়,—
“প্রাগ্ভক্তেরদয়াদোষঃ ক্ষয়্যাবশিষ্ট এব চ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্যঃ কদাচন ॥
সহৃদেস্তমুতে যন্ত যুগপদবাদমেব চ।
দোষানালোচয়তোব স সাধুনিদকোহধমঃ ॥”

হে পাঠকবর্গ! বৈষ্ণবের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সহৃদেস্ত বতীত কখনই

আলোচনা করিবেন না। পূর্ব দোষের ক্ষমাবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার কহিয়াছেন,—

“অপি চেৎ স্তুত্বরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্।

সাধুরেব সমন্তব্যঃ সমাগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শখচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি॥”

নিসর্গপ্রায় যে-সকল স্তুত্বরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন দিন ভক্তিবশে খর্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সত্বদেহে ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ—আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না।—তৎসম্বন্ধে করভাজন বলিয়াছেন,—

“ষপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ন্ত

তাক্তান্তভাংস্ত হরিঃ পরেশঃ।

বিকশ্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্

ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥”

দৈবোৎপন্ন দোষের সত্বদেহে ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব নিন্দার অপরাধ হয়। মূল কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্বোক্ত তিন প্রকার দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হইলে নাম ক্ষুণ্ণ হয় না। নাম ক্ষুণ্ণ না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

এস্থলে এরূপ বিতর্ক হইতে পারে, উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত বৈষ্ণবের অস্তিত্ব দোষের আলোচনা করা উচিত কি না। উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত অস্তিত্ব দোষ হইতে পারে না। ষাঁহাদের উক্ত তিন প্রকার দোষ ব্যতীত অস্তিত্ব দোষ আছে, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন নাই। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, জীবমাত্রের দোষ-সকল সত্বদেহে ব্যতীত কাহারও আলোচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব-নিন্দা অপরাধ। অস্তিত্ব-নিন্দা পাপ। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার সেরূপ পাপেও রুচি হয় না। সত্বদেহের সহিত যে পরদোষ আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সত্বদেহে তিন

প্রকার। যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের মঙ্গল সাধনের জন্ত যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভ-কার্যের মধ্যে গণিত। নিজের মঙ্গল সাধনের জন্ত যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাতেও গুণ বই দোষ নয়। এই সকল সত্বদেহেই বান্ধিকীর পূর্ব চরিত্র, জগাই মাধাই এর পূর্ব চরিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সর্বদা নিষ্পাপরূপে আলোচিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুকে বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরু শিষ্যের ও জগতের মঙ্গলকামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু বৈষ্ণব নির্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ বর্ষ্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না। যদি সে বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা উত্থাপন হয়, তাহাও সদোষ হইতে পারে না। এই সকলই সত্বদেহের উদাহরণ।

হে পাঠকবর্গ! আপনারা বিশেষ যত্নপূর্বক এই গম্ভীর বিষয়ের চিন্তা করিবেন। সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে নাম-তত্ত্বের উদয় হইবে না। অতএব ভাগবতে উপদিষ্ট হইয়াছে,—

“ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংস্রু সজ্জত বুদ্ধিমান্।

সন্ত এবাশ্র ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥”

এইসকল কারণে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধিমান লোক সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেন না সাধু-উপদেশ দ্বারা সাধুগণ মনের ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ অসাধু-বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জনিত দুঃখ ছেদন করিয়া থাকেন।

এমত মনে করিবেন না যে, আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধু-সেবা-ফল পাইব। পূর্বোক্ত মধ্যমাধিকারীদিগেরই সাধুসেবার প্রয়োজন, কেন না কনিষ্ঠ সাধুসেবা করেন না ও উত্তমাধিকারীর সাধু অসাধুতে ভেদ বুদ্ধি নাই। আপনারা মধ্যমা-

ধিকারী, অতএব সাধু অন্বেষণ করিয়া তাঁহাতে মৈত্রী ও অসাধুকে ক্রুপা বা উপেক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। আপনারা স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিলে দোষী হইবেন। দোষ গুণ সম্বন্ধে ভাগবতের আজ্ঞা এই,—

“যে যেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

বিপর্যায়স্ত দোষঃ স্তাভ্যয়োরেব নির্ণয়ঃ॥”

আপনারা না জানিয়াও অসাধু সঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন। যথা ভাগবতে,—

“সঙ্গো যঃ সংসৃতে হেতুরসংস্রু বিহিতোহধিরা।

স এব সাধুযু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥”

অধিরা অর্থাৎ বুদ্ধিদোষে না জানিতে পারিয়াও যে অসংসঙ্গ হয়, তাহা সংসৃতির অর্থাৎ পতনের হেতু হয়। সেইরূপে সাধুতে সঙ্গ হইলে নিঃসঙ্গত্ব সহজে হয়।

ভক্তমাল প্রপন্নামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে উত্তম ভক্তদিগের সর্বত্র সাধুদর্শনের যে মায়াব্যাপ্তি পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মধ্যম বৈষ্ণবদিগের আচরণীয় নয়। তাহা আচরণ করিতে গেলে অনধিকার-চর্চা-দোষে শীঘ্র পতন হইয়া পড়ে।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্বপ্রকাশিত ৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

“হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন, দেবদেবশ, যোগেশ্বর কৃষ্ণ, আপনি ঈশ্বর, ব্রহ্মশাপ প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াও যেহেতু তাহাতে কোন বাধা প্রদান করিলেন না, সেহেতু মনে হইতেছে আপনি নিশ্চয়ই এই যাদবকুলের সংহার সাধন পূরক এই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু ‘নাহং তবাত্মি কমলং ক্ষণাঙ্গমপি কেশব। ত্যক্তুং সমুৎসাহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥’—হে নাথ, হে কেশব, আমি আপনার চরণকমল ক্ষণাঙ্গ কালের জন্তও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি, আমাকে আপনার স্বধামে লইয়া চলুন। আপনার পরম মঙ্গলময়ী ঐতিহ্যদায়িনী লীলা-কথা শ্রবণমাत्रে মাল্য ধনপুত্রাদিতে আসক্তিমূল্য বিবয়-বাসনা অতিতুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হে নাথ, আমরা চিরকাল শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, স্নান, ক্রীড়া, ভোজনাদি যাবতীয় কার্য্যে প্রিয় আশ্রয়রূপ আপনার সেবা করিয়া আসিয়াছি, আজ কি করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে সমর্থ হইব? আমরা যে মায়াগ্রস্ত হইবার ভয়ে আপনার সঙ্গ চাহিতেছি, তাহা নহে, ‘তরোপভুক্তশ্রগংগবাসোহলঙ্কারচচ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসান্তব মায়াং জয়েম হি ॥’—যেহেতু

আপনার সেবক আমরা, আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও আপনার উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া অনার্য্যাসেই আপনার সেই মায়া জয় করিতে সমর্থ। হে মহাযোগিন্! আমরা এই সংসারে ভ্রমণ করিয়াও আপনার ভক্তজন সঙ্গে আপনার গুণগাথা শ্রবণ এবং মনুষ্যলীলারূপ আপনার গমন, হাত্ত, দৃষ্টিপাত, পরিহাস, কন্ড ও উপদেশসমূহ শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা এই দুত্তর সংসার-দুঃখ অনার্য্যাসে অতিক্রম করিব।

শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমবিহ্বল অনন্তদৈবত প্রিয়ভক্ত উদ্ধবের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

“হে মহাভাগ উদ্ধব, তুমি আমার যত্নকুল সংহার ও স্বধাম গমনেচ্ছা বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা বস্তুতঃই আমার অভিপ্রেত। ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য লোকপালগণও সম্প্রতি আমার বৈকুণ্ঠবাস প্রার্থনা করিতেছেন। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনারূপারে আমার অংশরূপী বলরামের সহিত যে কার্য্যের জন্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, আমার সেই ভূভারহরণ কার্য্য সর্বতোভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মশাপদগ্ধ এই যত্নকুল

পরম্পর বিবাদহেতু বিনষ্ট হইবে এবং অতঃপর হইতে সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরীকে প্রাবিত করিবে।

যহেঁ বায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোহয়ং নষ্টমঙ্গলঃ ।

ভবিষ্যত্চিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥

ন বন্তব্যং ভয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে ।

অনোহভদ্রকচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥

তত্ত্ব সর্বং পরিত্যজ্য মেহং স্বজনবন্ধুষ্ ।

মধ্যাবেশ্ত মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্ ॥

(ভাঃ ১১।৭।৪-৬)

হে সাধো! আমি যখনই ক্ষতিতল পরিত্যাগ করিব, তখনই ইহা কলির আক্রমণে অভিভূত হইয়া অচিরেই নষ্টমঙ্গল হইবে। হে ভদ্র, আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে তোমার আর এখানে বাস করা উচিত হইবে না, কেননা কলিযুগ মানুষ অতদ্রুতি হইয়া পড়িবে। সুতরাং তুমি আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবে ষাণ্ডীয় মেহ পরিত্যাগ পূর্বক সমাগ্ভাবে আমাতে চিত্ত আবিষ্ট করতঃ সর্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ভাঃ ১১।৭।৬ প্রোক্তের টীকায় লিখিয়াছেন—

শ্রীভগবান্ মনে মনে কিছু বিচার করিলেন—“রুক্মিণ্যাদি বিবাহ তথা বাণাদি অসুরবধ তত্তৎস্থলে বন্ধুমিলন তথা ইন্দ্রপ্রস্থ মিথিলাদিতে যাতায়াত প্রসঙ্গক্রমে আমার দর্শনাধী ভূতলস্থ ভক্তগণের মনোরথ প্রায় সম্পাদিত হইয়াছে। পৃথিবীর অধঃস্থিত বলি ও যমরাজাদিকেও বড়গর্ভ ও গুরুপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।৮৫ অঃ) উর্দ্ধস্থ অদিতি-কশ্যপাদিকে পারিজাতাদি হরণ প্রসঙ্গে এবং মহাবৈকুণ্ঠস্থ আদি পুরুষ ভূমাদিকেও বিপ্রবালকানয়ন-প্রসঙ্গে তাঁহাদের প্রার্থনীয় মঙ্গল নিষ্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু বদরিকাশ্রমবাসি নরনারায়ণাদি পরমহংস মহামুনীন্দ্রগণের ত’ আমার দর্শনোৎসুক্য সফলীভূত হয় নাই। সম্প্রতি সপাদশতবৎসর (১২৫) পর্যন্ত আমার প্রাকট্য-মর্যাদা বৃদ্ধা অর্থাৎ একটুকাল-সীমা অতীতা হইল, সুতরাং তথায় পাঠাইবার ক্ষমতা উদ্ধবকেই নিরূপণ করা যাউক। এই উদ্ধব মন্তুল্য বলিয়া মৎপ্রতিমূর্তিস্বরূপ। আমার ভগ-শব্দ-বাচ্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের এক এক কণ

এবং মহামূল্য রত্নতুল্য ভক্তিযোগ উপায়ন-স্বরূপে তাঁহাদের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের মনোহাভীষ্ট স্পষ্টভাবেই পূরণ করিবে। যদিও মৎপ্রেমপরিপূর্ণ উদ্ধবে সেই প্রেমোৎপাদিত জ্ঞানবৈরাগ্য বিद्यমান আছে এবং সম্প্রতি আমার উপদেষ্টব্য পৃথক্ জ্ঞানবৈরাগ্যের গ্রহণেচ্ছা তাহাতে নাই, তথাপি আমার ইচ্ছায় অধুনা তাহার গ্রহণেচ্ছা উদ্ভিত হইবে এবং যদিও আমার সঙ্গ বিচ্যুত হইয়া সে মুহূর্তকালও প্রাণধারণ করিতে পারে না, সত্ত্বঃ সত্ত্বঃই তাহার প্রাণ বিযুক্ত হয়, তথাপি আমার ইচ্ছাশক্তি বলবতী হইয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবে এবং এস্থান হইতে বহুদূরস্থিত বদরিকা-ক্ষেত্রেও তাহাকে গমন করাইবে; আবার প্রাপঞ্চিক লোকের অলক্ষিতে তাহাকে আমার সান্নিধ্যেও রাখিবে।” ইহা বিচার পূর্বক শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধব হৃদয়ে জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভক্তিযোগের জিহ্বিকা (গ্রহণেচ্ছা) সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবাদিতে মেহ মমতা পরিত্যাগের কথা কহিলেন। মেহ দুই প্রকার, এক—স্বদেহ সম্বন্ধী, দ্বিতীয়—ভগবৎসম্বন্ধোৎপাদিত। প্রথম প্রকার মেহ পরিত্যাজ্য হইলেও দ্বিতীয় প্রকার মেহ অপরিত্যাজ্য।

শ্রীভগবান্ তাঁহার পার্শ্বদেবের প্রিয়তম উদ্ধবকে ভক্তি ও তদনুকূল জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগাদি সম্বন্ধে (ভাঃ ১১।৬-২২ অঃ) উপদেশ করিলে উদ্ধব কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে প্রীতাপরুদ্ধকণ্ঠে প্রেমোৎপাদিত নেত্রে কৃতাজলসহকারে অবস্থান করিয়া কিয়ৎকাল কোনরূপ বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হইলেন না। অতঃপর ঐধ্যাসহকারে প্রণয়-স্ফুর্ভিত চিত্তকে কোনরূপে স্থির করিয়া ভগবচ্চরণযুগল স্পর্শ করতঃ করঘোড়ে তাঁহার বহুমূল্য উপদেশ জন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন।

—হে মহাযোগিন, হে দেব, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যেরূপে ভবদীয় পাদপদ্মে নিত্যাসক্তি থাকে, এই আশ্রিতজনকে সেরূপ শিক্ষা প্রদান করুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

“গচ্ছোদ্ধব ময়া দিপ্তো বদধ্যাখ্যং মমাত্মমম্ ।

তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥

ঈক্ষ্ম্যালকনন্দায়া বিধূতশেষকল্যণঃ ।

বসানো বক্লাম্বজ বহুভুক্ সুখনিষ্পৃহঃ ॥

তিতিক্ষুব্ধমাত্ৰাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

শান্তঃ সমাহিতবিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥

মত্তোহলুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমহুভাবয়ন ।

মধ্যাংশিতবাকৃতিভো মদ্বন্দ্বিনিরতো ভব ।

অতিব্রজ্য গতীন্ত্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম ॥

(ভাঃ ১১২৯৪১-৪৪)

অর্থাৎ “হে উদ্ধব, তুমি আমার আদেশানুসারে বদরিকাশ্রমে গমন পূর্বক মদীয় পাদসমুত্তীর্ণ জলে স্নানচমন দ্বারা পবিত্র ও গঙ্গাদেবীর দর্শনে সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া বকুলবসনধারী, বহুফলমূল্যাহারী, সুখনিঃস্পৃহ, নীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাবসহিষ্ণু, সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত হইয়া নিরঞ্জে অলক্ষণ আমার নিকট হইতে শিক্ষিত তত্ত্ববিষয়ের চিন্তাসহকারে আমাকে বাচনিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ সমর্পণ পূর্বক আমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া মদীয় ভক্তিধর্মে রত হইবে। তাহা হইলে ত্রিগুণাত্মক স্থানসমূহ অতিক্রম করিয়া তদতীত মংসামীপ্যলাভে সমর্থ হইবে।”

উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

শ্রীভগবান্—‘নোদ্ধবোহধপি মম্মুনো’ (ভাঃ ৩:৪:৩১)

ইত্যাদি উক্তিদ্বারা বিচার করিলেন—“উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিদ্ভিন্ন ও তুমি নহেন, যেহেতু ইনি জিতেন্দ্রিয়, ইহার চিত্ত বিষয়বিশুদ্ধ হয় না, এজ্জ এ ব্যক্তিই মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ করিয়া এজ্জতে অবস্থান করক। সর্ববাদবপরিচর মধ্য মজ্জুলায়হেতু উদ্ধবই মৎপ্রতিমুষ্টি-স্বরূপ, এজ্জ আমার নিজপ্রতিপাত্য কৃতাসমূহ মৎপ্রতিম উদ্ধব দ্বারা সাধন করাইবার ইচ্ছায়ই তাঁহাকে ইতঃপূর্বে ব্রজগোপীগণকে সাধুনা দিব্যর জ্ঞাত ব্রজভূমিতে পাঠাইয়া-ছিলাম, সম্প্রতি তাঁহাকে বদরিকাশ্রমে পাঠাইতেছি। তথায় মদংশভূত শ্রীনরনারায়ণাদি মহামুনীজগণ আমার দর্শনাভিলাষী হইয়াছেন। পূর্বে মিথিলাদি ভূতলপ্রদেশ, সূতল, বৈকুণ্ঠাদিতে গমন পূর্বক আমি যেমন তত্তৎস্থানস্থ ঐশ্বর্যদেব-বহলাস, বলি, বৈকুণ্ঠনাথাদি মদদর্শনাকাঙ্ক্ষীগণকে স্বদর্শনদান ও স্বীয় জ্ঞানাদি উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছি, অধুনা সেইরূপ আমি বদরিকাশ্রমে গমনে

সমর্থ হইতেছি না। কেননা আমার সপাদশতবর্ষ-পরিমিত অবতারকাল সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনা স্বধাম গমনকালে উদ্ধব যদি আমার নিকট ‘প্রপন্নমহুশাধি মাম্’ অর্থাৎ ‘হে কৃষ্ণ, তোমার পাপপদে প্রপন্ন আমাকে শিক্ষা প্রদান কর’ বলিয়া উপদেশ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে উদ্ধবকে ইহাই সম্প্রতি তৎপ্রতি আমার আশ্রয় ইত্যাদি বলিব”, ইহা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া প্রকাশ্যেও কহিলেন—‘গচ্ছোদ্ধব’ ইত্যাদি।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বধর্মবিনিমুক্ত হইয়াও নির্গমন সময়ে অত্যন্ত কৃষ্ণবিয়োগবিহ্বলচিত্ত হইয়া উদ্ধব নেত্রজলে কৃষ্ণপদযুগল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। স্নেহস্বাজ মেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ায় কৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতেছিল। অবশেষে শ্রীরামভ্রাতা ভরতের হায়ে শ্রীকৃষ্ণদত্ত তদীয় (কৃষ্ণের) পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নমস্কার করিতে করিতে অতিকষ্টে অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। অতঃপর মহাভাগবত উদ্ধব অন্তহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সংস্থাপন করতঃ বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়া তপশ্রাহুষ্ঠান পূর্বক জগদেকবন্ধু শ্রীকৃষ্ণোপ-দিষ্ট তদীয় গতি (শ্রীকৃষ্ণসামীপ্য) প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে আকাশে, ভূতলে ও অন্তরীক্ষে—দারকাপুরীর সর্বত্র মহোৎপাত সমুৎপত্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুধর্ম্য নারী নিজসভায় উপবিষ্ট যাদবগণকে কহিতে লাগিলেন—হে যাদবগণ, সম্প্রতি দারকানগরীতে যমপতাকাসদৃশ মৃত্যুস্রব এইসকল ঘোরতর মহোৎপাত সমুৎপিত হইয়াছে, সুতরাং আমাদের আর মুহূর্তকালও এখানে বাস করা কর্তব্য নহে। স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ এখানে হইতে শজোদ্ধার নামক স্থানে গমন করুন, আমরা পশ্চিম-বাহিনী সরস্বতী তটবর্তী প্রভাসতীরে গমন করিব, তথায় স্নানান্তে পবিত্র হইয়া উপবাসপূর্বক সূর্যমোহিতচিত্তে স্নান, চন্দনাদি উপলেপন ও অস্ত্রাশ্রয় পূজাপকরণ দ্বারা দেবগণের পূজা বিধান করিব। ব্রাহ্মণগণ আমাদের স্বস্ত্যয়নাদি অহুষ্ঠান করিলে আমরাও গো, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব,

বধ ও গৃহাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা বিধান করিব। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গোপণের পূজাই বিঘ্ননাশ ও মঙ্গল সাধনের উপায়-স্বরূপ এবং তাহাতে দেবলোকে জন্ম লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যাশ্রয়ে যত্নবৃদ্ধগণ তথাস্তু বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র নৌকাযোগে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুযায়ী যাবতীয় মাদ্রলিক কৃত্য যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দৈববশতঃ মতিভ্রষ্ট হইয়া বুদ্ধিবিভ্রমজনক স্নান্নাহ মৈরেষ নামক মত্ত প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন। তৎপর কৃষ্ণমায়ারি-মোহিত-চিত্ত এবং মহাপানান্ভিমত্ত গর্বিতচিত্ত যাদব-বীরগণের মধ্যে পরস্পর স্তমহান সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। শাস্ত্রপানি তাঁহারা ক্রোধবিষ্টচিত্তে প্রভাসসাগরকূলে ধনুঃ, অসি, ভল্ল, গদা, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা পরস্পরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ ও সাংঘ, অক্রুর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, সুভদ্র ও সংগ্রামজিৎ, কৃষ্ণারুজ গদ ও কৃষ্ণপুত্র গদ, স্মিত্র ও সুবধ (বা অসুবধ) —ইহারা পরস্পরে বিদ্রোহভাবযুক্ত হইয়া সুদারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত নিশঠ, উগ্রক, সহস্রজিৎ, শতজিৎ, ভানু প্রভৃতি যাদববীরগণও শ্রীকৃষ্ণমায়ারি-মোহিত হইয়া মদিরাপানোন্মত্ততা-নিবন্ধন মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দাশার্হ, বৃষ্ণি, অরুণক, ভোজ, সাংঘত, মধু, অর্জুন, মাথুর, শুবসেন, বিসর্জন, কুকুর এবং কুন্তিবংশজাত বীরগণ সৌম্য পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পরের বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। পুত্র-পিতা, ভ্রাতা-ভ্রাতা, মাতুল-ভাগিনের, মাতামহ-দৌহিত্র, ভ্রাতৃপুত্র-পিতৃব্য, ভাগিনের-মাতুল, মিত্র-মিত্র এবং স্নেহ-স্নেহদের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মৃত জ্ঞাতিগণই জ্ঞাতিগণের বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। অতঃপর বাণ নিঃশেষিত, ধনুঃ ভগ্ন এবং শস্ত্রসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা মুষ্টিদ্বারা এরক নামক দীর্ঘ তৃণদণ্ডসমূহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুষ্টিযুক্ত হইবামাত্র ঐ এরকাসকল বজ্রকল্প পরিঘ (লৌহদণ্ড) রূপে পরিণত হইল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিবেদন সত্ত্বেও পরস্পরে শত্রুভাবাপন্ন হইয়া বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এমন-কি শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলদেবকেও শত্রুজ্ঞানে নিধনার্থ ক্রতঃসঙ্কল্প হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন,

তখন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামও এরকামুষ্টিময় পরিঘ দ্বারা প্রতিপক্ষ দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণমায়ারচিত ব্রহ্মশাপোপলব্ধি ক্রোধাভিভূত হইয়া যাদবগণ নিজেরাই নিজবংশের ধ্বংস সাধন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইয়াছে বলিয়া বিচার করিলেন। স্বয়ম্ভুকাশ সমগ্র জীবতত্ত্বের প্রভু সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ বলদেব পৌরুষ (পরম-পুরুষধানরূপ) যোগাবলম্বনে পরম-পুরুষে চিত্তসংযোগ করতঃ মহাশূলোক পরিত্যাগ করিলেন।

“রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাহার্যম্ পৌরুষম্।

ততাজ্য লোকং মাতৃশৃং সংযোজ্যাত্মানমাশ্রিতম্ ॥”

(ভাঃ ১১।৩০।২৬)

“শ্রীবলরামনির্ধাণ-লীলা দর্শন করিয়া দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক অশ্রুত বৃক্ষের নিকটবর্তী হইয়া মৌন-ভাবে ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তিনি নিধুম অগ্নির দ্বারা স্বীয় প্রভাদ্বারা দিগ্বল প্রকাশিত করিয়া চতুর্ভুজ, শ্রীবৎসচিহ্নিত, জলদনীলবর্ণ, তপ্তকাঞ্চনপ্রদীপ্ত, কোশের-বস্ত্রযুগলাচ্ছাদিত, স্নহাসবস্ত্রবদনকমলভূষিত, নীলকুন্তলাবলি-মণ্ডিত, পুণ্ডরীকতুল্য-মনোরমনয়নযুগলশালী, প্রস্ফুট-মকরকুণ্ডলাঘিত, কটিসূত্র-ব্রহ্মসূত্র-কিরীট-কটক-অঙ্গদ-হার নুপুর-মুদ্রা ও কোমল-দ্বারা বিরাজিত, বনমালাবেষ্টিত, মৃতিমান্ স্বীয় আয়ুধরাশিদ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত, দেদীপ্যমান, স্তম্ভলরূপ ধারণপূর্বক দক্ষিণ উরুদেশে পঙ্কজরক্তিমযুক্ত স্বপদ সংস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন”ঃ—

রামনির্ধাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

নিবসাদ ধরোপস্থে তুষীমাসাশ্রয় পিঙ্গলম্ ॥

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষু প্রভয়া স্বয়া।

দিশো বিতিমিরাঃ কুর্কন্ বিধুম্ ইব পাবকঃ ॥

শ্রীবৎসদ্বং ঘনশ্রামং তপ্তহাটকবর্জসম্।

কোশেয়াশ্ববৃগুণৈঃ পরিবীতং স্তম্ভলম্ ॥

সুন্দরম্মিবজ্রাঙ্গং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্।

পুণ্ডরীকাভিরামাঙ্গং স্কুরম্মকরকুণ্ডলম্ ॥

কটিসূত্র-ব্রহ্মসূত্র-কিরীট-কটকাদৈঃ।

হারনুপুরমুদ্রাভিঃ কোমলভৈঃ বিরাজিতম্ ॥

বনমালাপরীতাক্ষঃ মূর্তিমুদ্ভিনিজায়ুধৈঃ।

কুণ্ডোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজাকর্ণম্ ॥

— ভাঃ ১১১৩০১২৭-৩২

পূৰ্ণোক্ত মুখলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা জরানামক ব্যাধ যে বাণ নিষ্কাশন করিয়াছিল, মৃগ-ভ্রমে মৃগবদনাকৃতি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল।

“মুখলাবশেষায়ঃখণ্ড কৃতেমূলুক্কো জরা।

মৃগাশ্রাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্করা ॥”

(ভাঃ ১১১৩০১৩৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—
‘বিব্যাধ’ শব্দটি জরা-সংজ্ঞক ব্যাধের ‘আমি বাণ বিদ্ধ করিয়াছি’ এইরূপ অভিমান-দৃষ্টিহেতু প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তদীয় শর শ্রীকৃষ্ণের চরণকে স্পর্শমাত্র করিয়া ছিল, ‘স্পর্শ’ বিদ্ধ করে নাই, শ্রীকৃষ্ণজের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্ব-হেতু তাহা ব্যাধবাণবিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা না হইলে পরবর্তী শ্লোকে ‘ভীতঃ পপাত শিরসা পাদরৌঃ’ অর্থাৎ ‘ব্যাধ ভীত হইয়া নতমস্তকে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল’ এই সকল উক্তিসহ ‘পাদাচ্ছরং নিষ্কাময়ামাস চেতুজং শ্রাৎ’ অর্থাৎ চরণ হইতে শর নিষ্কাশিত করিল— এইরূপ উক্তিও থাকিত।

অপরাদ্ধী জরা চতুর্ভুজ পুরুষদর্শনে ভীত হইয়া নতমস্তকে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল এবং কহিতে লাগিল—“ও অনন্য! উত্তমঃশ্লোক! মধুহৃদন! আমি মহা-পাপিষ্ঠ, না জানিয়া আজ এই মহাপাপ করিয়া ফেলিয়াছি,— আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন! জ্ঞানিগণ আপনার যে চরণ চিন্তনকে মহাশ্রমের অজ্ঞানানুকারনাশক বলিয়া থাকেন, হায় আমি সম্প্রতি সেই চরণে কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিলাম! সুতরাং হে বৈকুণ্ঠ, আমি পুনরায় যাহাতে সাধুগণের প্রতি এইরূপ অন্যায় আচরণ না করিতে পারি, তজ্জন্তু অচিরেই এই মৃগলুন্ধক পাপিষ্ঠকে বিনষ্ট করুন! হে প্রভো, ব্রহ্মা, তৎপুত্র রুদ্রাদি দেবগণ ও বেদতত্ত্বজ্ঞ মনোযিগণও আপনার মায়ার আবৃতদৃষ্টি হইয়া আপনার ‘আত্মযোগ’রচিত (অর্থাৎ স্বাধীন মায়ারচিত) ব্রহ্মশাপাদি ব্যাপারের রহস্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না, সুতরাং পাপযোনি সমুৎপাদ দাদুশ ব্যাধ আপনার

মহিমা কিরূপে বর্ণন করিবে?”

জরা ব্যাধের কাতরোক্তি শ্রবণে শ্রীভগবান্ তাহাকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন—“ও জরে, তুমি ভীত হইওনা, তোমা কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই বাণ নিক্ষেপরূপ কার্য আমার ইচ্ছানুসারেই হইয়াছে। তুমি আমার অনুমতি অনুসারে স্নকৃতিগণের স্থান স্বর্গে গমন কর। (এহলে ‘স্বর্গং স্নকৃতিনাং পদং’ শব্দার্থ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর করিয়াছেন— “স্বর্গমপ্রাকৃতং স্নকৃতিনাং প্রাপ্ত স্নকৃতবতাং মন্তুকানাং পদং বৈকুণ্ঠং যাহি।” অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বর্গ—বৈকুণ্ঠ, প্রাপ্ত-স্নকৃতিবান্ আমার ভক্তগণের পদ বৈকুণ্ঠে যাও।)

এইরূপে ইচ্ছাময়-বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া (‘ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনচ্ছাশরীরিণা’) জরা ব্যাধ তাঁহারে বারত্রেয় প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক বিমানারোহণে স্বর্গগমন করিয়াছিল। এদিকে দারুক শ্রীকৃষ্ণকে অঘেষণ করিতে করিতে তাঁহার নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া তুলসী-সুরভিযুক্ত বায়ুর আঘ্রাণ পাইয়া তদভিমুখে গমন পূর্বক অশ্বখমূলে অবস্থিত তীক্ষ্ণগুতি-আয়ুধসমূহপরিবৃত প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার মাত্র স্নেহার্জচিতে বাস্পাকুলিতনেত্রে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন এবং অত্যন্ত আন্তি সহকারে তাহার অদর্শন জগৎ বিরহ-বিহ্বলতা-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা শ্রীভগবানের গরুড়-চিহ্নিত রথ—শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহক-নামক অশ্ব চতুষ্টয় ও ধ্বজ সহিতই দারুকের সমক্ষে আকাশে উথিত হইল। দিব্য বৈষ্ণবাস্ত্ররাশিও রথের অনুগমন করিলে দারুক অত্যন্ত বিস্মিতচিত্ত হওয়ায় শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সন্বেদন করিয়া কহিতে লাগিলেন—“হে সূত, তুমি এস্থান হইতে সত্বর দ্বারকায় গমন পূর্বক তত্রত্য বহুগণ সমীপে জ্ঞাতিগণের পরস্পর কলহ জন্ম-নিবনবর্তী, সন্ধর্ষণ শ্রীবলরামের নির্ধাণ এবং ‘ক্ৰোধি মদশাম্’—মদীয় দশা বর্ণন করিবে। [শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিতেছেন— মদশামিতি ক্রবন্ ভাবিনীমবস্তুভূতাং লীলাং সূচয়তি অর্থাৎ মদশা—এই কথা বলিয়া উত্তরকালীয়া অবস্তুভূতা অর্থাৎ মায়াময়ী লীলাকে সূচনা করিতেছেন।] আমি দ্বারকাপুত্রী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র ইহাকে জ্ঞাপ্যবিত

করিবে, স্তত্যাং তোমাদের ও নিজ বন্ধুগণের আর সেখানে বাস করা কর্তব্য নহে। যাদবগণ সকলে এবং আমার মাতা-পিতা স্ব স্ব পরিজন সহ অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া যেন ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন। তুমিও মদীয় ভক্তিদ্বারা অবলম্বন পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক অর্থাৎ উদাসীন হইয়া আমার এসমস্ত লীলা মায়াকল্পিতা-জ্ঞানে শান্তিলাভ করিবে, আমার মূর্তির অহংহিত-হেতু বৃথা শোক করিও না।

তদন্ত মদ্বাক্ষ্যমাশ্রয় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।

মন্যায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥

(ভাঃ ১১।৩০।৪২)

অনন্তর দারুক নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উক্তি শ্রবণ করতঃ তদাদেশপালনার্থ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক তদীয় পদযুগল মস্তকে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অত্যন্ত হুঃখিতচিত্তে দ্বারকায় গমন করিলেন।

অনন্তর ব্রজা, ভবানী-সহ ভব, মহেন্দ্রাদি দেবগণ এবং মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি-সহ সনকাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সমাগত হইলেন। পিতৃগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, চারণ, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর, অম্বরী এবং গরুড়-লোকবাসী পক্ষিগণ সকলেই শ্রীভগবানের অন্তর্দান লীলা দর্শনাভিলাষে অত্যন্ত উৎসুক্য-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত জন্মলীলা ও কর্ম্মসমূহ কীর্তন ও স্তব করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা বিমানসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া পরমা ভক্তিসহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীভগবান্ ব্রজা ও স্বীয় বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণকে দেখিয়া তাঁহার পূর্বোক্ত ‘অবস্তুভূতা’ অন্তর্দান-লীলা প্রদর্শনার্থ যোগিজনবৎ পরমাত্মায় চিত্তসংযোগ পূর্বক পদ্যুদ্বেগ নিমীলন করিলেন এবং স্বীয় ধ্যান ধারণার বিশুদ্ধ বিষয়ীভূত লোকাভিরাম স্বীয় বিগ্রহকে আগ্নেয় যোগ-ধারণাদ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজ নিত্যবিগ্রহ সহ স্বধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিলেন। স্বচ্ছন্দমৃত্যু যোগিগণ ধেরূপ স্ব স্ব দেহ আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, শ্রীভগবান্কে তদ্রূপ নিজ তনুকে দগ্ধ করিতে হয় না। তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধ

সচ্চিদানন্দময়, তাঁহাকে লইয়াই তিনি স্ব-স্বরূপে স্বধামে প্রস্থান করেন। “লোকাভিরামাং স্বতন্ত্রং ধারণাধ্যান-মঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয়া দগ্ধা ধামাবিশং স্বকম্ ॥” (ভাঃ ১১।৩১।৬)—এই শ্লোকের উপরিউক্ত ‘অদগ্ধা’ ব্যাখ্যার পরিবর্তে কেহ কেহ লুপ্ত অকার স্বীকার না করিয়া ‘দগ্ধা’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, ইহাতে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের মতাম্বয়ী লিখিতেছেন—“স্বামিচরণান্ত যোগিনামিব স্বচ্ছন্দ মৃত্যু ভ্রমং বারয়ন্ ভগবানাগ্নেয়াপি ধারণয়া স্বতনুদগ্ধে ব পদং গম্যং ধাম বৈকুণ্ঠমবিশদিত্যাঃ। অদগ্ধে তাত্র লোকাভিরামামিতি ধারণাধ্যানয়োর্মঙ্গলং বিষয়মিতি চ হেতুদ্বয়মাত্মঃ।

অন্তে তু ধারণাধ্যানমঙ্গলং যথাস্তাতথা শুদ্ধং জাম্বুনদমিব স্বতন্ত্রং দগ্ধে তিবৎ দাহোত্তীর্ণং জাম্বুনদমিব স্বতনুদাহায়ৈব ধামাবিশং সন্ধিহানান্ বাদিনস্ত বহিনা স্বতনোদাহাসমর্থং দর্শয়ামাসেতি তাৎপর্যম্।”

“বহিমধ্যে অরদ্ররূপং মনৈতদধ্যানমঙ্গলম্” ইতি তদুক্তেরিতি ব্যাচক্ষতে।

অর্থাৎ শ্রীল স্বামিপাদ যোগিগণের হার স্বচ্ছন্দ মৃত্যু-ভ্রম নিবেদন করতঃ শ্রীভগবান্ আগ্নেয়ী ধারণা দ্বারা স্বীয় বিগ্রহ দগ্ধ না করিয়াই নিজ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাই বলিয়াছেন। ‘দগ্ধ না করিয়া’ এই শব্দপ্রয়োগের ‘লোকাভিরাম’ এবং ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল-বিষয়-স্বরূপ—এই দুইটি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন।

অপর কেহ কেহ ধারণাধ্যান-মঙ্গলস্বরূপ শুদ্ধ জাম্বুনদ অর্থাৎ নিশ্চল সুবর্ণ সদৃশ নিজ তনুকে দগ্ধ করিয়া দাহোত্তীর্ণ জাম্বুনদের হার সেই বিশুদ্ধস্ব স্ব নিজ তনু গ্রহণ করিয়াই স্বধামে প্রবেশ করিলেন—এইরূপ অর্থদ্বারা সন্ধিহান বাদিগণকে বহির্দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণতনু দগ্ধীভূত হইবার নহে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

‘বহিমধ্যে আমার এই ধ্যানমঙ্গল রূপ অরণ্য করিবে’—এইরূপ ভগবদুক্তি হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমদ্ভাষ্যচাধ্যাপাদ তাঁহার ভাগবত তাৎপর্য্যে তদ্ব্যভাগবত-বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

“আগ্নেয়া ধারণয়া স্বতনুদগ্ধা স্বকং ধামাবিশং।

অদগ্ধে ব তনুং যাত্রি নিত্যানন্দ-স্বরূপতঃ।”

অর্থাৎ আগ্নেয়ী ধারণা-দ্বারা স্বতন্ত্র দৃষ্ট না করিয়াই তিনি স্বধামে প্রবেশ করিলেন। যেহেতু তিনি স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ বস্তু।

শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই তাঁহার স্বকুল এবং তদীয় অগ্রজ শ্রীবলরাম ও তাঁহার নিজের অন্তর্দীন-লীলাদি যাবতীয় লীলা সংঘটিত হইয়াছে। মুনিগণের অভিশাপাদি ব্যাপার সকলই ভগবদ্বিচ্ছা সমুত্তা—

“কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্যতকোবিদাঃ”

—ভাঃ ৩।৩।২৪

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পৃথিবীভারহরণরূপ অভিপ্রায়-বেত্তা মুনিগণ কুমারগণকে (কুলনাশকমুঘল-প্রসবরূপ) অভিশাপ দিলেন। ইহাতে মুনিগণের দোষ পরিহৃত হইয়াছে।

বৃষ্টি, ভোজ, অন্নকাদি দৈবীমায়ী বিমোহিত হইয়াই প্রভাস তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তীর্থস্থান এবং পিতৃ, দেব ও ঋষিগণকে তীর্থোদক দ্বারা যথাবিধি তর্পণ করতঃ বিশ্রামগকে চুঙ্গবতী গাভী, স্বর্ণ, রৌপ্য, শয্যা, বসন, অজিন, কন্থল, হস্তী, অশ্ব, রথ, কন্যা ও জীবিকানির্ব্বাহো-পযোগী ভূমি দান এবং ভগবান্নিবেদিত বহুরসযুক্ত অন্নাদি প্রদান পূর্ব্বক গো-ব্রাহ্মণৈক-জীবন সেই যাদববীরগণ তাঁহাদিগকে ভুলুপ্তিত হইয়া প্রণামাদি দ্বারা তাঁহাদের পরম-ধার্মিকপ্রতিপাদন করা সম্বোধিত তাঁহাদিগের পরমপূজ্যমুনি-গণকে প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি ও তৎকর্তৃক অভিশপ্ত হওয়া প্রভৃতি ব্যাপার নিত্যন্ত ভগবদ্বিচ্ছাসংঘটিত ব্যাপার বাতীত আর কি হইতে পারে? “শ্রীভগবানের ইচ্ছা এই যে, ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি ক্রোধ করা উপযুক্ত নহে—ইহা লোকপ্রবর্তনা; নিত্যস্বরূপ যাদবগণ হইতে দেবাদি অংশকে বিভাগ করা, সেই ছলে যাদবগণকে স্ব স্ব স্থান লাভ করাইবার জ্ঞান নিজ বশ্ত ঐশ্বর্য্য যে বৈরাগ্য, তাহার প্রকাশ, নিজভক্তি, ভক্ত, ধাম, লীলা-পরিকরাদির মায়ায়া গোপন করিয়া বহির্নৃপ জনগণকে মোহন এবং নিজ ভক্তজনগণের অমুরাগাদি বিস্তারকরণ।”—ভাঃ ৩।৩।২৮ চক্রবর্তী টীকা।

বৃষ্টি ও ভোজাদি যাদবগণ ব্রাহ্মণগণের বাক্ষ্যের অনুমতি ক্রমে ভোজন সমাপন পূর্ব্বক বাকুণী (পৈশী মদিরা) পান করতঃ হতজ্ঞান হইয়া পরস্পরের মর্ম্মস্পর্শী দুর্কতি

প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বেগুসজ্জ যেরূপ পরস্পরে সংঘুষ্ট হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সূর্য্য অন্তর্ম্মিত হইলে তাঁহারাও মৈরয় পান-দোষে বিরূত চিত্ত হইয়া বিনষ্ট হইলেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ আত্মমায়ার সেই গতি দর্শন করিয়া সবস্বতী জলে আচমন সম্পাদন পূর্ব্বক একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।—ভাঃ ৩।৪।২-৩ উষ্টব্যা।

ইহার টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন— যদি বল বাৎসল্য পারাবার শ্রীভগবান্ পূর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদিকে পরম স্নেহতরে লালন পালন করিয়া এক্ষণে সেই প্রতুল্লাদি বধব্যাপার কি করিয়া স্বসাক্ষাতে দর্শন করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—ভগবান্ ইত্যাদি অর্থাৎ সর্গশক্তি-মান্ বলিয়াই তাঁহার আত্মীয় বধাদি দর্শন সামর্থ্য্য রহিয়াছে। (ভাঃ ৩।৪।৩)। মায়ার গতি অর্থাৎ চেষ্টার প্রতুল্লাদি যাদবগণ পরস্পর বধ দ্বারা সত্ত্বঃ সত্ত্বঃই নাশপ্রাপ্ত হইলেন, ইহাই সর্গলোক-প্রত্যায়ন (জ্ঞাপন)রূপা স্বাত্মমায়ার চেষ্টা। এস্থলে ‘স্বাত্ম’ বলিতে ভগবানের স্বরূপভূতা ফ্লাদিনী-স্বরূপা যোগমায়ী নহেন, কেননা সেই স্বরূপভূতা মায়ী লীলাপুষ্টি নিমিত্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কেও মোহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ মায়াদোষ, তৎসম্বন্ধীয়া তদাশ্রিতা মায়ী তাঁহাকে মোহিত করিতে পারেন না, তদাশ্রিতা মায়াদেবীর স্বভাব এই যে, তিনি স্বীয় আশ্রয়কে ব্যামোহিত করেন না—‘মায়ারায়ঃ স্বাশ্রয়াব্যামোহনস্বভাব-ত্বাৎ’। তাই মায়াতীত শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে এইরূপ দর্শন করিলেন যে, নিত্যভূত লীলাপরিকর প্রতুল্লাদি যাদবগণ দ্বারকায়ই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বক যে সকল দেবতা প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদের অঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়া তত্ত্বরূপে অর্থাৎ প্রতুল্লাদি রূপে প্রভাসে আনীত হইয়াছেন এবং প্রতুল্লাদি-রূপধক্ সেই সেই দেবতাবৃন্দই ভোজন ও মদিরাদি পান করত শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্নেহে স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বপণ্ডে ‘তদনুজাতা’ (ভাঃ ৩।৪।১) এই বাক্যাংশ-দ্বারা কৃষ্ণ কর্তৃক অনুজাত হইয়াই তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, ইহাই তত্ত্ব। এস্থলে শ্রীবলরাম-প্রতুল্লানিকৃষ্ণাদি ইহার ভগবদ্ব্যবহা, পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—“হে ভামিনি, এই যাদবগণ সকলেই

আমার গণ, ইহার সর্বদাট মৎপ্রিয় ও মত্তল্যগুণশালী। শ্রীসৌমিত্রি (সুমিত্রানন্দন লক্ষণ), ভরত তথা শ্রীসদ্বর্ষণাদিবং ইহারও অর্থাৎ যাদবগণও শ্রীভগবানের সহিত নিজ নিজ অপ্রাকৃত্যম হইতে যদৃচ্ছাক্রমে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন।” হরিবংশে অক্রুরোক্তিও এইরূপ—

‘দেবানাঞ্চ হিতার্থায় বয়ং প্রাপ্তা মনুষ্যতামিতি’

অর্থাৎ আমরা দেবতাদিগের হিতসাধননিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

যাদবগণের নিত্যলীলা-পরিকল্পিত-হেতু এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সাংঘাতিতে প্রবিষ্ট কান্তিকেরাদি দেবগণের দেবাবিকার মধ্যে নাশের অঙ্গোপাত্য-হেতু মৌবললীলা মায়িকী বলিয়াই জানিতে হইবে। মায়িকী হইলেও ইহা সর্ববিধ মায়িক সৃষ্টির স্থায় নহে, ইহাকে শ্রীকৃষ্ণলীলাত্বর্জিত-হেতু অচিন্তা-যোগমায়াহুমোদিতা নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে :—“মায়িকাপি সর্বমায়িকসৃষ্টাভাবৈহি শ্রীকৃষ্ণলীলাত্বর্জিতাদ চিন্তাগোমায়াহুমোদিতা নিত্যৈব জ্ঞেয়া।” [অর্থাৎ “প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকট-লীলায় এই ব্যাপারটি অমুর-মোহনার্থ সাধিত হয়; গোলোকে অপ্রকট-লীলার মধ্যে এইরূপ কোনও হিংসা বা বৈধজনিত রক্তপাত ব্যাপার নাই। বাস্তবদেবের প্রপঞ্চে প্রতি প্রকট-লীলায়ই এই লীলার প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা নিত্য এবং ইহা দ্বারা কৃষ্ণবহিমুখ পাষণ্ডগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলা মায়িকী বা ইন্দ্রজালবৎ।”]

শ্রীল বক্রবর্তী ঠাকুর ভাঃ ১২৩০৩৭ শ্রীকৈর টীকায় লিখিতেছেন—শ্রীমদ্ভগবত তৃতীয় স্কন্ধের উপরিউক্ত (ভাঃ ৩.৪ ২০) বচনানুসারে “স্বর্ধাস্তময় সময়ে যখন যজ্ঞণের পারস্পরিক তুমুল সংগ্রামজনিত বধ সংঘটিত হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীভগবান্ সেইস্থলে সরস্বতী-তীরে উপবিষ্ট হইলেন, আর সেই সময়েই জরাব্যাধও যুগবধার্থ সেইস্থানে আসিয়া পড়িল” এই প্রকার যে বিবরণটি লভ্য হইতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না, কেন না বটপঞ্চাশৎ কোটিধিক অর্থাৎ ছাপ্পান কোটিরও অধিক যাদবগণের সৃষ্টই মহাসাংগ্রামিক বধ সংঘটিত হওয়ায় কৃধিরনদী প্লাবিত মহাকালাহল ব্যাপ্ত তৎপ্রদেশে তৎকালে লুক্কের যুগমারণার্থ আগমন কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আর ভীকৃজাতি যুগগণেরই বা তথায় স্থিতি সম্ভাবনা কোথায়? ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাদবগণের তাৎকালিক বধ মিথ্যাত্ব হইলেও শ্রীভগবান্ যুধিষ্ঠিরাদি স্বভক্তগণের ককণ-রসময় প্রেম বিবর্ধনার্থ এবং বৈরাগ্য উৎপাদনার্থও বটে, অর্জুনাতির প্রতি তদ্রূপ বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন। অতলোকের প্রতিও ধর্ম-সঙ্কোচক ক্রমত উত্থাপনার্থও ঐরূপ প্রচারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে মধুপানানন্তর দেবগণ অতর্কিত হইলে সেই নিঃশব্দ নির্জন প্রদেশে ব্যাধ আগমন করিয়াছিল, ইহাই তত্ত্ব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবিজয়া-দশমীর সাদর সন্তোষ

আমরা আমাদের পারমাণিক মাসিক “শ্রীচৈতন্যবাণী” পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, তৎপ্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যাবতীয় সন্তদয় সজ্জন ও সন্তদয়া মহিলা-বৃন্দকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভ-বিজয়োৎসব উপলক্ষে আমাদের হৃদয় সাদর সন্তোষ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

অনন্ত-কল্যাণগুণ-বারিষি পরম-করুণাময় শ্রীভগবান্ বিধুস্তব শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্ববাসী জীব-সাধারণকে তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণী—“শ্রীচৈতন্যবাণী” অনুশীলনোপযোগী দীর্ঘায়ুঃ উৎসাহ শুভেচ্ছা ও শুভাবসর বিধান পূর্বক সর্বজগতের বাস্তব কল্যাণ বিধান করুন, অশান্তবিশ্বে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হউক, ইহাই তত্ক্ষণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাঙ্কভির্যজত্ৰাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভিঃ ব্যাশেম দেবহিতং যদাযুঃ॥

[দেবাঃ (হে দেবগণ!) যজত্ৰাঃ (নিত্য হোমকারী আমরা) কর্ণেভিঃ (কর্ণসকল দ্বারা) ভদ্রং (মঙ্গলময় শব্দ) শৃণুয়াম (যেন শুনিতে পাই) অঙ্কভিঃ (চক্ষুঃ সকল দ্বারা) ভদ্রং (মঙ্গলময় রূপ) পশ্যেমা (যেন দেখিতে পাই) স্থিরৈঃ (স্থির অঙ্গের সহিত) তনুভিঃ (দেহ সকল দ্বারা) তুষ্টুবাংসঃ (স্তব করিতে করিতে) দেবহিতং (দেবগণের হিতকর) যদ্ আযুঃ (যে পরমায়ুঃ) ব্যাশেম (যেন ভোগ করিতে পাই)।]

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

কলিকাতা খ্রীষ্টচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্মসভার
অন্তিম অধিবেশনে (২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর রবিবার) সভাপতি কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের
প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীপূরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অভিভাষণ

পরম পূজাপাদ শ্রদ্ধেয় মঠাধ্যক্ষ, প্রণম্য মহারাজগণ ও
সম্মানসিদ্ধ, মাননীয় প্রধান অতিথি এবং সমবেত
সুধীভক্তবৃন্দ :—

আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমঠের আয়োজিত
পাঁচটি ধর্মসভার শেষ অধিবেশন। এ সভার আলোচ্য
বিষয়—খ্রীষ্টচৈতন্যদেবের শিক্ষা। সভায় পৌরোহিত্যের
ভার আমার উপর হস্ত হয়েচে। তার দায়িত্ব আমি
নতমস্তকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেছি এবং সেই
সম্মান দেবার জন্ত আপনাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ
জ্ঞাপন করছি।

মহাপ্রভুর সত্বন্ধে জ্ঞান আমার অতি সাংগাঠ। তবে
হামিজীদের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে থেকে স্বল্পজ্ঞান সত্ত্বেও
আজকের এই দায়িত্ব নিতে আমি সাহস পেয়েছি।
কর্তব্য প্রতিপালনে ভুলত্রুটি যা হবে তার জন্ত মার্জনা
ভিক্ষা করছি এবং আশা করি আপনারা নিজগুণে
ক্ষমা করবেন।

মহাপ্রভু ছিলেন যুগাবতার,—কলিযুগপাবন অবতার।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যে চারিটি যুগ, তার
প্রতিটিরই যুগধর্ম্ম ও যুগাবতার ছিল। সত্যের ধর্ম্ম ছিল
ধ্যান এবং যুগাবতার হংসরূপী বিষ্ণু। ত্রেতার যজ্ঞ
ছিল ধর্ম্ম এবং যুগাবতার যজ্ঞরূপী যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। দ্বাপরে
অবতীর্ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর সেই যুগাবতারের উপযুক্ত
যুগধর্ম্ম—অর্চন। কলির যুগাবতার খ্রীষ্টচৈতন্য এবং যুগধর্ম্ম
নাম-সংকীর্তন। মহাপ্রভু যুগাবতার-রূপে যুগধর্ম্ম নামের
মহাভাষ্য প্রচার করলেন এবং তার মাধ্যমে জগৎকে
জানিয়ে দিলেন যে, নামই মুক্তি, নামই ঈশ্বর লাভের
সহজ উপায়। তাঁর প্রচারে পরিস্ফুট হোল শ্রীমদ্ভাগবতের
অমোঘ বাণী—

“কৃতে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতো মথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়ান্ কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং॥”

অর্থাৎ মানব-ধর্ম্ম ও মানব-জন্মের চরম লক্ষ্য ভগবান্
শ্রীবিষ্ণু, তিনিই তারকব্রহ্ম, এবং তাঁরই অপর নাম—
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীহরি।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।

তারি লাগি—পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীহরি, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন শ্রীতারকব্রহ্ম নামে।
সত্যে তিনি এসেছিলেন ধ্যানের মাধ্যমে। ত্রেতার
তাকে পাওয়া গেছে যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে অর্চনার
মাধ্যমে এবং কলিতে তাঁর চরণ-দর্শন হরিনাম সংকীর্তনেই
সম্ভব। পুরাণের ভাষায়ও কলিযুগের যুগধর্ম্ম হরিনাম-
সংকীর্তন এবং এ যুগে উহাই একমাত্র মোক্ষের উপায়।

“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা॥”

কলিযুগের এই যুগধর্ম্ম প্রচার করেন যুগাবতার খ্রীষ্টচৈতন্য।

মহাপ্রভুর মতে শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র উপায়।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই জীবের পরমার্থ ও পরমপুরুষার্থ। ‘কৃষ্ণস্ত
ভগবান্ স্বয়ম্।’

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥”

শ্রীকৃষ্ণের ধাম—শ্রীবৃন্দাবন আর তাঁর করুণালাভের
পদ্ধতি—প্রেম ও মধুরসের শ্রেষ্ঠ প্রতীক নাম-সংকীর্তন।

“সাদুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।

মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥

সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ॥”

“তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥”

কলিযুগে জীবের পরমায়ু অল্প। তাই মুক্তির এই

সহস্রপদ্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। নামের মাঝে ভেদাভেদ নাই। স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নাই। মহাপ্রভুর প্রচারিত এই মত ও পথ জীবকে শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ের সুযোগ দেয় এবং তাঁর সমস্ত সমস্ত সমাধানের নিশ্চিত উপায় নির্দেশ করে।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতায়।

নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥

নাম বিনা কলিকালে নাতি আর ধর্ম।

সর্বমস্তসার নাম এট শাস্ত্র ধর্ম ॥

কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈছেই সংসারমোচন।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

শ্রীচৈতন্যের এই শিক্ষা প্রমাণ করে—

১। নামসংকীর্তনই একমাত্র মুক্তির পথ।

২। নাম ও নামী অভিন্ন।

৩। নামের উচ্চারণে বা স্মরণে নামীর সঙ্গ পাওয়া যায়।

৪। ভক্তের বিনাশ নাই।

৫। জীবে দয়া, অহিংসা ও প্রেমবিতরণই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আমুন আমরা মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রকটরূপে উপলব্ধি করে জীবন-সময়ে অগ্রসর হই।

প্রশ্নোত্তর-সত্ত

‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার গ্রাহক উত্তর প্রদেশান্তর্গত দেবদ্বারবাসী শ্রীচৈতন্য নৌড়ীয় মঠাশ্রিত শিষ্য শ্রীসামসের সিংহ বাণী (শ্রীসজ্জনানন্দ দাস) মহাশয় তাঁহার কণ্ঠস্থল দেবদ্বার সত্বস্থিত সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস হইতে এক পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত দুইটি প্রশ্নের শাস্ত্রীয় প্রমাণ জানিতে চাহিয়াছেন। বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠাতা অষ্টাদশ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে ও উক্ত মঠের তৎকালীন পারমাণবিক-পত্র সাপ্তাহিক ‘গৌড়ীয়’ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় উহার ভূরি ভূরি শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেজন্য বর্তমানে আমরা উহার সংক্ষেপ উত্তর নিম্নে প্রদান করিতেছি।

প্রশ্ন

১। আমরা যে ‘হরে কৃষ্ণ’ ইত্যাদি ক্রমানুসারে মহামন্ত্র জপ করি,—ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সমূহ জানাইয়া আমাদের সন্দেহ বিমোচন করুন এই প্রার্থনা।

এতদঞ্চলে জনসাধারণ যে ‘হরে রাম’ ইত্যাদি ক্রমানুসারে মহামন্ত্র জপ করেন,—ইহা কি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্মত? যদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্মত হয় তাহা হইলে উহার প্রমাণ

কি?

২। সাধারণ জীব কি ক্রমোন্নতি দ্বারা ব্রহ্মা বা শঙ্করের পদ লাভ করিতে পারেন? যদি পারেন তাহা হইলে উহার শাস্ত্র-প্রমাণ কি জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন।

উত্তর

১। আমরা শ্রীগুরুপাদিষ্ট যে মহামন্ত্র নাম যে-প্রণালীতে জপ এবং কীর্তন করি, তাহা পরমপ্রামাণিক জগদগুরু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু কলিযুগপানবতারী স্বহঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সাক্ষাৎ উপদেশানুসরণে। শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভুর পূর্ববঙ্গে শ্রীদ্বাতীটে বিজ্ঞাবিলাস-লীলাকালে যড়্গোস্বামীর অন্ততম শ্রীবসুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহাশয়ের পিতৃদেব বিশ্রবর শ্রীতপনমিশ্র মহোদয় শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভুর শ্রীচরণাঙ্কিতে উপসন্ন হইয়া সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে কৃপাময় শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভু কহিয়াছিলেন— শ্রীভগবান্ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া নিজভজনরূপ যুগধর্ম প্রচার করিয়াছেন। সত্যো ‘ধ্যান’, ত্রেতায ‘বজ্র’, দ্বাপরে ‘অর্জুন’-রূপ যুগধর্ম প্রচার করিয়া কলিতে নামসংকীর্তনকেই পরমধর্ম বলিয়া জানাইয়াছেন। সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব-স্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ‘শেষভূতা’ বলিয়া আত্ম-পরিচয়প্রদানকারী শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভুর এই শিক্ষা তাঁহার ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ নামক

গ্রন্থরাজে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

“কলিযুগে-ধর্ম্য হয় নাম-সংকীর্তন ।

চারিযুগে চারিধর্ম্য জীবের কারণ ॥

কৃতে যদ্ব্যাসতো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বিকীর্তনং ॥

—(ভাঃ ১১।৩।৫২)

[অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানকারিব্যক্তির, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজ্ঞনকারীর এবং দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর অর্চনে যে হরিতোষণরূপ ফললাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন প্রভাবে সেই সমস্ত ফল-লাভ হয় । “ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞোস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ । যদাপোতি তদাপোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥” ইত্যাদি পদ্মপুরাণের বচনও দ্রষ্টব্য ।]

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার ।

আর কোন ধর্ম্য কৈলে নাহি হয় পার ॥

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে ।

তীর্তার মহিমা বেদে নাহি পাবে দিতে ॥

শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ ।

যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া ।

কুটিনাটি পরিহরি’ একান্ত হইয়া ॥

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল ।

হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥

“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥”

—(বৃহন্নারদীয়-বচন)

[এই শ্লোকের বিষয় যে বক্রিশ-অক্ষরায্যক ষোলটি নাম এবং হটাই যে মহামন্ত্র, তাহা অতঃপর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—]

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই শ্লোক নাম বলি’ লয় মহামন্ত্র ।

ষোল-নাম বক্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাস্কুর হবে ।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥”

—(ভাঃ ভাঃ ১৪।১৩৭-১৪৭)

উক্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্তত্ব নদীয়া-নগরবাসীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিতেছেন—

“আপনে সবাবে প্রভু করে উপদেশে ।

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিয়ে ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রভু বলে,—কহিলাঙ এই মহামন্ত্র ।

ইহা জপ গিয়া সব করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার ।

সর্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর ॥”

—(ভাঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৫-৭৮)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ‘শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে পূর্বোক্ত বৃহন্নারদীয়-বচন ‘হরেনাম’ শ্লোকের শ্রীমন্মহাপ্রভুত ব্যাখ্যা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।

নাম হৈতে হয় সর্ব-জগৎ-নিস্তার ॥

দাঢ্য লাগি ‘হরেনাম’-উক্তি তিনবার ।

জড় লোক বৃদ্ধাইতে পুনঃ ‘এব’-কার ॥

‘কেবল’ শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ ।

জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥

অনুথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।

নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত ‘এব’-কার ॥”

—(ভাঃ ভাঃ আদি ১৭।২২-২৫)

অনুত্ব—“নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।

সর্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥

এত বলি’ এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।

কণ্ঠে করি’ এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত’ স্বভাব ।

যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজন্মে ভাব ॥

—(ভাঃ ভাঃ আদি ৭।৭৪-৭৬, ৮৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উচ্চৈঃস্বরে ‘হরেকৃষ্ণ’ নাম উচ্চারণ করিতেন তাহা শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুত্ব ‘চৈতন্যষ্টকে’ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, যথা—

“হরেকৃষ্ণেত্যাঁচৈঃ স্মৃতিতরসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রীণী সুভগকটিন্মুদ্রোজ্জলকরঃ।

বিশালাক্ষো দীর্বাংলযুগলখেলাক্ষিতভুজঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোবাঁহুত পদম্॥”

[উঠেঃঃহরে “হরেকৃষ্ণ” নামোচ্চারণ করিতে বাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থিকৃত সুন্দর কটিন্মুদ্রে বাঁহার উজ্জল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশাল নয়নযুক্ত ও অজ্ঞানুলম্বিত-বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ”]

গৌড়ীয় বেদান্তাচাৰ্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিভাভূষণ উপরোক্ত শ্লোকের তৎকৃত ‘সুবমালা-বিভূষণ’ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

“হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীক গ্রহণম্। ষোড়শনামাঙ্কনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণৌচ্চৈরুচ্চারিতেন স্মৃতিত। কৃতনৃত্য রসনা জিহ্বা যন্ত সং।”

[অর্থাৎ ‘হরেকৃষ্ণ’—এই মন্ত্রমূর্তির গ্রহণ। ষোড়শ নামাঙ্ক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উঠেঃঃহরে উচ্চারিত হওয়ার বাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে। (তাৎপর্য্য এই যে, ‘হরেকৃষ্ণ’ বলিতে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত নাম ব্যতীত অন্য কোন কল্পিত নামকীর্তন যেন কেহ ভ্রমক্রমেও না বুদ্ধিমান ফেলেন, তদ্বিশয়ে টীকাকার বিশেষভাবে সাবধান করিতেছেন।)]

সুপ্রসিদ্ধ যজুর্বেদীয় কলিসস্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

হরিঃ ওঁ। দ্বাপুরাস্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্ষাটন্ কলিং সস্তরেন্নমিত। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্ঠৌহস্মি সর্বকৃষ্ণতিরহস্তং গোপাং তচ্চূণ্যেন কলিসংসারং তরিস্যামি। ভগবত আদিপুরুষস্ত নারায়ণস্ত নামোচ্চারণমাত্রেণ নিধৃতকলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্মাম কিমিতি। স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ। “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥” ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে॥ ইতি ষোড়শকলাবৃত্তস্ত জীবন্ত আবরণ-

বিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপাসে রবিরশ্মিমণ্ডলৌবেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কোহস্ত বিধিরিতি। স হোবাচ নাস্ত বিধিরিতি।

[হরিঃ ওঁ। দ্বাপরযুগান্তে শ্রীনারদ শ্রীপ্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলেন—হে ভগবন্, আমি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে গিয়া কি প্রকারে কলি সস্তরণ করিব ? শ্রীব্রহ্মা কহিলেন, নারদ, তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি যে প্রকারে এই কলি সংসার উত্তীর্ণ হইবে, তাহার সর্ববেদগুহ্য রহস্ত প্রবণ কর। আদি পুরুষ শ্রীভগবান্ নারায়ণ-নামোচ্চারণমাত্রেই কলিকল্মষ পরিমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীনারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই নাম কিরূপ ? তদন্তরে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কহিলেন—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥”—এই ষোলটি নামই কলিকল্মষনাশন। সমগ্র বেদে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায় আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইহাই ষোড়শকলাবৃত্ত জীবের আবরণ-বিনাশক। (ইহার রূপায় জীবের আবরণ বিমুক্ত হইলে) মেঘমুক্ত সূর্য্যরশ্মিমণ্ডলীর তায় স্বপ্রকাশ পরংব্রহ্ম শ্রীভগবান্ স্বতঃই জীবহৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। (নামনামো অভিন্ন, নামই সাধন, আবার নামই সাধ্যস্বরূপে নামী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারলাভ করাইয়া তাঁহার প্রেম-সেবাধিকার প্রদান করিয়া থাকেন।) শ্রীনারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, ইহার (অর্থাৎ এই নামগ্রহণের) বিধি কি ? তদন্তরে শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—ইহার কোন বিধি নাই।]

অগ্নিপু্রাণে ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্রের প্রথম পাদ পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণ বা অন্ত আর একটি পুরাণে মহামন্ত্রের হরেরামাদি দ্বিতীয় পাদও দৃষ্ট হয়। অগ্নিপু্রাণবাক্যটি এইরূপ :—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥”

এইরূপে অথর্ববেদান্তগুপ্তপিপ্পলাদশাখা, শ্রীবাসুদেব সার্কর্ভোমকৃত ‘চৈতন্যশতক’, শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত ‘শ্রীচৈতন্য-চরিতমহাকাব্য’, শ্রীগোবিন্দদাসের ‘কড়চা’, শ্রীলোচনদাসের ‘শ্রীচৈতন্য মঙ্গল’, ব্রহ্মমামল, রাধাতন্ত্র, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাওপুরাণ, শ্রীসনৎকুমারসংহিতা তথা শ্রীল রঘুনাথ

দাস গোষামি প্রভু, শ্রীল শ্রীজীব গোষামি প্রভু ও
শ্রীল গোপালগুরু গোষামিপ্রভুক্তা মহামন্ত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি
বহু গ্রন্থে শ্রীমহামন্ত্র নামভঙ্গন-কথা স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত আছে।
স্থানাভাবে ঐ সকল বিষয় বিস্তার পূরক বর্ণন সম্ভব
হইল না।

ব্রহ্মধামলে শ্রীশিববাক্য—

‘হরেকৃষ্ণ’ পদদ্বন্দ্বং কৃষ্ণোতি চ পদদ্বয়ম্।

তথা ‘হরে’ পদদ্বন্দ্বং ‘হরে রাম’ ইতি দ্বয়ম্॥

তদন্তে চ মহাদেবি! ‘রাম রাম’ দ্বয়ং বদেৎ।

‘হরে হরে’ ততো ক্রয়াকরিনাম সমুদ্ধরেৎ॥

মহামন্ত্রকৃষ্ণস্ত সর্বপাপপ্রণাশকমিতি॥

শ্রীরাধাতন্ত্রে দেবীবাণী শ্রীহরিনামের ক্রম কথিত
আছে। তাহাতে অগ্রে হরেকৃষ্ণাদি, পরে হরেকামাদি
নাম গীত হইয়াছে, যথা—

শ্রীবাসুদেব উবাচ—

শৃণু মাতর্মহামায়ে বিশ্ববীজধরপিণি।

হরিনামো মহামায়ে ক্রমং বদ সুরেশ্বরী॥

তদন্তরে দেবী উবাচ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ব্রাহ্মশদক্ষরাণোব কলৌ নামানি সর্বদম্।

এতমন্ত্রং সূতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়ামহঃ॥

পদ্মপুরাণ বলেন—

ব্রাহ্মশদক্ষরং মন্ত্রং নামবোধশকাধিতম্।

প্রজপন্ বৈষ্ণবো নিতাং বাধাকৃষ্ণস্থলং লভেৎ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও হরেকৃষ্ণাদি ক্রমানুসারে ষোল নাম
বক্তিশাক্ষর মহামন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়ও ঐরূপ ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে :—

হরে কৃষ্ণো দ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণ তাদৃক্ তথা হরে।

হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃগ্ ঘরে পুনঃ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কলিসন্তরণ উপনিষদের বোধে সংস্করণে হরে রামাদি
পদ প্রথমে, পরে হরে কৃষ্ণাদি পদবিত্তাস দেখিতে পাওয়া
যায়। তাহাতে মনে হয়, শ্রীরামভক্তগণের রাম প্রীতি-

নিবন্ধন ঐরূপ পদক্রম গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ
মহামন্ত্র-নামে যে ‘রাম’ শব্দ, তাহা ‘শ্রীরাধারমণ’ রামার্থেই
ব্যবহৃত হইয়াছে, ‘দাশরথি রাম’ নহে।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্।

তাদৃক্ নামসহশ্রেণ ‘রাম’ নাম সমং স্মৃতম্॥

‘বিষ্ণুর প্রত্যেক নাম সর্ববেদাধিক।

‘রাম’ নাম জ্ঞান, সহস্র নামের অধিক॥”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে—

সহস্র নামাং পূর্ণাণাং ত্রিরাবৃত্তা তু যৎ ফলম্।

একাবৃত্তা তু কৃষ্ণস্ত নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

“সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে।

যেই ফল হয়, তাহা এক কৃষ্ণ-নামে মিলে॥

পরমারাধ্যাতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলী ১ম
খণ্ডে লিখিয়াছেন—

“ঐশ্ব্যাপর বিচারে যে সেবাসুখতা, তাহাতে যে
‘হরে রাম’ শব্দ উচ্চারণ, তদ্বারা দশরথ-নন্দনকেই
বুঝায়। কিন্তু মাধুঘাপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই ‘রাম’
বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেখানে ‘রাম’
শব্দে রাধারমণের সেবা বিহিত, সেইস্থলে ‘হরা’ শব্দের
সম্বোধন পদেই পরাশক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণা-
তনয়াকেই বুঝায়।”

অভিন্ন নন্দনন্দন স্বয়ং ভগবান্ কলিযুগপাবনাতারী
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই কলিযুগধর্ম নাম-সংকীর্ণনের আদি
প্রবর্তক। সূতরাং শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আচার-
প্রচারাদর্শকেই আমরা প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত বলিয়া
জানিব। স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার গ্রন্থ পার্শদবর্গ সকলেই
যে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের (বক্তিশাক্ষর বৃক্ত হরেকৃষ্ণাদি
ষোল নাম) যে-প্রকারে জপ বা কীর্তনক্রম নির্দ্ধারণ
করিয়া দিয়াছেন, তাহাই সর্ববাদিসম্মত শুদ্ধ ক্রম।

২। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোষামি প্রভু
‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’-গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই
ত্রিবিধ গুণাবতার-তত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণ-অবতার।

ত্রিগুণ অপীকরি’ করে সৃষ্টিাদি ব্যবহার॥

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম ।
 রজোগুণে বিভাবিত করি তাঁর মন ॥
 গভৈর্দৈকশাস্ত্রী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি ।
 ব্যাপ্তি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ‘ব্রহ্মা-রূপ’ ধরি ॥
 কোন কল্পে যদি ‘যোগ্য জীব’ নাহি পায় ।
 আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ‘ব্রহ্মা’ হয় ॥
 নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে ।
 সংহারার্থে মায়া সঙ্গে ‘রুদ্র-রূপ’ ধরে ॥
 মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ ।
 জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের ‘স্বরূপ’ ॥
 ‘শিব’—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ ।
 মায়াভীত, গুণাভীত ‘বিষ্ণু’—পরমেশ ॥
 ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার ।
 পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩০১-৩০৩,

৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩১১, ৩১৭

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অঃ ৩২শ শ্লোকে ব্রহ্মার
 উক্তিতে কথিত হইয়াছে—

“সৃজামি তন্নিয়ুক্তোহহং তরো হবতি তদ্রশঃ ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিদ্বয়ক্ ॥”

[অর্থাৎ ব্রহ্মা কহিলেন—ঐহবির নিষোগমতেই
 আমি সৃজন করি, তাঁহার আজ্ঞামতেই শিব এই
 বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিশক্তিদ্বয়ক্ অর্থাৎ ত্রিগুণমায়া-
 শক্তির (ত্রিশক্তিঃ ত্রিগুণমায়াশক্তিঃ অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-
 তটস্থা-শক্তিঃ বা, তাং ধরতি যঃ সঃ ঈশ্বরঃ স্বয়ম্ এব)
 সেই ঐহবিরই পুরুষরূপে (ক্ষৌরোদশায়ি-বিষ্ণুরূপে)
 বিশ্বকে পালন করেন ।]

শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিবের তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতায়
 ৪৫শ ও ৪৬শ শ্লোকে এরূপ উক্ত হইয়াছে যথা,—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ

সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।

যঃ শব্দতামপি তথা সমুপৈতি কাব্যাদ্-

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৫ ॥

[অর্থাৎ—দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে
 দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না,

সেইরূপ যিনি কার্যাবশতঃ ‘শব্দতা’ প্রাপ্ত হন, সেই
 আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যান্ যথাশ্রমশ কলেষু নিজেষু তেজঃ

স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যাপি তদ্বদ্রত ।

ব্রহ্মা য এব জগদুপবিধানকর্তা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥

[অর্থাৎ—স্বর্ধ্য যেরূপ স্বর্ধ্যাকাস্তাদি মণিসমূহে নিজ
 তেজ কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-
 স্বরূপ ব্রহ্মা যাহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের
 বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি
 ভজন করি ॥ ৪৬ ॥]

উপর উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্যে শ্রীশ্রীল ভক্তি-
 বিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

“ব্রহ্মা—হই প্রকার; কোন কল্পে উপযুক্ত জীবে
 ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই ‘ব্রহ্মা’ হইয়া
 কার্য্য বিধান করেন, আবার কোন কল্পে সেরূপ যোগ্য
 জীব না থাকিলে এবং পূর্ব কল্পের ব্রহ্মা মৃত হওয়ার,
 কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মাকে
 সৃষ্টি করেন । তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা—সাধারণ-জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,
 কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন’ন; আর পূর্বোক্ত শব্দতে ব্রহ্মা
 অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে । মূল-তাৎপর্য্য
 এই যে, ব্রহ্মার জীবের পঞ্চাশ-গুণ অধিকভাবে এবং
 তদতিরিক্ত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে, আর শব্দতে
 সেই পঞ্চাশটি গুণ এবং পাঁচটি গুণের অংশও তদপেক্ষা
 অধিক পরিমাণে আছে ।” ৪৬ ॥

“শব্দ—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্ত্র একটি ‘ঈশ্বর’ ন’ন ।
 যাহাদের সেরূপ ভেদবুদ্ধি, তাহার—ভগবানের নিকট
 অপরাধী । শব্দের ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন ।
 স্তবরাং তাহার বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব । অভেদ তত্ত্বের
 লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষযোগে দধিত্ব
 লাভ করে, তজ্রূপ বিকারবিশেষযোগে ঈশ্বর পৃথক্ স্বরূপ
 প্রাপ্ত হইয়াও ‘পরতত্ত্ব’; ‘সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা’ নাই ।
 মায়ায় তমো-গুণ, তটস্থা-শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং
 চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনী মিশ্রিত সম্বিদগুণ, বিমিশ্রিত
 হইয়া একটি বিকারবিশেষ হয় । সেই বিকারবিশেষযুক্ত

স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ময় শতুলিঙ্গরূপ ‘সদাশিব’ এবং তাঁহা হইতে রূপদেব প্রকট হন। * * * “বৈষ্ণবানাম্ যথা শত্ৰুঃ” ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য এই যে সেই শত্ৰু যৌবন-কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য করেন। তদ্রূপে বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকারভেদে ভক্তিলভের সোপান-স্বরূপ ধর্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মারাবাদ ও কলিত আগম প্রচারপূর্বক গুরুভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শত্ৰুতে জীবের পকাশগুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্ৰাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শত্ৰুকে ‘জীব’ বলা যায় না; তিনি—‘ঈশ্বর’ তথাপি ‘বিভিন্নাংশগত’ ॥” ৪৫ ॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতার ২৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

সজ্জাতো ভগবচ্ছত্ৰা তৎকালং কিল চোদিতঃ।

সিস্বক্ষায়াং মতিঃ চক্রে পূর্বসংস্কারসংস্কৃতম্।

দদর্শ কেবলং ধ্বংসং নাতং কিমপি সর্বতঃ ॥ ২৩ ॥

[অর্থাৎ—উৎপন্ন হইয়া ভগবচ্ছত্র-পরিচালিত ব্রহ্মা পূর্ব-সংস্কারানুসারে সৃষ্টিবিষয়ে মতি করিলেন, কিন্তু সর্বদিকে অন্ধকার ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইলেন না।]

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য যথা,—

“ব্রহ্মার সৃষ্টি-চেষ্টা কেবল পূর্বসংস্কার-ক্রমেই হয়। সকল জীবই পূর্বসংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই ‘অদৃষ্ট’ বা ‘কর্মফল’ বলে। পূর্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব-চেষ্টা হয়। কোন-কোন যোগ্যজীবের ব্রহ্ম-লাভও এইরূপেই হয়।”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ প্রচোতাগণকে উপদেশদান প্রসঙ্গে কহিয়াছেন,—

“যঃ পরং ব্রহ্মসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজিতাৎ।

ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরুদ্ধতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাতায়ৈ
অথ ভাগবতা যুগং প্রিয়াঃ স্ত ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাক্ষ প্রেয়ানন্যোহস্তি কহিচিৎ ॥”

—ভাঃ ৪।২৪।২৮-৩০

[অর্থাৎ—“যে ব্যক্তি (ব্রহ্মসঃ স্বক্সাৎ ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ জীবসংজিতাৎ পুরুষাচ্চ পরং প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ নিরন্তরং) প্রকৃতি ও পুরুষের নিরন্তর গুহাদপি গুহস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্তভাবে (সাক্ষাৎ) শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়।

মানুষ স্বধর্মচরণ করিয়া বহুজন্মে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আমাকে (কৃষ্ণকে) লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণুর পদ (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন। এই সকল দেবতা ও আমি, আমরা সকলেই বিষ্ণুর সেবক; সুতরাং আমরাও লিঙ্গভেদে সেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদই প্রাপ্ত হইব।

তোমরা ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, সুতরাং ভগবান্ স্বরূপ আমার প্রিয়, তদ্রূপ তোমরাও আমার প্রিয়পাত্র। আর ভগবদ্ভক্তগণেরও আমি অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি অস্ত্র কেহ নাই।”]

এহলে ব্রহ্মা বা শিবের পদপ্রাপ্তি অর্থে অহং-গ্রহোপাসকগণের মতানুবর্তী হইয়া ব্রহ্মা বা শিব হইয়া যাওয়া নহে, তত্ত্ব-কৃপাপ্রভাবে তত্তত্তুল্যাগুণসম্পন্ন হইয়া তত্ত্বলোক-প্রাপ্তিই বুঝাইয়া থাকে। বিশেষতঃ ধাঁহারী বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, তাঁহারী স্বয়ম্ভু, নারদ, শত্ৰু প্রমুখ মহাভাগবতগণের দাসানুদাস হইবারই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। (ভাঃ ৩।৩২০-২১ ত্রুটব্য)। শ্রীমদ্ভাগবদ্রত্নোৎসবঃ “গোপীভর্তৃপদকমলয়োদাসদাসানু-দাসঃ” বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানাদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন—‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ ৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭৪ পৃষ্ঠায় “তত্তেহুচক্সাৎ স্তসমীক্ষমাণঃ” শীর্ষক প্রবন্ধের লেখকের নাম ‘শ্রীবিষ্ণুপদ পণ্ডা’ হলে ‘শ্রীবিভূপদ পণ্ডা’ হইবে।

শ্রীব্রজধামে শ্রীল আচার্যদেব

পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্যদেব শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের প্রধান শাখা দক্ষিণ কলিকাতা (৩৫ সতীশ মুখার্জী রোডস্থ) শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে ক্রিয়দ্বিস অবস্থানপূর্বক শ্রীহরিকণামৃত বিতরণ করিয়া গত শ্রীশ্রীবিজয়া-দশমী দিবস শুভক্ষণে তুফান এক্সপ্রেসে ত্রিদিগ্ভিষতি শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারি সমভিব্যাহারে উর্জ্জবতপালন-মুখে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণ মানসে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীল আচার্যদেব মূল মঠ ও তাঁহার শাখামঠসমূহে বিশেষতঃ কলিকাতা মঠে যাত্রাতে শ্রীবিজয়া-দশমীর পরবর্ত্তী একাদশী দিবস (৪ঠা কার্তিক, ১৩৭৬) হইতে আগামী শ্রীউথান-একাদশী (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬) পর্যন্ত শ্রীউর্জ্জবত-দামোদরব্রত বা নিয়মসেবা যথানিয়মে পালিত হয়, সেবকগণকে তাহার উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নিয়মসেবার সময়ে অষ্টধামের যথাবিহিত পাঠকীর্তন যথাসময়ে

হইয়া থাকে। প্রত্যহ মঙ্গলারতি কীর্তনের পর নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং শ্রীদামোদরাষ্টকও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কীর্তন হইয়া থাকে। ২৪শে কার্তিক সোমবারে শ্রীশ্রীগোবর্দন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবও যাত্রাতে বিশেষ যত্ন ও সমারোহের সহিত স্রসম্পন্ন হয়, তদ্বিবরেও তিনি বিশেষ নির্দেশ জ্ঞাপন করেন। মঠসেবকগণ সর্বত্র তাঁহারই সেবাধিনায়কত্বে সেবাৎসাহ প্রদর্শন পূর্বক শ্রীশুক্লপাদপদ্মের তুষ্টি বিধান-সহকারে আত্মমদল বরণ করেন।

গত ৬ই কার্তিক, ২৩ অক্টোবর শ্রীল আচার্যদেবেরই নির্দেশানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণার্থী অস্থায়ী যাত্রীগণ মঠসেবকগণের সমভিব্যাহারে শ্রীধাম-বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ৮ই কার্তিক শ্রীপৌর্ণমাসী তিথি হইতে শ্রীল আচার্যদেবের সেবাধিনায়কত্বে শ্রীব্রজ-ধাম পরিক্রমা করিবেন।

উত্তর বঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

বিগত ২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই (১৯৬৯) বুধবার গোটাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের সহঃ সম্পাদক শ্রীমৎ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীন-মদন ব্রহ্মচারী ও শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সহ জলপাইগুড়ি জিলাভ্যন্তরীণ মালে প্রচারার্থে গমন করিয়া তথাকার শিক্ষিত ধনাঢ্য বাবসারী শ্রীশ্রীমঙ্গলদর পোদ্দার মহাশয়ের আতিথেয়তা হইতে নবনির্মিত গৃহে অবস্থান করতঃ মালের বিভিন্ন অংশে শ্রীমদ্ভগবত পাঠ ও কীর্তন করেন। স্থানীয় শ্রীমহাদেব দাস, শ্রীকানাই দাস ও শ্রীহরল দাস আদি সজ্জনগণ প্রচারকার্যে বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

মালে ১০ দিবস অবস্থান করতঃ প্রচারপাটী জলপাই-গুড়ি সহরে গমন করেন এবং তথায় টেম্পল বোডস্থ পাহানিবাসে ১৮ দিন অবস্থান করতঃ সহরের বিভিন্ন অংশে প্রচার করেন। তদ্ব্যতীত স্থানীয় শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রী বি,সি,

ঘোষ মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার বাসভবনে (শ্রীগোপাল ভবনে) ৩ দিন, বি, টি, ট্রেনিং কলেজে ১ দিন ও তত্ত্ববিজ্ঞা ভবনে (Theosophical Society) ১ দিনের ভাষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীব্রহ্মচারীজী সংক্ষিপ্তভাবে ‘শ্রীচৈতন্যমঠ’ ও ‘শ্রীগোড়ীয় মঠ’ের পরিচয় দিতে গিয়া কোন-ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন— “‘শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ’ সংকীর্তন-সিদ্ধির স্থান, সিদ্ধ-পীঠ। এখানে যোগসিদ্ধি আদি অবাস্তব কোন কামনা-বাসনার পূর্তি হয় না বলিয়া প্রাকৃত জনগণের চক্ষে ইহার মহিমা-বোধ হওয়া সুত্বকর। যাত্রাদের সংকীর্তন-সিদ্ধিই একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারাই ইহার পরিচর্যা করেন। অপরপুষ্টি-সুকৃতি অবাস্তব-উদ্দেশ্যের ব্যক্তিগণ কিছু সময় মঠে অবস্থান করিলেও তদমহিমা-বোধে অপারগ হইয়া, কেহ বা মাৎসর্য্যাপর হইয়া এবং কেহ বা হতাশা পোষণ

করিয়া পুনঃ স্ব স্ব কর্ম্মাধিকারে ফিরিয়া যান। সংকীর্ণ-মূর্তি ভগবান্ শ্রীগৌরহরিরই অদ্বয়-প্রকাশ শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সকলই চিন্ময়। ইট, কাঠ, পাথরের অভিজ্ঞতায় গৌড়ীয় মঠে বাস সম্ভব হয় না।”

স্থানীয় Theosophical Societyর সভাপতি শ্রী বি, সি, ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে Society ভবনে বিশিষ্ট শিক্ষিত সজ্জনগণের মধ্যে একটি ধর্ম্মসভা আহূত হয়। Theosophy সম্বন্ধেই বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল। সমবেত সকলকেই যথাযোগ্য অভিধান জানাইয়া ব্রহ্মচারীজী বলিয়াছিলেন, “জলপাইগুড়ি সহরে আমার এই প্রথম আগমনের সুযোগ ও সৌভাগ্য হইল। জলপাই-গুড়ি বহু প্রাচীন সহর। এখানে বহু বিশিষ্ট ধনাঢ্য ও শিক্ষিত লোকের বাস। অল্প সময়ের মধ্যে সকলের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য না হইলেও যে কতিপয় সজ্জন ও বিদ্যোৎসাহীর মধ্যে বসিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের দুটি কথা পরিবেশনের সৌভাগ্য বরণ করিলাম, তাহাতে আমি কৃতকৃতার্থ। আমি সকলের নিকটই কৃতজ্ঞ। আমাকে অত্বকার সভায় ‘Theosophy’ সম্পর্কে কিছু কথা বলিবার আদেশ হইয়াছে। Theosophy সম্পর্কে যতদূর আমার ধারণা তাহাতে ‘Theos’ গ্রীক শব্দের অর্থে ইংরাজী পরিশব্দ ‘God’ উল্লিখিত হয়। ‘Sophos’ শব্দে ‘wise’ অর্থাৎ জ্ঞান বুঝায়। God শব্দ যদিও প্রাচীন দার্শনিকগণের ভগবান্ শব্দের সহিত Synonymous (এক) নহে, তথাপি টেনেটুনে অর্থ করা যায় না এমন নহে যে Theosophy অর্থে ভগবদ্ভিত্তা বা ব্রহ্মভিত্তা বা তত্ত্ববিজ্ঞা। কিন্তু এই জাতীয় শব্দের ভিত্তিতে বৈদিক কৃষ্টি বা আধ্য কৃষ্টি খুব একটা নির্ভর করিতে পারে না। কেননা হুজ্জ অল্পসঙ্কানে জানা যায় এই সকল শব্দের মধ্যে জ্ঞান লাভের জন্ত Inductive method (আরোহণস্থা) অল্পহুত আছে। কিন্তু বৈদিক জ্ঞান প্রকাশক বিভাগগুলি সকলেই Deductive method-(অবরোহণস্থা) কেই সর্বদা অল্পসরণ করিয়া থাকেন। আমার যাহা মনে হয়, কালেকালে যখন প্রতিষ্ঠিত কোন একটা মৌলিক কৃষ্টি বা সভ্যতা সঙ্কটমুখী হন, তখন তাঁহাকে সংরক্ষণের জন্ত চেষ্টাপর হইয়া কতিপয় মনীষী নিজ নিজ বল-বুদ্ধি চেষ্টার দ্বারা

গুরুতর পরিবর্তনের মুখটিকে আটক করতঃ প্রাচীন ও নবীনের সংযোগ স্থাপন-প্রয়াসে একটা via media তৃতীয় পন্থা আবিষ্কার পূর্বক সমাজ, মন, রাষ্ট্র আদিকে সংরক্ষণের জন্ত প্রয়াসী হইয়া থাকেন। ইহাতে মৌলিক-বিধানের অক্ষুণ্ণতা সর্ব্বাংশে সংরক্ষিত না হইলেও উদ্যম বেগশীল নবীন মনকে সাময়িকরূপে একটা চিন্তার অবকাশ দেয়—‘আমরা কে, কি করিতে যাঁহাতেছি এবং কি করা উচিত।’ দেশে দেশে কালে কালে এহেন নববিধানের মানব মন একটা momentum gather করিতে পারে এবং ক্রমশঃ উত্তরকালে নূতনের ঢেউ প্রশমিত হইলে তাঁহাদের স্বধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হয়। তখন আর নববিধানের কোন প্রয়োজন থাকে না। এত জাতীয় একটা বিচার Theosophyর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই আমার মনে হয়। Theosophy, Philosophy, Philanthropy আদি গ্রীক শব্দগুলি আমাদের প্রাচীনদার্শনিকগণের বিচারে একান্ত পরমার্থপ্রদ কোন শব্দ নহে।

Theosophy শব্দে তত্ত্ববিজ্ঞা হইলে, তত্ত্ব বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, “বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তৎসংযজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি, পরমাশ্রুতি ভগবান্নিতি শব্দাতে ॥” অর্থাৎ এক অদ্বয় জ্ঞানেরই বিবিধ প্রকাশকে তত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। অতীব নিকট দর্শনে যাহা ভগবৎ শব্দে প্রোক্ত হন তাহাবটে আবার দূরগত দর্শন পরমাত্মা ও ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। ভক্ত জ্ঞানিগণের জ্ঞানসিক্তিতে যাহা ব্রহ্ম, ভক্ত যোগিগণের যোগসিক্তিতে তাহাই পরমাত্মা এবং তাহাই আবার অনন্ত ভক্তিযোগে ‘ভগবান্’ শব্দবাচ্য। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার সমান ও তদপেক্ষা অধিক কিছুই পরিদৃশ্যমান নাই। এতাদৃশ অসমোদ্ধিত্তে ইহাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, ভগবদ্বস্ত্র নিজকে নিজে প্রকাশ করিলেই মাত্র তাঁহাকে জানা যায়, নতুবা তজ্জ্ঞান লাভে জীব অসমর্থ। “নাহংমাত্মা প্রবচনেন লভোমি……তনুং স্বাম্” (কঠ)। এতজ্ঞ যে ধর্ম্মমতে ভগবানের অবতারের কথার স্বীকৃতি নাই, তাহা বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ এবং সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ শোচ্য স্থানীয়। এই জাতীয় ধর্ম্মমত কালেতেই উৎপন্ন হয় এবং কালের মধ্যেই তাহা পুনঃ বিলীন হইয়া যায়। বৈদিক ধর্ম্মমতে

ইহার স্বীকৃতি আছে বলিয়াই ইহা সনাতন-ধর্ম্যনামে অভিহিত। বেদের অকৃত্রিম ভাষা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারকেই মাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যধর্ম, জৈবধর্ম বা আত্ম-ধর্মরূপে স্বীকার করিয়াছেন। Gradual Development of theism এর বিচারে এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতগীতার অন্তিম বা চরম বিচার “সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥” কেও “এহো বাহু” বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত উক্তি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্মৃতিতে কথিত “জ্ঞানে প্রায়সমূদপাত্ত..... তৈস্ত্রিলোক্যাম্” বিচারটিকে সর্বাংশে স্বীকার করতঃ “এহো হুয়” বলিয়াছেন অর্থাৎ এখান হইতেই পরমার্থ জগতে প্রবেশ আরম্ভ হয় এবং তৎপূর্ববর্তী বিচার যাহা কিছু সকলই দূর্বল—‘এহো বাহু’ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদে উত্তরোত্তর পরমার্থ-সুখদ-কথার অবতারণা আছে। সুধাবৃন্দ পাঠ করিলে সুখী হইবেন। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে এতাদৃশ কৃষ্ণ-কথার নিরন্তর অল্পশীলন হয়। সমাগত সকলকেই আমি শ্রীমঠের পক্ষ হইতে সাদর আহ্বান জানাই, আপনারা সকলে সময়ে সময়ে আমাদের

মঠ পরিদর্শনে গমনপূর্বক কৃষ্ণ-কথার অবতারণায় আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। আপনাদের এই Societyর চেষ্টায় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিস্তারিত হউক ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।”

শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার পর সভাপতি শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীবি, সি, ঘোষ (Theosophical Societyর লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সভাপতি) মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,— “আমরা বিশেষতঃ আমি শ্রীগোড়ীয় মঠ সম্পর্কে যে সকল অবাঞ্ছিত ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম তাহা আজ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের কথায় নিরাস হইল। বাহুতঃ গোড়ীয় মঠ সম্পর্কে যাঁহার যে ধারণাই থাকুক, যে প্রতিষ্ঠান হইতে এতেন প্রচারক নির্গত হইতে পারেন, তাহার (শ্রীমঠের বা প্রতিষ্ঠানের) যে একটা মৌলিকত্ব আছে ইহা অবশ্যই অনুধাবন করিতে পারা যায়। সভার পক্ষ হইতে এবং Theosophical Societyর পক্ষ হইতে আমি ব্রহ্মচারীজীকে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদেরকে ভগবজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করুন ইহাই তাঁহাদের নিকট অনুরোধ।”

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী—পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অল্পকল্পিতা আমাদের সতীর্থা পরমা ভাগ্যবতী ভক্তিমতী মহিলা শ্রীপ্রভাবতী দেবী সম্প্রতি প্রায় এক মাস পূর্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজরজঃ লাভ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ শ্রীধাম বৃন্দাবনেই বাস করিতেছিলেন। তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ কিশোরপুরা মহল্লায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের জমি ক্রয় করা হইয়াছে। কালীধামেও মিহিরপোখরা মহল্লায় তিনি একটি পাকা দিতল বাড়ী পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদকে দান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের লীলাহলী শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়া ভজন ও শ্রীগুরুগোরাঙ্গের সেবা-সৌভাগ্য লাভ এবং ‘ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব’ বিচারাহুসরণে ব্রজধামে ব্রজরাজে দেহা-বসান অল্পভাগের পরিচায়ক নহে। পরম-করুণাময়ী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধাবাণী এবং তন্নৈজজ্ঞান শ্রীল প্রভুপাদ

অবশ্যই তাঁহাকে রূপা করিয়াছেন।

শ্রীচম্পা দেবী—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা পাঞ্জাবের লুধিয়াননিবাসী পণ্ডিত শ্রীদেবকীনন্দনজীর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীচম্পাদেবী গত ৮ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা তিথিবাসরে লুধিয়ানায় তাঁহার নিজালয়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীল আচার্যাদেবের লুধিয়ানায় বিগত ১৯৫৪ সালে প্রথম শুভবিজয়কালে তিনি তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হন। তিনি স্বয়ং ভক্তিসদাচারে ব্রতী থাকিয়া তদেশবাসী নরনারী-গণকে গৌরবিহিত ভজনে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন। যখন যখন শ্রীল আচার্যাদেব সপার্বদে পাঞ্জাবে শুভপদার্পণ করিতেন তখন তখনই তিনি তাঁহার দর্শনে ব্যাকুল হইয়া আসিতেন এবং কতই না হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশ করিতেন। তাহার গ্রাম গুরুভক্তিপরায়ণা শিষ্য শিষ্যায় নিখ্যাণে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাঝেই বিরহ বেদনা অনুভব করিতেছেন।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বঙ্গাব্দ মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সড়াক ৬০০ টাকা, বার্ষিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পং। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্য-ধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সভ্যের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সজ্ঞ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫২০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাকাব্য ত্রিদণ্ডযতি শ্রীমন্তজিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদ্বী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীদৈশোতানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমাধিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আগ্রহশ্রমিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিয়ে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

দৈশোতান, পো: শ্রীমায়াপুর, জি: নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক ভালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

পরমার্থলিপ্সু গণের অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

- (১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিবাদিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ১৬২
- (২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন
মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ
হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১৫০
- (৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — — — ১০০
- (৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রচিত
(টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ৬২
- (৫) উপদেশামৃত — শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত
(টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ৬২

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ,

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

দ্রষ্টব্য :— শিঃ পিঃ যোগে পাঠাইতে হইলে ডাকমাণ্ডল পৃথক লাগিবে।

শ্রীমায়াপুর কৈশোতানে
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাভূগত শ্রীম-মায়াপুর কৈশোতানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খ্রষ্টাব্দ ১৯৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সমীকটস্থ সৰ্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

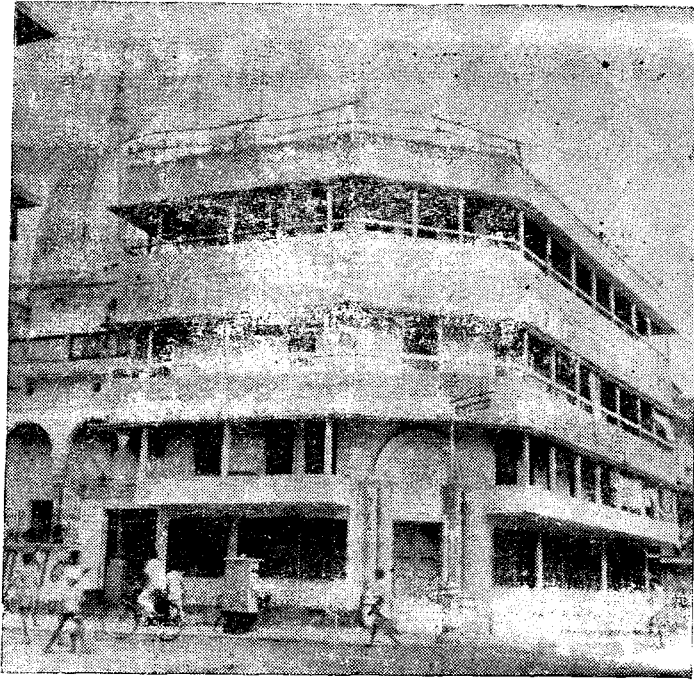
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামায়ত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরু গুরোঁ দে জয় ত:



কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন।

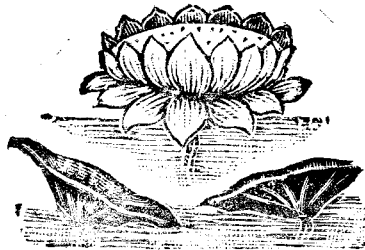
একমাত্র-পারমাখিক মার্জিক

১ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-সংগী

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদিবস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযতি শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রমোদ মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সজ্জপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযমৌ শ্ৰীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সজ্জ :—

- ১। শ্ৰীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাাকরণ-পুৰাণতীৰ্থ, বিভানিধি। ৩। শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্ৰীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাাকরণ-পুৰাণতীৰ্থ। ৪। শ্ৰীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিভাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীগগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিভারত্ন, বি, এন্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূলমঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোত্তান, পো: শ্ৰীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পো: ও জে: মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্ৰীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পো: বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্ৰীগোড়ীয় সেবাস্রম, মধুবন মহোলি, পো: ও জে: মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরবাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পো: গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পো: তেজপুর (আসাম)
১২। শ্ৰীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্ৰীপাট, যশড়া, পো:— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

- ১৩। সরভোগ শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পো: চক্কাবাজার, জে: কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্ৰীগদাই গৌরাজ মঠ, পো: বালিয়াটী, জে: ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৫/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

‘চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধুজীবনম্ ।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বস্বান্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥’

২ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ । { ১০ম সংখ্যা
৮ কেশব, ৪৮৩ শ্রীগৌরানন্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার ; ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াম্

স্ত্রীশূদ্রহুনশবরা অপি পাপজীবাঃ ।

যতদুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-

শুধ্যাগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা য়ে ॥

স্ত্রী, শূদ্র, হুন, শবরাদি পাপজীব ও পক্ষ্যাদি তির্ধাক্
জাতিগণও যখন অদুতক্রম-(ভগবান্ শ্রীত্রিবিক্রম বা
উরুক্রম) পরায়ণ শুদ্ধভক্তগণের আচরণানুসরণে
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ ভক্তিময় জীবন যাপন করিয়া)
হুস্তরা দৈবী মায়ী হইতে উদ্ধার লাভ করে, তখন
শ্রীতপস্বী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কথা কি ?

যাঁহারা অদুতক্রমপরায়ণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের আচরণ
অনুলীলন করেন, তাঁহারা তির্ধাগ্যোনিতে উদ্ধৃত হইলেও
যাঁহাদের চালচলন অথো কিছুতেই বৃষ্টিতে পারে না,
এমন দুর্জয়-চরিত্র ভক্তগণের রূপায় তাঁহারাও দৈবী
মায়ার নাট্য বৃষ্টিতে ও জ্ঞানিতে পারেন। আমরা যদি
ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই,
তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ে আর বাসনা থাকে
না। অক্ষজ-জ্ঞানে মাথা ধন্দটা জীবের অসুবিধা ঘটায়।
কিন্তু মাথা-ধন্দটার সূক্ষ্মতা হয় তখন, যখন শুদ্ধভক্তের
ব্যবহার আমরা নিজের ভ্রান্ত ধারণায় বৃষ্টিতে চেষ্টা করি।
ভক্তের বাহু আচরণে তাঁহাকে সকল সময় ধরা যায় না।

সেইজন্ত শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সূত্বরাচারো ভজতে মামনস্তভাক্ ।

সাদুরেব স মন্তব্যঃ সমাখ্যাবসিতো হি সঃ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্যাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্তি ॥

ভগবানের সেবার প্রবেশ করিবার পথে যদি কাহারও
পূর্বাভাস-বশতঃ মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহাররূপ অসুবিধা
থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই সাধুসঙ্গফলে ও তৎসেবা
প্রভাবে কদভ্যাস দূর হইবে। সূর্য্যো উঠিলেই যেমন
কুয়াসা কাটিয়া যায়, তেমন যদি কেহ সত্যসত্যই সেবা-
প্রাণ হয়, তাহা হইলে যদি পূর্বব্যবহার বশতঃ দ্যুত, পান,
স্ত্রী, সূনা ও কনকাদি কলিপঞ্চক ব্যবহারজনিত দোষ
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ বৃষ্টিতে হইবে না
যে, ঐরূপ অনর্থরাশি তাঁহার চিরকালই থাকিবে।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিঘ্নঃ সর্ককর্ম্মসু ।

বেদ হুংখ্যাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহ্যপ্যনীধরঃ ॥

ততো ভজতে মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুষ্মাণশ্চ তান্ কামান্ হুংখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাংসকৃগ্মনৈঃ ।

কামা হৃদযা নশন্তি সর্কো ময়ি হৃদি স্থিতে ॥

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূরক ভোগ চালাইব, ইহা পায়ণ্ড ভোগীদিগের বিচার; কিন্তু কোমল-শ্রদ্ধ প্রবর্তক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কাথাকেই নিত্য কৰ্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ ইহাই বলিতেছেন “আমার কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতর চেষ্টারূপ ছুত-পানাদি সঙ্গটা নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।”

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাহসকৃদনুনেঃ।

কামা হৃদযা নশ্রুতি সর্গে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥

যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন তাঁহার অল্প সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু তিনি (কৃষ্ণ) কামদেব, সেই হেতু সমস্ত কামনা তাঁহারই সেবা করিবে, অস্ত্রের সেবা করিবে না। যিনি কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ত’নিজে ভোগী নহেন যে, কামনাগুলি তাঁহারই সেবা করিবে? সংসার করিবার প্রবৃত্তিগুলি যদি থামাইবার জন্য ব্যবস্থা না করা যায়, তাহা হইলে তৎফলে পুত্র, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ইত্যাদি-রূপে জীবকে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে হয়। এইজন্ম একরূপ ইন্দ্রিয়-চালনাকে ধামান দরকার। উহাদিগকে না থামাইলে সংসার-প্রবৃত্তি যাইবে না এবং হুংখ ও দূর হইবে না।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং হরাশ্রয়া য়ে বহির্বর্থমানিনঃ।
অক্সা যথাকৈরূপনোরমানান্তেহণীশতহ্র্যামুরদাশি বদ্ধাঃ ॥

গৃহব্রত ব্যক্তির জ্ঞানে না যে, বিষ্ণুই একমাত্র স্বার্থগতি। আমরা বৈষ্ণবের জীবনযাত্রার রাস্তাটা যখন অনুসরণ করি না, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অসং পথে চলে, তখন আমরা বৃষ্টি না যে, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মালিক একমাত্র বিষ্ণু। মনুষ্যদেহ হরিভজনের জন্ম পাইয়াছি। এই দেহ-তরণীর দ্বারা গুরু-কর্ণধারের নিয়ামকত্বে ভবসিন্ধু পার হইয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করিতে পারি। কিন্তু তাহা না করিয়া ভবসিন্ধুতে ডুবিয়া মরিবার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কার্য কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

নদেহমাখং সুলভং সুহৃৎ ভং

প্রবং সুকলং গুরুকর্ণধারম্।

ময়াহুকুলেন নভস্বতেরিতং

পুমান্ ভবাক্ষি ন তরং স আত্মহা ॥

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্গশ্রেষ্ঠ হইলেন,—গুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কৰ্ম করিলে ভয়ঙ্কর হুংখকে ডাকা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অসংসঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবান্ যাহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহারা বৃষ্টিতে পারেন—ভক্ত কি করেন? ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ বা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া চলে না; চাউল সিদ্ধ হইলে এবং তাহা জুড়াইলে খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ ভক্তগণের সদৃশ সর্গাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পারং গতঃ।

তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্তাত্যস্তরিতো জনঃ ॥

যিনি প্রকৃত বিষয়টি বুঝিয়াছেন, তিনি ভাল। যিনি উহা মোটেই বুঝেন নাই, তিনিও ভাল হইতে পারেন। কিন্তু যিনি মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন, সীমা বা শেষগতি না জানিয়াই বলেন—‘জানি’, তিনি অসং ও দুর্ভিক্ষবৃত্ত। বৃষ্টিতে না পারার দল বা কম বুঝ্‌দার ডে’পো-দলের অন্তর্বিধা আছে। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—“নাহং মন্ত্রে স্তবেদেতি নো ন বেদিতি বেদ যঃ” হয় বুদ্ধিমান হও, নতুবা কম বুঝ্‌দার থাকিয়া বস্তুর বৃষ্টিবার যত্ন কর। Phantasmagoria বা Will-o-the-wisp এর পশ্চাতে দৌড়াইতে গেলে শেষকালে প্রাণ বহির্গত হইবে। অতএব বাস্তব সত্য অনুসরণ করা আবশ্যিক; তাহা হইলেই সংসার থামিয়া যাইবে, চতুর্দিকের প্রয়াস থাকিবে না এবং সমস্তই মঙ্গলময় হইয়া যাইবে অর্থাৎ পরম-মঙ্গল লাভ হইবে।

অক্ষজ্ঞান দ্বারা কখনও বৈষ্ণবের চরিত্র বুঝা যায় না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

“বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজে না বুঝায়।”

যেহাং স এব ভগবান্ দয়রদনন্তঃ

সর্গাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্বালীকম্।

তে হস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং
নৈবাং মমাহমিতিধীঃ শৃঙ্গালভক্ষ্যে ॥

কুকুর-শৃঙ্গালের খাও জড় শরীরের প্রতি গিনি অধিক
যত্নবান, তিনি গরুর মধ্যে গাধা।

যশ্রাঅবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভোম ইজাধীঃ।
যতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচি-
জ্ঞেনেঘভিজ্ঞেযু স এব গোধরঃ ॥

শরীরের প্রতি মমতা—মৃত্যু-মাত্র। “শরীরমাণ্ড
ধলু ধর্ম সাধনম্”—ইহা দেহাত্মাদীর কথা। কেবল
শরীরের যত্ন করিলে হরিভজন হয় না। শরীর একদিন
না একদিন চলিয়া যাইবেই। শরীর থাকিতে থাকিতে
অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা আবশ্যিক। দেহ
থাকাকালে পরতত্ত্বকে অবগত হওয়াই শরীরের বাস্তব

যত্ন। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, কাদা, মাটি প্রভৃতি
আমাদের কিছু প্রকৃত সুবিধা করিয়া দিবে না।

যিনি নিজে হরিভজন করেন ও অন্যকে ভজন
করিতে উপদেশ দেন, তিনিই আমাদের আত্মীয়।
দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট অভক্ত ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তি আমাদের
কোনই মঙ্গল করিতে পারে না। প্রাকৃত সহজিয়াদের
ধারণা—দ্বীলোকেরা বেশী ভক্ত, ধনী বেশী ভক্ত ও পণ্ডিত
ব্যক্তি বেশী ভক্ত; এ-সকলই অভক্তিপর বিচার।
‘ভোম ইজাধীঃ’—কাঠ-পাথরকে পূজ্যবুদ্ধি করিলে মঙ্গল
হইবে, অথবা ভোগের মধ্য দিয়াই সুবিধা করিয়া লইতে
হইবে—এইরূপ বিচারই মৃত্যু। জড়বিজ্ঞা অধিক হইলে
হরিভজনের পরিবর্তে বাধা উৎপাদনের পক্ষে
শতকরা প্রায় শতভাগই সম্ভাবনা।

বৈষ্ণব-সেবা

[ঙ্গ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রাণে গৃহস্থগণের কর্তব্য
বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

“প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা নাম-সঙ্কীর্ণন।”

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি
যে বৈষ্ণব-সেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম। অতএব বৈষ্ণব-
সেবা কিরূপে হয় তাহা বিচার করা আবশ্যিক। আজকাল
প্রথা এই যে যখন ষাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছা হয়,
তিনি কোন একটি প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার
পূজারী টহলিয়া দ্বারা অনেক অন্নবাজন পীঠাপনা প্রস্তুত
করাইয়া বৈষ্ণব বলিয়া কতকগুলিকে আমন্ত্রণ করতঃ
ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কাৰ্য্যকে আমরা বৈষ্ণব-
সেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া একদল বৈষ্ণব
আনা কেবল আত্মমর্যাদা-মাত্র। যে বৈষ্ণবের সেবা
করিতে হইবে, তিনি কি প্রকার বৈষ্ণব তাহা কুলীনগ্রামী
ভক্তের প্রাণের উত্তরে প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা,—

প্রভু কহে,—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সৎকার ॥

কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।

সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে।

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।

তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥

ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥

একটা কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণব-পদবী প্রাপ্ত হয়। সেই
নাম কিরূপ তাহাও চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।

আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে ॥

এই স্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ আছে,
ততদিন নাম হয় না। কেবল নামাভাস হয়। নামা-
ভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে
চিত্ত নির্মল হয়। চিত্ত নির্মল হইলে নাম অপরাধ অবসর
পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধ নাম হয়।
নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলেও তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ
নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়। হলাদিনী শক্তি

উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণব সেবা করিবেন।
এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণব-
সেবায় আশ্রম সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির
তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্তমান প্রথা নিতান্ত
অনিষ্টকর। একজন ছড়িদার গিয়া একশত
বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণব-
গুলি অপরাপর কার্য রহিত করিয়া তিলকাদি দ্বারা
সজ্জীভূত হইলেন। অতঃপর লুচি মালাগোয়া পাইব
এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে এই
ধনাশয়ে ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ
গোবিন্দ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে —

“ধনশিষ্যাভিভিদ্ধারৈর্য ভক্তিরূপপত্নতে”

ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই সকল কার্যকে ভক্তি করিয়া
স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য যদি ভক্তি
না হইল অহুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা
যাইবে না। জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায় তাহা
হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে জীবসেবা হইতে পারে।
মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট নামপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবা বলা যায় না।

আজকাল ভেকথারী বৈষ্ণবদিগের আখড়া বলিয়া
একটি ব্যাপার দেখা যায়। আখড়ায় একটা দেবসেবা
থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতা-প্রসাদ দিয়া
তর্পণ করিয়া থাকেন। এ ব্যাপারটী মন্দ নহে, কিন্তু
সেই আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া
ভোজন ও ভোজন-দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা হইয়া
উঠিতেছে তাহা অবৈষ্ণব ব্যবহার। বৈষ্ণব অতিশয়
উপায়ে। বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে
তাঁহার সেবা করা গৃহস্থদিগের কর্তব্য। বৈষ্ণবের
ভোজন, শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণব-
সেবা। অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাঁহার প্রতি যত্ন

করা নিতান্ত উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া
তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরি-
গণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-
প্রথা ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণাপ্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।
এই প্রথা ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। হে ভক্তবৃন্দ!
শুদ্ধ-নামপরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্বপ্রকার তর্পণ করুন!
কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণব-সেবাকে
কর্মকাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি
বৈরাগী-বৈষ্ণবকে ভোজন করান প্রভুর মত নহে।
যথা,—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।

সন্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম অভ্যাগত। ঘটনা-
ক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই একটা গৃহে আসিলে, তাঁহাদের
সেবা করা উচিত। ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণবসেবা হয়।
অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে উপযুক্ত সন্মান হয় না।
তাঁহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবামাত্রই বৈষ্ণবের
অভ্যাগত ধর্ম থাকে না। তাঁহাতে সন্ন্যাসী ভিক্ষা হয়
বটে, বৈষ্ণব-সেবা হয় না। যত্ন করিয়া কোন বৈষ্ণবকে
গৃহে আনিয়া সেবা করিলে কোন অপরাধ হয় না।
কিন্তু আড়ম্বর পূর্বক অনেক বৈরাগী-বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ
করিয়া আনিয়া অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ
এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণব-
সেবাকে নিত্যধর্ম মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার
আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান
করতঃ ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য করিবেন না। সর্বদা স্মরণ
রাখিবেন যে, এ কালটী কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির
অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা
দিবার জন্য অনেক কুপহা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও
উপদেশে যাহা করিবেন, তাঁহাতে কলির অধিকার নাই।

ত্রিবিধ বৈষ্ণব-সেবা

“কনিষ্ঠ”, “মধ্যম”, “উত্তম” প্রভেদে বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।

কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রূষা শুভি ॥

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া, আদর করিব যবে।

বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে ॥”

শ্রীভগবদবিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্লিষ্টমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্বপ্রকাশিত ২ম বর্ষ ২ম সংখ্যা ২০৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের নিজ নিত্যধামে গমনকালে স্বর্গে হ্রদুভি বাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্পরাশি বিবিত হইতে লাগিল। সত্য, ধর্ম, ধৃতি, কীর্তি ইত্যাদি গুণ পৃথিবী পরিভাগ পূর্বক কৃষ্ণানুগামী হইল অর্থাৎ পৃথিবীতে কলির প্রাচুর্ভাব বশতঃ নানা কুমত উত্থাপিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ অবিজ্ঞাতগতি শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমনকালে তদীয় দিব্যযোগপ্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া যোগগতির প্রশংসা করিতে করিতে স্বধামে গমন করিলেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষণ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

“রাজন্ পরশু তনুভৃচ্ছননাপায়োহা

মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটশু।

সৃষ্টাশ্চেন্দ্রমহুবিশু বিজতা চান্তে

সংহতা চান্মহিনোপরতঃ স আস্তে ॥”

—ভাঃ ১১।৩।১১

“হে রাজন্, নটপুরুষ যেরূপ স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে বিবিধ জন্মমরণাদি লীলার অভিনয় করে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদিকুলে আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টাও তাদৃশ মায়াভিনয়মাত্র জানিবে। বস্তুতঃ সেই পরমপুরুষ স্বয়ং এই জগতের সৃষ্টিপূর্বক অন্তর্ধ্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিয়া থাকেন, পুনরায় প্রলয়কালে আত্মমধ্যেই তাহার সংহার পূর্বক স্বীয় মহিমাবলে শান্তভাবে অবস্থান করেন।”

পরমেশ্বর শ্রীভগবানের দেহধারী জীবের ন্যায় জন্ম-মরণ-চেষ্টা মায়াবিড়ম্বন অর্থাৎ মায়াদ্বারা জীবের জন্ম-মরণ-চেষ্টার অলুপ্তরূপ মাত্র, তত্বতঃ নহে। জীবগণের শুক্লশোণিতবিকৃত দেহের সংযোগ-রূপ জন্ম ও তাহার বিয়োগরূপ মৃত্যু—উভয়ই দুঃখময়, পরন্তু শ্রীভগবানের আবির্ভাব তিরোভাব—উভয়ই সুখময়। শ্রীমদ্ভাবগত দশম-

স্কন্ধে (ভাঃ ১০।৩।৮) শ্রীভগবদাবির্ভাব-কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

“দেবকাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহ্যশয়ঃ।

আবিরাঙ্গীদ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দ্রিবিব পুঙ্কলঃ ॥”

অর্থাৎ “পূর্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দের ন্যায় সর্বজীবের হৃদয়-গুহ্য বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ দেবতারূপিণী সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন।”

“অজ্ঞো জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরিতি”—অর্থাৎ অগ্নি-বহিত ভগবান্ অগ্নির ন্যায় আবির্ভূত হইলেন।

তিরোভাব সম্বন্ধেও ‘কৃষ্ণতুম্মনি-নির্যোচে (ভাঃ ৩।২।৭), “আদারাস্তুরবাদ্ যন্তু স্ববিষং লোকলোচনম্” (ভাঃ ৩।২।১১) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেই লোকলোচনের অন্তরালে গমনরূপা সুখময়ী লীলাই অভিযুক্ত হইয়াছে।

ঐন্দ্রজালিক নট যেমন মিথ্যাভূত জন্মমরণাদিরূপ ঐন্দ্রজালবিদ্যা প্রদর্শনপূর্বক দর্শকগণকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, অল্পবুদ্ধি কোমলমতি বালক ত’ দূর্বের কথা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণকেও পর্য্যন্ত বিস্ময় বিমূঢ় করিয়া ফেলে, সেইরূপ “নৈবাং মতিস্তাবত্করুমাভিঃ স্পৃশতানর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোহভিবেকং নিক্ষিপ্তানানং ন বৃণীত যাবৎ ॥” (ভাঃ ৭।৫।৩২) ভক্তরাজ প্রহ্লাদোক্ত এই বিচারানুসারে নিক্ষিপ্ত শব্দভক্ত মহতের চরণরজে অক্ষিপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবদিগের মতি কিছুতেই অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপাদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারই বহিরঙ্গামায়ামোহ-মুগ্ধ-জীব নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাবাদি অপ্রাকৃত লীলার চিদবৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাতে ‘প্রাকৃত’ বুদ্ধি করিয়া বসে। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের নিকটই তাঁহার গুহ্য চিন্ময়স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন। ভক্ত তাঁহার ‘প্রেমাঙ্গনজুরিত ভক্তিবিলোচন’

দ্বারা তাঁহার অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপ দিব্য চিদ্‌ঘন শ্রীমন্মদর-রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তগুণগত ব্যতীত ভগবদর্শন-প্রাপ্তি ভগবান্নায়া দ্বারা বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত শ্রীভগবানের গুণস্বরূপাত্মভূতির সকল আশাই তিরোহিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর রূপা-প্রাপ্ত ভক্তের নিকট তাঁহার গুণময়ী মায়া কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

শ্রীমদ্বাচাৰ্য্যপাদ ‘মহাভারত তাৎপৰ্য্য নির্ণয়ের’ উপসংহারে (৩২-৩৪ শ্লোকে) মোঘললীলার তাৎপৰ্য্য বর্ণনে লিখিয়াছেন—

“ভগবান্ অম্বরগণকে বিমোহন ও স্বভক্ত ভূম্বরগণের বাক্যের যথার্থ্য সংরক্ষণার্থ স্বীয় মায়াদ্বারা যে দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই দেহেই বাণ সংলগ্ন হইয়াছিল; [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর “মুখল্যবশেষাঃ খণ্ড কৃত্যে-লুন্ধকো জরা। মৃগাশ্রীকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্করা।” অর্থাৎ “মুঘলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা জরা নামক ব্যাধ এক বাণ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল। সে তৎকালে মৃগভ্রমে মৃগবদনের শ্রায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণে বাণাঘাত করিল।” এই ভাঃ ১১৩০।৩৩ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন— জরানামক ব্যাধের ‘আমি মৃগকে বাণবদ্ধ করিয়াছি’ এইরূপ অভিমান দৃষ্টো ‘বিব্যাধ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ তদীয় শব্দ শ্রীভগবানের চরণ ‘পদ-পদ’ অর্থাৎ পদ-পদ করিয়াছে মাত্র, বদ্ধ করে নাই, শ্রীভগবদেবের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্ব-হেতু তাহা প্রাকৃত বাণাদি-দ্বারা বদ্ধ হইতে পারে না। তাহা না হইলে পরবর্তী ৩৪শ শ্লোকে “অপরাদী ব্যাধ চতুর্ভূজ পুরুষ দর্শনে ভীত হইয়া নত মস্তকে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল।”—এই উক্তির সহিত চরণ হইতে শব্দ নিষ্ক্রামণ করিল ইত্যাদি উক্তিও থাকিত।] পরন্তু তাঁহার চতুর্ভূজ দেহে তাহা সংলগ্ন হয় নাই। জরা ব্যাধ তাঁহারই ভক্ত ভৃগুস্বয়ি; এই ভৃগু পূর্বকালে বিষুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পদ-প্রহার-দোষ স্থালন করিবার জন্ত ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু ভক্ত স্বেচ্ছায় নীচতা স্বীকার করিলেও ভগবান্ তাহা সহ করেন না। তাই ভগবান্ আদেশ করিলেন যে, দাপবাস্তে যখন তিনি তাঁহার প্রকটলীলা

সংগোপন করিবার ইচ্ছা করিবেন, তখন জরা ব্যাধরূপী তাঁহার ভক্ত ভৃগু ভগবান্নায়া-সৃষ্ট দেহে শরনিষ্ক্ষেপ করিয়া অনুতপ্ত হইলে ব্যাধ জন্ম হইতে নিম্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারিবেন। ভক্ত ভৃগুর ভোষণ এবং অভক্ত অম্বরগণের মোহনকল্পে ভগবান্ প্রভাসে এইরূপ ‘মোঘল লীলা’ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ লীলা মায়িকী। যেহেতু ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার প্রাচীভাবকালে ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন নাই অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্য শিশুর মত মাতৃকৃষ্ণ হইতে প্রসূত হন নাই। কিন্তু অচিন্ত্যভাবে স্মৃতিকাগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত পৃথিবী-ত্যাগ-কালে দৈত্যমোহনার্থ ভ্রান্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি অম্বরগণকে মোহন করিয়া অন্ধতমে প্রবিষ্ট করাইবার জন্ত স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-দেহ হইয়াও নিজের মায়া দ্বারা অপর মায়িক-দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই পতিত করিয়াছিলেন; ইহা কেবল তাঁহার অম্বরমোহনের হুলনা মাত্র। পরন্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকারেই দেহপাতাদি হয় নাই।” (—ভাঃ ১১৩০।৩৫ তথা দ্রষ্টব্য।)

মর্ন্ত্যে যো গুরুমুতং যমলোকনীতং

ভাষ্কানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্তদগ্ধম্।

জিগোহন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ

কিং স্বাবনে স্বরনয়নং যুগ্মং সদেহম্॥

—ভাঃ ১১৩১।১২

—যিনি যমলোকনীর গুরুপুত্রকে সশরীরে পুনরায় পিতৃ-মাতৃসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০৪৫।৩৬-৫০ দ্রষ্টব্য), যে শরণাগতরক্ষক অখণ্ডমানিষ্কিপ্ত ব্রহ্মাস্তদগ্ধ তোমাকে (পরীক্ষিতং) রক্ষা করিয়াছিলেন, (ভাঃ ১০১।৩ ও ১০৮।১২-১৬ দ্রষ্টব্য), যিনি সংগ্রামে যুতাজয় শঙ্করকে পরাস্ত করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০৬।৩ অঃ) এবং যিনি ব্যাধকে (জরানামক) সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন (ভাঃ ১১৩০।৩২), সেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষণে অসমর্থ কি?

শ্রীমদ্ভগবত ১০।৮২তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে— দ্বারকাবাসী জনৈক বিপ্রের নয়টি পুত্র জন্মিয়ামাত্র কাল-গ্রাসে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রতিবারেই বাজদ্বারে আসিয়া বহু আক্ষেপ জানান। এবার দশম পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্ত গাণ্ডীবধ্বা শ্রীমদ্রত্ন স্বকীয় পরাক্রমের আফালন

করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, আমি আপনাদের সন্তানকে রক্ষা করিব, না পারিলে অগ্নিতে প্রবেশ পূর্বক আপনাদের বিলাপ-শ্রবণজনিত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিব। অতঃপর ব্রাহ্মণপত্নীর প্রসবকালে অর্জুন তাঁহার স্মৃতিকাগারকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াও দ্বিজপুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি যমপুরী, ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, নিম্বতলোক, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, রসাতল, স্বর্গ এবং অস্ত্রাত্ম লোকসমূহে গমন পূর্বক কোথায়ও বিপ্রপুত্রের সন্ধান না পাইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে অগ্নিপ্রবেশে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ পূর্বক কহিলেন—“সখে, আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখাইব, তুমি বিচলিত হইও না, যাহারা এখন আমাদের নিন্দা করিতেছে তাহারাই পরে আমাদের বিমল কীর্তি ঘোষণা করিবে।” এই বলিয়া সুদর্শনচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শৈব্য, সূগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক দিবা অশ্বযোজিত দিবারথে অর্জুনকে লইয়া সপ্তপর্কত ও সপ্তসমুদ্রযুক্ত সপ্তদ্বীপ এবং লোকালোক (চক্রবাল) পর্কত অতিক্রম পূর্বক নিবিড় ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে মহাতরঙ্গশালী জল মধ্যে প্রবেশ পূর্বক দিবাভ্যোতির্ময়-ধাম মহাকালপুরে ভূমা-পুরুষ বিশালদেহ অনন্তদেবকে দর্শন করিলেন। সর্বাংশী সর্বাভারাবতারী কৃষ্ণ ভৌমলীলাভরণে নিজাংশ ভূমা-পুরুষকে প্রণাম করিলেন অর্থাৎ নিজেই নিজেকে প্রণাম জ্ঞাপন করিলেন, অর্জুনও সসন্ত্রমে প্রণাম জানাইলেন। ভূমা পুরুষ কহিলেন—আমি আপনাদিগের দর্শনলাভার্থই বিপ্রপুত্রগণকে এখানে আনিয়াছি। আপনার নিত্য-ব্রজধামগত অসমানোঙ্কুরপশু-সমধিত নিত্য অপ্রাকৃত-স্বরূপ সর্বোত্তম নরবপু। আপনার যে রূপ-মাধুর্য্য আপনি স্বয়ংই ‘অপরিকলিতপূর্বকঃ কশ্চমৎকারকারী’ (১৫: ৫: আ ৪১২৪৬ ধৃত ললিতমাধব চাঃ ২৮ শ্লোক) বলিয়া আকৃষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিবার জ্ঞান ধাবিত হন, সেই অত্যন্ত রূপমাধুর্য্য দর্শনার্থ আপনাদের দ্বারকা নগরস্থ বিপ্রবরকে এমন দ্রুত দিয়াছি এবং তাহার অন্তর্ধানস্থিতে তাহাকে প্রেরণ দিয়া প্রতাপুত্রের মৃত্যুর পর রাজসভায় পাঠাইয়া এমন

ভাবে প্রগল্ভতা পরিপূর্ণ কাতরোক্তি করাইয়াছি যে, তদুঃখী ব্রহ্মণ্যদেব ভক্তবৎসল বিপ্রপ্রিয় আপনি বিপ্রদ্রুত দুরীকরণার্থ এবং নিজস্বা অর্জুনেরও প্রাণ রক্ষার্থ আমার নিকট আসিয়া দর্শন দান করেন। সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া আপনি লোকে বেদে প্রসিদ্ধ, আপনার ইচ্ছা ব্যতীত আপনার দর্শন লাভে কেহই সমর্থ হয় না। আপনার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা ও কৃপা হইতেই আমি আপনার দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

দ্বিজাঅজ্ঞা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা

ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।

কলাবতীর্ণাববনেভরাসুরান্

হবেহ ভূয়স্বরয়েতমন্তি মে॥”

(ভা: ১০ চঃ ২৪৮)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণাৰ্জুন, আমি আপনাদিগের দর্শনাভিলাষেই বিপ্রসুতগণকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। আপনারা দুইজন ধর্ম্মরক্ষার্থ [“বাস্তবার্থন্ত—হে কলাবতীর্ণো অর্থাৎ স্বশক্তিভিঃ সর্হেবাবতীর্ণো ভূয়ঃ পুনরপি যুবাঃ অবনেভরান্ অসুরান্ হৃদ্যা মে অস্তি মমাস্তিকে তান্ প্রহৃষ্যস্মিতুং ত্রয়েতম্। * * অত্রাগত্যা তে মুক্তা ভবন্তি তদ্ব্যগ্নো মুক্তগম্যতেন হরিবংশোক্তভ্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধেইপি ক্রমমুক্তিস্থতো অষ্টাবরণ-ভেদানন্তরমেব মোক্ষ শ্রবণাৎ।” —চঃ টীঃ—প্রাকৃত অর্থ এই যে—হে নিজ সর্বশক্তিসহ অবতীর্ণ কৃষ্ণাৰ্জুন! আপনার পুনরায় ধরাভার-স্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া তাহাদিগকে মৎসমীপে প্রেরণ করিতে ত্বরান্বিত হউন। * * এখানে আসিয়া তাহার মুক্ত হউক। হরিবংশে সেই ধামকে মুক্তগণগমা বলিয়া কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়স্কন্ধেও ক্রমমুক্তিপথে অষ্টাবরণ ভেদানন্তরমোক্ষপ্রাপ্তির কথা ক্রত হয়।] নিজসর্বশক্তিসহ এই প্রপঞ্চে আবিভূত হইয়াছেন। পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে বধ করিয়া তাহাদিগকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইয়া দিউন। আপনার স্বহস্ত-নিহত অসুরগণ এখানে আসিয়া মুক্তিলাভ করুক।

“আপনারা আমার অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ধরাভার-স্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া শীঘ্র এখানে আমার সমীপে আগমন করুন।” —এইরূপ অর্থ সমীচীন হয়

না। “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্,”
 “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি-
 র্গোবিন্দঃ সর্বারণ-কারণম্॥”, এবং ‘এক ঈশঃ কৃষ্ণ দেউ’
 ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ সেই
 ভূমা পুরুষ সর্বাদি পরমেশ্বর হইলে এবং কৃষ্ণ তাঁহার
 নিজাংশ হইলে কৃষ্ণদর্শনেচ্ছা তাঁহার কিরূপে সম্ভব হইতে
 পারে? তাঁহার বিভূত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্বহেতু স্বয়ং
 বিশ্ব তাঁহার করামলকতুল্য হওয়ায় সেখানে অর্থাৎ সেই
 মহাকালপূরে থাকিয়াই তিনি না কেন কৃষ্ণকে দর্শন
 করেন? না হউক তাঁহার বিভূত্ব, কিন্তু বিপ্রাপত্যহরণার্থ
 প্রতিবর্ষ তিনি দ্বারকায় গমন করেন, সেখানকার তৈলিক,
 তাম্বুলিকগণেরও দৃশ্যমান কৃষ্ণকে তিনি কেন না দর্শন
 করেন? যদি বল কৃষ্ণেচ্ছা বাতীত কৃষ্ণদর্শন হয় না, না
 হউক কৃষ্ণ দর্শন। কিন্তু ব্রাহ্মণহিতকারী ব্রহ্মণ্যদেব হইয়াও
 ব্রাহ্মণকে তিনি প্রতিবর্ষে কেন হুংখ দেন? তাহাতে মনে
 হয়, তিনি কৃষ্ণদর্শনোৎকর্ষী ভ্যাগ করিতে সমর্থ হন না—
 যেজন্ত তিনি অকরণীয় ও করিয়া ফেলেন। আচ্ছা, তজ্জন্ত
 তিনি না হয় অকৃত্যও করুন, কিন্তু বিপ্রাপত্যহরণার্থ
 তিনি কোন সেবককে দ্বারকায় না পাঠাইয়া নিজে
 কিজন্ত তথায় গমন করেন? তাহাতে মনে হয়, দ্বারকা
 কৃষ্ণভূজগুপ্ত, সেখান হইতে বিপ্রাপত্য আহরণ অন্তের
 পক্ষে দুঃশক্য। এজন্য ইহাই মনে হয় যে সেই ভূমা
 পুরুষ মনে করিলেন—‘আমি সেই কৃষ্ণনগরস্থ বিপ্রকে
 এমনভাবে হুংখ প্রদান করিব, যাহাতে বিপ্রশ্রিয় কৃষ্ণ
 তাঁহার ভক্ত বিপ্রের সেই হুংখ সহ্য করিতে না পারিয়া
 নিজে আসিয়া আমাকে দর্শন দান করেন।’ ভূমা
 পুরুষের ইহাই অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। অতএব
 অন্তর্ধান-স্বরূপে তাঁহা কর্তৃকই প্রেরিত হইয়া সেই মুখর
 বিপ্র তাঁহার প্রতিবালকনাশান্তে কৃষ্ণসন্নিধানে আসিয়া
 তাঁহার নির্দোষত্ব ও কৃষ্ণাদির বালকের অকাল মৃত্যু
 রক্ষণাসামর্থ্য-রূপ গাথা গান করিয়া যান। স্তবরাং সেই ভূমা
 পুরুষ হইতে কৃষ্ণের পারমৈশ্বর্য যে অধিক ইহা সহজেই
 অনুমিত হয়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া পরম-
 বিস্মিত অর্জুন ‘কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব
 অবধারণ করিব’—ইহা বিচার পূর্বক কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা

করিলে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যথা হরিবংশে—

“মদর্শনার্থং তে বালা হতাশ্চেন মহাত্মনা।

বিপ্রার্থমেঘ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং, ন চাত্মনা॥”

[অর্থাৎ আমার দর্শনলাভার্থেই সেই মহাত্মা কর্তৃক
 বালকগণ হত হইয়াছিল, কৃষ্ণ বিপ্রার্থ আমার নিকট
 আসিবেন, অতুখা নহে।]

কিন্তু সখে আমি যে বিপ্রার্থ তৎসমীপে গিয়াছিলাম,
 তাহা নহে। পরন্তু সখা তুমি, তোমার প্রাণরক্ষার্থই
 আমি তথায় গিয়াছিলাম। যদি বিপ্রার্থ যাইতাম,
 তাহা হইলে প্রথম বালক হরণের পরই তথায় যাইতাম।
 নবম বালক হত হইলে যে আমি তথায় গিয়াছিলাম,
 তাহা তাঁহার অনুরোধে নয়, তোমারই অনুরোধে জানিবে।
 এই সকল তত্ত্ব কৃষ্ণমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অর্জুন
 —পরব্যোমনাথ পর্যন্ত পুরুষ-সকলের যাহা কিছু পৌরুষ,
 তৎ সমস্তই কৃষ্ণাত্মক সম্পাদিত, ইহা বিচার করিলেন।
 দশমস্কন্ধে দশম আশ্রয়তত্ত্ব কৃষ্ণেরই সর্বোৎকর্ষ বিবৃত
 হইয়াছে। কৃষ্ণের ভূমা-পুরুষকে দর্শনদানলীলা ভারত-
 যুদ্ধর পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কখন-
 প্রস্তাব-হেতু ঐ প্রসঙ্গ এতলে (অর্থাৎ ভাঃ ১০।৮৯ অধ্যায়ে)
 উক্ত হইয়াছে।—ভাঃ ১০।৮৯।৩২-৩৫ চক্রবর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

স্তবরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—মহাকালপুরস্থ ভূমা পুরুষের
 অশী, অবতারী-তত্ত্ব। শ্রীজয়দেব তাঁহাকে মৎস্তাদি
 দর্শাবতারের অবতারী ও শ্রীহৃত গোষামৌ সঙ্ঘনিধি
 শ্রীহরির অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া পরিশেষে
 ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’ বাক্যে তাঁহার সর্বাবতারাবতারিত্ব
 আরও দৃঢ়রূপে পরিষ্কৃত করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্
 তাঁহা হইতে পরতরতত্ত্ব আর কেহ নাই বলিয়া জানাইয়া
 তাঁহার পরতমত্ব—পুরুষোত্তমত্ব নিজ মুখে স্পষ্টই প্রকাশ
 করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ও কর্মকে দিব্য—অলৌকিক
 —অপ্রাকৃত বলিয়া জানাইয়াছেন, কেবল মায়ামোহমুগ্ধ
 জীব-সকলই তাঁহার বিশুদ্ধস্ব চিন্ময় কলেবরে মর্ত্যবুদ্ধি
 করিয়া (অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ ইত্যাদি) ‘অর্চ্যে বিষৌ
 শিলাদী……ঋত্ব বা নারকী সঃ’ এই বাসবাক্যের বিষয়ী-
 ভূত হইয়া পড়ে।

শ্রীমদভগবদ্গীতা-পাদ ‘ব্রাহ্মবাক্য’ উদ্ধার করিয়া
লিখিয়াছেন—

“অজাতো জাতবদ্ বিষ্ণুরমৃতো মৃতবত্তথা।

মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানং মোহনায় চ॥”

(ভাঃ ১১।৩১।১১ শ্লোক ধৃঃ)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় মায়াদ্বারা জীববিমোহনার্থ
জন্মরহিত হইয়াও নিজেকে জাতবৎ ও মৃত্যুরহিত
হইয়াও নিজেকে মৃতবৎ অজ্ঞান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।
ভাঃ ১১।৩১।১৩ শ্লোকের মাধ্বভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে—
বিভু পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ মৃতকবৎ মানুষী-চেষ্টা প্রদর্শন
করেন এবং দ্রুতায়ুগণের মোহনার্থ ‘অদেহ’ অর্থাৎ দেহ
রহিত হইয়াও দেহ ধারণের অধিনয় করিয়া থাকেন।
বস্তুতঃ পরমাত্ম বস্তুর যখন মৃত্যুই নাই; তখন মৃতকের
সম্ভাবনা কোথায়? মায়াদ্বারা মৃতক-দেহ সৃষ্টি করিয়া
লোকবঞ্চনা করেন।

“ভগবতো নির্ধাণলীলয়ং সচ্চিদানন্দাত্মিকৈব সর্বথা
জ্ঞেয়া। লোকদৃষ্টা মায়ািকত্বপ্রতীতিস্ত অকিঞ্চৎকরা
সুখিসামিতি ত্যোতিতম্।”—(ভাঃ ১১।৩১।১৪ চক্রবর্তী টীকা)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের এই নির্ধাণলীলাকে সর্বপ্রকারে
সচ্চিদানন্দাত্মিকা বলিয়া জানিবে। লোকদৃষ্টিতে মায়ািকত্ব-
প্রতীতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির গক্ষে অকিঞ্চৎকরা, ইহা
প্রকাশিত হইয়াছে।

এদিকে কৃষ্ণবিরহকাতর দাক্ষক দারকায় আসিয়া
শ্রীবৃন্দদেব ও উগ্রসেন-চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে
করিতে যাদবগণের সম্পূর্ণভাবে নিধনবার্তা বর্ণন করিলে
দারকাসী সকলেই অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া যথানে
মৃত জ্ঞাতিগণ শয়ান রহিয়াছেন, তথায় ছুটিয়া গেলেন।
দেবকী, যোতিনী, বসুদেব রামকৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর
হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিলেন এবং নারীগণ পতিগণকে
আলিঙ্গন পূর্বক চিতায় আরোহণ করিলেন। রামপত্নীগণ
শ্রীরামকে আলিঙ্গন পূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন,
তদ্রূপ বসুদেবপত্নীগণ বসুদেব-গাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-
বধূগণ প্রভৃতি নিজনিক পতিকে আলিঙ্গন পূর্বক
অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। রুক্মিণাদি কৃষ্ণপত্নীও তদগতচিত্ত
হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য তাঁহার ভাগবত-
তাৎপর্য্যে লিখিতেছেন—

অগ্নাবস্থদর্শে ভৈরবী সত্যভামা বনে তথা।

ন তু দেহবিরোগো হস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ॥

অর্থাৎ ভীষ্মকহৃতা কল্লিনী অগ্নিতে তথা সত্যভামা
বনে অন্তর্দান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শুদ্ধচিদাত্মস্বরূপ
তাঁহাদের দেহ বিরোগ বলিয়া কোন কথা নাই।

অর্জুন প্রিয়সুহৃৎ কৃষ্ণবিরহকাতর হইয়া কুরুক্ষেত্রসমর-
সময়ে কৃষ্ণকীর্ণিত ‘নাহং প্রকাশঃ’ (গীঃ ৭।২৫) ইত্যাদি
গীতিসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে আত্মহৈর্য্য সম্পাদন
করিয়াছিলেন।

“নাহং প্রকাশঃ সর্বত্র যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মুদোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥”

[অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি অব্যক্ত ছিলাম,
সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীমদানন্দ-রূপে ব্যক্ত
হইয়াছি, এরূপ মনে করি বনা। আমার শ্রীমদানন্দ-
স্বরূপ—নিত্য; ইহা চিৎজগতের সূর্য্যস্বরূপে স্বয়ং ভাসমান
হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়াদ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে
গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ়লোকগণ অবাস্যস্বরূপ
আমাকে জানিতে পারে না।]

অতঃপর অর্জুন নইগোত্র (অর্থাৎ যাহাদের সন্তান
যুদ্ধে নিহত হইয়া গিয়াছে) নিহত যাদব বধুগণের যথাক্রমে
যথাবিধি ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন।

দারকায় হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোহপ্লাবয়ং ক্ষণাৎ।

বর্জয়িত্ব মহারাজ শ্রীমদভগবদালয়ম্॥

—ভাঃ ১১।৩১।২৩

শ্রীশুকদেব কহিতেছেন—হে মহারাজ! শ্রীহরি দারকা-
পুত্রী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র ‘শ্রীমদ্ ভগবদালয়’ (শ্রীকৃষ্ণ-
নিবাস) ব্যতীত সমগ্রপুত্রীকে ক্ষণকাল মধ্যে জলপ্লাবিত
করিল।

শ্রীভগবান্ তাঁহার দারকাস্থিত নিজমন্দিরে নিত্যকাল
বিরাজিত আছেন। উক্ত মন্দিরের শ্রবণ-মাত্রই জীবের
সকল বিষয় বিমষ্ট হইয়া পরমমজল লাভ হইয়া থাকে :—

“নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।

সুত্যাশেষাশুভহরং সর্গমঙ্গলমঙ্গলম্॥”

(ভাঃ ১১।৩১।২৪)

(ক্রমশঃ)

মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য

মহাপুরুষের বাণী কখনও ব্যর্থ হয় না। ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বস্তর তাঁহার ভক্তের বাণী অবশ্যই সার্থক করিয়া থাকেন, কখনও নিরর্থক হইতে দেন না। ভক্তরাজ প্রহ্লাদের বাক্য সত্য করিবার জন্য তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীনৃসিংহদেব ক্ষটিক স্তম্ভ মধ্য হইতেই আত্ম প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’-গ্রন্থরাজ্যে কিঞ্চিদধিক চতুঃশতাব্দী পূর্বে শ্রীমন্নৃসিংহদেব প্রচার-প্রসার-সম্বন্ধে যে—

“পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।

সর্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম ॥”

—এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সার্থক করিবার জন্যই শ্রীগৌরোচ্ছাস গোড়দেশে শ্রীশ্রীগৌর-নিজনন্দ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দ্বারা শ্রীগৌরকরণা-শক্তির মূর্তিবিগ্রহ লোকান্তর দুই মহাশক্তি মহাপুরুষ পরপর আত্মপ্রকাশ করিয়া সপার্বদ শ্রীশ্রীমন্নৃসিংহদেব প্রচারিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিচারে যে-সকল অপসিদ্ধান্ত প্রবিষ্ট হইতেছিল এবং তজ্জন্ত তদাশ্রয়ে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া যে সকল কুমতবাদ ও অপসম্প্রদায় ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা সচ্ছান্তের সুসিদ্ধান্তবাণী প্রচারদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরসরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরভবস্থল আবিষ্কার ও ধামমহিমা প্রচার তথা শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, জৈবধর্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীমন্নৃসিংহদেব শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শরণাগতি ; কল্যাণ-কল্পতরু, গীতাংলী, গীতমালা প্রভৃতি শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় রচনা, শ্রীসঙ্জনতোষণী প্রভৃতি পারমাধিক-পত্রিকা প্রচার, স্থানে স্থানে নামহট্ট সংস্থাপন এবং শুদ্ধ নামমহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীমন্নৃসিংহদেব শুদ্ধভক্তি কথা প্রচারাদর্শ প্রদর্শন করিবার

সঙ্গে সঙ্গেই তদভিন্নবিগ্রহ অমিততেজা শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার ঐ প্রচারধারা অক্ষয় রাখিবার জন্য প্রবল উদ্যমে—অদম্য উৎসাহে অসংখ্য ভক্তসমভিব্যাহারে শ্রীগৌরাভিবাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখা স্বরূপে ভারতের বিভিন্নস্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহ সংস্থাপন, প্রতিমঠে শ্রীমন্দির প্রকাশ-পূর্বক তথায় শ্রীশ্রীশ্রী-গৌরানন্দ-গান্ধবিকা-গিরিধারীর সেবাপ্রচার এবং সকালে সন্ধ্যায় অপতীতভাবে শুদ্ধ-ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও কীর্তনাদি এবং বথাস্থানে ভক্তিসদাচার প্রবর্তন, বিভিন্ন সময়ে মঠাদিতে উৎসবাদি উপলক্ষ্য করিয়া মহতী সভার অধিবেশন পূর্বক হরিকথামৃত বিতরণ, স্থানে স্থানে মূদ্রায়ন্ত্র সংস্থাপন পূর্বক ভক্তিগ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রচার, ভারতের বিভিন্নস্থানে সুযোগ্য বক্তা প্রেরণ করিয়া পাঠকীর্তন বক্তৃতাদি দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচার, বিলাতেও উপযুক্ত প্রচারক প্রেরণ দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-প্রসার, প্রত্যঙ্গ ফাল্গুনীপূর্ণিমার প্রাক্কালে ষোল-কোশ শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া বিপুলসমারোহে শ্রীগৌরাভিবাব-মহোৎসব এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা প্রবর্তন পূর্বক সর্বত্রই অশেষ-বিশেষে শ্রীমন্নৃসিংহদেব নাম প্রচারাদর্শ প্রকট করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা, শ্রীধাম-মায়াপুর, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে শ্রীগৌরশিক্ষা-সম্বলিত শ্রীমদ্ ভাগবত-প্রদর্শনী প্রদর্শন দ্বারা জীবচিতে শ্রীগৌরশিক্ষানুষ্ঠান দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীগৌরবাণী প্রচার-প্রসারে তাঁহার ছিল অভূতপূর্ব অচুরাগ। ভুবনপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেমন—“পারগুদলন আর প্রেমপ্রচারণ। দুইকাষে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥” শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ ও তজ্জপ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিবোধী মতবাদ-সমূহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া প্রকৃতসিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্বক জীবের নিত্যকল্যাণ বিধান করিয়াছেন। মুখে ‘গৌর গৌর’ বলিয়া কৃত্রিম ভাবমূদ্রা প্রদর্শনের লোক বহু পাওয়া

যায়, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর যে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসভাস-
দোষদুঃখ বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না, বাহা শুনিলে
হৃদয়ে মন্ব্যস্তিক বেদনা অনুভব করিতেন, তদ্বিষয়ে খুব
কম লোককেই সাবধান হইতে দেখা যায়। অধুনা এমন
কোন কোন অবতারের কথা শুনা যায়, যাহাদের গৌর-
সুন্দরের দর্শনলাভ হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি, কিন্তু
শ্রীগৌরানুমোদিত বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন ধার তাঁহারা
ধারেন না। শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কি শুদ্ধপ্রেমোদয় সম্ভব
হইতে পারে? “শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেম উৎপন্ন”।
(চৈঃ চঃ ম ১২।১৬৬)। “ভক্তি বিনা ক্রমেষ কভু নহে
প্রেমোদয়। প্রেম বিনা ক্রমপ্রাপ্তি অন্ত হৈতে নয়”।
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৫৮)।

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মোজ্জিতা”।

—ভাঃ ১।১।১৪।২০

ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়—প্রেমাজ্ঞানচ্ছুরিত ভক্তি-
বিলোচন দ্বারাই সাধুবা তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ে অচিন্ত্য-
গুণস্বরূপ শ্রীমদসুন্দর যশোদানন্দনকে দর্শন করিয়া থাকেন।
শ্রীশ্রীধাকৃষ্ণমিলিত হইয়া শ্রীগৌরদর্শন লাভ করিবার সেই
প্রেমাজ্ঞানরঞ্জিত ভক্তি-নেত্রের নামগন্ধ নাই, ভক্তিবিক্রম
সিদ্ধান্তে ভরপুর হইয়া, মায়াবাদাদি শ্রীগৌরের অগ্রিয়
অভক্তিসিদ্ধান্ত অঞ্চলে বাধিয়া গৌরদর্শনযোগ্যতা কি
করিয়া কাহারও উদ্ভিত হইতে পারে তাহা মাদৃশ অজ্ঞের
ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধগম্য হয় না। শ্রীগৌরপার্বদ শ্রীল জগদানন্দ
তাঁহার ‘প্রেমবিবর্ত’-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।

গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥

যদি ভজিবে গোরাঁচাঁদ সরল কর মন।

কুটিনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥

লোক-দেখান গোরী ভজা তিলকমাত্র ধরি।

গোপনেতে অত্যাচার গোরী ধরে চুরি ॥

মনের কথা গোরী জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।

সরল হ’লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥” ইত্যাদি।

কতকগুলি সচ্ছাত্রবিরুদ্ধ পাগলের প্রলাপ বকিয়া
তাহাকেই ‘প্রেম’ বলিয়া চালাইয়া বহির্দুঃ-জনগণ-

মনোনাশক হওয়া বেকী কঠিন কথা হয় না, কিন্তু
তদ্বারা গৌর বা গৌরভক্তের প্রিয় হওয়া যায় না।

“পৃথিবীতে যত কথা ‘ধর্ম’ নামে চলে।

ভগবত কহে—তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥”

শ্রীমদ্ভগবতে প্রোক্ষিতকৈতব পরমধর্মের কথা বর্ণিত
হইয়াছে। যে ধর্ম অনুষ্ঠান-ফলে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে
অহৈতুকী (কলাভিসন্ধান-রহিতা) ও অপ্রতিহতা
(বিদ্বাদি দ্বারা অনভিভূতা) ভক্তির উদয় হয়, তাহাই
জীবমাত্রের পরধর্ম, তাহারই নাম শুদ্ধ-ভক্তিযোগ,
তাহা দ্বারাই আত্মা, বুদ্ধি বা মন সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে।

“শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধি বিনা।

ঐকান্তিকী হরে ভক্তিকংপাতায়ৈব কেবলম্ ॥”

—সচ্ছাত্র-বিরুদ্ধ হরিভক্তি নিজের সঙ্গে সঙ্গে
বহুলোকের অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবসত্য-
সুধাপ্রকাশে কুরাক্ষয়ধ্বাস্ত আপনা হইতেই বিদূরিত
হইয়া যায়। তাই জগদগুরু-আচার্যভাক্তর-রূপে শ্রীশ্রীল
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তদভিন্ন-
প্রকাশবিগ্রহরূপে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
ঠাকুর উদ্ভিত হইয়া গোড়ীয়-গগনের অজ্ঞানতিমির-
রাশি অপসারিত করতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত প্রীতি-
বিধান ও মনোহরভীষ্টপূরণ করিয়াছেন। ভক্তরাজ
প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

নাং দ্বিষ্যৎ দেবতৃপ্তিৎ বাসুরাজ্ঞাঃ।

প্রীণনায় মুকুন্দমুখ ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতাঃ ॥

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।

প্রীয়তেহমলয়া ভক্ত্যা হরিরক্তদ্বিভূষনম্ ॥

ভাঃ ৭।৭।১ঃ-৫২

[অর্থাৎ হে অম্বরনন্দনগণ, ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব,
সদাচার এবং বহুজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য কিছুই ভগবান্
শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে। দান, তপস্তা
যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত—এই সমস্তও ভগবানের প্রীতির
কারণ নহে। কেবলমাত্র নিকামভক্তিদ্বারাই ভগবান্
শ্রীহরির প্রীত হন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিংকর।]

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যমনোহরভীষ্ট
সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য কতই না

আকুলতা—ব্যাকুলতা আপন করিয়াছেন—

“শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

ধ্বংসং (বা সোহংসং) রূপঃ কদা মহাং দদাতি স্বপদাস্তিকম্ ॥”

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখেও শ্রীকৃপের আনুগত্যসূচক ঐ শ্লোকটি এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রায়শঃই শুনিলার সৌভাগ্য পাইতাম—

“আদদানস্বপ্নং দত্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।

শ্রীমদ্রূপদদাত্তোজধূলিঃ স্থাং জন্মজন্মনি ॥”

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যবাণী

পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীশ্রীগৌরনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথা শুদ্ধভাবে প্রচারিত হউক, ইহা পরমারাধ্য প্রভুপাদের বড় ইচ্ছা ছিল। পঞ্চদশ বর্ষের ‘গৌড়ীয়’ সাপ্তাহিক পত্রে ১ম সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত “হায়নোদ্যাত” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

“ * * মার্কিনদেশেও যাহাতে ‘গৌড়ীয়ের’ বিচার বিস্তৃতি লাভ করে, তজ্জন্ত শ্রীগৌরহৃন্দরের করুণা-প্রার্থী হওয়াও প্রার্থনীয়। তাঁহার রূপায় ইউরোপে বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়-কথা আলোচিত হইতেছে। মার্কিন-দেশ কেন আর বাকী থাকে? * * *।”

অন্ততঃ বলিয়াছেন—“ঐরূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না, অচিরেই পঞ্চাশলক্ষ লোক আগমন করিতেছেন।”

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কল্প শতবার এই প্রকার বাণী কীর্তন করিয়া আমাদেরকে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট প্রচারে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যবাণী

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাঁহার ‘সজ্জন-তোষণী’ পত্রিকার ৪র্থ খণ্ডে ‘নিত্যধর্মসুখোদয়’ প্রবন্ধে গৌরপ্রেমোন্মত্ত হইয়া বিশ্বাসী সকলকেই তারম্বরে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াগিয়াছেন—

“ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্তই যে তাঁহার (গৌরহৃন্দরের) অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি (শ্রীমহাপ্রভু)

শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটি বলিয়াছেন—

“পৃথিবী-পর্ধ্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।

সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥”

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬)

এই অবিতর্ক্য আঙা যে সমুদ্রই কার্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যতপ্রকার ধর্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপকাবে এক নাম-সঙ্কীর্তন-ধর্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্মচেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সমস্ত ধর্মের নির্যাস-রূপ কোন অদ্বিতীয় ধর্ম অতি শীঘ্রই জগতে প্রচারিত হইবে। সে ধর্ম কি? যে-সকল ধর্ম পাশ্চাত্য প্রদেশে ও জম্মুখণ্ডে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে-সকল ধর্ম যে থাকিবে না, তাহার আর কথা কি? সংস্থাপিত ধর্ম-সকলে কতকগুলি অযুক্ত বিশ্বাস বিশেষরূপে আদৃত হওয়ার সেই সকল ধর্ম পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অযুক্ত বিশ্বাসসকল দূরীভূত হইলে সকল ধর্মই একাকার হইবে। সেই একাকার অবস্থায় ধর্ম কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। পরমেশ্বর একবস্ত্ত ও সর্বদা চিন্ময়-স্বরূপ-প্রাপ্ত; তিনি সর্বদোষহীন ও সর্বগুণের আকর। জীব সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্ত্ত। ঈশানুশীলনই জড়-জগতে জীবের নিত্যধর্ম। পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধধর্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ—সকল জাতি—সর্বদেশের মনুষ্য এক হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সঙ্কীর্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিमानে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে চালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণ-রেণু সর্বাঙ্গে মাখিয়া হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ! বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।

এবং অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনরূপ পরমধর্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে। তাহার লক্ষণ সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ খোল-করতাল লইয়া নামরস আশ্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল করতাল অতিসমৃদ্ধ ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ষোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণব-রূপায় সকল চৈৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে—এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর “যাহাকে দেখিলে নয়ন বুঝে, তা’রা দুইভাই এসেছে”—এই সঙ্কীর্ত্তে ব্রাহ্মণগণ খোল-করতাল-সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তি-ফৌজীর খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে সংকীৰ্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও শ্রীকীৰ্ত্তনঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নিঃশব্দ হইয়া বৈষ্ণবের সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমদ্রাধাপ্রভুর ভবিষ্যৎ বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই যে সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না; কেন না, কোন ঘটনাই একবারে বিস্ময় হয় না। প্রথমে সমল-রূপে প্রকাশ হইতে হইতে নিঃশব্দ হইয়া পড়ে।

আহা! যে দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তৎকালীন ভাগ্যবন্ত পুরুষ-সকল নিশান, ডক্কা, খোল-করতালাদি লইয়া নিজ নিজ নগরে মুহুমুহু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নামোন্মেষ-পূর্বক হরিনাম-কীৰ্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন বিলাতীয় ষ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক্ হইতে ‘জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়’—এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অস্ফুটদেয়ী ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্বক ভ্রাতৃত্ব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন—‘হে আর্ধ্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্রে চৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদেরি আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যে দিন পবিত্র চিয়ার বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ষজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের জ্যৈষ্ঠ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে!’

—সং: তো: ৪৩, ‘নিত্যধর্ম-স্বর্ঘ্যোদয়’

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর সরস্বতীর ভবিষ্যৎবাণীর সার্থকতা

আমাদের পরম আনন্দের বিষয় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহুবৎসর পূর্বে আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-প্রসারের যে সকল ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, আজ তাহা বহুল পরিমাণে সার্থকতা-মণ্ডিত হইতে দেখা যাইতেছে। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার একটি লীলার শেষভাগে বৃটিশরাজত্ব-কালে প্রথমে ১৯৩৩ সালে ত্রিদিগন্তব্যমী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (অধুনা নিত্যাধাম প্রাপ্ত) ও ত্রিদিগন্তব্যমী শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ বন মহারাজ এবং তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোবিন্দ মহারাজকে (অধুনা নিত্যাধাম প্রাপ্ত) বিলাতে শ্রীমদ্রাধাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারার্থ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডের বিভিন্নস্থানে ও জার্মানীতে বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বিশেষতঃ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে রাজা বাণীর নিকট এবং আর্কবিশপ অব-ক্যাণ্টারবারি প্রমুখ প্রধান প্রধান ধর্মরাজকগণের নিকট শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ জার্মানে হের হিটলারের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকেও শ্রীচৈতন্যবাণী শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। সেক্রেটারী অব-ষ্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া—(অধুনা পরলোকগত) লর্ড জেটল্যান্ড বাহাদুর তৎকালে লণ্ডন গোড়ীয়-মিশন সোসাইটির সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতি এয়ার মেলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত চিঠিপত্রের আদান প্রদান করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ২৪ ঘণ্টা দিবারাত্রের ১৮ ঘণ্টা কাল বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়াও প্রতি এয়ার মেলে প্রাপ্ত প্রভুপাদের অমৃতময়ী বাণী বিশেষ যত্নসহকারে অম্লশীলন করিয়া তাহা উপরিউক্ত গোড়ীয়-মিশন সোসাইটির সভাগণের নিকট প্রতি সপ্তাহের যথানির্দিষ্ট অধিবেশনে নিয়মিতভাবে আলোচনা করিতেন। তিনি সুন্দর সুন্দর পরিগ্রহ পাঠাইতেন, প্রভুপাদ বিশেষ আনন্দের সহিত সেই সকল প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। তাহাতে লর্ড জেটল্যান্ড বিশেষ আনন্দ

প্রকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ তৎসমুদয়ের শ্রবণাগ্রহ জ্ঞাপন করিতেন। তৎকালে লণ্ডনের কতিপয় শিক্ষিত সজ্জন ও শিক্ষিতা মহিলা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বৈশিষ্ট্যকে বিশিষ্টভাবে সমাদর করিয়াছেন। কএকজন শিষ্যত্বও স্বীকার করিয়াছিলেন। জার্মাণের হের আর্নেস্ট জুন্জে নামক এক শিক্ষিত সজ্জন এতদেশে আগমন পূর্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করতঃ গোড়ীয়মঠবাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার ছিল অভূতপূর্ব অধাবসায়। বঙ্গদেশে আসিয়াই তিনি বঙ্গভাষা ও ক্রমে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ ও প্রায় বাবতীয় গোয়ামি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

আমেরিকায় বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিহারের কতিপয় বর্ষপরে আমাদের অগ্ন্যন্তরীণ গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয় আমাদের সত্যার্থ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ গোড়ীয়বেদান্তসমিতির অধ্যক্ষ আচাধ্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের (অধুনা স্বধাম প্রাপ্ত) নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্বক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হইয়া কিছুকাল শ্রীধাম বন্দাবনে অবস্থান পূর্বক ভজন-সাধন করেন। অতঃপর শ্রীভগবদ্ভিষ্মাচার্য তাঁহার হৃদয়ে আমেরিকায় শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণের এক অভাবনীয় সঙ্কল্প উদ্ভিত হয়। তিনি স্বীয় নিত্যারাধ্য ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পরাং-পর গুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া একাকী আমেরিকায় শুভযাত্রা করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গের অপার করুণায় তিনি প্রথমে সানফ্রান্সিস্কো সহরে গমন করেন। তথায় কতিপয় সজ্জন তাঁহার শুভ সঙ্কল্পের কথা শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমশঃ বিভিন্ন সহরে তাঁহার প্রচার বিস্তৃত হইতে থাকে। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত “Life and Precepts of Sree Chaitanya Mahaprabhu” (শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনী ও

শিক্ষা) বলিয়া গ্রন্থখানি ক্যানাডায় ম্যাক্গিল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Mc Gill University, Canada) প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থখানি অত্ৰাপি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। শ্রীল স্বামী মহারাজ ভগবদ্ভিষ্মাচার্য উভার সন্ধান প্রাপ্ত হন। ঐ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেই স্বামী মহারাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১ বৎসর পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ গ্রন্থের প্রথম সন্ধান লাভ করেন। ম্যাক্গিল ইউনিভার্সিটিতে স্বামীজীর বক্তৃতাকালে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে নামসংকীর্তন-রত শিষ্যগণ সমভিযাহারে স্বামীজীর একটি ফটো লওয়া হইয়াছিল। স্বামীজী তাঁহার মিশনের নামকরণ করিয়াছেন—International Society for Krishna Consciousness.

শ্রীমৎ স্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় বর্তমানে পাশ্চাত্য-দেশের বিভিন্নস্থানে দ্বাবিংশতি (২২টি) প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নে কএকটি নাম প্রদত্ত হইল :— 1) Headquarters—61 Second Avenue, NEW YORK CITY—N. Y. 10003, U. S. A. ; এতদ্ব্যতীত 2) BERKELEY—California ; 3) COLUMBUS—Ohio ; 4) BOSTON—38, Beacon Street (ISKCON PRESS) ; 5) BUFFALO—15 La Salle Avenue ; 6) HAMBURG—2 Hamburg 19) Eppendorfer, WEG 11, West Germany ; 7) HAWAII—51-576 Kam Highway, Kaaawa, Oahu ; 8) LOS ANGELES—1975 South Lacienea Blvd ; 9) LONDON—7 Bury Place, London S W I ; 10) MONTREAL—3720 Park Avenue (Canada) ; 11) NEW VRINDA-BAN—West Virginia — RD3 Moundsville ; 12) NORTH CAROLINA—107 Laurel Avenue, Carrboro ; 13) SAN FRANCISCO—518 Frederiek Street ; 14) SANTA FE—411B West Water Street ; 15) SEATTLE—5516 Roosevelt Way, N. E. ; 16) VANCOU-VER—271 East Georgia Street (Canada) ; etc.

জাপান, ফ্রান্স এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রচার-কেন্দ্র

সংস্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজীর শিষ্যগণ সকলেই বিশুদ্ধ নিরামিষ বা শাকসব্জী ভোজী। বাঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস, ডিম্ব, মৎস্য প্রভৃতি, বাঁহারী মত্ত, সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া থাকিতেই পারিতেন না, তাঁহার অধুনা দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন, এমন কি চা পান্যও গ্রহণ করেন না। অবৈধ শ্রৌমঙ্গ, জুয়াখেলা প্রভৃতি সমস্তই ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমাদের মঠমন্দিরে যে-সমস্ত ভক্তি-অনুকূল নিয়ম প্রতিপালিত হয়, স্বামীজী তাঁহার মঠাদিতেও ঐক্লপ ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জনাঙ্গীকারে ভক্তি-সম্বন্ধক নিয়মসমূহ প্রবর্তন করিয়াছেন। আমাদের মঠের শ্রীমন্দিরের চারু তত্ত্বাত্ম শ্রীমন্দিরেও প্রথম (বামপার্শ্বের) সিংহাসনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, দ্বিতীয় বা মধ্য সিংহাসনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী এবং শ্রীমহাপ্রভু; তৃতীয় দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ সিংহাসনে শ্রীব্যাসাসন অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের আসন। আমাদের প্রধান কার শ্রীমন্দিরসমূহে যে-প্রকার যে-নিয়ম নিত্য বৈকালিক পূজা, ভোগবাগ, আরাটিক ও পাঠকৌত্তনাদি সম্পাদিত হয়, তত্ত্বাত্ম শ্রীমন্দিরসমূহেও স্বামীজী সেই নিয়মই প্রবর্তিত করিয়াছেন। স্বামীজী সমগ্র আমেরিকায় টেলিভিশন-যোগে বক্তৃতা দেন। তথায় ঘরে ঘরে টেলিভিশন যন্ত্র আছে তাহাতে বক্তার প্রতিকৃতিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বামীজীর শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক শিষ্য বর্তমানে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫নং সতীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠ শ্রীমঠের অধ্যক্ষ অর্থাৎ ত্রিদিগুণোপাস্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের আলুগতো ভজন করিতেছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম, তাঁহাদের দেশে ঘরে ঘরে টেলিভিশন ২১১টি করিয়া আছে, আমাদের যেমন রেডিও ঘরে ঘরে বিবাজ করিতেছে। স্বামি মহারাজের বক্তৃতা ও নামসংকীর্ণনের একটি রেকর্ড Apple Co. এর সৌজন্মে বাহির হইয়াছে। স্বামীজীর সম্প্রতি (৭৯ তারিখের পত্র হইতে জ্ঞাত) পশ্চিম জার্মানিতে হাফার্ম সহরে প্রচারকালে ৮০০০ রেকর্ড বিক্রয় হইয়াছে। তথায় বাঙ্গালী, সিন্ধী ও পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভারতীয় শ্রোতাও পাওয়া গিয়াছিল। তথায় স্বামীজীর অনেক জার্মান

শিষ্য আছেন এবং আরও হইতেছেন। গত ৫ই সেপ্টেম্বর তথায় শ্রীনন্দোৎসব ও শ্রীব্যাসপূজা (শ্রীস্বামীজীর আবির্ভাবতিথি পূজা) মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাই স্বামীজীর প্রচার্য্য বিষয়। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর—পর্যাপ্তপরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্যদাস, তৎসহ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত, ভক্তিই সেই জীব স্বরূপের অভিধেয়—নিত্যধর্ম, প্রেমই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন—এই সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বই স্বামীজীর মুখ্য প্রচার্য্য-বিষয়। স্বামীজীর নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার ও বিচার-বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া আমেরিকার বহু শিক্ষিত সমস্ত সজ্জন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন। প্রফেসর স্যারসেফ্ ক্যাম্পবেল্ Sarah Laurence College, প্রফেসর এডওয়ার্ড সি ডিমক্ (Prof-Edward C. Dimock—University of Chicago) প্রভৃতির নাম তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজী সমগ্র শ্রীমদ্ ভাগবতের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। ৬ষ্ঠ বন্ধ পর্যন্ত বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। তদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, দ্বৈশোপনিষদ, ব্রহ্মসংহিতা, ভক্তিবঙ্গমৃতসিন্ধু এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা (Teachings of Lord Chaitanya) প্রভৃতি গ্রন্থও স্বামীজী কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামীজীর মাসিক পত্রিকা 'Back-to-Godhead' তথায় প্রতি মাসে ২৫০০ সংখ্যা করিয়া ছাপা হইতেছে। প্রতিদিন ২০০ সংখ্যা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। এমন সুন্দর মনোরম কাগজ ও বঙ্গীয় ছবি ও রুক প্রভৃতি থাকে যে, তাহাতে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে দুই টাকা। অবশ্য গ্রন্থ পত্রিকাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই গ্রন্থাদি প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। পরমারাধ্য প্রভুপাদ প্রেসকে বলিতেন বৃহৎ-মুদ্রা। এই মুদ্রকের ধ্বনি বহুকাল ধরিতা স্থায়ী এবং সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে।

স্বামীজী ওয়েস্ট জার্মানী হাফার্মের প্রচার-কার্য্য সাধিতা ক্রমশঃ লণ্ডন, ইটালী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি

অঞ্চলেও প্রচার-কার্যের জন্য বহির্গত হইবার কথা জানাইয়াছেন। স্বামীজীর পাঁচজন শিষ্য ইতিমধ্যেই জাপানে প্রচার-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্রামপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম মায়াপুরেও তাঁহাদের একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, তজ্জন্য চেষ্টাও চলিতেছে। যাহাতে আমেরিকা, ইউরোপ, জার্মান, জাপান দেশের অধিবাসিগণ সকলে ভারতীয় গৌরবৃত্ত গোড়ীয়াগণের সঙ্গে মিলিয়া সম্বরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদেবের জয়গান করিতে পারেন, পরস্পরে পরস্পরের সতিত সৌভ্রাতৃত্বের আবদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভাববিনিময় করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদেবের শুভ-ইচ্ছা প্রার্থনা করা হইতেছে। কেননা—

“আপন ইচ্ছায় জীব কোটি-বাঞ্ছা করে।

কৃষ্ণ ইচ্ছা হৈলে তবে ফল ধরে।”

অবশ্য আমাদের ইচ্ছার মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য-ময়ী নিকপট সেবা-বাসনা থাকিলে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি অবশ্যই তাহা পূরণ করিবেন এবং তাহার ফলও শুভ হইবে।

পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় (West Virginia) নববৃন্দাবন (New Vrindaban) প্রতিষ্ঠাকল্পে চারিশত (৪০০) বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি পর্বত আছে, তাহাই শ্রীগোবর্দ্ধন প্রতীক হইবে। তথায় শ্রীধাম বৃন্দাবনের ন্যায় শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথাদি সপ্ত প্রসিদ্ধ বিগ্রহের সপ্তমন্দির থাকিবে ইত্যাদি।

স্বামীজীর প্রধান দুইজন শিক্ষিত শিষ্যের একজনের নাম—(১) ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীকীর্তনানন্দ স্বামী মহারাজ। ইহার পূর্ণনাম—Kieth Ham, the son of a Baptist Minister, is an M.A. in History from Columbia University। ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে ১৯৬৭ সালে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী দিবসে শ্রীরাধা-দামোদর-মন্দিরে, সম্রাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) অপর জন—শ্রীহয়গ্রীব দাস অধিকারী। ইহার পূর্ণনাম—Howard Wheeler, ইনি M. A. in English literature from Indiana University. বর্তমানে ইনি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপক।

স্বামীজীর দশজন শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে পাঞ্চ-বাত্তিকী দীক্ষা এবং যজ্ঞসূত্র গ্রহণ পূর্বক ভারতীয় বিধানানুযায়ী যথাশাস্ত্র সন্যাস্তিক পূজা পাঠাদি করিতেছেন।

শ্রীজনাৰ্দ্ধন দাসাধিকারী নামক স্বামীজীর অপর আর একজন শিষ্য Ph. D. of McGill University in French literature। ইনি ফ্রেঞ্চভাষাভিজ্ঞ হওয়ার ‘Back-to-Godhead’ পত্রের একটি ফ্রেঞ্চসংস্করণ বাহির করিতেছেন। এইরূপ জার্মান ভাষায়ও ‘Back to Godhead’ এর একটি সংস্করণ বাহির হইতেছে। এইরূপে শ্রীমদ্রামপ্রভুর “পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।”—এই শ্রীমুখবাক্যের সার্থকতা ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইতেছে। বঙ্গদেশ হইতে বহু যুগদ্বন্দ্ব আকাশ-যান ও জলযান-যোগে আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছে ও হইতেছে। স্বামীজী তরতা শিষ্যগণকে যুগদ্বন্দ্ব-করতালাদি বায়ু শিক্ষা দিয়াছেন ও দিচ্ছেন। তাঁহার। এতদেশের ন্যায় যুগদ্বন্দ্ব-করতাল-সংযোগে শ্রীমদ্রামপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত বত্রিশাঙ্করায়ক বোল নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতেছেন। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত প্রতি মন্দিরে ঐরূপ কীর্তন চলিতেছে, তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এতদেশের ন্যায় নগরসংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির করিয়াও বাঙপথে রাজপথে নাম বিতরণ করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ধামের রথযাত্রা উৎসবের অহুসরণে তদেশে রথযাত্রাও অহুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীপুরীধামের মত রথ নির্মাণ ও তাহা উত্তম উত্তম রঞ্জিত বস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাদেবীকে উঠান হয়। অগণিত ব্যক্তি রথংজু আকর্ষণ করেন। শ্রেষ্ঠ ভক্তবৃন্দ যুগদ্বন্দ্ব-করতাল-যোগে দুইবাহু তুলিয়া উদ্ভগু নৃত্য-কীর্তন করেন। নরনারী নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকা হস্তে রথালুগমন করেন। ইহা অবশ্যই এক বিচিত্র দর্শন ও স্রবণযোগ্য ঘটনা। এত প্রবৃত্তিমাগীয়া বিলাস-বাসনের মধ্যে এই সকল নিবৃত্তিমাগীয়া আচারানুষ্ঠান খুবই বিস্ময়কর ও আনন্দপ্রদ। সপার্বদ শ্রীগৌরহরি তাঁহাদিগকে অমায়ার কৃপা করুন, তাঁহার ‘সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম’ এই শ্রীমুখবাক্য সত্বরই সার্থক হউক, সতীর্থ শ্রীপাদ স্বামী

মহারাজের শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-মনোহরী প্রচারকার্য সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমরা সর্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গপাদগণে সকাতির প্রার্থনা জানাইতেছি।

স্বামীজীর পাশ্চাত্যে বিপুল প্রচার-প্রসঙ্গ ফটো-সহ তথাকার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায়ও বিগত ৩১ ডায়, বুধবার (১০৭৬), ইং ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে একটি

ফটো (উহার নিম্নে লিখিত—) "লণ্ডনে কৃষ্ণভক্তের দল" ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ এবং ২১ সেপ্টেম্বর, রবিবার (১৯৬৯) তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র একটি ফটো (উহার নিম্নে লিখিত—) "Hari-sankirtan beneath the Eifel Tower, Paris" এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গৌরভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধনের জন্ত আমরা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সংবাদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

KRISHNA CONSCIOUSNESS MOVEMENT IN AMERICA FROM A CORRESPONDENT—SAN FRANCISCO—SEPT. 20

"Pritivitay jata ache nagar adi gram.

Sarvatra prachar haibe mor Nam."

In every town, in every village, My Name will be sung by all creatures. This divine prediction of Sri Krishna Chaitanya mentioned in Sri Chaitanya Charitamrita is 483 years later coming to pass in New York City, Boston, San Francisco, Los Angeles, Canada, London, Paris and Germany. A group of stalwart workers are constantly engaged in fulfilling the prophecy of Sriman Mahaprabhu. Their leader and preceptor, who has instilled the fire of devotion into the hearts of these young missionaries is the revered Tridandi Swami Bhaktivedanta Swami.

Charged with the task of revealing the complete teachings of Chaitanya Dev in the English language in 1933, by Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad, the energetic Swamiji has touched off a major "Spiritual Revolution" in the West, by his magnanimous personality and remarkable speeches in purely simple and vigorous tone. Swamiji is a true "Jet Age" Paribrajaka. All who come in contact with the 74 years young holy man are amazed at his wit, humour, scholarship and humble but firm nature. The

intellectual circles have embraced the Guru's teachings into their hearts and into their daily lives.

All of Swamiji's disciples have given up meat, fish and eggs. Intoxicatin, gambling and illicit sex life are also considered to be forgotten games. They are not "blind followers" but have adopted the teachings and are very pleased to fully convince any opponents in gentle revealing discussions based on Gita and Hindu Shastras.

This is not dry philosophy, but the moment to moment awareness that I am an Eternal living entity blissfully engaged in the services of the Supreme Eternal Entity Sri Krishna. Nothing has to be rejected for Krishna's service. This makes the Guru's movement unique, and the most optimistic philosophy taught to day. He writes, "all things are Krishna's property, as we know from Isopanishad, simply we must properly adjust them to the service of Nam-Sankirtan. A mridanga can fill a room with Kirtan but a printing press can spread the Chaitanya Vani to all parts of the globe, therefore a printing press is the greatest mridanga." "Just make an experiment, repeat the mantra: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna

Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama
Rama Hare Hare in a meditative mood and
you will definitely feel transcendental
ecstasy."

In this manner the International Society
for Krishna Consciousness was incorporated
in the United States in 1966. Now a coura-
geous battle against materialistic life is
gaining ground every day. San Francisco,
which was once known as the "Ball Dance
House" of the world, is now performing
Kirtan in place of the former. A travelling
Kirtan party visits inner towns and in-

accessible regions to meet the onslaught of
atheism at its root, replacing hatred and
bigotry with love and brotherhood.

Last year 400 bighas of land was converted
into New Vrindaban a spiritual community
and retreat from the industrial atmosphere
of the machine age. Seven temples will be
established the prototype of the seven
temples of Vrindavan, Govinda, Gopinath,
Madanmohan etc.

—The Sunday Amritabazar Patrika,
September 21, 1969.

শ্রীউজ্জ্বল বা নিয়মসেবা উদ্‌যাপন

শ্রীচৈতন্য গোড়ীর মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরম-
পূজনীয় আচার্য্যপ্রবর ত্রিহুগুয়ামী শ্রীমদ্বক্তাদয়িত মাধব
মহারাজের কৃপানির্দেশমতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূলমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঈশোত্তানে ও অত্যন্ত শাখামঠসমূহে,
যথা—শ্রীধাম-বৃন্দাবন, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, যশোড়া,
গোহাটি, তেজপুর, সরভোগ, হারদ্রাবাদ এবং পাকি-
স্তানান্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাইগোরাঙ্গ মঠ—সর্বত্রই অত্যন্ত
বৎসরের ত্রায় বর্তমান বর্ষেও মঠস্থ সেবকগণ শ্রীগুরু-
গোরাঙ্গের কৃপাশীর্ষাদ শিরে ধারণ পূর্বক বিগত ৪ কার্তিক,
২১ অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে একাদশ্যরন্তুগক্ষে
শ্রীউজ্জ্বল বা নিয়মসেবা আরম্ভ করতঃ ৪ অগ্রহায়ণ,
২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীউথানৈকাদশী পর্য্যন্ত যথা-
নিয়মে প্রাতঃ মঙ্গলারতির পর উষঃকালে নগর-সংকীর্তন,
শ্রীদামোদরাষ্টক ও সমরোচিত যাম-কীর্তন এবং ভক্তিগ্রন্থ
পাঠ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ পালন দ্বারা নিবিঘ্নে ব্রত
উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

আমাদের আরও আনন্দের বিষয় এই যে,—নিয়মসেবা-
কালান্তরীণী ভক্তিজননী মাধব-তিথিসমূহ বিশেষতঃ
বিগত ২৪ কার্তিক, ১০ নভেম্বর সোমবার শ্রীগোবিন্দ-পূজা
ও শ্রীঅরকুট উৎসব এবং ৪ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় আচার্য্যপ্রবর
শ্রীমদ্বক্তাদয়িত মাধব মহারাজের শুভ-আবির্ভাব তিথিপূজা
উপরিউক্ত সমস্ত শাখামঠে আচার্য্যচরণাশ্রিত সেবকগণ
পূর্বাহ্নে শ্রীগুরুপাদপঙ্খের অর্চন, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি,
বিশেষ ভোগবাগ প্রভৃতি দ্বারা, তৎপর সন্ধ্যায় তদীয়
মহিমা ও গুণাবলী কীর্তন দ্বারা এবং তৎপরদিবস মঠে
সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই বিচিত্র মহাঐশাদ
প্রদান দ্বারা পরিতৃপ্ত করতঃ মহামহোৎসব সম্পন্ন
করিয়াছেন। শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে বিভিন্নস্থান হইতে
প্রেরিত তারযোগে ও মুদ্রিত ভক্ত্যর্ঘ্য সমূহ নিয়ে
প্রকাশিত হইল।

গোহাটি হইতে প্রেরিত তড়িদ্বার্তায় শ্রীগুরুপূজার অঞ্জলি

PRESIDENT—SRICHAITYANYA GAUDIYAMATH, MATHURA ROAD, VRINDABAN

With innumerable prostrated obeisances to Thy lotus feet patitpaban Srigurudev we
pray Thy Grace on Thy adventday to be pleased to appear in our poor hearts with all charms
with Thy Divine cognizable personality endless with ends beginningless with beginnings to
expell all glooms from our hearts eternally.

Mangalniloy Brahmachari,

November 20, 1969.

Sree Chaitanya Gaudiya Math, Gauhati-8. Phone : 7170

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোরাঁদৌ ভক্ত:

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব অষ্টোত্তরশতশ্রী
ওঁ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদেয়
ষষ্ঠ্যষ্টিতম আবির্ভাব বাসরে তদীয় শ্রীচরণ-সরোজে
—ভক্তি-অর্থ্য—

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব!

সর্বপ্রকার পার্থিব চিন্তার অতীত গোলক-বন্দাবনে নিত্যকাল অবস্থান করিলেও এই মত জগতে অবস্থানকারী অস্মদসদৃশ শতশত অভাজনের দ্রুপার ভবসিন্ধু-উত্তরণ-তরঙ্গীর কর্ণধার-রূপে তুমি আপন একটলীলা প্রকাশ করিয়াছ। আজ তোমার আবির্ভাব-বাসরে শ্রীউত্থানেকাদশীতিথিবরার পুণ্যতম লগ্নে তোমার চরণ-কমলে অর্ঘ্যাদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আপনাকে ধ্যাত্তিধন্য মনে করিতেছি।

হে অভয় প্রদাতা!

গার্হস্থ্য জীবনের ভজন-প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়া তোমার মুখপদ্ম বিনির্গত তৎবোপদেশ-সমূহ সম্যক্‌পালনে অক্ষম আমি স্মরণ করি তোমার অভয়বাণী। তোমার উদাত্ত উপদেশ 'কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি অনাচার' শ্রবণ করিয়াও ত্রুদৈববশত: জাগে নাই প্রাণের স্পন্দন, শরীরে পুলক, হৃদয়ে উৎসাহ। কৃষ্ণের সংসারের পরিবর্তে সর্বক্ষণ রত রহিয়াছি কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে। শ্রোতের তৃণের ত্রায় ভাসিয়া চলিয়াছি সংসার সমুদ্রের মহাআবর্তে। তীরে দাঁড়াইয়া তুমি উদাত্তস্বরে অভয়দান করিয়া বলিতেছ—'দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তীরে উঠিতে পারিবে।' কিন্তু কোথায় সে সংসাহস, কোথায় সে উৎসাহ, বাহা আমাকে সাহায্য করিবে তীরে উঠিতে? ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়-দৌর্বল্য টানিতেছে পশ্চাতের দিকে।

হে পরমকরণাময়!

আমাদিগকে ত' স্বরূপে অবস্থিত হইতে হইবে, প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে যথামে যেখানে থাকিবেনা কোন-প্রকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব, যেখানে তোমারই নির্দেশক্রমে ভগবৎসেব-রূপ সমস্বার্থ-সাধনে সকলেই যত্নবান থাকিবে, যদিও ইহজগতে বিভিন্ন-প্রকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব আমরা পরিহার করিতে পারি না। এই সুদৃঢ় আশা সর্বদা হৃদয়ে পোষণ করি যদি আমরা সর্বপ্রকার জাগতিক কামনা পরিহার করিয়া নিকপটে সর্বতোভাবে তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করি তাহা হইলে নিশ্চিতই তোমার করুণা পাইতে পারিব এবং 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যক্তোত্তিষ্ঠ', 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরারিবাধত' প্রভৃতি তোমার উৎসাহ ও অভয়বাণী-সমূহ আমার কর্ণরূপে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করিবে।

হে অধম তারল!

যদিও এই অযোগ্য অভাজনের তোমার পাদপদ্ম বন্দনা বা তোমার গুণরাশি কীর্তনের সর্বপ্রকার প্রয়াস বামনের চন্দ্র ধরিবার প্রয়াসের ত্রায় ব্যর্থতার পথাবসিত হইবে তথাপি এই অধমকে তোমার পাদপদ্ম-ধূলির কণা-মাত্র জ্ঞান করিলেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব।

আজ এই পুণ্যতম-বাসরে গ্রহণ কর হে পতিতপাবন! এই দৌনের ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি—

মারিশদা, মেদিনীপুর

২৬শে দামোদর, ৪৮০ গৌরাঙ্গ

শ্রীউত্থান-একাদশী।

কৃপালেশপ্রার্থী দীনসেবক—

শ্রীবিভূপদ দাসাধিকারী

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্য ঔ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের
ষট্‌ষষ্টিতম শুভাবির্ভাব বাসরে তদীয় শ্রীচরণকমলে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

যাঁর কৃপায় ফুরে বাণী, ধন্য করে এ লেখনী,

শীতল করে তাপিত পরাণ ।

তাঁ'র কৃপা যাচঞা করি, তাঁ'র শ্রীচরণ বরি,

গাহি এই (শ্রী) গুরুগুণগান ॥

হে অসীম ! হে অনন্ত ! ধরি এ মানব দেহ ।
প্রকাশিলে বিশ্ব আজ তব নিত্য শ্রীবিগ্রহ ॥
আশ্রয় করিয়া উত্থানৈকাদশী তিথিবরে ।
ধন্য করিলে জগৎ সিদ্ধি কৃপাসুধাসারে ॥১॥

ধন্য ওগো তিথিবরা করি তব আরাধনা ।
তব কৃপাবলে পূর্ণ হ'ল মোদের বাসনা ॥
পরম পবিত্রা তুমি শুদ্ধভক্তি-প্রদায়িণী ।
কৃপা কর ঘুচাইয়া অশুদ্ধা এ আবরণী ॥২॥

কি আনন্দ হেরি আজ দিকে দিকে যশোগান ।
মাতিয়া উঠিল বিশ্ব জুড়া'ল জগত-প্রাণ ॥
মঙ্গল ধ্বনিতে হৈল মুখরিত নভস্তল ।
তব যশঃ গাহিবারে দেহ প্রভো ! কৃপাবল ॥৩॥

জয় হরি ! জয় গুরো ! জয় জয় সব ভক্ত ।
তোমাদের পাদপদ্মে মোরে কর অহুরক্ত ॥
আশ্রয় করিয়া দান তোমাদের পদতলে ।
দেহ শুদ্ধ ভক্তিধন গাই নাম কুতূহলে ॥৪॥

করুণা বারিধি ওগো জগৎ জীবের প্রাণ ।
অমায়ায় সকলেরে কর প্রভো ! কৃপাদান ॥
কাঁদিয়াছে তব হিয়া জগৎ জীবের তরে ।
তাই বিলাইছ নাম যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥৫॥

জীবেরে হেরিয়া বদ্ধ শৃঙ্খলিত মায়াপাশে ।
থাকিতে কি পার তুমি ! আসিয়াছ অবশেষে ॥
জড় সুখে মত্ত জীব কৃষ্ণভক্তি সুখ দিতে ।
অবতীর্ণ হৈলা আসি এ হৃদ্দিনে অবনীতে ॥৬॥

কৃষ্ণনাম-প্রেমসুধা বিলাইতে দ্বারে দ্বারে ।
পাতিয়াছ নামহট্ট জগজীব-হিত তরে ॥
আকর্ষিয়া সেই হটে ল'য়ে শ্রদ্ধামাত্র মূল্যে ।
পিয়াইয়া নামামৃত কর ধন্য জীবকূলে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা-রসামৃত প্রচারিতে ।
আসিয়াছ হে দয়াল ! বিশ্বহিত সংসাধিতে ॥
সে রসের এক কণ (যদি) দেহ শক্তি স্পর্শিবারে ।
তোমার অতুল কীর্তি ঘোষিবে এ সংসারে ॥৮॥

বুদ্ধি নাই জ্ঞান নাই, নাই কৃষ্ণভক্তি মোর ।
যায় নাই, অহঙ্কার মদ মাৎসর্য্য মোর ॥
এ দুর্জ্জন নরাধমে কেহ নাহি দয়া করে ।
অদোষদরশী প্রভো ! কৃপাদৃষ্টো চাহ ফিরে ॥৯॥

অভাজনে যদি প্রভো ! দিয়েছ চরণে স্থান ।
শ্রীচরণে চিরাশ্রয় যাচে দীন অকিঞ্চন ॥
সকল ছাড়িয়া আসিয়াছি তব পদতলে ।
ফেলিয়া দিও না কভু ছাড়াইয়া পাদমূলে ॥১০॥

পতিতপাবন তুমি শুদ্ধভক্তি কর দান।
 অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে যেন অমুক্তগণ ॥
 প্রযুক্তি উন্মির মাঝে দোলে চিত্ত অনিবার।
 পদন্তরী দিয়া মোরে ভবসিন্ধু কর পার ॥১১॥

নাহি ভাব নাহি ভাষা গাহিতে মহিমা ভব।
 হৃদয়ের ব্যাকুলতা জাগিতেছে নব নব ॥
 অন্তর-বিহারী তুমি কর মোরে অবধান।
 সংসার-সমুদ্র হ'তে কর নাথ পরিত্রাণ ॥১২॥

অগতির গতি তুমি ভাবিয়া দেখিছ সার।
 এ জগতে তোমা বিনা কেহ বন্ধু নাহি আর ॥
 বান্ধকো শিথিল এবে বাক চক্ষু শ্রোত্র মন।
 প্রপত্তি-ভকতপ্রাণ কর তাহে সঞ্চারণ ॥১৩॥

গুরুদেব !

আজি এই শুভদিনে জানাই তব শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি শত মোর।

তব নিজজন সঙ্গে মাতাইয়া কথা-রঙ্গে চিরদাস কর প্রভু তোর ॥

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীউত্থানৈকাদশী, বঙ্গাব্দ ১৩৭৬

নিত্য শ্রীপাদপঙ্কজ-সেবাপ্রার্থী

দাসাধম

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

নিত্যারাদ্যতম মদীয় গুরুপাদপদ্ম ঙ্গ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য

১০৮ শ্রীশ্রীমদ্বক্তাদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রকট বাসরে

ভক্তি-কুসুমাজলি

জয় জয় গুরু

বাঙ্গা-কল্লতরু

শ্রীহরি উত্থানে

এসেছ ভুবনে

করুণার সিন্ধু।

জাগাইতে জীবে।

আমি অভাজন

দীন অকিঞ্চন

হরি হরি রবে

মাতিয়াছে সবে

তুমি দীনবন্ধু ॥

তব আদির্ভাবে ॥

না জানি ভকতি

না জানি মিনতি

হাতে লয়ে মালা

সবে আশ্রয়ভালা

না জানি প্রণতি।

অর্ঘ্য প্রদানিতে।

আজি শুভদিনে

পূজিব কেমনে

আমি অকিঞ্চন

শ্রদ্ধা-ভক্তি-হীনা

আমি মূঢ়মতি ॥

পূজিব কেমনে ॥

আশা জাগে মনে তব ভক্ত সনে
সর্বদা থাকিয়া ।

(তব) রাতুল চরণ করিব স্মরণ
বজনে বসিয়া ॥

(আজি) হৃদয় কাননে রেখেছি যতনে
আসন পাতিয়া ।

ভকতি চন্দন করিয়া যতন
রেখেছি ঘঁষিয়া ॥

তুমি নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ
কৃপা কর মোরে ।

চাহি আশীর্বাদ করহে প্রসাদ
(এই) অধম জনেরে ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সংসার মরুতে
বহু ভাগ্য ফলে ।

লভেছি তোমায় ওহে দয়াম
মহান্ত স্বরূপে ॥

হ্লাদ-স্বরূপিণী রাধা-ঠাকুরাণী
কৃষ্ণ নিত্য-শক্তি ।

(কৃষ্ণ) সেবা শিখাইতে মহান্ত রূপেতে
গুরু-রূপে স্থিতি ॥

আনন্দের সার লীলা চমৎকার
অপ্রাকৃত ময় ।

গুরু-রূপ ধরি পারের কাণ্ডারী
তুমি দয়াময় ॥

বেদ গোপ্য অতি শ্রীকৃষ্ণ মুরতি
জানিব কেমনে ।

নিজে কৃপা করি গুরু-রূপ ধরি
এসেছ ভুবনে ॥

কৃষ্ণ দয়াময় ব্রজেন্দ্র তনয়
গোপী প্রাণময় ।

জানাইলা মোরে তব প্রভু-বরে
সর্ব্বাধায্য হয় ॥

কৃষ্ণ প্রেম গুরু প্রেম কল্পতরু
প্রেম বাণী লয়ে ।

অবনী ভিতর দিগ্-দিগন্তর
প্রেম বিলাইলে ॥

কৃষ্ণ গুণ গান জীবের যেপ্রাণ
জানাইলা সবে ।

গৌর-বাণী-মূর্তি তোমার মুরতি
বুঝিয়াছি এবে ॥

ভাগ্যবান্ জন তব শ্রীচরণ
লভিয়া সংসারে ।

হইবেক পার ছুপার সংসার
(তব) প্রকট বাসরে ॥

জগৎ মঙ্গলা পরম শুভদা
ভক্তি প্রদায়সী ।

নিত্য বন্দনীয়্য চির স্মরণীয়্য
উত্থানৈকাদশী ॥

এস এস ভাই সবে মিলি গাই
গুরু গুণ গান ।

যুচুক সংসার বাসনা আমার
(এবে) লভি পরিব্রাজ ॥০॥

কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

২৪শে কার্তিক, ১৩৭৬

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষিণী

“বনমালা”

**পরমারাধ্যতম পতিতপাবন অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের
ষট্‌ষষ্টিতম শুভাবির্ভাব বাসরে দীনা সেবিকার**

॥ ভক্ত্যর্থ্য ॥

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন ।
কৃপা-বিন্দু দিয়া মোরে করহে শোধন ॥
আজি এই পুণ্য তিথি করিয়া স্মরণ ।
নিবেদন করে কিছু এই দীন জন ॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া স্মরণ ।
ভবার্ণব পার হ'ব করেছি যতন ॥
জ্ঞান হীন, ভক্তি হীন, অতি অভাজন ।
কেমনে পূজিব তব রাতুল-চরণ ॥
ধন্য মোরা আজ শুভ শ্রীহরিবাসরে ।
লভেছি তোমাকে প্রভো এ ভব-সংসারে ॥
পূজার সম্ভার কিছু নাহিক আমার ।
নয়নাশ্রু মাত্র আছে পূজার সম্ভার ॥
জ্ঞান শূন্য আমি, শূন্য যে ভকতি ।
নিজগুণে কৃপা করে লও হে প্রণতি ॥
অপ্রাকৃত লীলা তব না পারি বুঝিতে ।
আসিয়াছ এ ধরায় জীব উদ্ধারিতে ॥
যাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর দয়াময় ।
তব মহিমার তত্ত্ব সেজনে জানয় ॥
তুমি কৃষ্ণাভিন্ন হও সর্ব্বশাস্ত্রে ভনে ।
মায়ামুগ্ধ জীব মুঞি জানি মু কেমনে ॥

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

২৪ কার্তিক, ১৩৭৬

অন্তরে চৈত্যান্তরু-রূপেতে বিরাজিত ।
বাহিরে মহান্ত-স্বরূপেতে প্রকাশিত ॥
“আদৌ গুরু-পাদাশ্রয়” শাস্ত্র-আজ্ঞা মতে ।
সুকৃতি বলে লভেছি মহান্ত-স্বরূপে ॥
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় না হয় যাবৎ ।
তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত না হয় তাবৎ ॥
বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ শুনিয়াছি বেদে ।
হ্লাদিনীর ভোক্তা তেঁহ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
গুরু মম আশ্রয়-বিগ্রহ সেবক-কৃষ্ণ ।
জানিবারে এ সিদ্ধান্ত হয়েছি সতৃষ্ণ ॥
কৃষ্ণ-প্রের্ত্ত বলি শাস্ত্রে কথিত যে জম ।
গুরুরূপে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার প্রকটন ॥
কৃষ্ণবল্লভ তুমি গুরু যে আমার ।
ভক্তিধর্ম্ম শিখাইতে প্রকাশ তোমার ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু চাখাইতে জীবৈ ।
আবির্ভাব তব আজি এই জগ-মাঝে ॥
পতিতপাবন ওগো পারের কাণ্ডারী ।
আশ্রয় মাগয়ে আজ এ দীনা ভিখারী ॥
কৃপা-বারি বর্ষিত হউক মোর মাথে ।
মতি যেন রহে মম তব জন-সাথে ॥

দীনা ভিখারিণী

“যোগমায়া”

সাত্ত-শ্রাদ্ধ

ঐচ্ছৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য হুগলী জেলাস্তব্ধ ব্যাঙেল রেলওয়ে জংসনের নিকটবর্ত্তী মিলনগড় গ্রাম নিবাসী শ্রীনদীয়াবিহারী দাসাধিকারী তাঁহার পরলোকগত পিতা শ্রীরাধাবল্লভ সাহা মহাশয়ের পারলৌকিক কৃত্য বিগত ৬ অগ্রহায়ণ (১৩৭৬), শনিবার পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণব-বিধানানুসারে নদীয়া জেলার অন্তর্গত যশোভা গ্রামে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন ।

এতদুপলক্ষে উক্ত শ্রীপাটে তিনি একটি মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন । তাহাতে সমাগত বহুসংখ্যক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্মান কতরঃ পরম শ্রীতিলাভ করেন ।

শ্রী ব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ

লুপ্তপাণবতারী পরম ঔদার্যালীলময়-বিগ্রহ
 স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দর তাঁহারই মাধুর্যময়ী শ্রীবৃন্দাবন-
 লীলাং লুপ্তস্থানসমূহ পুনঃ প্রকট করতঃ তত্তৎস্থানের লীলা-
 মাধুর্য তাঁহার নিজ নিত্যলীলা-পরিকরণকে আবাদন
 করাইয়াছিলেন। ঔদার্যালীলার গাভীরাপূর্ণ ‘ষষ্ঠি-শ্রী’
 —নিজ ভজন-সম্পন্ন নিজ অন্তরঙ্গজনগণ-হৃদয়ে জাগাইয়া
 তাঁহাদিগকে লইয়া সেই ব্রজপ্রেম নিজে আবাদন
 করিতে করিতে জগজ্জনকে তাঁহা আবাদন করাইবার
 এমন উদারতা আর কোন্ অতীরে প্রকট করিয়াছেন!

শ্রীগোবিন্দর শরৎকালের অবসানে শ্রীব্রজমণ্ডল
 দ্বাদশবন ভ্রমণলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহো-
 ভীষ্ট-লংস্থাপক তৎপ্রিয়তম নিজজন প্রভুপাদ নিত্যলীলা-
 প্রবিশ ১০০শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোষামী
 ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যচরণান্তরগে সেই শুভকাল—শারদীয়া
 কোকাগরী পূর্ণিমা হইতে কাটিকী বাসপূর্ণিমা পর্যন্ত
 শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ উত্তমকালরূপে বিচার করিয়া
 তাঁহাতে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।
 শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাঙ্কপাদ পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত
 মাধব গোষামী মহারাজও তদীয় শ্রীগুরুপদাঙ্কান্তরগে
 অধুনা বনযাত্রার পক্ষে তাঁহাকেই পরম শুভকাল বলিয়া
 অংগীকার পূর্বক শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন পরিভ্রমণ সুষ্ঠুভাবে
 সম্পাদন করিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল
 সম্পূর্ণরূপে পদব্রজেই পরিভ্রমণ করা হইয়াছে, কিন্তু এ-
 বৎসর আমাদের কতিপয় বাক্য নানা-স্থানে দস্ত্যুতত্ত্বের
 ভয়াবহ উপদ্রবের কথা শুনাইয়া তাঁহাকে বাসযোগে
 পরিভ্রমণ প্রবৃত্ত করাইলেও তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণই
 বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি আগামী বার পরিভ্রমণকালে
 পদব্রজেই দ্বাদশবন পরিভ্রমণ করিবার কথা সম্প্রতি পূর্ব
 হইতে স্পষ্টভাবে বাক্য করিয়াছেন।

সামান্য একমুদ্রা অর্থের জন্য কথাকথিত ব্রজবাসী (৭)
 একটী মল্লুগার জীবন বিনষ্ট করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও দ্বিধা-
 বোধ করেন না, ইহা বড়ই পরিহাসের বিষয়! সত্য-
 সত্য ব্রজবাসী যিনি, তিনি অত্যন্ত দয়াদ্রুহদয় পরচর-
 কাতর কৃপাশ্রুতি, তিনি কখনই এইরূপ ঘৃণিত চিত্তবৃত্তি-
 বিশিষ্ট হইতে পারেন না, ইহা আমরা জানি। ব্রজবাসি-
 গণ অত্যন্ত দয়াল, তাঁহারা যতই দরিদ্র হউন, প্রার্থীকে

কখনও বিমুখ করেন না, একখানি কুটী থাকিলে তাঁহার
 অর্দ্ধেক বা সম্পূর্ণই নিজে না খাইয়া দান করেন। শ্রীল
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোষামী প্রভু লিখিয়াছেন,—“ব্রজবাসী
 লোকের কৃষ্ণ সহজে প্রীতি। গোপালের সহজে প্রীতি
 ব্রজবাসী-প্রীতি।” (চৈঃ চঃ মধ্য ৪১২)। অল্পভাগ্যে
 ব্রজে জন্ম লাভ হয় না, কিন্তু সেই ব্রজে বসিয়া এ-জন্মে
 এইরূপ পাপ করিলে পুনরায় কি আর তাঁহার ব্রজে
 বাসের সৌভাগ্য ঘটবে? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
 শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপধামের-স্বরূপ বর্ণনে লিখিয়াছেন—

“শুন জীব, বৃন্দাবন নবদ্বীপ ধাম।

অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম ॥

* * *

ধাম মধ্যে কড়নহে জড় অবস্থিতি।

জড়-বদ্ধ-জীব নাহি পারি থেথা গতি ॥

ধামের উপরে জড়-মায়া পাতি’ জাল।

আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সংস্ক।

জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ

মনে ভাবে, ‘আমি আছি নবদ্বীপ-পুরে’।

প্রোঢ়া-মায়া মুগ্ধ করি’ রাখে তারে দূরে ॥”

যাহা হউক শ্রীশ্রী-গোরাঙ্গের অপার করুণায় আমাদের
 শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ নিবিড়ই সুসম্পন্ন হইয়াছে।
 পূর্বভাগে—ভদ্রবন, বিষ্ণুবন, লৌহবন, ভাগীরথবন ও মহাবন
 —এই পাঁচটি এবং যমুনার পশ্চিমভাগে—ধুবন, তালবন,
 কুমুদবন, বহলাবন, কামাবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন—এই
 সাতটি বন। সর্বসম্মত এই দ্বাদশবনই আমাদের একরূপ
 পরিভ্রমণ হইয়াছে। প্রধান প্রধান স্থান যেমন নন্দগ্রাম,
 বর্ষাণা, কামাবন, রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড, গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন,
 মথুরা, গোকুল ইত্যাদি সকল স্থানই ভালভাবে দর্শন করা
 হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনেও সকল প্রসিদ্ধ দেবালয় ও কুঞ্জে
 যাওয়া হইয়াছে। তবে সেবাগুণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েই
 শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর ও ধামের অপ্রা-
 কৃত স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। শুদ্ধভক্ত-সাধু-গুরুপদাশ্রয়
 ব্যতীত সে সৌভাগ্যলাভ কিরূপে সম্ভব হইবে? আজও
 ছব্ব সেই লীলাই চলিতেছে। কিন্তু ‘অদ্বীভূত চক্ষু যার
 বিষয় ধূলিতে বিরপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে?’

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বানী” প্রতি বঙ্গাব্দে মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬০০ টাকা, বার্ষিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্যাদ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সম্প্রদায়ের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্ৰকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সম্মত বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্যাদ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্তার্থ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাঠাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্যাদ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাকাব্য ত্রিদণ্ডযতি শ্রীমদ্বক্তৃত্বদায়িত্ব মাধব গঙ্গাধর মঠাধ্যক্ষ
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদী) সঙ্গমস্থলের অতীত নিকটে শ্রীগৌরানন্দদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরাস্তম্ভগত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীদৈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীত স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য করেন। বিস্তৃত জানিবায় নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

দৈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক ভাষিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

পরমার্থলিপ্সু গণের অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

- (১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিসম্প্রদায় — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ৬২
- (২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন
মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ
হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১৫০
- (৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — — — ১০০
- (৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রচিত
(টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ৫০
- (৫) উপদেশামৃত — শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত
(টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ৬২

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ,

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

দ্রষ্টব্য :—ভিঃপিঃ যোগে পাঠাইতে হইলে ডাকমাণ্ডল পৃথক লাগিবে।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদানে
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমিনন্দীয়া জেলাস্থগত শ্রীম-মায়াপুর
ঈশোদানে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাচাধ্ব ঙ্গিরগুহামী ও
শ্রীমন্তক্লিন্নিত মাধব গোস্বামী বিজ্ঞপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খ্রিষ্টাব্দ ১৯৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক
পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সম্মুখস্থ সর্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অট্টবনোদয় ও
স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

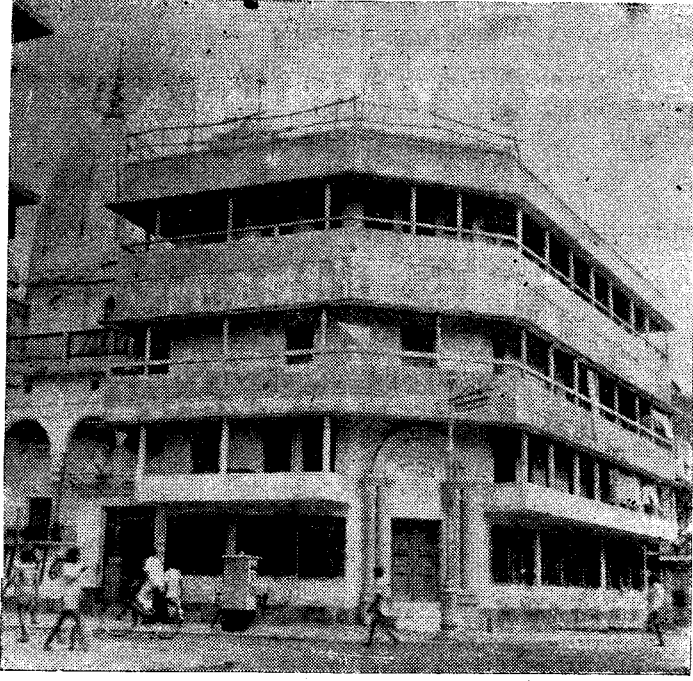
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত
মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাচাধ্ব ও শ্রীমন্তক্লিন্নিত মাধব গোস্বামী বিজ্ঞপাদ কর্তৃক উপরি
উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামায়ত বাচস্পন, কাব্য, বৈষ্ণবতর্ক ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য
ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুণগোবিন্দো ভবন :



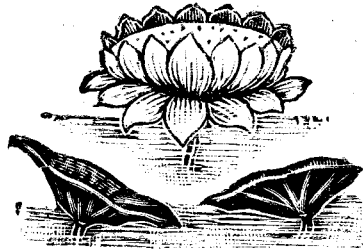
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন ভবন
একমাত্র-পারমাৰ্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

১১শ সংখ্যা

মে, ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্ৰিদিগ্ভিম্বামী শ্ৰীমন্তকিষ্করভ তীৰ্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযতি শ্ৰীমন্ত্ৰিক্ৰিয়ত মাধব গোস্বামী মহাৰাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযামী শ্ৰীমন্ত্ৰিক্ৰিয়মোদ পুরী মহাৰাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

- ১। শ্ৰীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এল্
- ২। মহোপদেশক শ্ৰীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্ৰীচিন্তাহরণ পাটগিৰি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীগঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূলমঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোজ্ঞান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
- ৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৭। শ্রীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৮। শ্রীগোড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
- ৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
- ১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গোহাটী (আসাম)
- ১১। শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
- ১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনামণি :—

- ১৩। সরভোগ শ্রীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চক্ৰকাবাজার, জেঃ কামৰূপ (আসাম)
- ১৪। শ্রীগদাই গৌরঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৭।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

‘চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বস্বান্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥’

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭৬।

৮ নারায়ণ, ৪৮৩ শ্রীগৌরান্দ ; ১৫ পৌষ, বুধবার ; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

১১শ সংখ্যা

শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীপুকষোত্তম মঠ, পুরী

প্রারম্ভিক সেজে ‘পরেণদেশে পণ্ডিত’ হয়ে জগতে যে সকল লোকের অমঙ্গল উৎপন্ন করছি, তা’তে তাঁরা বলছেন—“তোমরা ত’ আমাদেরই মত পেটপূজা করবার জন্য কতকগুলি বুলি শিখেছ।” বস্তুতঃ আমাদের বিচার তা’ নয়, জীব ‘স্ব’-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হক্, ‘স্ব’-বৃত্তিতে নহে। আমাদের কাজগুলি যেন কেবল কর্মকাণ্ড না না হয়ে যায়, অন্ততঃ ‘কর্মমিশ্রা ভক্তি’ হওয়া আবশ্যিক। শুধু খেটে দেওয়া কর্মমার্গীয় বিচার। কি-জন্ম এই সকল কার্য হচ্ছে, তজ্জন হরিকথা শ্রবণ করা আবশ্যিক।

যাহার শ্রীভগবানে রুচি নাট, তাহার রুচির পরিবর্তন ; আর যাহার ভগবানে রুচি আছে, তাহার রুচির পরিবর্তন ও উল্লাসের জন্মই ‘সাধন’। সেই সাধনের দ্বারা ‘ভাব’ আসবে ; ‘ভাব’-অর্থাৎ অস্তিত্ব, স্থিতি—অভাব নহে, minus (বিয়োগ) নহে। ভগবান্ বলেন,—“পৃথিবীতে এত দুঃখ সাক্ষিয়ে রেখেছি, জীবকে দুঃখ দিবার জন্ম নহে ; পরন্তু দুঃখটা অপ্রয়োজনীয়, ইহা শিক্ষা দিবার জন্ম।” সুখই প্রার্থনীয়, আনন্দই বঙ্গীয়। সেই আনন্দ অগুঁচৈতন্যের আনন্দ নহে, তাহা বিভুচৈতন্যের আনন্দ ; তদন্তর্ভুক্তরূপে অগুঁচৈতন্যের আনন্দও আছে। স্বতন্ত্রভাবে শুদ্ধ অগুঁচৈতন্যের আনন্দ ‘প্রেমানন্দ’ নহে। শ্রীকৃষ্ণানন্দের অনুসন্ধানেই আনন্দের ‘পূর্ণাঙ্গি’।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা, যদি সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টাও ক’রে নিতে পারা যায় অর্থাৎ Cent percent (শতকরা শতভাগ) হরিসেবা করতে হবে। গৃহস্থ ভগবানের সেবা করবেন। গৃহস্থের বাড়ীর যাবতীয় লোক শ্রীভগবানের সেবা করবেন। শ্রীঅনঙ্গভীম রাজা তাঁর সকল লোকজন লাগিয়ে দিচ্ছিলেন—শ্রীভগবানের সেবার জন্ম। তিনি রাজের সমস্ত revenue (রাজস্ব) ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব এখানে আঠার বছর থাকলেন। স্বয়ং ভগবানের এত অলুগ্রহ শ্রীঅনঙ্গভীম রাজার উপর—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের উপর। তাঁদের সংসার করা—রাজত্ব করা সার্থক হয়েছে। মন্ত্র নেওয়া, ঠাকুর-সেবা করা গৃহস্থের অপরিহার্য ধর্ম। ঠাকুর-সেবা করার ফল—শ্রীভগবান্মে রুচি। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ দ্বারা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ‘মহাভাগবত’ হয়ে যান।

লোক-প্রিয়তার অনুসন্ধান করার নাম—বৈষ্ণব-ধর্ম নহে ; শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তার অনুসন্ধানের নাম—‘বৈষ্ণবধর্ম’ ; আর তাহা অকপটে জানিয়ে দেওয়ার নাম—‘জীবে দয়া’ বা মাহুষের উপকার করা। বিমুখ বিশ্ব আমাকে আক্রমণ করবে বলে শ্রীচৈতন্যদেবের নিখুঁত কথা বলতে আমি পশ্চাৎপদ হব না ; তা’তে আমার লোক-প্রিয়তা অর্জন

হবে না সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সুখী হবেন। লোকপ্রিয়তাটা ত' আমার ভোগ, শ্রীকৃষ্ণের ভোগ নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগ—‘বাস্তব সত্যের’ কথা কীর্তন। আমার মতে মত দিলেন না—আমার ইচ্ছিততর্পণ হলো না, সুতরাং নিন্দা হয়ে গেল, যাঁরা বলেন, তা'দের মন-যোগান আমার ধর্ম নয়। আমরা কা'রও মনযোগান কথা বলতে পারব না। আমার পূর্ব-মঙ্গল সর্বতোভাবে যিনি দিবেন, তাঁকে

আমি সর্বদা দিব।

“নাহি কাহাঁ সবিরোধ, নাহি কাহাঁ অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।

যদি হয় বাগোদেশ, তাহাঁ হ'য়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥”

—১৬ঃ চঃ ম ২।৮৬

শ্রী শ্রী ভক্তিবিনোদোপদেশ

সাধক ত্রিবিধ—(১) স্বনিষ্ঠ, (২) পরিনিষ্ঠিত ও (৩) নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ সাধকগণ বর্ণাশ্রম-বিক্তি বিধি-সমূহের পালন ও নিষেধসমূহের সম্পূর্ণ পরিহার করত ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। পরিনিষ্ঠিতগণ ভগবৎ-পরিচর্যা-ক্রিয়ার অন্তর্গত করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধাত্মসারে কাঁধ্য করেন। তদুভয়ই গৃহস্থ। নিরপেক্ষ সাধকগণ—অগৃহস্থ।

নিষ্কপটতা থাকিলে ত্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল। কপটতা থাকিলে সমস্তই ভ্রষ্ট হয়। স্বনিষ্ঠের কপটতা, যথা—ভগবৎ-ভোষণের ছল করিয়া ইচ্ছিতসুখ-সাধন করা, নিষ্কপট কৃষ্ণ-দাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোকের পরিচর্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ-সংগ্রহ করা, নিরর্থক অনিত্য উত্তম বৈর নিখাতনে আগ্রহ করা, বিজ্ঞাচ্ছলে

কৃত্রিম শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষদিগের লিঙ্গ-ধারণ-পূর্বক লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। পরিনিষ্ঠিতের কপটতা, যথা—বাছ পরিনিষ্ঠিতা; কিন্তু অন্তরে ক্রোধতর-বিষয়ে আগ্রহ, ক্রোধ-দাসের সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গ অধিক যত্ন ইত্যাদি। নিরপেক্ষের কপটতা, যথা—আত্মস্তুতি, নিজ-ধৃত লিঙ্গের অহঙ্কারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্র-জ্ঞান, আহা-রাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থ-সংগ্রহ, সাধনচ্ছলে ঘোষিত-সঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়া সংসারিলোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, ভজনচ্ছলে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য উদ্বেগলাভ এবং বৈরাগ্য-লিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধি-পালনাসম্বন্ধে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা,—এই প্রকার।

নামপ্রোক্ষিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর সর্বত্র তনামপ্রচার-

প্রসারের কৃপাশীর্বাদ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পূর্বী মহারাজ]

পতিতপাবন পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর নীলাচল হইতে গোদাঁসহ গঙ্গাতীরেবর্তী পথ ধরিয়া মথুরা গমনোদ্দেশ্য চলিতে চলিতে রামকেলি নামক একটি গ্রামে আসিয়া একক দিন সেখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই শ্রীরামকেলি বর্তমান মালদহ সহরের

ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। অবশ্য গঙ্গা এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আত্মাগোপন-চেষ্টা করিলে কি হইবে? “সুখের উদয় কি কখন গোপ্য হয়?” সপার্বদ নাম-প্রোক্ষিত মহাপ্রভুর দর্শন করিবার জন্য আবেশিত

বনিতা দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ভক্তিরসে অনভিজ্ঞ লোকসকলও প্রভুদর্শনে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দূর হইতে দণ্ডবৎপ্রণতি করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রভুর অপার করুণায় হিন্দু-কি-কথা, অহিন্দু-মুখেও হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল এবং তাহারও দূর হইতে সমস্ত্রমে প্রণাম করিতে লাগিল। নগরকোতোয়াল-মুখে সন্ন্যাসলীল মহাপ্রভুর দিব্যাকৃতি ও অপূর্ণ প্রেমোন্মত্ততা শ্রবণে বিধর্মী রাজা হোসেন সাহ পর্য্যন্তও বিগলিত হৃদয় হইয়া গিয়াছিলেন। অদৃষ্ট—অশ্রুতপূরী নিরন্তর নামসংকীর্ণনরত দিব্যদর্শন মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর বলপ্রশংসা শ্রবণে বাদসাহ অতীব চমৎকৃত হইয়া তাঁহার হিন্দু কর্মচারী কেশব খাঁনকে মহাপ্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিধর্মী রাজা পাছে মহাপ্রভুর প্রতি কোনও অত্যাচার বাবহার করেন— এই ভয়ে কেশব মহাপ্রভুর মহিমা গোপনপূর্ব্বক তাঁহাকে একজন সাধারণ বৃক্ষতলবাসী দেশান্তরী গরীব ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুরই রূপায় রাজার চিত্ত তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে, রাজা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

“রাজা বলে,—গরিব না বল কভু তানে।

মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে ॥

হিন্দু ধারে বলে ‘কৃষ্ণ’, ‘খোদায়’ যবনে।

সে-ই তীহো, নিশ্চয় জানিহ সঙ্গজনে ॥

আপনার রাজ্যে যে আমার আত্মা বহে।

তাঁর আত্মা শিরে কবি সর্ব্বদেশে বহে।

এই নিম্ন রাজ্যেই আমারে কত জনে।

মন্দ করিবার লাগিয়াছে মনে মনে ॥

তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।

ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে ?

ছদ্মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।

নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে ॥

আপনার খাটে’ লোক তাহানে সেবিত্তে।

চাহে, তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে ॥

অতএব তীহো সভা জানিহ ঈশ্বর’।

‘গরিব’ করিয়া তানে না বল উত্তর ॥”

—চৈঃ ভাঃ অ ৪ ৫৪-৬১

অঘটন-ঘটন-পটীয়াসী ভগবৎরূপায় বিধর্মী যবনরাজও আজ শ্রীমন্নহাপ্রভুর গুণগ্রাহী হইয়া তাঁহার যথেষ্ট বিহার ও সঙ্কীর্ণনাদিতে যাহাতে কোন-প্রকার বাধা প্রদত্ত না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বত্র তাঁহার কঠোর আদেশ ঘোষণা করিলেন—

“কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।

কিছু বলিলেই তা’র লইমু জীবন ॥”

যে হোসেন সাহ উড়িয়া দেশে কত বিশেষ বিশেষ দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তির প্রতি কত বিদ্বেষ—কত অত্যাচার করিয়াছেন, আজ সেই ব্যক্তির মহাপ্রভুর প্রতি এতাদৃশী শ্রদ্ধা-শ্রবণে সজ্জনমাত্রেরই অতীব বিস্মিত হইয়া ইহা শ্রীমন্নহাপ্রভুরই এক অলৌকিক অচিন্ত্য অভূতপূর্ব্ব লীলা বলিয়া বিচার-পূর্ব্বক বাদসাহের প্রতি তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্তকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার সকলে নিভৃত্তে যুক্তি করিয়া মহাপ্রভু যাহাতে শীঘ্রই রামকেলি ত্যাগ করিয়া অগ্ন্যগমন করেন, তদ্বিষয়ে অহুরোধ জ্ঞাপনার্থ এক ব্রাহ্মণ সজ্জনকে প্রভুসমীপে প্রেরণ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর নিকট গিয়া অহনিশ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর সহিত কোন কথা বলিবার অবকাশ পাইলেন না। অবশেষে তাঁহার ভক্তগণ-স্থানে সজ্জনগণের উপরিউক্ত অহুরোধ জ্ঞাপন করিলে তাঁহার (ভক্তেরা) খুবই চিন্তাঘিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভক্তগণও ত’ মহাপ্রভুর নিকট কিছু বলিবার অবকাশ পাইতেছেন না, প্রভু যে বাহুজ্ঞান শূন্য অহনিশ নাম-প্রেমোন্মত্ত। সর্ব্বান্তর্ধানী ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়ের ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিয়া দ্বিবে বাহু প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্ববেদগুহ্য প্রকাশ-পূর্ব্বক সকলকে অভয় প্রদান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—তোমরা কেহ ভীত হইও না, বৈষ্ণব-পরায়ী ব্যতীত আমি এ-যুগের সকলকেই দ্রুত হরিনাম বিতরণ করিব—

“সংকীর্ণন-আবস্তে মোহাব অবতার।

উদ্ধাব করিমু সধ পতিত-সংসার ॥

যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।

এ যুগে তাহার কান্দিবেক মোর নামে ॥

যতক অস্পৃষ্ট ছুট যবন চণ্ডাল ।
 স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল ॥
 হেন ভক্তিযোগ দিমু এ-যুগে সবারে ।
 সুর-মুনি-সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥
 বিদ্যা-ধন-কুল জ্ঞান-তপস্তার মদে ।
 যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥
 সেই-সব জন হবে এ-যুগে বঞ্চিত ।
 সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত ॥

পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম ।

সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥”

—চৈঃ ভাঃ অধ্য ৪।১২০-১২৬

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্ত-
 গণের চিত্ত প্রেম পরিপূরিত হইল, সকলেই আনন্দে আত্ম-
 হারা হইলেন। মহাপ্রভু এ-যাত্রা আর মথুরাভিমুখে না গিয়া
 নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

সভ্যতার সঙ্কট ও প্রেমধর্ম

[শ্রীনন্দা কুমার দাস]

“মানুষের বাস্তব জীবনে ধর্মের প্রয়োজন কি?”—
 এবস্থি প্রশ্ন আজকাল কেহ কেহ উত্থাপন করেন।
 ইহার উত্তর পাইতে হইলে ধর্ম কি, তাহাই প্রথমে মোটা-
 মুটি বুঝিয়া লইতে হইবে।

ধর্ম-(ধৃ+মন) শব্দটির ধাতু-প্রত্যয়-গত অর্থবিচারে,
 যাহা যে-বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে, যাহা যে-বস্তুর
 অস্তিত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহাই সেই
 বস্তুর ধর্ম। এই বিচারে বলিতে হয়, মনুষ্যত্বই মানুষের
 ধর্ম, অর্থাৎ যে-সকল গুণে মানুষ মনুষ্যত্বের আসনে
 আকৃষ্ট হইয়া জাগতিক অন্তত জীব অপেক্ষা বিশিষ্টতার
 বা শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারে, সেইগুলিই তাহার ধর্ম।

আহার, নিদ্রা ভয়, সম্মানোৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে
 মানুষেও পশুতে পার্থক্য নাই। মানুষের ধর্ম বা মনুষ্যত্বই
 তাহাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। —

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ

সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো

ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥

সুতরাং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ যদি তাহার
 শ্রেষ্ঠতার দাবী রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার
 পক্ষে মনুষ্যত্ব-ধর্মের অনুশীলন অপরিহার্য। অতএব
 মানুষের বাস্তব-জীবনে ধর্মের কোনও প্রয়োজন নাই,
 ইহা কল্পনাও করা যায় না। বরং বলা যায়—ধর্মহীন

মানুষ মানুষ-নামেরই অযোগ্য; তাহাতে ও পশুতে কোনও
 প্রভেদ নাই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে পশু হইতেও অধিকতর
 ঘৃণ্য নরপশু।

এখন কথা হইল, মনুষ্যত্ব বলিতে ঠিক কি বুঝিব?
 শাস্ত্রে নানাস্থানে ইহার অঙ্গরূপে নানা গুণ বা লক্ষণের
 উল্লেখ আছে। সংক্ষেপে বলা চলে—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচং সংযম এব চ।

এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্ত পঞ্চলক্ষণম্ ॥

অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, অত্যাভাবে পরদ্রব্য গ্রহণ
 না করা, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা
 এবং ইন্দ্রিয়-সংযম—সংক্ষেপে এই পাঁচটিই মনুষ্যত্ব-ধর্মের
 লক্ষণ।

যদি ইহা বলা সম্ভব হয় যে, মানবজীবনে এইগুলির
 প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে হয়ত বলা যাইতে পারে যে,
 মানুষের বাস্তব-জীবনে ধর্মটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।
 কিন্তু ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক
 সংহতির জন্ত মানুষকে বাধ্য হইয়াই অহিংসা প্রভৃতির
 আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হয়। নিতান্ত হিংসা-পরায়ণ
 ব্যক্তিও বৃকে হাত দিয়া বলিতে পারে না যে, অহিংসার
 অনুশীলন নিম্নপ্রয়োজন, তদ্বরও বলিতে পারে না যে,
 চৌধ্য একটা মনুষ্যোচিত কার্য। বস্তুতঃ অহিংসা, সত্য,
 স্তেয় ইত্যাদি মানুষের মনুষ্যত্বের উপাদান। সুতরাং
 মানুষের বাস্তব-জীবনে—practical life এ—ধর্মের

আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

আবার, এই মনুষ্যই ধর্ম সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। জীবস্বরূপের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিত্যধর্মও আছে। তাহা ক্রমশঃ আলোচ্য।

মানুষ অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, অচৌর্ধ্য প্রভৃতির স্বতঃসিদ্ধ-প্রয়োজন বিচার-স্থলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও কার্যতঃ এইগুলির ব্যভিচার বর্তমান জগতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে; মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে সমূলে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু কেন এমন হয়?

মানুষ আপনাকেই ভালবাসে, আপনার প্রিয় সাধনের জন্ত যাহাকে যতক্ষণ ভাল-বাসিবার প্রয়োজন বোধ করে, তাহাকেও ততক্ষণ ভালবাসে। এইরূপ একটা প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছেই। “আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি” (বৃ: ২.৪।৫)—নিজের জন্তই সব কিছু প্রিয় হয়। মায়ামত জীবের এই ‘নিজের গণ্ডীটি এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাতে পুত্র-কলত্রের স্থান হইলেও সমাজের সকল মানুষের—বিশ্বমানবের—স্থান হয় না। সে বুঝিতেই পারে না—কেন সকল মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। এই সঙ্কীর্ণ আত্মপ্রীতিই সকল সমাজবিরোধী কাণ্ডের জননী। ইহারই ফলে অসাধু খাণ্ড-বিক্রেতা ভেজাল খাণ্ড বিক্রয় করিয়া মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে, প্রতারক ঔষধ-বিক্রেতা ভেজাল ঔষধ বিক্রয় করিয়া রোগীর রোগারোগার পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে; দ্রবস্ত নরপশুগণ দলবদ্ধভাবে প্রকাশ্যে নারীর শ্রীলতা হানি করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে না; শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের দুর্নীতির জন্ত জনগণের লাঞ্ছনার একশেষ হইতেছে; যে রাষ্ট্রীয় আইন জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সর্ববিধ কল্যাণের জন্ত রচিত হওয়ার কথা, তাহাও অনেক স্থলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থে রচিত হইতেছে; একরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অপর রাষ্ট্রের ক্রতি লোলুপ-দৃষ্টিপাত করিতেছে; একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ পরস্পর হানাহানি করিতেছে; স্বতন্ত্রগণ কৃষাদিগকে নির্যাতন করিতেছে; পুঁজিপতি

ও শ্রমিকেরা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি মানুষ আজ মানুষকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিবার জন্ত তাহার সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি নিয়োজিত করিয়া ভয়াবহ মারণাস্ত্র-সমূহ নির্মাণ করিতেছে। এই প্রকার আরও কত কিছু যে ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই মনে হয়, আধুনিক বহির্শুঁখ মানব-সভ্যতা আজ চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। ইহার প্রতিকার কি?

আধুনিক যুগের মনোবীদদের অনেকেই এই জাগতিক দুর্গতির প্রতিকারকল্পে মানবতা (humanism), বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, ধনসাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা দিয়াছেন ও দিতেছেন। কিন্তু নিত্যন্ত বৈষয়িক প্রয়োজন-সাধন ব্যতীত আর কিছু এইগুলির উদ্দেশ্য নহে। মানব-জীবনের গভীরতম সত্যকে উপেক্ষা করায় ইহাদের কোনটিই তেমন ফলপ্রসূ হইতেছে না—হইতে পারেও না। বরং এই সকল বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত অনেক-স্থলে অবস্থার আরও অবনতিই ঘটাইতেছে। জাগতিক-প্রয়োজন-সাধন মানবজীবনের আনুসঙ্গিক বা নৈমিত্তিক ব্যাপার-মাত্র—মূল তাৎপর্য্য নহে। মানবের অন্তরের গভীরে রহিয়াছে ভূমানন্দের অভীক্ষা, অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা, নিত্যরসের পিপাসা। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে জগতে যাহাও ভোগ-বিলাসের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত, তাহার সকলেই নিজদিগকে চিরকৃতার্থ মনে করিত। কিন্তু তাহা আর হয় কোথায়? অথচ জাগতিক বিচারে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের কাহারও কাহারও জীবনে মৃত্যুঞ্জয়ী আনন্দ চিরবিবাজিত থাকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আসল কথা—মানবতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্যবাদ, সমাজ-তন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদির কোনটিই দাঁড়াইতে পারে না যদি তাহাদের ভিত্তি ভগবৎ-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। একমাত্র ভগবৎ-প্রেমের ভিত্তিতেই মানবের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আত্মজাতিক জীবনের সকল দ্বন্দ্বের সুসমাধান সম্ভবপর। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের সেবক—“দাসভূতো হরেরেব”; “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।” যে যাহার অংশ সে তাহার সেবকই হয়। জীব ভগবানের অংশ—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” সুতরাং সে স্বরূপতঃ তাহার সেবক। বৃক্ষের

সেবায়ই তাহার শাখাপল্লবদির পরম সার্থকতা। ভগবৎ-সেবায়ই জীবের চরম কৃতার্থতা। ইহাতেই তাহার নিজস্বরূপের ও ভূমানন্দের অনুভূতি-লাভ। এখানে আর ‘কেন?’ এই প্রশ্ন উঠে না। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে মাতৃস্বের হৃদয়ে স্বভাবতঃই ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। সে তখন তাঁহাকে “অখিলাত্মার আত্মা”—সুতরাং নিজের আত্মারও আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে পারে। সেই অবস্থায় “আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি” এই পুরোক্ত বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়—ভগবানের জন্তই সব কিছু প্রিয় হয়। এই ভক্তিই ভগবৎ-প্রেম নামে অভিহিত—“সাত্বিন্ পরমপ্রেমরূপা” (নারদ-ভক্তিসূত্র)। এই ভক্তি বা প্রেমের দ্বারাই হয় চিদানন্দধন, অখিলরসামৃত-বারিধি ভূমির আশ্বাদন। মায়াযুক্ত জীব আমরা না জানিয়া বিষয়-ভোগের মধ্যে সেই আনন্দের অসার্থক অনুসন্ধান ব্যাপ্ত রহিয়াছি। কিন্তু “যদৈ ভূমা তৎ সুখম্”, “নাগ্নে সুখমন্তি”—ভূমাই প্রকৃত সুখ; নখর, সীমিত, অল্প বস্তু আমাদের প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। ভূমির আশ্বাদন লাভ করিলে জাগতিক আর সকল লাভই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়—“যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মত্ততে নাধিকং ততঃ”। ইহাতেই মানবের সকল ইতর পিপাসার নিবৃত্তি। তদবস্থায়ই তাহার নিকট বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি কথা প্রকৃতপক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তাহার পূর্বে এবস্থিৎ সকল আদর্শই কাঁধাতঃ ভিত্তিহীন থাকিয়া যায়। একটা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিতে হইলে তাহার ভিত্তি যদি শক্ত মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে সেই সেতুর উপরিভাগ যতই সুন্দর ও শক্ত করিয়া গঠিত হউক, শেষ পর্যন্ত তাহার পরিণাম যে শোচনীয় হইবে, তাহা অতি সহজ-বোধ্য। তেমনি এই মায়িক সংসার-রূপ ধরাতো নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত ইহার উপর ধর্মসেতু নির্মাণ করিতে হইলে, তাহার ভিত্তি যদি জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম ভগবৎপ্রেমের দৃঢ় ভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে সেই সেতুর পরিণামও শোকাবহ হইবে।

ভগবৎ-প্রেমে যাহার হৃদয় উজ্জীবিত হইয়াছে, তাহার

পক্ষে জগজ্জীবের প্রতি ভালবাসা পৃথক্ভাবে শিক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে না। যে নারী নিজ পতিকে সত্যই ভালবাসে, সে পতির পরিবারস্থ অস্ত্রাস্ত্র সকলকেও অতি সহজভাবে আন্তরিক আদর ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া আপন করিয়া লয়। ভগবদ্ভক্তও তেমনি জগৎপতির সৃষ্ট সকল মানবকে—এমন কি সকল জীবকে—প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সমগ্র বিশ্ব তখন তাঁহার ‘আত্মা’র পরিধির অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। তিনি তখন সকলের প্রতি “আত্মোপায়ান” দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। যতদিন পর্যন্ত এই আদর্শ স্বীকৃত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন আদর্শবাদ সহদেগ্রে কল্লিত হইলেও অধিক হইতে অধিক সংঘাতেরই সৃষ্টি করিয়া যাটবে, সংহতির সৃষ্টি হইবে না। আমাদের এই দুভাগা দেশের বর্তমান অবস্থা ইহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সুখের বিষয়, বর্তমান যৌর জড়বাদের যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনোবীদদের কেহ কেহ প্রেমধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে তাহার প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। ভারতীয় ঋষি-প্রজ্ঞা বহু প্রাচীনকালেই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, এক যুগসন্ধিকালে জীবের কল্যাণকামী সহস্র সহস্র ঋষির মুখপাত্ররূপে শ্রীশৌনক ঋষি শ্রীশ্রুত গোষামীকে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করিতেছেন। তন্মধ্যে দুইটি প্রশ্ন এই—(১) জীবের পরম শ্রেয়ঃ কি? (২) সকল শাস্ত্রের সার অর্থাৎ চরম তাৎপর্য কি—যদ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়? যাহা পরম শ্রেয়ঃ তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহাই সকল শাস্ত্রের সার। সুতরাং শ্রীশ্রুত গোষামী একটি কথায়ই এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যস্যাত্মা সুপ্রসাদতি ॥

—ভাঃ ১।২।৬

—যাহাতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আগোচর ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি (= প্রেম) লাভ হইতে পারে, তাহাই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সেই ভক্তিতেই জীব পরম প্রসন্নতা লাভ করে (অথবা, সেই ভক্তিতেই ভগবান সুপ্রসন্ন হন)।

ভারতীয় শাস্ত্রের চরম কথা এই ভগবদ্-ভক্তি বা ভগবৎ-প্রেম। ইহা মানবজীবনের মূল প্রয়োজন। মানুষকে মুখ্যভাবে ইহারই সাধনা করিতে হইবে। আসলে এই প্রেম নিজ স্বরূপ-সম্বন্ধে উদ্ভূত জীবের স্বাভাবিক নিত্য ধর্ম। ভগবদ্বিগ্নুর্খ জীবের জীবনে এই নিত্যধর্মের বিকাশনাই! অহংতা মমতা-বোধ দ্বারা ইহা আবৃত রহিয়াছে। ইহার বিকাশের সাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষারও সারমর্ম ইহাই—“প্রেম প্রয়োজন”। শুধু শিক্ষামাত্রই নহে, শ্রীমদ্ব্যাক্ত্যু অবাচিতভাবে এই প্রেম জীব-জগতে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মানব-সভ্যতার বর্তমান সঙ্কটকালে তাঁহার শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এবং বলিয়াও থাকেন, মহাপ্রভুর ধর্মের নামে প্রচলিত নানা উপধর্ম মানব-সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। ইহার সত্যতা অস্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই। কেননা মহাত্মা তোতা-কথিত ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় কর্তৃক মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া প্রচারিত ‘অপধর্ম’ বা ‘ছলধর্ম’ ত’ আর মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম নহে? জগতে আজ কোন্ ধর্মের অপব্যবহার না হইতেছে? কিন্তু তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় না যে, মহাবাদ্য কারুণ্যবিগ্রহ শ্রীমদ্ব্যাক্ত্যুর প্রচারিত প্রেম ধর্মের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে বা কখনও ফুরাইয়া যাইবে। বাজারে ভেজাল ঔষধ চলিতেছে বলিয়া খাঁটি ঔষধেবও প্রয়োজন নাই, এইরূপ মনে করা নিশ্চয়ই সুস্থ বুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি উক্ত শ্লোকটির আরও একটু অনুসরণ করা যাউক। এই শ্লোকে শ্রীমত গোষামী ভগবদ্ভক্তির দুইটি বিশেষণ দিয়াছেন—**অহৈতুকী** ও **অপ্রতিহতা**। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটিই সাধারণতঃ পুরুষার্থরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ‘অহৈতুকী’-শব্দ দ্বারা ধর্মার্থকামের ত’ কথাই নাই মোক্ষ-বাঞ্ছা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে। ভক্তির জন্তই ভক্তি (love for love’s sake), ভক্তিই ভক্তির ফল—‘ফলরূপদ্ব্যং’ (নারদ-ভক্তিসূত্র)। ‘অপ্রতিহতা’ শব্দের

অর্থ যাহা বাধা মানে না। শ্রীমদ্ব্যাক্ত্যুর শিক্ষাষ্টকের দুইটি শ্লোকে এই দুইটি শব্দের ভাব নিহিত আছে।—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্ত্রিকিরহৈতুকী তয়ি ॥

(ভক্তরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেছেন) হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী নারী, কবিতা—কিছুই কামনা করি না। আমার জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি হউক।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-

মদর্শনাম্যম্ হতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥

(শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত শ্রীমদ্ব্যাক্ত্যু বলিতেছেন—) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদদেবারতা কিঙ্করী আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, অথবা দর্শন দান না করিয়া মন্যপীড়িতাই করুন, তাঁহার যাহা খুসি তাহাই করুন—তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ, তদাতীত তিনি অল্প কেহ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহার অহুঃমনই আমার একমাত্র ধর্ম।

‘অহৈতুকী’ ও ‘অপ্রতিহতা’ এই বিশেষণদ্বয়ই প্রেম-ধর্মের পরম বলিষ্ঠতার অসম্বন্ধ প্রমাণ। ইহা দুর্বলতার একান্ত বিরোধী। তথাপি যে কেহ কেহ ইহাকে দুর্বলতার জনক বা পরিপোষক বলিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ইহা অপেক্ষা সত্যের অধিকতর অপলাপ আর কিছু হইতে পারে না। প্রেমধর্মের উদগাতা শ্রীমদ্ব্যাক্ত্যু নিজে ছিলেন ‘সিংহ-বীধ্য’—শাসক-শক্তির প্রতিকূলতা তাঁহাকে প্রেমধর্মের অনুশীলন ও প্রচার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। বরং শাসক-শক্তিকেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক নত করিতে হইয়াছিল। মহাপ্রভুই অহিংসামূলক প্রতিরোধের প্রথম প্রবর্তক। আবার ধর্মজ্ঞানহীন মূলুকপতি প্রেম-ধর্মাত্মীয় নামাচারী শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে হরিনাম পরিত্যাগ করাইবার জন্ত কঠোর শাস্তির ভয় দেখাইলে, তিনি উত্তর দিলেন—

ধণ্ড ধণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪

বাইশবাজারে বেত্রাঘাতের অসহ যন্ত্রণা সহ করিতে
করিতে তিনি প্রার্থনা করিলেন—

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।

মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১৩

দ্রুত জগাই-মাধাই পরম প্রেমিক শ্রীমন্নিত্যানন্দ
প্রভুকে প্রহার করিয়া রক্তপাত ঘটাইল, আর তিনি
নির্বিকার চিত্তে প্রেম বিতরণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধো তাহাদের
জীবনে বহাইয়া দিলেন প্রেমের জোয়ার। ইহার পরেও
কি বলা চলে প্রেমধর্ম দ্রবলতার জনক বা পরিপোষক?
যিনি একরূপ বলিতে চাহেন, তিনি প্রেম-ধর্মের মর্ম
হয় বুঝেন না, না হয় মাৎসর্য বশতঃ ‘নির্মৎসরাগাৎ
সত্যং’ (নির্মৎসর সজ্জনগণের) এই পরম ধর্মের নিন্দা
করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু
প্রকৃত আত্মপ্রসাদ একমাত্র প্রেমধর্মই হইতেই লভ্য।

একমাত্র প্রেমধর্মই জগতের সকল অমঙ্গল দূর করিতে
ও মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ।
মহাভারত বলেন, যদি অহিংসক, আত্মবিদ্, সর্বভূতহিতে

বত একনিষ্ঠ ভগবৎ-প্রেমিকদের দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ
হয়, তাহা হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। তখন
আর ক্ষুদ্র-স্বার্থ-প্রাণোদিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না।—

যত্নোক্তান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ শ্রাৎ কুরুনন্দন!

অহিংসকরাভ্যবিদভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।

ভবেৎ কৃতঘ্ন-প্রাপ্তি-রাশীঃ কর্মবিবর্জিতা॥

বর্তমানকালে মানব সভ্যতার যে দারুণ সঙ্কট উপস্থিত
হইয়াছে, তাহাতে মানবজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত
হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রসজ্জব-কর্তৃক
এই সঙ্কট মোচনের এ যাবৎ কোন সুব্যবস্থা হইয়াছে
বলিয়া মনে হয় না, কারণ সেখানেও প্রেমের ভিত্তিতে
আন্তর্জাতিক সমস্তা-সমূহের সমাধানের চেষ্টার বিশেষ
পরিচয় পাওয়া যাউতেছে না। অধিকন্তু কোন কোন
রাষ্ট্র এখনও এই রাষ্ট্রসজ্জব হইতে দূরেই রহিয়া গিয়াছে।
একমাত্র প্রেমধর্মের অনুসরণেই মানবজাতি এই সঙ্কটের
হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে— “নান্তঃ
পন্থা বিদ্যতেহয়নায়”।

* * * * *

শচীসুত মহাপ্রভো প্রেমদ করুণালয়।

প্রেমসম্পৎ প্রদানেন পাহি নঃ ক্ষতিবাসিনঃ॥

শ্রীভগবদ্ বিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিহ্মোদ পূরী মহারাজ]

(পূর্বপ্রকাশিত ৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২২৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীঅর্জুন হতাবশিষ্ট স্ত্রীবালবৃদ্ধগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনিতে-
ছিলেন, পশ্চিমমধ্যে স্ত্রীগণমধ্যে অবশিষ্ট ষোড়শসহস্র
(বিষ্ণুপুত্রগণ মতে শতাধিক ষোড়শ সহস্র অর্থাৎ ১৬১০০,
সুত্ররাং ১৬১০৮ মহিষীগণের মধো ক্রাক্ষণী-সত্যভামাদি
অষ্টপ্রধানা মহিষী দ্বারকায়ই অন্তর্দ্বান-লীলা প্রকট
করেন।) মহিষী গোপদম্বা-কর্তৃক অপহৃত। হন।
অবশিষ্ট বাল-বৃদ্ধাদিসহ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া
বান্ধববিরহসম্পন্ন অর্জুন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষমাণ
মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সপার্বদ শ্রীকৃষ্ণের অহরণ কথ্য
বর্ণন-প্রসঙ্গে মহিষী-হরণ কথা এইরূপ জানাইতেছেন—

“সোহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন

সখ্যা শ্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শৃণুঃ।

অধরন্যাক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্

গোপৈরসন্তিরবলেব বিনিজ্জিতোহস্মি॥

তদৈ ধনুস্ত ইষবঃ সরথো হয়াস্তে

সোহং রথী নৃপতয়ো যত আনমস্তি।

সরং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিতং

ভস্মন্ হতং কুহকরাক্রমিবোপমুগ্ধাম্”

—ভাঃ ১।১৫।২০-২১

অর্থাৎ “হে রাজপ্রেষ্ঠ, সেই কৃষ্ণসখা আমি এখন আমার প্রাণসখা পরমসুহৃৎ পুরুষোত্তম কর্তৃক তাত্ত্ব হইয়াছি, সুতরাং আমার সেইরূপ বীৰ্য্য নাই, এমন কি হৃদয় যেন শূন্য হইয়াছে, তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীগণকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, পথি মধ্যে কতকগুলি অসং গোপদমুখ্য আসিয়া আমাকে অবলার-দ্বার্য্য অনায়াসে পরাস্ত করিয়াছে।

পূর্বে নৃপতিবৃন্দ যাহাদিগের প্রভাবে আমার নিকট মস্তক অবনত করিতেন, আজ সেই ধনুঃ, সেই বাণ, সেই রথ ও সেই অশ্ব, সমস্তই আছে এবং আমিও সেই রথীই আছি, কিন্তু যেরূপ বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ভয়ে আহুতি প্রদানে কোন ফলোদয় হয় না, যেরূপ কোন মায়ারী অতি প্রসন্ন হইয়া কোন দ্রব্য প্রদান করিলেও সে দ্রব্য কো-রূপ উপকারেই আসে না, কিংবা যেরূপ উষর-ভূমিতে বীজ বপন করিলেও ফল উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ এক সেই শ্রীকৃষ্ণের বিবহে ক্ষণকালের মধ্যেই আমার ধনুঃ প্রভৃতি সমস্তই অকর্মণ্য হইয়াছে, আমিও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি।”

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর উপরিউক্ত ভাঃ ১।১৫।২০ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—

“*** উরুক্রমশ্চ পরিগ্রহং ষোড়শ সহস্র স্ত্রী-লক্ষণং অসদ্বিনীতৈঃ, বস্ত্রহস্ত ন বিদ্যন্তে সন্তো যেভ্যন্তৈ-
র্গাং পৃথ্বীং দ্বাঞ্চ পাত্নীতি তৈঃ গোপজাতিভ্যচ্চ গোপৈঃ তাঃ
অপ্রেয়সীরপ্রকটপ্রকাশে প্রবেশনার্থং ততদ্রূপেণ ভগবন্তৈব
তাসামাকর্ষণং। ‘ন বয়ং সাধিব সাম্রাজ্যমিত্যাদৌ (ভাঃ
১০।৮৩।৪১) ‘কাময়ামহ এতশ্চ’ (ভাঃ ১০।৮৩।৪২)
ইত্যনেন, ‘ব্রজস্তুয়ো যদ্ বাঙ্কস্তি পুলিন্দ্যন্তৃণবীকথঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ।’ (ভাঃ
১০।৮৩।৪৩) ইতি তাসাং বাকোন ব্রজস্ত্রীবাঙ্কিতে এব
ভগবৎস্বরূপে তাসাং মনোরথাবগতেঃ, অন্তথা তাসাং
ভগবৎপুভুক্তদেহানাং সাক্ষাৎসাক্ষীরাণাং নীচস্পর্শে সত্ত্ব
এবান্তর্ধানং শ্রাদিতাতঃ প্রকাশান্তরেণ তাসাং ব্রজস্ত্রীভ-
প্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। বিষ্ণুপুবাণব্রজপুরাণমোরপ্যত্রেবার্থে
তাংপদ্যমবগম্যতে, যথা অন্ত তত্ত্বার্জুনং প্রতি বাসবচনং।
‘এবং তশ্চ মুনৈঃ শাপাদষ্টাবক্রশ্চ কেশবম্। ভর্তারং প্রাপ্য

তা যাতা দশুহস্তা বরাদ্ধনাঃ।’ ইতি। পুৰা দেবোহষ্টা-
বক্রমুনিং স্তুত্বা ‘বিষ্ণুর্ভূঃ পতির্ভবিষ্যতীতি’ তস্মাদবরং
প্রাপ্য তদবক্রম দর্শনোথাধুপহাসাদশুহস্তা ভবিষ্যত
ইত্যভিশাপঞ্চ প্রাপ্য, পুনঃ প্রসাদিতাত্ত্ব তস্মচ্ছাপাঙ্কঞ্চ
প্রাপুঃ, অতোভর্তারং প্রাপ্য দশুহস্তং গতী ইতি মুনৈঃ
শাপপ্রসাদমোরমোষতাদশুহস্তগত্বং ভর্তুঃ প্রাপ্তিস্ত তাসাং
তত্ত্বৈবৈবাত্মং। স্বভর্তুঃ কৃষ্ণশ্চৈব দশুরূপত্বাৎ। অত-
স্তত্ত্বৈব পুনর্বচনান্তরঞ্চ যথা, তৎ তস্মা ন হি কর্তব্যঃ শোকো-
হল্লোহপি হি পাণ্ডব। তেনাপাখিলনাথেন সর্বং তদ্রূপ-
সংহতম্।’ অখিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ পতিঃ কৃষ্ণশ্চেন
তৎসর্বং তৎপ্রিয়াবৃন্দং। উপ নিকট এব সমাক্ষপ্রকারেণ
হৃতং অর্জুনাত সকাশাৎ গৃহীতমিত্যেব ব্যাখ্যায়ম্।”

অর্থাৎ মহাবিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা ষোড়শ-
সহস্র স্ত্রীলক্ষণ পরিজন অসন্তির্গোপৈঃ—নীচ গোপগণ
কর্তৃক হৃত হইয়া ছিল। বাস্তবার্থ—বীণা হইতে সাধু
আর কেহ নাই, তিনিই অসং অর্থাৎ সাধুতম, বহুবচন—
তাদৃশ সাধুতম গোপগণ কর্তৃক। ‘গো’ শব্দের অর্থ
পৃথিবী এবং স্বর্গ। বীহারী সেই পৃথিবী ও স্বর্গ পালন
করেন, তাঁহারাই গোপ। অথবা গোপজাতিত্ব হেতু গোপ,
তাঁহাদের দ্বারা। সেই সকল নিজাপ্রেয়সীবর্গকে অপ্রকট-
প্রকাশে প্রবেশনার্থ ততদ্ (গোপ)রূপে শ্রীভগবান্ কর্তৃকই
তাঁহাদের আকর্ষণ। (শ্রীদ্রোপদৌ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকুঞ্জলী,
গতাভামা, জাষবতী, কালিন্দী, ভদ্রা, সত্য, মিত্রবিন্দা
ও লক্ষ্মণা—এই অষ্টমহিবীর পাণিগ্রহণ বৃত্তান্ত প্রবণ
করিয়া ষোড়শ সহস্র মহিবীগণের পাণিগ্রহণ-কথা
শুনিতে চাহিলে তাঁহার কহিয়াছিলেন—পূর্বকাম শ্রীকৃষ্ণ
সালুচর নরকাসুরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তৎকর্তৃক পূর্বে
দিগ্‌বিজয়কালে পরাজিত রাজগণের কন্যা আমাদিগকে
(সেই নরকাসুর কর্তৃক) আবদ্ধ জানিয়া তথা হইতে
মোচন করিয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহার সংসারমুক্তি-
কারক পাদপদ্ম অক্ষুণ্ণ ধ্যান করিতেছি জানিয়া আমা-
দিগকে বিবাহ করিলেন।) ‘হে সাধিব, আমরা সাধীভৌম
পদ, ইন্দ্রপদ, তত্ত্বভয়পদ, অগ্নিমাতি সিদ্ধি, একপদ,
মুক্তিপদ, এমন কি শ্রীহরির সালোকা প্রভৃতি পদও প্রার্থনা
করি না, পরন্তু শ্রীদেবীর কুচকুম্ভ গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপদরজঃ

মস্তকে ধারণই একমাত্র ইচ্ছা করিয়া থাকি।’ ‘ব্রজরমণী-গণ, গোপগণ, এমন কি তৃণলতার নিকট হইতে পুলিন্দ রমণীগণও গোচারণশীল শ্রীকৃষ্ণের ঐ পদরজঃ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং উহা অস্ত্রের ছল্লভ হইলেও তৎপরায়ণ জনগণের সুলভ হইয়া থাকে।’—মহিবীগণের এই সকল বাক্য হইতে ব্রজস্বীবাঞ্ছিত ভগবৎস্বরূপেই যে তাঁহাদের মনোরথ, ইহা অবগত হওয়া যায়। তাহা না হইলে ভগবতুপভুক্তদেহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীধরূপিনী তাঁহাদের নীচস্পর্শে সন্তঃ সন্তঃই অন্তর্ধান দৃষ্ট হইত। প্রকাশান্তরে তাঁহাদের ব্রজস্বীত্বপ্রাপ্তিই জানা যায়। বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণেও এতদর্থ্যে তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। যথা তত্তৎস্থলে অর্জুন প্রতি বাসবাক্য এই প্রকার—‘এই প্রকারে সেই মুনি অষ্টাবক্রের শাপহেতু সেই বরাহনাগণ কেশবকে ভর্তৃরূপে পাইয়াও দম্ভহৃন্তে পতিত হইয়াছিলেন।’ পূর্বে দেবীগণ জলমধ্যে তপস্ত্রারত অষ্টাবক্র মুনিকে স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতাক্রমে তৎসমীপে ‘বিষ্ণু তোমাদের পতি হইবেন’ এইরূপ বর প্রাপ্ত হন। অতঃপর মুনিবর জল হইতে উঠিলে তাঁহার অঙ্গের অষ্টস্থানে অষ্টবক্র ভাব দর্শন করিয়া তাঁহারা হস্ত সম্বরণ করিতে না পারায় মুনিবর তাঁহাদিগকে ‘তোমরা দম্ভহৃন্তে নিপতিত হইবে’ বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। এই প্রকার অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পুনরায় মুনিবরকে বহু স্তবস্তুতি-দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক শাপান্ত হন। এজন্ত কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দম্ভহৃন্তগতা হন। এইরূপে মুনিবরের শাপ ও প্রসাদের অমোঘত্ব হেতু তাঁহাদের দম্ভহৃন্তগতত্ব ও ভক্তিপ্রাপ্তি উভয়ই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহাদের স্বভর্তা কৃষ্ণই (ষোড়শসংখ্য) দম্ভরূপে তাঁহাদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। এজন্ত সেখানে পুনরায় বচনান্তরও আছে—‘হে পাণ্ডব, তুমি বিন্দুমাত্রও শোক করিও না। পূর্ব পতি কৃষ্ণই তাঁহার প্রিয়ানন্দকে তৎসমীপে সম্যকপ্রকারে হরণ অর্থাৎ অর্জুনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্জুনমুখে ষড়্ভূত-নিধনবার্তা, যাদব-সুহৃদগণের মধ্যে চারি পাঁচজন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবার কথা শ্রবণ (ভাঃ ১।১। ২৩) এবং কলি সমাগত দর্শন করতঃ মহারাজ

যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই সংসারে নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ধামপথে মহাপ্রস্থানেরই স্থিরসঙ্কল্প করিলেন।

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং

জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়-সংকথঃ।

তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা-

মভদ্রহেতুঃ কলিরঘবর্ত্তত ॥ (ভাঃ ১।১৫।৩৬)

—যাঁহার পবিত্র যশোগীতি শ্রবণ করা বিশেষ, সেই ভগবান্ মুকুন্দদেব যে দিন এই পৃথিবীকে স্বশরীরে পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিনই অবিবেকি-জনসমূহের অমঙ্গল কারণ কলি প্রবেশ করিল।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—
“তদুত্থাগস্থাবাস্তবৎ স্পষ্টং যদা স্বতন্বা জহৌ স্বতনোরব বৈকুণ্ঠারোহাদিত শ্রীশ্বামিচরণাঃ। ত্যাগোহত্র স্বতনুকরণক এব ন তু স্বতন্বা সহ পৃথিবীং জহাবিত কুবাখ্যায়্য অবকাশঃ উপপদ-বিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়-সীতি জ্ঞায়াৎ। ‘প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতপ্তদুশাং’ নৃণাম্। আদারাস্তরধাদ্যন্ত স্ববিষং লোকলোচনম্ ॥” (ভাঃ ৩।২।১১) ইত্যত্রাপি লোকলোচনরূপং স্ববিষং নিজমূর্ত্তিৎ প্রদর্শ্য পুনরাদায়ৈব চ অন্তরধাং ন তু ত্যক্তেতি সন্দর্ভশ্চ। তদা যদহঃ তদভিব্যাপ্যোত্যর্থঃ। অপ্রতিবুদ্ধচেতসামিতি বিবে-কিনাস্তন প্রভুরিত্যর্থঃ। চৌরোহি নিদ্রিতস্তৈব ধনমপ-হরতি প্রতিবুদ্ধজু বিভেতীত্যর্থঃ।”

অর্থাৎ তদুত্থাগের অবাস্তবত্ব স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শরীর দ্বারা পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই অর্থ। কারণ স্বীয় শরীরেরই বৈকুণ্ঠে আরোহণ উক্ত হইয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন। এখানে ত্যাগের করণ স্বীয় শরীর-ই, ‘নিজের শরীরের সহিত পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিলেন’, এই প্রকার কুবাখ্যায়্য অবকাশ নাই। কারণ সহার্থে তৃতীয়া—এই উপপদ বিভক্তি হইতে কারক বিভক্তি অর্থাৎ করণে তৃতীয়া বিভক্তিই বলীয়সী। ‘প্রদর্শ্যাতপ্ত-তপসাং’ (অনুবাদ পূর্বে উক্ত) ইত্যাদি শ্লোকেও লোক-লোচনরূপ অর্থাৎ লোকনেত্রের আনন্দদায়ক স্ববিষ অর্থাৎ নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় ‘আদায়’ অর্থাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া — ত্যাগ করিয়া নহে — অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও এইরূপ অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদা অর্থাৎ, যে দিন তিনি পৃথিবী ভাগ করিলেন, সেই দিন ব্যাপিয়া 'অপ্রতিবুদ্ধচেতসাং' অর্থাৎ অবৈকিকজনগণের প্রভু—বিবেকিকজনগণের নহে—কলি প্রবেশ করিল। চোর নিদ্রিত ব্যক্তির ধন অপহরণ করে, কিন্তু জাগরিত ব্যক্তি হইতে ভয় পায়।

অতঃপর হতাবশিষ্ট শ্রীবালাবদ্বগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে সংস্থাপিত করিয়া মহারাজ যুদ্ধির অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্রকে শ্বসেন প্রদেশের অধিপতিরূপে মথুরায় অভিষিক্ত করিলেন। সর্বসদৃশগুণযুক্ত পৌত্র পত্নীক্ষিৎকে সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।—(ভাঃ ১১১৫১৮-৩২ ও ভাঃ ১১১৩১২৫-২৬ দ্রষ্টব্য)

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ য় নিতা, তৎসম্বন্ধে মহাভারত—বিষ্ণু সহস্রনাম মধ্যে 'অমৃতবপুঃ' এই নামের ব্যাখ্যায় শ্রীভগবানের বপুঃ 'মরণবজ্জিত', ইহা শ্রীআচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন।

হৃদপুরাণে কথিত হইয়াছে—

অসঙ্গশ্যাব্যয়োহভেদ্যোহনিগ্রাহ্যোহশেষায় এব চ।

বিক্রোহস্বগাচিতো বন্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশতে ॥

অমুরান মোহয়ন দেবঃ ক্রীড়তোয সুরেশ্বরি।

মাতুবান্ মথায়্য দুষ্টা ন মুক্তেষু কথঞ্চন ॥ ইতি

অবিজায় পরং দেহমানন্দাখ্যানমবাসম্।

আবোপয়ন্তি জনিমং পঞ্চতত্ত্বাত্মকং জড়ম্ ॥ ইতি চ

নারায়ণীয় বাক্য—

এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।

ইচ্ছন মুহূর্ত্তমশ্রেয়সীশোহং জগতোত্তরঃ ॥

মায়া হেবা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশুসি নারদ।

সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈবং ত্বং জাতুমর্হসি ॥

শ্রীরঘুপতেস্তু নিধাণে দ্বিভুজশ্চৈব তস্ত্য চতুভুজ-
মভূদিভুক্তমন্তরকাণ্ডে—

যামিচ্ছসি মণাবীর্ষ্য তং তল্পং প্রবিশ স্বকাম্।

পিতামহবচঃ শ্রদ্ধা বিনিশ্চিন্ত্য মতিং ততঃ।

বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহাজুজঃ ॥ ইতি

—সিদ্ধান্তরত্নটীকা হইতে উদ্ধৃত

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠকে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৫ মাংশ, মহাভারত মৌসলপর্ব ও ষোড়শ-রাজকীয়াদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামচন্দ্রের দেহভাগ প্রসঙ্গে যে সকল বচন আছে, তাহার যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লিখিত হইতেছে—

“লোকে বৈরাগ্যায় মায়ৈব তথা ভগবতা প্রত্যায়িতম্, আত্মরপ্রকৃতিভিত্ত্য তদ্ব্যবহদেব গৃহীতম্। ঐন্দ্রজালিকঃ খলু স্বরূপেণ স্থিত এব স্বশিরশ্ছেদাদিকং প্রত্যায়য়ন দৃষ্টঃ, কিমূত মহামায়ী পরেশঃ স ইতি।”

“জনগণের বৈরাগ্যোৎপাদন-নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাঁহার মায়াক্রিয়াদ্বারা ই মায়িকদেহভাগলীলার প্রতীতি করাইয়া থাকেন। আত্মরপ্রকৃতি জনগণ তাহাকে সত্য বলিয়াই মনে করে। ঐন্দ্রজালিক—স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই নিজের শিরশ্ছেদাদির প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে—দেখা যায়। সুতরাং মহামায়ারী পরমেশ্বর সম্বন্ধে ইহা যে অসম্ভব নহে, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে ?

হৃদপুরাণে উক্ত হইয়াছে—বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত জনগণের নিকট শ্রীবিষ্ণু বাণাদিদ্বারা বিদ্র, রক্তাঙ্গুত ও বন্ধ—এই প্রকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই দেব অমুরগণের মোহ উৎপাদন পূর্বক সুরগণের মধ্যে ক্রীড়া করেন। মথ্যদৃষ্টি দ্বারা মাতুবকে মোহিত করিয়া থাকেন। মুক্তগণের নিকট কোন প্রকার মায়া বা মোহ বিস্তার করেন না।

[‘মথ্যদৃষ্টি’ বলিতে ভগবদ্ বুদ্ধিও নহে, আবার সামান্ত মনুষ্যবুদ্ধিও নহে—এইরূপ মাঝামাঝি দৃষ্টিতে।]

আনন্দময় অব্যয় (অর্থাৎ নিতা) বিষ্ণুর দেহকে মায়াশ্রীত বুদ্ধিতে না পারিয়, তৎপাত্ত-বিশিষ্ট পাক-ভৌতিক জড় মনে করিয়া থাকে।

মহাভারতে শ্রীনারায়ণের বাক্য :—

হে নারদ! আমি রূপবান্—অতএব দৃশ্য, ইহা মনে করিবেন না। জগতের শুরু ঈশ্বর আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইতে পারি।

আমাকে যে সর্বভূতগুণযুক্ত দেখিতেছেন, ইহা আমা-কর্তৃক সৃষ্টা মায়া। আমি এইরূপ মায়িক দেহবিশিষ্ট, ইহা মনে করিবেন না।

শ্রীরামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে লিখিত আছে—দ্বিভুজ
শ্রীরামচন্দ্র নির্ধাণকালে চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন:—

“হে মহাবীৰ্য্য, ‘আপনি যে-শরীর ইচ্ছা করেন, সেই
চতুর্ভুজ স্বকীয় শরীরে প্রবেশ করুন’—পিতামহের

এইবাণ্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক স্থির নিশ্চয় করিয়া শ্রীরাম শরীর
এবং অমুজগণের সহিত বিষ্ণুতেজোময় চতুর্ভুজ শরীরে
প্রবেশ করিলেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ব্রজে ঐশ্বর্য্যমাদুরী কিরূপ ?

উত্তর—ব্রজে ঐশ্বর্য্যমাদুরী, ক্রৌড়ামাদুরী, বেণুমাদুরী
ও শ্রীবিগ্রহমাদুরী—এই চতুর্বিধ মাদুরী আছে। ব্রজে
মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ দেখা গেলেও তাহাতে নরলীলার কোন
ব্যতিক্রম না হওয়ায় তাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে না, পরন্তু মাদুরী
বলে। একথা রাগবত্যাচন্দ্রিকা গ্রন্থে আছে।

গৌরপার্ষদ জীল গোপালগুরু গোষামী প্রভু স্বকৃত
পদ্ধতি গ্রন্থে বলিয়াছেন—

“ব্রজে কৃষ্ণশ্র মাদুর্য্যং রাজতে চ চতুর্বিধম্।

ঐশ্বর্য্য ক্রৌড়োরোর্বোন্তথা শ্রীবিগ্রহশ্চ চ॥”

নিত্যসিদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্রাট - শ্রীল রূপগোষামী
প্রভুও স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

চতুর্দা মাদুরী তস্ত ব্রজ এব বিরাজতে।

ঐশ্বর্য্য ক্রৌড়োরোর্বোন্তথা শ্রীবিগ্রহশ্চ চ॥

তত্রৈব ঐশ্বর্য্যশ্চ—

কৃত্তবাপাশ্রতপূর্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা।

সেবামানো হরিত্ত্বত্র বিহারং কুরুতে ব্রজঃ॥

যত্র পদ্মজকুটস্থৈঃ স্ত্র্যমানোহপি সাধবসং।

দৃগন্তপাতমপ্যসু কুরুতে ন তু কেশবঃ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে শ্রীনারদবাক্যম্—

যে দৈত্যাঃ হুঃশকা হস্তং চক্রেণাপি বধাদ্ধিনা।

তে ত্রয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নবায়ী বাললীলায়াঃ॥

সার্কং মিত্রৈ হৈর ক্রৌড়ন্ ভ্রভঙ্গং কুরুষে যদি।

সশঙ্কা ব্রহ্মকৃত্রাতাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা॥

(লঘুভাগবতামৃত)

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিধ মাদুরী বিরাজিত। যথা—
ঐশ্বর্য্য-মাদুরী, লীলা-মাদুরী, বেণু-মাদুরী ও রূপ-মাদুরী।
তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যমাদুরী যথা—

অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর ঐশ্বর্য্য-সমূহ দ্বারা সেবামান হইয়া
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে বিহার করিতেছেন। সাধবস
বশতঃ ব্রহ্মা শিবাদি কর্তৃক সেখানে স্তব হইয়াও কৃষ্ণ
তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে
দেখিতে পাই—শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে
প্রভো, যে সমস্ত দৈত্যকে চক্রের দ্বারাও হত্যা করা
হুঃশায্য, অহো! আপনি তাহা নব্যা বাল্য-লীলাচ্ছলে
তাহাদিগকে নিধন করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, আপনি
সখাগণ সহ ক্রৌড়া করিতে করিতে যদি ভ্রভঙ্গ করেন,
তখন আকাশস্থিত ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণ ভীত সন্ত্রস্ত
হইয়া থাকেন। মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাদুরী, বৈদগ্ধ-বিলাস।

ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥

(১৫: ৫: মধ্য ২০।১৭৮)

মধুব-ঐশ্বর্য্য-মাদুরী-রূপাদি-ভাণ্ডার।

যোগমায়া দাসী যথা বাসাদি লীলা-সার॥

(গোষামিপাদোক্ত শ্লোক)—

করুণানিকুরস্বকোমলে

মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।

ভয়তি ব্রজরাজনন্দনে

ন হি চিন্তাকণিকাভাদেতি নঃ॥

(ঐ মধ্য ২১।৪৪-৪৫)

প্রশ্ন—সাপুর নিকট কি দান প্রার্থনীয় ?

উত্তর—হরিকথামৃত দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এ জন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হরিকথা-কীর্তনকারী সাধুগণকে ভূরিদা বলিয়াছেন।

শাস্ত্র বলেন—

এ ঘোর সংসারতাপে মুঞ্জি সে তাপিত।

দান দেহ হরিকথাবচন-অমৃত ॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ১১।৩।৩)

প্রশ্ন—অধর্ম বংশের আখ্যানটী কি ?

উত্তর—অধর্ম ব্রহ্মার পুত্র। মিথ্যা অধর্মের স্ত্রী। অধর্ম ও মিথ্যার পুত্র দন্ত এবং কন্যা মায়া। দন্ত ও তৎ-সহোদরা ভগ্নী মায়া পরস্পর দাম্পত্য-ভাবাপন্ন। দন্তের ঔরসে মায়ার গর্ভে লোভ-নামক পুত্র ও শঠতানামী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

লোভ নিজ ভগ্নী শঠতাকে বিবাহ করে। লোভ ও শঠতা হইতে ক্রোধ ও হিংসার জন্ম হয়। দন্ত পুত্র লোভ নিজ কন্যা হিংসাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। লোভ ও হিংসা হইতে কলি নামক পুত্র ও দুরুক্তি নামে কন্যা উৎপন্ন হয়। নিজভগ্নী দুরুক্তির গর্ভে লোভ-পুত্র কলি মৃত্যু নামক পুত্র ও ভীতি নামী কন্যা উৎপন্ন করে। কলি-পুত্র মৃত্যুর ঔরসে এবং কলি-কন্যা ভীতির গর্ভে নরক নামক পুত্র এবং যাতনা নামে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ইহাই অধর্ম বংশ। শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।২-৫) বলেন— এই অধর্ম-বংশ তিনবার শ্রবণ করিলে ক্ষীণের সর্বপাপ নষ্ট হয়।

যেখানে অধর্ম বা পাপ, সেখানে মিথ্যা, দন্ত, মায়া অর্থাৎ বঞ্চনা বা প্রতারণা, লোভ, শঠতা, ক্রোধ, হিংসা, কলি অর্থাৎ বিবাদ বা কলহ, দুরুক্তি, মৃত্যু, ভীতি, নরক এবং যাতনা থাকিবেই, ক্রোধ, হিংসা, দন্ত, ভয়, মিথ্যা, বিবাদ—এসবই পাপ, সুতরাং মঙ্গলাকাজক্ষী ব্যক্তি এসব পাপ হইতে সাবধান থাকিবেন।

প্রশ্ন—সেবার স্তম্ভতা কিসে সাধিত হয় ?

উত্তর—ভগবৎ-সেবা ও গুরুসেবা করিতে গিয়া বদ্ধজীব আমাদের যে নানাপ্রকার ভুল, ক্রটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি হয়, তাহা শ্রীহরিনাম কীর্তন দ্বারা নিশ্চিহ্ন বা

দোষহীন হইয়া থাকে। এইজন্ত ভক্তগণ নাম-কীর্তন-মুখে যাবতীয় সেবাকথা করিয়া থাকেন। যাহার যতই দোষ, অপরাধ, অনর্থ, ভুল, ক্রটি থাকুক, হরিনামে রুচি থাকিলে—নাম-নিষ্ঠা ও গুরুনিষ্ঠা থাকিলে তাহার কোন অমুবিধাই হইবে না, তাহার মঙ্গল হইবেই। কিন্তু যদি কেহ নাম ও নামাচার্য্য গুরুকে ভুলিয়া যান বা তাঁহাদের সেবার শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তবে তাহার মঙ্গলের আশা নাই। শাস্ত্র বলেন—

মন্ত্র-তন্ত্র-তন্ত্রিঃ দেশ-কাল-বস্তু-দোষ।

সর্বং কৰোতি নিশ্চিহ্নং নাম-সঙ্কীৰ্তনং তব ॥

(৪ঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮০ ধৃত ভাঃ ৮ম স্বক্কাব্যাকা)

অনুবাদ—

মন্ত্র-তন্ত্র-তন্ত্রিঃ দেশ-কাল-বস্তু-দোষ।

নাম-সঙ্কীৰ্তনে যার, পায় পরম সন্তোষ ॥

সংকর্ম-প্রধান নাম তাহার আশ্রয়ে।

অন্য সংকর্মের সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়ে ॥

(প্রেমবিবর্ত)

উক্ত শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা—

“মন্ত্রতঃ স্বরাদিত্রাংশেন, তন্ত্রতঃ ব্যাক্রমাদিনা, দেশতঃ কালতশ্চ অর্হতঃ পাত্রতঃ অশৌচাদিনা, বস্তুতশ্চ দক্ষিণা-দিনা যচ্ছিহ্নং নানং, তৎ সর্বং তব নাম-সঙ্কীৰ্তনমেব নিশ্চিহ্নং কৰোতি বিত্তং পূরয়তি অধিক ফলঞ্চ জনয়তি ॥”

শ্রীমদ্যশোভু বলিয়াছেন—

নাম সঙ্কীৰ্তনে হয় সঙ্কানর্থ-নাশ।

সর্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

(১৫ঃ চঃ অন্ত্য ২০।১১)

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা কাহাকে বলে ?

উত্তর—মহাজন বলিয়াছেন—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২০।২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলেন—‘শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্ত ভয়ং তচ্ছরণস্তা ভয়ং বদতি।’ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে—শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেবও বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৬২)

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা কয় প্রকার ?

উত্তর—মহাশ্রদ্ধ বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।

‘উত্তম’, ‘মধ্যম’, ‘কনিষ্ঠ’—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥

শাস্ত্রযুক্তো স্ননিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।

‘উত্তম-অধিকারী’ সেই তরয় সংসার ॥

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান।

‘মধ্যম-অধিকারী’ সেই মহাভাগ্যবান্ ॥

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—‘কনিষ্ঠ’ জন।

ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে ‘উত্তম’ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৬৪-৬৭)

শ্রদ্ধা দ্বিবিধ—দৃঢ়শ্রদ্ধা, কোমলশ্রদ্ধা। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদে ভক্ত্যাধিকারী ত্রিবিধ। শাস্ত্রযুক্তিতে স্ননিপুণ ও ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা ব্যক্তিই উত্তম-অধিকারী। যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে নিপুণ নন অথচ সাধু-গুরুকৃপায় ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, তিনি মধ্যমাধিকারী আর কোমল-শ্রদ্ধা ব্যক্তিই কনিষ্ঠাধিকারী।

গৌরপার্বদ শ্রীল.রূপগোস্বামী প্রভু ভক্ত্যাধিকারী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

প্রোঢ়শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্ত্যবৃত্তয়ো ১তঃ ॥

যঃ শাস্ত্রাদিষ্মনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগতত্বে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি)

উপরি উক্ত শ্লোকের টীকার জগদগুরু শ্রীল বিগ্ননাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন—

“সর্বথেতি তত্ত্ববিচারেণ সাধনবিচারেণ পুরুষার্থ-বিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। যুক্তিশাস্ত্র শাস্ত্রাহুগতৈব জ্ঞেয়া, ‘যুক্তিশ্চ কেবলা নৈব’ ইত্যুক্তে: স্বাতন্ত্র্যনিষেধাৎ। অনিপুণঃ বলবদ্বাথে সতি সমাধাতুমসমর্থঃ, তথাপি শ্রদ্ধাবান্ গুরু-পাদিঃ-ভগবত্ত্বাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যহরেণ ভেদ্যঃ শক্যঃ; ন তু সর্বথা ভিন্নঃ, তথাহে

ভক্ত্যাহুপপত্তে:। বহির্মুখকৃতবলবদ্বাথে সতি ক্ষণমাত্রং চিত্তস্ত দোলায়মানত্বমেব কোমলত্বং। পশ্চাৎ স্বকৃত-বিবেকেন গুরুপাদিষ্ঠার্থমেব নিশ্চিনোতি।”

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ও শাস্ত্রাহুগত যুক্তিতে সুপটু এবং তত্ত্ববিষয়ে, সাধন-বিষয়ে ও পুরুষার্থ-বিষয়ে সর্বতো-ভাবে দৃঢ় নিশ্চয়, সেই দৃঢ়শ্রদ্ধা ব্যক্তিই উত্তম-অধিকারী, যুক্তিশব্দে শাস্ত্রাহুগত যুক্তিই গ্রহণীয়, শুধু যুক্তি-তর্ক গ্রহণীয় নহে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ প্রবল পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা সমাধান করিতে অসমর্থ, অথচ গুরুপাদিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়, সেই ব্যক্তিই মধ্যম-অধিকারী।

ভক্তির বিরুদ্ধে কেহ প্রবল যুক্তিতর্ক উঠাইলে যাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কোমলশ্রদ্ধা। মধ্যমাধিকারীর জ্ঞান তাহার দৃঢ়তা নাই। তর্কাদি দ্বারা তাহার শ্রদ্ধা শিথিল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রদ্ধা নষ্ট হয় না। যদি শ্রদ্ধা নষ্ট হইত, তাহাহইলে সে ভক্তি অধিকারীর মধ্যে গণ্য হইতে পারিত না। বহির্মুখ লোকের কুযুক্তি শুনিয়া যাহার চিত্তে সাময়িক-ভাবে চাঞ্চল্য বা সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং পরে নিজ বিবেক দ্বারা গুরুপাদিষ্ট সিদ্ধান্তকেই সার বলিয়া ধরিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোমলশ্রদ্ধা। কোমলশ্রদ্ধাই কনিষ্ঠাধিকারী।

প্রশ্ন—সংশয়াত্মক গতি কি ?

উত্তর—মহাভাগ্যবান্ জীবই সদগুরুচরণপ্রণয়ের সৌভাগ্য পাইয়া হরিভজন করিতে করিতে চিরসুখী হইতে পারেন। যাহারা বিষয়ে অত্যধিক আসক্ত তাহারা বিষয়ে কিছু ক্ষণিক সুখ পায়; কিন্তু চিরসুখী হইতে পারে না। তাহাদের আনন্দ অল্প বা ক্ষণস্থায়ী। ভক্তের ভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে বলিয়া তিনি ভগবদনুভবানন্দী, সেবানন্দী বা নিত্যানন্দী। আর অভক্তের (বিষয়-সক্তের) বিষয়ে শ্রদ্ধা আছে বলিয়া তাহারা জড়ানন্দী, বা কিঞ্চৎ সুখী। বিষয়ে আসক্তব্যক্তি দুঃখকর সংসারকে সুখকর মনে করে বলিয়া বিষয়ে প্রীতিবশতঃ কিঞ্চৎ সুখ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই এবং ভক্তিতেও দৃঢ় বিশ্বাস নাই, এইরূপ

সংশয়ায়া ব্যক্তি কোন সুখই না পাইয়া ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৭।১৭) বলেন—

যশ মৃতমো লোকে যশ বৃদ্ধে: পরং গত:।

তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্রতাত্তরিতো জন:॥

শ্রীবিধনাথ টীকা—‘মৃততমঃ পশুদিব বিষয়াসক্ত-বৃদ্ধে: প্রকৃতে: পরমীশ্বরং প্রাপ্ত: তৌ সুখং যথাত্মাদেব-মেধেতে। সংশয়ক্লেশাভাবাং বিষয়ানন্দে স্বরানন্দাভ্যাং বর্ধেতে। যশ্ব হুঃখাহুসকানেন প্রাপঞ্চং জিহাসতি। ভগবন্ত-ক্লামাভাদিতুঞ্চ ন শক্লোতি। স ত্তস্তুরিতো মধাবর্তী আনন্দ-দয়াভাবেন সংশয়সিদ্ধিমগঃ ক্লিশ্রতি।’

সংশয়ায়ার হুঃখ অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে গীতাও বলেন—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়ায়া বিনশ্রুতি।

নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়ায়নঃ॥

(গীতা ৪।৪০)

গুরুপদেশানভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়ায়ার বিনাশ হয় অর্থাৎ সংসার হয়। সংশয়ায়ার ইহলোকে সুখ নাই, পরলোকেও সুখ নাই, এমনকি বৈষয়িক সুখও নাই।

প্রশ্ন—গুরুচরণাশ্রয় বাতীত কি ভক্তি হয় না?

উত্তর—সদগুরুচরণাশ্রয় বাতীত কাহারও ভক্তিতে প্রকৃত অধিকার আসে না। সদগুরুচরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা। তাই ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে প্রথমই সদগুরু-চরণাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং সাধুসঙ্গ দ্বারা শ্রদ্ধা হইবা মাত্র সজ্জনগণ সদগুরুচরণাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীবিধনাথ চক্রবর্তিপাদ ভাঃ ১।২।১৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—“যাদৃচ্ছিকমহংকুপাজনিতয়া মহতাং সেবয়া শ্রদ্ধানন্ত জাতশ্রদ্ধন্ত পুংস: পুণ্যাতীর্থং সদগুরুন্তু নিষেবণং চরণাশ্রয়ং স্রাং।” ভাঃ ৩।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন—“গুরুপাদাশ্রয় বাতীত ভগবান্কে সুখে পাওয়া যায় না। অতএব ভাগ্যক্রমে জন্মান্তরে গুরুচরণাশ্রয় ঘটিলেই তাহাদের ভক্তিকলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। অত উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। অজ্ঞামিলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন, ‘আমার গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি? শ্রীমদকৌতুকাধারাই আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে,’ তাহা হইলে তিনি গুরু-

বজ্রালক্ষণময় মহা-অপরাধ হেতু ভগবান্কে কোনদিনই লাভ করিতে পারেন না। পরন্তু সেইজন্মে কিংবা পরজন্মে সেই অপরাধ ক্ষয়ের পর সদগুরুচরণাশ্রিত হইয়া ভগবান্কে প্রাপ্ত হন।” শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

‘আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ভাজে,

আর সব মরে অকারণ।’

প্রশ্ন—ভক্তি জিনিষটী কি?

উত্তর—ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের সেবামুখ ইচ্ছাযে যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি। নিজের যেসকলমত মনঃকল্পিত ভজনের নাম ভক্তি নয়। ‘ভক্তিস্তু ভগবন্তুসঙ্গেন পরিজায়তে।’ সঙ্গ অর্থ আশ্রয়। সঙ্গী অর্থে আশ্রিত। সদগুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত বা ভগবচ্চরণাশ্রিত। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ভাঃ ৩২।৩২-৩৩ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—‘একান্তমনসো বৈষ্ণবস্তে এব যা ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তি: সা ভক্তি:; ন চ স্বচ্ছন্দেনৈব প্রবর্ত-মানানাং তেবাং বৃত্তিভক্তি:; কিন্তু শ্রীগুরুপদিষ্ট মজৌচিতা-চরণবতাম্।’

প্রশ্ন—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরোগে অধিকারীর লক্ষণ কি?

উত্তর—একদিন উদ্ধব কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অধিকারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

নিকিঞ্চানান্ জ্ঞানযোগোত্তাসিনামিহ কর্মসু।

তেষানির্বিকল্পিতানাং কর্মযোগস্ত কামিনাম্॥

যদৃচ্ছয়া মংকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত বঃ পুমান্।

ন নিকিঞ্চো নাতিসন্তো ভক্তিযোগোহন্ত সিদ্ধিদ:॥

(ভাঃ ১।২।১৭-৮)

সংসার-বিরক্ত ত্যাগিগণ জ্ঞানযোগে অধিকারী। অত্যাধিক বিষয়াসক্ত—দেহ, গেষ, স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাশক্ত ব্যক্তিগণ কর্মযোগে অধিকারী। ভোগিগণ কর্মাধিকারী এবং ত্যাগিগণ জ্ঞানাধিকারী। ত্যাগিগণ দেহ গেষ-কুটুম্বাদিতে অনাসক্ত বা বিরক্ত। কিন্তু ভক্ত ভোগীও নন, ত্যাগীও নন। যাঁহার সাধুসঙ্গকলে ভগবৎ কথা শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং সংসারে অত্যাধিক আসক্তি বা

অত্যধিক বিরক্তি নাই, তিনিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

সংসারে যাহার সম্পূর্ণ বিরক্তি আসিয়াছে, তাহার জ্ঞানে অধিকার। বিষয়ে যাহার অত্যাশক্তি আছে, তাহার কর্মে অধিকার, আর অত্যাশক্তি রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার। অনাদিকাল হইতে অবিত্রা—ভগবদ্বিশ্বাস্তি বা ভগবদ্বিশ্বাস্তুখ্যতাই অত্যাশক্তির কারণ। নিকাম কর্মহেতু অন্তঃকরণ শুদ্ধিই নির্বেদ বা বিরক্তির মূল। আর যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গই অত্যাশক্তিরাহিত্যের হেতু। যদৃচ্ছয়া অর্থে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—“অযত্নতোহকস্মাৎ প্রাপ্তং বা অযত্নাপস্থিতম্।” অর্থাৎ বিনা যত্নে অন্যায়সে অকস্মাৎ প্রাপ্ত সাধুসঙ্গ ফলেই হরিকথায় জীবের শ্রদ্ধা হয়। জাতশ্রদ্ধ অর্থে ‘হরিকথা হি কেবলং পরমং শ্রেয়

ইতি জাত বিশ্বাসঃ। অর্থাৎ হরিকথাই একমাত্র মঙ্গল-লাভের উপায়—এইরূপ বিশ্বাস যাহার হইয়াছে সেই হরিকথাশ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

উপরি-উক্ত নিব্বিধানাং জ্ঞানযোগো ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন—“ভক্তিযোগে কথাশ্রদ্ধালুরেব অধিকারী। অত্র তু ভিন্নোপক্রম ইত্যশ্চ জ্ঞানিভ্যঃ কর্ম্মভাষ্যে বৈশিষ্ট্যং একবচনেন বিরলপ্রচারং ধ্বনিতং। নিব্বিগ্নত্বে জ্ঞানেধিকারঃ। নির্বেদশ্চ কারণং নিকাম কর্ম্মহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিরেব। অত্যাশক্তেঃ কারণং অনাত্মবিদ্যেব। অত্যাশক্তিরাহিত্যশ্চ কারণং যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গ এব।”

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-স্মরণে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিগ্রামোদপুরী মহারাজ]

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য আশ্রমীয় গুরুপাদপদ্ম গোড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর ও অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ৩৮৭ গৌরাঙ্গ, ১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে অপরাত্র ৩৯ ঘটিকার পর শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটস্থ ‘নারায়ণহাতা’র সংলগ্ন ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরিত্রকৌতুহল-মুখরিত বাসভবনে আত্মপ্রকাশ করতঃ মাত্র ত্র্যধিকষষ্টি বৎসর (৬৩) প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্বক বিগত ১০৪৩ বঙ্গাব্দ ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-চতুর্থী তিথির শেষভাগে—নিশান্তে প্রায় ৫-৩০ মিনিট শ্রীশ্রীগাওবিবকা-গিরিধারীর প্রথম বাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্তলীলার প্রবেশ করিয়াছেন। ইংরাজী কাল গণনানুসারে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষ—১৯৩৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী শুক্রবার বলিয়াই ধরা হয়। ভারতীয় পঞ্জিকা-গণনামতে সূর্যোদয় হইতে দিন গণনা করা হয় বলিয়া অপ্রকট তারিখ ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবারই ধরিতে হইবে। বর্তমান বর্ষে ৪৮৩ গৌরাঙ্গ, ৪ নারায়ণ ; ১১ই পৌষ

(১৩৭৬); ইং ২৭/১২/৩৯ শনিবার তাঁহার ত্রয়ত্রিংশতম (৩৩ তম) বার্ষিক বিরহ-তিথি-পূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবতিথি-পূজা বা ‘শ্রীবাসপূজা’ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে—আগামী ৫ গোবিন্দ, ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর দেখিতে দেখিতে দ্বাত্রিংশৎ (৩২) বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যগণের অনেকেই একে একে নিত্যাধাম প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্ব যোগাত্মরূপায়ী তৎপাদপদ্ম সেবাধিকার লাভ করিয়াছেন, যাহারা এখনও প্রকট আছেন, তাঁহারাও শ্রীশ্রীগুরুপাদাজ-প্রদর্শিত আচার-প্রচারাদর্শ অনুসরণ পূর্বক হৃদয়ে তৎপাদান্তিক সেবাধিকার প্রাপ্ত হইবার শুভেচ্ছা পোষণ-সহকারে যথোপযুক্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন—“ভক্তিতে ভক্তিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব।”

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের প্রায় দুই মাস পূর্বে (২৪শে অক্টোবর) শ্রীপুরুষোত্তম ধামে যাত্রা করেন। তথায় চটকপক্ষেতে তাঁহার ভজন-কুণ্ডীরে অবস্থানকালে প্রায় সর্বক্ষণই সকলকে সাবধান

করিয়া বলিতেন—“আপনারা নিরুপটে হরিভজন ক’রে
নি’ন, আর অধিক দিন নাই।” বিশেষতঃ শ্রীশ্রীল রূপ
গোস্বামিপাদের “প্রত্যাশাং মে বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্”
এবং শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের “নিজ্ঞনিকট
নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ভূম্”—এই কএকটি বাক্য তাঁহাকে
প্রায় অলুক্ষণই উচ্চারণ করিতে শুনা যাইত। চটক-
পর্বতকে শ্রীমদ্রূপাশ্রয় সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং
নীলাম্বুধিকে যমুনা-রূপে দর্শন করিতেন। তত্রত্যা উপ-
বনোত্তানকে দেখিতেন—সাক্ষাৎ বৃন্দাবন। শ্রীরাধাভাবে
বিভাবিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন গৌরসুন্দর অপরহঃ শ্রীকৃষ্ণ-
বিরহে অত্যন্ত বিফল হইয়া বিলাপ করিতেন—

“কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।

কাঁহা করৌ, কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥”

শ্রীল প্রভুপাদও অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীমদ্রূপাশ্রয় সেই
সকল বিলাপোক্তি আবৃত্তি করিতে করিতে কৃষ্ণকথা-
রঞ্জে বিভোর হইয়া থাকিতেন। চটকপর্বতে শ্রীল
প্রভুপাদ শ্রীমদ্ব-জন্মোৎসব, গোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীল গৌর-
কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের উৎসব সম্পাদন করিয়া-
ছিলেন। শ্রীরূপ-রঘুনাথের উপরিউক্ত দুইটি বাণীকেই
প্রভুপাদ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্র বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপুরীধামে আসিবার কিছু পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ
মথুরা মণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তমব্রত-পালনাদর্শ প্রদর্শনার্থ ১২ই
আগষ্ট (১৯৩৬) কলিকাতা হইতে মথুরা যাত্রা করেন।
মথুরা ক্যান্টনমেন্টে ‘শিবালয়’ নামক ভবন তাঁহার বাসস্থান-
রূপে নির্দিষ্ট হয়। তথায় অবস্থান পূর্বকও তিনি অলুক্ষণ
হরিকৌর্তনোন্মত্ত থাকিতেন। আবার মথুরা হইতে প্রত্যহ
শ্রীবৃন্দাবনে ‘মধুমঙ্গল কুঞ্জে’ আসিয়া শ্রীমদভাগবত ব্যাখ্যা
করিতেন। এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধনে একটি
ভজন-স্থান প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে ১৭ই অক্টোবর হইতে মাসাধিককাল শ্রীল
প্রভুপাদ ভক্তগোষ্ঠিসহ মথুরাধামে কার্তিকব্রত পালন ও
অষ্টকালীয় লীলাকথা শ্রবণকৌর্তনাদর্শ প্রদর্শন করেন।
২৯শে অক্টোবর মথুরায় সাতঘরা (সটিঘরা) পল্লীতে

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদের শ্রীগোপাল-দর্শনস্থান আবিষ্কার
করেন। ১লা নবেম্বর শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত চন্দ্রসরোবর,
পরাসৌলি, গৌরীতীর্থ ও পৈঠগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন
পূর্বক ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নবনবায়মান চমৎ-
কারিতাপরিপূর্ণ লীলা-মাধুর্য্য বর্ণন করেন।

১৯৩২ সালে ২ই অক্টোবর শ্রীমদ্রূপাচার্য্যের আবির্ভাব-
তিথি হইতে মাসাধিককাল শ্রীল প্রভুপাদ বহুভক্তসহ
পদব্রজে চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমণের মহাদর্শ
প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক লীলাস্থানে স্বয়ং গমন
করিয়া হরিকথা কৌর্তন করিয়াছেন, আবার বিভিন্ন
দেশবাসী ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থ তত্ত্বদেশীয় ভাষায়ও
সেইসকল স্থান ও লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণনের ব্যবস্থা
করাইয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রামকুণ্ডের সঙ্গমস্থানে
ব্রজবাসী ও পণ্ডিতগণের মহতঃসভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ
শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদের উপদেশামৃত হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা
করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ড তটে পরিক্রমাকারি-
ভক্তগণকে উপদেশ প্রদানরত প্রভুপাদের একটি আলোক-
চিত্র তাৎকালিক ‘গৌড়ীয়’ সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত
হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বহু তাঁবুর ব্যবস্থা
ছিল, যেখানে তাঁবু ফেলা হইত সেখানে যেন একটি নগর
বসিয়া যাইত।

১৯৩৫ সালে ৮ই অক্টোবর হইতে মাসাধিককাল ব্যাপী
শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরম প্রিয় শ্রীরাধা-
কুণ্ডতটে শ্রীদামোদরব্রত বা উজ্জ্বলত পালনকালে প্রত্যহ
উপনিষৎ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা,
শ্রীকুণ্ডপরিক্রমা ও অষ্টকালীয় লীলা শ্রবণ-কৌর্তনাদর্শ
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের
সেবোন্নতির জন্ত শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার উদ্বোধন করেন
এবং ঐ সালেরই ৪ঠা নবেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ডতটবর্তী শ্রীকুঞ্জবিহারী
মঠে শ্রীশ্রীকুঞ্জগোবিন্দ-রাধাকুঞ্জবিহারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং
৬ই নবেম্বর ঐ শ্রীরাধাকুণ্ডতটবর্তী শ্রীব্রজস্থানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবসেবা ও পুষ্পসমাধি
স্থাপন করেন।

শ্রীরাধারাবী ও তদীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই ছিলেন শ্রীল
প্রভুপাদের জীবাত্ম। শ্রীবৃন্দাভূজানন্দিনী—কৌর্তনানন্দিনী

রাধারাগীর জয়গান ও তাঁহার করুণার কথা বলিতে গিয়া
প্রভুপাদ আত্মহারা হইতেন—অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া
পড়িতেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কৃত ‘রাধারস-
সুধানিধি’র—

“যন্তাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোথ-

ধস্তাতিধনু-পবনেন কৃতার্থমানী।

যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোহপি

তস্তা নমোহস্ত্য বুধভানুভুবো দিশেহপি।”

[অর্থাৎ কখনও রাধার বসনাঞ্চল সঞ্চালনোথ-
ধস্তাতি-পবন-দ্বারা যোগীন্দ্রদুর্গমগতি মধুসূদনও নিজেকে
কৃতার্থ জ্ঞান করেন, সেই বুধভানুরাজনন্দিনী যেদিকে
অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই দিককে প্রণাম করি।]

—এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে প্রভুপাদ
অশ্রুপ্লাবিতনেত্র ও গদগদকণ্ঠ হইতেন। বিলাপকুসুমাজলি
ছিল তাঁহার বড় আদরের। রাসপঞ্চাধ্যায়, গোপীগীতা,
ভ্রমর গীতা, শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথের স্তবমালা ও স্তবাবলীর
বহুশ্লোক আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আশ্রয়ন করিতে
শুনিয়াছি।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপদেশায়তের ২ম শ্লোকের
‘শ্রীউপদেশায়তভাষা’ নামক পত্ন্যাবাদে প্রভুপাদ
লিখিয়াছেন—

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা-নগরী।

জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥

মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।

যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥

বৃন্দাবন হৈতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।

গিরিধারী গান্ধারিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥

গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।

প্রেমায়ুতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥

গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি।

অন্তর যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥

নির্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।

কুণ্ডতীর সর্বোত্তম স্থান প্রেমধার ॥২॥

উক্ত উপদেশায়তের ১১শ শ্লোকানুবাদে লিখিতেছেন—

“শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকাস্তা-শিরোমণি।

কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী ॥

মুনিগণ শাজ্জ রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।

গান্ধারিকা তুল্য কুণ্ড-করয়ে গণনে ॥

নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম চুল্লভ।

অন্ত সাধকেতে তাহা কভু না মূলভ ॥

কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্থান যেই জন করে।

মধুর রসেতে তার স্থানে সিদ্ধি ধরে ॥

অপ্রাকৃতভাবে সদা যুগল সেবন।

রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন ॥” ১১ ॥

“শ্রীবার্ধভানবী কবে দয়িতদাসেরে।

কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজজন ক’রে ॥”

* * *

এই সকল ভাষানুবাদ দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার
অন্তর্হৃদয়টি গোপন করিয়া রাখিতে পারেন নাই।
“ভক্তেঃ কৃপাং ময়ি বিধাতৃসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজেন
বরোর বকারিণাশি” এই শ্লোকটির (‘আশাভরং’—
বিলাপকুসুমাজলি দ্রষ্টব্য) মর্মার্থ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার
নামেই অভিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীবার্ধভানবী-দয়িত বা
প্রিয় কৃষ্ণদাস বলিয়াই প্রভু আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক
হে রাধে! তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর তাহা হইলে
আমার প্রাণ ধারণে প্রয়োজন কি? আমার ব্রজে বাসেই
বা কি প্রয়োজন? হে বরোর! তোমার কৃপা ব্যতিরেকে
সাক্ষাৎ বকারি কৃষ্ণকেও আমি চাহি না। “আতপরহিত
স্বরথ নাহি জানি। রাধাবিরহিত কৃষ্ণ নাহি মানি ॥”

শ্রীধাম-মায়ূপুর যোগপীঠ—শ্রীময়্যাপ্রভুর আবির্ভাব-
স্থলকে প্রভুপাদ দর্শন করিতেন—সাক্ষাৎ গোকুল মহাবন,
শ্রীবাস-অঙ্গনকে দেখিতেন—সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন—সঙ্কীর্ণন-
রাসস্থলী, শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন—শ্রীচৈতন্যমঠকে দেখিতেন—
সাক্ষাৎ গিরিরাঙ্গ গোবর্দ্ধন, তথায় তিনি তাঁহার যে ভজন-
কুটি নিয়োগ করাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধিত কুণ্ডটিকে
দেখিতেন—সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড। ১৮২৭ সাল হইতেই
তিনি তথায় অবস্থান পূর্বক নিয়মিতভাবে চাতুস্তায়ব্রত-
পালন, স্বহস্তে হবিষ্যন্ন রন্ধন পূর্বক ধরাপৃষ্ঠে পাণ্ডুরী-
ভোজন ও উপাখানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়নাদর্শ
প্রদর্শন করিয়াছেন। আজন্ম অত্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত

পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন প্রভুপাদ। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ অতিমর্ত্যচরিত্র অবধূত ভাগবত পরমহংস শ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের নিকট হইতে ইংরাজী ১৯০১ সালের মাঘমাসে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। অবশ্য প্রভুপাদ যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীরামপুরে অবস্থান করিয়া তত্রতা হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময়ই ঠাকুর তাঁহার ভগবদনুবাগ লক্ষ্য করিয়া পুরী হইতে তুলসীমালা আনয়ন পূর্বক তাঁহাকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও শ্রীমুসং-মন্ত্ররাজ প্রদান করিয়াছিলেন। আবার ১৮৮১ সালে কলিকাতাহু রামবাগানে ‘ভক্তিবান’ নিম্নাধিকারে ভিত্তি ধনন সময়ে যখন মৃত্তিকাভাস্তর হইতে একটি কুম্ভমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল ঠাকুর ৮৯ বৎসরের বালক প্রভুপাদকে সেই শ্রীকৃষ্ণপূজার মন্ত্র ও পূজাবিধি ও শিক্ষা প্রদান করেন। প্রভুপাদ নিয়মিতভাবে পরমভক্তিভরে সেই শ্রীকৃষ্ণদেবের পূজা ও তিলকাদি সদাচার গ্রহণ করিতেন। শিশুকাল হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ‘প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’ কণ্ঠহার করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ পাঠ না করিয়া প্রভুপাদ জলগ্রহণ করিতেন না।

১৯০৫ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নামাচাধ্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে প্রত্যহ অপতিত-ভাবে তিনলক্ষ মহামন্ত্র কীর্তন করিয়া শতকোটিমহামন্ত্র-কীর্তনব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে প্রভুপাদ শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে একটি ভজন-ভবন ও শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ রাধাকুণ্ডতট বিচারে তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারী-জিউর অপূর্ব ভজনাদর্শ প্রদর্শন করেন। ১৯১৪ সালে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকটতিথি আবাটী অমাবস্তায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন, উহার পর-বৎসর ১৯১৫ সালে উত্থানকাদশী তিথিতে প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজও অন্তর্দীনলীলা প্রকট করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সময়ে শ্রীযোগগীঠে অবস্থান করিতেন। তিনি পরপর দুই মহাপুরুষের বিরহে

নিজেকে নিতান্ত অসহায়-জ্ঞানে অত্যন্ত মর্শ্বীকৃত হইয়া অহনিশ হাহতাশ করিয়া বিলাপ করিতে থাকিলে একদিন প্রভুপাদ রাত্রে স্বপ্নে দেখিতেছেন—শ্রীযোগগীঠের সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে পঞ্চতন্ত্র ও তৎশাস্ত্র যথাক্রমে বৈষ্ণব সাক্ষীভৌম শ্রীজগন্নাথ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌর-কিশোর। সপার্বদ শ্রীঃস্বাহাপ্রভু প্রভুপাদকে বলিতেছেন—“সরস্বতি! তুমি হতাশ হইও না, তুমি অদম্য উৎসাহে প্রচার-কাধ্য কর, তোমার পশ্চাতে অগণিত লোকবল ও ধনবল অপেক্ষা করিবে, তুমি নিঃসহায় নিরাশ্রয় নহা।” প্রভুপাদ স্বপ্নসমাধিযোগে এই অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া অতীব আনন্দ ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন।

১৯১৮ সালে ৭ই মার্চ শ্রীগৌরজন্মবাসরে প্রভুপাদ বিশুদ্ধ বৈদিকবিধানানুসারে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখরবা-চাধ্যা-ভবনে ত্রিদিগুসন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকট করেন। এই বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-প্রথা বহু প্রাচীন। উপনিষৎ, মহাসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে অত্যাধি ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত প্রভুপাদ অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে অদম্য প্রবল উৎসাহে বহু মঠমন্দির শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্বক বিভিন্ন ভাবায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রাদি প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ মূল ও তদ্ভাষ্যাদি-সহ মুদ্রণ, ভক্তিসদাচার প্রবর্তন, পাঠ্যকীর্তন-বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীমন্ন্যাস-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্মের গুরুভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন, নামমাগায়া প্রচার পূর্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। হরিকথায় ছিল শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব অনুরাগ, ঘটীর পর ঘটী চলিয়া গিয়াছে, ভক্ষ্য ও পেয়াদি আনিবার ইঙ্গিত মাত্র করিলেও অসহ্য হইয়াছেন। প্রভুপাদ বলিতেন—একএকটা মায়ামোহনিদ্রাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের স্বল্পপোষোদন করিতে হইলে—জাগাইতে হইলে গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিতে হয়। কোন সেবকের বিচার-ভ্রান্তি দেখিলে সেবকবৎসল প্রভুপাদ চোখের জলে বক্ষ্য ভাসাইতেন। পাষণ্ডদলনে বজ্রাদি কঠোর হইলেও প্রেমপ্রচারে তিনি কুসুম অপেক্ষাও কোমলহৃদয়। কোন মঠের কোন সেবক

সেই মঠসেবায় অর্থাভাব জ্ঞাপন করিলে জ্ঞাত হইবা-
 মাত্রই তিনি তাহা পাঠাইবার যত্ন করিতেন—পাছে বিলম্বে
 তাহার কষ্ট হয়। কোন সেবকের অসুখ বিষয়ের কথা
 শুনিলে শিষ্যবৎসল প্রভুপাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া
 পড়িতেন। অপূর্ণ বাৎসল্য, কোটি কোটি পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-
 স্নেহের সহিত তাহার তুলনা হয় না। বড় দুঃখভারাক্রান্ত
 হৃদয় লইয়া প্রভুপাদের নিকট বসিলেই তাঁহার অফুরন্ত
 স্নেহের গ্লাবনে সেই সকল দুঃখ-কষ্ট কোথায় ভাসিয়া
 যাইত। তাঁহার ভৎসনাটিও বড় মধুর লাগিত।
 ‘প্রভুপাদ আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন’—ইহা যেন
 আমাদের কত গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হইয়াছে,
 নিজদিগকে কৃতকৃত্য মনে করিয়াছি। গুরুপাদপদের
 একটু প্রীতি-প্রফুল্ল বদনকমল দর্শন করিতে পারিলেই আমরা
 আমাদের যাবতীয় সেবা-শ্রমকে সার্থক বলিয়া বিচার
 করিতাম, মনে হইত—‘তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও
 ত’ পরম সুখ। সেবা-সুখ-দুঃখ পূরম সম্পদ, নাশযে
 অবিশ্বা-দুঃখ॥’ গুরুদেব কোন সেবার্থ্য স্তুত্বে ভাবে না
 করিতে পারিলে প্রাণে বড়ই দুঃখ বাজিত। সাধন-ভজন,
 ধ্যান-ধারণা, তপ-জপ—সবই ছিল আমাদের গুরু-সেবা।
 তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ‘যেন কেনাপ্যুপায়েন’ তাঁহার একটু প্রীতি
 উৎপাদন করিতে পারিলেই আমরা তাহাকেই মনে
 করিয়াছি আমাদের ভজন-সাধন—সব কিছু। প্রভুপাদ
 কোনস্থানে গেলে প্রাণে ব্যথা বোধ হইত, কবে আসিবেন
 কবে আসিবেন বলিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। হায়,
 আজ ত’ দেখিতে দেখিতে ৩২ বৎসর গত হইয়া গেল!
 এ সুদীর্ঘ বিচ্ছেদেও জানিনা কি করিয়া দিনগুলি
 কাটিতেছে—‘কেন বা আছে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া!’
 নামাপরাধে—গুরুবজ্রা-ফলে চিত্ত বজ্রসম কঠিন হইয়া
 গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে আর ব্যথা-বোধ নাই।
 তাহাতে সত্য সত্য যদি প্রীতি থাকিত, তাহা হইলে কি আর
 এইভাবে ‘অথ্য’ দিন যাপন করিতে পারিতাম? দীনদয়াময়
 প্রভো! তোমার অধম কিঙ্করকে রক্ষা কর, ভ্রষ্ট পতিত
 দুর্গত হইলেও শ্রীচরণে তুলিয়া লও। একদিন ত’
 কিঙ্করাকিঙ্কর বলিয়া শ্রীচরণে স্থান দিয়াছিলে! প্রয়োজন
 হইলে আমাদের হায় দুর্গতজীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত

বারবার এই ধরাধামে প্রকটলীলা করিবারও ত’ আশ্বাস
 দিয়াছ! দয়াময় গুরুদেব! বড় যে করুণহৃদয় তোমার,
 জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে অজ্ঞাধম-কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা
 করিয়া শ্রীচরণে চিরস্থান প্রদান কর প্রভো! অপ্রকট-
 কালের পূর্ণদিনে ওই দুইটি পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিলে
 বড় করুণনয়নে এ হতভাগ্যের প্রতি চাহিয়াছিলে, মুখ—
 অবোধ শাস্ত্র জ্ঞানহীন আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝিনা,
 আমাকে কৃপা করিয়া সংশোধিত—সেবাযোগ্য করিয়া
 লও প্রভো, দোষ ত্রুটি বুঝাইয়া দাও, তোমার কিঙ্কর-
 কিঙ্কর জ্ঞানে শ্রীচরণসেবায় অধিকার দাও। শ্রীমদ্বাপ্তভু
 মুরারিগুণকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন—

“সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।

সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥

দুর্দেবে সেবক যদি যায় অত্যাচারে।

সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে॥”

—চৈঃ চৈঃ অঃ ৪।৪৬-৪৭

জীবনের গণাদিন বোধ হয় ফুরাইয়া আসিয়াছে, আয়ু-
 নুধ্য অন্তিমিত হইবার সময় বোধ হয় খুবই নিকটবর্তী
 হইয়াছে। তথাপি এখনও ত’ চৈতন্য হইতেছে না!
 নিরপরাধে লক্ষ নাম গ্রহণ করিবার জন্ত দক্ষকর্ণে হরিনাম
 দিয়া তুমিই ত’ হস্তে তুলসী-মালিকা দিয়াছিলে, কিন্তু হায়,
 আমি ত’ তৎপ্রতি এখনও উদাসীন! আমার শুভাকাজ্জী
 কোন কোন গুরুভ্রাতা স্বীয় আদর্শ-আচার প্রদর্শন-দ্বারা
 আমাকে সাবধান করিলেও আমি ত’ এখনও তাহাতে
 সাবহিত হইতেছি না! নামে অহুরাগ ত’ দূরের কথা,
 নামগ্রহণেই ত’ কচি জাগিতেছে না! তাহা হইলে কি
 গুরুবজ্রা বৈষ্ণবাপরাধাদি নামাপরাধ-জন্তই নামের করুণা-
 লাভে বঞ্চিত হইতেছি? হে প্রভুপাদ, কৃপা করিয়া
 আমাতে পরোক্ষে শক্তি সঞ্চার কর। নামে অহুরাগ দাও,
 মায়ামোহ দূর কর।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শাস্ত্রবাক্যে দৃষ্ট হয়—

“হরী কঠে গুরুভ্রাতা গুরী কঠেন কশ্চন।

তন্ম্যং সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

আচার্য্যন্ত প্রিয়ং কুর্ধ্যাৎ প্রানৈরপি ধনৈরপি।

কন্মণা-মনসা-বাচা স যতি পরমাং গতিম্॥

যে গুৰ্ব্বাজ্ঞান কুৰ্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।

ন তেবাং নরকক্ৰেশ-নিস্তারো মুনিসত্তম॥”

[অর্থাৎ শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করেন না। সুতরাং সর্বপ্রযত্নে গুরুদেবের প্রসন্নতা সম্পাদনে যত্ন করিবে।

যিনি কায়মনোবাক্যে ধন-প্রাণ—সর্বস্ব দিয়া আচার্য্য-দেবের প্রিয় কার্য্য করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

যে-সকল পাপিষ্ঠ পুরুষাধম গুরুদেবের আদেশ প্রতি-পালন করে না, হে মুনিবর, তাহাদের নরকযাতনা হইতে কিছতেই নিস্তার নাই।]

সুতরাং হে দয়াময় শ্রীগুরুদেব, তোমার বা তোমার নিজজনগণের শ্রীপাদপদ্মে অঙ্কতা-বশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহা হইতে নিস্তার লাভের উপায় করিয়া দাও।

উক্ত শ্রীহরি ভক্তিবিলাসে কথিত আছে—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।

গুরুর্ধন্য ভবেৎ তুষ্টিশ্চ তুষ্টি হরিঃ স্বয়ম॥

[যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু, যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রে বিচারিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন, স্বয়ং শ্রীহরিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।]

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা করেন ভক্তগণে। —চৈঃ চঃ

এইজন্যই আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া থাকি—

“শ্রীগৌরকরণাশ্রিত্তিবিগ্রহায় নমোহস্ত তে।”

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের মাত্র সপ্তাহ পূর্বে (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬) প্রাতঃকালে তাহার শিষ্যগণের নিকট প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভজন সাধন সম্বন্ধে যে কএকটি শেষ ইঙ্গিত প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সেই সংক্ষিপ্ত চরম উপদেশ ভজন-পিপাসু মাত্রেরই—বিশেষতঃ তাহার যে কএকজন বিষ-সাশী শিষ্য আমরা এখনও ধরাধামে অবশিষ্ট আছি, তাহাদের পক্ষে সকলেরই ইহা বিশেষ ভাবে ইষ্টগোষ্ঠী-সূত্রে অল্পধাবনীয়—প্রবিধান যোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন—

* * * *

১। সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপাঙ্গগণের পাদপদ্ম ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

২। আপনারা সকলেই এক অবয়বজ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভক্তনের উদ্দেশ্যে এই দুদিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ ক’রে চ’লবেন। শত বিপদ, শত গজনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না।

৩। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক’রছে না দেখে নিক্রমসাহিত হ’বেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কৌটন ছাড়বেন না। ত্বণাদপি সুনীচ ও তরুর তায় সহিষ্ণু হ’য়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন ক’রবেন।

৪। * * * জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ’বে না। আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ’বেন। * * আমাদের এক মাত্র কথা এই—

আদদানন্তুং দত্তৈরিদং বাচে পুনঃ পুনঃ।

শ্রীমদ্রূপপদান্তোজধূলিঃ শ্রাং জন্মজন্মনি ॥

৫। সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হ’বার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক’রব, আমাদের নিত্য জীবন কি হ’বে, এখানে থাকাকালেই তার পরিচয় লাভ করা আবশ্যিক। * * * * * দন্দাতীত হ’য়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

৬। এজগতে কাহারও প্রতি আমাদের অসুরাগ বা বিরাগ নাই। এজগতে সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে।

৭। আপনারা একই উদ্দেশ্যে একতানে অবস্থিত হ’য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন।

৮। জগতে শ্রীকৃপাভুগ-চিত্তাশ্রোত প্রবাহিত হউক।

৯। সপ্তজিহ্বা শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন-যজ্ঞের প্রাতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বর্দ্ধমান অমুরাগ থাক্লেই সর্বার্থসিদ্ধি হ'বে।

১০। আপনারা শ্রীকৃপাভুগগণের একান্ত আভুগত্যে শ্রীকৃপ-বসুনাথের কথ্য পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ! আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত ঐ সকল উপদেশ সাক্ষাৎ বেদবাক্যজ্ঞানে—“আজ্ঞা গুরুণাং হবিচারণীয়া” বিচারাহুসারে যাহাতে আমরা নিষ্কপটে পালন করিতে পারি, আপনি কৃপাপূরক আমাদেরকে সেই প্রকার সত্বুদ্ধি, হৃদয়বল ও আত্মবল প্রদান করতঃ নিত্যকাল পালন করুন—ইহাই গললগ্নীকৃতবাসে আপনার শ্রীপাদপদে সত্যতর প্রার্থনা।

আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়া সহরে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নূতন প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

আসাম প্রদেশের সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর বহুল প্রচার-প্রসারার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখারূপে ও তৎ সেবাপরিচালনাধীনে তেজপুর, গোহাটী ও সরভোগ-নামক স্থানে তিনটি প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্প্রতি আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয়—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য জগদগুরু ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোষামি প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত গোয়ালপাড়া সহরেও শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীশ্রী প্রভুপাদের প্রকটকালেও এখানে ‘গোয়ালপাড়া-প্রপল্লভ্রম’ নামে একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

গোয়ালপাড়া জিলার বলবলা গ্রাম নিবাসী স্বর্নামধন্য স্বধর্মনিষ্ঠ বদান্তবর সজ্জন শ্রীশরৎকুমার নাথ মহোদয় গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কলিযুগাবনাবতারী শ্রীশ্রীমগ্নহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিকান্তবাণী শুদ্ধভক্ত মাধ্যমে প্রচার-প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়া গোয়ালপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধারে ১/২১ (একবিঘা সওয়া দুই কাঠা) জমিসহ তদুপরিস্থিত দুইটি স্থানিটারী শৌচাগার, দুইটি বাগানঘর, ছোট বড় আটখানি কামরা, টিউবওয়েল এবং ইলেকট্রিক লাইট সমেত দুই খণ্ড বসতবাড়ী তথায় একটী স্থায়ী মঠ স্থাপনার্থ নির্বাচন স্বত্বে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমন্তক্লিদয়িত মাধব গোষামী মহারাজের গ্রীহণ্ডে অর্পণ করিয়াছেন।

গত ইং ১৫/১২/৬৯ তারিখে ঐ দানপত্র নির্বিলম্বে রেজিস্ট্রী হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল ও অগ্রাগ্র সজ্জন-বৃন্দ শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর এই সেবা-বৈশিষ্ট্যে সকলেই সর্বান্তঃকরণে উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন। জগতে হরি-কথার ত্রুভিক্ষই প্রকৃত ত্রুভিক্ষ, তাহা অপনোদনের চেষ্টাই প্রকৃত হৃদয়বল ও পরোপচিকীর্ষার পরিচয়—হরিকথামৃতই ত্রিরমণ মানবের মৃতসঞ্জীবনী, তাহার বিতরণকারি-জনগনই প্রকৃত ‘ভূরিদা’।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ হরং সপার্বদে গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার স্বভাব-মূলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-বাণী কীর্ত্তন-মুখে মঠ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত মঠের দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সহরটিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মঠ-মধ্যে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মাণ ও সেবকখণ্ডাদি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তজ্জন্ত প্রশস্ত স্থানেরও অভাব হইবে না। তবে এখন যে ঘরগুলি আছে, তাহার একটিকে শ্রীমন্দিররূপে পরিণত করা হইবে।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নব প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রচার কেন্দ্রে বিগত ১৭ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীজয়প্রকাশ সিংহ এন্স. ডি. ও এবং ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গোয়ালপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমহেন্দ্র বরামহোদয়ের সভাপতিত্বে দুইটি ধর্মসভায় যথাক্রমে ‘জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার’ এবং

‘ভাগবতধর্ম’সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা ও শ্রীনাম-সকীর্ণাদি অনুরূপিত হইয়াছে।

আমরা সজ্জনবর সগৌড়ী শরণ বাবুর সৌজন্তে ও

শ্রীভগবৎ-সেবা-চেষ্টায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীভগবানে তাঁহার রতিমতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

সভার গ্রামে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্যের আবির্ভাব-মহোৎসব

পূর্ণপাকিস্তানস্থিত ঢাকা জেলার অন্তর্গত সভার গ্রামের সজ্জনবর শ্রীলোকনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎসাহে উক্ত ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ (১৩৭৬), ইং ২০।১১।৬৯ বৃহস্পতিবার উথানৈ-কাদশীবাসরে অশ্বদীয় গুরুপাদপদ্ম—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্য আচার্যপ্রবর ত্রিদণ্ডযতি ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি-দয়িত মাধব গোঁস্বামী বিষ্ণুপাদের আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের-সমিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিচিত্র বর্ণের পুষ্প পল্লব পতাকা বস্ত্র ও পুষ্পমালাদি মণ্ডিত মঞ্চোপরিস্থ সিংহাসনে শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যার্চ্যা সংস্থাপন-পূর্বক যথাবিধি ষোড়শোপচারে পূজা বিহিত হইলে স্থানীয় প্রায় চারিশত মহিলা ও পুরুষ ভক্তবৃন্দ বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই আলেখ্যার্চ্যায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

করেন। শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ণনে ও নারীগণের মুহুমুভঃ হলুধবনিতে গৃহটি মুখরিত হইয়াছিল। ভক্তগণ প্রত্যেকেই শ্রী গুরুপাদপদ্মে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী পুষ্প, মালা, ফল ও অর্থাদি উপায়ন প্রদান করেন। অপরায় ৫ ঘটিকায় উক্ত ঘোষ বাবুর গৃহে একটি মহতী সভার আধিবেশন হয়। প্রায় অর্দ্ধ সহস্র শুশ্রূষু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমদ্ গৌরঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ঐ সভায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন পূর্বক শ্রদ্ধালু শ্রোতবৃন্দের প্রচুর আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। পরদিবস লোকনাথ বাবু বহু নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহার অনুরাগ বিশেষ প্রাণসর্হ। উৎসবটি অভাবনীয় ভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া সকলেরই আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধক হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়—পরমার্থ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোঁস্বামী ঠাকুরের অনুরূপিত দিনাজপুরের জমিদার রাজর্ষি কুমার শ্রীমৎ শরদিন্দু নারায়ণ রায় এন্, এ প্রাক্স (লাগের) মহোদয় গত ১২ই কার্তিক (১৩৭৬), ইং ২৯ অক্টোবর (১৯৬৯) বৃহবার কৃষ্ণ-চতুর্থী তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৯২ বৎসর বয়সে তাঁহার আলিপুরস্থ ১১নং বোর্ডিংফিল্ড রো-স্থিত বাসভবনে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণ স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি বিবিধ পরিশ্রম সহকারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দার্জিলিংএ অবস্থান কালে তিনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। বহু সভাসমিতিতে আহূত হইয়া তিনি তত্তৎস্থানে প্রকাশ্যভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের

বিচার-বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ১৯২৮ সালে অক্টোবর মাসে শিলং শৈলে তিনি শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোদ্ধিত সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হন। পরমার্থ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীধাম সেবায় অনুরাগ প্রদর্শনার্থ শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ৪৪৪ গৌরাদে ‘রাজর্ষি’, ৪৪৫ গৌরাদে ‘বেদান্তভূষণ’ এবং ৪৪৮ গৌরাদে ‘ভুবনমঙ্গল’ শ্রীগৌরা-দীক্ষাদ-মুচক উপাধিত্তয়ে ভূষিত করেন।

তিনি যোলকোশ- শ্রীনবদ্বীপ ধাম ও তন্মধ্যবর্ত্তী শ্রীময়্যাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়্যাপুর সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ ‘চিত্রে নবদ্বীপ’ নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীধাম সেবায় বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত তিনি আমাদের সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

তিনি প্রায়ই শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে আসিয়া

পূজাপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহাবাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীমঠের সভাসমিতিতেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া যোগদান করিতেন। শ্রীপাদ মাধব মহাবাজের শাস্ত্রসিকান্ত ও স্মৃতিপূর্ণ ভাষণে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। যদিও তিনি পরিপক্ব বয়সেই দেহ রক্ষা করিয়াছেন, তথাপি আমরা বৈষ্ণবজগতে আজ তাঁহার ন্যায় একজন গুণগ্রাহী প্রাচীন বান্ধবকে হারাটরা বিশেষ ব্যথিত।

শ্রীপাদ ভূদেব দাসাধিকারী—পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ ভূদেব

দাসাধিকারী (ব্রহ্ম) মহোদয় গত ৩০ অক্টোবর (১৩৭৬), ইং ১৬ ডিসেম্বর (১৯৬২) মঙ্গলবার শ্রীঅন্তর্দীপান্তর্গত বাল্লালদীঘি গ্রামস্থ নিজভবনে শ্রীশ্রীশুক্ল-গোরাঙ্গ-গাঙ্গকবিকা-সিঁরিধারী-জীউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ-পার্বদ শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুরের শ্রীপাটের অনতিদূরেই তাঁহার গৃহ বর্তমান। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীধর-শুক্ল-বৈষ্ণব-সেবায় বিশেষ অনুরাগী মিত্রভক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার বিরহে প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছি।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড

কলিকাতা-২৬

১১ পৌষ, ১৩৭৬; ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৬২।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যসীলা প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্বদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিতি ঔ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকষে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীশুক্ল-গোরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক তিথিতে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব-পূর্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ৩০ নারায়ণ, ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ৪ মাধব, ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদশবর্ষাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রতাহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটা ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পূজাপাদ ত্রিদিগ্বিতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন ও শ্রীনামসংকীর্তন হইবে।

১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীশুক্ল-গোরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণ স্মরণ্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরিউক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইবে। ইতি—

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর—ত্রিদিগ্বিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১৬০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত গুরুভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সজ্ঞ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫২০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিতি শ্রীমন্তক্লিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগোবিন্দদেবের আবিভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাস্থিক লীলাস্থল শ্রীদৈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমাণ্বিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মবিশ্বাসনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিয়ে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

দৈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুণিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় স্বত্বকীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

পরমার্থলিপ্সু গণের অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

- (১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ১৬২
- (২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন
মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ
হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১৫০
- (৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — — — — — ১০০
- (৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রচিত
(টীকা ও বাখাণা সম্বলিত) — — — ৫০
- (৫) উপদেশামৃত — শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত
(টীকা ও বাখাণা সম্বলিত) — — — ৬২

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাব্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ,
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

দ্রষ্টব্য :—ভি: পি: যোগে পাঠাইতে হইলে ডাকমাণ্ডুল পৃথক লাগিবে।

শ্রীমারাপুর ঈশোদানে
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপারনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাভূগত শ্রীধাম-মারাপুর ঈশোদানে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য দ্বিদণ্ডিস্বামী ও শ্রীমদ্বক্তাদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

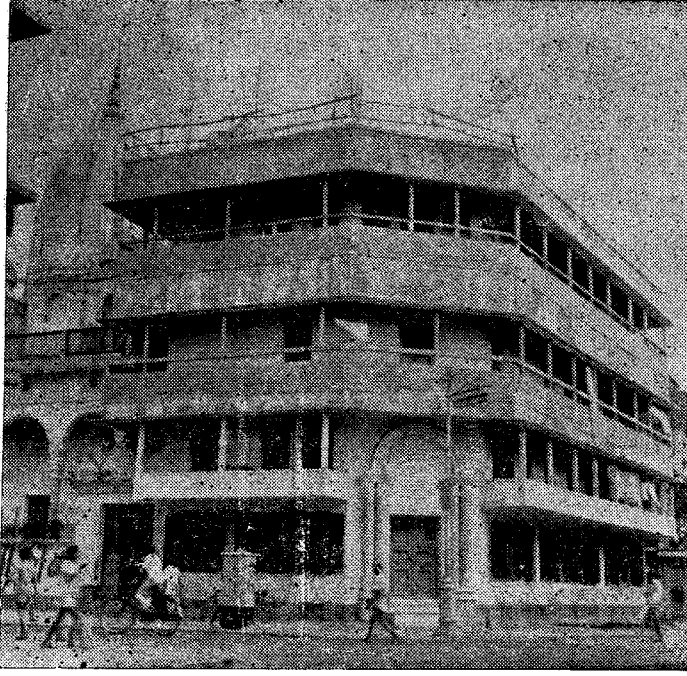
শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ও শ্রীমদ্বক্তাদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় নীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামাস্ত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণববর্ণন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:



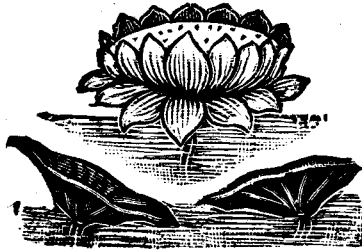
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীৰ্ত্তন-ভবন
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বার্ণা

১২শ সংখ্যা

মাঘ ১৩৭৬



সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযতি শ্ৰীমদ্ধক্তিদয়িত মাধব গোখামী মহাৰাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্ৰিদণ্ডিযামী শ্ৰীমদ্ধক্তিপ্ৰমোদ পূৰী মহাৰাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

- ১। শ্ৰীবিভূষণ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাकरण-পুৰাণতীৰ্থ, বিজ্ঞানিধি। ৩। শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ মজুমদার, বি-এল
- ২। মহোপদেশক শ্ৰীলোকনাথ ব্ৰহ্মচাৰী, কাব্য-ব্যাकरण-পুৰাণতীৰ্থ। ৪। শ্ৰীচিন্তাহরণ পাটগিৰি, বিজ্ঞাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্ৰীজগমোহন ব্ৰহ্মচাৰী, ভক্তিশাস্ত্ৰী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্ৰীমঙ্গলনিলয় ব্ৰহ্মচাৰী, ভক্তিশাস্ত্ৰী, বিজ্ঞারত্ন, বি, এন্-সি

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্ৰসমূহ :—

মূল মঠ :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্ৰীমায়াপুৰ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্ৰ ও শাখামঠ :—

- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
- ৫। শ্ৰীশ্যামানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুৰ
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৭। শ্ৰীবিনোদবাণী গোড়ীয় মঠ, ৩২, কালীদহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
- ৮। শ্ৰীগোড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
- ৯। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)
- ১০। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
- ১১। শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুৰ (আসাম)
- ১২। শ্ৰীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্ৰীপাট, যশডা, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

- ১৩। সৰভোগ শ্ৰীগোড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামৰূপ (আসাম)
- ১৪। শ্ৰীগদাই গৌরাজ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূৰ্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্ৰেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্টীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

নবম বর্ষ

[১৩৭৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৬ মাঘ]

(১ম--১২শ সংখ্যা)

ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতা
গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য
ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

—•—

সম্পাদক-সজ্জপতি

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

—•—

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রেসে
মহোপদেশক শ্রীমদ্বল্লভচরণ ব্রহ্মচারী বি, এস-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিজ্ঞানরত্ন কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—•—

শ্রীগৌরানন্দ ৪৮৩

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ সূচী

নবম বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক	প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শুদ্ধাভিক্রিয়োগ ও অভিক্রিয়োগসমূহের স্বরূপ-পরিচয়	১১১	পাঞ্জাব ও হরিনামার শ্রীল আচার্যাদেব	৩৬৪
নিরুপট ক্রন্দন দ্বারা মন্থণ-চিত্তে ভক্তি প্রকাশিত হন	১১৩	শ্রীধাম-মায়াপুর ও কলিকাতাহিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয়	
শ্রীচৈতন্য রহস্য	১১৪, ২১২২, ৩৫০	মঠে শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাষ্ট্র	৩১৭০
বর্ষারম্ভে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্যাদেব		বিরহ-সংবাদ—	
শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রশস্তি	১১২	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র নাথ সরকার	৩১৭১
বর্ষারম্ভে	১১১১	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৪১২৩
শ্রীচৈতন্যবাণীর নববর্ষে প্রার্থনা	১১১৪	শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদার (মোনীমা)	৬১২৩৮
ডগবদ্বিখাসের প্রয়োজনীয়তা	১১১৫	ডাঃ নবেন্দু দত্ত মজুমদার ও	
প্রশ্ন-উত্তর	১১১৭, ২১৪০, ৩৬৭, ৪৮২, ৬১৩১, ৭১৬১, ৮১৮৬, ১১২৫২, ১২২৭৪	শ্রীমতী বনলতা ঘোষ	৭১৬৭-১৬৮
শ্রীচৈতন্য-বাণীর অবদান	১১২১	শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী ও শ্রীচম্পাদেবী	২১২১৬
শ্রীবাসপূজা-মহোৎসব (বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান)	১১২২	শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় ও	
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	২১২৫, ৪১৭৩, ৮১৬২, ৯১২২৩, ১০১২১৭, ১১২২৪১	শ্রীপাদ ভূদেব দাসাধিকারী	১১২৬৩
শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোত্তান	২১০২	দশমূল নির্ধাস	৪১৭৫, ৫১২২, ৬১২২২
গুরু-শিষ্য সংলাপ	২১০৪	ভদ্রায়-সেবন “বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি”	৪১৭৬
Statement about ownership and other particulars about newspaper ‘Sree Chaitanya Bani’	২১৪৪	প্রচার-প্রসঙ্গ	৪১৮৩, ৬১২৪০
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর ভগ্নোৎসব	২১৪৫	শ্রীপুরুষোত্তমধাম মাহাত্ম্য	৪২৫
বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই বিষ্ণুসেবা হই	৩১৪২	শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের উত্তোগে	
পরমদয়াল শ্রীগৌর-নিষ্ঠাট	৩১৫৫	রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা	৪১২৬
শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার প্রদত্ত		শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা	৫১২৭, ৬১২২১
শ্রীগৌরীশীর্ষাদ পরাবলী (৪৮৩ মৌর্য)	৩১৫৮	অদ্বৈতজ্ঞান ব্রজেননন্দন ও তাঁহার ভজন	৫১১০১
ত্রিদণ্ড-সম্মান [শ্রীনরোত্তম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরায়ণ দাস ব্রহ্মচারী কাপুরজী)]	৩৬০	প্রশ্নোত্তর-সুস্ত—	৫১১০৫, ২১২০৮
বঙ্গীয় নববর্ষারম্ভে	৩৬১	(১) শ্রীমদ্ব্যপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরীশাদেব নিকট যখন	
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা	৩৬৩	“দশাক্ষর গোপালমন্ত্র” দীক্ষা নিলেন তখন আমরা	
		“অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র” পেলাম কি করিয়া ?	
		(২) শ্রীমন্দিবে শ্রীমূর্তি—আলেখ্য নয় পরন্তু Concrete statue—পূজা করা যায় কি না ?	
		(৩) আমরা যে শ্রীমদ্ভাগবত দেখিতেছি উহা কি সম্পূর্ণ শ্রীবাসদেবের লেখনী প্রসূত ? কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে	

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক	প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
দেখিতে পাই—শ্রীশুক উবাচ, শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—		শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৭১৬০
ইত্যাদি উক্তি।	৫১০৫	ভ্রম-সংশোধন	৭১৬৫
(১) আমরা যে 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ক্রমানুসারে		প্রার্থনা	৭১৬৬
মহামন্ত্র অণু করি,—ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে ?		জড়বাদ-নিরসন	৭১৬৬
অনসাধারণ যে “হরেরাম” ইত্যাদি ক্রমানুসারে		শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের উদ্ভোগে	
মহামন্ত্র অণু করে—ইহা কি শাস্ত্র সম্মত ?		শ্রীধাম বৃন্দাবনে দামোদর-ব্রত পালন ও	
(২) সাধারণ জীব কি ক্রমোন্নতি দ্বারা		বিভিন্ন বনে শ্রীকৃষ্ণলীলাহলী দর্শনের	
ব্রহ্মা বা শঙ্করের পদলাভ করিতে পারেন ?	৯২০৮	বিপুল আয়োজন	৭১৬৮
গীতার শিক্ষা	৫১১১	তত্ত্বৈক্যকল্পাৎ সুসমীক্ষমাণঃ	৮১৭৪
প্রার্থনা দৈনন্দিনী ; প্রার্থনা লালসাময়ী ও		শ্রীভগবদ্ বিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন	৮১৭৮, ৯১৯৯, ১০১২২১, ১১১২৪৮
গঙ্গার মহিমা	৫১১৭	শ্রীকুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব	
দিল্লীতে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ	৫১১৭	(বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান)	৮১৮৯
বিশাখাপত্তনম্-এ শ্রীগৌরাদ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ		বৈষ্ণব-নিন্দা	৯১৯৫
শ্রীমুর্তি প্রতিষ্ঠা	৫১১৯	শ্রীশ্রীবিজয়া-দশমীর সন্দের সন্ধ্যাস্তব্ধ	৯২০৬
আসাম প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৫১১৯	কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী	
গৌরানুগ গোড়ীয় দর্শন	৬১২৪	উপলক্ষ্যে ধর্ম সভার অধিবেশনে কলিকাতা	
ধর্মশিক্ষা	৬১২৫	মুখ্যধর্ম্যাদিকরণের প্রধান বিচারপতি	
শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশ-বাণী	১১২৮	শ্রীপবেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ	৯২০৭
অধঃপতনের হাত হইতে নিকৃতির উপায়	৬১৩০	শ্রীব্রজধামে শ্রীল আচার্যদেব	৯২১৪
চাতুর্ন্যাস্তব্রত	৬১৩৬	উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্য বা প্রচার	৯২১৪
একটা জিজ্ঞাসা	৬১৩৮	বৈষ্ণব-সেবা	১০১২১৯
কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব	৬১৩৯	ত্রিবিধ বৈষ্ণব-সেবা	১০১২২০
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জনালালহস্ত	৬১৪০	মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্য	১০১২২৬
নিমন্ত্রণ পত্র—		Krishna Consciousness Movement	
কলিকাতা মঠের শ্রীকুলনযাত্রা,		in America	১০১২২৩
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী	৬১৪৩	শ্রীউজ্জ্বলিত বা নিরমসেবা উদ্ঘাপন	১০১২৩৪
কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব	১১২৬৪	শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মধ্যম গোবামী মহারাজের	
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব	১২২৮৩	ষট্‌ষষ্টিম আবির্ভাব বাসরে	
ভক্তিতে অধোক্ষজ বস্তু Recipient	৭১৪৫	তড়িত বার্তায় শ্রীগুরুপূজার অঞ্জলি	১০২৩৪
শ্রীগীতার শিক্ষা	৭১৪৬, ৮১৭১	ভক্তি-অঘ্য (পত্র)	১০২৩৫
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য	৭১৪৮	ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (পত্র)	১০২৩৬
শ্রীশ্রীজগদ্বাদেবের নবকলেবর-প্রকট মহোৎসব	৭১৫২	ভক্তি-কুসুমাজলি (পত্র)	১০২৩৭
নবকলেবরে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন	৭১৫৬	ভক্ত্যর্থ্য (পত্র)	১০১২৩৯
কেশব কাম্বারী ও কেশব ভারতী এক নহেন	৭১৫৮		

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক	প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
সাহিত্য-শ্রাঙ্ক	১০।২৩২, ১২।২৮২	সাত্তার গ্রামে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাচার্যের	
শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	১০।২৪০	আবির্ভাব-মহোৎসব	১১।২৬৩
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ	১১।২৪২, ১২।২৬৬	ভজনীয়বস্ত্র ও ভজন-তারতম্যে ফললাভেরও	
নামপ্রোয়ান্ত্রীমহাপ্রভুর সর্বত্র		তারতম্য	১২।২৬৫
তন্নাম প্রচার-প্রসারের কৃপাশীর্ষাদ	১১।২৪২	শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-স্মরণে	১২।২৬৭
সভ্যতার সঙ্কট ও প্রেমধর্ম	১১।২৪৪	শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী প্রবেশ	১২।২৭১
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের		বর্ষশেষে	১২।২৭৭
অগ্রকটীলা-স্মরণে	১১।২৫৬	গোহাটী শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে নব মন্দিরের	
আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়া সহরে শ্রীচৈতন্য		ভিত্তি-সংস্থাপন	১২।২৮০
গোড়ীয় মঠের নূতন প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা	১১।২৬২	শ্রীল জগদীশ শঙ্কিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব	১২।২৮১

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব কর্তৃক মাতা দেবহুতির নিকট কৃষ্ণবহিস্মুখ জীবের গর্ভবাসাদি ক্লেশ বর্ণন ও কৃষ্ণস্তুতি

শুন শুন, মাতা ! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব ।
সর্বভাবে কর, মাতা ! কৃষ্ণে অনুবাগ ॥
কৃষ্ণসেবকের, মাতা ! কড়ু নাহি নাশ ।
কালক্রমে ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে ।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা ! কিছুই না জানে ॥
জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥
চিত্ত দিয়া শুন, মাতা ! জীবের যে গতি ।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥
মরিয়া-মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস ।
সর্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব-পাপের প্রকাশ ॥
কটু, অন্ন, লবণ—জননী যত খায় ।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায় ॥
মাৎসর্য অঙ্গ ক্রমিকূলে বেড়ি' খায় ।
বুচাইতে নাহি শক্তি, মরণে জ্বালায় ॥
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঙ্কজের মাঝে ।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥
কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয় ।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি-প্রলয় ॥
শুন শুন, মাতা ! জীবতত্ত্বের সংস্থান ।
সাত-মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥

তখন সে স্মরিয়া করে অনুতাপ ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন খাস ॥
বক্ষ, কৃষ্ণ ! জগৎ-জীবের প্রাণনাথ !
তোমা' বই দুঃখ—জীব নিবেদিয়ে কা'ত ॥
এই কৃপা কর,—যেন তোমা' না পাসরি ।
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি, না মরি ॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার ।
তোমা' বই তবে, প্রভু ! না চাহিমু আর ॥
এই মত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥
শুভের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পার ।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায় ॥
শুন শুন, মাতা ! জীবতত্ত্বের সংস্থান ।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় আগেকান ॥
মূর্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে ।
কহিতে না পারে, দুঃখ সাগরেতে ভাসে ॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায় ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায় ॥
এতকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি' ।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ, মাতা ! মুখে বল 'হরি' ॥

শ্রীচৈতন্য-বর্ণি

‘চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাস্বল্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্॥”

৯ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭৬।

৭ মাঘ, ৭৮৩ শ্রীগৌরান্দ : ১৭ মাঘ, বৃহস্পতিবার : ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭০।

১২শ সংখ্যা

ভজনীয়বস্তু ও ভজন-তারতম্যে ফললাভেরও তারতম্য

[ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।

যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভঞ্জে তৈছে ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ ৯০

প্রাকৃত লোকের বিচারে—“যিনি যে ভাবেই ভজন করেন না, তিনি ভগবান্কেই পাইয়া থাকেন। কশ্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্বী, যে-উপায়েই ভগবান্কে ভজন কবা যায়, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যেমন, কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার বিভিন্ন পথ আছে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইবারও বিভিন্ন পথ। ভগবান্কে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, বাম, হরি, ব্রহ্ম, যে-কোন নামেই ডাকা হউক না কেন, একই কথা; অথবা, যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাহাকে যে-কোন নামে ডাকিলে উক্তর প্রশান করেন, তদ্রূপ ভগবৎ-দয়াক্রমে সেই কথা।”

কিন্তু এই সকল কথা বালাচিত মনোবিশ্মিত্যাক্তিগণের মনোবঞ্ছক হইলেও সাবগ্রাহিব্যক্তিগণ উহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যিনি স্বর্গাদি-কামী হইয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করিবেন, ভগবদ্বিমুখিনী মায়াশক্তি তাহাকে ঐ সকল আধিকারিক দেবতাহেই ব্রহ্মরূপ ফল প্রদান করিয়া তাহাকে আত্যন্তিক মজলরূপ ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন, এবং জগৎস্রবণমালার কল্মশক্র

কড় স্বর্গে, কড় মহো ভ্রমণ করাইবেন। আর যাহাবা নিত্য ভগবৎসেবা-প্রার্থী হইবেন, ভগবান্ তাহাদিগকে তাঁহার নিত্য-সেবা প্রদান করিবেন। সুতরাং যিনি যে-ভাবে ভজন করেন না কেন, তিনি ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, সত্য, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কবা উচিত যে সকল ফল সমান নহে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামী ফল এবং নিত্য-অষ্টভূতী কৃষ্ণ-সেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ধর্মার্থাদির ফল—নগর স্বর্গাদি, সাযুজ্য মোক্ষাদির ফল—আত্মাবিনাশাদি, অষ্টভূতী হরিসেবার উক্ত ফল—নিত্য-নবনবায়মান হরিসেবা-লাভ বা ভগবৎপ্রেমা। সুতরাং ধর্মার্থকামী, নিবিদ শব্দ-মুক্তিকামী ও হরিসেবা-তৎপর ব্যক্তির ফলে ‘আকাশ-পাতাল’ ভেদ বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

জড়জগদ্বিষ্টাত্মী জগজ্জননী মহামায়া ও অমৃত আধিকারিক দেবতাগণ—শ্রীভগবানের বঁহরঙ্গা-শক্তি ও বিরূপগৈভব; তাহার ভগবানের আদেশে জগৎ-সৃষ্টি-কাখোর বিভিন্ন অংশের পরিচালনা করিতেছেন। জগৎ-সৃষ্টি-কার্য্যটী ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কোনও ব্যাপার নহে। চিন্তামে যে-সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাই অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্য্য, উহা যোগমায়া দ্বারা সাধিত হয়।

যোগমায়া—ভগবানের অন্তঃস্বাদ-শক্তি বা চিহ্নিত্ব; যাঁহারা চিহ্নমে ভগবানের সেবাশ্রাধী হন, তাঁহারা যোগ-মায়ার নিকপট কৃষ্ণ-সেবামুখী রূপা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়ব্রহ্মাণ্ডে অভ্যাসমূল্যে ধর্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অত্যাভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎ-সেবা-বিমুখিনী নির্বিশেষ-গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদি-দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়,—ব্রজললনাগণ নন্দগোপ-কুমারকে পতিত্বে লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ চিহ্নমে তাঁহার নিত্য-সেবা-লাভের জন্য চিহ্নিত্ব—যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। আর গুপ্তশতীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা সুরথ এবং সমাধি-নামক বৈশ্য নিজদিগকে বর্ণাশ্রমাস্তরগত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়ার্থিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনা-তৎপর হইয়া-ছিলেন। সুতরাং যেখানে ‘যোগমায়া’ ও ‘জড়মায়া’কে এক করিয়া ‘মুড়ি ও মিছরী’ সমান-দরে চালাইবার প্রয়াসীরা জায় ‘সমম্বয়বাদ’ প্রচার করা হয়, সে-স্থানে অজ্ঞানতা, মুখতা ও ভগবৎস্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহ জগতে দেখা যায়,—‘কাণ্য-ছেলের নাম পদ্মলোচন’ হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ভগবানের নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই, ভগবানের কোন নামই নিরর্থক বা ভগবানের বাস্তবসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভগবানের নাম—বহুবিধ; যথা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্তা, নারায়ণ, রুক্মিণীরমণ, গোপী-নাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। কিন্তু যিনি ভগবানকে ‘সৃষ্টিকর্তা’ বলিয়া ডাকিবেন, তিনি নারায়ণের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না; কারণ, সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি নামসমূহ জগতের

বিষুবহিমুখ জীবের সৃষ্ট অক্ষজ্ঞানদত্ত নাম। ‘সৃষ্টিকর্তা’ বলিলে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধি হয় না; কারণ-সৃষ্টিকর্তা ভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য নহে, উহা—তাঁহার বহিমুখিনী শক্তির পরিচায়ক। আবার ‘ব্রহ্ম’ বলিতে ভগবানের বড়-বিধ ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; কারণ, ভগবানের নির্বিশেষভাবেই ‘ব্রহ্ম’ নামে খ্যাত, সুতরাং উহাও ভগবানের সম্যক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দ্ব্যতক নাম নহে। ‘পরমাত্মা’ বলিলেও ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না; কারণ, ব্যাধি জীবের অন্তরে অন্তর্যামি-রূপে ভগবানের আংশিক পরিচয়ই ‘পরমাত্মা’ বলিয়া খ্যাত। আবার নারায়ণ-ভজনকারী ব্যক্তিও কৃষ্ণের মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তও আবার এক কৃষ্ণেতেই মাধুর্যের দ্বারা নারায়ণের ঐশ্বর্য আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ পরম চমৎকারিতা বর্তমান দেখিয়া নারায়ণ-ভজনে স্পৃহা করেন না;—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ‘রুক্মিণীরমণ’ বলিয়া সম্বোধন করেন না। ‘রুক্মিণীরমণ’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণ’ জাগতিক অভিধানে প্রাতিশব্দ বা সমপর্যায়ভুক্ত শব্দ হইলেও একটীর পরিবর্তে আর একটা ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি মুখ্য অবশ্যতঃ কেহ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ‘রসভাস’-দোষ হয়। যাঁহারা ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ-সমাজের মত একরূপ রসভাস বা সিদ্ধান্তবিরোধ করেন না। কিন্তু তথাপি কলির প্রাবল্যেতে উচ্ছৃঙ্খলতা-পূর্ণ কুসিদ্ধান্তই উদারতা বা মহাসমম্বয়বাদ এবং সংসিদ্ধান্তই মুখলোকের দ্বারা গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণতার নামে প্রচারিত হইতেছে।

শ্রী শ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ

প্রাকৃত-বিষয়-ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য। বিষয়-ভোগ-ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্বাহিত হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবা-মাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয়; সুতরাং বিষয়-ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কলনাকট হইতে পারে, কখনই কার্যে পরিণত হইতে পারে না।

অতএব শারীর-কর্ম-সকলকে ভগবন্তক্তির অতুল করিয়া লইতে পারিলেই ‘ভক্তিযোগ’ হয়। যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্ত-জাগ্রৎ ব্যক্তির যোগ-সিদ্ধি হয়। শ্রীভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তি পক্ষে যুক্তাহার হইবে, তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্য

অন্যাসে সাধিত হইবে। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভক্তনোপায়-স্বরূপ শরীরের রক্ষা হইবে না।

কুটুম্ব-ভরণের জন্ত গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম-সঞ্চিত ও ধর্মোপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা, ভাগবত-সেবা, কুটুম্ব-ভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জনের অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপা-লাভে ব্যাধাত হয়।

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যকতা নাই; কেন-না, ভক্তির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অহরত অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪২)—

“ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরমৃত চৈব ত্রিক এককালঃ” —এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধভক্তি-কার্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও লব্ধ-জ্ঞান এবং অমৃত বিরক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন দীন-ভাবে সরলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই—‘আমি চিংকণ শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগতিই আমার নিত্য-স্বভাব; এ-জগৎ আমার পায়-নিবাস-মাত্র, ইহার কোন-বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য-অস্বকর নয়’,—এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতে সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্গুণজনসঙ্গ-প্রয়াস—এ-সমস্তটী নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াস-দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। আবার প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হয়। হয় হইলেও তাহা অনেকের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সম্বতোভাবে কর্তব্য।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-স্মরণে

[পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

প্রভুপাদ!

একে একে দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ গতপ্রায়।
প্রবেশ ক’রেছ নিত্য যুগললীলায় ॥
ব্রজধুবদ্বন্দ্ব যবে নিশি অবশেষে।
গাঢ় সমান্বিত হন মহাপ্রেমাবেশে ॥
রসরাজ মহাভাব দৌহার মিলন।
(শ্রী) গৌর-নিত্যলীলা যাহে করয়ে স্মৃচন ॥
সেকালে সে-লীলারসে হইয়া মগন।
উদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য কর আশ্বাদন ॥
মাধুর্য্য-প্রধান উদার্য্য শ্রীকৃষ্ণলীলায়।
কত ছল করি কৃষ্ণ রাধারে কাঁদায় ॥
লুকায়ে রাধার প্রেম করে আশ্বাদন।
ঋণী মানি’ আপনারে করয়ে চিন্তন ॥

প্রণয়-মহিমা রাধার আঁহা কিবা হন।
রাধাযাত্ন মন্মাদুর্য্য তাহা বাঁকেমন ॥
কিসুখ পায়েন রাধা তাহা আশ্বাদিয়া।
এ-তিন বিষয়ে লুপ্ত হৈল শ্রাম-হিয়া ॥
বিষয়ের ভাবে বাঁজা নহিবে পূরণ।
(তাই) আশ্রয়ের ভাব কৃষ্ণ করিলা গ্রহণ ॥
জন্মলভিলা নবদীপ-মায়্যাপুরে।
শচীগড়-সিন্ধুমাঝে গৌর-কলেবরে ॥
কাঁদিলা রাধার ভাবে কাঁহা কৃষ্ণ বলি’।
উহলিল প্রেমবহা ভাসিল সকলি ॥
চকিংশ বৎসর শেষ ছাড়ি’ গৃহবাস।
চলিলা শ্রীনীলাচলে করিয়া সম্মাস ॥
ছয়বৎসর তীর্থ স্থানে গতাগতি কৈলা।

আঠার বৎসর ধরি' ক্রীক্ষেত্রে রহিলা ॥
 তখি মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তসহ মিলি' ।
 বপযাত্রা আদি লীলা দেখিল সকলি ॥
 শেষ যে দ্বাদশ বৎসর গভীর মথোতে ।
 স্বরূপ-রামরায় সনে বচো দিব্যোন্মাদে ॥
 বিশ্রান্ত রসাবেশে রাখা ভাবে গৌর ।
 নীলাচলে সিদ্ধান্তে 'কাদিল প্রচুর' ॥
 "কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুবলী-বদন ।
 কাঁহা যাও কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
 কাঁহারে কতিব বাখা কেবা জানে দুঃখ ।
 ব্রজেন্দ্রনন্দন বিলু ফাটে মৌর বুক ॥"
 সন্তোষাপেক্ষা বিশ্রান্তে অধিক মাধুরী ।
 তাহা আবাদিতে তুমি জনমিলা 'পুরী' ॥
 বারশত আশি বঙ্গ-অঙ্গে সিদ্ধান্তে ।
 শ্রীগঙ্গাধর-মন্দিরের অতি সন্নিকটে ॥
 মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী শুক্রবার অপবাহ্নে ।
 শ্রীহরিকৌর্টন মুখরিত বাস-ভূমে ॥
 হ'য়েছ উদয় প্রভো ভক্তের গৃহে ।
 ভক্তিরসসিন্দু যথা সহজেই বহে ॥
 শ্রীমহাপ্রসাদে তব মুখ্যমুদ্রাশন ।

(আজ্ঞা) প্রসাদায় বিনা কিছু না কৈলে গ্রহণ ॥

তব আবির্ভাব-গৃহদ্বারে জগন্নাথ ।
 রথ রাখি' রহিলেন তিন দিবারাত ॥
 শ্রীভক্তিবিনোদ তবে কৈলা আয়োজন ।
 দিনত্রয় হৈলা তথা মহাসঙ্কীর্্তন ॥
 তখিমধ্যে একদিন মাতৃকোড়শারী ।
 যগাসবরঙ্গ শিশু উঠি' রথোপরি ॥
 আলিঙ্গিলে জগন্নাথ-কমলচরণ ।
 প্রভুর প্রসাদী মালা করিলে গ্রহণ ॥
 জন্ম হ'তে দশমাস রহি' পুরীধামে ।
 বঙ্গদেশে আসি বহু মাতাপিতা সনে ॥
 শিশুকাল হ'তে তব কৃষ্ণে গঢ়মতি ।
 দেখি মাতৃপিতৃ মন উল্লসিত অতি ॥
 বিদ্যা অনুরাগ তব কিবা অদ্ভুত ।
 শিক্ষক-ব্রজগণে কৈলা চমকিত ॥

শ্রীরামপুরে স্থিতিকালে শ্রীভক্তিবিনোদ ।
 দেখি' তব কৃষ্ণনাম-ভজনে প্রমোদ ॥
 পুরী হ'তে আনাইয়া তুলসীর মালা ।
 জপিবারে মহামন্ত্র উপদেশ দিলা ॥
 শ্রীমুসিংহ-মন্ত্ররাজ্য দিলেন তোমারে ।
 ভক্তিবিঘ্নবিনাশিতে যি'গো শক্তি ধরে ॥
 শ্রীচৈতন্যশিষ্যমৃত পড়ালেন তোমা ।
 দেখিলেন বোধশক্তি তব অল্পময়া ॥
 কলিকাতা-রামবাগানে ভাক্তভবন- ।
 গৃহভিত্তি যেইকালে হইল ধ্বনন ॥

(তৎকালে) কৃষ্ণদেব মুক্তি এক হ'লেন প্রকাশিত ।

তাহা দেখি' হ'লে প্রভু কত হরষিত ।
 পূজিবারে সেই মূর্তি হ'ল তব মন ।
 তাহা জানি' ভক্তিবিনোদ আনন্দিত হ'ন ॥
 পূজ্যমন্ত্র পূজাবিধি উপদেশ দিলা ।
 যথাবিধি সেই মূর্তি পূজিতে লাগিলা ॥
 তিলকাদি সদাচার শিশুকাল হ'তে ।
 পালিয়াছ তুমি প্রভো ভক্তিপুত চিত্তে ॥
 নিত্যসিদ্ধ তুমি প্রভু সাধনে যতন ।
 লোকশিক্ষা-তরে শুধু কৈলা প্রকটন ॥

(ঠাকুর) শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত ভক্তিগ্রন্থ বত ।

প'ড়েছ সকলি তাঁর হ'য়ে অনুগত ॥
 মহাজন-বিরচিত আরো গ্রন্থ শত ।
 অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়াছ কত ॥
 'প্রফরীড়িং' আদি কার্য শিখি' শিশু হ'তে ।
 ঠাকুরের সহায়তা কৈলা ভাল মতে ॥
 গ্রন্থ-পত্রিকাদি যত প্রচারে তাঁহার ।
 সেবাবন্ধো সহায়তা ক'রেছ অপার ॥
 কত আশীর্বাদ তিহো ক'বেছেন তোমা ।
 গুরুসেবাদর্শ প্রভো তোমাতে উপমা ॥
 জ্যোতির্বিদ্যায় তব অদ্বিতীয়ধিকার ।
 বিদ্বৎসংগে সবে হৈলা চমৎকার ॥
 অত্যন্ত বয়স দেখি' অপূর্ব প্রতিভা ।
 সবে বলে এ-বালক অসামান্য কেবা !!
 মহাভাগবত গুরু সকল তোমারে ।

‘শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী’ উপাধি বিত্তরে ॥
উনবিংশশত অষ্টাদশ (১৯১৮) খৃষ্ট অব্দে ।
ত্রিদণ্ডসম্যাস যবে লৈলা শাস্ত্র মতে ॥
তখন সে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ।
নামেতে হইল সর্ব্ব জগতেতে খ্যাতি ॥
পরিব্রাজকাচাধারুণে ভারত ভ্রমিলা ।

(শ্রী) চৈতন্যচন্দ্রের বাণী বিধে বিলাটিল ॥
তোমার শ্রীমুখবাণী শুনি’ ভাগ্যবান্ ।
দ্রুত আসি’ লইলেন শ্রীচরণে স্থান ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতীক্ষিত ।
শ্রীবিষয়বৈষ্ণব-সভা কৈলে উজ্জীবিত ॥
ঐ সভায় হৈত পাঠ প্রতি রবিবারে ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ ভক্তিসারে ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর করিতেন ব্যাখ্যা ।
সত্য সত্য উছলিত অমৃত-সিন্ধু তথা ॥

(প্রভো) তুমি সেই গ্রন্থ বহি’ আনিতে সভায় ।
বসিয়া শুনিতে শাস্ত্র একান্ত হিয়ায় ॥
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গে সদা কৃষ্ণ-কথা রঞ্জে ।
রহিয়া ভেসেছ সদা প্রেমের তরঙ্গে ॥
স্কুল-পাঠ্য-গ্রন্থ সব পড়ি’ অল্পকণে ।
ভক্তিগ্রন্থ পাঠে মন দিয়াছ নিরঞ্জে ॥
জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে ছিল প্রবলানুরাগ ।
ভক্তিবাধা হয় বলি তাহা কৈলা ত্যাগ ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সনে ।
ভ্রমিয়াছ বহুতীর্থ কৃষ্ণ অঘেষণে ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আজ্ঞা অনুসারে ।
অতিমর্ত্য চরিত্র এক অবধূত বরে ॥
ভাগবতী দীক্ষা লভ’ গুরুরূপে বরি’ ।

(তদাশ্রয়ে) নিব্বিগ্ন হইয়া ভজ গিরিবরধারী ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরালয়ে মায়াপুরধামে ।
একান্তে বাঁধিয়া কুটী ভজ অবিরামে ॥
হরিদাস ঠাকুরের আদর্শানুসরি’ ।
তিন-লক্ষ নাম লহ বহু আতি করি’ ॥
চাতুর্দশ-ব্রতকালে কঠোর বৈরাগ্য ।
পালিয়া ভ’জেছ কৃষ্ণে করি’ নামযজ্ঞ ॥

শতকোটি মহামন্ত্র করেছ কীর্ত্তন ।
ভূমেতে গোগ্রাসে হবিষ্য ক’রেছ গ্রহণ ॥
অন্য বাকালাপ নাহি কৃষ্ণনাম বিহু ।
অহনিশ চক্ষু-জলে ভাসিয়াছে তনু ॥
আদর্শ ভজন-চেষ্টা দেখিয়া তোমার ।
হ’য়েছে বিস্মিত সবে জঙ্গম স্থাবর ॥

(শ্রী) রূপানুগ গৌরশক্তি শ্রীভক্তিবিনোদ ।
(শ্রী) গৌর-মনোহরীষ্ট সেবার সদা ধীর মোদ ॥
গৌরাদেশে গৌরজন্মস্থান নিরূপিল ।
নিগুৎসর গৌরজন আনন্দে মাতিল ॥
(শ্রী) জগন্নাথদাস তথা শ্রীগৌরকিশোর ।
নিভাসিদ্ধ গৌরজন, নিতাপরিকর ॥
সবে মিলি একবাক্যে কহে তারশ্বরে ।
গৌরাজের জন্মস্থান এই মায়াপুরে ॥
এই সেই সুপ্রাচীন নদীয়া নগরী ।
সপার্বদ যথা লীলা কৈলা গৌরহরি ॥
সরস্বতী ভাগীরথী সঙ্গম স্থানেতে ।
গৌরগৃহ হয় বল্লালদীঘিকা নিকটে ॥
এখনো র’য়েছে চিহ্ন বল্লালদীঘির ।
ধ্বংসস্তূপ বিবাজিত বল্লালবাটীর ॥
কাজীর সমাধি ঐ ত’ রহে অবিদুরে ।

(কত) প্রাচীন কাহিনী কহে মৌনমুদ্রা ধ’রে ॥
সেই ত’ চিন্ময়ধাম চিন্ময় সৌন্দর্য্য ।
সেই ত’ গৌরানন্দলীলার চিন্ময় মাধুর্য্য ॥
আপামরে প্রেমদান অপূর্ণ উদার্য্য ।
সব আছে, নাহি মোর ভজন-চাতুর্য্য ॥
তাই ভাগ্যহীন আমি বুঝিতে নাখিহু ।
প্রেমের ঠাকুর গৌর হাস না ভজিহু ॥
অতাপি ত’ গৌরহরি ছাড়া তুলিয়া ।
নাচিছেন হরি বলি’ প্রেমেতে মাতিয়া ॥
নিজের কীর্দি কীদাহিছে সর্ব্বনারী-নরে ।
বিতরিছে ব্রজপ্রেম গিয়া ঘরে ঘরে ॥
তব কৃপা বিনা প্রভো কোন্ জীব ছার ।
সে মহাবদান্তলীলা দেখিবে গোরার ॥
বিষয়-ধূলায় অন্ধ যাহার নয়ন ।

কিরূপে দেখিবে সেই তব প্রাণ ধন ॥
 গৌরকৃপা-শক্তি তুমি গৌর-নিজ-জন ॥
 গৌর-ধাম গৌর-নাম তোমার জীবন ॥
 তুমি য'রে কৃপা করি' দেহ দিব্যনেত্র ॥
 গৌরলীলা নিরখিতে তিঁহ যোগ্য পাত্র ॥
 নিকীলীক হ'য়ে তব চরণে শরণ ॥
 নারিলু লভিতে তাই অধস্ত জীবন ॥
 অযোগ্যে অধমে কৃপা কর দয়াময় ॥
 অমায়্য অভাগারে টানি' লহ পায় ॥
 তবে ত' হইবে ধন্য এই অভাগন ॥
 সর্মপিবে ও'চরণে কায়-প্রাণ মন ॥
 সেবিবে পরাণ ভরি' ও-পদ-কমল ॥
 দৈক্ষ্য গম্য তবে তার হইবে সফল ॥
 শ্রীগুরুপ্রসাদ বিনা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ॥
 কিছু নাহি হয়, আরো ঘটয়ে প্রমাদ ॥
 প্রসন্ন হইলে গুরু সর্মসিদ্ধি হয় ॥
 গৌর-কৃষ্ণ-কৃপা তাঁরে হয় সুনিশ্চয় ॥
 গুরুভক্তি-শিক্ষাদাতা সদগুরু জগতে ॥
 বড়ই ছলি'ভ স্তমিলয়ে ভাগ্যোতে ॥
 হেন রত্ন পাউয়াও যেই অজ্ঞনর ॥

(জড়) বিষয়ে ভুলিয়া তাঁরে করে অনাদর ॥
 ভাগ্যহীন কেবা আর আছে তার সম ॥
 সুখ ছাড়ি' বিষ মাগে সে ভ্রান্ত অধম ॥
 হেন গুরুপাদপদ্মে হ'য়েও আশ্রিত ॥
 গৌর-প্রেমরসাস্বাদে হইল বঞ্চিত ॥
 গুরুদ্বন্দ্বৈবত হৈয়া ভাগবত-বন্দ্য ॥
 শুনিয়া শিখয়ে যেই সক্ষম-মর্ত্য ॥
 ঐকান্তিকী ভক্তিসহ গৌর-কৃষ্ণ ভঞ্জে ॥
 শ্রীগুরুকৃপায় সেই প্রেমরসে মজে ॥
 গুরুকৃত উপকার স্মরিয়া সতত ॥
 শ্রীগুরু-চরণে প্রীতি হয় ত' বঞ্চিত ॥
 প্রীতি যত গঢ় হয় বাড়য়ে মমতা ॥
 গুরুসেবা লাগি প্রাণে জাগে বাকুলতা ॥

(তখন) ক্ষণেকের অদর্শন সহিতে না পারে ॥
 গুরুপাদপদ্ম স্মরি' সদা আঁখি করে ॥

শ্রীগুরুমহিমা করে সতত স্মরণ ॥
 গুরুমুখবাক্য চিত্তে করয়ে মিলন ॥
 গুরুমনোহভীষ্ট সেবা বিনা নাহি জানে ॥
 গুরু প্রীত হ'লে মানে সার্থক জীবনে ॥
 গুরুদেব যাহা নাহি বাসিতেন ভাল ॥
 তাহা তিঁহ কভু নাহি স্মরে ক্ষণকাল ॥
 বিরহ-তিথির পূজা সেই জন করে ॥
 শ্রীগুরু-বিহনে যা'র হৃদয় বিদরে ॥
 ধ্যান-জ্ঞান সরবস্ব যার গুরুপদ ॥
 গুরুপ্রীতি মানে যেই পরম সম্পদ ॥
 নিজ লাভ-পূজা-খ্যাতি স্বাপ্নও না চায় ॥
 শ্রীগুরু-মহিমা বৃদ্ধি সতত চিন্তয় ॥
 দেব-হিংসা-মাৎসর্য নাহি মনে ধার ॥
 শ্রীগুরুসেবকে মানে মান্য আপনার ॥
 শ্রীগুরুদাসানুদাস মুঞি ভূত্যাধম ॥
 আমার প্রভুর ভক্ত—সকলে উত্তম ॥
 আমি তাঁহাদের দাস-অনুদাস হঞা ॥
 সেবিব শ্রীগুরুপদ পরাণ ভরিয়া ॥
 গুরুবাক্য—“এক আশ্রয়-বিগ্রহঃসুগতো ॥
 সবে মিলে মিশে সেবা কর এক চিত্তে ॥

(শ্রী) রূপপ্রভুপদধূলি মোদের স্বরূপ ॥
 রূপানুগ চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হোক ॥
 সপ্তজিহ্ব কৃষ্ণসংকীর্তনযজ্ঞ প্রতি ॥
 অনুরাগ হৈলে হবে সর্বার্থ সিদ্ধি ॥
 রূপানুগ-জন আনুগত্য করি' সদা ॥
 রূপরঘুনাথ-বাণী প্রচার' সর্বথা ॥
 ভক্তিবিনোদ ধারা কভু রুদ্ধ নাহি হ'বে ॥
 ভক্তিবিনোদ মনোহভীষ্ট সদা প্রচারিবে ॥
 অনুরাগ বা বিরাগ-পাত্র কেহ নাহি ভবে ॥

(জাগতিক) আকর্ষণ বিকর্ষণাতীত হ'তে হবে ॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা নিত্যপ্রয়োজন ॥
 তাহে লক্ষ্য স্থির রাখি যাপিবে জীবন ॥
 একোদ্যে প্রকৃত্যানে অবস্থিত হ'য়ে ॥
 মূল্যশ্রয়-বিগ্রহ সেবা যতন করিয়ে ॥
 বিপদ গঞ্জনা-শত, শত লাজনার ॥

কভু নাহি তেরাগিবে শ্রীহরিসেবায় ॥
 তৃণাপেক্ষা হীন, সহিষ্ণু তরু সম।
 অমানী মানদ হ'য়ে লবে কৃষ্ণ-নাম ॥”
 দয়াময় প্রভুপাদ! তব শেষ বাক্য।
 করিতেছি অনাদর করি মতানৈক্য ॥
 তুমি রূপা করি মোদের হৃদয়ে বসিয়া।
 তবাক্সা পালন করাও শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
 তব যশোগাথা গাহি সকলে মিলিয়া।
 তব মনোহীভীষ্ট সেবি একচিত্ত হঞা ॥
 শ্রীচৈতন্যবাবী বিধে করিয়া প্রচার।
 তব স্তব সাধি—এই হউক বিচার ॥
 তব কৃত্তী শিষ্য মথো আমি ত' অবম।
 শিখায়ৈ শরণাগতি করহে উত্তম ॥

লেখনৌ ধারণে শক্তি দেহ হে আমারে।
 কৃষ্ণ-কাঞ্চ-গুণ যেন পারি বর্ণিবারে ॥
 জিহ্বায় ক্ষুদ্রাও বাণী কণ্ঠে উচ্চর।
 গুণ-গৌর-কৃষ্ণ-গুণ গাহি নিরন্তর ॥
 প্রাণবান্ ভক্তমুখে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।
 শুনিতে আগ্রহ প্রভো কৈলা প্রকটন ॥
 কিন্তু যৈ শরণাগতি ভক্তের প্রাণ।
 কোথা পাব সেই 'প্রাণ', কি গাহিব গান ॥
 তবে যদি প্রভো মোরে 'প্রাণ'-বান্ কর।
 প্রাণহীণ শব-দেহে শক্তি সঞ্চার' ॥
 তবে ত' গাহিতে পারি কৃষ্ণগুণ গাথা।
 সুখী হ'তে পার শুনি প্রাণবন্ত কথা ॥

“অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥”

“নমস্তে গৌরবাবীশ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।

রূপাহুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তবাহারিণে ॥”

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী প্রবেশ

[পণ্ডিত শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুৰাণতীর্থ]

সুরমা রাজপথ। পথিপার্শ্বে সুচিত্রিত তোরণাদি সমন্বিত বিশাল সৌধশ্রেণী। সৌধসমূহের কপাট এবং তোরণাদি সুবর্ণময়। পার্শ্বদেশে সর্বত্র উচ্চান ও উপবন-সকল তাহাদের শোভাধ্বনি করিয়াছে। স্থানে স্থানে পথাবীথিকাসমূহ বিরাজমান। সৌধশ্রেণীর উপরিভাগে স্থানে স্থানে পারাবত এবং ময়ূরগণ শব্দ করিতেছে। পথ এবং অঙ্গনসমূহ জলসিক্ত। সর্বত্র মালা, লাজ ও তুল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গৃহদ্বারসমূহ স্বর্ণকুন্ত, কদলী-রক্ষ এবং পতাকাদিসহ সুসজ্জিত।

বহুদেবনন্দন রাম এবং কৃষ্ণ চলিয়াছেন রাজপথ দিয়া। সঙ্গে বহুশ্রীগণ। শ্রীঅক্রূব তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তিনি কংসের নির্দেশে রাম-কৃষ্ণকে ব্রজপুরী হইতে আনিতে গিয়াছিলেন। আসিবার সময় মান করিবার কালে জলমথো রামকৃষ্ণের মূর্তি দেখিয়া

তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিদায়সম্ভাষণ-কালে অক্রূব শ্রীকৃষ্ণকে সোধেদন করিয়া বলিলেন,—

এ বিধনিধিলে আকাশের কোলে অথবা জলের মাঝে।
 যত বিচিত্রবস্তুর'যেছে সবই তোমাতে রাজে ॥

অতএব তোমা দেখিয়া আমার সার্থক দরশন।

অনুবন্ত দেখিবার তরে নাহিক আকর্ষণ ॥

তোমার মাঝেই অদ্বুত সব র'যেছে বর্তমান।

তোমাতে নেহারি আর-কি বস্তু নেহাবিতে হবে মন ॥

এই স্থলে তোমা না দেখি আগার আকাশে বা জলমাঝে।

আর অদ্বুত বস্তু কি দেখিব, কোথায় অন্ত রাজে ॥

তোমাদের দুই জনের ছাড়িয়া আজ আমি কোন মতে।

মথুরা নগরে কংসের পুরে পারিব না প্রবেশিতে ॥

ভক্তের প্রতি স্নেহীল তুমি আজ এ ভক্তজন।

যাইবেন ছাড়ি একথা কখনও ভাবিতে পারি না মনে ॥

মদীয় ভবনে আসুন প্রথমে করুন পদার্পণ ।
কংসের পুরে পরে প্রবেশিবে এই করি নিবেদন ॥
আপনার পাদ-ধৌত সলিল পড়িলে গৃহাঙ্গবে ।
পবিত্র করে গৃহবাসীদের পিতৃপুরুষগণে ॥
বলি মহারাজ আপনার এই পাদযুগ প্রক্ষালি ।
পূণাকীর্তি লভিল ধরায় একথা কেমনে ভুলি ॥
পাইল অতুল বিভব আবার ভক্ত জনের গতি ।
সুতলে তাহার হইল নিবাস তুমি জীত তার প্রতি ॥
আপনার পাদপদ্মশৌচ সলিল অপ্ৰাকৃত ।
পরশ করিয়া ত্রিভুবন এবে হইল নিতাপৃত ॥
তব পদজল হরষিত মনে শিরে ধরিয়াছে ভব ।
পরশে তাহার স্বর্গ লভিল সগরের সুত সব ॥
ওহে দেবদেব, ওহে জগন্নাথ, নারায়ণ, যতপতি ।
পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন তুমি তবপদে করি নতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজহস্তে অক্রুরের হস্ত ধারণ করিয়া বিনয় ও
হাস্তসহকারে বলিলেন,—‘হে অক্রুর! কংস বাহ্যতঃ
মল্লকীড়াদর্শনহলে আমাদিগকে আহ্বান করিলেও তাহার
অন্তরের বাসনা আমি অবগত আছি। সে বরাবরই
বাদবগণের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। প্রথমে
তাহাকে নিধন করিয়া বাদবগণের আনন্দ বর্দ্ধন আমাদের
প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্বে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া পশ্চাৎ
আপনার গৃহে আসিব। আপনি এখন গৃহে গমন করুন।’

এই ভাবে বিদায় লইয়া অক্রুর দুঃখিতাত্ত্বকরণে
গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রামকৃষ্ণ আসিতেছেন
এই সংবাদ মথুরাপুরের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।
পুরবাসিগণ তাঁহাদিগকে দূর হইতে দর্শন করিয়া নিকট-
বর্তী হইলেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণ দর্শনে এতদূর প্রীতীলাভ
করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দৃষ্টি ফিরাটতে পারিতে-
ছিলেন না। নিষ্পন্দ হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।
দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেও সেইদিকে দৃষ্টিনিবন্ধ রাখিলেন।
পুরনারীগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক
হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণের অশরূপ রূপলাবণ্যের কথা
তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, তাই তাঁহারা ত্বরিত-
গতিতে প্রাসাদাগ্রে সমবেত হইলেন। তাঁহারা যে-
অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায়ই কৃষ্ণদর্শন মানসে ধাবিত

হইলেন। তাঁহাদের দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত ত্রবীভূত
হইল। তাঁহারা প্রেমাত্তিত হইয়া প্রাসাদশিখর হইতে
বামকৃষ্ণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা
গোপনমণীগণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন
যেহেতু তাঁহারা নরলোকের মহোৎসবস্বরূপ এই রামকৃষ্ণকে
নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। রাজপথের সর্বত্র দ্বিজগণ
দধি, অক্ষত, উদকপাত্র, মালাচন্দন এবং অন্যান্য বিবিধ
উপহার দ্বারা স্তুতিতে তাঁহাদিগের অর্চনা করিয়াছিলেন।

রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছেন রাম এবং কৃষ্ণ। পথ-
মধ্যে তাঁহারা দেখিলেন একটি বস্ত্রবস্ত্রক বজ্রক বস্ত্রভার
লইয়া চলিয়াছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কে তুমি, পথিকবর! কোথা যাও তুমি?’

বজ্রক দস্ত সত্কারে উত্তর দিল—

‘সেবক আমি ত’ হই কংস নৃপতির,

বসন বস্ত্রন করা আমার করম,

ল’য়ে যাই বস্ত্রভার তাহার আলয়ে।’

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘উত্তম বসন দাও পরিবার তরে,

তাঁহা প’রি যাব মোরা কংসের সকাশে।

বসন করহ দান যোগ্য পাত্র মোরা,

পরম মঙ্গল হবে বস্ত্র দিলে মোরে ॥

বজ্রক রামকৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই। সাধারণ
বালক মনে করিয়া ক্রোধে ভৎসনা করিতে করিতে
বলিতে লাগিল—

‘অত্যন্ত দুঃশীল তোরা, বালক যুগল!

নতুবা রাজার ভোগ্য দ্রব্য সমুদায়

প্রার্থনা করিতে কেন করিস্ স, হস?

এহেন বসন সদা পরিস্ কি তোরা,

সুবুদ্ধি বা তোমাদের হইবে কিরূপে!

তোমাদের কাল কাটে পাঠ্যে পর্বতে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কিংবা বনে উপবনে।

পলাইয়া যাও তরা এই স্থান হ’তে

জীবনে সাধ থাকে যদি, আর কভু

করিওনা এইমত অন্তায় প্রার্থনা।’

তখন ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রকার দস্তোক্তি-পরায়ণ
বজ্রকের মস্তক খীয় হস্তের দ্বারা তাহার শরীর হইতে

বিচ্ছিন্ন করিলেন। রজকের অমুচরণে ভয়ব্রত হইয়া বস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক প্রাণ লইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার ইয়ত্তা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পরিত্যক্ত বস্ত্রসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র গ্রহণ করিয়া দুই জনে পরিধান করিলেন এবং কিছু পরিমাণ গোপগণের অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর এক তত্ত্বাবয় সন্তুষ্টিভিত্তি বিচিত্রবর্ণ চেলবস্ত্র-নির্মিত ভূষণসমূহ দ্বারা যথাযোগ্য ভাবে তাঁহাদের দুই জনের বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন। তাহারা নানারকম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া উৎসবক্ষেত্রে গুরু কৃষ্ণ হস্তি-শাবকের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহলোকেই সেই তত্ত্বাবয়কে শীঘ্র সাক্ষ্য সম্পাদ এবং বল, ঐশ্বর্য্য, স্থিতি ও ইন্দ্রিয়পটুত্ব দান করিলেন। ভগবদ্বদ্যন্তে কোন দ্রব্য উৎসর্গীকৃত হইলে তাহা বিফল হয় না, অধিকন্তু তাহার বহুগুণ আসিয়া থাকে, সেই তত্ত্বাবয়ও তাহা লাভ করিল।

তারপর রামকৃষ্ণ পথিপার্শ্বে এক মালাকারের গৃহ দর্শন করিয়া সেইদিকে চলিলেন। সেই মালাকারের নাম সুদামা। তিনি তাহাদের দর্শনমাত্রই উৎখিত হইয়া বিপুল আগ্রহে তদভিমুখে বাধিত হইয়া তাহাদের চরণ-তলে পতিত হইলেন। পরে তাহাদের আদেশে গাত্রো-থান করতঃ পাণ্ডা, অর্ঘ্য দান করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন এবং তাহুল ও অমুলেপন দ্বারা উভয়ের পূজা করিলেন। তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। অমুচরণিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের দ্বারাও রামকৃষ্ণের পূজা করাইলেন। অবশেষে তিনি করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন,—

মোদের জনম সার্থক হ'ল তোমাদের আগমনে।

বংশ মোদের হ'ল পবিত্র পদযুগ পরশনে॥

মোর প্রতি আজ তুষ্ট হ'য়েছেন দেবতা ও ঋষিগণ।

আশীর্বাদরাশি আমাদের প্রতি বরষে পিতৃগণ॥

বিশ্বকারণ হইয়াও তুমি জগতের হিততরে।

অংশসহিত জনম লভিলে এই ধরণীর পরে॥

আত্মস্বরূপ তুমি জগতের সবার মুক্ত হ'ল তুমি।

সমুদয় জীবে সমভাবযুক্ত, তোমার চরণে নমি॥

রূপাশীল তুমি বিশেষ প্রকারে সেবকগণের প্রতি।
বিষমের ভাব রহিয়াছে তব ইহা নাচি হয় মতি॥
আপনারা আজ আদেশ করুন এই সেবকের প্রতি।
কিরূপ করম সাধন করিব হইয়া স্তম্ভমতি॥
তোমার করম সাধন হইল বিশেষ করুণা তব।
এইমত ভাবি পালন করিব তোমার আদেশ সব॥

একরূপ স্তুতি করিতে করিতে সুদামা অতীব সন্তুষ্টি-ভিত্তি হইজনকে অতিমনোহর সুগন্ধি পুষ্পমালা প্রদান করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ বস্ত্র ও মালা চন্দনাদি ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রণত ও শরণাগত সুদামা মালাকারকে বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়া বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। তখন সুদামা বলিলেন—

‘কি আর চাহিব প্রভু, তোমার সকাশে।

জনম সার্থক তোমা দেখি নিজবাসে॥

তব পদে থাকে যেন অচলাভক্তি।

প্রীতি যেন থাকে তব ভক্তজন প্রতি॥

করুণা করিতে পারি যেন সর্বভূতে।

অপরে উদ্বেগ নাহি দিই কোনমতে॥’

ইহা শুনিয়া বলদেব সহিত শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন এবং বংশ-পরম্পরাক্রমে বর্দ্ধনশীল ঐশ্বর্য্য, বল, যশঃ, আয়ু ও কান্তি প্রদান করিয়া পুরী-প্রবেশের নিমিত্ত পথ চলিতে লাগিলেন।

পথ চলিতে চলিতে তাহারা দেখিতে পাইলেন এক কুঞ্জ-দেহা সুমুখী যুগতী রমণী পথে চলিয়াছে। তাহার হস্তে একটি ভাণ্ড। তাহাতে চন্দনাদি নানাবিধ অঙ্গ-বিলেপন দ্রব্য। তাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তসংকারে বলিতে লাগিলেন,—

হে সুন্দরি, হে সুমুখি, কেবা তুমি হও।

কার তরে কি লইয়া কোথা তুমি যাও॥

দেখিতেছি ভাণ্ডে তব অঙ্গ-বিলেপন।

কোথা লয়ে যাও তুমি, অতি সুশোভন॥

উত্তম উত্তম দ্রব্য আমাদের দাও।

তোমার কল্যাণ হবে এই জেনে লও॥

কুঞ্জ। রামকৃষ্ণের অপরূপ রূপলাবণ্য, সৌকুমার্য্য,

রসিকতা, হান্তকৌতুকাদি সহ আলাপ এবং দৃষ্টিপাতে
মোহিত হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—

‘ত্রিবক্রা আমার নাম, আমি কংসদাসী।

অনুলেপনের কাজে অতি পটীয়সী।

তাই মোরে কংসরাজ অতি স্নেহ করে।

অনুলেপ-দ্রব্য নিয়ে যাই তার তরে।

দেখিতেছি যোগ্যপাত্র তোমরা হুঁজন।

অঙ্গরাজ দিব আমি যদি চমক মন ॥’

এই কথা বলিয়া সেই ত্রিবক্রা তাঁহাদের দুইজনকে
গাঢ় অনুলেপন দান করিল। তখন রামকৃষ্ণকে অতিশয়
মনোরম দেখাইতেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হ’য়ে ভাবিল অন্তরে।

সাক্ষাৎ দর্শন ফল দিব ত’ উত্তরে।

বক্র শরীর উহার করিব সরল।

এইভাবে দিব তারে দরশন ফল ॥

এইরূপ মনে অভিলাষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুজার পদদ্বয়ের
অগ্রভাগ নিজপদদ্বয়ে চাপিয়া ধরিলেন এবং হস্তদ্বারা
চিবুকদেশ ধারণ করিয়া বলপূর্বক তাহার দেহকে উর্দ্ধ-
দিকে তুলিয়া ধরিলেন। ভগবানের স্পর্শলাভ করিয়া
কুজার শরীর সরল হইল এবং সে সুন্দর রমণীরূপে

পরিণত হইল। তখন সে মহাহাস্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের
বসনগ্রাস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—

আগমন কর বীর আমার নিলয়ে।

আবাহন করিতেছি অতিপ্ৰীত হ’য়ে ॥

তোমাতে ছাড়িতে হেথা হয় না বাসনা।

তোমার নিমিত্তে আমি হ’য়েছি উন্মনা ॥

পবন হও ওহে পুরুষ-প্রবর।

দয়া ক’রি এ নারীর অনুরোধ ধর ॥

রমণী এইভাবে অগ্রজ বলদেব এবং গোপগণের সম্মুখে
প্রার্থনা করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে
বলিতে লাগিলেন,—

তোমার নিলয় দূর ক’রে থাকে পুরুষের মনোবাণী।

আমাদের মত পবিকগণের তুমি আশ্রয় দাঁতা ॥

অতএব নিজ কার্য সাধিয়া তোমার আলয়ে আসি।

পুরাইব তব মনের বাসনা আলোকিব মুখশশী ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মধুর বাক্যে তাঁহাকে বিদায় দিয়া
পূর্ববাসিগণকর্তৃক বিবিধ উপচারে পূজিত হইতে হইতে
কংস পুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ধনুর্ধ্বজ-স্থান
জিজ্ঞাসা করিয়া কংসপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমুক্তিমধু ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—গৌরপার্বদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী
প্রভু কি শ্রীরাধার অবতার ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। পঞ্চতত্ত্বের অন্ততম গৌরশক্তি
শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে বিভিন্নশাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রীমতী
বৃষভানুন্দিনীরূপা বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
আদি ১০ম পঃ ১৫ পয়ারের স্বকৃত অনুভাষ্যে মদীয় ইষ্টদেব
জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌরপার্বদ শ্রীল কবিকর্ণপুর
গোস্বামী প্রভু কৃত শ্রীগৌরগণোদেশদীপিকার (১৪৭-

১৫২) শ্লোক উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে—

শ্রীরাধা-প্রমরুণা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।

স। শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥

নির্বাণিতঃ শ্রীশ্বরূপৈ ধো ব্রজলক্ষ্মীহয়া যথা।

পুরা বৃন্দাবনে স্মৃতীঃ শ্রামসুন্দরবল্লভা ॥

স। শ্রীগৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।

শ্রীচৈতন্যচরিতমৃত আদি (১০।১৫) বলেন,—

বড় শাখা,—গদাধর পণ্ডিত-গোসাঁই।

তিষ্ঠো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই ॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে যে লক্ষ্মীরূপা বলিয়াছেন, এই লক্ষ্মী বলিতে ব্রজলক্ষ্মী বুঝায়। যিনি শ্রীশ্বরূপের দ্বারা ব্রজলক্ষ্মী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, যিনি প্রেমস্বরূপিণী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, যিনি পুরাকালে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রাম-সুন্দরের প্রিয়তমা লক্ষ্মী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দেয় দীপিকায় শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন—

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাজিরূপতাম্।

অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ ॥ (১৫৩)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

“শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীশ্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীবক্ত্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অল্পগামী।

“শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভু পূর্বতম বস্তু। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিষয়বিগ্রহ (Subject), আর শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁহার আশ্রয় জাতীয় শক্তি। যে কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাঁহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেইকালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity রূপে ঔদাধিপত্যকোষ্ঠে লক্ষ্য করি।”

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ২১২ পর্বারে স্বরূপ গোড়ীয়-ভাষ্যেও লিখিয়াছেন—

“শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভুর অন্তরঙ্গভক্তগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। শক্তিতত্ত্বের ‘আকর’ বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ লীলা ও শ্রীনীলাচল-লীলা, উভয়ট্রেই কথিত। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুররস-ভঞ্জে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের ‘অন্তরঙ্গ-ভক্ত’ নামে কথিত হন। বাহ্যরা মধুররসে ভগবদ্ভক্তনে উৎসাহবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মগতোই শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হন। শ্রীনরহরি প্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অল্পগত

ছিলেন; তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীগদাধরের প্রিয়-সেবাজ্ঞানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।”

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরূপ জৈবধর্ম গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

“শ্রীগৌরাজের যুগল দুই প্রকার—অর্চনমার্গে এক-প্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।”

গৌরপার্বদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও বলিয়াছেন—

হা হা মোর গৌরকিশোর !

কবে দয়া করি’, শ্রীগোক্রমবনে,

দেখা দিবে মনচোর ॥

আনন্দ সুখদ- কুঞ্জের ভিতরে,

গদাধরে বামে করি’।

কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর-চিকুর,

নটন সুবেশ ধরি’ ॥

দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব,

রূপেতে করিবে আলা।

সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন,

গলেতে মোহনমালা ॥

অনঙ্গমঞ্জরী, সদয় হইয়া,

এ দাসী-করেতে ধরি’।

হুঁহে নিবেদিবে, হুঁহার মাধুরী,

হেরিব নয়ন ভরি’ ॥

(কলাবকল্পিত—প্রার্থনা—লালসাময়ী)

গৌরপার্বদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুও স্বরূপ শ্রীপ্রেমবিবর্ত গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

একদিন প্রভু মোর খেলিতে খেলিতে।

চলিল অলকাতীরে নিবিড় বনেতে ॥

আমি আর গদাধর আছিলাম সঙ্গে।

বকুলের গাছে শুকপক্ষী ধরে রঙ্গে ॥

শুকে ধরি বলে—“তুই ব্যাসের নন্দন।

রাধাকৃষ্ণে বলি কর আনন্দ বর্দ্ধন ॥”

শুক তাহা নাহি বলে, বলে “গৌরহরি”।

প্রভু তারে দূরে ফেলে কোণ ছল করি’ ॥

তবু শুক “গৌর গৌর” বলিয়া নাচয় ।
 শুকের কৌর্ভনে হয় প্রেমের উদয় ॥
 প্রভু বলে—“ওরে শুক এ যে বৃন্দাবন ।
 রাধাকৃষ্ণ বল হেথা শুক সর্বজন ॥”
 শুক বলে,—“বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল ।
 রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল ॥
 আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই ।
 তুমি মোর কৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই ॥
 গদাই-গৌরাজ মোর প্রাণের ঈশ্বর ।
 আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর ॥”
 গদাই-গৌরাজে মুগ্ধ রাধাকৃষ্ণ জানি ।
 ষোলকোশ “নবদ্বীপে” “বৃন্দাবন” মানি ॥

গৌরপার্বদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু স্বকৃত শ্রীগদাধর
 পণ্ডিত-গোস্বামাষ্টকে জানাইয়াছেন—

অখিল ভুবনবন্দ্য প্রাক্ষরং প্রেমসারং
 প্রবল-করণ্যচাং প্রেমভক্তি-ব্রহ্মম্ ।
 ব্রজবিপিনবিরাজ শ্রীল-বৃন্দাবনেন্দুং
 মধুরমধুবরূপং নৌমি রাধাশ্বরূপম্ ॥১॥
 রাধাশ্বরূপস্ত গদাধরস্ত
 স্তোত্রং মুদাকারি সনাতনেন ।
 প্রেমণা পঠন্ নিতাবিলাসশালী
 প্রাপ্নোতি সোহভীষ্টপদং হি তস্ত ॥২॥

জগদগুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু-বিরচিত শ্রীগদাধর
 পণ্ডিত-গোস্বামিদশকেও দেখিতে পাওয়া যায়—

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী ।
 কলৌ ত্রিগৌরদয়িতঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥১॥
 সর্বপাণ্ডিত্যসারার্থ্যং প্রেমরত্নবিভূষণম্ ।
 মাধবাঅজবন্দ্যাগ্র্যং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥২॥

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু-রচিত শ্রীগদাধর পণ্ডিত
 গোস্বামাষ্টকেও লিখিত আছে—

শ্রীলবৃন্দাবনাধীশ্বরূপং সদৃশাশ্রয়ম্ ।
 পণ্ডিতার্থ্যং প্রভুবরং তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥১॥
 শ্রীগৌরাজপ্রেমসারং বিভূতিনিধিসম্পদম্ ।
 মাধবনন্দনং ধীরং তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥৪॥

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের শিষ্য শ্রীঅবৈত-তনয়

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু স্বকৃত শ্রীগৌরগদাধরাষ্টকে লিখিয়াছেন—

হা হা ক রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং
 শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বপুর্ধরাভ্যাম্ ।
 আনন্দলীলারসরঞ্জিতাভ্যাং
 নমোহস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥২॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন—

গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর ‘শক্তি’ অবতার ।
 অন্তরঙ্গ ভক্ত করি’ গণন যাঁহার ॥
 (আদি ৭ম পরি: ১৭)

পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায় ।
 ‘গদাধর প্রাণনাথ’ নাম হৈল যায় ॥
 পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায় ।
 ‘গদাই-গৌরাজ’ বলি’ যা’রে লোকে গায় ॥

(অন্ত্য ৭ম পরি: ১৫৯-১৬০)

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চাম্—

“অবনীস্রবরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
 স খলু ভবতি রাধা শ্রীল গৌরাবতারে ।
 নরহরিসরকারশ্যাপি দামোদরশ্চ
 প্রভুনিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥

শ্রীনরহরি সরকারঠাকুরের ‘ভজনাযুতে’—

‘ইহ মতং মে, যথেষ্ট কলিযুগপাবনাবতার-করণাময়-
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রো ব্রজরাজকুমারঃ, তথৈব নিঃসীমশুদ্ধ-
 প্রণয়সার-ঘনীভূত-মহাভাব-স্বরূপরসময়পরমদয়িতঃ শ্রীগদাধর
 এব শ্রীরাধা ।’

শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামি গুরুবৈঃ শ্রীপরমানন্দ গোস্বামি-
 পাদৈর্ষথা—

কলিন্দনগনন্দিনীতট-নিকুঞ্জপুঞ্জেষু য-
 স্তনান বৃষভানুজাকৃতিরনললীলারসম্ ।
 নিপীয ব্রজমঙ্গলোহরমিহ গৌররূপোহভবৎ
 স মে দিশত্ ভাবুকং প্রভুর্গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ ॥

গৌরপার্বদ শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী স্বকৃত শ্রীচৈতন্য-
 চরিত মহাকাব্যে (১১শ সর্গ) বলিয়াছেন—

বৃষভানুসুতা রাধা শ্রীমসুন্দরবল্লভা ।
 কলৌ গদাধরঃ খ্যাতো মাধবনন্দনন্দনঃ ॥

অথ শ্রীবাহুদেবঘোষঠাকুরঃ—

“আগম অগোচর গোরা ।

অখিল ব্রহ্মণর বেদ উপর, না জানে পাষণ্ডী মতিভোরা ॥

নিত্য নিত্যানন্দ, চৈতন্ত গোবিন্দ, পণ্ডিত গদাধর বাধে ।

চৈতন্ত যুগলরূপ, কেবল বসের কূপ, অবতার সদাশিব

সাধে ॥”

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুব অমূল্য শ্রুতপ্রসিদ্ধ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামিপাদ স্বরূপ ‘সাধন-দীপিকা’ গ্রন্থে শ্রীগদাধর পণ্ডিত যে সাফাৎ শ্রীরাধা—ইহা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে দেখাইয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—

“যথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীভক্তেন্দ্রনন্দনঃ স্বস্ত্র কায়বাহু-প্রকাশ-বিলাস-পরাবহু-প্রাভব-বৈভবরূপৈঃ শ্রীবলদেব-শ্রীমথুণা-দারকা-গোলোক - পরযোমানাথ - নৃসিংহ-রঘুনাথাদিভিঃ স্বাবতারাবলীভি স্তত্ত্বংপার্যদৈশ্চঃ শ্রীমদ্রত্যানন্দাদৈত-শ্রীধাসং কৃত্বা কলৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুঃ সন্ কৃপয়া প্রকটোহভূৎ, তথা তেন রসিক মণ্ডল শেখরেণ স্বস্ত্র মহাশক্তি ফ্লাদিনীসাররূপা সর্কলক্ষীস্বরূপা শ্রীবৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধৈব শ্রীগোপীগণ-মহিষীগণ-লক্ষ্মীগণৈঃ স্বস্ত্র কায়বাহু প্রকাশরূপৈঃ সহিতা শ্রীগদাধর-পণ্ডিতরূপেণা-বতারিতাভূৎ; স্বয়ং প্রভুত্বং তথৈব । শক্তিচ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ারৈভবেন যদা যদিচ্ছাং করোতি, তং কিমপি ত্বষ্টং ন ভবতি । অবতীৰ্য্য সর্কীর্জনানন্দা-বেশেন তত্ত্বংপূৰ্ব্বভাং স্বয়ংবিলাসশক্তিপার্যদং প্রাতি দর্শিতবান্ । এতদ্বু শ্রীকর্ণপূর-শ্রীবৃন্দাবনদাস-শ্রীবানুদেব-

শ্রীনরহরিঠাকুরাদি-শ্রীরূপসনাতন - শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-শ্রীলোচন দাস প্রভৃতিভিঃ স্বয়ং গ্রন্থে লিখিতা স্থাপিতমস্তি । তস্মাৎ সর্কেষাঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-পার্যদানাং মতে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত এব শ্রীবৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধা, কিং বহুবিচারিতেন ।”

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা কিরূপে হয় ?

উত্তর—শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তীপাদ ভাঃ ১১২০১৯ ও ভাঃ ৭৭১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

‘শ্রদ্ধা আকস্মিকমহৎকৃপাঅনিতা । মহদনুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ, ভক্তেঃ প্রেম’ । ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ ফলে শাস্ত্রে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয় । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

সতাং প্রসঙ্গান্ময় বীৰ্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জ্যোষণাদাশ্বপবর্গবজ্রানি

শ্রদ্ধা রতিভক্তিবলুক্ৰমিয়াতি ॥ (ভাঃ ৩২৫।২৫)

সাধুসঙ্গে পরমমজলকর শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি—প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে ।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভক্তাধিকারী । সেই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ বা সাধুকুপার লাভ হয় । সাধুসঙ্গ বা সাধুকুপা আবার অহৈতুকভাবে আকস্মিকই হয় । শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তীপাদ ভাঃ ৪২৮২২ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

‘সা চ ভক্তির্ধাদৃচ্ছিকী যাদৃচ্ছিক-সাধুসঙ্গাৎ যাদৃচ্ছিকৈব সাধুকুপয়া ভবতি ।’

বর্ষশেষে

শ্রীশ্রীগুরোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গিরিধারী-জিউর পরম-করুণাময়ী বৈকুণ্ঠ-বাণী-প্রচারিণী ‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার নবম বর্ষ ১ম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন—প্রাপ্তিকাল-গণনার বিগত ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।৩৯) বৃহস্পতিবার । শ্রীপত্রিকা দেশের ও দেশের শতশত বিয়বিপত্তির মধ্য দিয়াও নির্বিঘ্নে প্রতিমাসে আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে আজ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ (ইং ২৭।১।৭০) বৃহস্পতিবার ১২শ

সংখ্যারূপে বর্ষ সমাপ্ত করিলেন । আবার নবোদ্যমে দশম বর্ষের শুভারম্ভ স্থচিত হইতেছে । কৌতুকের বিরাম নাই—কৌতুকাবলীঃ সদা হরিঃ । শ্রীমদ্রূপপ্রভুর শ্রীমুখবাণী —

“ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—নাম সংকীৰ্ত্তন ।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥”

পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া

নির্দিষ্ট-ধাকার সেই প্রেমলাভের উপায়স্বরূপ ভজন-মধ্যে নাম-সংকীৰ্ত্তনকেই শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই নাম নিরপরাধে গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রেমসম্পত্তি লভ্য হয়। এটুকুই শ্রীচৈতন্যবাণী শুদ্ধভক্তির তটস্থলক্ষণ-স্বরূপে অন্ত্যভিলাষিতাশূন্য (অর্থাৎ কৃষ্ণভজন-সম্পাদনবিবোধি যোষিৎসঙ্গাদি-রূপা দুর্নীতিমূল্যাব্যবতীয় বাঞ্ছারহিত) ও জ্ঞান-কর্মাভ্যাসবৃত্ত (অর্থাৎ নির্ভেদ-ব্রহ্মহুসন্ধানমূলক জ্ঞানকেই ভক্তির আবরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, নতুবা ভজনীয়ব্রাহ্মসন্ধানের অবশ্যাপেক্ষনীয়-হেতু তাদৃশ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানকে আবরণ বলা হয় নাই। কর্ম সম্বন্ধেও শ্রুতাদি উক্ত নিষা-নৈমিত্তিককাম্য কর্মাদিকেই বিশেষতঃ কাম্য-কর্মকেই ভক্তির আবরণ বলা হইয়াছে, কিন্তু ভজনীয়-পরিচর্যাাদি কৃষ্ণাহুশীলনপর কর্মকে অনাদর করা হয় নাই। ‘আদি’ শব্দে বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদি,—এই সকলের দ্বারা অপ্রতিহত) এবং স্বরূপলক্ষণরূপে আনুকূল্যে কৃষ্ণাহু-শীলনকেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভজনোদ্দেশ্যে তাঁহাতে রোচমাণা প্রবৃত্তিই আনুকূল্যকৃষ্ণাহুশীলন, ভজনবিবোধ-হেতু প্রতিকূল অহুশীলন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণাহুশীলন বলিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অগত রূপ শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বেরও অহুশীলন বুঝায়। কৃষ্ণসম্বন্ধি বা কৃষ্ণার্থ যে কারবাঞ্ছানসীয়া, শৈথিল্যশূন্য শ্রীতিবিষয়াত্মিকা নিরন্তর তত্তৎকর্মপ্রবর্তনরূপ। চেষ্টা, তাহাই আনুকূল্যে অর্থাৎ কৃষ্ণোদ্দেশ্যতর্পণ-তাৎপর্যমূলে কৃষ্ণাহুশীলন) উত্তমা বা শুদ্ধভক্তি বলিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“অন্ত্যভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মাভ্যাসবৃত্তম।

আনুকূল্যে কৃষ্ণাহুশীলনং ভক্তিরূপম্॥”

—ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ১১০

“অন্ত্যবাঞ্ছা, অগতপূজা ছাড়ি’ জ্ঞান, কর্ম।

আনুকূল্যে সর্বোদ্দেশ্যে কৃষ্ণাহুশীলন ॥

এই ‘শুদ্ধভক্তি’, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।

পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কর ॥”

[সমগ্র পঞ্চরাত্রের মত—]

সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরতেন নিখলম্।

হৃদীকেন হৃদীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥

—(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

[শ্রীমদ্ ভাগবত (ভাঃ ৩২৯।১০-১৩) কহিতেছেন—
অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় :—]

মদগুণশ্রুতিমাঞ্চেণ ময়ি সর্বগুণাশ্রয়ে।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসৌহৃদ্যে ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হুদাহৃতম্।

অহৈতুকাব্যবহিতা বা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

সালোকাশাষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমুপাত।

দীর্ঘমানং ন গৃহন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

স এব ভক্তিযোগাথা আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।

যেনাতিএভ্য ত্রিগুণং মস্তায়াংপোষ্যতে ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১২১।১৬৮-১৭৪

[অর্থাৎ “সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃদীকেশ-সেবনের নাম ভক্তি। এই স্বরূপলক্ষণময়ী সেবার দুইটি তটস্থলক্ষণ—যথা ঐ শুদ্ধভক্তি সকল-উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইরা স্বয়ং নিখল্য থাকিবে।”

“আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের জায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম-স্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অব্যবহিত ফলাহুসন্ধানবহিতা। সালোকা (বৈকুণ্ঠবাস), শাষ্টি (ঐশ্বর্য সম্পত্তি) সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। এতাদৃশী ভক্তিকেই ‘আত্যন্তিক ভক্তিযোগ’ বলা যায়। সেই ভক্তিযোগ দ্বারাই জীব গুণময়ী মায়াতে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।”]

শ্রীরূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপবাক্য উদ্ধারপূর্বক আরও বলিতেছেন—

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

তাবদ্ ভক্তিমুখস্তাত্র কথমভ্যাসয়ো ভবেৎ ॥”

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৫-১৭৬

এজন্য শ্রীচৈতন্য-বাণী তাঁহার প্রায় প্রতি বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধেই ভজন-পিপাসু পাঠক-পাঠিকাগণকে মহাজনাত্ম-মোদিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্মরণ করাইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে বিদগ্ধ প্রেমসম্পদ লাভের উৎকর্ষা জাগাইয়া দেন।

বর্তমান বর্ষের স্মরণীয় ঘটনা—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের নবকলবর-প্রকটলীলা। তাঁহার নিতাসুন্দর সচ্চিদানন্দঘন অপ্রাকৃত অতৌল্লিয় কলবরে অক্ষজ্ঞান তাড়নামূলে কোন প্রাকৃত বুদ্ধি আসিয়া না যায় আমরা তজ্জন্ম শ্রীপত্রিকার ৮ম হইতে ১১শ সংখ্যা পর্যন্ত সজ্জাতানুমোদিত মহাজন সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছি।

পূজাপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিমুখ ভাগবত মহারাজ-লিখিত ‘প্রশ্ন-উত্তর’ দীর্ঘক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত অবশ্য জ্ঞাতব্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইতেছে। আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠক-বর্গকে উহা বিশেষ যত্নসহকারে অনুশীলনার্থ অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীব্রহ্মগুণ-পরিক্রমা, আসাম প্রদেশে গোয়াল-পাড়ায় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা, গোহাটী মঠে শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে মহোত্তমে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-প্রসার, কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা উপলক্ষে দিবসপঞ্চকব্যাপী সভা এবং সংকীর্্তন শোভা-যাত্রা সহ শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণে দক্ষিণ কলিকাতার বিশেষ বিশেষ রাজপথ ভ্রমণলীলা, শ্রীজন্মানুষ্ঠান উপলক্ষেও শ্রীমঠে দিবসপঞ্চকব্যাপী বিরাট ধ্বংস সভার অধিবেশনাদি দ্বারা হরিকথার হৃদিক্ষেপ অপনোদন পূর্বক সুভিক্ষে আনয়নাদি চেষ্টা দ্বারা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধক্ষ আচার্য্য-পাদেয় শ্রীশ্রীশুকগোবিন্দ-মনোহরভট্ট স্থাপনের সর্বতো-মুখী চেষ্টা প্রতিবর্ষের দ্বায় বর্তমান বর্ষেও বিশেষ উল্লখ-যোগ্য। শ্রীল আচার্য্যদেব অদম্য উৎসাহে ভারতের

বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিয়া এবং কোন কোন স্থানে স্বয়ং গিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

গ্রন্থাদি প্রচার-বিভাগের কার্য্যও বর্তমান বর্ষে কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমদ্ব্যাহাভূর ‘শিক্ষাষ্টক’ ও শ্রীরূপগোবিন্দমিপাদেয় ‘উপদেশামৃত’ সভায়া ও সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদেশিক বন্ধুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ শ্রীমদ্ব্যাহাভূর সংক্ষিপ্ত জীবন-ভাগবত ও শিক্ষামৃত সম্বন্ধেও একটি ইংরাজী পুস্তিকা মুদ্রিত হইতেছে।

বর্ষশেষে আমরা আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণীর পাঠক-পাঠিকাগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্বক শ্রীপত্রিকার প্রতি তাঁহাদের ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ প্রার্থনা করিতেছি।

বংশ বা চন্দ্রবনাদিতে কাঠে কাঠে সংঘর্ষ-হইয়া যেমন তদবনাদিত পশুপক্ষ্যাদির সন্তানসোৎপাদক মহাভয়ঙ্কর দাবাগ্রি প্রজলিত হয়, তদ্রূপ আজ সমগ্র জগতে—বিশেষতঃ সুজলা-সুফলা-শস্ত্র-শ্রামলা—প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ-মহাপ্রভুর প্রেমবস্ত্রা-প্লাবিত বঙ্গভূমিতে মনুষ্য সমাজের মধ্যে পরস্পরে অপস্বার্থে অপস্বার্থে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া এমন এক বিঘ্নগ্রাসী অশান্তির অনল—হিংসা-দেহ-মাংসঘর্ষহি প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা অবিলম্বে নির্বাপিত হইবার অনিবার্য্য-প্রয়োজ-নীয়তা প্রত্যেক হৃদয়বান্ চিন্তাশীল ভবিষ্যদদর্শী মনুষ্যই মগ্নে মগ্নে অনুভব করিতেছেন। কিন্তু মানব-মনীষা হইতে উদ্ভাবিত কোন প্রাকৃত উপায়াবলম্বনে এই প্রলয়ান্ধি নির্বাপিত হইবে না। জীব অত্যন্ত বহিমুখ হইয়া উঠিলেই সংহার-মুদ্রাধারী কালাগ্নিসদৃশ রুদ্র-কোপানল প্রবলভাবে প্রজলিত হইয়া উঠে—রুদ্রের ‘প্রলয়-নাচন’ শুরু হইয়া যায়। জীবের ভগবৎসুখতা বাতীত এই রুদ্রকোপানল কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে। জীবের আন্তিকাব্যোধ—আত্মজ্ঞান, যাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্য প্রতিলিখিত, সর্বোপায়ে তাহাই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। “য আত্মানুমানুপশুন্তি ধীরাশ্চৈবাং শান্তিঃ শান্ততী নেতরেবাম্”—“তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যতি শান্তম্ ॥”—এই সকল কঠ, খেতাধর ও গীতোপনিষদের পরামর্শ

অগ্রাহ্য করিয়া বিধে শাস্তিহাপনের আধ্যাত্মিক প্রয়াস কখনই স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে না। দৈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রই হইতেছে—“ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীষা মা গৃধঃ কস্তচিদ্রনম্॥” অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই সর্বব্যাপক ভগবৎকর্তৃক ব্যাপ্ত—ভগবদভোগ্য তদীয় বস্তু, তাহা ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিয়া “উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি”—এই-শ্রীউক্তবোক্তি এবং “যথায়োগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা”—এই শ্রীমদ্রাহাশ্রয় শ্রীমুখোক্ত বিচারানুসারে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক ‘কাহারও ধনে লুপ্ত হইও না, এই উপদেশানুসারে শ্রীভগবান্ বাহ্যকে বাহ্য অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত জীবন-যাপনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই দ্বৈষ-হিংসা-মাৎসর্যানল প্রশমিত হইতে—প্রকৃত সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব শাস্তি সংস্থাপিত হইতে পারে।

‘মা’ শব্দে লক্ষ্মী, মধা বা লক্ষ্মী সহ বর্তমানঃ—এই অর্থে ‘সমঃ’ শব্দে ভগবান্, সর্বভূতে সেই সম বা ভগবদর্শন বা ভগবান্ হইতে সর্বভূতের উদ্ভব—এই প্রকার সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার হইতেই স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিজনিত বিচার-বৈষম্য বিদূরিত হইয়া জগতে প্রকৃত সমদর্শন সংস্থাপিত হইতে পারে। শ্রীভগবৎকেন্দ্রিক হইবার পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক হইতে থাকিলে বহু বৃত্ত উদ্ভূত হইয়া তৎসমুদয়ের পরস্পরে সম্বর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। কেন্দ্র এক হইলে যত বৃত্তই অঙ্কিত হউক না কেন, পরস্পরে সংঘর্ষ হইবে না, সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে—সর্বত্র সমদর্শন বিরাজিত হইবে। নতুবা বিষমদর্শন প্রবল হইয়া সর্বত্র অশান্তি বিস্তারিত হইয়া পড়িবে—মাৎসব মনুষ্য হারাটবে।

ওঁ স্বস্তি নো গৌরবিবৃদ্ধাত্ত

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে নব-মন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন

আসাম প্রদেশের মুখ্য সহর গৌহাটীস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পতিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদুক্তিদিগিত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীবৃন্দাবনধামে মাসবাণী দামোদর-ব্রত পালন ও তৎপশ্চাৎ আগ্রা ও দিল্লী প্রচারাগ্রে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদুক্তিবিবলভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী লমভিষাহারে গত ২৩ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্বাহ্নে আসাম মেল যোগে গৌহাটী ষ্টেশনে শুভদানার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বাদিত হন। ষ্টেশন হইতে ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের মস্তকোপরি স্তম্ভজিত ছত্র ধারণ পূর্বক বিচিত্র বাত্মখনি ও সংকীর্তন শাভাযাত্রা সহযোগে সমস্ত রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখা পল্টন বাজারস্থ শ্রীমঠে আসিয়া উপনীত হন।

২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর প্রাতে শুভক্ষণে শ্রীল আচার্য্যদেব সাত্বত-শাস্ত্রবিধানানুসারে শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন-

সহযোগে উক্ত শাখা মঠের পরিকল্পিত নবচূড়াবিশিষ্ট সুরমা শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীমদুক্তিবিবলভ তীর্থ মহারাজ কর্তৃক বৈষ্ণবহোম সম্পাদিত হয়। ভিত্তি-সংস্থাপনকালে সস্ত্রীক শ্রীরাম কুমার হিমংসিংকা, গৌহাটী মঠের জমী ও বাড়ী দাতা স্বধামগত শ্রীগিরিজা দাসের সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণ, হাইকোর্টের র‍্যাডভোকেট শ্রীকালিপদ সেন, শ্রীউপেন্দ্র হালদার প্রভৃতি স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্তনভবনে সাক্ষা ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার উপদেশবাণীতে ভক্তগণকে শ্রীমন্দির-নির্মাণ-সেবায় প্রোৎসাহিত এবং শ্রীমন্দির-নির্মাণ কার্য্যের মুখ্য উত্তোক্তা প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজীর অদম্য সেবাচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদিগ্‌-গোষামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা-নির্দেশা-নুসারে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অন্ততম শাখামঠ—নদীয়া জেলাস্বর্গত চাকদহ রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী যশড়া-গ্রামস্থ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে তদীয় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গত ২৫শে পৌষ (১৩৭৬), ইং ১০ই জানুয়ারী (১৯৭০) শনিবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের (জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের) বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব তিথির পূর্বদিবস ২৪শে পৌষ (১৩৭৬) অধিবাস-কীর্তনোৎসবরূপে বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণাবর্তক্রমে বিশ্বাসপাড়ার মধ্য দিয়া পাকারাস্তার পড়ে, তৎপর তাহা তালপুকুর পল্লী ঘুরিয়া চাকদহ বাজারের মধ্য দিয়া কাঁঠালপুলিস্থ শ্রীল মঠেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হয়, তথা হইতে পুনরায় বাজারের মধ্য দিয়া চাকদহ স্টেশনের পার্শ্ববর্তী পথ ধরিয়া বনগ্রাম রোডে পড়ে, ক্রমশঃ লালপুর নামক বিশাল কলোনির মধ্য দিয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় যশড়া শ্রীপাটে প্রত্যাবর্তন করে। প্রথমে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের পতাকা, তৎপশ্চাৎ ব্যাণ্ডপাটি তৎপশ্চাৎ পতাকা হস্তে প্রায় দুইশত শ্রেণীবদ্ধ বালক-বালিকা, তৎপশ্চাৎ ত্রিদিগ্‌যতিগণ এবং যুদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ-ঘণ্টা-করতালাদি বাজুধ্বনিসহ উদ্‌গু নর্তন ও উচ্চসংকীর্তন রত মঠবাসী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং তৎপশ্চাৎ সাধারণ সজ্জন ও মহিলাবৃন্দ সংকীর্তন শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করেন। মূল কীর্তনীয় শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও ত্রিদিগ্‌গোষামী শ্রীমদ্‌ ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ। যুদঙ্গবাদক—সরস্বতী তমালকৃষ্ণ, গোকুলানন্দ, সনৎকুমার ও তরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। বড় করতাল বাজু নৈপুণ্যে ও মণ্ডলীন্তো শ্রীপরেশাচুভব ব্রহ্মচারী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। ঘটিকাঃ-ব্যাপিয়া উদ্‌গুনর্তনসহ কীর্তন ও বাদনের পরিভ্রম

সপার্বদ সংকীর্তনশিতা শ্রীশ্রীগৌরনিভ্যানন্দেই উত্তমরূপে জ্ঞাত—“কীর্তনীয়ার পরিভ্রম জানে গোরা রায়”। ২৩শে ও ২৪শে পৌষ রাত্রিতে ত্রিদিগ্‌গোষামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আ ১০।৭০, আ ১১।৩০, আ ১৪।৩২ ও আ ৬।৬২ প্রমুখ পয়ার সমূহের মূল ও ভাষ্য অবলম্বনে ভক্তপ্রেমবশ্ত ভগবদ্‌গাহ্য্য কীর্তন করেন।

২৫শে পৌষ শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা। প্রভূষে মঙ্গলারাত্রিক ও প্রভাতীকীর্তন পাঠাদি দৈনন্দিন কৃতা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্‌ গিরিমহারাজ কীর্তন পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পূর্বাহ্নে মন্দিরাভাস্তরে শ্রীমদ্‌ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরগোপাল - শ্রীকৃষ্ণ বলরাম - শ্রীরাধা-রাধাবল্লভ-শ্রীশালগ্রাম এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অভিব্যেক, পূজা-ভোগবাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। এদিকে বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ত্রিদিগ্‌গোষামী শ্রীমদ্‌ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ প্রায় ১১ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। সাক্ষ্য অধিবেশনেও তাঁহার বক্তৃতা হয়। শ্রীমদ্‌গিরি মহারাজও বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা দেন এবং তাঁহার স্বভাব-মূলতঃ মূললিত কঠ-নিঃসৃত কীর্তন দ্বারা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সকলকেই পরমানন্দ প্রদান করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগা-রাত্রিকের পর সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসবের রন্ধনাদি সেবাকার্য্যে সর্গশ্রী পরেশাচুভব, গোকুলানন্দ ও তরুণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারিভ্রম এবং আত্মকূল্য সংগ্রহ কাথে শ্রীকৃষ্ণমোহন, মধুমঙ্গল ও তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ অক্লান্ত পরিভ্রম করিয়াছেন। স্থানীয় ভক্তপ্রবর শ্রীমুকুতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোৎসবের যাবতীয় সেবাকার্য্যে কায়মনোবাক্যে স্বীয় সামর্থ্য্যানুযায়ী আত্মকূল্য বিধান পূরক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ রূপাভাজন হইয়াছেন। গত ২৫শে পৌষ মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাহ্নে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণদ্বয়ও শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

২৬শে পৌষ পূর্বাহ্নে শ্রীপাদ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহোদয় শ্রীমদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী যশড়া হইতে অগ্নিকোণে ন্যূনাধিক ২ কিলোমিটার দূরস্থ শ্রীলমহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীশ্রীপট বলিয়া প্রচারিত পালপাড়া-শ্রীশ্রীপট-বাটা দর্শনে গমন করেন। তথায় শ্রীমহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের পূজিত বলিয়া কথিত শ্রীশ্রীগৌর-নিভ্যানন্দ ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শনান্তে তাঁহার এক মাঠের

মধ্যে শ্রীমহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের সমাধি বলিয়া প্রচারিত সমাধি দর্শন করেন। ঐ সমাধি মন্দিরের পাদমূলে স্থাপিত একটি খেতপ্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

শ্রীশ্রীগৌরগোরাঙ্গো জয়তঃ

দাদশ গোপালের অন্ততম গোপাল

শ্রীশ্রীমহেশ পণ্ডিত জীউর সমাধি মন্দির

সংস্থারক শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ রায়

১লা বৈশাখ, পালপাড়া, ১৩৬৬

সাহিত্য-শ্রদ্ধা

অসমীয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচাৰ্য্য শ্রীশ্রীমদ্বক্তিদয়িত মাধব গোবামী মহারাজের শ্রীচৈতন্যপ্রিত শ্রিয় গৃহস্থ শিষ্য শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী (শ্রীচুনীলাল দত্ত) মহোদয় যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহরী-সেবার তাঁহার প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর দেশোত্তানস্থিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মূল মঠের বহু সেবা সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ তথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনকুটীর, শ্রীবিগ্রহের নবচূড়াবিশিষ্ট সুরমা অল্লভদ্রী শ্রীমন্দির, সুরিশাল নাট্যমন্দির প্রভৃতি নিষ্পাণে আনুকূল্য করতঃ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন, তাঁহার রত্নগড়া জননীদেবী শ্রীল আচাৰ্য্যপাদপদ্মের অনুকম্পিতা শিষ্যা শ্রীবিদ্যাসুন্দরী দাসী প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা যাদবপুরস্থিত নিজ বাসভবনে বিগত ২রা মাঘ (১৩৭৬), ইং ১৬ জানুয়ারী (১৯৭০) গুরুবার দিবস সন্ধ্যা ৫-৩৩ মিঃ কলিকাতা ৩৫, সত্যশ মুখার্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে উচ্চ শ্রীহরি-সংকীৰ্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

গত ১২ই মাঘ, ইং ২৬ জানুয়ারী সোমবার দিবস বৈষ্ণবশ্রুতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে পরিব্রাজকাচাৰ্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্তিদয়িত পুরী মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদার দ্বারা তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্বক্তিললিত গিরি মহারাজ 'ব্রহ্মহৃত', শ্রীমদ ভক্তিসংঘক পর্বত মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্রীমদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ দশমস্কন্ধ 'শ্রীমদভাগবত' এবং শ্রীবিনয়কমল গঙ্গোপাধ্যায় এম্-কম্ 'শ্রীমদগগবদগীতা' পাঠ করিয়াছেন। শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মকর্ম্য করিয়াছেন। পারলৌকিক কৃত্যের আত্মোপাস্ত শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ মহোদয়ের মূল গায়কত্বে শ্রীমহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরি-সংকীৰ্ত্তন হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে বহু গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচাৰ্য্য এবং শ্রীমঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণ ব্যতীতও প্রায় সহস্রাধিক সজ্জন পুরুষ, মহিলা চতুর্বিধরসমম্বিত বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ সন্মান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু কাঙ্গালীকেও শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজনোৎসব

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর

জিলাঃ—নদীয়া

১২ কেশব, ৪৮৩ শ্রীগৌরান্দ

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬; ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরান্দ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-মঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্ভিষতি ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধবগোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকক্ষে আগামী ২২ গোবিন্দ, ১ চৈত্র, ১৫ মাচ্চ' রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮৪ শ্রীগৌরান্দ), ২ চৈত্র, ২৩ মাচ্চ' সোমবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীৰ্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ, মহোৎসব প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, সর্বদ্বন্দ্ব অনুগ্রহপূর্বক উপরি উক্ত ভক্ত্যঙ্গুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

শ্রীসজ্জনকিস্কর—

ত্রিদিগ্ভিষ্কু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

ত্রিদিগ্ভিষ্কু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দৃষ্টব্য :—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবাপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদিগ্ভিষ্যামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী

২২ গোবিন্দ, ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ রবিবার—নবদীপধাম-পরিক্রমার অধিবেশন-কীর্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার ধর্মসভা।

২৩ গোবিন্দ, ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ সোমবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচাধ্যাভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসুদেব, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৪ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ মঙ্গলবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ বুধবার—কীর্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগৌরমদীপ ও শ্রীমদাদীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগৌরমদ-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, স্রবণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরির-ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমদাদীপ আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার—পঞ্চবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস। পাদসেবন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদীপ পরিক্রমণ। যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদীপে গমন। শ্রীপ্রোঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিজ্ঞাননগর গমন ও অবস্থান।

২৭ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ শুক্রবার—অর্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্বদ শ্রীবিজ্ঞবানীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিজ্ঞাননগর, শ্রীবিজ্ঞানবিশারদের আশ্রম ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিজ্ঞাননগরে অবস্থান। পূর্বাহ্ন ৬ ২১৪৫ মিঃ মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ।

২৮ গোবিন্দ, ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ শনিবার—বন্দন-দাস্ত-সখা-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহুদীপ, শ্রীমোদক্রমদীপ ও শ্রীকৃতদীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহুনির ভপ্তাশ্রম, শ্রীমোদক্রম দীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীকৃতদীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোত্তানে প্রত্যাবর্তন। শ্রীগৌরা-বির্ভাব অধিবেশন কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহুৎসব (চাঁচর)।

২৯ গোবিন্দ, ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ রবিবার—শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্যবানী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিজ্ঞাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিষ্ণু, (৪৮৪ শ্রীগৌরানন্দ), ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ সোমবার—পূর্বাহ্ন ৬৫২ মিঃ গতে ২১৪৩ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌর-পূর্বিমার পারণ। শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।
- ২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬০০ টাকা, যান্মাসিক ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৬০ পং। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।
- ৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতবা বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্য-ধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।
- ৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধা থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদনুযায়্য কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।
- ৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকচাচ্য ত্রিদণ্ডিত শ্রীমন্তজিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলদী) সঙ্গমস্থলের অতীত নিকটে শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরাস্তম্ভত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোত্তানন্দ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেশিত অতীত স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১। প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগোড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

ঈশোত্তান, পো: শ্রীমায়াপুর, জি: নদীয়া

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক ভালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

পরমার্থলিপ্যুগণের অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

- (১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ৬২
- (২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন
মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ
হইতে সংগৃহীত গীত — ভিক্ষা ১৫০
- (৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — ঐ — „ ১০০
- (৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরচিত
(টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ৫০
- (৫) উপদেশামৃত — শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত
(টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ৬২

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ,

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

দ্রষ্টব্য :—ভি: পি: যোগে পাঠাইতে হইলে ডাকমাণ্ডল পৃথক লাগিবে।

শ্রীমায়াপুর ঈশোত্তানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অঙ্গুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলাস্বর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকস্বর্গত ত্রিদণ্ডিন্যামী ও শ্রীমন্তক্লিন্নয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫২ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫২০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকস্বর্গত ও শ্রীমন্তক্লিন্নয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। বিদ্যুৎ নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।